সূচীপত্র

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর নির্বাচিত
এগারখানা কিতাবের সমষ্টি

ইসলাহী নেসাব

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

www.islamfind.wordpress.com

ইসলাহী নেসাব

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর
নির্বাচিত এগারখানা কিতাবের সমষ্টি

মূল
হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
ইমাম ও খতীব : আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা
মুহাদ্দিস : টঙ্গি দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর

মাকতাবাতুল আশরাফ
অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

www.islamfind.wordpress.com

যে সকল কিতাবের সমন্বয়ে
ইসলাহী নেসাব

হায়াতুল মুসলিমীন ৩

▼

জাযাউল আ'মাল ৮

▼

হুকুকুল ইসলাম ৬

▼

হুকুকুল ওয়ালিদাইন

▼

তা'লীমুদ দীন ১১

▼

ফুরূউল ঈমান ৯

▼

কসদুস সাবীল ৫

▼

আদাবুল মু'আশারাত ২

▼

আগলাতুল 'আওয়াম ৪

▼

সাফাইয়ে মু'আমালাত ৭

▼

যাদুস সাঈদ ১০

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

এদেশের মানুষ দীনী ও ইসলাহী ময়দানে যে সকল আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ তাদের অন্যতম হলেন, তাওবার রাজনীতির প্রবর্তক হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযূর রহ.। তিনি ছিলেন হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম বছরে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে এমন কৃতিত্বের সাথে ফারেগ হন যে, তাঁর শ্রদ্ধাভাজন উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতুবী রহ. সহ অন্যান্য উস্তায তাঁকে নিয়ে গর্ব করতেন।

১৩০১ হিজরী সনে ফারেগ হওয়ার পরপরই তিনি মুজাদ্দিদসুলভ (সংস্কারমূলক) কর্ম-কাণ্ড শুরু করে দিলেন। কানপুর মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে ইলমে দীনের প্রচার-প্রসার ও খেদমত আরম্ভ করলেন। সে সময়েই ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য পন্থায় সাধারণ মানুষের মাঝে দীনের তাবলীগ শুরু করলেন। অপরদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বিভিন্ন সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে চেয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন আসতে শুরু করলে তিনি সেগুলোর শরয়ী সমাধান দেয়ার মাধ্যমে ফতোয়াদানের কাজও অত্যন্ত জোরালোভাবে শুরু করলেন।

প্রথমতঃ শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে, দ্বিতীয়তঃ ফতোয়াদানের মাধ্যমে, তৃতীয়তঃ প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনার মাধ্যমে, চতুর্থতঃ ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে দীনের গুরুত্বপূর্ণ সকল খেদমত একত্রে এমন সংস্কারমূলক পন্থায় আরম্ভ করলেন যা সত্যিই বিস্ময়কর।

বাহ্যিক পরিপূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি এ সময়ে আভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা তথা তাসাওউফের সোপান ও মাকামসমূহ অতিক্রম ও অর্জনের এক দুর্নিবার স্পৃহা তাঁর অন্তরে জাগ্রত হলো। আল্লাহ পাক তাঁর পিপাসা মিটিয়ে তাকে

www.islamfind.wordpress.com

পূর্ণতা দানের জন্য পবিত্র মক্কায় তাঁর রহমতের ছায়ায় যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর মতো আদর্শ শাইখকে জীবিত রেখেছিলেন এবং তাঁর অন্তরেও থানাভোনের বিরান খানকাহ্ পুনরায় আবাদ করার স্পৃহা জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। হযরত হাজী ছাহেব রহ. বিশেষ আগ্রহ নিয়ে হযরত থানভী রহ.-এর তারবিয়াত করেন। যার ফলে অতি অল্প সময়েই আল্লাহ্ পাকের মেহেরবাণীতে তিনি সুলূক ও তরীকতের এমন স্তরে পৌঁছে যান, যার দৃষ্টান্ত সে সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেরূপভাবে সূর্যের আলো কোন ঘরে আটকে রাখা যায় না, তা সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তদ্রূপ হযরত থানভী রহ.-এর দীনী খেদমতও কোন বিশেষ এলাকা বা বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দীনের কোন শাখা বা কোন বিষয় এমন নেই যাতে হযরত থানভী রহ.-এর সংস্কারমূলক খেদমতের কোন স্পর্শ লাগেনি। হযরত থানভী রহ.-এর রচনা ও সংকলনের সেই বিশাল খেদমত যা ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় সহস্রাধিক। বর্তমান যুগে এত বিশাল লেখনীর খেদমত কারো আঞ্জাম দেয়া তো অসম্ভব ব্যাপার, কেউ যদি সমগ্র জীবন ব্যয় করে হযরতের রচিত কিতাবসমূহ পাঠ করে শেষ করতে পারে তাহলে এটাও এ যুগের বিরাট 'কারামাত' বলে গণ্য হবে।

উম্মাতের মধ্যে এমন বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব খুবই কম যাদের মুখোচ্চারিত প্রতিটি কথাকেই আল্লাহপাক কিতাবরূপে সংরক্ষণ করে সাধারণ মানুষকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। হযরত থানভী রহ.-এর দীর্ঘ তিন / চার ঘন্টাব্যাপী বিস্তৃত ওয়াযও আল্লাহপাক কোন না কোন বিজ্ঞ-বিচক্ষণ আলেমের মাধ্যমে লিখিত আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। সে সকল ওয়াযের বৃহৎ সংকলন خطبات حکیم الامت رح নামে বত্রিশ খণ্ডে সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত রূপে প্রকাশিত যিন্দা ওয়ায়েযের চেয়েও মানুষকে বেশি উপকৃত করছে। অপরদিকে তার মালফূযাতের বিশাল সংকলন ত্রিশ খণ্ডের ملفوظات حکیم الامت رح মানুষকে সীরাতে মুস্তাকীমের রাহনুমায়ী করছে।

খোদা প্রেমিকদের যিকির-শোগল ও আত্মশুদ্ধির জন্য থানাভোনস্থ খানকাহে এমদাদিয়ায় এমন সুচারু ও সুশৃংখল কর্মধারা শুরু করলেন যার ফয়েয

www.islamfind.wordpress.com

উপমহাদেশের প্রতিটি কোনায় কোনায় পৌঁছেছে। তার সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং দীনের প্রতিটি অঙ্গণে অনুভূত হয়। এ মহান ব্যক্তিত্ব ১৩১৫ হিজরী থেকে নিয়ে ১৩৬২ হিজরী (ইন্তেকাল পর্যন্ত) পর্যন্ত জীবনের ৪৭টি বৎসর এই খানকায় অতিবাহিত করে পৃথিবী থেকে এ অবস্থায় বিদায় নিলেন যে, আল্লাহপাকের লক্ষ লক্ষ বান্দাকে আল্লাহপাক তাঁর চেষ্টা ও পরিশ্রমে দীনের সহীহ কাজে নিয়োজিত করেছেন তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তন করে সুন্নাত অনুযায়ী বানিয়ে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। পরবর্তি প্রজন্মের হেদায়াতের জন্য এবং এ সকল দীনি কর্ম-কাণ্ডের সংস্কারমূলক এ ধারা অব্যাহত রেখে কিয়ামত পর্যন্ত সাদকায়ে জরিয়ার সওয়াব লাভের ব্যবস্থা আল্লাহপাক এমনভাবে করলেন যে, সাতানব্বই জন সুযোগ্য খলীফাকে দেশের কোনায় কোনায় বসিয়ে দিলেন, তাদের সাথে সাথে আরো পঁয়ষট্টি জন এমন যোগ্য লোক নিয়োজিত করলেন তারা যদিও খলীফা নয় কিন্তু মানুষের ইসলাহ করার যোগ্যতা তাদেরকেও আল্লাহপাক দিয়েছিলেন। হযরত থানভী রহ. যাদেরকে 'মুজাযে সোহবত' নামে আখ্যায়িত করতেন। এ সকল বুযুর্গের মাধ্যমে সংস্কারের এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত থানভী রহ.-এর রচনাবলী সম্পর্কে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বলতেন, 'হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. সত্যিকার অর্থেই হাকীমুল উম্মত (উম্মতের আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসক) ছিলেন। শিরক, বিদ'আত ও রসম-রেওয়াজের রোগে রুগ্ন উম্মতের শিরায় (রগের উপর) ছিলো তাঁর একহাত (এ হাত দিয়ে রোগ নির্ণয় করে) অপর হাত দিয়ে ব্যবস্থাপত্র লিখেছেন। হযরতের রচিত কিতাব পাঠ করলে দ্বীনের উপর আমল করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।'

সত্যিকার অর্থেই হযরত হাকীমুল উম্মত রচিত দীনি কিতাব পত্র ও তাঁর মাওয়ায়েয ও মালফূযাত উম্মতের জন্য অত্যন্ত জরুরী পাথেয়।

হযরত হাকীমুল উম্মত রহ.-এর প্রায় আট শতাধিক রচনা হতে আল্লাহর পথের পথিকদের পাথেয়যোগ্য নির্বাচিত দশখানা শ্রেষ্ঠ কিতাবের সংকলন এ

'ইসলাহী নেসাব' যা পাঠ করলে পাঠক মাত্রই উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ। আমরা অবশ্য পরামর্শের ভিত্তিতে 'সাফাইয়ে মু'আমালাত' নামক হযরতের আরো একখানা কিতাব এর সাথে সংযুক্ত করেছি। বর্তমানে এতে এগারখানা কিতাবের অনুবাদকে এক মলাটে পেশ করা হয়েছে।

আমাদের মুরুব্বী এদেশের দীনি খেদমতের নিবেদিত প্রাণ রাহনুমা হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের দু'আ ও ইজাযতে এ কিতাবসমূহ অনুবাদের এ বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ছাহেব। অনুবাদ অত্যন্ত গতিশীল ও সাবলীল হয়েছে।

এদেশের উলূমে হাদীসের উজ্জ্বল নক্ষত্র জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এ অনুবাদের বেশ কিছু অংশ নজরে সানী করে এর মানকে আরো উন্নত করে দিয়েছেন। আল্লাহপাক তাঁকে জাযায়ে খায়র দান করুন। এছাড়া অন্যান্য যারা এ বিশাল গ্রন্থ প্রকাশনার কাজে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহপাক তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী এ কিতাবকে সুন্দর, সাবলীল ও ত্রুটি মুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কিছু অসংগতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবগত করার অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিবো।

আল্লাহপাক এ কিতাবটিকে কবুল করুন এবং এর মহান রচয়িতার মতো এর অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং এ কিতাবটিকে আমাদের ইহ-পরকালীন জীবনের সফলতার উসীলা বানান। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ ঃ ৪ শাবান ১৪২৯ হিজরী
৬ আগস্ট ২০০৮ ঈসায়ী
রাত ১:৪০ মিনিট

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

১। হায়াতুল মুসলিমীন

২। জাযাউল আমাল

৩। তালীমুদ দ্বীন

৪। ফুরুউল ঈমান

৫। হুকুকুল ইসলাম

৬। হুকুকুল ওয়ালিদাইন

৭। আদাবুল মুআশারাত

৮। আগলাতুল আওয়াম

৯। কসদুস সাবীল

১০। সাফাইয়ে মুআমালাত

১১। যাদুস সাঈদ

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

(আলে ইমরান, ১০২)

আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থ ভয় করা এবং পরিপূর্ণ ও সত্যিকার অর্থে মুসলমান হওয়ার মধ্যেই মানব জাতির ইহ-পরকালীন সুখ-শান্তি, সম্মান-সফলতা ও নিরাপত্তা নিহিত। আর এতোদুভয়ের অভাবে যেমন ইহকালীন সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হয়, তেমনিভাবে পরকালীন মুক্তি ও সফলতা থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আর এর জন্য আক্বীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, মু'আমালাত-লেনদেন, মু'আশারাত-সামাজিকতা এবং আখলাক তথা আত্মিক চরিত্র সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধি বিধান পুরোপুরি মেনে চলা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি অপরিসীম অনুগ্রহ করে এসব বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়ে ইসলামী শরীয়াত এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানব জাতির নিকট প্রেরণ করেন।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসীম মায়া-মমতা নিয়ে মানব জাতিকে এর দিশা দেয়ার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান। তাঁর অবর্তমানে এ মিশনকে চালিয়ে নেয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরামের মহান জামাত গঠন করে যান। এভাবেই এর ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। বিশেষ করে প্রতি শতাব্দীর সূচনায় যে, মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা তাদের সংস্কার কর্মের মাধ্যমে ইসলামের আসল রূপ ও প্রকৃতি মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করবেন এ ঘোষণা রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশাতেই দিয়ে গেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনায় আবির্ভাব ঘটে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.কে আল্লাহ তাআলা একজন মুজাদ্দিদুল মিল্লাত এবং হাকীমুল উম্মতের যথার্থ যোগ্যতা এবং অপরিসীম দরদ দান করেছিলেন। তিনি বলতেন-

امت کی بدحالی کا خیال جب آتا ہے بھوک اڑ جاتی ہے اور سونے کے وقت اگر
امت کی بدحالی کا خیال آتا ہے تو نیند غائب ہو جاتی ہے اور کروٹیں بدلتے بدلتے رات
ختم ہو جاتی ہے

যখন উম্মতের দুরাবস্থা নিয়ে চিন্তা করি তখন ক্ষুধার অনুভূতি থাকে না। শোয়ার সময় যদি উম্মতের দুরাবস্থার চিন্তা আসে তখন ঘুম গায়েব হয়ে যায়। এপাশ ওপাশ করে রাত পার হয়ে যায়।

এই দরদ ও দায়িত্বের অনুভূতি নিয়ে ইসলামী শরী'অতের সকল অঙ্গনে তিনি যে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান তা সর্বজন সুবিদিত। এজন্য তিনি একদিকে সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, অপরদিকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ওয়ায-উপদেশ দান করেন। সর্বোপরি তিনি তাঁর খলীফারূপে শতাধিক মুসলিহে উম্মত তৈরী করেন। তাঁর বিস্তৃত ইসলাহী ও তাজদীদী কর্মকাণ্ডের সার সংক্ষেপ হলো এই 'ইসলাহী নেসাব' তথা 'আত্মশুদ্ধির কোর্স'। এ কোর্স অবলম্বন করে একজন মানুষ সত্যিকার অর্থে খোদাভীরু মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করে আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কারে ভূষিত হতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলার লক্ষ কোটি শুকরিয়া যে, তিনি এ অধমকে এর তরজমা করার তাওফীক ও সৌভাগ্য দান করেছেন।

আমার আরও সৌভাগ্য যে, এ গ্রন্থে আমার মুরুব্বী ও মুহসিন হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম দু'আ ও বাণী দিয়েছেন। ফলে আল্লাহর দরবারে এ শ্রমটুকু কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এর 'লাজ' রাখার তাওফীক দান করুন।

আমার আরও সৌভাগ্যের বিষয় যে, হাদীস শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এ তরজমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ দেখে সংশোধন করে দিয়ে আমার উপর এবং এদেশীয় মুসলমানদের উপর বড় মেহেরবানী করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইহ-পরকালে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং সুস্থ ও নিরাপদ দীর্ঘায়ু দান করে এ উম্মতের উপর মেহেরবানী করুন।

তরজমা শেষ করার পর ইসলাহী নেসাবের দশটি রেসালার সাথে হযরত থানভী রহ. রচিত 'সাফাইয়ে মু'আমালাত' পুস্তিকাটি সংযুক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অত্র কিতাবের প্রকাশক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেবকে বিষয়টি জানালে তিনিও এর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। পরবর্তীতে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলে তিনিও একই মত দেন এবং তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ থেকে মূল 'সাফাইয়ে মুআমালাত'-এর উর্দূ কপি দিয়ে তরজমার কাজে আমাকে সহযোগিতা করেন।

এ কিতাবের তরজমার কাজে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষ করে ছোট ভাই মাওলানা আব্দুল ওয়াদূদ এবং স্নেহাস্পদ তৈয়বের সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণ করছি। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম -এর উদ্যোগ, তাড়া ও প্রচেষ্টার ফলে এ কিতাবের তরজমা করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়েছে এবং তা প্রকাশ করার গুরুদায়িত্বও তিনি গ্রহণ করার ফলে আজ তা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এর উপযুক্ত পুরস্কার আল্লাহই তাঁকে দান করবেন।

আমার অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কারণে তরজমায় ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। কোন ভুল ও অসংগতি চোখে পড়লে আমাদেরকে অবগত করার জন্য সাম্মানিত পাঠকমণ্ডলীর নিকট সবিনয় অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেবো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং নাজাতের উসীলা বানান। আমীন।

বিনীত

২১ রজব, ১৪২৯ হিজরী
২৫ জুলাই, ২০০৮ ঈসায়ী

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
বেজগাঁতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ

www.islamfind.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. ও মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব রহ.-এর একান্ত স্নেহধন্য বিশিষ্ট খলীফা হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)-এর অভিমত

হাকীমুল উম্মত রহ. ও তাঁর খলীফাগণ সম্পর্কে দু'টি কথা

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর নামের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৫০ (ঈসায়ী) সালে। আমরা তখন ঢাকার নিমতলীতে থাকি। আমার আব্বাজান একটি মাসিক পত্রিকা নিয়ে আসলেন। অতি সাধারণ কাগজে ছাপা। নাম হলো "নেয়ামত"। কভারের উপর (যতদূর মনে পড়ে) এ কথাটি লেখা ছিলো "হযরত থানভী রহ.-এর ওয়ায-ই নেয়ামতের একমাত্র অবলম্বন।" পুরো পত্রিকা জুড়ে শুধুই হযরত থানভী রহ.-এর ওয়ায। শেষের দিকের কয়েকটি পাতায় কিছু মাসয়ালার আলোচনা। আমার যতদূর মনে পড়ে সে সংখ্যার ওয়ায ছিলো "ইসলামের সৌন্দর্য" সম্পর্কে, তিনি যে ইসলামের কত ধরণের কত সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করেছেন!

আমি যখন সোয়ারী ঘাটের ইসলামিয়া স্কুলে পড়তাম তখন আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব মরহুম আব্দুল বারী সাহেব। তিনি ইংরেজী পড়াতেন, কিন্তু পায়জামা পরতেন টাখনু থেকে প্রায় আধ হাত উপরে। আমরা যদি কেউ হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে আসতাম, তাহলে আমাদের বকা দিতেন "বেটা মুসলমানের ছেলে না; হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে আসো? সাধারণত অন্য ছাত্ররা প্রধান শিক্ষকের কামরায় যেতো না। কিন্তু আমি যেহেতু ফার্স্টবয় ছিলাম, তাই প্রায়ই তাঁর কামরায় যেতাম। আর অনেক সময় সেখানে একজন মাওলানা সাহেবকে দেখতাম, যিনি পান খাচ্ছেন আর লেখা-লেখির কাজ করছেন। পরবর্তিতে জানতে পারলাম ইনি হযরত হাকীমুল উম্মতের খলীফা মাওলানা আতহার আলী রহ. - ইনি হযরত থানভী রহ.-এর ওয়ায লেখার সৌভাগ্যও অর্জন করেছেন। এছাড়া সে সময়েরই কথা আমরা জোহর নামায পড়তাম 'গনী মিয়ার হাট মসজিদে,

অপেক্ষায় বসে থাকার এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, کیا یہ بزرگ تمہارا ابا ہیں؟ (এ বৃদ্ধ সম্মানিত ব্যক্তি কি তোমার আব্বা?) আমি রহস্য করে উত্তর দিলাম, ہاں میرا روحانی ابا ہیں (হ্যাঁ, আমার আধ্যাত্মিক পিতা।) তিনি বিষয়টি বুঝলেন। এদিকে হুযূর দীর্ঘ সময় ধরে নফল পড়ছেন তো পড়ছেনই। আমি ভাবলাম এ ব্যক্তির নিকট হুযূরের একটু পরিচয় দেই। তাই তাঁকে হযরত থানভী রহ. সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। (উদ্দেশ্য হলো, যদি তিনি বলেন যে, হযরত থানভী রহ.কে চিনেন, তাহলে আমি বলবো হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. তাঁরই খলীফা)। তাই আমি প্রশ্ন করলাম, کیا آپ حضرت تھانوی رح کو پہچانتے ہیں ؟ আপনি কি হযরত থানভী রহ.কে চিনেন ? আমার এ প্রশ্ন শুনে তিনি গর্জন করে উঠলেন। کون مسلمان حضرت تھانوی رح کو نہیں پہچانتے (কোন্ মুসলমান এমন আছে যে হযরত থানভী রহ.কে চিনে না?)

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর দাওয়াতে মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব রহ. সর্বপ্রথম ১৯৮১ (ঈসায়ী) সালে বাংলাদেশে আসেন। পরবর্তীতে হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার ১৯৮৬ (ঈসায়ী) সালে বাংলাদেশে আসেন। ১৯৮৭ (ঈসায়ী) সালে হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. ইন্তেকাল করেন। হযরত মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব রহ. সর্বশেষ ২০০৪ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। ১৯৮১ হতে ২০০৪ দীর্ঘ চব্বিশ বছরে তিনি অনেকবার বাংলাদেশে এসেছেন। আমরাও বহুবার তার বাড়ী ভারতের উত্তর প্রদেশের হারদুইতে গিয়েছি। সেখানে আমরা হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর কিতাব 'হায়াতুল মুসলেমীন' এবং ইমাম গাযালী রহ.-এর কিতাব 'তাবলীগে দীন' সবকে সবকে পড়েছি।

বাস্তবিক পক্ষেই দ্বীন সম্পর্কে সঠিক বুঝ হাসিলের জন্য হযরত থানভী রহ.-এর মাওয়ায়েয, মালফূযাত ও রচিত কিতাবসমূহের কোন বিকল্প নেই। দ্বীনের সহীহ সমঝ লাভ করার জন্য এবং সর্ব প্রকার বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল অবিচল থেকে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাদের পূর্বসূরী

www.islamfind.wordpress.com

আকাবির বুযুর্গদের রচিত কিতাবসমূহ নিয়মিত পাঠ করা এবং হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের সোহবতে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।

আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ শুরুই করেছেন মুলতঃ হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. সহ অন্যান্য বুযুর্গানে দীনের রচিত কিতাব সমুহের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে এদেশের মানুষকে সীরাতে মুস্তাকীমের রাহনুমায়ী করার জন্য। আল্লাহপাক তাকে ও তার প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।

বর্তমানে তিনি হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর নির্বাচিত দশখানা কিতাব যা মূল উর্দূতে 'ইসলাহী নেসাব' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে তার সাথে হযরতের আরো একখানা কিতাব 'সাফাইয়ে মু'আমালাত' সহ মোট এগারখানা কিতাবের বঙ্গানুবাদ একত্রে প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। এ সকল কিতাবের অনুবাদ করেছেন আমার আরেক স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। আল্লাহপাক তাদের উভয়কে দীনের জন্য কবুল করুন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস মূল লেখকের ইখলাসের বদৌলতে এ সকল কিতাবের পাঠকমাত্রই উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহপাক এ কিতাবের প্রকাশক, অনুবাদক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং এ কিতাবের উসীলায় আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির মহান দৌলতে ভূষিত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান

১৩৬, আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

তারিখ : ১৫ই শাবান ১৪২৯ হিজরী

১৬ই আগস্ট, ২০০৮ ঈসায়ী

www.islamfind.wordpress.com

কিতাবগুলো দেখতে এখানে ক্লিক করুন

প্রথম কিতাব
হায়াতুল মুসলিমীন

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৪৫
প্রথম রূহ ঃ ইসলাম ও ঈমান	৪৯
দ্বিতীয় রূহ ঃ ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া	
তৃতীয় রূহ ঃ পবিত্র কুরআন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত	৫৬
চতুর্থ রূহ ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা	৬৪
পঞ্চম রূহ ঃ তাকদীরে বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল	৭১
ষষ্ঠ রূহ ঃ দু'আ করা	৮০
সপ্তম রূহ ঃ সৎলোকের সংসর্গ লাভ করা	৮৭
অষ্টম রূহ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত	৯৬
নবম রূহ ঃ মুসলমান ভাইদের হকসমূহের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখে তা আদায় করা	১০৯
দশম রূহ ঃ নিজের আত্মার হক আদায় করা	১২২
একাদশ রূহ ঃ নিয়মিত নামায আদায় করা	১৩৩
দ্বাদশ রূহ ঃ মসজিদ নির্মাণ করা	১৪২
ত্রয়োদশ রূহ ঃ অধিক হারে আল্লাহর যিকির করা	১৫২
চতুর্দশ রূহ ঃ যাকাত প্রদান করা	১৬১
পঞ্চদশ রূহ ঃ সৎকর্মে ব্যয় ও সহমর্মিতা	১৭০
সংক্ষিপ্ত দলীল	১৭০
বিস্তারিত দলীলসমূহ	১৭১
ষোড়শ রূহ ঃ রোযা রাখা	১৮১
বিশেষ করে রমাযানের ফরয রোযা এবং ওয়াজিব রোযা রাখার গুরুত্ব ঃ	১৮১
তারাবীহ ঃ	১৮৫
এতেকাফ ঃ	১৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা

সপ্তদশ রূহ ঃ হজ্জ করা ১৯২
উমরাহ করা ঃ ১৯৮
অষ্টাদশ রূহ ঃ কুরবানী করা ২০৪
কুরবানী করতে বাধা দিলে কি করবে ঃ ২১১
ঊনবিংশ রূহ ঃ আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অবলম্বন করা ২১৩
বিংশ রূহ ঃ বিবাহ ও বংশবৃদ্ধি করা ২২৪
স্ত্রীর হকসমূহ ঃ ২২৮
স্বামীর হকসমূহ ঃ ২৩০
একবিংশ রূহ ঃ দুনিয়ার প্রতি বিরাগী এবং আখেরাতের প্রতি অনুরাগী হওয়া ২৩৫
দ্বাবিংশ রূহ ঃ গুনাহের কাজ বর্জন করা ২৪৬
ত্রয়োবিংশ রূহ ঃ সবর ও শোকর করা ২৫৭
শোকর ঃ ২৬৪
চতুর্বিংশ রূহ ঃ পরামর্শ, ঐক্য, স্বচ্ছ কারবার ও সুসামাজিকতা ২৬৬
পঞ্চবিংশ রূহ ঃ জাতীয় স্বকীয়তা ২৭৫
শেষ কথা ঃ ২৮৪
কৃতজ্ঞতা ঃ ২৮৪

দ্বিতীয় কিতাব
জাযাউল আ'মাল

সংকলকের কথা ২৮৯
পুরস্কার ও শাস্তির মধ্যে আমলের দখল থাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২৯৩
প্রথম অধ্যায় ঃ গুনাহের ইহকালীন ক্ষতিসমূহের বর্ণনা ২৯৭
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমলের জাগতিক উপকারিতার বর্ণনা ৩১৯
তৃতীয় অধ্যায় ঃ গুনাহ ও আখেরাতের শাস্তির মধ্যে দৃঢ় সম্পর্কের বিবরণ ৩৩৫
চতুর্থ অধ্যায় ঃ আখিরাতের প্রতিফলের উপর ইবাদত-বন্দেগীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা ৩৪৯

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশেষ কিছু আমল যা অধিক উপকারী বা অধিক ক্ষতিকর এবং কিছু সংশয়ের উত্তর	**৩৫৭**
প্রথম অধ্যায় ঃ এমন কিছু আমলের বর্ণনা, যেগুলোর প্রতি যত্ন নিলে অন্যান্য আমলের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা যায়	৩৫৭
দ্বিতীয় অধ্যায়—২ ঃ এমন সব গুনাহের বর্ণনা, যেগুলো থেকে বিরত থাকলে আল্লাহর মেহেরবাণীতে অন্যান্য প্রায় সমস্ত গুনাহ থেকে নাজাত পাওয়া যায়	৩৫৯

তৃতীয় কিতাব
তা'লীমুদ্দীন

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায় ঃ আকীদা-বিশ্বাস	৩৭৯
শিরকের প্রকারভেদ	৩৮৮
ইলম সংক্রান্ত শিরক ঃ	৩৮৯
ক্ষমতা বিষয়ক শিরক ঃ	৩৯০
ইবাদত সংক্রান্ত শিরক ঃ	৩৯০
অভ্যাস ও কাজে শিরক ঃ	৩৯০
কবর সংক্রান্ত বিদআতসমূহ ঃ	৩৯১
প্রচলিত প্রথাসংক্রান্ত বিদআতসমূহ ঃ	৩৯২
কবীরা গুনাহের আলোচনা	৩৯৪
ঈমানের শাখাসমূহ	৩৯৬
গুনাহের কিছু পার্থিব ক্ষতি	৩৯৯
নেক কাজের কিছু পার্থিব উপকার	৪০১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আমল-ইবাদত	৪০২
নামায	৪০৪
জানাযা নামাযের আলোচনা	৪০৭
যাকাত ও দানের বিবরণ	৪০৮

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
রোযা সংক্রান্ত আলোচনা	৪০৯
কুরআন তিলাওয়াত	৪০৯
দু'আ, যিকির ও ইস্তিগফার	৪১০
হজ্জ ও যিয়ারত	৪১২
শপথ ও মান্নত	৪১২
তৃতীয় অধ্যায় ঃ উপার্জন ঃ বেচাকেনা ঃ লেনদেন ইত্যাদি	৪১৪
বিবাহ-শাদী	৪২৩
প্রশাসনিক বিধান	৪২৭
দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত বিধান	৪২৯
ভ্রমণ সংক্রান্ত বিধান	৪৩১
চতুর্থ অধ্যায় ঃ সামাজিকতা ও পানাহার সক্রান্ত	৪৩৩
পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা	৪৩৫
চিকিৎসা বিষয়ক নিয়ম-কানুন	৪৩৭
ঘুম সংক্রান্ত আদব	৪৩৮
সালামের আদব	৪৩৮
গৃহে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের আদব	৪৩৯
মুসাফাহা, মুআনাকা ও দাঁড়ানোর আদব	৪৩৯
বসা, শোয়া ও চলাফেরার আদব	৪৩৯
বসার আদব	৪৪০
আরো কিছু আদব	৪৪১
যবানের হেফাযত	৪৪৩
কর্তব্য সম্পাদন ও সেবা-যত্ন করা	৪৪৬

দ্বিতীয় খণ্ড

আধ্যাত্মিকতার পথ ও সোপানসমূহ

আধ্যাত্মিকতা সঠিক হওয়ার বর্ণনা	৪৫২
প্রথম অধ্যায় ঃ বাইয়াতের বর্ণনা	৪৫৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মুজাহাদা বা সাধনা	৪৫৭

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিস্তারিত মুজাহাদার বর্ণনা প্রথম প্রকার	**৪৫৮**
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'তাওবা'র বর্ণনা	৪৫৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'সবর'–ধৈর্যের বর্ণনা	৪৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'শোকর'–কৃতজ্ঞতার বর্ণনা	৪৬০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 'রাজা'–আশার বর্ণনা	৪৬১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ 'খওফ'–ভয়ের বর্ণনা	৪৬২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ 'যুহদ'–দুনিয়াবিমুখতার বর্ণনা	৪৬২
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ 'তাওহীদ'–একত্ববাদের বর্ণনা	৪৬৩
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ 'তাওয়াক্কুল'–আল্লাহর উপর ভরসা করার বর্ণনা	৪৬৪
নবম পরিচ্ছেদ ঃ মুহাব্বতের বর্ণনা	৪৬৫
দশম পরিচ্ছেদ ঃ 'শওক'–অনুরাগের বর্ণনা	৪৬৬
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ 'উন্স'–প্রীতির বর্ণনা	৪৬৬
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ 'রেযা'–সন্তুষ্টির বর্ণনা	৪৬৭
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ 'নিয়তের' বর্ণনা	৪৬৮
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ 'ইখলাসের' বর্ণনা	৪৬৯
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ 'সিদক'–নিষ্ঠার বর্ণনা	৪৬৯
ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ 'মুরাকাবার' বর্ণনা	৪৭০
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ 'ফিকিরের' বর্ণনা	৪৭১
বিস্তারিত সাধনার দ্বিতীয় প্রকার ঃ মন্দ চরিত্রের আলোচনা	৪৭৪
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'শাহওয়াত' বা কামভাবের বর্ণনা	৪৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ জিহ্বার আপদসমূহের বর্ণনা	৪৭৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 'গযব' বা ক্রোধের বর্ণনা	৪৭৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 'হিক্দ' বা বিদ্বেষের বর্ণনা	৪৭৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ 'হাসাদ' বা হিংসার বর্ণনা	৪৭৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ 'হুব্বে দুনিয়া' বা দুনিয়ার মুহাব্বতের বর্ণনা	৪৭৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ 'বুখল' বা কৃপণতার বর্ণনা	৪৭৮
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ 'হির্স' বা লোভের বর্ণনা	৪৭৮
নবম পরিচ্ছেদ ঃ হুব্বে জাহ বা পদমর্যাদার মোহের বর্ণনা	৪৭৯

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
দশম পরিচ্ছেদ ঃ 'রিয়া' বা প্রদর্শনি প্রবৃত্তির বর্ণনা	৪৮০
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ 'তাকাব্বুর' বা অহংকারের বর্ণনা	৪৮১
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ 'উজুব' বা আত্মশ্লাঘার বর্ণনা	৪৮১
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ 'গুরুর' বা ধোঁকার বর্ণনা	৪৮২
তৃতীয় অধ্যায় ঃ আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত কিছু মাসআলা	৪৮৫
পীর খোঁজার পদ্ধতি	৪৮৭
একাধিক পীর ধরার বর্ণনা	৪৮৯
শাইখের কল্পনা বা ধ্যান করা	৪৯৭
'সিমা'–এর আলোচনা	৪৯৯
'হিজাবে'র প্রকারসমূহ এবং মুরীদের যাত্রাবিরতির বর্ণনা	৫০৩
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ভুল সংশোধনের আলোচনা	৫০৪
'ফকিরীর পথে শরীয়তের অনুসরণ জরুরী নয়' এই ভ্রান্তির নিরসন	৫০৪
নারী–পুরুষের অবাধ মেলামেশার ক্ষতির বর্ণনা	৫০৯
পীরকে খোদা মনে করার বর্ণনা	৫১২
একটি সংশয়ের নিরসন	৫২৩
পঞ্চম অধ্যায় ঃ আধ্যাত্মিকতার পথের প্রতিবন্ধকসমূহের বর্ণনা	৫২৫
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ পূর্ণাঙ্গ অসীয়তসমূহের বর্ণনা	৫৩০

চতুর্থ কিতাব
ফুরুউল ঈমান

ভূমিকা	৫৩৭
প্রথম অধ্যায় ঃ অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখাসমূহের বর্ণনা	৫৪১
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ	৫৪২
শিরকের প্রকারসমূহ	৫৪৮
ফেরেশতাদেরকে নারী বা পুরুষ বলা	৫৪৯
রাসূল ও আসমানী কিতাবের সংখ্যা নির্ধারণ না করা	৫৫০

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাকদীরের বিশ্লেষণ	৫৫০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	৫৫১
আল্লাহর রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসা	৫৫১
কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা পোষণ করা	৫৫২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁর অনুসরণ করা	৫৫৩
ইখলাস	৫৫৪
'নিফাকের' প্রকারসমূহ	৫৫৬
'রিয়া'র ভয়ে নেক আমল ছেড়ে দেওয়া	৫৫৭
তাওবা	৫৫৭
ভয়	৫৫৮
আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করার উত্তম উপায়	৫৫৯
লজ্জা	৫৬০
আল্লাহকে লজ্জা করার পদ্ধতি	৫৬০
কৃতজ্ঞতা	৫৬১
শোকরের হাকীকত হলো নিয়ামতের মূল্যায়ন করা	৫৬২
উস্তাদের হক	৫৬২
পীরের হক	৫৬৩
অঙ্গীকার রক্ষা করা	৫৬৮
ধৈর্য	৫৬৯
বিনয়	৫৬৯
দয়া ও স্নেহ	৫৭০
আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা	৫৭১
আল্লাহর উপর ভরসা পোষণ	৫৭৩
তাওয়াক্কুলের স্বরূপ ও একটি বিভ্রান্তির নিরসন	৫৭৪
'উজুব' বা আত্মশ্লাঘা পরিহার করা	৫৭৫
রিয়া, তাকাব্বুর ও উজুবের পার্থক্য	৫৭৬
উজুব সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর	৫৭৬
কূটনামী ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা	৫৭৭

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হিংসা পরিত্যাগ করা	৫৭৭
ক্রোধ পরিত্যাগ করা	৫৭৮
ক্রোধের প্রতিকার	৫৭৯
অন্যের অকল্যাণ কামনা না করা	৫৮১
কুধারণার নিন্দা ও কূটনামীর সঙ্গে আচরণ	৫৮২
দুনিয়া পরিত্যাগ করা	৫৮৩
জাগতিক উন্নতি প্রত্যাশীদের চিন্তার সংশোধন এবং প্রশংসনীয় উন্নতি ও নিন্দনীয় উন্নতির বিশ্লেষণ	৫৮৬
একটি সন্দেহের অপনোদন	৫৮৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জিহ্বার সঙ্গে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখাসমূহের বর্ণনা	৫৯২
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ	৫৯২
মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের শর্ত ও অঙ্গ হওয়ার বিশ্লেষণ	৫৯৪
আমল ঈমানের শর্ত ও অঙ্গ হওয়ার বিশ্লেষণ	৫৯৪
ঈমান কি বাড়ে কমে?	৫৯৫
পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা	৫৯৫
পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের জরুরী আদবসমূহ	৫৯৬
কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ	৫৯৬
ইলম শিক্ষা করা	৫৯৭
ইলম শিক্ষা দেওয়া	৫৯৮
ইলমে দ্বীনের ফযীলত এবং ফরয ইলমের প্রকারসমূহ	৫৯৮
আলিমগণের উপর দুনিয়া উপার্জন না করার অভিযোগের উত্তর	৫৯৯
সাধারণ লোকদের দ্বীনী ইলম অর্জনের পদ্ধতিসমূহ	৫৯৯
দু'আ করা	৬০০
আল্লাহর যিকির করা	৬০৩
তাসাওউফের তরীকা	৬০৪
ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া	৬০৪
অনর্থক ও নিষিদ্ধ কথা থেকে বিরত থাকা	৬০৫
জিহ্বার আপদসমূহ	৬০৫
জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়	৬০৮

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায় ঃ অন্যান্য অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখাসমূহের বর্ণনা	৬০৯
পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা	৬১১
নামায কায়েম করা	৬১২
সদকা করা বা দান করা	৬১৪
যাকাত প্রদানে অবহেলাকারীদের ভ্রান্ত চিন্তার যৌক্তিক অপনোদন	৬১৫
সদকায়ে ফিৎরা	৬১৬
সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরো হক রয়েছে	৬১৭
রোযা রাখা	৬১৮
রোযায় অবহেলা ও ত্রুটিকারীদের সংশোধন	৬১৯
হজ্জ ও উমরাহ	৬১৯
হজ্জ সংক্রান্ত কিছু ভ্রান্ত চিন্তার সংশোধন	৬২০
হাজী সাহেবদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ	৬২২
এতেকাফ	৬২৩
এতেকাফের উদ্দেশ্য	৬২৩
হিজরত বা দেশত্যাগ করা	৬২৪
মান্নত পুরো করা	৬২৫
কিছু প্রচলিত ও নিষিদ্ধ মান্নত	৬২৬
শপথ পুরা করা ও তার আদবসমূহ	৬২৬
কাফফারার প্রকারসমূহ	৬২৯
শরীর ঢাকা	৬৩০
পর্দার অতি জরুরী কিছু বিধান	৬৩১
কুরবানী	৬৩২
কুরবানীর চামড়ার অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মাদরাসা পরিচালকদের ভ্রান্তি	৬৩৩
মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন–দাফন ও জানাযার নামায	৬৩৩
ঋণ পরিশোধ করা	৬৩৫
ঋণের ব্যাপারে কিছু অসতর্কতা	৬৩৫

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা রক্ষা করা	৬৩৬
সাক্ষ্য দেওয়া	৬৩৯
মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা মামলা এবং এ রকম মামলায় উকিল হওয়ার নিন্দা	৬৩৯
বিবাহের মাধ্যমে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা	৬৪১
পরিবার–পরিজনের হক আদায় করা	৬৪১
মাতা–পিতার সেবা করা	৬৪২
সন্তান প্রতিপালন	৬৪৩
আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা	৬৪৪
মনিবের আনুগত্য	৬৪৪
ন্যায়ভাবে শাসন পরিচালনা করা	৬৪৪
মুসলমান জামাআতের অনুসরণ করা	৬৪৪
শাসকের আনুগত্য	৬৪৫
বিবাদী দুই দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন	৬৪৬
সৎকাজে সাহায্য করা	৬৪৭
ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দকাজে নিষেধ করা	৬৪৭
ইসলামী দণ্ডবিধির বাস্তবায়ন	৬৪৮
দ্বীন প্রচার করা	৬৪৯
আমানত আদায় করা	৬৪৯
ঋণ দেওয়া	৬৫০
প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণ করা	৬৫১
উত্তমভাবে লেনদেন করা	৬৫১
সঠিক ক্ষেত্রে ব্যয় করা	৬৫২
হালাল সম্পদের মূল্যায়ন করা	৬৫২
সালাম ও হাঁচির জওয়াব দেওয়া	৬৫৩
কাউকে কষ্ট না দেওয়া	৬৫৪
ক্রীড়া–কৌতুক থেকে দূরে থাকা	৬৫৪
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা	৬৫৫
দু'আ ও শোকর	৬৫৬

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম কিতাব
হুকুকুল ইসলাম

ভূমিকা	৬৫৯
আল্লাহ তাআলার হকসমূহ	৬৬১
নবী ও ফেরেশতাগণের হকসমূহ	৬৬১
সাহাবা ও নবী পরিবারের হকসমূহ	৬৬২
আলেম ও পীর-মাশাইখের হকসমূহ	৬৬৩
মাতা-পিতার হকসমূহ	৬৬৩
মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের হকসমূহ	৬৬৪
দাদা-দাদী ও নানা-নানীর হকসমূহ	৬৬৪
সন্তানের হকসমূহ	৬৬৪
দুধমা'র হকসমূহ	৬৬৫
সৎমা'র হকসমূহ	৬৬৫
ভাইবোনের হকসমূহ	৬৬৫
আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহ	৬৬৫
উস্তাদ ও পীরের হকসমূহ	৬৬৬
ছাত্র ও মুরীদের হকসমূহ	৬৬৭
স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ	৬৬৭
শাসক ও শাসিতের হকসমূহ	৬৬৭
শ্বশুরালয়ের আত্মীয়ের হকসমূহ	৬৬৮
সাধারণ মুসলমানদের হকসমূহ	৬৬৯
প্রতিবেশীর হকসমূহ	৬৭১
ইয়াতীম ও দুর্বলদের হকসমূহ	৬৭১
মেহমানের হকসমূহ	৬৭২
বন্ধু-বান্ধবের হকসমূহ	৬৭২
অমুসলিমদের হকসমূহ	৬৭৩
জীব-জন্তুর হকসমূহ	৬৭৪
ব্যক্তির নিজের উপর আরোপিত হকসমূহ	৬৭৪
পরিশিষ্ট	৬৭৬

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ কিতাব
হুকুকুল ওয়ালিদাইন

ভূমিকা	৬৮১
সূচনা	৬৮৩
যে সমস্ত বিষয়ে মা–বাবার হুকুম মানা জরুরী নয়	৬৮৬
মা–বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার সঠিক অর্থ	৬৮৯
মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য	৬৯০
মা–বাবার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক দিবে কি?	৬৯০
মা–বাবার হক আদায় করার উপর বেহেশতের সুসংবাদ	৬৯১
আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কারো নির্দেশ মানা যাবে না	৬৯২
মা–বাবার ব্যয়ভার কখন ওয়াজিব হয়	৬৯৩
মা–বাবার নির্দেশে সন্দেহযুক্ত মাল ভক্ষণ করা ওয়াজিব নয়	৬৯৪
জিহাদে কাফের পিতাকে হত্যা করা জায়েয	৬৯৪
পাপাচারী মা–বাবাকে উত্তমভাবে উপদেশ দিবে	৬৯৬
সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়া পিতার উপর ফরয	৬৯৮
পরিশিষ্ট	৭০০
উস্তাদ, পীর ও স্বামী–স্ত্রীর হকসমূহ	৭০০
স্ত্রীর দায়িত্বে স্বামীর হক	৭০১
শরীয়তে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদ পৃথক	৭০২
স্বামীর হুকুমে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ছাড়া যাবে না	৭০২
স্বামীর উপস্থিতিতে নফল ইবাদতের হুকুম	৭০৩
গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা ঃ	৭০৪

সপ্তম কিতাব
আদাবুল মুআশারাত

প্রথম কথা	৭০৭
আদাবুল মুয়াশারাত	৭১৯
মেহমান হওয়ার আদব	৭২১
একজন ছাত্র কর্তৃক লিখিত এবং লেখক কর্তৃক	

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
সংশোধিত কয়েকটি আদব	৭৪০
হাদিয়া দেওয়ার আদবসমূহ	৭৪৬
চিঠিপত্রের আদবসমূহ	৭৪৭
বেহেশতী যেওর থেকে নেওয়া কিছু আদব	৭৪৮
বড়দের জন্য জরুরী আদবসমূহ	৭৫০

অষ্টম কিতাব
আগলাতুল আওয়াম

সূচনা	৭৫৭
আকীদা-বিশ্বাস	৭৫৯
পাক-নাপাক	৭৬১
ওযু-গোসল	৭৬২
তায়াম্মুম ও মাসাহ	৭৬২
হায়েয ও নিফাস	৭৬২
আযান, ইকামত ও ইমামতী	৭৬৩
নামায, জামাআত ও খুতবা	৭৬৪
তিলাওয়াত ও তাজবীদ	৭৬৭
দু'আ, দুরূদ ও যিক্‌র	৭৬৮
অন্তিম রোগ ও জানাযা	৭৬৮
রোযা	৭৬৯
যাকাত, হজ্জ, কুরবানী, আকীকা ও মান্নত	৭৭০
বিবাহ, তালাক, খোলা ও যিহার	৭৭১
ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, বন্ধক, শোফা ইত্যাদি	৭৭৩
শিকার ও জবাইয়ের বর্ণনা	৭৭৪
পোশাক, সাজসজ্জা ও পর্দা	৭৭৫
সালাম-মুসাফাহা, উঠাবসা ও সমাজ-সামাজিকতা	৭৭৫
পানাহার	৭৭৬
সুলক্ষণ-কুলক্ষণ	৭৭৬
বিভিন্ন মাসআলা	৭৭৯

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

নবম কিতাব
কসদুস সাবীল

তাছাওউফ ও তরীকত সম্পর্কে ব্যাপক ভুল বুঝাবুঝি	৭৮৫
ভূমিকা	৭৮৮
প্রথম হেদায়াত ঃ শরীয়ত ও তরীকতের বয়ান	৭৯১
দ্বিতীয় হেদায়াত ঃ তওবার বয়ান	৭৯৫
তওবার হাকীকত ও তার তরীকা	৭৯৫
ওয়াজিব হকসমূহ পরিশোধ করা	৭৯৭
বান্দার হক	৭৯৮
তৃতীয় হেদায়াত ঃ ইলমে দ্বীন অর্জন করা	৮০০
চতুর্থ হেদায়াত ঃ পীরের প্রয়োজনীয়তা ও তার পরিচয়	৮০১
কামিল পীরের পরিচয়	৮০১
পঞ্চম হেদায়াত ঃ পীর–মুরীদীর উদ্দেশ্য	৮০৩
বাইয়াত ও পীর–মুরীদীর হাকীকত	৮০৭
ষষ্ঠ হেদায়াত ঃ মুরীদদের জন্য আমল–পঞ্জি	৮০৮
দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত অনালেম ব্যক্তির ওযীফা	৮০৯
দুনিয়াবী কাজ থেকে মুক্ত অনালেম ব্যক্তির ওযীফা	৮১০
দ্বীনী বা দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত আলেম ব্যক্তির ওযীফা	৮১২
অবসর আলিম ব্যক্তির ওযীফা	৮১২
মৃত্যুর মোরাকাবা	৮১৬
বাতেনী নিসবত	৮২০
সপ্তম হেদায়াত ঃ মনের একাগ্রতা সৃষ্টির বর্ণনা	৮২৫
অষ্টম হেদায়াত ঃ এখতিয়ারী ও গায়রে এখতিয়ারী আমলের বর্ণনা	৮২৭
নবম হেদায়াত ঃ পীরদের বিভিন্ন প্রথার বর্ণনা	৮৩০
দশম হেদায়াত ঃ সাধারণ লোকদের (যারা আলেম নয়) উদ্দেশ্যে নসীহত	৮৩২
সাধারণ নারীদের জন্য উপদেশ	৮৩৩
যিকির–শোগলকারীদের জন্য বিশেষ উপদেশ	৮৩৫

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

দশম কিতাব
সাফাইয়ে মুয়ামালাত

ভূমিকা	৮৩৯
বেচা-কেনার বর্ণনা	৮৪১
নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ফেরত দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা	৮৪৩
বিক্রিত বস্তুর মধ্যে দোষ বের হওয়ার বর্ণনা	৮৪৫
‘বাইয়ে বাতেল’ ও ‘বাইয়ে ফাসেদের’ বর্ণনা	৮৪৫
ক্রয়মূল্যে বা তার উপর লাভ নিয়ে বিক্রি করার বর্ণনা	৮৪৮
বিভিন্ন মাসআলা	৮৪৮
সুদের বর্ণনা	৮৫১
একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ঃ	৮৫৮
মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে পণ্য পরে নেওয়ার বর্ণনা	৮৬৪
সোনা-চান্দি বিনিময়ের বর্ণনা	৮৬৫
উকালাতি বা প্রতিনিধিত্বের বর্ণনা	৮৬৬
আপোষ-মীমাংসার বর্ণনা	৮৬৬
মুযারাবার বর্ণনা	৮৬৭
আমানত রাখার বর্ণনা	৮৬৮
ধার নেওয়ার বর্ণনা	৮৬৯
দান করার বর্ণনা	৮৭০
ভাড়ার বর্ণনা	৮৭২
শুফআ বা অগ্রক্রয়াধিকারের বর্ণনা	৮৭৪
বর্গাচাষের বর্ণনা	৮৭৫
হালাল-হারাম সংক্রান্ত আরো কিছু মাসআলা	৮৭৮
পানির বিধান	৮৮০
নেশাকর বস্তুর বর্ণনা	৮৮১
বন্ধক রাখার বর্ণনা	৮৮২
ওসীয়ত এবং মীরাসের বিধান	৮৮২
অংশীদারিত্বের বর্ণনা	৮৮৪
চুল সংক্রান্ত বিধান	৮৮৬

www.islamfind.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হালাল খাদ্যের বৈশিষ্ট্য	৮৮৯
হারাম খাদ্যের কুপ্রভাব	৮৯০
হারাম থেকে বাঁচার উপায়	৮৯০

একাদশ কিতাব
যাদুস সা'য়ীদ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ দুরূদ শরীফ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে	৮৯৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দুরূদ পরিত্যাগকারীর প্রতি কঠোর ধমকি এসেছে	৮৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দুরূদ শরীফের ফযীলতের বর্ণনা	৮৯৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ দুরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা	৯০৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা	৯০৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত মাসআলার বর্ণনা	৯১১
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ দুরূদ শরীফ পাঠের স্থানসমূহের বর্ণনা	৯১২
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত বিভিন্ন আদবের বর্ণনা	৯১৪
নবম পরিচ্ছেদ ঃ দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত কিছু সূক্ষ্ম কথা	৯১৫
দশম পরিচ্ছেদ ঃ দরূদ শরীফের বর্ণনা	৯১৮

॥ ॥ ॥

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম কিতাব

হায়াতুল মুসলিমীন

www.islamfind.wordpress.com

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ فِىْ كِتَابِهٖ "اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا" وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الَّذِىْ شَرَّفَهٗ بِخِطَابِهٖ "وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا" وَ دَعَا اُمَّتَهٗ اِلٰى جَزِيْلِ ثَوَابِهٖ فِىْ قَوْلِهٖ "يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَادَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ" وَ قَادَهُمْ اِلٰى رَفِيْعِ جَنَابِهٖ فِىْ قَوْلِهٖ "اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ" وَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ تَعَالٰى "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ"- وَقَالَ تَعَالٰى "وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى"

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন—

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

'আর যে মৃত ছিলো অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আমি তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি·ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে—সেখান থেকে বের হতে পারছে না?' (সূরা আনআম-১২২)

রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর রাসূলের উপর যাঁকে তিনি এ সম্ভাষণে ভূষিত করেছেন—

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا

'এমনিভাবে আমি আপনার কাছে ওহী অর্থাৎ, আমার আদেশ প্রেরণ করেছি।' (সূরা শুরা-৫২)

এবং তিনি তাঁর উম্মাতকে পর্যাপ্ত প্রতিদানের দিকে এ আয়াতে আহ্বান করেছেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করো, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।' (সূরা আনফাল-২৪)

এবং তাদেরকে তাঁর মহান দরবারের দিকে এ বাণীতে আকর্ষণ করেছেন—

اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ

'তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।' (সূরা মুজাদালা-২২)

অতঃপর মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী—আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো, যা তারা করতো।'

(সূরা নাহল-৯৭)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন—

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

'এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো।'

(সূরা ত্বাহা-১২৪)

www.islamfind.wordpress.com

জাহান্নামীদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

'অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না।'

(সূরা আলা–১৩)

অর্থাৎ, যে জীবনে শান্তি ও আনন্দ নেই, তা দৃশ্যতঃ মৃত্যু না হলেও প্রকৃত অর্থে তা জীবনও নয়—

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং এ জাতীয় আরো প্রচুর আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক প্রকৃত জীবনের ন্যায় বাহ্যিক ও ইহলৌকিক সুখী সমৃদ্ধ ও সফল জীবনও কেবল মাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাগণই লাভ করে থাকেন। কিন্তু বিষয়টি অত্যাধিক পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মুসলমান ভাইগণ এ বিষয়ে এতই উদাসীন যে, এর প্রমাণাদি যেন তাদের চোখ কখনো দেখেনি, তাদের কানকখনো শোনেনি এবং তাদের অন্তরও তা উপলব্ধি করেনি। তাই পারলৌকিক জীবন (–এর সুখ ও শান্তি) অনুগত বান্দাগণের জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার বিষয়টি তারা কিছুটা বুঝলেও ইহলৌকিক জীবনের সুখ–শান্তিও যে, কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্যেই নির্ধারিত তা তারা বুঝতেই চায় না। এ কারণেই বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের মুসলিমের উপর ব্যাপকভাবে এবং ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর বিশেষভাবে বিপদের উপর বিপদ এবং মুসীবতের উপর মুসীবত অবতীর্ণ হয়েই চলছে। কিন্তু এর পরও তাদের মন–মগজ এদিকে মোটেও ধাবিত হয় না যে, আল্লাহর নাফরমানীই সমস্ত বিপদের প্রকৃত কারণ। এবং এর থেকে মুক্তির জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের দিকেই ফিরে আসতে হবে। তাদের মুখেও এ কথা উচ্চারিত হয় না এবং তাদের কলমেও এ বিষয় লিখিত হয় না।

এর সমাধান ও প্রতিকারের দিকে কারো মনোযোগ আকৃষ্ট হলেও এজন্যে এমনসব ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করা হয়, যার ফলে অদূরদর্শী ও অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগীর যেরূপ পরিণতি হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়। শত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। উন্নতির পরিবর্তে বরং অবনতিই বৃদ্ধি পায়।

www.islamfind.wordpress.com

কিন্তু এই চরম ব্যর্থতা সত্ত্বেও স্বঘোষিত এ ত্রাণকর্তাদের অবস্থা সেই হাতুড়ে ডাক্তারের ন্যায়, যে কাউকে ভুল চিকিৎসা করে দাস্ত হওয়ার জন্যে জুলাব দেয়। ফলে মারাত্মকভাবে তার দাস্ত হতে থাকে। তারপর বরাবর দাস্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সংবাদ তার কাছে আসতে থাকে, আর উত্তরে সে প্রতিবারই এ কথা বলতে থাকে যে, দূষিত পদার্থ বের হয়ে যাচ্ছে, তা বের হতে দাও। অবশেষে রোগী মারা গেলো। কিন্তু সে রোগীর মৃত্যু সংবাদ শুনেও নিজের সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করে বলে যে, হায় আল্লাহ! দূষিত পদার্থ বের হওয়ার পরও রোগী মরে গেলো, না বের হলে নাজানি কি হতো। আল্লাহ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তথা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তিসমূহের উপর তাদের বিশ্বাস না থাকাই রোগ নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে এ সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির একমাত্র কারণ।

মহোদয়! আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যখন ঈমান এনেছেন, তখন প্রত্যেক বিষয় ও প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁদেরকে বিশ্বাস করা এবং তাঁদেরকে সত্য মনে করা ঈমানের দাবী। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা আর কোন ক্ষেত্রে অবিশ্বাস করা এ আবার কেমনতর বিশ্বাস।

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস করো এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস করো।' (সূরা বাকারা ৮৫)

এমতাবস্থায় এ কৃত্রিম অজ্ঞতা ও স্বেচ্ছা উদাসীনতা সম্পর্কে নতুন করে সতর্ক করার তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হলো। যাতে করে রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

কুরআন-হাদীস, যুক্তি-প্রমাণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত ও অবধারিত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা এবং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যেই এর একমাত্র প্রতিকার রয়েছে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদা সম্পর্কে এ দাবী যথার্থই সঠিক যে—

www.islamfind.wordpress.com

ذات پاک کاملے پر مایہ ☆ آفتابے درمیان سایہ
حاذقش گو کو حکیم حاذق است ☆ صادقش داں کو امین وصادق است

অর্থ ঃ 'তাঁর পবিত্র সত্তা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। ছায়ার মাঝে তিনিই প্রদীপ্ত সূর্য।'

'তিনি বিজ্ঞ ও দক্ষ চিকিৎসক। তাই তাঁকে বিজ্ঞ বলে স্বীকার করে নাও।'

'তিনিই বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী, তাই তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনে নাও।'

'তাঁর চিকিৎসার মাঝে যাদুক্রিয়া দেখতে পাবে। তার প্রকৃতির মধ্যে খোদার মহিমা দেখতে পাবে।'

যে ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ নির্ণয়ের বিশুদ্ধতার প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর দেওয়া ব্যবস্থাপত্রকে মেনে চলবে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবে যে—

مطلع نور حق ودفع حرج ☆ معنی الصبر مفتاح الفرج
اے لقائے تو جواب ہر سوال ☆ مشکل از تو حل شود بے قیل وقال
ترجمان ہر چہ مارا دردل است ☆ دست گیر ہر کہ پایش درگل است
مرحبا یا مجتبے یا مرتضے ☆ ان تغب جاء القضاء ضاق الفضاء
انت مولی القوم من لا یشتہی ☆ قد ردی کلا لئن لم ینتہ

অর্থ ঃ 'তোমার পবিত্র চেহারা আল্লাহর নূরের উদয়স্থল এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান তাতে নিহিত রয়েছে। ধৈর্যের তাৎপর্য এবং সমস্ত সমাধানের চাবিকাঠি তোমার কাছেই রয়েছে।'

'তোমার দর্শনে সব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে, তোমার দ্বারাই নিঃসন্দেহে সব সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে।'

'তুমি আমাদের মনোব্যথার সমব্যথী। তুমি কর্দমায় পতিত ব্যক্তির ত্রাণকর্তা।'

'মারহাবা! হে মুজতাবা! হে মুরতাযা! তুমি চোখের আড়াল হলে

আমি মরণাপন্ন হয়ে পড়ি, পৃথিবী আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়।'

'তুমিই জাতির সরদার। যে তোমাকে চায় না সে যদি তার এ ভ্রান্তি থেকে বিরত না হয়, তাহলে সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

যে ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করবে সে যদি তাঁর ব্যবস্থাপত্রের কোন বিষয়ের কারণ ও রহস্য অনুধাবন করতে নাও পারে তবুও বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে সে বলবে যে—

آنکہ از حق یابد او وحی وخطاب ☆ ہرچہ فرماید بود عین صواب

آنکہ جاں بخشد اگر بکشد رواست ☆ نائب است و دست او دست خداست

ہمچو اسمعیل پیشش سر بنہ ☆ شاد و خنداں پیش تیغش جاں بدہ

تا بماند جانت خنداں تا ابد ☆ ہمچو جان پاک احمد با خدا

عاشقاں جام فرح آں گہ کشند ☆ کہ بدست خویش خوباں شاں کشند

آں کسے را کش چنیں شاہے کشد ☆ سوئے تخت و بہتریں جاہے دہد

অর্থ ঃ 'তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই সঠিক। কারণ, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে পেয়েই তা বলেন।'

'যিনি প্রাণ দান করেন, তিনি যদি তা হরণ করেন তবে তার সে অধিকার রয়েছে। রাসূল তাঁরই নায়েব, তাই তাঁর হাত স্বয়ং খোদার হাত।'

'ইসমাইল আলাইহিস সালামের মতো তাঁর সম্মুখে মাথা পেতে দাও। আনন্দচিত্তে ও হাসিমুখে তাঁর তরবারীর সামনে জান বিলিয়ে দাও।'

'যেন তোমার অন্তর চিরদিন আনন্দে থাকে। যেমন কিনা আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর আল্লাহর নিকট আনন্দে রয়েছে।'

'খাঁটি প্রেমিকগণ তখনই আনন্দের শরাব লাভ করে, যখন প্রেমাস্পদ নিজ হাতে তাদেরকে হত্যা করেন।'

'এমনতর মহান সম্রাট যাকে হত্যা করবেন। নিশ্চয় তিনি রাজ সিংহাসন এবং উত্তম স্থানের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাবেন।'

www.islamfind.wordpress.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরম মায়া ও পরম দয়া পরবশ হয়ে অকুণ্ঠ চিত্তে মানব জাতির সম্মুখে তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান তুলে ধরেছেন। এখন যারা সে ব্যবস্থাপত্র বাস্তবে প্রয়োগ করবে, তাদের সৌভাগ্য। আর যারা প্রয়োগ করবে না, তাদের দুর্ভাগ্য। অতীত ইতিহাস সাক্ষী যে, যখনই কোন ব্যক্তি তা প্রয়োগ করেছে সুখ, শান্তি ও সফলতা তার পদচুম্বন করেছে। আর যে-ই তার বাস্তব প্রয়োগে শিথিলতা করেছে, তবে এর প্রতি তার ভক্তি ও ভালবাসা রেখেছে, তাহলে সেই ভক্তি ও ভালবাসার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাকে ইহকালীন জীবনে নগদ সুখ-শান্তি ও সফলতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। যাতে করে তাৎক্ষণিক এই সাবধান করার ফলে সে নিজেকে সংশোধন করে নেয়। আর যারা এই ভক্তি ও ভালবাসা থেকেও শূন্য, এই শূন্যতার অশুভ পরিণামরূপে ঢিল দেয়ার জন্য তাদেরকে বাহ্যিক ও ইহলৌকিক নগদ সফলতা দান করা হয়েছে এবং পরকালীন প্রকৃত শান্তি ও সফলতা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের পারলৌকিক বঞ্চনার কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর ইহকালীন বঞ্চনার সাক্ষী তাদের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও অশান্ত অবস্থা। কারণ, তাদের জীবন প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ থেকে শূন্য। তাদের বাহ্যিক ও নগদ এই সফলতা এবং প্রকৃত ও পরিণামের বঞ্চনার উল্লেখ এ সমস্ত আয়াতে রয়েছে—

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

'তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না।' (সূরা মুমিনুন ৫৫-৫৬)

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ.

'সুতরাং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো, এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে

www.islamfind.wordpress.com

আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফুরী অবস্থায়।'

(সূরা তাওবা–৫৫)

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও যুক্তি–প্রমাণের ভিত্তিতে সুখ, শান্তি ও সফলতা যেহেতু কেবলমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে নিহিত ও সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সুপ্রমাণিত, তাই রোগের কারণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে উদাসীন ও অনবহিত মুসলিম ভাইদের অনতিবিলম্বে ইলমের গাফলতি ও অজ্ঞতা এবং আমলের ত্রুটি ও অলসতাকে চিরতরে বিদায় করে চূড়ান্ত ও আবশ্যকীয় এই ব্যবস্থাপত্র প্রয়োগ করা একান্ত জরুরী। তাহলে তারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বাহ্যিক ও প্রকৃত সুখ, শান্তি ও সফলতা বহু গুণ ও বহু স্তর বৃদ্ধির এটি যে, একমাত্র অমোঘ সমাধান তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

কল্যাণ লাভ ও ক্ষতি থেকে বাঁচার সঠিক পন্থা সম্পর্কে এটি সঠিক ও মৌলিক সতর্কবাণী। এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত সতর্কবাণী পবিত্র শরীয়তের পুরোটাই। মৌলিক ও সংক্ষিপ্ত সাবধান বাণী এখানে যথেষ্ট নয়। কারণ, বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া আমল করা কঠিন। কিন্তু চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত আলোচনা সংক্ষিপ্ত এই পরিসরে অবগত হওয়া কষ্টসাধ্য। তাই মুসলমান ভাইদের বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে যে সমস্ত শাখা বিষয়ের বিস্তারিত শিক্ষাদান বিশেষ কারণে অগ্রগণ্য, প্রথমে সেগুলো নির্ধারণ করা এবং সেগুলোর প্রয়োজন পরিমাণ বর্ণনা দেওয়া জরুরী মনে করছি।

সেই বিশেষ কারণটি হলো, বস্তুগত ঔষধের মধ্যে যেমন কিছু ঔষধ রয়েছে বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রভাব সৃষ্টিকারী আর কিছু রয়েছে অবস্থাগতভাবে প্রভাব সৃষ্টিকারী। তদুপরি তার মধ্যে কিছু রয়েছে প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টিকারী, আর কিছু রয়েছে পরোক্ষ প্রভাব সৃষ্টিকারী, তেমনিভাবে রোগের লক্ষণ অনুধাবনকারী ও তার রহস্যসমূহে দক্ষ ও অভিজ্ঞ উম্মতের চিকিৎসক ও মিল্লাতের ডাক্তারগণের নিকট স্বীয় দীপ্তিময় প্রকৃতি ও সহজাত অনুধাবন শক্তির মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে যে, ইসলামের সমস্ত আমল বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রভাব সৃষ্টিকারী। তবে তার মধ্যে কিছু এমনও রয়েছে যেগুলো অবস্থার দিক থেকেও প্রভাব সৃষ্টিকারী। তদুপরি কিছু রয়েছে প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টিকারী, আর কিছু রয়েছে এক বা একাধিক

www.islamfind.wordpress.com

মধ্যস্থতায় প্রভাব সৃষ্টিকারী। এখন আমি দ্রুত উপকার লাভের জন্যে এবং সহজে দাওয়াত গ্রহণের জন্যে যে সমস্ত বিষয়ের ইলম ও আমল সহজ, সেগুলো আমার মুসলমান ভাইদের খেদমতে তুলে ধরবো। সে বিষয়গুলো হবে নিম্নরূপ—

ইসলাম, ইলমে দ্বীন, নামায, যাকাত, কুরআন, সদাচরণ, সঠিক কারবার, হালাল উপার্জন, অপচয় পরিহার করা, ওলীআল্লাহদের কাহিনী, দু'আ প্রভৃতি বিষয়। এ সমস্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করে এর নাম 'হায়াতুল মুসলিমীন' (মুসলমানের প্রাণশক্তি) রাখছি এবং এর এক একটি বিষয়কে 'রূহ' তথা 'আত্মা' নামকরণ করছি। কারণ, এগুলো জীবনীশক্তির মূলভিত্তি। আল্লাহ্ই হেদায়েত দানের মালিক এবং তাঁরই হাতে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন পূরণের যাবতীয় চাবিকাঠি।

বিনীত—

আশরাফ আলী

জুমাদাল উখরা

১৩৪৬ হিজরী

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম রূহ

ইসলাম ও ঈমান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।'

(সূরা আলে ইমরান–১৯)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ (অবলম্বন) করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবেনা এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।'

(সূরা আলে ইমরান–৮৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

'তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।' (সূরা আল–বাকারা–২১৭)

ফায়দা ঃ দুনিয়াতে আমল এভাবে নষ্ট হয় যে, তার স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। তার কোন মুসলমান আত্মীয় মৃত্যুবরণ করলে সে উত্তরাধিকারের অংশ পায় না। মৃত্যুর পর তার জানাযা নামায পড়া হয় না। আর আখিরাত এভাবে নষ্ট হয় যে, সে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করে।

মাসআলা ঃ এ ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হলে তার স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে হবে। তবে শর্ত হলো, তার স্ত্রীও রাজী থাকতে হবে। স্ত্রী সম্মত না হলে জোর–জবরদস্তি বিবাহ করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا.

‘হে ঈমানদারগণ! (তোমরা তোমাদের ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ শুনে নাও, তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর যে কিতাব তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন (অর্থাৎ, কুরআন শরীফ), আর যেসব কিতাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে অন্যান্য নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবের উপর ঈমান রাখো। আর যারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে না তারা সুদূর গোমরাহীতে বিপথগামী হয়েছে। নিশ্চয় যারা একবার মুসলমান হয়ে পুনরায় কাফির হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে (কিন্তু এবারও ইসলামের উপর ঠিক থাকে নাই, যদি থাকতো তাহলে তাদের ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়ার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হতো) এবং আবারও কাফির হয়েছে (এবার আর মুসলমানই হয় নাই, যদি হতো তাহলে এবারও তাদের ঈমান কবুল হতো) তারপর

www.islamfind.wordpress.com

কুফুরীর কাজেই এগিয়ে চলেছে (অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত কুফুরীর উপর অটল থেকেছে) আল্লাহ তাদেরকে না কখনো ক্ষমা করবেন, না তাদেরকে (বেহেশতের) পথ দেখাবেন। (সূরা আন-নিসা ১৩৬-১৩৭)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا.

'নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে (অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করেনি) অতিসত্বর আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবো (সেখানে তাদের অবস্থা এই হবে যে,) যখন একবার তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, তখন আবার প্রথম চামড়ার জায়গায় অন্য চামড়া বানিয়ে দেবো, যেন তারা সর্বদাই আযাব ভোগ করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করাবো তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করাবো ঘন ছায়ানীড়ে।' (সূরা আন-নিসা ৫৬-৫৭)

ফায়দা ঃ এ সমস্ত আয়াতে মুসলমানদের জন্য জান্নাতের নেয়ামতরাজি এবং অমুসলিমদের জন্য দোযখের বিভীষিকা সম্পর্কে সামান্য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে জান্নাতের আরো অনেক নেয়ামত এবং দোযখের আরো অনেক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হে মুসলমানগণ! দুনিয়ার জীবন অতি সামান্য সময়ের। যদি ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে সামান্য কিছু কষ্টভোগের বিষয় মেনেও নেয়া হয় তবুও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এমন সুখ ও শান্তি লাভ করবে

www.islamfind.wordpress.com

যে, এখানকার যাবতীয় কষ্টের কথা ভুলে যাবে। আর যদি কোন কিছুর লালসায় পড়ে কিংবা কোন কষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ না করুন কেউ ইসলাম থেকে ফিরে যায় তাহলে মৃত্যুর সাথে সাথে এমন বিপদের মুখে পড়তে হবে যে, জাগতিক সমস্ত সুখের কথা ভুলে যাবে। তদুপরি সেই বিপদ ও শাস্তি থেকে কখনই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। তাই যার কিছুমাত্র বুদ্ধি রয়েছে, সে সারা পৃথিবীর রাজত্বের মোহেও ইসলাম পরিত্যাগ করবে না।

হে আল্লাহ! আমার ভাইদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং তাদের বিবেক–বুদ্ধিকে সঠিক রাখুন।

দ্বিতীয় রূহ
ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

'দ্বীনী ইলম তালাশ করা (অর্থাৎ, তা অর্জনের চেষ্টা করা) প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।' (ইবনু মাজা)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর—সে পুরুষ হোক চাই নারী, শহুরে হোক চাই গ্রাম্য, ধনী হোক চাই দরিদ্র—দ্বীনী ইলম অর্জন করা ফরয। দ্বীনী ইলমের অর্থ এই নয় যে, তাকে আরবীতেই পড়তে হবে। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তাকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা করতে হবে। আরবী কিতাব পড়ে হোক, উর্দু কিতাব পড়ে হোক (বা বাংলা কিতাব পড়ে হোক), বা নির্ভরযোগ্য আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে হোক, বা নির্ভরযোগ্য বক্তাদের দ্বারা ওয়ায করিয়ে হোক। যে সমস্ত নারী নিজে পড়তে কিংবা কোন আলেমের নিকট যেতে সক্ষম নয় তারা পুরুষ আপনজনদের দ্বারা আলিমদের থেকে ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করে করে জানতে থাকবে।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু যর (রাযি.)কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন—

لَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ اٰيَـةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَاَنْ تَغْدُوَ وَ تَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهٖ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهٖ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ اَلْفَ رَكْعَةٍ.

'হে আবু যর! (আবু যর একজন সাহাবীর নাম) তুমি কোথাও গিয়ে যদি কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করো তাহলে তা তোমার জন্য একশ' রাকআত (নফল) পড়ার চেয়ে উত্তম। আর যদি তুমি কোথাও গিয়ে (দ্বীনী) ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করো—তার উপর আমল হোক চাই না হোক—তা তোমার জন্য হাজার রাকআত (নফল) পড়ার চেয়ে

—8

www.islamfind.wordpress.com

উত্তম।' (ইবনু মাজা)

এ হাদীস দ্বারা ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার অনেক বড় ফযীলত প্রমাণিত হলো এবং এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, কতিপয় লোক বলে থাকে যে, যখন আমল করা গেলো না তাহলে জিজ্ঞাসা করা ও শিক্ষা করার দ্বারা ফায়দা কি? তাদের একথা ভুল। লক্ষ্য করো। এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কার বলেছেন যে, আমল হোক চাই না হোক উভয় অবস্থায় এ মর্যাদা লাভ হবে। এর তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ তো এই যে, দ্বীনের সঠিক বিষয় যেহেতু জানতে পারলো তাই পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে সে বেঁচে থাকবে। আর এটিও অনেক বড় দৌলত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যখন দ্বীনী ইলম জানা থাকবে, তখন ইনশাআল্লাহ তাআলা কখনো না কখনো আমল করারও তাওফীক হবে। তৃতীয় কারণ এই যে, সে অন্যকে তা শিক্ষা দিবে। এরও প্রয়োজন রয়েছে এবং এটিও সওয়াবের কাজ।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

'সর্বোত্তম দান এই যে, একজন মুসলমান ব্যক্তি ইলম (দ্বীনের কোন বিষয়) শিক্ষা করবে, তারপর তা নিজের মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দিবে।' (ইবনু মাজা)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, দ্বীনের যে বিষয় জানা আছে তা অন্য মুসলমান ভাইকেও শিক্ষা দিবে। এর সওয়াব সমস্ত দান-খয়রাতের চেয়ে অধিক।

সুবহানাল্লাহ! মহান আল্লাহর কত বড় দয়া, কত বড় অনুগ্রহ যে, সামান্য মুখ নাড়ালে হাজার হাজার টাকা দান করার চেয়ে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।

৪. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

'হে ঈমানদারগণ! নিজকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে দোযখ থেকে

বাঁচাও।' (সূরা আত-তাহরীম-৬)

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন—

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَلِّمُوْا اَهْلِيْكُمُ الْخَيْرَ.

'নিজের পরিবারের লোকদেরকে কল্যাণ (অর্থাৎ দ্বীনের বিষয়) শিক্ষা দাও।' (হাকিম)

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া ফরয। অন্যথায় পরিণামে দোযখে যেতে হবে। (উপরোক্ত হাদীসসমূহ 'তারগীব' কিতাব থেকে সংগৃহীত)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهٖ وَحَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ عِلْمًا عَلَّمَهٗ وَنَشَرَهٗ اَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهٗ اَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهٗ.

'ঈমানদারের আমল ও সৎকর্মের মধ্য থেকে যেসব বস্তু তার মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌঁছতে থাকে এগুলোও তার অন্তর্ভুক্ত। এক. (দ্বীনী) ইলম, যা শেখানো হয়েছে (অর্থাৎ, কাউকে পড়িয়েছে বা মাসআলা বলে দিয়েছে) বা ইলমের প্রসার ঘটিয়েছে। যেমন ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেছে, বা এ জাতীয় কিতাব খরিদ করে ওয়াক্ফ করেছে, বা তালিবে ইলমদেরকে দান করেছে বা তালিবে ইলমদের খাদ্য-বস্ত্রে সহযোগিতা করেছে। যাদের মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের প্রসার ঘটবে (আর এ ব্যক্তিও তাদেরকে সাহায্য করে এই প্রসারের কাজে অংশীদার হলো)। দুই. নেক সন্তান। যাকে রেখে মৃত্যুবরণ করলো। তিন. পবিত্র কুরআনের উত্তরাধিকার রেখে গেলো।' (ইবনু মাজা ও বাইহাকী)

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَانَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ

'কোন পিতা তার সন্তানকে এমন কোন জিনিস দেয়নি যা উত্তম শিষ্টাচার (অর্থাৎ, ইলম) থেকে শ্রেষ্ঠ।' (তিরমিযী, বাইহাকী)

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ عَالَ ثَلٰثَ بَنَاتٍ اَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ فَاَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ اللّٰهُ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ.

'যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ের বা তিনজন বোনের ভরণপোষণ করবে (অর্থাৎ, তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিবে) তারপর তাদেরকে শিষ্টাচার (ইলম) শিক্ষা দিবে এবং তাদের প্রতি সদয় হবে। এমনকি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিশ্চিন্ত করে দিবেন (অর্থাৎ, তাদের বিবাহ হয়ে যাবে, যার ফলে তারা প্রতিপালনের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হবে) আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিবেন। এক ব্যক্তি দু'জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন ঃ দু'জনের ক্ষেত্রেও একই ফযীলত রয়েছে। আরেক ব্যক্তি একজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, একজনের বেলায়ও এই ফযীলত রয়েছে।' (শরহুস সুন্নাহ)

এ হাদীসগুলো মেশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত।

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীসসমূহে এবং একইভাবে আরো অনেক হাদীসে দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়ার সওয়াব এবং তা ফরয হওয়ার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানোর আসল পরিমাণ তো ঐটিই, যার দ্বারা মানুষ আলেম হয়। কিন্তু সবার এতটুকু সাহস এবং এতটুকু সুযোগ হয় না। তাই আমি দ্বীন শেখা ও শেখানোর সহজ পন্থাসমূহ বলে দিচ্ছি। যার দ্বারা সাধারণ মানুষও এই ফরয আদায় করে সওয়াব লাভ করতে পারবে। সেই পন্থাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এই—

১. যে সমস্ত লোক উর্দূ বর্ণ চেনে এবং পড়তে পারে বা সহজে উর্দূ পড়া শিখতে পারে তারা উর্দূ ভাষায় দ্বীনের নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত কিতাব রয়েছে—যেমন, 'বেহেশতী যেওর', 'বেহেশতী গাওহার', 'তা'লীমুদ্দীন', 'কসদুস সাবীল', 'তাবলীগে দ্বীন' ও 'তাসহীলুল মাওয়ায়িযের' ওয়াযসমূহ—এ সমস্ত কিতাবকে কোন ভালো আলেম ব্যক্তির নিকট থেকে সবক আকারে শিখবে। এমন পড়ানেওয়ালা ব্যক্তি না পাওয়া গেলে এ সমস্ত কিতাব নিজে নিজে পড়তে থাকবে। যেখানে বুঝে আসবে না কিংবা কোন সন্দেহ দেখা দিবে সেখানে পেন্সিল প্রভৃতি দ্বারা দাগ

www.islamfind.wordpress.com

দিয়ে রাখবে। তারপর যখন ভালো আলিম ব্যক্তি পাওয়া যাবে, তখন তার কাছে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিবে। এভাবে যেটুকু ইলম লাভ হবে, তা মসজিদ বা বৈঠকে বসে অন্যদেরকেও পড়ে শোনাবে। বাড়ীতে এসে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শোনাবে। একইভাবে যারা মসজিদে বা বৈঠকে শুনেছে তারাও কথাগুলোকে ভালোভাবে স্মরণ রাখার চেষ্টা করবে এবং যতটুকু স্মরণ থাকে তা বাড়ীতে এসে বাড়ীর লোকদেরকে শোনাবে।

২. যে সমস্ত লোক উর্দূ পড়তে সক্ষম নয় তারা কোন ভালো আলিমকে নিজেদের এখানে নিয়ে এসে তার থেকে পূর্বোক্ত কিতাবসমূহ পাঠ করিয়ে শুনবে এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবে। যদি সবসময় থাকার মত এমন ব্যক্তি পাওয়া যায় তাহলে তো খুবই ভালো। যদি তাকে কিছু বেতনও দিতে হয় তাহলে সবাই অল্প অল্প চাঁদা দিয়ে তাকে বেতনও দিবে। দুনিয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয় অনেক কাজে শত-শত হাজার-হাজার টাকা ব্যয় করে থাকো, যদি দ্বীনের জরুরী বিষয়ের জন্য অল্প কিছু টাকা ব্যয় করো তাহলে তা বড় কোন বিষয় নয়। তবে এমন ব্যক্তি—যে তোমাদেরকে দ্বীন শেখাবে—এবং এমন কিতাবসমূহ নিজের বুদ্ধিতে নির্ধারণ করবে না, বরং কোন ভালো আল্লাহ ওয়ালা আলিম থেকে পরামর্শ নিয়ে নির্ধারণ করবে।

৩. দুনিয়া বা দ্বীনের এমন কোন কাজ করতে হলে, যা শরীয়তে ভালো না মন্দ তা তোমার জানা নাই, তাহলে তা স্মরণ রেখে কোন আল্লাহ ওয়ালা আলিমের নিকট অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে নিবে এবং তিনি যা বলেন তা ভালোভাবে স্মরণ রেখে অন্যান্য পুরুষ ও নারীকেও বলবে। আর যদি এ রকম আলিমের নিকট যাওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে তার নিকট চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করবে। চিঠির উত্তরের জন্য একটি খামের উপর নাম ঠিকানা নিজে লিখে বা অন্যের দ্বারা লিখিয়ে চিঠির মধ্যে দিয়ে দিবে। এতে করে ঐ আলিমের উত্তর দেওয়া সহজ হবে এবং তাড়াতাড়ি উত্তর আসবে।

৪. মাঝে মাঝে আল্লাহওয়ালা আলিমদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। তাদের সাহচর্যে বসবে। শুধু এ ইচ্ছা নিয়ে গেলে তো খুবই ভালো; আর

www.islamfind.wordpress.com

যদি এমন সুযোগ না থাকে এবং এমন আলিমও নিকটে না থাকে—যেমন গ্রাম্য লোকেরা শহর থেকে দূরে এক প্রান্তে পড়ে থাকে—তাহলে যখনই কোন কাজের জন্য শহরে যাবে সেখানে এমন কোন আলিম থাকলে কিছু সময়ের জন্য তার সোহবতে বসবে এবং কোন কথা স্মরণ হলে তা জিজ্ঞাসা করবে।

৫. এ কাজটি জরুরী মনে করে করবে যে, কখনো কখনো মাস/দু' মাস পরপর কোন আলিমের পরামর্শে কোন বক্তাকে নিজেদের গ্রাম বা মহল্লায় ডেকে এনে তার ওয়াজ শুনবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত ও ভয় অন্তরে জন্মাবে। এর ফলে দ্বীনের উপর আমল করা সহজ হবে।

দ্বীন শিক্ষার পদ্ধতিসমূহের এটি অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ। নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ সমস্ত পন্থা চালু রাখলে দ্বীনের জরুরী বিষয়সমূহের জ্ঞান বিনা পরিশ্রমে অর্জিত হবে। এর সঙ্গে দু'টি বিষয় গুরুত্বের সাথে পরিহার করে চলবে।

এক. কাফির ও গোমরাহ লোকদের সভা–সমাবেশে কখনই যাবে না। কারণ, একে তো কুফরী ও গোমরাহীর কথা কানে পড়লে অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় ঈমানের আবেগে এমন কাজ দেখলে ক্রোধের উদ্রেক হয়, আর ক্রোধ প্রকাশ করলে কখনো কখনো বিবাদ সৃষ্টি হয়। যার ফলে অনেক সময় দুনিয়ারও ক্ষতি হয়। অনেক সময় মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। যার মধ্যে সময় এবং টাকা উভয়টিই ব্যয় হয়। যার ফলে পেরেশানী হয়, আর যদি ক্রোধ প্রকাশ না করে তাহলে মনে মনেই কষ্ট ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। অনর্থক বসে বসে এই দুঃখ ক্রয় করায় কি ফায়দা।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, কারো সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে না। কারণ, তাতেও অধিকাংশ সময় উপরোক্ত অকল্যাণই হয়ে থাকে। আর সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই যে, এমন সমস্ত বৈঠকে যাওয়ার দ্বারা বা বিতর্ক করার দ্বারা কুফরী ও গোমরাহীর এমন কথা কানে পড়ে, যার দ্বারা নিজে নিজেই সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আর নিজের কাছে এই পরিমাণ ইলম নেই, যা তার অন্তর থেকে ঐ সন্দেহ দূর করতে পারে। তাই এমন কাজ কেন

www.islamfind.wordpress.com

করবে যার দ্বারা এতবড় ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর যদি কেউ অনর্থক বিতর্ক শুরু করে দেয় তাহলে কঠোরভাবে বলে দিবে যে, আমার সঙ্গে এ ধরনের কথা বলবে না। তোমার যদি জিজ্ঞাসা করা জরুরীই হয়ে থাকে তাহলে আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করো। এসব বিষয়ের প্রতি যদি লক্ষ্য রাখো, তাহলে ঔষধ ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে বেঁচে চলার এই উভয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দ্বারা ইনশা আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে সবসময় সুস্থ সবল থাকবে। কখনো দ্বীন সংক্রান্ত রোগ সৃষ্টি হবে না। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

তৃতীয় রূহ

পবিত্র কুরআন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ.

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।' (বুখারী)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَفَلَا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اٰيَتَيْنِ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلٰثٌ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلٰثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ.

'তোমাদের কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর পবিত্র কালামের দু'টি আয়াত কেন শিক্ষা করে না? এটি তার জন্য দু'টি উটনী প্রাপ্তির চেয়ে অধিক উত্তম এবং তিনটি আয়াত তিনটি উটনী থেকে এবং চারটি আয়াত চারটি উটনী থেকে অধিক উত্তম। এমনিভাবে যত সংখ্যক আয়াত হবে তত সংখ্যক উটের চেয়ে উত্তম হবে।' (মুসলিম)

ফায়দা ঃ এর কারণ সুস্পষ্ট। কারণ, উটতো কেবলমাত্র ইহকালে কাজে আসে। আর কুরআনের আয়াত ইহ–পরকালে কাজে আসে। উটের নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে। কারণ, আরবের লোকেরা উটকে খুব বেশী পছন্দ করত। অন্যথা একটি আয়াতের তুলনায় সমগ্র পৃথিবীরও কোন মূল্য নেই। (মিরকাত)

এ হাদীস দ্বারা আরো জানা গেলো যে, যদি কোন ব্যক্তি পূর্ণ কুরআন শরীফ নাও পড়ে থাকে ; বরং কিছু অংশ পড়ে থাকে, সেও বিরাট বড় নেয়ামত লাভ করেছে।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ.

www.islamfind.wordpress.com

'যে ব্যক্তি উত্তমভাবে কুরআন পাঠ করে, সে মর্যাদার দিক থেকে ঐ সমস্ত ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে, যারা বান্দার আমলনামা লিপিবদ্ধকারী, মর্যাদার অধিকারী এবং পবিত্র। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তাতে আটকে যায় এবং তা তার জন্য কঠিন লাগে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ দ্বিগুণ সওয়াবের অর্থ এই যে, এক সওয়াব কুরআন পাঠ করার, আরেক সওয়াব এই পরিশ্রমের জন্য যে, সে চালুভাবে পড়তে পারে না, তারপরও কষ্ট করে পড়তে থাকে। এ হাদীসে ঐ ব্যক্তির জন্য কত বড় সান্ত্বনা রয়েছে, যে ভালোভাবে কুরআন পড়তে জানে না। সে একথা মনে করে যেন মনঃক্ষুন্ন ও নিরাশ হয়ে কুরআন পাঠ ছেড়ে না দেয় যে, যখন ঠিকভাবে পড়তেই পারি না তো পড়ার দ্বারা লাভ কি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

'যার অন্তরে কিছুমাত্র কুরআনও নেই, সে বিরান ঘর তুল্য।'

(তিরমিযী, দারামী)

ফায়দা ঃ এ হাদীসে তাকীদ রয়েছে যে, কোন মুসলমানের কুরআন-শূন্য হওয়া উচিত নয়।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ قَرَءَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَااَقُوْلُ الٓمّٓ حَرْفٌ بَلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَّلَامٌ حَرْفٌ وَّ مِيْمٌ حَرْفٌ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর কালামের একটি হরফ পাঠ করে, সে একটি নেকী পায়। এবং প্রত্যেকটি নেকী দশ নেকীর সমতুল্য। (বিধায় এই হিসাবমত একেকটি হরফে দশ দশটি নেকী পাওয়া যায়)। আমি বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' এক হরফ। বরং এর মধ্যে 'আলিফ' এক হরফ, 'লাম' এক হরফ এবং 'মীম' এক হরফ।' (তিরমিযী, দারামী)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ এটি একটি দৃষ্টান্ত। একইভাবে যখন কুরআন পাঠকারী 'আলহামদু' বললো, তো এর মধ্যে পাঁচটি হরফ রয়েছে। বিধায় এতে সে পঞ্চাশটি নেকী পাবে। আল্লাহু আকবার! কত বড় ফযীলত। তাই এমন ব্যক্তির জন্য আফসোস, যে একটু সাহস করে এত বড় সম্পদ কামায় না।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ قَرَءَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ضَوْءُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِيْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِيْ عَمِلَ بِهٰذَا.

'যে ব্যক্তি কুরআন পড়লো এবং তার বিধান অনুপাতে আমল করলো তার মাতাপিতাকে কেয়ামত দিবসে এমন মুকুট পরানো হবে, যার জ্যোতি সূর্যের ঐ আলো থেকেও অধিকতর সুন্দর হবে, তোমাদের ঘরে সূর্য চলে আসলে যা হতো। (অর্থাৎ, সূর্য যদি তোমাদের নিকট চলে আসে তাহলে ঘরের মধ্যে যত আলো হবে, তার চেয়ে অধিক আলো হবে ঐ মুকুটের) তাহলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যে নিজে এ কাজ করলো? (অর্থাৎ, কুরআন পড়লো এবং সে অনুপাতে আমল করলো, তার মর্যাদা কত অধিক হবে?)' (আহমাদ, আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এ হাদীসে সন্তানের কুরআন পড়ার কত বড় ফযীলত রয়েছে। তাই সকল মুসলমানের সন্তানদেরকে অবশ্যই কুরআন পড়ানো উচিত। ছেলে সন্তানকেও এবং মেয়ে সন্তানকেও। যদি কাজের চাপে পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়ানোর সুযোগ না হয় তাহলে যতটুকু পড়াতে পারো তাই পড়াও। যেমন ২ নম্বর হাদীসে জানা গেছে যে, হিফয করাতে না পারলে নাজেরাই পড়াও। আর যদি হিফয করানোর তাওফীক হয়, সুবহানাল্লাহ! তার তো আরো অধিক মর্যাদা রয়েছে। এ সম্পর্কিত হাদীস এখনই লিখছি।

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ قَرَءَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ

www.islamfind.wordpress.com

الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

'যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করলো এবং তা হিফয করলো এবং তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানলো (অর্থাৎ, তার পরিপন্থী আকীদা রাখলো না, উপরের হাদীসে আমল করার কথা বলেছেন, আর এ হাদীসে সে অনুপাতে আকীদা পোষণ করার কথা বলেছেন) তাহলে আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তির (ক্ষমার ব্যাপারে) তার সুপারিশ কবুল করবেন—যাদের সবার জন্য জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজা, দারামী)

ফায়দা ঃ এ হাদীসে হিফয করার ফযীলত পূর্বের হাদীসের চেয়ে অধিক রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, পরিবারের মধ্যে সর্বাধিক নিকটতম মাতা-পিতা। তাই ক্ষমার এই সুপারিশ মাতা-পিতার জন্য নিশ্চিত। অতএব এ হাদীস দ্বারা নিজ সন্তানদেরকে হাফেয বানানোর কত ফযীলত প্রমাণিত হলো!

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَءُ كَمَا يَصْدَءُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَاءُ هَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ.

'অন্তরসমূহেও (কখনো) মরিচা ধরে, যেমন লোহাতে পানি লাগলে মরিচা ধরে। নিবেদন করা হলো—হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! সেটি কোন্ জিনিস, যার দ্বারা অন্তর পরিষ্কার হয়? তিনি বললেন, অধিকহারে মৃত্যুর স্মরণ এবং কুরআন পাঠ করা।'

(বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান)

وَعَنْ جَابِرٍ رض قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْعَرَبِىُّ وَالْعَجَمِىُّ فَقَالَ اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ.

৯. হযরত যাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন আমরা কুরআন পড়ছিলাম। আমাদের মধ্যে গ্রাম্য লোকও ছিলো এবং এমন লোকও ছিলো যারা আরব নয়। (অর্থাৎ, এমন লোকও ছিলো, যারা ভালোভাবে কুরআন পড়তে পারতো না। কারণ, গ্রাম্য লোকের শিক্ষা কম হয়ে থাকে। আর যারা আরব নয় তারা আরবী ভাষা পরিস্কার পড়তে পারে না।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন—পড়তে থাকো। সকলেই বিশিষ্ট জন।'

(আবু দাউদ, বাইহাকী)

অর্থাৎ, খুব ভালো করে পড়তে না পারলেও মন ছোট করো না এবং যারা ভালো করে পড়তে পারে তারা তাদেরকে তুচ্ছ মনে করো না। আল্লাহ তাআলা অন্তর দেখেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, এরূপ মনে করবে না যে, আমার জবান পরিস্কার না, বা আমার বয়স অধিক হয়েছে এখন ভালোভাবে পড়তে পারবো না, তাহলে আমরা কী করে সওয়াব পাবো? উল্টা হয়তো বা গুনাহ হবে। দেখো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে কেমন সান্ত্বনা দিলেন এবং সবাইকে পড়ার নির্দেশ দিলেন।

(এ হাদীসগুলো মেশকাত শরীফে রয়েছে।)

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত শোনার জন্যও কান লাগায় তার জন্য এমন নেকী লেখা হয়, যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। (এই বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সীমা বলেননি। মহান আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, এই বৃদ্ধির কোন সীমা হবে না। অনন্ত পর্যায়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।) আর যে ব্যক্তি একটি আয়াত পাঠ করবে, আয়াতটি তার জন্য কেয়ামত দিবসে নূর হবে। (যা ঐ নেকী বৃদ্ধি পাওয়ার চেয়েও বড় প্রাপ্তি)' (আহমাদ)

ফায়দা ঃ আল্লাহু আকবার! পবিত্র কুরআন কত বড় বস্তু যে, যতদিন

কুরআন পড়তে পারবে না, ততদিন কোন কুরআন পাঠকারীর পড়া মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে শুধু শুনবে সেও সওয়াব দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ। এ–তো মোটেও কঠিন কাজ নয়।

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ.

'তোমরা কুরআন পাঠ করতে থাকো। কারণ, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে এবং তার জন্য ক্ষমা করাবে।' (মুসলিম)

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَجِيْئُ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ يَا رَبِّ حَلِّهٖ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضٰى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهٗ اقْرَءْ وَارْقَ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةً.

'কুরআন পাঠকারী কেয়ামতের দিন আসবে। কুরআন বলবে, হে প্রভু! তাকে পোশাক পরিয়ে দিন। তখন তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। তারপর বলবে, হে প্রভু! আরো অধিক পরিয়ে দিন। তখন তাকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। তারপর বলবে, হে প্রভু! তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তারপর তাকে বলা হবে—কুরআন পড়তে থাকো এবং (মর্যাদার সোপানে) আরোহণ করতে থাকো এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে নেকী বৃদ্ধি পেতে থাকবে।' (তিরমিযী, ইবনু খুযাইমা, হাকিম)

ফায়দা ঃ এই পাঠ করা ও আরোহণ করার বিবরণ অপর একটি হাদীসে এসেছে যে, যেভাবে ধীরে ধীরে দুনিয়াতে পাঠ করতে, তেমনিভাবে পাঠ করতে করতে আরোহণ করতে থাকো। সর্বশেষ যে আয়াত পাঠ করবে, সেখানেই তোমার বসবাসের ঘর হবে।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজা, ইবনু হিব্বান)

সূচীপত্র

এ হাদীসগুলো তারগীব গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

ফায়দা ঃ হে মুসলমানগণ! উপরোক্ত হাদীসসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষা করার এবং সন্তানদেরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করো। যদি পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়ার বা পড়ানোর সুযোগ না হয় তাহলে যতটুকু সম্ভব তার জন্যই সাহস করো। যদি ভালোভাবে মুখস্থ না হয় বা পরিস্কার ও শুদ্ধ না হয়, তাহলে ঘাবড়িও না। এতে লেগে থাকো। এভাবে পড়লেও সওয়াব পাওয়া যায়। যদি হিফয করা সম্ভব না হয় তাহলে নাযেরাই পড়ো এবং পড়াও। এরও অনেক ফযীলত রয়েছে। যদি পূর্ণ কুরআন শরীফ শিক্ষা করার সুযোগ না থাকে বা সাহস না হয়, তাহলে পূর্ণ কুরআন পড়তে সক্ষম এমন কোন ব্যক্তির নিকট বসে তা শ্রবণই করো (অর্থাৎ, তার অনুমতি নিয়ে তার পড়া শুনতে থাকো।)

এসব বিষয়ের সওয়াব উপরের হাদীসসমূহে পড়েছো।

আর এটি পরিস্কার কথা যে, যে কাজ জরুরী এবং সওয়াবের তার ব্যবস্থা করাও জরুরী এবং তাতেও সওয়াব পাওয়া যায়। বিধায় এ নিয়ম অনুসারে কুরআন পড়া ও পড়ানোর ব্যবস্থা করাও জরুরী এবং এতেও সওয়াব পাওয়া যাবে। এর ব্যবস্থা এই যে, প্রত্যেক জায়গার মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে কুরআনের মক্তব প্রতিষ্ঠা করবে। শিশুদেরকে কুরআন পড়াবে। বয়স্ক লোকেরাও নিজেদের কাজের ফাঁকে সময় বের করে অল্প অল্প করে কুরআন শিখবে। বিনা বেতনে পড়ানেওয়ালা না পাওয়া গেলে সবাই মিলে তার জীবন ধারণ হয় মত কিছু বেতন দিবে। এমনিভাবে যে সমস্ত শিশু দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে অধিক কুরআন পড়তে সক্ষম নয় তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিবে, যেন তারা নিশ্চিন্তে পবিত্র কুরআন খতম করতে পারে। আর যে যতটুকু পরিমাণ কুরআন পড়বে বাড়ীতে গিয়ে মহিলা ও মেয়েদেরকেও তা পড়াবে। এভাবে বাড়ীর সমস্ত পুরুষ ও নারী কুরআন পড়বে। যদি কেউ দেখে পড়তে না পারে তাহলে সে মৌখিকভাবেই কিছু সূরা মুখস্থ করবে।

পবিত্র কুরআনের আরো কিছু হক রয়েছে। এক. যে ব্যক্তি যতটুকু কুরআন শিক্ষা করবে—চাই পূর্ণ হোক বা সামান্য—সে তা সবসময় পাঠ করতে থাকবে, যেন তা স্মরণ থাকে। যদি স্মরণ না রাখে তাহলে পড়া

www.islamfind.wordpress.com

ও নাপড়া সব সমান হয়ে গেলো।

দ্বিতীয় এই যে, যদি কারো পবিত্র কুরআনের অর্থ পড়ারও আগ্রহ হয় তাহলে নিজে নিজে অনুবাদ পড়বে না। কারণ, এতে ভুল বোঝার খুবই আশংকা রয়েছে। কোন আলেমের নিকট পাঠ পাঠ করে শিখবে।

তৃতীয় এই যে, পবিত্র কুরআনের খুবই সম্মান করা উচিত। তার দিকে পা দিও না। তার দিকে পিঠ দিয়ে বসো না। তার থেকে উঁচু জায়গায় বসো না। তাকে মাটিতে বা বিছানায় রেখো না। বরং রেহাল বা বালিসের উপর রাখো।

চতুর্থ এই যে, তা ছিঁড়ে গেলে কোন পবিত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে এমন কোন পবিত্র জায়গায় দাফন করো, যেখানে চলাচল করে না।

পঞ্চম এই যে, যখন কুরআন পাঠ করবে তখন একথা চিন্তা করবে যে, আমি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি। তখন দেখবে অন্তরে কেমন নূর পয়দা হয়।

www.islamfind.wordpress.com

চতুর্থ রাহ

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা

১. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَايُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ مَا اَنْقَذَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ.

'তিনটি বস্তু এমন রয়েছে যে, সেগুলো যার মধ্যে থাকবে, তার এগুলোর কারণে ঈমানের মধুরতা লাভ হবে। এক. ঐ ব্যক্তি, যার নিকট আল্লাহ ও তদীয় রাসূল অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হবে। (অর্থাৎ, তার আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যে পরিমাণ ভালোবাসা রয়েছে, তা অন্য কারো প্রতি নেই)। আরেকজন সেই ব্যক্তি, যার কোন মানুষের সঙ্গে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা থাকে। (অর্থাৎ, দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কারণে নয়, শুধুমাত্র এ কারণেই ভালোবাসা থাকে যে, সে ব্যক্তি আল্লাহওয়ালা)। আরেকজন সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা কুফুরী থেকে বাঁচিয়েছেন। (প্রথম থেকেই বাঁচিয়ে রেখেছেন, বা কুফুরী থেকে তওবা করেছে ফলে বেঁচে গিয়েছে) এবং এর (বাঁচানোর) পর সে কুফুরীর দিকে ফিরে আসাকে এই পরিমাণ অপছন্দ করে যেমন কিনা আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

২. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

'তোমাদের কেউ অতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পিতা, নিজের সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে আমার সঙ্গে অধিক ভালোবাস্যা না রাখবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

'একজন মানুষ ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের পরিবার-পরিজন এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে আমাকে অধিক ভালো বাসে।' (মুসলিম)

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন হিশামের বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) নিবেদন করলেন—হে আল্লাহর রাসূল! নিঃসন্দেহে আপনার প্রতি আমার নিজের প্রাণ ছাড়া সবকিছুর চেয়ে অধিক ভালোবাসা রয়েছে। (অর্থাৎ, নিজের প্রাণের সমান আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা মনে হয় না।) তিনি বললেন—ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ঐ সময় পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সঙ্গে নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসা না রাখবে। হযরত উমর (রাযিঃ) নিবেদন করলেন। এখন তো আপনার সঙ্গে আমার প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসা বুঝতে পারছি। তিনি বললেন, হে উমর! এখন পূর্ণ ঈমানদার হয়েছো।

ফায়দা ঃ বিষয়টিকে সহজে এভাবে বোঝো যে, হযরত উমর (রাযিঃ) প্রথমে গভীরভাবে চিন্তা না করে ভেবেছিলেন যে, নিজের কষ্টে যে প্রতিক্রিয়া হয় অন্যের কষ্টে সে প্রতিক্রিয়া হয় না। তাই নিজের প্রাণ অধিক প্রিয় মনে হয়, কিন্তু পরে চিন্তা করে বুঝতে পারলেন যে, যদি প্রাণ দানের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রত্যেক মুসলমান নিজের প্রাণ দানের জন্যও যে, প্রস্তুত থাকবে, তা নিশ্চিত। একইভাবে তাঁর দ্বীনের জন্য প্রাণ দিতেও কখনো বিমুখ হবে না তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণাধিক প্রিয় হলেন।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

'আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসো। কারণ, তিনি তোমাদেরকে খাদ্যাকারে বহু নেয়ামত দান করেন। এবং আমাকে (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) ভালোবাসো। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমাকে ভালোবাসেন।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এর অর্থ এই নয় যে, শুধুমাত্র খাদ্য দেন বলেই আল্লাহকে ভালোবাসবে ; বরং একথার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার অনন্ত অসীম গুণ ও করুণা কারো বুঝে না আসলে তাঁর এ করুণাটি তো খুবই পরিস্কার, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাই একথা বুঝেই তাঁকে ভালোবাসো।

৫. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এক বেদুঈন এলো এবং নিবেদন করলো—ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন—

مَا اَعْدَدْتَ لَهَا فَقَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيْرَ صَلٰوةٍ وَلَا صِيَامٍ اِلَّا اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِذَالِكَ.

'তুমি তার জন্য কি সামানা তৈরী করেছো? (যে তুমি তার আসার জন্য আগ্রহান্বিত) সে বললো—আমি তার জন্য খুব বেশী নামায-রোযার সামানা তো তৈরী করিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন— (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গেই থাকবে, যাকে সে ভালোবাসতো। তাই তোমার আমার (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সঙ্গ নসীব হবে। আর যখন রাসূলের সঙ্গে থাকবে তাহলে আল্লাহর সঙ্গেও থাকবে। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, আমি মুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণের আনন্দের পর কোন বিষয়ে এত আনন্দিত হতে দেখিনি যত এ কথায় তারা আনন্দিত হয়েছেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ এ হাদীসে কত বড় সুসংবাদ রয়েছে যে, অধিক ইবাদতের সঞ্চয় না থাকলেও আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসায় এত বড় দৌলত লাভ হবে।

৬. হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাহাজ্জুদ নামাযে) এক আয়াতে সারারাত কাটিয়ে ভোর করেন। আয়াতটি ছিলো এই—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি যদি তাদেরকে (আমার উম্মতকে) শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা (অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে যা ইচ্ছা করতে পারেন, তাদের উপর আপনার সমস্ত ক্ষমতা আছে), আর যদি আপনি তাদেরকে মাফ করে দেন তবে তাও আপনার জন্য কোন কঠিন কাজ নয়। কারণ, আপনি বড়ই ক্ষমতাশালী (আপনি যত বড় কাজ ইচ্ছা করতে পারেন),বড়ই হিকমতওয়ালা (আপনার কোন কাজই হেকমত থেকে খালি নয়। তাই গুনাহগারদিগকে মাফ করলে তার মধ্যেও হেকমত থাকবে)। (নাসায়ী, ইবনু মাজা)

ফায়দা ঃ শাইখ দেহলভী (রহঃ) মিশকাত শরীফের টীকায় লিখেছেন যে, 'আয়াতটি হযরত ঈসা (আঃ)এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তাঁর উক্তি।। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত দ্বারা স্বীয় উম্মতের অবস্থা মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।'

শাইখ 'সম্ভবতঃ' শব্দটি সতর্কতাস্বরূপ বলেছেন। অন্যথায় এখানে অন্য কোন সম্ভাবনা থাকতেই পারে না। এবার লক্ষ্য করুন! উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কত বড় মমতা যে, সারা রাতের বিশ্রাম নিজের উম্মতের জন্য কুরবানী করে দু'আ করতে থাকেন এবং সুপারিশ করতে থাকেন। কে এমন হৃদয়হীন রয়েছে যে, এত বড় মমতার কথা শুনেও তাঁর জন্য পাগলপারা হবে না!

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَثَلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِىْ تَقَعُ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَحْجِزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهٗ فَيَقْتَحِمْنَ فِيْهَا فَاَنَا اٰخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تَقْتَحِمُوْنَ فِيْهَا.

'আমার (এবং তোমাদের অবস্থা) ঐ ব্যক্তির মতো, যে ব্যক্তি আগুন জ্বালালো এবং তাতে পতঙ্গ উড়ে এসে পড়তে লাগলো আর সে তাদেরকে বাধা দিতে থাকলো, কিন্তু পতঙ্গ তার কথা অমান্য করে আগুনে ঢুকে পড়তে থাকলো। এমনিভাবে আমি তোমাদের কোমর ধরে ধরে আগুন থেকে সরিয়ে দিচ্ছি (কেননা, আমি দোযখে যাওয়ার কাজসমূহ থেকে বাধা দিচ্ছি) আর তোমরা তাতে ঢুকে পড়ছো।' (বুখারী)

ফায়দা ঃ লক্ষ্য করুন! এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের উম্মতকে দোযখ থেকে বাঁচানোর কত গুরুত্ব বোঝা যায়। এটি ভালোবাসা নয়তো আর কি? এমন ভালোবাসাপূর্ণ লোকের সঙ্গেও যদি আমাদের ভালোবাসা না থাকে তাহলে আমাদের জন্য আফসোস!

৮. হযরত আব্বাস বিন মিরদাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতের জন্য আরাফার দিন বিকালে মাগফিরাতের দু'আ করেন। তাঁকে উত্তর দেওয়া হলো, আমি তাদের ক্ষমা করলাম। তবে বান্দার হক ছাড়া। বান্দার হকের ক্ষেত্রে জালেমের নিকট মজলুমের প্রতিশোধ অবশ্যই নেবো। (শাস্তি ছাড়া এটা মাফ হবে না)। তিনি নিবেদন করলেন, প্রভু! আপনি চাইলে মজলুমকে তার হকের বদলা জান্নাত দ্বারা দিয়ে জালিমকে মাফ করতে পারেন। কিন্তু সেদিন বিকেলে এ দু'আ কবুল হয়নি। তারপর যখন মুযদালিফায় ভোর হলো, তখন তিনি পুনরায় ঐ দু'আই করলেন। তখন তাঁর দু'আ কবুল করা হলো। তখন তিনি হাসলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এবং হযরত উমর (রাযিঃ) হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি

www.islamfind.wordpress.com

বললেন—ইবলিস যখন জানতে পারলো যে, আল্লাহ তাআলা আমার দু'আ কবুল করেছেন এবং আমার উম্মতকে মাফ করে দিয়েছেন, তখন সে মাটি নিয়ে নিজের মাথায় নিক্ষেপ করছিলো, আর বিলাপ করছিলো। তার এই অস্থিরতা দেখে আমার হাসি পেয়ে যায়। (ইবনু মাজা, বায়হাকী)

ফায়দা ঃ এ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, সবধরনের বান্দার হকই শাস্তি ছাড়াই মাফ হয়ে যাবে এবং এ অর্থও নয় যে, বিশেষ করে হজ্জ করার দ্বারা শাস্তি ছাড়া মাফ হয়ে যাবে। বরং এ দু'আ কবুল হওয়ার পূর্বে দু'টি সম্ভাবনা ছিলো—এক. বান্দার হকের শাস্তিস্বরূপ চিরদিনের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে। দুই. চিরদিনের জন্য জাহান্নামে থাকতে না হলেও তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ দু'আ কবুল হওয়ার পর দু'টি প্রতিশ্রুতি হলো, প্রথম এই যে, শাস্তিপ্রাপ্তির পর এক সময় না একসময় অবশ্যই মুক্তি লাভ হবে। দ্বিতীয় এই যে, কোন কোন সময় মাজলুমকে বহু নেয়ামত দিয়ে সম্মত করা হবে এবং শাস্তি ছাড়াই মুক্তি লাভ হবে।

ফায়দা ঃ চিন্তা করে দেখো! এ বিধানটি মঞ্জুর করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি পরিমাণ চিন্তা ও কষ্ট হয়েছে। এখনও কি অন্তরে তাঁর ভালোবাসার ঢেউ ওঠে না!

৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—যার সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ আয়াতগুলো পাঠ করলেন, যার মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)এর নিজ নিজ উম্মতের জন্য দু'আ উল্লেখিত রয়েছে তারপর (দু'আর জন্য) নিজের উভয় হাত উঠালেন এবং নিবেদন করলেন—হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! আল্লাহ তাআলা বললেন—হে জিবরাঈল! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট যাও! (তোমার প্রভু তো জানেনই তারপরও) তাঁকে জিজ্ঞাসা করো! আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে যা কিছু বললেন, তা তিনি আল্লাহকে বললেন। আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আঃ)কে বললেন—তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট যাও এবং বলো, আমি

www.islamfind.wordpress.com

আপনাকে আপনার উম্মতের বিষয়ে খুশী করবো। আপনাকে কষ্ট দেবো না।' (মুসলিম)

ফায়দা ঃ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, 'তিনি তো কস্মিনকালেও খুশী হবেন না, যদি তাঁর উম্মতের একটি লোকও দোযখে থাকে।' (খতীবের সূত্রে দুররে মানসূর) আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে খুশী করার ওয়াদা করেছেন। তাই ইন শা আল্লাহ তাঁর একজন উম্মতও দোযখে থাকবে না। হে মুসলমানগণ! এ সমস্ত দৌলত এবং নেয়ামত যে সত্তার বরকতে লাভ হলো তাঁকেও যদি ভালো না বাসো তবে আর কাকে ভালোবাসবে?

১০. হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির নাম ছিলো আবদুল্লাহ এবং উপাধি ছিলো হিমার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মদপানের অপরাধে শাস্তি দিয়েছিলেন। একই অপরাধে তাকে পুনরায় আনা হলো। শাস্তির নির্দেশ হওয়ায় এবারেও শাস্তি দেওয়া হলো। এক ব্যক্তি বললো—হে আল্লাহ! তার উপর লা'নত করুন। (একই অপরাধে) কত বার তাকে আনা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—এর উপর অভিশম্পাত করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি, সে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার কত মূল্যায়ন করা হলো যে, এত বড় গুনাহর কাজ করার পরও তার উপর অভিশম্পাতের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

হে মুসলমানগণ! বিনামূল্যে এমন সম্পদ—যার মধ্যে না কোন কষ্ট আছে, না কোন পরিশ্রম—কোথায় লাভ হয়? একে হাতছাড়া হতে দিও না। নিজের শিরায় শিরায় আল্লাহ ও রাসূলের প্রেম ও ভালোবাসা কানায় কানায় পূর্ণ ও বদ্ধমূল করো।

(এ হাদীসগুলো মেশকাত শরীফে রয়েছে। একটি হাদীস রয়েছে দুররে মানসূরের, যার শেষে এর নাম লিখে দেওয়া হয়েছে)

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চম রাহ

তাকদীরে বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল

তাকদীর অর্থাৎ, ভাগ্যের উপর বিশ্বাস পোষণ করা এবং তাওয়াক্কুল অর্থাৎ, মহান আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হওয়ার মধ্যে নিম্নবর্ণিত উপকারসমূহ নিহিত রয়েছে—

ক. যতবড় বিপদ বা পেরেশানীর ঘটনাই ঘটুক না কেন অন্তর মজবুত থাকবে এবং বুঝবে যে, এটিই আল্লাহর ফায়সালা ছিলো। এর বিপরীত হতেই পারতো না। তিনি যখন চাবেন এ বিপদ প্রতিহত করবেন।

খ. একথা বুঝে আসলে বিপদ দূর হতে বিলম্ব হলেও অস্থির, হতাশ ও মনোবল হীন হবে না।

গ. তাছাড়া যখন একথা বুঝে আসবে, তখন বিপদ দূর করার জন্য এমন কোন পন্থা বা কৌশল সে অবলম্বন করবে না, যার দ্বারা মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। বরং সে মনে করবে যে, আল্লাহ না চাইলে তো বিপদ দূর হবে না। তাহলে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবো কেন?

ঘ. উপরন্তু একথার বুঝ থাকলে সব ধরনের চেষ্টা ও তাদবীরের সঙ্গে এ ব্যক্তি দু'আও করতে থাকবে। কারণ, সে মনে করবে যে, আল্লাহর ইচ্ছায়ই এ বিপদ দূর হতে পারে তাই তাঁর কাছেই দু'আ করার মধ্যে উপকারের অধিক আশা রয়েছে। আর দু'আয় নিমগ্ন হওয়ার ফলে মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে, যা সকল শান্তির মূল।

ঙ. উপরন্তু যখন প্রত্যেক কাজে এ বিশ্বাস থাকবে যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়ে থাকে, তখন কোন কাজের সফলতায় নিজের কোন চেষ্টা বা বুদ্ধির জন্য অন্তরে অহংকার ও গরিমা সৃষ্টি হবে না।

উপরোক্ত সমস্ত উপকারিতার সারকথা এই যে, এ ব্যক্তি সফলতায় শোকর করবে এবং ব্যর্থতায় ধৈর্য ধরবে। তাকদীরে বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুলের এ সমস্ত ফায়দার কথাই মহান আল্লাহ এ আয়াতে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন—

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ.

www.islamfind.wordpress.com

'যেন তোমরা যা পাও নাই তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লসিত না হও।' (সূরা হাদীদ-২৩)

তাকদীরে বিশ্বাস এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ এই নয় যে, তাকদীরের বাহানা দিয়ে শরীয়তসম্মত প্রয়োজনীয় চেষ্টাও ত্যাগ করবে। বরং এমন ব্যক্তি দুর্বল চেষ্টাকেও হাতছাড়া করবে না এবং এতেও সে আশা রাখবে যে, আল্লাহ তাআলা এর মধ্যেও সফলতা দান করার ক্ষমতা রাখেন। তাই কখনও সাহস হারাবে না। কিন্তু কেউ কেউ না বুঝে এ ভুলটি করে থাকে।

দ্বীন তো অনেক বড় জিনিস দুনিয়ার জরুরী কাজসমূহেও এমন হীন মনোবল হওয়ার নিন্দা হাদীস শরীফে এসেছে। হযরত আউফ বিন মালিক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন—নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মোকদ্দমার রায় প্রদান করলেন, তখন পরাজিত লোকটি বলতে লাগলো—

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ

(আল্লাহর ইচ্ছা আর আমার ভাগ্য)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তাআলা হীনমনোবলকে অপছন্দ করেন। বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করো (অর্থাৎ, চেষ্টা ও তাদবীরে কমতি করো না)। তারপরও যখন কোন কাজ তোমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন বলো—

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ

(অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা আর আমার ভাগ্য)। (আবূ দাউদ)

তাকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপকারিতা তুলে ধরা এবং এতদসংক্রান্ত ভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য এ কথাগুলো আলোচনা করা হলো। এখন এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহ লেখা হচ্ছে।

১. হযরত জাবের (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ حَتّٰى يَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَهٗ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهٗ وَاَنَّ مَا اَخْطَاَهٗ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهٗ.

'তোমাদের কেউ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাকদীরের উপর বিশ্বাস আনবে। তার ভালোর উপরও এবং মন্দের উপরও। এমনকি সে বিশ্বাস করবে যে, যা ঘটার ছিলো তা তার থেকে সরে যাওয়ার ছিলো না এবং যা সরে যাওয়ার ছিলো তা তার উপর পতিত হওয়ার ছিলো না।' (তিরমিযী)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে বৎস। আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি—

اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَاِنِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَ جَفَّتِ الصُّحُفُ.

'আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হও। তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহর প্রতি খেয়াল রেখো, তাহলে তাঁকে নিজের সম্মুখে (অর্থাৎ, নিকটে) পাবে। যখন তোমার কিছু চাইতে হয়, তখন আল্লাহর কাছে চাও। যদি সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং একথা বিশ্বাস করো যে, যদি সবাই এ ব্যাপারে একমত হয় যে, তোমাকে কোন কিছু দ্বারা উপকৃত করবে, তাহলে কখনই তোমার উপকার করতে পারবে না, তবে এমন জিনিস ছাড়া, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে দিয়েছেন। আর যদি তারা সকলে এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, তোমাকে কোন কিছু দ্বারা ক্ষতি করবে তাহলে তোমাকে কখনই ক্ষতি করতে পারবে না, তবে এমন জিনিস দ্বারা, যা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।' (তিরমিযী)

৩. হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

فَرَغَ اللّٰهُ اِلٰى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ مِنْ اَجَلِهٖ وَرِزْقِهٖ وَعَمَلِهٖ وَمَضْجَعِهٖ

www.islamfind.wordpress.com

وَ شَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ.

'আল্লাহ তাআলা সমস্ত বান্দার পাঁচটি বিষয়ের ফায়সালা করে দিয়েছেন। তার বয়সের, তার রিযিকের, তার আমলের, তার কবরের জায়গার এবং পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা।'

(আহমাদ, বাযযার, কাবীর ও আওসাত)

৪. হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تَعْجَلْ عَلٰى شَيْءٍ تَظُنُّ اَنَّكَ اِنِ اسْتَعْجَلْتَ اِلَيْهِ اَنَّكَ مُدْرِكُهُ وَاِنْ كَانَ اللّٰهُ لَمْ يُقَدِّرْ ذٰلِكَ وَلَا تَسْتَاْخِرَنَّ عَلٰى شَيْءٍ تَظُنُّ اَنَّكَ اِنِ اسْتَاْخَرْتَ عَنْهُ اَنَّهُ مَدْفُوْعٌ عَنْكَ وَاِنْ كَانَ اللّٰهُ قَدْ قَدَّرَهُ عَلَيْكَ.

'এমন কোন বিষয়ে অগ্রসর হয়ো না, যার সম্পর্কে তোমার ধারণা হয় যে, আমি অগ্রসর হলে তা অর্জন করতে পারবো যদিও আল্লাহ তা ভাগ্যে না লিখে থাকেন এবং এমন কোন বিষয় থেকে পিছু হটো না, যার ব্যাপারে তোমার এ ধারণা হয় যে, আমি পিছপা হলে তা সরে যাবে যদিও তা আল্লাহ ভাগ্যে লিখে থাকেন।' (কাবীর ও আওসাত)

ফায়দা ঃ এ উভয় ধারণাই ভ্রান্ত। বরং যে জিনিস ভাগ্যে নেই তা সম্মুখে অগ্রসর হলেও লাভ হবে না। বিধায় এ ধারণায় অগ্রসর হওয়া অর্থহীন। একইভাবে যে জিনিস ভাগ্যে রয়েছে, তা পিছপা হওয়ার দ্বারা এবং দূরে থাকার দ্বারা পরিবর্তিত হবে না। তাই এ ধারণায় দূরে থাকা অর্থহীন।

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ. وَ فِيْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنِّيْ فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ. وَمَا شَاءَ فَعَلَ.

'নিজের লাভজনক জিনিসকে চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করো। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং সাহস হারিয়ো না। আর কোন বিষয় তোমার উপর এসে পড়লে এরূপ বলো না যে, যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে এমন এমন হতো। (তবে এমন সময়ে) এরূপ বলো—আল্লাহ তাআলা এটিই ভাগ্যে রেখেছিলেন এবং যা তাঁর মঞ্জুর হয়েছে তিনি তাই করেছেন।' (মুসলিম)

এ পর্যন্ত উদ্ধৃত হাদীসসমূহ জামউল ফাওয়ায়িদ কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসে বেশীর ভাগ তাকদীরের (ভাগ্য সম্পর্কে) বর্ণনা ছিলো। সামনে ঐ সমস্ত আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যেগুলোতে বেশীর ভাগ তাওয়াক্কুলের এবং কিছু কিছু তাকদীরের বর্ণনা রয়েছে।

৬. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَاِذَا عَـزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَـوَكِّلِيْنَ.

'পরামর্শ করার পর যখন আপনি একদিকে সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে সে কাজ সম্পন্ন করুন। যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন।' (সূরা আল-ইমরান ১৫৯)

ফায়দা ঃ এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কি হতে পারে যে, আল্লাহর উপর ভরসাকারীদেরকে তিনি ভালোবাসেন। যার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা রয়েছে, তার সফলতার বিষয়ে কার সন্দেহ থাকতে পারে?

এ আয়াত দ্বারা এ কথাও জানা গেলো যে, তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসা রাখার সাথে সাথে চেষ্টা তাদবীরেরও নির্দেশ রয়েছে। কেননা পরামর্শ তো তাদবীরের জন্যই হয়ে থাকে। তবে চেষ্টার উপর ভরসা করা যাবে না। বরং চেষ্টা করে ভরসা আল্লাহর উপরই রাখতে হবে।

৭. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَلَّـذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ اِيْـمَانًا وَقَـالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. فَانْقَلَبُوْا بِنِعْـمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ

وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ.

'তারা এমন (ভালো) লোক যে, (যখন) কতক লোক তাদের বললো যে, তারা (মক্কার কাফেররা) তোমাদের (সঙ্গে যুদ্ধ করার) জন্য (বহু) সাজ–সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে, তাই তাদেরকে ভয় করো। তখন তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, (সর্বপ্রকার বিপদে) আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং সবকাজে তিনিই ভরসাস্থল। (এই ভরসা করাই তাওয়াক্কুল) অতঃপর মুসলমানগণ ফিরে এলো আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত হয়েছিলো (এ কারণেই তারা এতো নিয়ামত পেয়েছেন)। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বিরাট।' (সূরা আলে ইমরান ১৭৩–১৭৪)

ফায়দা ঃ এসব আয়াতে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যার মধ্যে সাহাবা (রাযিঃ)এর দ্বীন ও দুনিয়ার উভয় দিকের ফায়দা হয়। আল্লাহ তাআলা একথা বলেছেন যে, এ উভয়বিধ দৌলত তাঁরা তাওয়াক্কুলের সুবাদে পেয়েছে।

৮. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ.

'(হে মুহাম্মাদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন, তা ভিন্ন অন্য কোন বিপদাপদ আমাদের উপর আসতে পারে না। তিনি আমাদের প্রভু (প্রকৃত মালিক, তাই তিনি যা কিছু সাব্যস্ত করবেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকাই আমাদের কর্তব্য)। সমস্ত মুসলমানের যাবতীয় কাজের জন্য আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা কর্তব্য। আরো বলে দিন যে, (আমাদের জন্য যেমন সুখের অবস্থা ভালো, তেমনি কষ্টের অবস্থাও ভালো। কেননা, এই কষ্টের বিনিময়ে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহ মাফ হবে, কাজেই) তোমরা আমাদের জন্য দু'টি ভালো জিনিসের মধ্যে একটির জন্য অপেক্ষা করছো কি?' (সূরা তাওবা–৫২)

ফায়দা ঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তাওয়াক্কুলের ফায়দা

www.islamfind.wordpress.com

এই যে, কোন অপছন্দনীয় ঘটনা ঘটলেও তাতে পেরেশানী হয় না, বরং তাকেও ভালোই মনে হয়ে থাকে। দুনিয়াতে তা প্রকাশ না পেলেও আখিরাতে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। যা আমাদের মূল বাড়ী এবং সেই কল্যাণই চিরদিন কাজে আসবে।

৯. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ قَالَ مُوْسٰى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ. فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

'এবং মূসা আলাইহিস সালাম (বনী ইসরাঈলদিগকে ফেরাউনের অত্যাচারের ভয়ে ভীত দেখে) বললেন—হে আমার জাতি! যদি তোমরা (খাঁটি মনে) আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে (নিশ্চিন্তে) তাঁর উপর ভরসা করো, যদি তোমরা (তাঁর) অনুগত হয়ে থাকো। তারা আরয করলো, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। (তারপর তারা আল্লাহর নিকট দু'আ করলো) হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই জালেমদের অত্যাচারের শিকার বানাবেন না এবং নিজ রহমতে আমাদেরকে এই কাফিরদের থেকে মুক্তি দিন। (অর্থাৎ, যতদিন পর্যন্ত তাদের রাজত্ব অদৃষ্টে আছে, ততদিন পর্যন্ত তারা যেন আমাদের উপর কোন অত্যাচার করতে না পারে। তারপর তাদের অধীনতার নাগপাশ হতে যেন মুক্তিলাভ করতে পারি।) (সূরা ইউনুস ৮৪)

ফায়দা ঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, তাওয়াক্কুল সহ দু'আ অধিক কবুল হয়ে থাকে।

১০.

وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তাআলাই তার সমস্ত কাজ ঠিক করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।' (কাজ ঠিক করে দেওয়া যাহেরী ও বাতেনী উভয়ভাবে হতে পারে। আবার শুধু বাতেনীভাবেও হতে পারে) (সূরা তালাক-৩)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ লক্ষ্য করো। আল্লাহ তাআলা তাওয়াক্কুলের উপর কেমন বিস্ময়কর ওয়াদা করেছেন। আধ্যাত্মিক সংশোধন তাৎক্ষণিকভাবে তো জানা যায় না, তবে খুব সত্বরই তা বুঝে আসে।

১১. হযরত সাআদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُ اسْتِخَارَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهٗ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ.

'মানুষের সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো—আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। আর মানুষের বঞ্চনা এই যে, আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা পরিত্যাগ করবে এবং এটিও মানুষের বঞ্চনা যে, আল্লাহ তাআলা তার ভাগ্যে যা রেখেছেন তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবে।' (আহমাদ, তিরমিযী)

১২. হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ قَلْبَ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَيِّ وَادٍ اَهْلَكَهٗ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ.

'মানুষের অন্তর (সম্পর্কের) প্রত্যেক ময়দানে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকে। যে নিজের অন্তরকে প্রত্যেক শাখার পিছনে ছুটায়, সে যে কোন ময়দানে ধ্বংস হোক না কেন আল্লাহ তার মোটেও পরোয়া করেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে আল্লাহ তাআলা সব শাখাতেই তার জন্য যথেষ্ট হন। (ইবনু মাজা)

ফায়দা ঃ তার কোন পেরেশানী ও জটিলতা হয় না।

হাদীস দু'টি মিশকাত শরীফে রয়েছে।

১৩. হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنِ انْقَطَعَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ اللّٰهُ كُلَّ مُؤْنَتِهٖ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنِ انْقَطَعَ اِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ اللّٰهُ اِلَيْهَا.

'যে ব্যক্তি (আন্তরিকভাবে) কেবলই আল্লাহর হয়, আল্লাহ তাআলা তার সকল দায়িত্বের সমাধান করেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দেন, যা তার ধারণায়ও থাকে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার হাতেই ন্যস্ত করেন। (আবুশ শাইখ)

হাদীসটি 'তারগীব ও তারহীব' কিতাবে রয়েছে।

১৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক বেদুঈন প্রশ্ন করলো—

اَعْقِلُهَا وَاَتَوَكَّلُ اَوْ اُطْلِقُهَا وَاَتَوَكَّلُ

'উটনি বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল করবো, নাকি ছেড়ে দিয়ে?'

তখন তিনি বললেন— اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.

'উটনি বেঁধে রেখে তাওয়াক্কুল করো।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, তাওয়াক্কুলের মধ্যে চেষ্টা–তাদবীরের নিষেধাজ্ঞা নেই। হাত দ্বারা তাদবীর করবে, আর অন্তর দ্বারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে এবং তাদবীরের উপরে ভরসা করবে না।

১৫. হযরত আবু খুযামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো—ঔষধ ও ঝাড়ফুঁক কি ভাগ্য পরিবর্তন করে? তিনি বললেন, এটিও ভাগ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী, ইবনু মাজা)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, এটিও ভাগ্যে রয়েছে যে, অমুক ঔষধ বা ঝাড়ফুঁক দ্বারা উপকার হবে।

হাদীসটি ইরাকীর তাখরীজের মধ্যে রয়েছে।

ফলাফল ঃ হে মুসলমানগণ! এ সমস্ত আয়াত ও হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। যত বড় জটিলতাই আসুক না কেন, মন ছোট করবে না। দ্বীনের ব্যাপারে কাঁচা হবে না। আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন।

www.islamfind.wordpress.com

ষষ্ঠ রাহ

দু'আ করা

দু'আ করার অর্থ হলো, যে কোন জিনিসের প্রয়োজন পড়বে—তা দুনিয়ার হোক বা দ্বীনের হোক এবং তা নিজের চেষ্টার আয়ত্তে হোক বা চেষ্টা ও আয়ত্তের বহির্ভূত হোক—সব আল্লাহর কাছে চাবে। তবে এতটুকু অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে, তা যেন গুনাহর কাজ না হয়। এর মধ্যে সবকিছুই চলে এসেছে।

যেমন কেউ ক্ষেত-খামার বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে। তাহলে তাকে পরিশ্রমও করতে হবে, উপায়-উপকরণও গ্রহণ করতে হবে সাথে সাথে আল্লাহর নিকট দু'আও করতে হবে যে, হে আল্লাহ! এর মধ্যে বরকত দান করুন। ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন।

কিংবা কোন শত্রু কষ্ট দিচ্ছে—চাই দুনিয়ার শত্রু হোক বা দ্বীনের শত্রু—তাহলে তা থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা-তদবীরও করতে হবে। সে চেষ্টা তদবীর নিজের আয়ত্বভুক্ত হোক বা প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে হোক, তা গ্রহণ করার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আও করতে হবে যে, হে আল্লাহ! দুশমনকে পরাভূত করুন।

কিংবা উদাহরণস্বরূপ কেউ অসুস্থ হলে ওযুধ-পত্রও সেবন করতে হবে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দু'আও করতে হবে যে, হে আল্লাহ! এ রোগ ভালো করে দিন।

কিংবা নিজের কিছু ধনসম্পদ আছে, তাহলে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে, যেমন নিরাপদ ঘরে শক্ত তালা লাগিয়ে রাখতে হবে, বা বাড়ীর লোক কিংবা চাকর নিয়োগ করে তা পাহারা দিতে হবে, দেখাশোনা করতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আও করতে হবে যে, হে আল্লাহ! এগুলোকে চোরের হাত থেকে হেফাযত করুন।

কিংবা যেমন কারো বিরুদ্ধে কোন মামলা করেছে বা তার বিরুদ্ধে কেউ মামলা করেছে, তাহলে মামলা পরিচালনা করতে হবে। উকিল ও সাক্ষীর ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আও করতে হবে যে, হে আল্লাহ! এ মামলায় আমাকে বিজয়ী করুন।

www.islamfind.wordpress.com

জালেমের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

কিংবা কুরআন ও ইলমে দ্বীন অর্জন করছে তাহলে তাতে মনোযোগ দিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চেষ্টা-পরিশ্রমও করতে হবে এবং সাথে সাথে দু'আও করতে হবে যে, হে আল্লাহ! এ কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। আমার মস্তিষ্কে এগুলো বসিয়ে দিন।

কিংবা নামায-রোযা ইত্যাদি আরম্ভ করেছে। কিংবা আল্লাহ ওয়ালাদের কথামত অন্যান্য ইবাদত করতে শুরু করেছে তাহলে অলসতা এবং নফসের প্রতারণার মোকাবেলা করে সাহসিকতার সাথে সেগুলো পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে দু'আও করতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে এ কাজ সর্বদা করার তাওফীক দিন এবং এগুলো কবুল করুন।

উপরে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত লিখলাম। মূলতঃ প্রত্যেক কাজে এবং প্রত্যেক বিপদ-আপদে এমনিভাবে নিজের চেষ্টা-তাদবীর যা করার আছে তা করবে এবং সমস্ত তাদবীরের সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট খুব কাকুতি-মিনতি করে এবং একাগ্রতার সাথে দু'আও করতে থাকবে। যে কাজে চেষ্টা-পরিশ্রমের কোন দখল নেই, সে কাজে তো সমস্ত পরিশ্রম দু'আর মধ্যেই ব্যয় করতে হবে। যেমন, বৃষ্টি হওয়া, সন্তান জীবিত থাকা, দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করা, নফস ও শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা পাওয়া, মহামারী ও প্লেগ রোগ থেকে নিরাপদ থাকা বা জালেমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া এ সমস্ত কাজ সমাধান করার তো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো মোটেও কোনো ক্ষমতা নেই। তাই যেসব কাজে চেষ্টা-তাদবীর চলে সেসব কাজে চেষ্টা-তাদবীর করবে, আর যেসব কাজে চেষ্টা-তদবীর চলে না সেসব কাজে সেই চেষ্টা-তাদবীরের সমপরিমাণ পরিশ্রম দু'আর মধ্যেই ব্যয় করবে। মোটকথা, চেষ্টা-তদবীরের কাজে তো কিছু চেষ্টা এবং কিছু দু'আ করবে আর তাদবীরহীন কাজে চেষ্টা-তাদবীরের জায়গায়ও দু'আই করবে। তাহলে এতে অধিক হারে দু'আ করা হবে।

আর দু'আ শুধু দু'চারটি কথা মুখস্থ করে নামাযের পরপর সেগুলো শুধু মৌখিক পড়ে নেওয়ার নাম নয়। এ কেবল দু'আর নকল মাত্র।

www.islamfind.wordpress.com

দু'আর আসল কথা হলো, আল্লাহর দরবারে আবেদন পেশ করা। তাই যেভাবে একজন শাসকের নিকট আবেদন পেশ করা হয়, দু'আ কমপক্ষে সেভাবে তো করা উচিত। শাসকের বরাবর আবেদনপত্র পেশ করার সময় চক্ষুদ্বয় সেদিকেই নিবদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ মন তাঁর দিকেই ধাবিত থাকে। বাহ্যিক চেহারা–সুরতেও অপারগতা ও অক্ষমতা ফুটে থাকে। মৌখিক কিছু নিবেদন করতে হলে কেমন আদবের সাথে কথা বলে। নিজের আবেদন মঞ্জুর হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ শক্তি ব্যয় করে এবং একথা বিশ্বাস করানোর জন্য পূর্ণ চেষ্টা করে যে, আমরা আপনার প্রতি পরিপূর্ণ আশাবাদী যে, আমাদের আবেদনপত্রের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা হবে। তারপরও আবেদন মাফিক ফায়সালা নাহলে এবং হাকীম আবেদনকারীর সম্মুখে আফসোস প্রকাশ করলে যে, তোমার মর্জি মতো কাজ হয়নি, তখন এ ব্যক্তি সাথে সাথে উত্তর দেয় যে, হুযূর আমার কোন অভিযোগ বা দুঃখ নেই। এ ব্যাপারে আইনের দিক থেকেই আমি দুর্বল ছিলাম বা আমার চেষ্টার কমতি ছিলো। হুযূর মহোদয় কোন ত্রুটি করেননি।

ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রয়োজন থাকলে বলে যে, আমি নিরাশ হইনি, এরপরও আবেদন করতে থাকবো। সত্যি কথা এই যে, হুযূর মহোদয়ের অনুগ্রহ আমার কাজ উদ্ধার হওয়ার চেয়েও অধিক প্রিয় জিনিস। কাজ তো বিশেষ সময় বা নির্দিষ্ট পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। কিন্তু হুযূরের অনুকম্পা তো সারাজীবনের জন্য এবং অনন্ত অসীম সম্পদ।

তাহলে হে মুসলমানগণ! অন্তর দিয়ে চিন্তা করো! তোমরা দু'আ করার সময় এবং দু'আ করার পর তার বহিঃপ্রকাশ না হলে আল্লাহর সঙ্গে কি এমন আচরণই করো? চিন্তা করো আর লজ্জিত হও! যখন এমনটি করো না, তাহলে নিজের দু'আকে দু'আ—অর্থাৎ 'আবেদন'—বলো কোন মুখে? তাহলে বাস্তবিক ত্রুটি তোমার নিজেরই। যার ফলে সেই দু'আ আর দু'আ ও আবেদন থাকে না। তাঁর পক্ষ থেকে তো এতো সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, আবেদনপত্র পেশ করার কোন সময়ও নির্দিষ্ট করেননি। সময়–অসময় যখন চাও তাঁর কাছে আবেদন করতে পারো। নামাযের পরের সময়ও তোমরাই নির্দিষ্ট করে নিয়েছো। তবে নামাযের

পরের সময়গুলি অন্যান্য সময়ের তুলনায় অধিক বরকতপূর্ণ। তাই সে সময় অধিক হারে দু'আ করো আর অন্যান্য সময়ও দু'আ করতে থাকো। যখন যে প্রয়োজনের কথা স্মরণ হয়, সাথে সাথে তার জন্য মনে মনে বা মৌখিকভাবেও দু'আ করতে আরম্ভ করো।

দু'আর আসল রূপ যখন জানতে পারলে তখন সেই রূপে দু'আ করতে থাকো। তারপর দেখো কেমন বরকত হয়। তবে বরকতের এই অর্থ নয় যে, যা চাইবে তাই পেয়ে যাবে। কখনও তো প্রার্থিত বস্তুই পাওয়া যায়। যেমন কেউ আখিরাতের কোন জিনিস প্রার্থনা করলো, ক্যারণ, তা বান্দার জন্য কল্যাণই কল্যাণ। তবে তাতে ঈমান ও আনুগত্যের শর্ত রয়েছে। কারণ, সেখানকার জিনিস আইনত সে–ই কেবল লাভ করতে পারে, যার ঈমান আছে। আর কখনও বা প্রার্থীত জিনিসটি পাওয়া যায় না, যেমন কেউ দুনিয়ার কোন বস্তু চাইলো, কারণ, তা বান্দার জন্য কখনো ভালো হয়, আর কখনো মন্দ হয়।

যখন আল্লাহর নিকট তা ভালো হয়, সে তা লাভ করে আর যখন মন্দ হয় তখন তা পায় না। যেমন সন্তান টাকা চাইলে পিতা কখনো দেয় আবার কখনো দেয় না। যখন সে দেখে যে, সন্তান এ টাকা দিয়ে এমন জিনিস ক্রয় করবে যা খেতে ডাক্তার নিষেধ করেছে, তখন সে দেয় না। তাই বরকতের অর্থ এই নয় যে, সেই প্রার্থিত জিনিসই পেয়ে যাবে। বরং বরকতের অর্থ এই যে, দু'আ করার দ্বারা বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কোন কল্যাণবশতঃ প্রার্থিত বস্তু পাওয়া না গেলেও দু'আর বরকতে বান্দার অন্তরে প্রশান্তি ও শক্তি জন্মায়। পেরেশানী ও দুর্বলতা দূর হয়। এ প্রভাব মহান আল্লাহর সেই বিশেষ রহমতের দৃষ্টির ফল, দু'আ করার দ্বারা বান্দার প্রতি যা ধাবিত হয়। আর এই বিশেষ রহমতের দৃষ্টি লাভ হওয়ার ওয়াদাই দু'আকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আর প্রার্থিত সেই প্রয়োজন পুরা হওয়া হলো দু'আ কবুল হওয়ার দ্বিতীয় স্তর। (যেমন কেউ ডাক্তারের কাছে আবেদন করলো যে, ডায়রিয়ার ঔষধ দিয়ে আমার চিকিৎসা করুন। তখন আবেদন মঞ্জুরির আসল হলো, ডাক্তারের চিকিৎসা আরম্ভ করা, ডায়রিয়া হওয়ার ঔষধ দিক বা না দিক। দ্বিতীয় পর্যায়ের মঞ্জুরি হলো, ডায়রিয়ার ঔষধ

দেওয়া। তবে এতে শর্ত হলো, ডাক্তারও একে তার জন্য কল্যাণকর মনে করতে হবে) মোটকথা, প্রার্থিত বস্তু দেওয়ার ওয়াদা নিঃশর্তভাবে নয়। বরং বান্দার কল্যাণের পরিপন্থী না হওয়ার শর্তেই তা তিনি প্রদান করেন। আর এটিই হলো বিশেষ রহমতের দৃষ্টি, যা বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এবং দামী সম্পদ। এই বিশেষ রহমতের দৃষ্টিই বান্দার আসল পুঁজি। যার ফলে ইহকালেও সে প্রকৃত এবং স্থায়ী শান্তি লাভ করে এবং আখিরাতেও অসীম ও অনন্ত নেয়ামত ও আনন্দ লাভ করবে। বিধায় দু'আর মধ্যে এই বরকত থাকতে দু'আকারীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা বঞ্চিত হওয়ার কোনই আশংকা নাই।

এখন দু'আর ফযীলত ও আদব সম্পর্কে দু'চারটি হাদীস লিখছি।

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يُسْتَجَابُ الْعَبْدُ مَالَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ قَالَ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يُسْتَجَابُ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ.

'বান্দার দু'আ কবুল হয়, যতক্ষণ কোন পাপ বা আত্মীয়ের সঙ্গে অসদাচরণের দু'আ না করে এবং যতক্ষণ তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞাসা করা হলো—ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাড়াহুড়া করার অর্থ কি? তিনি বললেন, তাড়াহুড়া করা এই যে, দু'আকারী এমন বলতে আরম্ভ করে যে, আমি বারবার দু'আ করলাম, কিন্তু কবুল হতে দেখিনা। অর্থাৎ, করতে করতে ক্লান্ত হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দেয়। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ এ হাদীসে এ বিষয়ে তাকীদ রয়েছে যে, দু'আ কবুল না হলেও অবিরাম দু'আ করতে থাকবে। এ ব্যাপারে উপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

www.islamfind.wordpress.com

'আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আর চেয়ে অধিক মূল্যায়নের জিনিস আর নেই।' (তিরমিযী, ইবনু মাজা)

৩. হযরত ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ.

'দু'আ সর্ববিষয়ে উপকারী। যে বিপদ আপতিত হয়েছে তাতেও এবং যে বিপদ এখনও আপতিত হয়নি তাতেও। তাই হে আল্লাহর বান্দাগণ! প্রতিযোগিতামূলক দু'আ করো।' (তিরমিযী, আহমাদ)

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দু'আ করে না, আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ তবে যে ব্যক্তির আল্লাহর ধ্যানে থাকার দরুন দু'আ করার অবকাশ নেই, সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اُدْعُوا اللّٰهَ وَ اَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ.

'তোমরা দু'আ কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করো। আর জেনে রেখো! আল্লাহতাআলা উদাসীনতাপূর্ণ অন্তরের দু'আ কবুল করেন না।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ তাই খুব মনোযোগ সহকারে দু'আ করা উচিত। দু'আ কবুল হওয়ার দু'টি স্তর রয়েছে (একটি হলো, আল্লাহর রহমতের বিশেষ দৃষ্টি, যা ওয়াদাকৃত এবং অপরটি হলো, ঠিক প্রার্থিত বস্তুই পাওয়া, যা

www.islamfind.wordpress.com

ওয়াদাকৃত নয়)। আরেকটি স্তর রয়েছে ব্যাপক যা পরবর্তী হাদীসে আসছে।

৬. হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلَا قَطِيْعَةُ رَحِمٍ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ بِهَا اِحْدٰى ثَلٰثٍ اِمَّا اَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَاِمَّا اَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِمَّا اَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا .

'যে কোন মুসলমান দু'আ করে এবং তার দু'আর মধ্যে গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নতা নেই, আল্লাহ তাআলা তার দু'আর ফলে তিন বস্তুর এক বস্তু অবশ্যই দেন। হয়ত নগদ নগদ সেই প্রার্থিত বস্তুই দেন, অথবা এ দু'আকে আখেরাতের সঞ্চয় করে দেন, অথবা কোন বিপদ তার থেকে হটিয়ে দেন। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, তাহলে তো আমরা খুব বেশী বেশী দু'আ করবো, তিনি বললেন—আল্লাহর নিকট ততোধিক (দানের) প্রাচুর্য্য রয়েছে।

ফায়দা ঃ সারকথা হলো, কোন দু'আই বিফল হয় না।

৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لِيَسْئَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتّٰى يَسْئَلَهُ الْمِلْحَ وَ حَتّٰى يَسْئَلَهُ شِسْعَهُ اِذَا انْقَطَعَ.

'তোমাদের প্রত্যেকের স্বীয় প্রতিপালকের নিকট অভাবমোচনের জন্য দু'আ করা উচিত। (এবং সাবেতের বর্ণনায় আছে যে,) এমনকি তার নিকট লবণও চাবে এবং জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তাও তাঁর কাছে চাবে।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ একথা ভাববে না যে, এমন তুচ্ছ জিনিস এত বড় মহান সত্তার নিকট কেমনে চায়? কারণ, তাঁর নিকট তো বড় জিনিসও ছোটই।

সপ্তম রূহ

সৎলোকের সংসর্গ লাভ করা

সৎলোকদের নিকট বসবে। তাঁদের থেকে ভালো কথা শুনবে। সৎ চরিত্রাবলী শিক্ষা করবে। যে সমস্ত সৎলোক অতীত হয়েছেন, তাঁদের জীবনী ও ভালো ভালো ঘটনাবলী সংক্রান্ত পুস্তকসমূহ নিজে পড়ে বা কারো দ্বারা পড়িয়ে তাঁদের অবস্থা জানবে। কারণ, এটিও তাঁদের নিকট বসে তাঁদের থেকে কথা শোনা ও ভালো গুণাবলী শিক্ষা করার মতই উপকারী।

ফায়দা ঃ মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই বৈশিষ্ট্য গচ্ছিত রেখেছেন যে, সে অন্য মানুষের চিন্তা-চেতনা, জীবন-পদ্ধতি ও ঘটনাবলী দ্বারা অতি দ্রুত, অতি শক্ত এবং বিশেষ কোন পরিশ্রম ছাড়াই প্রভাবিত হয়। ভালো প্রভাবের ক্ষেত্রেও এবং মন্দ প্রভাবের ক্ষেত্রেও। তাই সৎ সংসর্গ খুবই উপকারী। একইভাবে অসৎ সংসর্গ খুবই ক্ষতিকর। সৎ সংসর্গ বলতে এমন ব্যক্তির সংসর্গকে বুঝায়, যে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনের বিষয়ে অবগত। যার আকীদা-বিশ্বাস সঠিক। শিরক, বিদআত ও জাগতিক প্রথাসমূহ থেকে বেঁচে থাকে। সৎকর্মশীল, নামায-রোযা ও প্রয়োজনীয় ইবাদতসমূহের অনুগামী। পরিশুদ্ধ কারবারকারী, পরিস্কার লেনদেনকারী, হালাল-হারামের ব্যাপারে সতর্ক, বাহ্যিক নীতি-নৈতিকতাও তার উত্তম, বিনম্র, অহেতুক কাউকে কষ্ট দেয়না, দরিদ্র ও অভাবীদেরকে তুচ্ছ মনে করে না। আধ্যাত্মিক নীতি-চরিত্রেও চরিত্রবান। আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করে। তার অন্তর পার্থিব লালসামুক্ত। দ্বীনের ব্যাপারে সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্মানের পরোয়া করে না। পরলৌকিক জীবনের তুলনায় ইহলৌকিক জীবনকে অধিকতর প্রিয় মনে করে না। সর্বাবস্থায় সবর ও শোকর করে।

যে ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণ পাওয়া যাবে, তার সাহচর্য অব্যর্থ। যে ব্যক্তি এসব বিষয়ের পূর্ণ পরিচয় অবগত নয় তার জন্য সৎব্যক্তির পরিচয় এই যে, সমকালীন নেককারগণ (যাদেরকে বেশীর ভাগ মুসলমান নেক মনে করে, তারা) যাকে ভালো বলে এবং পাঁচ-দশবার তার নিকট

www.islamfind.wordpress.com

বসার দ্বারা পাপ কাজ থেকে মন উঠে আসতে থাকে এবং নেককাজের দিকে মন ধাবিত হতে থাকে, তাকে নেককার বুঝবে। তার সংসর্গ অবলম্বন করবে। যে ব্যক্তির মধ্যে মন্দ চরিত্র দেখতে পাবে, একান্তই বাধ্য না হলে তার সঙ্গে মেলামেশা করবে না। এতে দ্বীন তো একেবারেই বরবাদ হয়, অনেক সময় দুনিয়ারও ক্ষতি হয়। কখনো কষ্ট ও পেরেশানীর মুখে জানের ক্ষতিও হয়, আর কখনো মালের ক্ষতি হয়। কারণ, এতে করে মন্দ জায়গায় সম্পদ ব্যয় হয় বা এমন লোক দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাকে নিজের সম্পদ দিয়ে দেয়। কখনো ভালোবাসার আবেগে এমনিই দিয়ে দেয় আবার কখনো ঋণ হিসেবে দেয়। কিন্তু পরে আর তা উসুল হয় না। কখনো মান-সম্মানের ক্ষতি হয়। মন্দ লোকের সাথে থেকে সেও লাঞ্ছিত হয় এবং তারও বদনাম হয়। আর যে ব্যক্তির ভালো গুণও জানা নাই এবং মন্দ গুণও জানা নাই, তার প্রতি সুধারণা তো পোষণ করবে, কিন্তু তার সংসর্গ লাভ করবে না।

মোটকথা, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, দ্বীন দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করা এবং অন্তরকে শক্তিশালী করার কাজে সৎলোকের সাহচর্যের শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। একইভাবে দ্বীন নষ্ট করা এবং মনোবল দুর্বল করার ক্ষেত্রে অসৎ লোকের সংসর্গের বড় দখল রয়েছে। এখন সৎলোকের সংসর্গ অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করার ব্যাপারে এবং মন্দ লোকের সংসর্গের নিন্দা প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীস লেখা হচ্ছে।

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং যারা (দ্বীনের ব্যাপারে পাকা এবং) খাঁটি তাঁদের সঙ্গে থাকো।' (সূরা তাওবা-১১৯)

ফায়দা ঃ সঙ্গে থাকার মধ্যে বাহ্যিক সংসর্গ এবং তাদের পথে চলা উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত।

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا

www.islamfind.wordpress.com

فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا.

'যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াত (এবং বিধান)সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের নিকট (বসা) থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে (এমন মজলিসে বসা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা) ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর এমন জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।' (বরং স্মরণ হওয়ামাত্রই উঠে যাবেন) (সূরা আন'আম-৬৮)

এর এক আয়াত পর ইরশাদ করেছেন--(যেখানে আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, শুধু এ ধরনের মজলিসই নয়, বরং) এমন লোকদের থেকে দূরে থাকুন, যারা নিজেদের এই দ্বীনকে (যা গ্রহণ করা তাদের জন্য ফরয ছিলো, অর্থাৎ, ইসলামকে) ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো—

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَىُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ قَالَ مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللّٰهَ رُؤْيَتُهٗ وَزَادَ فِىْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهٗ وَذَكَّرَكُمْ بِالْاٰخِرَةِ عَمَلُهٗ.

'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যেসব লোকের নিকট বসি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক কে? (কেবল তার নিকট আমরা বসবো) তিনি ইরশাদ করলেন, এমন ব্যক্তি (সঙ্গ লাভের জন্য উত্তম), যাকে দেখা তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যার কথা তোমাদের (দ্বীনী) ইলমে উন্নতি করে এবং তার আমল তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' (আবু ইয়ালা)

ফায়দা ঃ উপরে আমি সৎলোকদের যে সমস্ত আলামত বর্ণনা করেছি, এ হাদীস শরীফে তার মধ্যকার বড় বড় কিছু আলামত উল্লেখ রয়েছে।

৪. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—(কথাটি আবু উমামা

www.islamfind.wordpress.com

(রাযিঃ)এর নিজের উক্তি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, তখনও এটি হাদীস হবে) হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেন—

يَا بُنَىَّ عَلَيْكَ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتِمَاعِ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ فَإِنَّ اللّٰهَ لَيُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْاَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ.

'হে বৎস ! তুমি আলিমদের সংসর্গকে নিজের উপর আবশ্যক করবে। হেকমতের অধিকারী লোকদের কথা শুনতে থাকবে। (হেকমত বলা হয়, দ্বীনের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে, যেগুলো খাঁটি আল্লাহওয়ালারা বলে থাকেন)। কেননা আল্লাহ তাআলা মৃত অন্তরকে হেকমতের আলোকে এভাবে উজ্জীবিত করেন, যেমন মৃত জমিনকে প্রবল বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করেন।' (তাবরানী ফিল কাবীর)

৫. হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَلِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ.

'আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, আমার ভালোবাসা এমন লোকদের জন্য ওয়াজিব (অর্থাৎ, আবশ্যকীয়) যারা আমারই সম্পর্কের কারণে পরস্পরে ভালোবাসা রাখে এবং আমারই সম্পর্কের কারণে পরস্পরের নিকট বসে।' (মালিক ও ইবনু হিব্বান)

ফায়দা ঃ হাদীসে 'আমার সম্পর্কের কারণে' কথার অর্থ, কেবলমাত্র দ্বীনের কারণে।

৬. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ.

'সৎসঙ্গী আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এক ব্যক্তির নিকট মেশক রয়েছে (এটি সৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত), আরেক ব্যক্তি হাঁপড় দ্বারা আগুন জ্বালাচ্ছে (এটি অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত)। অতএব ঐ মেশকওয়ালা হয় তোমাকে তা দিবে অথবা (না দিলেও) তার সুগন্ধি তুমি পাবে। আর হাঁপড় দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী হয়ত তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে (যদি কোন স্ফুলিঙ্গ এসে পড়ে) অথবা (তা থেকে বাঁচলেও) তার ধোঁয়া ও গন্ধ হলেও তোমার নিকট আসবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, সৎসঙ্গ দ্বারা পূর্ণ উপকার না হলেও কিছু উপকার তো অবশ্যই হবে। আর অসৎসঙ্গ দ্বারা পূর্ণ ক্ষতি না হলেও কিছু ক্ষতি অবশ্যই হবে।

(এ হাদীসগুলো 'তরগীব' থেকে সংগৃহীত)

৭. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন—

لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا

'ঈমানদার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সংসর্গ অবলম্বন করো না।'

(তিরমিযী, আবু দাউদ, দারামী)

ফায়দা ঃ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক এই যে, কাফেরের সংসর্গে বসো না। দ্বিতীয় এই যে, যার ঈমান পূর্ণ নয় তার নিকট বসো না। বিধায় পূর্ণ সংসর্গ লাভের যোগ্য সেই, যে মুমিন। বিশেষতঃ যে পূর্ণ মুমিন। অর্থাৎ, দ্বীনের পরিপূর্ণ অনুসারী।

৮. হযরত আবু রাযীন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'আমি কি তোমাকে এমন কথা বলবো না, যা এই দ্বীনের (বড়) ভিত্তি। যার দ্বারা তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ وَاِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ بِذِكْرِ اللّٰهِ مَا اسْتَطَعْتَ اَحِبَّ فِى اللّٰهِ وَابْغُضْ فِى اللّٰهِ.

প্রথমত, যিকিরওয়ালাদের মজলিস মজবুতভাবে অবলম্বন করবে।

www.islamfind.wordpress.com

(আর দ্বিতীয়ত) যখন একা থাকবে, তখন যতদূর সম্ভব আল্লাহর যিকির দ্বারা নিজের জিহ্বাকে গতিশীল রাখবে। (তিন,) আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা রাখবে এবং আল্লাহর জন্যই বিদ্বেষ পোষণ করবে।'

(বাইহাকী ফি শুআবিল ঈমান)

ফায়দা ঃ অভিজ্ঞতায়ও জানা যায় যে, সৎসঙ্গ দ্বীনের সবকিছুর মূল। দ্বীনের স্বরূপ, দ্বীনের মধুরতা ও দ্বীনের শক্তি লাভের যত মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক বড় মাধ্যম সৎলোকের সাহচর্য।

৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন—

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعَمَدًا مِنْ يَاقُوتٍ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ لَهَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تُضِيْءُ كَمَا يُضِيْءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ يَسْكُنُهَا قَالَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللّٰهِ وَالْمُتَجَالِسُوْنَ فِي اللّٰهِ وَالْمُتَلَاقُوْنَ فِي اللّٰهِ.

'জান্নাতে ইয়াকুতের অনেকগুলো স্তম্ভ রয়েছে। তার উপর যবরজাদের প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে উন্মুক্ত দরজাসমূহ রয়েছে, যেগুলো তীব্র আলোকময় নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলজ্বল করে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ সমস্ত প্রাসাদে কারা বাস করবে? তিনি বললেন, যারা আল্লাহর জন্য (অর্থাৎ, দ্বীনের জন্য) পরস্পরে ভালোবাসা রাখে এবং যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরের নিকট বসে এবং যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরে সাক্ষাত করে। (বাইহাকী ফি শুয়াবিল ঈমান)

এসব হাদীস মিশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত।

১০. হযরত সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تُجَامِعُوْهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ وَجَامَعَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ.

'মুশরিকদের সঙ্গে বসবাসও করো না এবং তাদের সঙ্গে একত্রিতও হয়ো না। (অর্থাৎ, তাদের মজলিসে বসো না) যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গে বসবাস করবে বা একত্রিত হবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।' (তিরমিযী)

হাদীসটি 'জামউল ফাওয়ায়িদ' থেকে নেওয়া হয়েছে।

এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা সৎলোকদের নিকট বসা, যাতে করে তাদের থেকে ভালো কথা শুনতে পারার এবং ভালো স্বভাব শিখতে পারার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। এখন যে সমস্ত সৎলোক অতীত হয়েছেন, বই-পুস্তক পড়ে, তাদের অবস্থা জানার বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে, কেননা এর দ্বারাও এমনই উপকার হয় যেমন তাদের নিকট বসলে উপকার হয়।

১১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ .

'এবং নবীগণের ঘটনাসমূহ থেকে এসব (নবীর) ঘটনা (হযরত নূহ, হযরত মূসা আলাইহিমুস সালামের ঘটনা) আপনার নিকট এজন্য বর্ণনা করছি, যেন তা দ্বারা আপনার দিলকে মজবুত করতে পারি।'

(সূরা হূদ-১২০)

ফায়দা ঃ সৎলোকদের ঘটনা বর্ণনা করার এটিও একটি ফায়দা যে, এর দ্বারা মন শক্তিশালী হয় এবং সান্ত্বনা লাভ হয় যে, তারা যেভাবে হকের উপরে অবিচল থেকেছেন, আমাদেরকেও সেভাবে অবিচল থাকতে হবে এবং যেভাবে এ অবিচলতার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করেছেন, একইভাবে এই অবিচলতার দ্বারা আমাদের উপরও সাহায্য আসবে। যে বিষয়টি আল্লাহ তাআলা অপর একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি নবীগণকে এবং ঈমানদারদেরকে এখানে দুনিয়াতে সাহায্য করি এবং সেদিন (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই সাহায্য করবো, যেদিন সাক্ষ্যদাতা (ফেরেশতাগণ সাক্ষ্যদানের জন্য) খাড়া হবে।' (সূরা মুমিন)

আখেরাতের সাহায্য তো সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর অনুগত বান্দাগণ সুস্পষ্ট সফল হবে, আর হুকুম অমান্যকারীরা বিফল হবে। আর দুনিয়ার সাহায্য কখনও তো সফলতাদানের মাধ্যমে হয়ে থাকে, আর কখনও

www.islamfind.wordpress.com

অন্যভাবে হয়ে থাকে, অর্থাৎ, প্রথমে হুকুম অমান্যকারীরা হুকুম মান্যকারীদের উপর বিজয়ী হয়। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন এক সময় তাদের থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নেওয়া হয়। সুতরাং ইতিহাসও এ কথার সাক্ষী। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এ সমস্ত ঘটনা দ্বারা এভাবেও সান্ত্বনা লাভ হয় যে, দ্বীনের উপর অবিচল থাকার দ্বারা আখিরাতে তারা আগে থাকবে—কয়েকটি ঘটনা উল্লেখের পর এ আয়াতেই যার সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। 'নিশ্চয়ই শুভ পরিণতি মুত্তাকিদের জন্যই অবধারিত।' (সূরা হুদ) একইভাবে আমাদের সঙ্গেও অগ্রগামী থাকার ওয়াদা রয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে—'যে সমস্ত লোক মুত্তাকী-খোদাভীরু, তারা এসব কাফিরদের থেকে উঁচু স্তরে থাকবে। (সূরা বাকারা)

১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন—

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَاِنَّ الْحَىَّ لاَيُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ.

'যে ব্যক্তি (সব সময়ের জন্য) কোন পন্থা অবলম্বন করতে চায় তার উচিত ঐ সমস্ত লোকের পন্থা অবলম্বন করা, যাঁরা অতীত হয়েছেন। কারণ, জীবিত মানুষের তো বিপথগামী হওয়ারও আশংকা রয়েছে। (তাই জীবিত মানুষের পন্থা ঐ সময় পর্যন্ত অবলম্বন করা যেতে পারে, যতক্ষণ তারা সঠিক পথে থাকে। যে সমস্ত লোকের পন্থা চিরদিনের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে তারা হলেন আল্লাহর রাসূলের সাহাবাগণ।' (এই হাদীসের শেষে রয়েছে যে) 'আর যতদূর সম্ভব তাদের নীতি ও অভ্যাসকে আঁকড়ে ধরো।' (রাযীন, জামউল ফাওয়ায়িদ)

ফায়দা ঃ একথা পরিস্কার যে, সাহাবায়ে কেরামের নীতি-অভ্যাস তখনই অবলম্বন করা সম্ভব, যখন তাঁদের ঘটনাবলী জানা থাকবে। বিধায় এ জাতীয় বই-পুস্তক পড়া ও শ্রবণ করা জরুরী।

১৩. যেভাবে পবিত্র কুরআনে নবী, আলিম ও অলীগণের কাহিনী তাঁদের অনুসরণের স্বার্থে উল্লেখিত হয়েছে (যার নির্দেশ এ আয়াতে

রয়েছে)—

فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ

'তাদের হিদায়েতের পথ অনুসরণ করো।' (সূরা আন'আম-৯০)

এমনিভাবে হাদীসের মধ্যেও এ সমস্ত মাকবুল বান্দার কাহিনী বহুল পরিমাণে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং হাদীস শাস্ত্রের অধিকাংশ গ্রন্থে 'কিতাবুল কাসাস'কে পৃথক একটি অধ্যায় বানানো হয়েছে। এর দ্বারাও এ সমস্ত ঘটনা উপকারী এবং এগুলো পড়া এবং সে অনুপাতে চলার উপযুক্ততা প্রমাণিত হয়। এ কারণেই বুযুর্গগণ সর্বদা এ জাতীয় কাহিনীমূলক গ্রন্থ লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

এখন আমি এমন কিছু বইয়ের নাম লিখছি, যেগুলো পড়বে বা শুনবে। শুনানোর জন্য আলেম ব্যক্তি পাওয়া গেলে তো সুবহানাল্লাহ! (খুবই ভালো), অন্যথায় যাকে পাওয়া যায় তাকে দিয়েই পড়িয়ে শুনবে।

১. তারিখে হাবীবে ইলাহ ২. নশরুত তীব ৩. মাগাযিউর রাসূল ৪. কাসাসুল আম্বিয়া ৫. মাজমুয়ায়ে ফুতুহুশ শাম ওয়াল মিসর ওয়াল আজম ৬. ফুতুহুল ইরাক ৭. ফুতুহাতে ভানসা ৮. ফিরদাউসে আসিয়া ৯. হেকায়াতুস সালিহীন ১০. তাযকিরাতুল আউলিয়া ১১. আনোয়ারুল মুহসিনীন ১২. নুযহাতুল বাসাতীন ১৩. ইমদাদুল মুশতাক ১৪. নেক বিবিয়াঁ।

নোট ঃ এর মধ্যে ১১, ১২ ও ১৩ এর কিছু বিষয় এবং ১৪ এর মালফুযাত অংশ সাধারণ লোকের হয়ত বা বুঝে আসবে না। তারা সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে।

www.islamfind.wordpress.com

অষ্টম রাহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক তথা স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা স্বীয় অন্তরে বদ্ধমূল করবে, যার দ্বারা তাঁর ভালোবাসাও বৃদ্ধি পাবে এবং সে সমস্ত স্বভাব-চরিত্র গ্রহণের অনুরাগও জন্মাবে। এ সংক্রান্ত কিছু আয়াত এবং কিছু হাদীস লিখছি।

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيۡمٍ

'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।' (সূরা আল কলম)

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ عَزِيۡزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيۡصٌ عَلَيۡكُمۡ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ.

'(হে লোকসকল !) তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের (মত মানব) শ্রেণীভুক্ত। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, (বিশেষতঃ) মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।' (সূরা তাওবা ১২৮)

৩. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّ ذٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِى النَّبِىَّ فَيَسۡتَحۡىٖ مِنۡكُمۡ وَاللّٰهُ لَا يَسۡتَحۡىٖ مِنَ الۡحَقِّ.

'নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন (তাই তিনি মুখে স্পষ্ট করে বলেন না যে, তোমরা উঠে যাও), কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না।'

(সূরা আল-আহযাব ৫২)

ফায়দা ঃ কত চূড়ান্ত তাঁর ভদ্রতা যে, নিজের ছাত্রদেরকেও একথা বলতে সংকোচ করতেন যে, এখন নিজেদের কাজ করো। তবে এ ছাড় ছিলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহে। আল্লাহর বিধান পৌঁছানোর

www.islamfind.wordpress.com

ক্ষেত্রে এ ছাড় ছিলো না।

এখন কিছু হাদীস তুলে ধরা হচ্ছে।

১. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ اُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا اَنْ لَا صَنَعْتَ.

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দশ বছর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে কখনও ধমক দেননি। একথাও কখনও বলেননি যে, অমুক কাজটি কেন করেছো বা অমুক কাজটি কেন করোনি।' (বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ সার্বক্ষণিক খাদেমকে দীর্ঘ দশ বছর সময়কালে কোন কিছু না বলা সাধারণ ব্যাপার নয়। দীর্ঘ এ সময়ে একটি বিষয়ওকি তার নাজুক প্রকৃতির পরিপন্থী হয়নি?

২. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে—

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَاَرْسَلَنِىْ يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا اَذْهَبُ وَ فِىْ نَفْسِىْ اَنْ اَذْهَبَ لِمَا اَمَرَنِىْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اَمُرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ وَ هُمْ يَلْعَبُوْنَ فِى السُّوْقِ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ قَبَضَ بِقَفَاىَ مِنْ وَرَائِىْ قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ وَ هُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا اُنَيْسُ اِذْهَبْ حَيْثُ اَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ اَنَا اَذْهَبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। তিনি আমাকে একদিন একটি কাজে যেতে বললেন। আমি বললাম, 'আমি তো যাবো না।' আর আমার মনের ইচ্ছা ছিলো যেখানে তিনি যেতে বলেছেন, সেখানে যাবো। (এটি ছিলো তাঁর শিশুসুলভ আচরণ)। আমি সেখানে যাওয়ার পথে বাজারের মধ্যে খেলায় রত কিছু

www.islamfind.wordpress.com

ছেলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করি। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিছন দিক থেকে (এসে) আমার ঘাড় ধরেন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি হাসছিলেন। তিনি বললেন, আমি যেখানে তোমাকে যেতে বলেছিলাম, তুমি সেখানে যাও! আমি নিবেদন করলাম, 'জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যাচ্ছি।' (মুসলিম)

৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে—

عَنْ اَنَسٍ رض كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهٗ اَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَهٗ بِرِدَائِهٖ جَبْذَةً شَدِيْدَةً وَ رَجَعَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ نَحْرِالْاَعْرَابِىِّ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْاَثَّرَتْ بِحَاشِيَةِ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهٖ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِىْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَلَهٗ بِعَطَاءٍ.

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। তাঁর পবিত্র দেহে তখন নাজরানের তৈরী একটি মোটা চাদর ছিলো। তাঁর সঙ্গে এক বেদুঈন এসে মিলিত হলো। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সিনার নিকট চলে গেলেন। আমি দেখলাম, তীব্র টানের ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর লোকটি বললো, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার জন্যও আল্লাহর ঐ মাল থেকে দেওয়ার হুকুম দাও, যা তোমার নিকটে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন, তারপর হাসলেন। তারপর তাকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৪. হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ جَابِرٍ رض مَا سُئِلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ

فَقَالَ لاَ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখনই কোন জিনিস চাওয়া হয়েছে, তিনি কখনো দেবো না বলেননি। (থাকলে দিয়ে দিতেন অন্যথায় ঐ সময় অপারগতা জানিয়ে অন্য সময়ের জন্য ওয়াদা করতেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

৫. হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে—

عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ فَاَتٰى قَوْمَهُ فَقَالَ اَىْ قَوْمِ اَسْلِمُوْا فَوَاللّٰهِ اِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِىْ عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ.

'জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু বকরী চাইলো। (যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের ছিলো এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থলে বিচরণ করছিলো।) তিনি তাকে সবগুলো বকরী দিয়ে দিলেন। লোকটি স্বজাতির নিকট এলো এবং বলতে লাগলো, হে আমার কওম! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দান করেন। এমনকি রিক্ত হস্ত থাকাকেও ভয় করেন না। (মুসলিম)

৬. হযরত জুবায়ের বিন মুতইম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضـ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَتِ الْاَعْرَابُ يَسْئَلُوْنَ حَتّٰى اضْطَرُّوْهُ اِلٰى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اَعْطُوْنِىْ رِدَائِىْ لَوْ كَانَ لِىْ عَدَدَ هٰذِهِ الْعِضَاةِ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَتَجِدُوْنِىْ بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوْبًا وَ لاَجَبَانًا.

'একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পথ চলছিলেন। তখন তিনি হুনাইন থেকে ফিরছিলেন। বেদুঈন লোকেরা তাঁকে জড়িয়ে ধরলো এবং তাঁর কাছে দান চাইতে আরম্ভ করলো।

অবশেষে তাঁকে একটি বাবলা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ালো এবং তাঁর চাদরটিও ছিনিয়ে নিলো। তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন—আমার চাদরটা তো দিয়ে দাও। আমার নিকট যদি এখানকার বৃক্ষসমূহের সমসংখ্যক উটও থাকতো তাহলে আমি সব তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। তোমরা আমাকে কৃপণও পাবে না, মিথ্যুকও পাবে না এবং ছোট মনেরও পাবে না।' (বুখারী)

৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِاٰ نِيَتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا يَاْتُوْنَ بِاِنَاءٍ اِلَّا غَمَسَ يَدَهٗ فِيْهَا فَرُبَّمَا جَاءَهٗ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهٗ فِيْهَا.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভোরের নামায শেষ করতেন, তখন মদীনার (লোকদের) ক্রীতদাসেরা নিজেদের পাত্র আনতো। সেগুলোর মধ্যে পানি থাকতো। যে পাত্রই তারা পেশ করতো তিনি (বরকতের জন্য) তাতে স্বীয় পবিত্র হাত দিতেন। অনেক সময় শীতের সকাল হতো, তখনও তিনি তাঁর পবিত্র হাত তার মধ্যে দিতেন। (মুসলিম)

৮. তাঁর থেকে আরো বর্ণিত আছে—

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَالَهٗ تَرِبَ جَبِيْنُهٗ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূঢ় প্রকৃতির ছিলেন না, অভিসম্পাতকারী ছিলেন নাএবং তিরস্কারকারীও ছিলেন না। তিরস্কার করার মত কোন কিছু হলে তিনি এভাবে বলতেন, অমুক ব্যক্তির কি হলো? তার কপাল ধুলাচ্ছন্ন হোক। (এতে কোন কষ্টই নেই, বিশেষত যদি তা সেজদায় গিয়ে লাগে তাহলে তো এটি তার জন্য নামাযী হওয়ার দু'আ। আর নামাযের মধ্যে মন্দ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিধায় এটি তার জন্য সংশোধনের দু'আও হলো)। (বুখারী)

৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رضـ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا فَاِذَا رَاٰى شَيْـئًا يَكْرَهُهٗ عَرَفْنَاهُ فِىْ وَجْهِهٖ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পরিমাণ লজ্জাশীল ছিলেন, যেমন কুমারী নারী তার পর্দার মধ্যে থাকে। বরং তার চেয়েও অধিক। তাই যখন কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখতে পেতেন, তখন (লজ্জার কারণে মুখে বলতেন না, কিন্তু) আমরা তার প্রভাব তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে দেখতে পেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

১০. হযরত আসওয়াদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رضـ مَا كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصْنَعُ فِىْ بَيْتِهٖ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ اَهْلِهٖ. وَيَقُمُّ الْبَيْتَ وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهٗ مِنَ السُّوْقِ.

'আমি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহাভ্যন্তরে কি কাজ করতেন? উত্তরে তিনি বললেন—তাঁর ঘরের লোকদের কাজে লেগে থাকতেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন এবং বাজার থেকে নিজেই সওদা বয়ে আনতেন।' (বুখারী)

১১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ عَائِشَةَ رضـ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهٗ وَيَخِيْطُ ثَوْبَهٗ وَيَعْمَلُ فِىْ بَيْتِهٖ كَمَا يَعْمَلُ اَحَدُكُمْ فِىْ بَيْتِهٖ وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِىْ ثَوْبَهٗ وَيَحْلِبُ شَاتَهٗ وَيَخْدِمُ نَفْسَهٗ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জুতা ছিড়ে গেলে নিজেই তা গিরা দিতেন, নিজের কাপড় সেলাই করতেন এবং নিজের ঘরে তেমনি কাজ করতেন যেমন তোমাদের সাধারণ ব্যক্তি তার ঘরে

কাজ করে থাকে। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) একথাও বলেন যে, তিনি মানবজাতির মধ্যকারই একজন মানব ছিলেন। (নিজ গৃহে মনিব ও বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে থাকতেন না) নিজের কাপড়ের উকুন দেখতেন (অর্থাৎ, অন্য কারো থেকে উঠে এসেছে কিনা, কারণ, তিনি এ থেকে পবিত্র ছিলেন)। নিজের বকরীর দুধ নিজে দোহন করতেন। (এসব ঘরের কাজের দৃষ্টান্ত, কারণ, এসব কাজ ঘরওয়ালাদের করার প্রচলন রয়েছে) এবং নিজের (ব্যক্তিগত) কাজও করতেন। (তিরমিযী)

১২. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ عَائِشَةَ رض مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَاَةً وَلَا خَادِمًا اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهٖ اِلَّا اَنْ يُّنْتَهَكَ شَىْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে কোন জিনিসকে কখনও প্রহার করেননি। কোন মহিলাকেও না এবং কোন সেবককেও না। তবে হাঁ, আল্লাহর পথের জিহাদ এ থেকে ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ, প্রবৃত্তির তাড়নায় রাগে উন্মত্ত হয়ে মারার অভ্যাস তাঁর ছিল না) এবং তাঁকে কেউ কখনও কষ্ট দিলে তিনি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোনটিতে লিপ্ত হতো, তখন তিনি আল্লাহর জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন। (মুসলিম)

১৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার বয়স যখন আট বছর তখন আমি হুযূরের খেদমতে আসি। পূর্ণ দশ বছর সময় পর্যন্ত আমি তাঁর খেদমত করি।

فَمَا لَامَنِىْ عَلٰى شَىْءٍ قَطُّ اُتِىَ فِيْهِ عَلٰى يَدَىْ فَاِنْ لَامَنِىْ لَائِمٌ مِنْ اَهْلِهٖ قَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّهٗ لَوْ قُضِىَ شَىْءٌ كَانَ هٰذَا.

আমার হাতে কোন ক্ষতি হলেও তিনি কখনও আমাকে তিরস্কার করেননি। তাঁর পরিবারের কেউ তিরস্কার করলেও তিনি বলতেন, আরে

www.islamfind.wordpress.com

ছেড়ে দাও। যদি অন্য কিছু ভাগ্যে থাকতো তবে তাই হতো।'

(মাসাবীহ–তে হুবহু এবং বাইহাকীতে ঈষৎ পরিবর্তিত)

১৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা বর্ণনা করতেন যে,

أَنَّهُ كَانَ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَتَّبِعُ الْجَنَازَةَ.

'তিনি অসুস্থদের খোঁজ–খবর নিতে যেতেন এবং জানাযার সঙ্গে গমন করতেন।' (ইবনু মাজা, বাইহাকী)

১৫. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে—

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا صَافَحَ الرَّجُلَ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِىْ يَنْزِعُ يَدَهُ وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَالَّذِىْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ جَلِيْسٍ لَهُ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারো সঙ্গে মোসাফাহা করতেন তখন সে ব্যক্তি নিজের হাত বের করার আগ পর্যন্ত তিনি নিজের হাত তার হাত থেকে বের করতেন না এবং সে ব্যক্তি নিজের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি নিজের মুখ তার থেকে ফিরিয়ে নিতেন না এবং তাকে কখনও নিজের কাছে উপবেশনকারীদের সম্মুখে নিজের হাঁটুকে অগ্রসর করতে দেখা যায়নি। (বরং সারির মধ্যে সবার সমানে বসতেন। হাঁটু দ্বারা পাও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ, তিনি কারো দিকে পা ছড়িয়ে বসতেন না।) (তিরমিযী)

১৬ ও ১৭. শামায়েলে তিরমিযী কিতাবে তাওয়াযু (বিনয়) ও খুলুক (চরিত্র) অধ্যায়ে দু'টি দীর্ঘ হাদীস রয়েছে। তার কিছু বাক্য উদ্ধৃত করছি—হযরত হুসাইন (রাযিঃ) তাঁর আব্বাজান হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন—

كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى مَنْزِلِهِ جَزَّءَ دُخُوْلَهُ ثَلٰثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجُزْءٌ لِأَهْلِهِ وَجُزْءٌ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَزَّءَ جُزْءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَرُدُّ ذٰلِكَ

بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ وَلَا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ
الْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ
فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ
وَيَشْغَلُهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ مَسْئَلَتِهِمْ عَنْهُ وَاِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي
يَنْبَغِي لَهُمْ وَيَقُولُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَابْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ
لَايَسْتَطِيعُ اِبْلَا غَهَا يَدْخُلُونَ رُوَّادًا وَلَا يَتَفَرَّقُونَ اِلَّا عَنْ ذَوَاقٍ وَيَخْرُجُونَ
اَدِلَّةً يَعْنِي عَلَى الْخَيْرِ. قَالَ فَسَئَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ

فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ
الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ لَايَتَنَازَعُونَ وَ مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ
يُنْصِتُ حَتّٰى يَفْرُغَ وَ يَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْئَلَتِهِ
وَلَا يَقْطَعُ عَلٰى اَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتّٰى يَتَجَاوَزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ اَوْ قِيَامٍ وَكَانَ
سُكُوتُهُ عَلٰى اَرْبَعٍ عَلَى الْحِلْمِ وَالْحَذَرِ وَالتَّقْدِيرِ وَالتَّفْكِيرِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর গৃহে তাশরীফ নিতেন, তখন তিনি গৃহে অবস্থান করার সময়টিকে তিন ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য, একভাগ পরিবারের লোকদের হক আদায়ের জন্য, আর একভাগ নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য। উপরন্তু, নিজের ব্যক্তিগত ভাগটিকে নিজের মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যে এভাবে ভাগ করতেন যে, সেই ভাগের (বরকতসমূহকে) নিজের বিশিষ্ট সাহাবীদের মাধ্যমে সাধারণ লোকদের পর্যন্ত পৌছাতেন। (অর্থাৎ, ঐ সময় বিশিষ্ট জনদের জ্ঞান আহরণের অনুমতি ছিলো। তারপর তাঁরা সাধারণ লোকদের পর্যন্ত সেই জ্ঞানের কথা পৌছে দিতেন) এবং উপরোক্ত ভাগে তাঁর অভ্যাস এই ছিলো যে, জ্ঞানী-গুণীদেরকে (উপস্থিতির) অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিতেন এবং ঐ সময়টিকে তাদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় মর্যাদা অনুপাতে বন্টন

www.islamfind.wordpress.com

করতেন। কারণ, কারো একটি প্রয়োজন থাকতো, কারো দু'টি, কারো তিনটি। তিনি সেই অনুপাতে তাঁদের সঙ্গে ব্যাপৃত থাকতেন এবং তাদেরকেও এমন কাজে নিয়োজিত রাখতেন, যার মধ্যে তাঁদের এবং উম্মতের কল্যাণ রয়েছে, যেমন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা, বিভিন্ন অবস্থা অবগত করানো। এবং সবাই তাঁর কাছে জ্ঞানপিপাসু হয়ে আসতো এবং (জ্ঞান আহরণ ছাড়াও) কিছু পানাহার করে ফিরে যেতো এবং দ্বীনের হেদায়েত দানকারীরূপে বের হয়ে যেতো। (এ ছিল তাঁর বিশেষ মজলিসের ধরন)।

তারপর আমি স্বীয় পিতার নিকট তাঁর বাইরে তাশরীফ আনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি। (তিনি সবিস্তারে তা বর্ণনা করেন, যা আমি তাঁরই অপর একটি হাদীস থেকে উদ্ধৃত করছি।) হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা প্রফুল্ল চেহারা, বিনম্র আচরণ ও বিনীত প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্মুখে মানুষ পরস্পরে বিবাদ করতো না। তাঁর সম্মুখে কেউ কথা বললে তার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি নীরব থাকতেন। বহিরাগত মানুষ কথা বলতে ও প্রশ্ন করতে অসৌজন্য আচরণ করলে তিনি তা সহ্য করতেন। তিনি কারো কথা খণ্ডন করতেন না। হাঁ, কেউ কথায় সীমালংঘন করলে তাকে বাধা দিয়ে বা নিজে উঠে গিয়ে তা খণ্ডন করতেন। (এ ছিল তাঁর সাধারণ মজলিসের দৃশ্য)।

এ আচরণ তো ছিলো নিজের লোকদের সঙ্গে। বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তাঁর আচরণ কিরূপ ছিলো তাঁরও কিছুটা বর্ণনা করছি।

১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তাঁর নিকট নিবেদন করা হলো—

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اِنِّيْ لَمْ اُبْعَثْ لَعَّانًا وَاِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً.

'হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদের উপর বদদু'আ করুন। তিনি বললেন, আমি অভিশম্পাতকারীরূপে প্রেরিত হইনি। আমি তো কেবলই রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি।' (মুসলিম)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ এজন্য শত্রুদের জন্যও কল্যাণের দু'আ করাই তাঁর অভ্যাস ছিলো। তবে কদাচিৎ আপন রবের দরবারে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার প্রার্থনায় কোন ফরিয়াদ করা, সে ভিন্ন কথা।

১৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে তায়েফ গমনের একটি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণিত আছে। সেখানে তিনি কাফিরদের হাতে এতো মর্মান্তিক কষ্ট পান, যাকে তিনি উহুদ যুদ্ধের কষ্টের চেয়েও অধিক তীব্র বলেছেন। তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتِ الْحَدِيْثَ فَاِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَاْمُرَهٗ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ قَالَ فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَاَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِيْ اِلَيْكَ لِتَاْمُرَنِيْ بِاَمْرِكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ اُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهٗ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا.

'তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করান। ফেরেশতা তাঁকে সালাম করে নিবেদন করেন যে, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। যেন আপনি আমাকে নির্দেশ দান করেন। আপনি চাইলে আমি দুই পাহাড়কে তাদের উপর এনে এক করে ফেলবো। (যার মধ্যে এরা সবাই পিষে যাবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, না, আমি তো আশা করি যে, আল্লাহ তাআলা তাদের বংশে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করবে না।

(বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ লক্ষ্য করুন। এ সময় নিজের হাত দ্বারা প্রতিশোধ নেওয়ার

www.islamfind.wordpress.com

পরিস্থিতি না থাকলেও মুখ দ্বারা বলা তো সহজ ব্যাপার ছিলো। বিশেষতঃ যখন তাঁকে এ নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর নির্দেশমাত্র সবকিছু তছনছ করে দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি তারপরও রহমতের আচরণই করেছেন। এ আচরণ ছিলো এমন বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে, যারা ছিলো তাঁর প্রতিপক্ষ।

কিছু বিরুদ্ধবাদী ছিলো এমন, যারা তাঁর অধীনস্থ প্রজা ছিলো। যাদের উপর তাঁর আইনানুগ ক্ষমতাও ছিলো। তাদের সঙ্গে তাঁর আচরণের কথাও শুনুন।

২০. হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এক ইহুদী যে কিনা মুসলমানদের প্রজা হয়ে মদীনায় বাস করছিলো— হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। একবার সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এই পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করে যে, যোহর থেকে নিয়ে পরদিন ভোর পর্যন্ত তাঁকে মসজিদ থেকে বাড়ীতেও যেতে দেয়নি। মানুষরা এজন্য তাকে ভর্ৎসনা করলে তিনি বললেন—

مَنعَنِىْ رَبِّىْ اَنْ اَظْلِمَ مُعَاهِدًا وَغَيْرَهُ فَلَمَّا تَرَجَّلَ النَّهَارُ قَالَ الْيَهُوْدِىُّ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ. (شَطْرُ مَالِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) اَمَا وَاللّٰهِ مَافَعَلْتُ بِكَ الَّذِىْ فَعَلْتُ اِلَّا لِاَنْظُرَ اِلٰى نَعْتِكَ فِى التَّوْرٰيةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَمُهَاجِرُهٗ بِطَيْبَةَ مُلْكُهٗ بِالشَّامِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَا مُتَزَيٍّ بِالْفُحْشِ وَلَا قَوْلِ الْخَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

‘আল্লাহ তাআলা আমাকে সন্ধিকারী এবং সন্ধিকারী নয় উভয় প্রকার লোকদের উপর জুলুম করতে নিষেধ করেছেন। এ ঘটনাতেই বর্ণিত আছে যে, যখন দুপুর হয়ে এলো তখন ইহুদী اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ বলে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং একথাও বললেন যে, আমি এসব এজন্য করেছি যে, আপনার যে পরিচয় ও গুণাবলী তাওরাতে রয়েছে

www.islamfind.wordpress.com

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহর পুত্র, তাঁর জন্ম মক্কায়, হিজরত হবে মদীনায় এবং তাঁর রাজত্ব চলবে সিরিয়ায় (সুতরাং পরবর্তীতে এমনটি হয়েছে)। তিনি কঠোর আচারী, শুষ্ক প্রকৃতির এবং বাজারে হৈচৈকারী নন। অশ্লীল কাজ এবং অশ্লীল কথা তাঁর স্বভাব নয়। এ বিষয়টি আমার পরীক্ষা করার ছিলো, (যে ইনি তিনিই কিনা, তাই পরীক্ষা করে দেখলাম যে, ইনিই তিনি)। (বাইহাকী)

শামায়িল থেকে উদ্ধৃত হাদীসদ্বয় ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত হাদীস মিশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত।

পরামর্শ ঃ এ অল্প কয়টি হাদীসকেও প্রতিদিন একবারই যদি পড়ো বা কারো দ্বারা পড়িয়ে শোনো, তাহলে দেখতে পাবে, তুমি কত তাড়াতাড়ি কত ভালো হও।

www.islamfind.wordpress.com

নবম রূহ
মুসলমান ভাইদের হকসমূহের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখে তা আদায় করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ. وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ. وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ. اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

'ঈমানদারগণ (পরস্পর) ভাই ভাই। (অন্যত্র ইরশাদ করেন) হে ঈমানদারগণ! (তোমাদের) কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে...... এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে..... তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা..... হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) না করে।'

(সূরা হুজরাত–১১)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ.

'মুসলমানদেরকে (বিনা কারণে) গালি দেওয়া অনেক বড় গুনাহ এবং তার সঙ্গে (বিনা কারণে) লড়াই করা কুফুরী (–এর কাছাকাছি)।'

(বুখারী ও মুসলিম)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ.

www.islamfind.wordpress.com

'যখন কোন ব্যক্তি (অন্য মানুষের দোষের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এবং নিজেকে নির্দোষ মনে করে অভিযোগ রূপে) বলে যে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে তাহলে এ ব্যক্তি সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। (কারণ, সে মুসলমানদেরকে তুচ্ছ মনে করে)' (মুসলিম)

৩. হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

'চোগলখোর (আইনগতভাবে বিনা শাস্তিতে) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (বুখারী ও মুসলিম)

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

تَجِدُوْنَ اَشَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَاالْوَجْهَيْنِ

'কেয়ামতের দিন সর্বাধিক নিকৃষ্ট (অবস্থায়) ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যার আচরণ দ্বিমুখী। অর্থাৎ, যে এদের কাছে এলে এদের মত আর ওদের কাছে গেলে ওদের মত হয়ে সবার কাছে ভালো থাকার চেষ্টা করে।'

(বুখারী ও মুসলিম)

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَالْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—তোমরা কি জানো! গীবত কি জিনিস? সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন—মহান আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালো জানেন। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ (গীবত হলো) নিজের (মুসলমান) ভাইয়ের আলোচনা এমনভাবে করা যে, (সে জানতে

www.islamfind.wordpress.com

পারলে) তার কষ্ট হয়। জিজ্ঞাসা করা হলো, আচ্ছা বলুন তো, যে দোষের কথা আমি বলছি, তা যদি আমার (ঐ) ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে (অর্থাৎ, আমি যদি প্রকৃত দোষের কথা বলি) তাহলে কি তা গীবত হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন—তুমি যা বলছো, তা যদি ঐ ব্যক্তির মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে, যা তুমি বলছো তাহলে তুমি তার উপর অপবাদ দিলে। (মুসলিম)

৬. হযরত সুফিয়ান বিন আসাদ হাযরামী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَلَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ.

'অতি বড় খেয়ানত এই যে, তুমি তোমার মুসলমান ভাইকে এমন কোন কথা বললে যে, সে তোমাকে এ ব্যাপারে সত্যবাদী মনে করছে অথচ তুমি তাতে মিথ্যা বলছো।' (আবু দাউদ)

৭. হযরত মুআয (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهٗ.

যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইকে কোন গুনাহের কারণে লজ্জা দিবে সে নিজে ঐ গুনাহ না করা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না। (অর্থাৎ, এ লজ্জা দেওয়ার কারণে তার এই শাস্তি হবে। বিশেষ কোন কারণে তা প্রকাশ না পেলে সে ভিন্ন কথা। তবে হিতাকাংখী হয়ে উপদেশ দেওয়াতে কোন ভয় নেই।)

৮. হযরত ওয়াসেলাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَاتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ

'তোমার (মুসলমান) ভাইয়ের (দ্বীন বা দুনিয়ার কোন মন্দ) অবস্থার

www.islamfind.wordpress.com

কারণে আনন্দ প্রকাশ করো না। (কারণ হতে পারে) এক সময় আল্লাহ তাআলা তার উপর রহমত করবেন, আর তোমাকে তাতে আক্রান্ত করবেন।' (তিরমিযী)

৯. হযরত আবদুর রহমান বিন গনাম (রাযিঃ) এবং হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

شِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّائُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট তারা, যারা কুটনামী করে এবং বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।' (আহমাদ ও বায়হাকী)

১০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন—

لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

'তোমার (মুসলমান) ভাইয়ের সঙ্গে (অনর্থক) তর্ক করো না এবং তার সঙ্গে (এমন) ঠাট্টা করো না (যা তার কাছে অপছন্দ) এবং তার সঙ্গে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিও না, যা তুমি পুরা করবে না।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কোন সমস্যার কারণে যদি ওয়াদা পুরা না করতে পারে তাহলে সে অপারগ। এ প্রসঙ্গে যায়েদ বিন আরকাম (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন—

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَ مِنْ نِيَّتِهٖ اَنْ يَّفِيَ لَهٗ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ.

'কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সঙ্গে ওয়াদা করলো এবং সে সময় ওয়াদা পুরা করার নিয়্যতও ছিলো, কিন্তু ওয়াদা পুরা করতে পারলো না এবং (আসার ওয়াদা থাকলে) সময়মত আসতে পারলো না (অর্থাৎ, কোন সমস্যার কারণে এমনটি হলো) তাহলে এজন্য গুনাহ হবে না।'

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

১১. ইয়ায মুজাশিয়ী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

www.islamfind.wordpress.com

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَ لَا يَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আল্লাহ তাআলা আমার নিকট অহী পাঠিয়েছেন যে, সকল মানব যেন বিনয় অবলম্বন করে। এমনকি কেউ যেন কারো উপর গর্ব না করে। এবং কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে। (কারণ গর্ব ও জুলুম অহংকার থেকেই হয়ে থাকে।) (মুসলিম)

১২. হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

'আল্লাহ তাআলা এমন লোকের উপর রহম করেন না যে অন্য লোকের উপর রহম করে না।' (বুখারী ও মুসলিম)

১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

'যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্রদের কাজে পরিশ্রম করে সে (সওয়াবের দিক দিয়ে) ঐ ব্যক্তির মত, যে জিহাদের কাজে পরিশ্রম করে।'

(বুখারী ও মুসলিম)

১৪. হযরত সাহাল বিন সা'দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهٗ وَلِغَيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى فَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

'আমি এবং ঐ ব্যক্তি যে কোন এতীমের দায়িত্ব বহন করে—সে এতীম তার (নিজের কিছু) হোক বা অন্যের হোক—আমরা উভয়ে জান্নাতে এমনভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলি

www.islamfind.wordpress.com

দ্বারা ইঙ্গিত করেন এবং উভয়টার মধ্যে কিছুটা ফাঁকও রাখেন। (কারণ, যিনি নবী আর যিনি নবী নন এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য তো অবশ্যই থাকবে, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে জান্নাতে থাকা কি চাট্টিখানি কথা!)' (বুখারী)

১৫. হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى.

'তোমরা মুসলমানদেরকে পারস্পরিক সহমর্মিতা, পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা এবং পারস্পরিক স্নেহ-মমতায় এমন দেখতে পাবে, যেমন (জীবন্ত) দেহ। যখন দেহের কোন অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন সারাদেহ অনিদ্রায় ও রোগ যাতনায় তার সঙ্গী হয়ে থাকে।' (বুখারী ও মুসলিম)

১৬. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নিকট কোন ভিক্ষুক বা অভাবী লোক এলে তিনি (সাহাবাদেরকে) বলতেন—

اِشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَيَقْضِى اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهٖ مَاشَاءَ.

'তোমরা এ লোকের পক্ষে সুপারিশ করো, তাহলে তোমরা সওয়াব পাবে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের মুখে যা চাবেন, নির্দেশ দিবেন। (অর্থাৎ, আমার মুখ দ্বারা তাই বের হবে, যা আল্লাহ দেওয়াতে চান, আর তোমরা মুফতে সওয়াব পেয়ে যাবে। এটা তখন, যখন যার নিকট সুপারিশ করা হবে, তার উপর চাপ না হবে, যেমন এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সুপারিশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন।)' (বুখারী ও মুসলিম)

১৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهٗ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهٗ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهٗ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ.

www.islamfind.wordpress.com

'নিজের (মুসলমান) ভাইয়ের সাহায্য করো, সে জালেম হোক চাই মাজলুম হোক। এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাজলুম হলে তো সাহায্য করবো ঠিক আছে, কিন্তু জালেম হলে কিভাবে সাহায্য করবো? তিনি ইরশাদ করলেন, তাকে জুলুম থেকে বাধা দিয়ে। এটিই তোমার জালেমকে সাহায্য করা।'

(বুখারী ও মুসলিম)

১৮. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهٗ وَلَا يُسْلِمُهٗ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং কোন বিপদে পড়লে তাকে নিঃসঙ্গ ছাড়বে না। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের কাজে রত থাকে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পুরা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ.

'একজন মানুষের জন্য এ দোষই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করে। (অর্থাৎ, যদি কারো মধ্যে এই দোষ থাকে এবং অন্য কোন দোষের বিষয় নাও থাকে, তাহলেও তার দোষের অভাব নেই)। মুসলমানের সবকিছু অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। তার জান, তার সম্পদ এবং তার মান। (অর্থাৎ, তার জানকে কষ্ট দেওয়া এবং তার

সম্পদের ক্ষতি করা এবং তার সম্মানে আঘাত হানা কোনটিই জায়িয নেই। যেমন, তার দোষ প্রকাশ করা, তার গীবত করা ইত্যাদি)।' (মুসলিম)

২০. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهٖ.

'ঐ সত্তার শপথ, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ। কোন লোক (পূর্ণ) ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ না সে নিজের (মুসলমান) ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।' (বুখারী ও মুসলিম)

২১. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَايَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ.

'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে আশংকামুক্ত নয়।' (অর্থাৎ, তার অনিষ্টের আশংকা লেগে থাকে।)' (মুসলিম)

২২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَامُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে না। (কারণ, এটিও মুসলমানের হক যে, উপযুক্ত সময়ে তাকে দ্বীনের কথা বলবে, তবে নম্র-ভদ্রভাবে।)' (তিরমিযী)

২৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنِ اغْتِيْبَ عِنْدَهٗ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ وَيَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ فَنَصَرَهٗ نَصَرَهُ اللّٰهُ

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَاِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ اَدْرَكَهُ اللّٰهُ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

'যে ব্যক্তির সামনে তার মুসলমান ভাইকে দোষারোপ করা হয়, এবং সে তার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, আর সে তার সাহায্য করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার সাহায্য করবেন। আর যদি সে সাহায্য না করে, অথচ সে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলা তাকে পাকড়াও করবেন।' (শরহুস সুন্নাহ)

২৪. হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ رَاٰى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اَحْيٰى مَوْءُوْدَةً.

'যে ব্যক্তি কারো দোষ দেখলো, তারপর তা গোপন করলো (অর্থাৎ, অন্যদের নিকট প্রকাশ করলো না) তাহলে সে (সওয়াবের দিক থেকে) এমন হবে, যেমন কেউ জীবন্ত কবরস্থ মেয়ের প্রাণ রক্ষা করলো।' (অর্থাৎ, কবর থেকে তাকে জীবিত বের করে আনলো) (আহমাদ ও তিরমিযী)

২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى بِهٖ اَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ.

'তোমাদের প্রত্যেকে তার ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। তাই তার (ভাইয়ের) মধ্যে কোন নোংরা বিষয় দেখতে পেলে তা তার থেকে দূর করবে। (যেমন, আয়না চেহারার দাগ ও ময়লা এমনভাবে পরিস্কার করে যে, শুধুমাত্র ময়লাযুক্ত লোকের নিকটই তা প্রকাশ করে, অন্য কারো নিকট তা প্রকাশ করে না। ঠিক তেমনি ঐ ব্যক্তিরও উচিত যে, তার দোষ গোপনে সংশোধন করে দিবে তাকে লাঞ্ছিত করবে না।'

(তিরমিযী)

২৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ.

www.islamfind.wordpress.com

'মানুষদেরকে তাদের মর্যাদায় রাখো।' অর্থাৎ, প্রত্যেকের সঙ্গে তার মর্যাদানুপাতে আচরণ করো, সবার সাথে এক সমান আচরণ করো না।

(আবু দাউদ)

২৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ.

'ঐ ব্যক্তি (পূর্ণ) ঈমানদার নয়, যে নিজে পেট পুরে খায়, আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।' (বাইহাকী)

২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْمُؤْمِنُ مَاْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَاْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ.

'ঈমানদার ব্যক্তি আন্তরিকতা (ও সম্পর্ক)এর পাত্র। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে আন্তরিকতা রাখে না এবং তার সাথে কেউ আন্তরিকতা রাখে না।' (অর্থাৎ, সবার প্রতি রুক্ষ এবং সবার থেকে পৃথক থাকে। কারো সাথেই তার বনিবনা হয় না। তবে দ্বীনের হেফাযতের জন্য কারো সাথে সম্পর্ক না রাখা বা কম রাখা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।)

(আহমাদ, বাইহাকী)

২৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍ مِنْ اُمَّتِىْ حَاجَتَهُ يُرِيْدُ اَنْ يَسُرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِىْ وَمَنْ سَرَّنِىْ فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَرَّ اللّٰهَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

'যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের কারো প্রয়োজন—শুধুমাত্র তাকে খুশী করার নিয়তে পুরা করবে, সে আমাকে খুশী করলো। আর যে আমাকে খুশী করলো, সে আল্লাহ তাআলাকে খুশী করলো। আর যে আল্লাহকে খুশী করলো আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (বাইহাকী)

৩০. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ ثَلٰثًا وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ فِيْهَا صَلَاحُ اَمْرِهِ كُلِّهِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তি কোন দুরাবস্থাগ্রস্ত লোকের সাহায্য করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য ৭৩টি ক্ষমা লিখবেন। যার একটি ক্ষমা তার সমস্ত কাজ সারার জন্য যথেষ্ট হবে, আর ৭২টি ক্ষমা কিয়ামত দিবসে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।' (বাইহাকী)

৩১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِذَا عَادَ اَحَدُ اَخَاهُ اَوْ زَارَهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى طِبْتَ وَطَابَ مَشْيُكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

'যখন কোন মুসলমান তার ভাইয়ের অসুখের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য কিংবা এমনিই সাক্ষাতের জন্য যায়, তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—তুমিও পবিত্র, তোমার পথ চলাও পবিত্র, তুমি জান্নাতে নিজের জন্য জায়গা বানিয়ে নিয়েছো।' (তিরমিযী)

৩২. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

'কারো জন্য তার ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা হালাল নয় যে, দু'জনে মিলিত হলে একজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর আরেকজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই দু'জনের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে আগে সালাম করে।' (বুখারী ও মুসলিম)

৩৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

'নিজেকে কুধারণা থেকে বাঁচাও। কারণ, সর্বাধিক মিথ্যা হলো, কারো সম্পর্কে কুধারণা করা। কারো গোপন বিষয় খুঁটিয়ে বের করো না। ভালো অবস্থারও না এবং মন্দ অবস্থারও না। ধোঁকা দেওয়ার জন্য কোন জিনিসের মূল্য বাড়িও না। পরস্পরে হিংসা করো না। বিদ্বেষ রেখো না। কারো অনুপস্থিতিতে গীবত করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! সবাই ভাই ভাই হয়ে থাকো। অপর একটি বর্ণনায় আছে যে, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা করো না।' (বুখারী ও মুসলিম)

৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.

'এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক ছয়টি। (এ সময় ঐ ছয়টি বিষয়ের আলোচনারই পরিস্থিতি ছিলো তাই এই ছয়টির কথা বলেছেন) জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেগুলো কি? তিনি ইরশাদ করলেন—

১. তার সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম করো।

২. সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তা কবুল করো।

৩. সে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করলে তার কল্যাণ করো।

৪. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলো।

৫. অসুস্থ হলে খোঁজ-খবর নাও।

৬. মারা গেলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করো।

৩৫. হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَ بِهٖ.

‘ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয় বা তার সঙ্গে প্রতারণা করে।’ (তিরমিযী)

এ সকল হাদীস মিশকাতে রয়েছে। এগুলো তো সাধারণ মুসলমানদের বেশী বেশী ঘটার মত অধিকারসমূহ। বিশেষ কারণের এবং বিশেষ অবস্থার বিশেষ অধিকারসমূহও রয়েছে, যেগুলো আমি প্রয়োজন পরিমাণ ‘হুকুকুল ইসলাম’ পুস্তিকায় লিখে দিয়েছি। সবগুলো পালন করার প্রতি সচেষ্ট হও। কারণ, এ ব্যাপারে খুব বেশী অবহেলা করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

www.islamfind.wordpress.com

দশম রূহ

নিজের আত্মার হক আদায় করা

নিজের আত্মার হক আদায় করতে হবে। কারণ, আমাদের আত্মাও আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন, যা তিনি আমাদেরকে আমানতস্বরূপ দিয়েছেন। তাই তাঁর নির্দেশ মত এর হেফাযত করা আমাদের দায়িত্ব। এর হেফাযতের একটি বড় দিক হলো—এর স্বাস্থ্য ও সুস্থতার হেফাযত করা। দ্বিতীয়, তার শক্তির হেফাযত করা। তৃতীয়, তার একাগ্রতার হেফাযত করা। অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় এমন কোন কাজ করবে না, যার ফলে অন্তরে পেরেশানী সৃষ্টি হয়। কারণ, এ সমস্ত বিষয়ে বিঘ্ন ঘটলে ধর্ম–কর্ম করার সাহস থাকে না। অভাবীদের সেবা ও সহযোগিতা করা যায় না। উপরন্তু কখনো কখনো অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য হয়ে ঈমান হারিয়ে বসে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত এবং হাদীস লেখা হচ্ছে।

১. আল্লাহ তাআলা নেয়ামতের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর এ উক্তি বর্ণনা করেন—

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

'আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন।'

(সূরা শুয়ারা)

ফায়দা ঃ এ আয়াত দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, সুস্থতা একটি কাম্য বস্তু।

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'এবং তাদের (শত্রুদের) জন্য তোমাদের সামর্থ্য মত শক্তি প্রস্তুত করো।' (সূরা আনফাল)

ফায়দা ঃ এ আয়াতে শক্তির হেফাযতের নির্দেশ রয়েছে। মুসলিম বিন উকবা বিন আমের (রাযিঃ)এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এর তাফসীর 'তীর নিক্ষেপ করা' বর্ণিত হয়েছে। একে এজন্য শক্তি বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা দ্বীন এবং দিলে শক্তি লাভ হয় এবং এর জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, ফলে দেহেও শক্তি লাভ হয়।

'তীর' সে যুগের হাতিয়ার ছিলো। বর্তমান যুগের অস্ত্রসমূহ তীরের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ বিষয়ে অবশিষ্ট আলোচনা ১৩নং হাদীসের অধীনে আসবে।

৩. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

'এবং (সম্পদের) অপব্যয় করো না।' (বনী ইসরাঈল)

ফায়দা ঃ সম্পদের সংকটের কারণে পেরেশানী আসে। সেই পেরেশানী থেকে বাঁচার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই যে সমস্ত বিষয়ে এর চেয়েও অধিক পেরেশানী ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, সেগুলো থেকে বাঁচার নির্দেশ অধিক জোরালো হবে। এর দ্বারা একাগ্রতা কাম্য বস্তু হওয়া বুঝে আসে।

সম্মুখে হাদীসসমূহ উল্লেখ করছি—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (অধিক রাত জাগা এবং নফল রোযার নিষেধাজ্ঞায়) ইরশাদ করেন—

اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

'তোমাদের উপর তোমাদের দেহেরও হক রয়েছে এবং তোমাদের উপর তোমাদের চোখেরও হক রয়েছে।'

ফায়দা ঃ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, অধিক পরিশ্রমের ফলে এবং অধিক জাগরণের ফলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে এবং চোখ অসুস্থ হয়ে পড়বে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

'দু'টি নেয়ামত এমন রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে মানুষ খুব বেশী ধোঁকায় থাকে। (অর্থাৎ, সেগুলো দ্বারা কাজ নেয় না, অথচ কাজ নিলে অনেক ধর্মীয় উপকার হতো) ১. সুস্থতা ২. নিশ্চিন্ততা।' (বুখারী)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা সুস্থতা ও নিশ্চিন্ততা এমন নেয়ামত হওয়া জানা গেলো যে, এগুলোর দ্বারা ধর্মীয় কাজে সহযোগিতা লাভ করা যায়। আর নিশ্চিন্ততা তখনই লাভ হয়, যখন যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ

www.islamfind.wordpress.com

কাছে থাকে এবং কোন পেরেশানীও না থাকে। এতে করে জানা গেলো দারিদ্রতা ও পেরেশানী থেকে বাঁচার চেষ্টা করাও কাম্য।

৩. হযরত আমর বিন মায়মূন আওদী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান করে ইরশাদ করেন—

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ.

'পাঁচটি জিনিসের (আগমনের) পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গনীমত মনে করো। (এবং সেগুলোকে ধর্মীয় কাজের মাধ্যম বানাও) যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে (গনীমত মনে করো) এবং সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে এবং ধনাঢ্যতাকে দরিদ্রতার পূর্বে এবং নিশ্চিন্ততাকে দুশ্চিন্তার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, যৌবনকালের শক্তি, সুস্থতা, নিশ্চিন্ততা ও আর্থিক সচ্ছলতা বড় বড় নেয়ামত।

৪. হযরত উবায়দুল্লাহ বিন মুহসিন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اٰمِنًا فِىْ سِرْبِهٖ مُعَافًى فِىْ جَسَدِهٖ وَعِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَزَافِيْرِهَا.

'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় সকাল করবে যে, নিজের প্রাণের ব্যাপারে (দুশ্চিন্তা থেকে) নিরাপদে থাকে এবং নিজের দেহের ব্যাপারে (রোগ–ব্যাধি থেকে) সুস্থ থাকে এবং তার নিকট সেদিনের খাবার থাকে। (যার ফলে অনাহার থাকার আশংকা থাকে না)। তাহলে বোঝো যে, তার জন্য সমগ্র দুনিয়া জড়ো করে দেওয়া হয়েছে।'(তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারাও সুস্থতা, শান্তি ও নিরাপত্তা কাম্যবস্তু হওয়া বুঝে আসে।

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلٰى اَهْلِهٖ وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهٖ لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهٗ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

'যে ব্যক্তি অন্যের নিকট চাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য হালাল দুনিয়া অন্বেষণ করে এবং নিজের পরিবার পরিজনের (হক আদায়ের জন্য) উপার্জন করে এবং নিজের প্রতিবেশীর প্রতি দৃষ্টি রাখে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হবে যে, তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।'... (বাইহাকী, আবু নুয়াইম)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, দ্বীন রক্ষার জন্য এবং হকসমূহ আদায় করার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ উপার্জন করার অনেক ফযীলত রয়েছে। এর দ্বারা একাগ্রতা কাম্য হওয়ার বিষয়টি জানা গেলো।

৬. হযরত আবু যর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—

اَلزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا اِضَاعَةِ الْمَالِ.

'দুনিয়ার প্রতি বিরাগী হওয়া হালালকে হারাম করা এবং সম্পদ নষ্ট করার নাম নয়।'

ফায়দা ঃ এ হাদীসে সম্পদ নষ্ট করার স্পষ্ট নিন্দা এসেছে। কারণ, এতে করে একাগ্রতা নষ্ট হয়।

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

'আল্লাহ তাআলা রোগ ও ঔষধ উভয়টি অবতীর্ণ (সৃষ্টি) করেছেন। প্রত্যেক রোগের তিনি ঔষধও বানিয়েছেন। তাই তোমরা চিকিৎসা করো এবং হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করো না।' (আবু দাউদ)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ এ হাদীসে সুস্থতা লাভের পরিস্কার নির্দেশ এসেছে।

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْمِعْدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوْقُ اِلَيْهَا وَارِدَةٌ فَاِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوْقُ بِالصِّحَّةِ وَاِذَا فَسَدَتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوْقُ بِالسَّقَمِ.

'পাকস্থলী দেহের চৌবাচ্চা। দেহের শিরাসমূহ তার নিকট (খাদ্যাহরণে) আসে। তাই পাকস্থলী সুস্থ হলে শিরাসমূহ সুস্থতা নিয়ে যায়, আর পাকস্থলী অসুস্থ হলে শিরাসমূহ অসুস্থতা নিয়ে যায়।'

(শুয়াবুল ঈমান, বাইহাকী)

ফায়দা ঃ এ হাদীসে পাকস্থলীর যত্ন নেওয়ার প্রতি নির্দেশ এসেছে।

عَنْ اُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَاْكُلُ وَ عَلِيٌّ مَعَهُ يَاْكُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِعَلِيٍّ مَهْ يَاعَلِيُّ فَاِنَّكَ نَاقِهٌ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَ شَعِيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا عَلِيُّ مِنْ هٰذَا فَاَصِبْ فَاِنَّهُ اَوْفَقُ لَكَ

৯. হযরত উম্মে মুনযির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার (আমাদের নিকট) আসেন, তাঁর সাথে হযরত আলী (রাযিঃ) ছিলেন। একটি খেজুরের গুচ্ছ ঝুলানো ছিলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর খেতে শুরু করলেন। হযরত আলী (রাযিঃ)ও খেতে লাগলেন। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে ইরশাদ করেন—'এগুলো (খেজুর) খেয়ো না। তোমার শরীর দুর্বল। তারপর আমি সবজি ও যব তৈরী করি। তিনি ইরশাদ করলেন—হে আলী! এখান থেকে নাও। এগুলো তোমার উপযোগী। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা রোগীর জন্য ক্ষতিকর বস্তু ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা জানা গেলো। কারণ, তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

www.islamfind.wordpress.com

১০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ করতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ক্ষুধা থেকে। কারণ, তা নিশিযাপনের মন্দ সঙ্গী।' (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

ফায়দা ঃ মিরকাত গ্রন্থে 'তীবির' উদ্ধৃতিতে ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার এ কারণ উদ্ধৃত করেছে যে, এতে দেহশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এ হাদীস দ্বারা দেহের শক্তি, সুস্থতা ও মনের একাগ্রতা কাম্যবস্তু হওয়া প্রমাণিত হয়। কারণ, অধিক ক্ষুধার কারণে এসবে ব্যাঘাত ঘটে। তবে ক্ষুধার যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা ক্ষুধা ও অসুস্থতা অবশ্য কাম্য হওয়া প্রমাণিত হয় না।

১১. হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِرْمُوْاوَارْكَبُوْا

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, তীর নিক্ষেপ করো এবং অশ্বারোহণ করো।'

(তিরমিযী, ইবনে মাজা, আবু দাউদ, দারামী)

ফায়দা ঃ অশ্বারোহণ শিক্ষা করা এক প্রকারের ব্যায়াম। এতে শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১২. হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَـرَكَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ قَدْعَصٰى

'যে ব্যক্তি তীর চালনা শিক্ষা করে তা ছেড়ে দিলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা এরূপ বলেছেন যে, সে নাফরমানী করলো।'

(মুসলিম)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা শক্তি রক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়ার কত গুরুত্ব

www.islamfind.wordpress.com

জানা গেলো। আর তা নষ্ট হওয়ার অপকারিতা ৩ নম্বর আয়াতের আলোচনায় এসেছে।

১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ.

'শক্তিশালী ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে উত্তম এবং অধিক প্রিয়। তবে সবার মধ্যেই মঙ্গল রয়েছে।' (মুসলিম)

ফায়দা ঃ শক্তি যখন আল্লাহ তাআলার নিকট এত প্রিয় বস্তু, তাহলে তা টিকিয়ে রাখা, তার বৃদ্ধি ঘটানো এবং যে সমস্ত জিনিস শক্তি হ্রাসকারী, সেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা কাম্য বস্তু হবে। এর মধ্যে আহার অত্যাধিক পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া, নিদ্রা বেশী পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া, সহবাসে সীমাতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করা, এমন বস্তু ভক্ষণ করা, যার দ্বারা অসুখ হয় বা নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বিরত না থাকা, যার ফলে রোগ বেড়ে যায় বা রোগ সারতে বিলম্ব হয়—এ সবই অন্তর্ভুক্ত। এর সবগুলো থেকেই বেঁচে চলা দরকার। একইভাবে শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম করা, দৌড়ঝাঁপ করা, পায়ে হাঁটার অভ্যাস করা, যে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহারে আইনানুগ অনুমতি রয়েছে বা অনুমতি লাভ করা সম্ভব, সেগুলোর অনুশীলন করা—এ সবই অন্তর্ভুক্ত। তবে শরীয়তের সীমারেখা ও আইনের সীমারেখা লংঘন করা উচিত নয়। কারণ, এতে করে শান্তি ও একাগ্রতা—যা শরীয়তে কাম্য বস্তু—বরবাদ হয়ে যায়।

১৪. হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাযিঃ) স্বীয় পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلٰثَةُ رَكْبٌ.

'এক আরোহী এক শয়তান, দুই আরোহী দুই শয়তান এবং তিন আরোহী কাফেলা।' (মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

ফায়দা ঃ একথা তখন ছিলো, যখন এক-দুইজন আরোহীর শত্রুর

www.islamfind.wordpress.com

কবলে পড়ার আশংকা ছিলো। এতে প্রমাণিত হয় যে, নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী।

১৫. হযরত আবু সা'লাবা খুশানী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رض قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوْا فِى الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِىْ هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ اِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلاً اِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ.

'মানুষ যখন কোন গন্তব্যে উপনীত হতো, তখন উপত্যকা ও নিম্নভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে যেতো, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন—তোমাদের উপত্যকা ও নিম্নভূমিসমূহে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া শয়তানের পক্ষ থেকে। (কারণ, কারো কোন বিপদ ঘটলে অন্যেরা জানতেও পারবে না।) এরপর থেকে কোন গন্তব্যে উপনীত হলে তারা পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে (কাছাকাছি) মিলতেন যে, এমন বললে যথার্থ হবে যে, তাদের সবাইকে এক কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে তাতে সবারই সংকুলান হবে।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারাও নিজের হেফাযত করা ও সতর্কতা অবলম্বন করার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

১৬. হযরত আবুস সায়িব (রাযিঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এক বিদায়প্রার্থীকে) ইরশাদ করেন—

خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ

'তোমার অস্ত্র সঙ্গে নাও।'

আমার বনু কুরায়যার ব্যাপারে (যারা ইহুদী এবং মুসলমানদের শত্রু ছিলো) আশংকা হয়। সুতরাং ঐ ব্যক্তি অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। (হাদীসটি আরো দীর্ঘ।) (মুসলিম)

ফায়দা ঃ যে ক্ষেত্রে শত্রুর ভয় থাকে সেখানে নিজের হেফাযতের জন্য বৈধ অস্ত্র নিজের সঙ্গে রাখার বৈধতা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

১৭. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের দিন আমরা তিনজন করে লোক একটি করে উটের উপর পালাক্রমে চলছিলাম। হযরত আবু লুবাবা (রাযিঃ) ও হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহনের অংশীদার ছিলেন।

فَكَانَتْ اِذَا جَائَتْ عُقْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ نَحْنُ نَمْشِيْ عَنْكَ قَالَ مَا اَنْتُمَا بِاَقْوٰى مِنِّيْ وَمَا اَنَا بِاَغْنٰى عَنِ الْاَجْرِ مِنْكُمَا.

'যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেঁটে চলার পালা আসতো, তখন তাঁরা দু'জন নিবেদন করতেন যে, আমরা আপনার পক্ষ থেকে পায়ে হেঁটে চলবো। তিনি ইরশাদ করতেন, তোমরা আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী নও। আর আমি তোমাদের তুলনায় সওয়াবের কম অভাবী নই। (অর্থাৎ, পায়ে হেঁটে চলার যে সওয়াব রয়েছে, তার প্রয়োজন আমারও রয়েছে।) (শরহুস সুন্নাহ)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পায়ে হাঁটারও অভ্যাস রাখবে। অধিক আরামপ্রিয় হবে না।

১৮. হযরত ফুযালা বিন উবাইদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاِرْفَاهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَاْمُرُنَا اَنْ نَحْتَفِيَ اَحْيَانًا.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অধিক আরামপ্রিয় হতে নিষেধ করতেন। তিনি আমাদেরকে কখনো কখনো খালি পায়ে হাঁটারও হুকুম দিতেন।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ উপরের হাদীসের বিষয়বস্তু আর এ হাদীসের বিষয়বস্তু

www.islamfind.wordpress.com

একই। তবে এ হাদীসে খালি পায়ে হাঁটার কথাটি অতিরিক্ত রয়েছে।

১৯. হযরত ইবনে আবি হাদরাদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

تَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشَنُوا وَامْشُوا حُفَاةً

'মিতব্যয়িতার সাথে জীবন অতিবাহিত করো। মোটা খাও, মোটা পরো এবং খালি পায়ে চলো।' (জামউল ফাওয়াইদ)

ফায়দা ঃ এতে অনেক উপকারিতা রয়েছে। এর দ্বারা দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি, কষ্টসহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতা লাভ হয়।

২০. হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَايَنْبَغِىْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُذِلَّ نَفْسَهٗ قَالَ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهٗ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَايُطِيْقُ.

'কোন মুমিনের জন্য সমীচিন নয় নিজেকে লাঞ্ছিত করা। জিজ্ঞাসা করা হলো—হে আল্লাহর রাসূল! এর অর্থ কি? তিনি ইরশাদ করলেন—নিজেকে লাঞ্ছিত করার অর্থ হলো, যে বিপদ সইতে পারবে না তা বহন করতে যাওয়া।' (তাইসীর, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এর কারণ পরিস্কার, কেননা এতে করে পেরেশানী বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে এমন সমস্ত কাজই অন্তর্ভুক্ত, যা নিজের আয়ত্বাধীন নয়। বরং কোন বিরোধীর পক্ষ থেকেও যদি কোন উপদ্রব দেখা দেয়, তাহলে প্রশাসনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করো। তখন প্রশাসন নিজে এর বিহিত করবে কিংবা তোমাকে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দিবে। আর যদি খোদ সরকারের পক্ষ থেকেই কোন কষ্টকর ঘটনা ঘটে, তাহলে ভদ্রতার সঙ্গে নিজের কষ্টের বিষয়ে সরকারকে অবহিত করো। আর তার পরও যদি মনঃপূত কোন সমাধান না হয়, তাহলে ধৈর্য ধরো। কাজে-কর্মে এবং কথা বা কলম দ্বারা মোকাবেলা করো না এবং বিপদ দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করো।

এ প্রবন্ধে তিনটি আয়াত ও বিশটি হাদীস তুলে ধরা হলো। শেষের

দু'টি হাদীস ছাড়া—যেগুলোর কিতাবের নাম হাদীসের সাথে লিখে দেওয়া হয়েছে—অবশিষ্ট সব কয়টি হাদীস মিশকাত শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে।

নোট-ক ঃ উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্থতা, একাগ্রতা ও শক্তি অর্থাৎ, শান্তি ও নিরাপত্তা কাম্য বস্তু হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত আলোচনা জায়গায় জায়গায় করা হয়েছে।

নোট-খ ঃ যে সমস্ত কাজ উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী হবে, উদ্দেশ্যসমূহ ওয়াজিব হলে এবং ব্যাঘাত সৃষ্টি নিশ্চিত ও তীব্র হলে, সে কাজগুলো হারাম হবে অন্যথায় মাকরূহ হবে।

নোট-গ ঃ বান্দার ইচ্ছার বাইরে কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন ঘটনা ঘটলে—যার দ্বারা সুস্থতা, শক্তি ও প্রশান্তি ইত্যাদি নষ্ট হয়—তাহলে এসব বিপদের কারণে সওয়াব লাভ হয়, অদৃশ্যের সাহায্য পাওয়া যায় এবং অস্থিরতাও সৃষ্টি হয় না। বিধায় এ সবের জন্য ধৈর্যধারণ করবে এবং আনন্দিত থাকবে। নবীগণ এবং অলীগণ সবার সঙ্গেই এমনটি হয়েছে। তাদের এসব ঘটনা কুরআন ও হাদীসে প্রচুর পরিমাণে উল্লেখ রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

একাদশ রূহ

নিয়মিত নামায আদায় করা

নামায সম্পর্কিত কিছু আয়াত এবং কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি।

১. খোদাভীরুদের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ.

'তারা ঠিক ঠিকভাবে নামায আদায় করে।' (সূরা বাকারা)

ফায়দা ঃ যথাসময়ে উত্তম রূপে নামায পড়া এবং সবসময় পড়া সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ.

২. 'নামায ঠিক ঠিকভাবে আদায় করো।' (সূরা বাকারা-৪৩)

ফায়দা ঃ এরূপ ভাষায় নামায পড়ার নির্দেশ পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায়ই এসেছে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

৩. 'হে ঈমানদারগণ! (মনের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো।' (সূরা বাকারা-১৫৩)

ফায়দা ঃ এ আয়াতে নামাযের বিশেষ একটি উপকারিতা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মনের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। আর এর প্রয়োজন সবারই রয়েছে।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ...... فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا.

৪. 'সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও..... অতঃপর যদি (জামাআতের সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নামায আদায় করতে তোমাদের শত্রুর) ভয় হয়, তাহলে পদচারণাবস্থায় অথবা আরোহণাবস্থায় (যে অবস্থায় হোক, এমনকি কেবলার দিকে যদি মুখও না থাকে এবং রুকু-সিজদা যদি ইশারা করেও করতে হয় তবুও) নামায পড়ে নাও। (এমতাবস্থায়ও নামাযের হেফাযত করো। নামায ছেড়ে দিও না।'

(সূরা বাকারা-২৩৯)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ প্রিয় পাঠক। চিন্তা করে দেখুন, নামাযের গুরুত্ব কত বেশী। এমন কঠিন অবস্থাতেও নামায ছাড়ার অনুমতি নেই।

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ.

৫. (যুদ্ধক্ষেত্রে সকলে একত্রে নামায পড়তে আরম্ভ করলে যদি শত্রুপক্ষ সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করার আশংকা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় সমস্ত সৈন্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করে) তাদের একদল আপনার সঙ্গে (আপনি থাকাবস্থায়, আর আপনার অবর্তমানে যে ইমাম হবে তার সঙ্গে নামাযে) দাঁড়াবে (এবং অন্য দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে) পরে যখন প্রথম দল (আপনার সঙ্গে) সিজদা করে (এক রাকাআত পুরা করে ফেলে) তখন এরা (শত্রুর প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য) পিছনে সরে যাবে এবং দ্বিতীয় দল যারা এখনো নামায আরম্ভ করেনি প্রথম দলের পরিবর্তে ইমামের নিকট চলে আসবে এবং আপনার সঙ্গে (অবশিষ্ট এক রাকাআত) নামায পড়বে। (এভাবে প্রত্যেক দলের এক রাকাআত করে পড়া হবে এবং বাকী এক রাকাআত এভাবে পড়বে যে, ইমাম যখন দু' রাকাআতের পর সালাম ফিরাবে, তখন প্রত্যেকেই নিজের অবশিষ্ট এক রাকাআত নামায পুরা করবে। আর যদি ইমাম চার রাকাআত আদায় করেন, তাহলে প্রত্যেক দলকে তিনি দু' রাকাআত করে নামায পড়াবেন আর অবশিষ্ট দু'রাকাআত তারা নিজেরা পড়ে নিবে। আর মাগরিব নামাযে প্রথম দলকে দু'রাকাআত এবং দ্বিতীয় দলকে এক রাকাআত করে পড়াবে তারপর তারা নিজেরা অবশিষ্ট নামায আদায় করে নিবে।) (সূরা নিসা–১০২)

ফায়দা ঃ চিন্তা করে দেখুন! নামাযের গুরুত্ব কত বেশী। এমন টানাপোড়েনের মধ্যেও নামায ছাড়ার অনুমতি নেই। যদিও আমাদের প্রয়োজনের কারণে তার সুরত বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ... وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.

৬. 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য ওঠো (এর পর

ওযু–গোসলের হুকুম দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন) এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও (পানি ব্যবহার করলে ক্ষতির আশংকা হয় বা পানি পাওয়া না যায়) তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে।'

(সূরা মায়েদাহ–৬)

ফায়দা ঃ লক্ষ্য করার বিষয় যে, অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হলে বা না পেলে ওযু–গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে, একইভাবে দাঁড়ানো সম্ভব না হলে বসে পড়বে এবং বসে পড়তে না পারলে শুয়ে পড়বে কিন্তু নামায ছাড়তে পারবে না।

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ.

৭. '(মদ এবং জুয়া হারাম হওয়ার একটি কারণ এও বলেছেন যে, শয়তান চায় যে, এই মদ ও জুয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে এবং নামায থেকে (যা আল্লাহকে ইয়াদ করার শ্রেষ্ঠতম পন্থা) তোমাদেরকে বিরত রাখবে।' (সূরা মায়েদা–৯১)

ফায়দা ঃ লক্ষ্য করো। এ আয়াত দ্বারা নামাযের কত বড় মর্যাদা প্রকাশ পায় যে, যে জিনিস নামাযের প্রতিবন্ধক তাকেও হারাম করা হয়েছে, যেন নামাযে বিঘ্ন না ঘটে।

৮. (এমন একদল লোকের ব্যাপারে, যারা সর্বতভাবে ইসলামের ক্ষতি করেছে এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়েছে—আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—)

فَإِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ.

'যদি এরা (কুফর থেকে) তাওবা করে (অর্থাৎ, মুসলমান হয়ে যায় এবং ইসলামকে প্রকাশও করে যেমন) নামায পড়তে এবং যাকাত দিতে আরম্ভ করে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই হয়ে যাবে। এবং অতীতে কৃত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।' (সূরা তাওবা–১১)

ফায়দা ঃ এ আয়াতে নামাযকে ইসলামের আলামত বলা হয়েছে। এমনকি কোন কাফিরকে কেউ যদি কালিমা পড়তে না শোনে, কিন্তু নামায পড়তে দেখে, তাহলে সকল আলেমের ঐক্যমত যে, তাকে মুসলমান মনে করবে। আর যাকাতের যেহেতু বিশেষ কোন রূপ নেই,

www.islamfind.wordpress.com

তাই তা এ পর্যায়ের আলামতও নয়।

৯. এক দল নবীর কথা আলোচনা করে তারপর তার পরবর্তী অযোগ্য উত্তরসূরীদের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ

'তাদের পর এমন কতক অযোগ্যের সৃষ্টি হলো, যারা নামায নষ্ট করল।' (সূরা মারিয়াম-৫৯)

(একটু পরে বলেন) এরা সত্বরই (আখেরাতে) মন্দ পরিণতি দেখবে। অর্থাৎ, আযাবে পতিত হবে।

ফায়দা ঃ লক্ষ্য করো! নামায নষ্টকারীদের জন্য কেমন আযাবের ধমকি দেওয়া হয়েছে।

১০. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

'আপনার পরিবারস্থ লোকদেরকে নামাযের হুকুম করুন এবং আপনি নিজেও তার প্রতি যত্নশীল থাকুন।' (সূরা ত্বাহা-১৩২)

ফায়দা ঃ খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে হুকুম করা হচ্ছে, যাতে করে অন্যেরা বুঝতে পারে যে, যখন তাঁরই নামায মাফ নাই, তাহলে অন্যদের তো মাফ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ আয়াত দ্বারা আরো জানা গেলো যে, নিজে যেমন নামাযের পাবন্দী করতে হবে, তেমনিভাবে পরিবারের অন্যান্যদেরকেও নামাযের তাকীদ করতে হবে।

নামায সম্পর্কিত আরো অনেক আয়াত রয়েছে, এখানে এতটুকুর উপরই ক্ষান্ত করা হলো।

হাদীসসমূহ—

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ

www.islamfind.wordpress.com

يَبْقَى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

'বলো তো! কারো দরজায় যদি একটি নদী থাকে, আর ঐ নদীতে সে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার দেহে ময়লা থাকতে পারে? লোকেরা বললো, কোন ময়লাই থাকবে না। তিনি ইরশাদ করলেন—পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও তাই। আল্লাহ তাআলা নামাযীর সমস্ত গুনাহ এর মাধ্যমে মাফ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা নামাযের কত বড় ফযীলত প্রমাণিত হয়। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এর জন্য কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার শর্ত লাগানো হয়েছে। এরপরও কি এটি কম বড় সম্পদ?

২. হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ

'মানুষের মাঝে ও কুফুরীর মাঝে নামায ছেড়ে দেওয়াই ব্যবধান।' (নামায ছেড়ে দিলে সে ব্যবধান উঠে যায় এবং কুফুরী এসে পড়ে। ঠিক মানুষের মধ্যে না এসে পাশে এলেও দূরত্ব তো থাকলো না।) (মুসলিম)

ফায়দা ঃ লক্ষ্য করুন! নামায পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কত বড় ধমকি এসেছে যে, তা মানুষকে কুফুরীর নিকটবর্তী করে দেয়।

৩. হযরত আবদুর রহমান বিন আমর বিন আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন—

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلٰوةِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَّهٗ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

'যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে, নামায তার জন্য কেয়ামতের দিন আলো, প্রমাণ ও পরিত্রাণ হবে। আর যে এর হেফাযত করবে না,

www.islamfind.wordpress.com

নামায তার জন্য আলো, প্রমাণ ও পরিত্রাণ কোনটিই হবে না। কেয়ামত দিবসে সে ব্যক্তি কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালফের সঙ্গে থাকবে। (অর্থাৎ, যদিও তাদের সঙ্গে চিরদিনের জন্য দোযখে থাকবে না, কিন্তু তাদের সঙ্গী হওয়াটাই বড় মারাত্মক ব্যাপার।'

(আহমাদ, দারামী, বাইহাকী, শুআবুল ঈমান)

৪. হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

'আমাদের মাঝে ও লোকদের মাঝে যে একটি অঙ্গীকারের বস্তু (অর্থাৎ, অঙ্গীকারের কারণ) রয়েছে, তা হলো নামায। বিধায় যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিবে সে (আচরণ পাওয়ার দিক থেকে) কাফির হয়ে গেলো। (অর্থাৎ, আমরা তার সঙ্গে কাফিরদের সঙ্গে যে আচরণ করি সেই আচরণ করবো। কারণ, ইসলামের অন্য কোন নিদর্শন তার মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ, রেশ-ভূষা, পোশাক-আশাক ও কথাবার্তায় সবাই সমান। তাই আমরা তাকে কাফিরই মনে করবো।)

(আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজা)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামায ছেড়ে দেওয়াও কুফুরীর একটি আলামত। যদিও ইসলামের অন্য কোন আলামত থাকলে নামায পরিত্যাগ করার কারণে তাকে কাফির মনে করবো না, কিন্তু কুফুরীর কোন আলামত গ্রহণ করা কি সামান্য ব্যাপার!

৫. হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাযিঃ) তার পিতা থেকে এবং পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ.

'নিজের সন্তানদেরকে তার সাত বছর বয়স হলে নামাযের জন্য তাকীদ করো। আর দশ বছর বয়স হলে তাকে নামাযের জন্য প্রহার করো।' (আবু দাউদ)

www.islamfind.wordpress.com

উপরোক্ত হাদীসসমূহ মিশকাত শরীফে রয়েছে।

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, খুযাআ গোত্রের দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে মুসলমান হলেন। তাদের একজন শহীদ হয়ে গেলেন। আর অপরজন একবছর পর (স্বাভাবিকভাবে) মৃত্যুবরণ করলেন। হযরত তালহা বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন—আমি পরে মৃত্যুবরণকারীকে (স্বপ্নে) দেখলাম যে, তাকে শহীদ ব্যক্তির পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। আমি বড় আশ্চর্যান্বিত হলাম। সকালবেলা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একথা আলোচনা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন—ঐ (মৃত্যুবরণকারী) ব্যক্তি কি ওর (শহীদের) পর রমাযানের রোযা রাখেনি? এবং একবছর পর্যন্ত হাজার হাজার রাকাআত নামায পড়েনি। (শুধুমাত্র ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদার হিসাব করলেও দশ হাজার রাকআতের কাছাকাছি হয়। (অর্থাৎ, এজন্য সে শহীদের চেয়ে অগ্রগী হয়েছে। (আহমাদ, ইবনু মাজা, ইবনু হিব্বান ও বাইহাকী)

ফায়দা ঃ ইবনু মাজা ও ইবনু হিব্বান অতিরিক্ত এ কথাও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—ঐ দুই ব্যক্তির মর্যাদার মধ্যে আসমান ও যমীনের দূরত্বের চেয়েও অধিক তফাৎ রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ মর্যাদার পিছনে নামাযেরই অধিক দখল রয়েছে। তাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারই আধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বিধায় নামায এমন একটি বস্তু, যার উসীলায় শহীদের চেয়েও বড় মর্যাদা লাভ হয়।

৭. হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—তিনি ইরশাদ করেন—

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ.

'নামায বেহেশতের চাবি।' (দারামী)

ফায়দা ঃ নামাযকে চাবিরূপে উল্লেখ করা স্পষ্ট বলে দেয় যে, তা সমস্ত ইবাদতের চেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার বড় কারণ হবে।

www.islamfind.wordpress.com

৮. হযরত আবদুল্লাহ বিন কুরত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ

'কেয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাযের। তা সঠিক হলে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে, আর তা খারাপ হলে তার সমস্ত আমল খারাপ হবে।' (তবরানী, আওসাত)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সব ইবাদতের মধ্যে নামাযের বরকতের প্রভাব পড়ে থাকে। সবচেয়ে বড় আমল হওয়ার এর চেয়ে বড় দলীল আর কী হতে পারে?

৯. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একটি হাদীসে একথাও) ইরশাদ করেন—

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلٰوةَ لَهٗ وَإِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلٰوةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

'যার নিকট নামায নেই, (অর্থাৎ, যে নামায পড়ে না) তার নিকট দ্বীন নেই। দ্বীনের সঙ্গে নামাযের তুলনা এমন, দেহের সঙ্গে মাথার তুলনা যেমন। অর্থাৎ, মাথা না থাকলে যেমন দেহ মৃত, তেমনি নামায না থাকলে সমস্ত আমল নিষ্প্রাণ।' (তবরানী, আওসাত ও সগীর)

ফায়দা ঃ যে জিনিসের উপর দ্বীন এত বেশী নির্ভরশীল, তা ছেড়ে দিয়ে কোন নেক আমলকে যথেষ্ট মনে করা কত বড় ভ্রান্তি।

১০. হযরত হানযালা কাতিব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি—তিনি ইরশাদ করেন—

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَحُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

'যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হেফাযত করবে অর্থাৎ, তার রুকু, তার সেজদা ও তার সময় সবকিছুর হেফাযত করবে (অর্থাৎ, এগুলোকে

www.islamfind.wordpress.com

কোন ত্রুটি করবে না) এবং একথার বিশ্বাস রাখবে যে, সব নামায আল্লাহর পক্ষ হতে সঠিক নির্দেশ তাহলে জান্নাত তার জন্য 'ওয়াজিব' হয়ে যাবে এবং সে দোজখের জন্য হারাম হয়ে যাবে।' (এসব কথার মূল অর্থ একই) (আহমাদ)

এ হাদীসগুলো তারগীব গ্রন্থে রয়েছে। এখানে দশটি আয়াত এবং দশটি হাদীস মোট বিশটি দলীল তুলে ধরা হলো। হে মুসলমানগণ! এতগুলো আয়াত এবং হাদীস শুনেও কি নিয়মিত নামায পড়বে না!

www.islamfind.wordpress.com

দ্বাদশ রাহ

মসজিদ নির্মাণ করা

শ্রম দিয়ে বা অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণের কাজে সহযোগিতা করা, মসজিদের জন্য জমি দেওয়া এবং ভাঙ্গা মসজিদ মেরামত করা এ সবই মসজিদ নির্মাণের অন্তর্ভুক্ত।

মসজিদে নামায পড়া, বিশেষত জামাআতের সাথে নামায আদায় করা, মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, মসজিদের আদব রক্ষা করা, মসজিদের খেদমত করা এবং মসজিদে বেশী সময় অবস্থান করা এগুলো হলো মসজিদের হক।

মসজিদ নির্মাণ করা এবং তার হক আদায় করা সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদীস লিখছি।

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا.

'ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর যিকির (ও ইবাদত) করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো নষ্ট ও বিরান করতে চেষ্টা করে?' (সূরা বাকারা-১১৪)

২. আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰۤئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

'(সত্যিকার অর্থে) মসজিদসমূহকে আবাদ রাখা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না, তাদের জন্যই অভিষ্ট লক্ষ্য (অর্থাৎ, জান্নাত ও নাজাত) প্রাপ্তির আশা (ও ওয়াদা) রয়েছে।' (সূরা তাওবা-১৮)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ এ আয়াতে মসজিদ আবাদকারীদের জন্য ঈমান ও জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا رَاَیْتُمُ الرَّجُلَ یَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِیْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ یَقُوْلُ.

اِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ الایة

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—'যখন তোমরা কোন লোককে মসজিদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে দেখো (অর্থাৎ, মসজিদের খেদমতের প্রতি খেয়াল রাখে, সেখানে বেশী সময় অবস্থান করে, জামাআতে নামায আদায় করে ইত্যাদি) তাহলে তোমরা তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষী দাও। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

(অর্থাৎ, উপরোক্ত আয়াত, যার তরজমা উপরে (পূর্বের আয়াতের তরজমায় লেখা হয়েছে) (মিশকাত, তিরমিযী, ইবনু মাজা, দারামী)

৩. আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

فِیْ بُیُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ

'তারা (অর্থাৎ হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকেরা) এ রকম ঘরসমূহে (গিয়ে ইবাদত-বন্দেগী করে) যেগুলোর আদব-সম্মান করার জন্য এবং সেগুলোতে আল্লাহর নামের যিকির করার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে।' (সূরা নূর-৩৬)

ফায়দা ঃ এ আয়াতে ঘর দ্বারা মসজিদসমূহ উদ্দেশ্য।

হাদীসসমূহ—

১. হযরত উসমান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ بَنٰی مَسْجِدًا یَبْتَغِیْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَی اللّٰهُ لَهٗ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ.

'যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে (অন্য

www.islamfind.wordpress.com

কোন মন্দ উদ্দেশ্যে নয়) মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য ঐ রকম একটি ঘর তৈরী করবেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা বিশুদ্ধ নিয়তের গুরুত্বও জানা গেলো, তদুপরি নতুন মসজিদ নির্মাণ না করে নির্মিত মসজিদ মেরামত করার সওয়াবের কথাও জানা গেলো। কারণ, হযরত উসমান (রাযিঃ) মসজিদে নববী মেরামত করে এ হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়।

যেমন, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোন মসজিদ তৈরী করবে—চাই তা 'কাতাত' পাখির বাসার সমান হোক বা তার চেয়েও ছোট হোক—আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। (তৈরী করার মধ্যে অর্থ ব্যয় করা কিংবা পরিশ্রম করা উভয়টি অন্তর্ভুক্ত। যেমন কিনা জামউল ফাওয়াইদ গ্রন্থে রাযীন থেকে হযরত আবু সায়ীদ (রাযিঃ)এর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী তৈরীর সময় নিজে কাঁচা ইট বহন করছিলেন) (ইবনু খুযাইমা ও ইবনু হিব্বান)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা নির্মাণাধীন মসজিদে চাঁদা দেওয়ার ফযীলত জানা গেলো। কারণ, পাখির বাসার সমান বানানোর অর্থ কেবল এই হতে পারে যে, পূর্ণ মসজিদ তৈরী করতে পারেনি, তবে মসজিদ তৈরীর কাজে অতি সামান্য অংশ নিয়েছে, যার ফলে এ অর্থ দিয়ে মসজিদের সামান্য অংশ তৈরী হয়েছে। উপরের হাদীসে উক্ত 'জান্নাতে তার অনুরূপ ঘর তৈরী হবে' এর দ্বারা একথা যেন মনে করা না হয় যে, এমতাবস্থায় পাখির বাসার সমান ঘর তৈরী করা হবে। কারণ, এ দৃষ্টান্তের অর্থ এই নয় যে, ছোট বড় হওয়ার দিক থেকে তার মত হবে। বরং এর অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তির ইখলাস অনুপাতে ঘর তৈরী হবে। তবে তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হবে অনেক বড়।

যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য (জান্নাতে) একটি ঘর তৈরী করবেন, যা তার তুলনায় অনেক লম্বা ও

www.islamfind.wordpress.com

চওড়া হবে। (আহমাদ)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ بَنٰى بَيْتًا يُعْبَدُ اللّٰهُ فِيْهِ مِنْ مَالٍ حَلَالٍ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوْتٍ.

'যে ব্যক্তি ইবাদতের উদ্দেশ্যে হালাল মাল দ্বারা একটি ঘর (অর্থাৎ মসজিদ) তৈরী করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে মতি ও ইয়াকুত পাথরের ঘর তৈরী করবেন।' (তাবরানী, আওসাত)

ফায়দা ঃ এটিও মসজিদের আদব যে, তাতে হারাম মাল ব্যয় করবে না। তা হারাম টাকা পয়সা হোক, মাল-মশলা হোক, বা জমিন হোক। যেমন, কিছু লোকের এমন আগ্রহ থাকে যে, অন্য জমিদারের জমিতে তার অনুমতি ছাড়া মসজিদ তৈরী করে। তারপর সে বাধা দিলে লড়াই করার জন্য ও মরার জন্য তৈরী হয়ে যায় এবং একে ইসলামের পক্ষপাতিত্ব ও ইসলামের খেদমত মনে করে। বিশেষতঃ জমিদার অমুসলিম হলে তো একে ইসলাম কুফরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে করে। খুব ভালো করে বুঝে নাও, এ জমিতে যে মসজিদ তৈরী করা হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা মসজিদই নয়। তবে জমিদারের সম্মতিতে নিজেদের মালিকানাভুক্ত করে তারপর তাতে মসজিদ তৈরী করবে।

৩. হযরত আবু সায়ীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন নিগ্রো মহিলা ছিলো। (সম্ভবতঃ ইথিওপিয়ান ছিলো)। সে মসজিদ ঝাড়ু দিতো। এক রাতে সে মারা যায়। সকালবেলা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হলো, তখন তিনি ইরশাদ করেন—তোমরা আমাকে (রাতে) জানাওনি কেন? তারপর তিনি সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন এবং তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার উপর তাকবীর পড়লেন। (অর্থাৎ, জানাযা নামায পড়লেন) এবং তার জন্য দু'আ করলেন, তারপর ফিরে এলেন।(ইবনু মাজা, ইবনু খুযাইমা)

অপর একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কোন আমলকে অধিক ফযীলতের পেয়েছো?' সে উত্তর

www.islamfind.wordpress.com

দিল যে, 'মসজিদ ঝাড়ু দেওয়াকে।' (আবুশ শাইখ ইস্পাহানী)

ফায়দা ঃ লক্ষ্য করুন! মসজিদ ঝাড়ু দেওয়ার বদৌলতে একটি অখ্যাত দরিদ্র ইথিওপিয়ান মহিলা—যার অখ্যাতি ও দরিদ্রতার কারণে তার মৃত্যুসংবাদও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করা হয়নি—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কত বেশী মূল্যায়ন করলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ না দেওয়ার জন্য অভিযোগ করলেন। তারপর তাঁর কবরে গিয়ে জানাযা নামায পড়লেন। কবরের উপর জানাযা নামায পড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য ছিলো। এবং তার জন্য দু'আ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করায় সে নিজে এ আমলের কত বড় ফযীলত বর্ণনা করলো। আফসোস! এখন মসজিদে ঝাড়ু দেওয়াকে মানুষ দোষ ও অপমানের কাজ মনে করে।

৪. হযরত আবু কুরসফা (রাযিঃ) থেকে দীর্ঘ একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَإِخْرَاجُ الْقُمَامَةِ مِنْهَا مُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ.

'মসজিদ থেকে ময়লা-আবর্জনা বের করে ফেলা ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের মহর।' (তাবরানী, কাবীর)

৫. হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

'যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে এমন জিনিস বাইরে ফেলবে, যার দ্বারা কষ্ট হয় (যেমন ঃ আবর্জনা, কাঁটা, মূল মেঝের অতিরিক্ত পাথর) আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।' (ইবনু মাজা)

৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ وَأَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মহল্লায়

www.islamfind.wordpress.com

মহল্লায় মসজিদ তৈরী করার এবং সেগুলোকে পাক-পরিষ্কার সুরভিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।'

(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজা, ইবনু খুযাইমা)

ফায়দা ঃ পাক রাখার অর্থ এই যে, তার মধ্যে কোন নাপাক মানুষ, নাপাক কাপড় বা নাপাক তেল ইত্যাদি যেন যেতে না পারে। আর পরিষ্কার রাখার অর্থ এই যে, তার ময়লা-আবর্জনা বের করে ফেলবে।

৭. হযরত ওয়াসেলা বিন আসকা (রাযিঃ) থেকে দীর্ঘ একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—মসজিদসমূহকে প্রতি জুমুআর দিন (সুগন্ধির) ধূপ দাও।

(ইবনু মাজা, কাবীর, তাবরানী)

ফায়দা ঃ মসজিদে সুগন্ধি দেওয়া জুমুআর দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তবে জুমুআর দিনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐ দিন নামাযী বেশী হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক হয়ে থাকে। তাই মাঝে মাঝে ধোঁয়া দেওয়া অথবা অন্য কোনভাবে সুগন্ধি লাগানো কিংবা ছিটিয়ে দেওয়া উচিত।

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ اَوْيَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ فِىْ رِوَايَةٍ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—'যখন তোমরা কাউকে মসজিদের মধ্যে বেচাকেনা করতে দেখবে, তখন বলবে যে, আল্লাহ তাআলা তোমার ব্যবসায় লাভ না দিক। আর যখন কোন ব্যক্তিকে দেখবে যে, সে তার হারানো জিনিস (-এর কথা) মসজিদের মধ্যে জোরে জোরে তালাশ (ঘোষণা) করছে, তখন বলবে যে, আল্লাহ তাআলা তোমার নিকট তা ফিরিয়ে না দিক।'

(তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু খুযাইমা, হাকিম)

অপর একটি রেওয়ায়াতে এও রয়েছে যে, মসজিদসমূহকে এ সমস্ত

www.islamfind.wordpress.com

কাজের জন্য তৈরী করা হয়নি। (মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনু মাজা)

ফায়দা ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—মসজিদের মধ্যে এমন জিনিস তালাশ করা, যা মসজিদের বাইরে হারিয়ে গেছে। মসজিদের মধ্যে এজন্য জোরে জোরে তালাশ (ঘোষণা) করছে যে, এখানে বহু মানুষের সমাগম হয়েছে। হয়তো কেউ সন্ধান দিবে। আর এরূপ বদদু'আ দেওয়ার উদ্দেশ্য তাকে সতর্ক করা। তবে এতে লড়াই, ঝগড়ার ভয় হলে মনে মনে বলবে। এ হাদীসে মসজিদের অভ্যন্তরীণ আদব উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ, সেখানে দুনিয়ার কাজ করবে না।

৯. হযরত ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

خِصَالٌ لَايَنْبَغِيْنَ فِي الْمَسْجِدِ لَايُتَّخَذُ طَرِيْقًا وَلَا يُشَهَّرُ فِيْهِ سِلَاحٌ وَلَا يُنْبَضُ فِيْهِ بِقَوْسٍ وَلَا يُنْثَرُ فِيْهِ نَبْلٌ وَلَا يُمَرُّ فِيْهِ بِلَحْمٍ نِيْئٍ وَلَا يُضْرَبُ فِيْهِ حَدٌّ وَلَا يُقَصُّ فِيْهِ مِنْ اَحَدٍ وَلَا يُتَّخَذُ سُوْقًا.

'এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো মসজিদের মধ্যে করা সমীচীন নয়—

১. মসজিদকে পথ বানাবে না। (যেমন কিছু লোক আছে, যারা ঘোরাপথ থেকে বাঁচার জন্য মসজিদের ভিতর দিয়ে গিয়ে অপর দিক দিয়ে বের হয়ে যায়।)

২. তার মধ্যে অস্ত্র বের করবে না।

৩. ধনুকে তীর জোতবে না।

৪. তীর ছড়িয়ে রাখবে না, (যেন কারো দেহে না বিধে)।

৫. তার মধ্য দিয়ে কাঁচা গোশত নিয়ে যাবে না।

৬. মসজিদের ভেতরে কাউকে শাস্তি দিবে না।

৭. মসজিদে কারো থেকে প্রতিশোধ নিবে না। (যাকে শরীয়তে 'হদ্দ' ও 'কেসাস' বলে)

৮. তাকে বাজার বানাবে না। (ইবনু মাজা)

১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

سَيَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ لَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ.

'সত্বরই শেষ যুগে এমন সব লোক হবে, যারা মসজিদের মধ্যে কথা বলবে। আল্লাহ তাআলা তাদের কোন পরোয়া করবেন না। (অর্থাৎ, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।) (ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ মসজিদে দুনিয়ার কথা বলাই বেয়াদবী।

১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ لِلْجَمَاعَةِ فَخَطْوَةٌ تَمْحُوْ سَيِّئَةً وَخَطْوَةٌ تُكْتَبُ لَهٗ حَسَنَةٌ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

'যে ব্যক্তি জামাআতের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে রওয়ানা করে, তার এক কদমে একটি করে গুনাহ মাফ হয় এবং অন্য কদমে একটি করে নেকী লেখা হয়। যাওয়ার পথেও এবং আসার পথেও।'

(আহমাদ, তাবরানী, ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তাআলার কত বড় রহমত। যাওয়ার পথে তো সওয়াব পাওয়াই যায়। আসার পথেও একই সমান সওয়াব পাওয়া যায়।

১২. হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন—

مَنْ مَشٰى فِىْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ اِلَى الْمَسْجِدِ لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ بِنُوْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে মসজিদের দিকে যায়। কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সঙ্গে নূরসহ মিলিত হবে।' (তাবরানী)

১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি—

www.islamfind.wordpress.com

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَالشَّابُّ نَشَا فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ.

‘সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া থাকবে না—তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেও, যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে।’ (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

১৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اَكَلَهُمَا فَلَايَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَ قَالَ اِنْ كُنْتُمْ لَابُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَاَمِيْتُمُوْهُمَا طَبْخًا.

‘তোমরা এ সমস্ত দুর্গন্ধযুক্ত সবজী (অর্থাৎ, পিঁয়াজ, রসুন যেমন, অন্যান্য হাদীসে এসেছে) খেয়ে আমাদের মসজিদসমূহে এসো না। যদি তোমাদের এগুলো খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে এগুলোকে (এর দুর্গন্ধকে) আগুন দ্বারা শেষ করে দাও অর্থাৎ, রান্না করে খাও, কাঁচা খেয়ে মসজিদে এসো না।’ (তাবরানী)

১৫. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন—

مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ لَايُرِيْدُ اِلَّا اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا اَوْ يُعَلِّمَهٗ كَانَ لَهٗ كَاَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهٗ.

‘যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, আর তার উদ্দেশ্য কেবল কোন ভালো কথা (অর্থাৎ, দ্বীনের কথা) শেখা বা শেখানো হয়, সে পূর্ণ হজ্জকারীর সওয়াব পায়।’ (তাবরানী)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, মসজিদ যেমন নামাযের জন্য, তেমন ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানোর জন্যও। তাই মসজিদে এমন লোক থাকা উচিত, যে দ্বীনের কথা শিক্ষা দিবে। এ হাদীসগুলো তারগীব কিতাব থেকে সংগৃহীত। দু'টি হাদীস ছাড়া, সে দু'টিতে মেশকাত ও জামউল ফাওয়াইদের নাম লিখে দিয়েছি।

www.islamfind.wordpress.com

করণীয় ঃ উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা যে সমস্ত করণীয় প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো এই—

ক. প্রত্যেক ছোট–বড় জনবসতিতে সেখানকার প্রয়োজন অনুপাতে মসজিদ বানানো উচিত।

খ. মসজিদ হালাল মাল দ্বারা এবং হালাল জমিনে হতে হবে।

গ. মসজিদের আদব রক্ষা করবে। অর্থাৎ, পাক–পবিত্র ও পরিস্কার–পরিচ্ছন্ন রাখবে, ঝাড়ু দিবে, তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। দুর্গন্ধময় বস্তু যেমন তামাক ইত্যাদি খেয়ে বা নিয়ে মসজিদে যাবে না। সেখানে দুনিয়ার কোন কাজ করবে না বা কথা বলবে না।

ঘ. পুরুষদের জন্য মসজিদে নামায পড়া উচিত। মারাত্মক সমস্যা ছাড়া জামাআত ত্যাগ করা উচিত নয়। মসজিদে এবং জামাআতে নামায পড়ার একটি ফায়দা এও রয়েছে যে, পরস্পরে সম্পর্ক মজবুত হয়। পরস্পরের অবস্থা জানা থাকে, 'মুয়াত্তায়ে মালেক' কিতাবের নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়।

একবার হযরত উমর (রাযিঃ) সুলায়মান বিন আবু খায়সামাকে ফজরের নামাযে পেলেন না। হযরত উমর (রাযিঃ) বাজারে গমন করলেন। সুলায়মানের বাড়ী ছিল মসজিদ ও বাজারের মাঝে। তিনি সুলায়মানের মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি সুলায়মানকে ফজর নামাযে দেখলাম না...' এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম এ ফায়দাটিও উল্লেখ করেছেন।

ঙ. মসজিদে এমন ব্যক্তিকে (ইমাম বা শিক্ষক হিসেবে) রাখবে, যে সেখানকার অধিবাসীদেরকে মাসআলা–মাসায়েল শিক্ষা দিবে।

চ. অবসর পেলে মসজিদে গিয়ে বসে থাকবে। সেখানে দ্বীনের কাজ বা কথায় লিপ্ত থাকবে। সমস্ত মানুষ যদি নিয়মিতভাবে এর উপর আমল করে তাহলে সওয়াব ছাড়াও জামাআতও বড় হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বিভিন্ন হাদীসে পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে অধিক সওয়াব।

www.islamfind.wordpress.com

ত্রয়োদশ রূহ

অধিক হারে আল্লাহর যিকির করা

যত বেশী সম্ভব আল্লাহর নাম নিতে থাকবে। কুরআন ও হাদীসে একদিকে এর নির্দেশ এসেছে, অপরদিকে এর সওয়াব ও ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এটি এমন কোন জটিল কাজও নয়। বিধায় এমনতর সহজ কাজকে অগ্রাহ্য করা বা অলসতা করে নির্দেশ অমান্য করা এবং এতবড় সওয়াব হাতছাড়া করে নিজের ক্ষতি করা কেমন অন্যায় ও মন্দ কাজ। উপরন্তু আল্লাহর নাম নিতে না কোন সংখ্যার প্রশ্ন আছে, না সময়ের, না তাসবীহ্ রাখার, না উচ্চ শব্দে বলার, না ওযু করার, না কেবলামুখী হওয়ার, না কোন বিশেষ জায়গার, না এক জায়গায় বসার। মোটকথা, সবদিক থেকে অবাধ ও স্বাধীন। তাহলে কিসের জটিলতা? তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় তাসবীহ নিয়ে পড়তে চায়—সংখ্যা গণনার জন্য হোক, কিংবা তাসবীহ্ হাতে না থাকলে স্মরণ হয় না, তাই স্মরণ হওয়ার জন্য হোক—তাহলে তাও জায়েয আছে, বরং উত্তম। একথা মনে করবে না যে, তাসবীহ্ হাতে রাখলে মানুষকে দেখানো হবে। আসলে দেখানো তো হয় নিয়তের দ্বারা। অর্থাৎ, যখন এ নিয়ত থাকবে যে, মানুষ দেখলে আমাকে বুযুর্গ মনে করবে। আর যদি এরূপ নিয়ত না থাকে তাহলে এটা লোক দেখানো নয়। একে লোক দেখানো মনে করা এবং এ ধারণায় যিকির ছেড়ে দেওয়া শয়তানের ধোঁকা। শয়তান মানুষকে এভাবে প্রতারিত করে সওয়াব থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়।

শয়তান আরেকটি ধোঁকা এই দিয়ে থাকে যে, অন্তর যখন দুনিয়ার কাজে বিভোর, তাহলে মুখে আল্লাহর নাম নেওয়ায় কি ফায়দা? খুব ভালো করে বুঝে নাও, এটিও ভ্রান্তি। আন্তরিকভাবে একবার নিয়ত করলে যে, আমি সওয়াবের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাম নিচ্ছি, তারপর অন্তর অন্যদিকে ধাবিত হলেও নিয়ত পরিবর্তিত হয় না। অবিরাম সওয়াব পেতে থাকে। তবে যে সময় অন্য কাজ থাকবে না, তখন অন্তরকে যিকিরের দিকে মনোযোগী রাখারও চেষ্টা করবে। অর্থহীন বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিবে না। তাহলে আরো বেশী সওয়াব হবে। এখন যিকির সম্পর্কে কিছু আয়াত এবং হাদীস লেখা হচ্ছে।

www.islamfind.wordpress.com

আয়াতসমূহ—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

১. 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে (করুণা দ্বারা) স্মরণ করবো।' (সূরা বাকারা)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ.

২. '(প্রকৃত মুমিনগণ এমন যে,) তারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে।' (সূরা আলে ইমরান–১৯১)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِينَ.

৩. 'আর স্মরণ করতে থাকো তোমার রবকে আপন মনে (অর্থাৎ, নিম্নস্বরে) ক্রন্দনরত ও ভীত–সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং উচ্চস্বরের চেয়ে কম আওয়াজে (একইভাবে ক্রন্দনরত ও ভীত–সন্ত্রস্ত অবস্থায়) সকালে ও সন্ধ্যায় (অর্থাৎ, সবসময়) আর গাফেল থেকো না।' (সূরা আরাফ–২০৫)

ফায়দা ঃ অতি উচ্চস্বরে যিকির করায় কোন সওয়াব নেই। তবে শরীয়তের পাক্কা অনুসারী কোন হক্কানী বুযুর্গ যদি কোন মুরীদকে চিকিৎসা হিসাবে উচ্চস্বরে যিকির করতে বলেন, তবে তা জায়েয আছে। চিকিৎসা হিসাবে এর অর্থ হলো, উচ্চস্বরে যিকির করার দ্বারা কারো কারো অন্তরে অধিক প্রভাব–প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। তবে এদিকে খুব খেয়াল রাখবে যে, উচ্চস্বরে যিকির করার দ্বারা যেন কারো ইবাদত বা ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে, অন্যথায় গুনাহ হবে।

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

৪. '(আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজের নৈকট্য দান করেন এবং প্রিয় বানিয়ে নেন) যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর যিকিরে তাদের মনে শান্তি আসে। ভালো করে জেনে নাও ! আল্লাহর যিকিরের (এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তার) দ্বারা মন শান্তি পায়। (কারণ, আল্লাহর যিকির দ্বারা

আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, আর এই নিবিড় সম্পর্কই হলো ঈমানের শিকড়।' (সূরা রা'আদ–২৮)

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ.

৫. '(মসজিদের মধ্যে এমন লোকেরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে) যাদেরকে ক্রয়–বিক্রয় আল্লাহর যিকির, নামায আদায় করা এবং যাকাত প্রদান করা থেকে গাফেল করে না।' (সূরা নূর–৩৮)

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

৬. 'আল্লাহর যিকির অনেক বড় (অর্থাৎ, এর অনেক ফযীলত রয়েছে)।' (সূরা আনকাবুত–৪৫)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا.

৭. 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা খুব বেশী করে আল্লাহর যিকির করো।' (সূরা আহযাব–৪১)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

৮. 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে যেন তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান–সন্ততি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে।'(সূরা মুনাফিকুন–৯)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا.

৯. 'আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং যাবতীয় পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করে একমাত্র তাঁরই হয়ে যান।' (যাবতীয় পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ হলো, সমস্ত সম্পর্কের উপর যেন আল্লাহর সম্পর্ক প্রবল হয়।) (সূরা মুযযাম্মিল–৮)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

১০. 'নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে ঐ ব্যক্তি, যে (খারাপ আকীদা এবং খারাপ আখলাক থেকে) পবিত্রতা লাভ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে।' (সূরা আ'লা ১৪–১৫)

www.islamfind.wordpress.com

হাদীসসমূহ—

১. হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সা'য়ীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ.

'যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার যিকিরের উদ্দেশ্যে উপবেশন করে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়, তাদেরকে আল্লাহ তাআলার রহমত আচ্ছন্ন করে এবং তাদের উপর প্রশান্তি (সাকীনা) অবতীর্ণ হয়।' (মুসলিম)

২. হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُ كَمَثَلِ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ.

' যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের যিকির করে, আর যে ব্যক্তি করে না, তাদের অবস্থা হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (অর্থাৎ, প্রথম ব্যক্তি জীবিতের ন্যায়,আর দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃতের ন্যায়। কারণ, আল্লাহর স্মরণই হলো, আত্মার জীবন। এটি না থাকলে আত্মা মৃত)। (বুখারী ও মুসলিম)

৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ.

'আমি তার (আমার বান্দার) সঙ্গে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমি তাকে মনে মনে স্মরণ করি, আর সে আমার কথা সমাবেশে আলোচনা করলে আমি তার কথা এমন এক সমাবেশে আলোচনা করি, যা ঐ সমাবেশ থেকে উত্তম।' (অর্থাৎ, নবী ও ফেরেশতাদের সমাবেশে) (বুখারী ও মুসলিম)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ আল্লাহ্ তাআলার অন্তর বলতে আমাদের মত অন্তর উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হলো, এই স্মরণের কথা কেউ জানতে পারে না। যেমন কিনা দ্বিতীয় অবস্থায় সমাবেশের লোকেরা জানতে পারে। আর সেখানকার সমাবেশ এখানকার সমাবেশের তুলনায় উত্তম হওয়ার অর্থ এই যে, ঐ সমাবেশের বেশী সংখ্যক লোক এ সমাবেশের বেশী সংখ্যক লোকের তুলনায় উত্তম হয়ে থাকে। ঐ সমাবেশের প্রত্যেক ব্যক্তি এ সমাবেশের প্রত্যেক ব্যক্তির তুলনায় উত্তম হওয়া আবশ্যক নয়। যেমন, দুনিয়ার মধ্যে যিকিরের কোন সমাবেশে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত থাকেন—যেমন তাঁর জীবদ্দশায় হতো—তাহলে কোন ফেরেশতা বা নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না।

৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ.

'যখন তোমরা বেহেশতের বাগান অতিক্রম করো, তখন তা থেকে ফল ভক্ষণ করো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, বেহেশতের বাগান কি? তিনি ইরশাদ করলেন, যিকিরের বৈঠক ও সমাবেশ।' (তিরমিযী)

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ.

'যে ব্যক্তি কোন জায়গায় বসলো, আর সেখানে আল্লাহ্ তাআলার যিকির করলো না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এটি তার জন্য ক্ষতিকর হবে। এবং যে ব্যক্তি কোন জায়গায় শয়ন করলো এবং সেখানে আল্লাহ তাআলার নাম নিলো না, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এটি তার জন্য ক্ষতিকর হবে।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, কোন ক্ষেত্র এবং কোন অবস্থা

www.islamfind.wordpress.com

যিকির থেকে খালি হওয়া উচিত নয়।

৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন বুস্‌র (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামী শরীয়তের আমল আমার উপর অনেক হয়েছে। (এর দ্বারা নফল আমল উদ্দেশ্য। কারণ, অবশ্য করণীয় (ফরয-ওয়াজিব) আমল অনেক নয়। তার কথার অর্থ হলো ঃ সওয়াবের কাজ অনেক। সবগুলোর কথা মনে রাখা এবং আমল করা কঠিন) তাই আপনি আমাকে এমন কোন জিনিসের কথা বলে দিন, যা আমি নিয়মিতভাবে পালন করবো (এবং তা সবগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে)। তিনি ইরশাদ করলেন—

لَايَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

'(এ আমলকে নিয়মিতভাবে পালন করো যে,) তোমার জিহ্বা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকবে।' (অর্থাৎ, সবসময় যবানে যিকির চলতে থাকবে।) (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

৭. হযরত আবু সা'য়ীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো—মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ ব্যক্তি কে? তিনি ইরশাদ করলেন—

اَلذّٰكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتُ--قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهٖ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَاِنَّ الذّٰكِرَ لِلّٰهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً.

'যে সমস্ত পুরুষ অধিক হারে আল্লাহর যিকিরকারী এবং যে সমস্ত নারী (একইভাবে অধিক হারে) আল্লাহর যিকিরকারিণী। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে (যিকিরকারী ব্যক্তি কি) তার চেয়ে (উত্তম)? তিনি ইরশাদ করলেন—যদি কোন ব্যক্তি কাফির ও মুশরিকদের উপর এ পরিমাণ তরবারী চালায় যে, তা ভেঙ্গে যায় এবং (আঘাতে আঘাতে) এ ব্যক্তির সারা দেহও রক্তে রঞ্জিত হয়, আল্লাহর যিকিরকারী ব্যক্তি মর্যাদার দিক থেকে তার চেয়েও

www.islamfind.wordpress.com

শ্রেষ্ঠ।' (আহমাদ, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এর কারণ সুস্পষ্ট। কেননা জিহাদও নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহর স্মরণের জন্যই। যেমন—ওযূ নির্ধারিত হয়েছে নামাযের জন্য। সূরায়ে হজ্জের আয়াতে একথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে, বিধায় আল্লাহর স্মরণই হলো মূল। আর মূল জিনিস যে শ্রেষ্ঠ হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—তিনি ইরশাদ করেন—

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ.

'প্রত্যেক জিনিসের একটি কালাই (জং দূর করার ব্যবস্থা) রয়েছে। আর অন্তরের কালাই হলো, আল্লাহর যিকির।' (বাইহাকী)

৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَاللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ.

'শয়তান মানুষের অন্তরে জমে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকির করে, তখন সে সরে যায়। আর যখন (স্মরণ থেকে) গাফেল হয়, তখন সে কুমন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করে।' (বুখারী)

১০. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَاتُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيْ.

'আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কথা বেশী বলো না। কারণ, আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কথা বেশী বলা অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ থেকে সর্বাধিক দূরে ঐ অন্তর, যার মধ্যে কঠোরতা থাকে।' (তিরমিযী)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ শেষোক্ত তিন হাদীসের সারকথা এই যে, আসল পরিচ্ছন্নতা সৎকর্ম দ্বারা হয়, আর আসল কঠোরতা সৃষ্টি হয় মন্দ কর্ম দ্বারা। উভয় কাজের মূল অন্তরের সংকল্প। সংকল্পের মূল হলো, ইচ্ছা। তাই যখন আল্লাহর স্মরণে কমতি হয়, তখন শয়তান মন্দ কাজের ইচ্ছা অন্তরে সৃষ্টি করে। ফলে মন্দ সংকল্পের সুযোগ এসে যায় এবং সৎ সংকল্পের সাহস অবশিষ্ট থাকে না। ফলে নেক কাজ হয় না বরং মন্দ কাজ হতে থাকে। আর যখন অধিক হারে যিকির করা হয়, তখন মন্দ ইচ্ছা অন্তরে সৃষ্টি হয় না। ফলে মন্দ সংকল্পও হয় না এবং গুনাহও হয় না, আর তাই সৎকাজের সংকল্প ও সৎকাজ হতে থাকে। এভাবে অন্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়।

১৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْـرًا يَقُوْلُ الْـمُنَافِقُوْنَ اِنَّكُمْ مُرَائُوْنَ.

'এতো অধিক যিকির করো যে, মুনাফিক (বদদ্বীন) লোকেরা তোমাকে রিয়াকার (প্রতারক) বলতে আরম্ভ করে।' (তাবরানী)

১৪. হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَيْسَ يَتَـحَسَّرُ اَهْلُ الْـجَنَّةِ اِلَّا عَلٰى سَاعَةٍ مَّرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَـذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهَا.

'বেহেশতবাসীদের কোন কিছুর আফসোস থাকবে না। কিন্তু তাদের যে সময়টি আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে ঐ সময়ের জন্য তাদের আফসোস হবে।' (তাবরানী, বাইহাকী)

ফায়দা ঃ তবে এ আফসোসের জন্য দুনিয়ার মত কষ্ট হবে না। তাই এরূপ সন্দেহের কিছু নাই যে, জান্নাতে আবার কষ্ট কেন?

১৫. হযরত আয়েশা বিনতে আবু ওয়াক্কাস (রাযিঃ) তদীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে একজন মহিলার নিকট গেলেন। ঐ মহিলার সম্মুখে

www.islamfind.wordpress.com

খেজুরের বীচি কিংবা ছোট পাথর ছিলো, যেগুলো দ্বারা তিনি সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ পড়ছিলেন। তিনি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেননি। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

ফায়দা ঃ এ হাদীসটি তাসবীহ হাতে নিয়ে গণনা করার দলীল। (শামী এমনই লিখেছেন) এ পাঁচটি হাদীস তারগীব গ্রন্থের। এ পর্যন্ত সাধারণ যিকিরের আলোচনা ছিলো। বিশেষ বিশেষ কিছু যিকিরের সওয়াবের কথাও বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত যিকির নমুনা স্বরূপ বলছি, যেমন—

ক. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কিংবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ।

খ. سُبْحَانَ اللّٰهِ

গ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

ঘ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ

ঙ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

চ. اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

ছ. দুরূদ শরীফ পড়া। অনেক রকম দুরূদ শরীফ আছে। একটি সহজ দুরূদ শরীফ এই— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ (নাসায়ী)

সারকথা ঃ সারকথা এই যে, যিকির থেকে গাফেল হয়ো না। চাই বিশেষ কোন যিকির করো, চাই সাধারণ কোন যিকির। সবসময় একই যিকির করো, বা একসময় এক যিকির, অন্য সময় অন্য যিকির। অগণিত যিকির করো, চাই আঙ্গুল বা তাসবীহ দিয়ে গুণে। বিশেষ বিশেষ সময়েরও দু'আ আছে। আগ্রহ থাকলে কোন দ্বীনদার আলেমের নিকট থেকে জেনে নাও। আর তা না হলে এখন যেগুলো লিখে দিলাম তাই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

www.islamfind.wordpress.com

চতুর্দশ রূহ

যাকাত প্রদান করা

যাকাতও নামাযের মত ইসলামের একটি স্তম্ভ। অর্থাৎ, অত্যন্ত মর্যাদাশালী একটি অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ। অনেকগুলো আয়াতেই যাকাত দানের নির্দেশ, তার সওয়াব এবং না দেওয়ার শাস্তি উল্লেখিত হয়েছে। বেশীর ভাগ আয়াত এমন, যেগুলোতে নামাযের সঙ্গে যাকাতেরও নির্দেশ রয়েছে। এ সমস্ত আয়াত পবিত্র কুরআনে সহজেই পাওয়া যেতে পারে। যে আরবী জানেনা, সে অনূদিত কুরআন শরীফে পেতে পারে। তাই এখানে শুধু হাদীসসমূহ লিখছি।

১. হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন—

اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ

'যাকাত ইসলামের সেতু বা উঁচু ভবন। (অর্থাৎ, যাকাত না দিলে ইসলামের উপর চলতে পারবে না বা ইসলামের নিম্ন শ্রেণীতে থাকবে।)

(তাবরানী, আওসাত ও কাবীর)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা যাকাতের অনেক গুরুত্ব প্রমাণিত হলো এবং যাকাত না দেওয়া যে, মুসলমানিত্বের কত ঘাটতি করে তা জানা গেলো।

২. হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اَدّٰى زَكٰوةَ مَالِهٖ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهٗ

'যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত প্রদান করলো, তা থেকে তার মন্দ দিক কেটে গেলো। (অর্থাৎ, যাকাত না দেওয়ায় ঐ সম্পদে যে অকল্যাণ ও অপবিত্রতা প্রবেশ করে তা থাকলো না।)'

(তাবরানী, আওসাত, ইবনে খুযাইমা)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, যে মালের যাকাত দেওয়া হয় না তার মধ্যে বরকত থাকে না। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ১৩

ও ১৪ নম্বর হাদীসে আসছে।

৩. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَلْيُؤَدِّ زَكٰوةَ مَالِهٖ

'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিত নিজের সম্পদের যাকাত দেওয়া।' (তাবরানী, কাবীর)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, যাকাত না দেওয়ায় ঈমানের মধ্যে ঘাটতি থাকে।

৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন মুয়াবিয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

ثَلٰثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ عَبَدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَعَلِمَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَعْطٰى زَكٰوةَ مَالِهٖ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهٗ.

'তিনটি কাজ এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি সেগুলো করবে সে ঈমানের স্বাদ চাখবে। কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই এবং প্রতিবছর নিজের সম্পদের যাকাত এমনভাবে প্রদান করবে যে, তার মন এর উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করে। (অর্থাৎ, তাকে বাধা দেয় না)

ফায়দা ঃ এর দ্বারা যাকাতের মর্যাদা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাকে তাওহীদের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এর প্রতিক্রিয়া এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এর দ্বারা ঈমানের স্বাদ বৃদ্ধি পায়।

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّآ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهٗ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَاُحْمِىَ عَلَيْهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهٗ وَجَبِيْنُهٗ وَظَهْرُهٗ كُلَّمَا بَرَدَتْ اُعِيْدَتْ لَهٗ فِىْ يَوْمٍ كَانَ

www.islamfind.wordpress.com

مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ.

'কোন স্বর্ণের মালিক এবং রূপার মালিক এমন নেই, যে তার হক (অর্থাৎ, যাকাত) দেয় না, কিন্তু (তার অবস্থা এই হবে যে,) কিয়ামতের দিন (ঐ ব্যক্তিকে আযাব দেওয়ার জন্য) ঐ স্বর্ণ–চাঁদির পাত তৈরী করা হবে, তারপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর সেগুলো দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখন ঐ (পাতগুলো) ঠাণ্ডা হতে যাবে, তখন পুনরায় সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। এটা এমন দিন হবে, যার একদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর (অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন)।' (বুখারী ও মুসলিম)

৬. হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِيْ يَسَعُ فُقَرَائَهُمْ وَلَنْ يَجْهَدُوْا إِذَا جَاعُوْا أَوْ عَرُوْا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَائُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللّٰهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا. وَفِيْ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ظَلَمُوْنَا حُقُوْقَنَا الَّتِيْ فَرَضْتَ لَنَا عَلَيْهِمْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَأُدْنِيَنَّكُمْ وَلَأُبْعِدَنَّهُمْ.

'আল্লাহ তাআলা মুসলমান সম্পদশালীদের উপর তাদের সম্পদে এ পরিমাণ হক অর্থাৎ, যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট হবে। গরীবদের খাদ্য ও পোশাকের কষ্ট যখনই হয়, সম্পদশালীদের (এই কর্মের) কারণেই হয়। (অর্থাৎ, তারা যাকাত না দেওয়ার কারণে) মনে রেখো! আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে (এজন্য) কঠিন হিসাব গ্রহণকারী এবং মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদানকারী।'

(তাবরানী, আওসাত ও সগীর)

অন্য একটি হাদীসে এর ব্যাখ্যায় এ কথাও বর্ণিত হয়েছে—

'অভাবী লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সমীপে সম্পদশালীদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করবে যে, তাদের উপর

www.islamfind.wordpress.com

আপনি আমাদের যে হক ফরয করেছিলেন, তা তারা আমাদের নিকট পৌঁছায়নি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন—আমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ! আমি তোমাদেরকে নিকটতম বানাবো এবং তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবো।' (তাবরানী, সগীর ও আওসাত)

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'আমাদেরকে নিয়মিত নামায আদায়ের এবং যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে না তার নামাযও (কবুল) হয় না।' (তাবরানী, ইস্পাহানী)

অপর একটি বর্ণনায় তিনি ইরশাদ করেন—

أَمَرَنَا بِإِقَامَةِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَمَنْ لَمْ يُؤْتِ الزَّكٰوةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ يَنْفَعُ عَمَلُهٗ.

'যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করে, কিন্তু যাকাত প্রদান করে না—সে (পূর্ণ) মুসলমান নয়। (যে, তার নেক আমল তার উপকারে আসবে।) (ইস্পাহানী)

ফায়দা ঃ কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এরা নামাযও ছেড়ে দিবে। এরূপ করলে সেজন্য পৃথক শাস্তি হবে। বরং উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন যাকাতও দেয়।

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ تَطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ.

'যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তার যাকাত প্রদান করে না, কিয়ামত দিবসে ঐ সম্পদ বিষাক্ত সাপে পরিণত করা হবে, যার উভয় চোখের উপর দু'টি বিন্দু থাকবে। (এমন সাপ অত্যাধিক বিষাক্ত হয়) এবং তার গলায় বেড়ীর মত পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। সাপ তার উভয় চোয়াল কামড়ে ধরবে এবং বলবে—'আমি তোর সম্পদ। আমি

www.islamfind.wordpress.com

তোর সঞ্চয়।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এর সত্যায়নে) এ আয়াত পাঠ করেন—وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ.

এ আয়াতে সম্পদকে বেড়ীরূপে পরানো হবে একথা উল্লেখ রয়েছে।'

(বুখারী, নাসায়ী)

৯. হযরত আম্মারা বিন হাযম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللّٰهُ فِى الْاِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلٰثٍ لَمْ يُغْنِيْنَ عَنْهُ شَيْئًا كَمَنْ لَايَاْتِىْ بِهِنَّ جَمِيْعًا اَلصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ.

('লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'–এর উপর ঈমান আনা ছাড়া) আল্লাহ তাআলা ইসলামে আরও চারটি জিনিস ফরয করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তার মধ্য থেকে তিনটি জিনিস আদায় করবে, তা তাকে (পূর্ণ) কাজ দিবে না। যতক্ষণ না সব কয়টিই আদায় করবে। নামায, যাকাত, রমাযানের রোযা এবং বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ।'

(আহমাদ)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা একথাও জানা গেলো যে, যদি নামায, রোযা ও হজ্জ সব কয়টিই করে, কিন্তু যাকাত না দেয় তাহলে এসব কয়টিও তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না।

১০. হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَانِعُ الزَّكٰوةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى النَّارِ.

'যে যাকাত প্রদান করবে না, কিয়ামতের দিন সে দোযখে যাবে।'

(তাবরানী, সগীর)

১১. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

ظَهَرَتْ لَهُمُ الصَّلٰوةُ فَقَبِلُوْهَا وَخَفِيَتْ لَهُمُ الزَّكٰوةُ فَاَكَلُوْهَا اُولٰئِكَ

www.islamfind.wordpress.com

هُمُ الْمُنَافِقُوْنَ.

'নামায তো এমন একটি বস্তু, যা সবার সম্মুখে প্রকাশ পায় তা গ্রহণ করেছে—আর যাকাত গোপন জিনিস তা নিজে খেয়ে ফেলেছে (হকদারদেরকে দেয়নি) এমন লোক মুনাফিক।' (বাযযার)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, কিছু লোক এজন্য নামায পড়ে যে, না পড়লে সবাই জানতে পারবে। আর যাকাত এজন্য দেয়না যে, তা কেউ জানতে পারবে না। মুনাফিকরা এমনই করতো। অথচ উভয়টিই আল্লাহর হুকুম।

১২. হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكٰوةَ اِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللّٰهُ بِالسِّنِيْنَ وَ فِىْ رِوَايَةٍ اِلَّا حَبَسَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ.

'যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করেন। অপর বর্ণনায় এরূপ এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।' (তাবরানী, হাকিম, বাইহাকী)

১৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَاخَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالًا اِلَّا اَفْسَدَتْهُ.

'যে সম্পদের মধ্যে যাকাত মিশ্রিত থাকে, তা ঐ সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।' (বাযযার, বাইহাকী)

ফায়দা ঃ সম্পদের মধ্যে যাকাত মিশ্রিত থাকার অর্থ এই যে, তাতে যাকাত ফরয হলো, কিন্তু তা থেকে যাকাত বের করা হলো না। এবং সম্পদ ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো, ঐ সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাবে, কিংবা তার বরকত চলে যাবে। যেমন সম্মুখের হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

১৪. হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا تَلِفَ مَالٌ فِىْ بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ اِلَّا بِحَبْسِ الزَّكٰوةِ.

'যখন কোন সম্পদ স্থলে বা জলে ধ্বংস হয়, তা যাকাত না দেওয়ার কারণেই হয়।' (তাবরানী, আওসাত)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ যাকাত দেওয়া সত্ত্বেও কদাচিত যদি সম্পদ ধ্বংস হয়, তা মূলতঃ ধ্বংস নয়। কারণ, তার প্রতিদান আখিরাতে পাওয়া যাবে। আর যাকাত না দেওয়ার কারণে যা ধ্বংস হয়, তা শাস্তিস্বরূপ হয়। তার প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি নেই।

১৫. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি এবং আমার খালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এমতাবস্থায় উপস্থিত হলাম যে, আমরা স্বর্ণের কাঁকন পরিহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কি এর যাকাত দাও? আমরা নিবেদন করলাম ঃ না। তিনি ইরশাদ করলেন—

أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ أَدِّيَا زَكٰوتَهٗ.

'তোমাদের কি এ ভয় হয় না যে, তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা আগুনের কাঁকন পরাবেন। এর যাকাত দিও।' (আহমাদ)

উপরোক্ত হাদীসগুলো তারগীব ও তারহীব গ্রন্থে রয়েছে।

ফায়দা ঃ উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রমাণিত হয়—

ক. যাকাত ফরয হওয়া এবং তার ফযীলত।

খ. যাকাত না দেওয়ার আপদ ও শাস্তি। দুনিয়াতে মাল ধ্বংস হওয়া বা বরকতহীনতা এবং আখিরাতে দোযখ।

গ. যে যাকাত প্রদান করে না, তার নামায, রোযা ইত্যাদিও কবুল হয় না।

ঘ. যে যাকাত দেয় না, তার অবস্থা মুনাফিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যার বর্ণনা ১১ নম্বর হাদীসে এসেছে।

ঙ. যাকাত বান্দার হক সদৃশ হওয়া। যেমন ৬ নম্বর হাদীসের অধীনে এসেছে। এর দ্বারা যাকাতের গুরুত্ব অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে অধিক বেড়ে যায়।

এখন যাকাত সংক্রান্ত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় লিখছি।

প্রথম বিষয় ঃ যে সব বস্তুর মধ্যে যাকাত ফরয হয় তা কয়েকটি—

১. স্বর্ণ, চান্দি। তা মুদ্রা ও মোহররূপে হোক, বা কয়েন রূপে হোক। নিজের হাতে থাক, বা কারো দায়িত্বে এমন ঋণ থাক, যার প্রমাণ নিজের

নিকট রয়েছে বা ঋণগ্রহীতা নিজেই স্বীকার করে। বা স্বর্ণ, চান্দির পাত্র, গহনা, জরি ইত্যাদিরূপে হোক। যদি শুধুমাত্র চান্দির বস্তু হয়, আর ওজনে সাড়ে ৫২ তোলার সমান হয় কিংবা চান্দির সাথে কিছু স্বর্ণের জিনিসও থাকে আর স্বর্ণের দাম চান্দির ওজনের সঙ্গে মিলে সাড়ে ৫২ তোলার সমান হয়, তাহলে যেদিন থেকে এ সমস্ত জিনিসের মালিক হয়েছে, ঐ দিন থেকে ইসলামী (১ চন্দ্রবর্ষ) বছর অতিবাহিত হলে তার চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত ফরয হবে। এটাই সতর্কতা যে, পঞ্চাশ ভরির সমানও যদি হয় তাহলে সোয়া ভরি যাকাত দিবে।

যেসব বস্তুর মধ্যে যাকাত ফরয হয় তার দ্বিতীয়টি হলো, ব্যবসার পণ্য। যখন তার মূল্য উপরোক্ত পরিমাণ হবে। এর মূল্যের পরিমাণ দ্বারা এ কথাও জানা গেলো যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক অনেক রয়েছে, যাদের উপর যাকাত ফরয। কারণ, এতটুকু গহনা বা ব্যবসার পণ্য থেকে খুব কম ঘরই খালি রয়েছে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে গাফেল। তাই এ ব্যাপারে অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত।

তৃতীয় জিনিস, এমন উট, গরু, মহিষ, ভেড়া বা ছাগল, যেগুলোকে শুধুমাত্র দুধ ও বাচ্চা লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করা হয় এবং সেগুলো মাঠে চরে বেড়ায়। যেহেতু এদেশে এ ধরনের পশু কম, তাই এ সবের যে পরিমাণের উপর যাকাত ফরয হয় তা লেখা হলো না। যার প্রয়োজন হয় (কোন হক্কানী) আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবে।

চতুর্থ জিনিস, উশরী জমিনের ফসল। এর মাসআলাও আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিবে।

পঞ্চম জিনিস, সদকায়ে ফিতর। যে সমস্ত লোকের উপর যাকাত ফরয, তাদের সবার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। তাছাড়া এমন কিছু লোকের উপরও সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব, যাদের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। এ বিষয়টিও কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবে। সদকায়ে ফিতর নিজের পক্ষ থেকে এবং বাবার জন্য নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকেও দিতে হবে।

যাকাতের সর্বাধিক হকদার নিজের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন। তারা নিজেদের এলাকায় বাস করুক বা অন্য এলাকায়। তারপর নিজের

www.islamfind.wordpress.com

এলাকার অন্যান্য দরিদ্র লোক। তবে অন্য এলাকার লোক যদি অধিক দরিদ্র হয়, তাহলে তাদের হকই বেশী। যাদেরকে যাকাত দিবে তারা হাশেমী গোত্র অর্থাৎ, সায়্যিদ ইত্যাদি না হতে হবে। এবং যাকাত প্রদানকারীর মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী না হতে হবে। কাফন বা মসজিদের কাজে এগুলো লাগানো জায়িয নেই। তবে মৃত ব্যক্তির আপনজনদেরকে দিতে পারবে। কিন্তু কাফনের কাজে লাগানো বা না লাগানো তাদের এখতিয়ার থাকবে। একইভাবে সব সংগঠন বা সব মাদরাসায় এগুলো দেওয়া ঠিক নয়। যতক্ষণ না সংগঠন বা মাদরাসার লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবে যে, তোমরা কোন পন্থায় যাকাত ব্যয় করো। তারপর কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করবে যে, এই পন্থায় ব্যয় করলে যাকাত আদায় হয় কিনা।

মুসলমানদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অধিকাংশ পেরেশানীর কারণ দারিদ্রতা। যাকাত তার অনেকটাই সমাধান করতে পারে। সম্পদশালীরা যদি অপচয়-অপব্যয় না করে, স্বাস্থ্যবানেরা যদি পরিশ্রম করে, আর অসহায় লোকেরা যদি যাকাতের সাহায্য পেতে থাকে তাহলে মুসলমানদের মধ্যে একজনও অনাহারী ও অনাবৃত থাকবে না।

৬ নম্বর হাদীসে খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তিতেই এ বিষয়টি পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চদশ রূহ

সৎকর্মে ব্যয় ও সহমর্মিতা

যাকাত দিয়ে নিশ্চিন্ত ও নির্দয় হয়ে যাবে না। এরূপ মনে করবে না যে, এখন আমার দায়িত্বে কারো কোনরূপ সহমর্মিতা করা আবশ্যক নয়। যাকাত তো একটি নিয়মতান্ত্রিক হক। আরো অনেক কাজ এমন রয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে তাতে সম্পদ ব্যয় করা এবং সম্পদ না থাকলে কিংবা সম্পদের কাজ না হলে শরীর খাটিয়ে সাহায্য করা জরুরী। তবে এর প্রয়োজনের পরিমাণ আলিমদের থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে। একটি আয়াত এবং হাদীস লিখে এর সংক্ষিপ্ত দলীল তারপর বিস্তারিত দলীল লেখা হবে।

সংক্ষিপ্ত দলীল

১. হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكٰوةِ.

'নিঃসন্দেহে সম্পদে যাকাত ভিন্ন আরো কিছু হক রয়েছে। তারপর (এর সমর্থনে) তিনি এ আয়াত পাঠ করেন—

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا

(এ আয়াত দ্বারা বিষয়টি এভাবে সমর্থিত হয় যে, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যাকাতেরও উল্লেখ করেছেন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে মাল-সম্পদ দান করার কথাও উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সম্পদ ব্যয়ের এ সমস্ত ক্ষেত্র যাকাতের অতিরিক্ত)

(তিরমিযী, ইবনু মাজা, দারামী)

ফায়দা ঃ উক্ত বক্তব্য আয়াত ও হাদীস উভয়টি দ্বারা প্রমাণিত হলো। হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তীবী ও মিরকাত থেকে এর ব্যাখ্যায় কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। যেমন ঃ ভিক্ষুককে ও ঋণপ্রার্থীকে বঞ্চিত করবে না। ব্যবহারের বস্তুসামগ্রী ধার দিতে অস্বীকার করবে না। পানি, লবণ ইত্যাদি সাধারণ বস্তুসমূহ এমনিতেই দিয়ে দিবে।

সম্মুখস্থ আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা আরো বিস্তারিত জানা যাবে।

বিস্তারিত দলীলসমূহ

اَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২. 'তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে থাকো।' (সূরা বাকারা-১৯৫)

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

৩. 'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করয দেবে উত্তম করয?'

(সূরা বাকারা-২৪৫)

অর্থাৎ, ইখলাসের সাথে।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

৪. 'কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন।' (সূরা আলে ইমরান-৯২)

اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ.

৫. '(জান্নাত) তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে।' (সূরা আলে ইমরান ১৩৩-১৩৪)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

৬. 'আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।' (সূরা তাওবা-১১১)

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

৭. 'আর তারা (মুসলমানগণ) অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে এবং যত প্রান্তর তারা (আল্লাহর পথে) অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে

www.islamfind.wordpress.com

লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।' (সূরা তাওবা-১২১)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ.

৮. 'আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও।' (সূরা বনী ইসরাঈল-২৬)

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ.

৯. 'তোমরা যা কিছু (আল্লাহর রাস্তায়) দান করবে, আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে পুরস্কার দান করবেন।' (সূরা সাবা-৩৯)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا.

১০. 'তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে অন্ন দান করে।' (সূরা আদ-দাহর-৮)

ফায়দা ঃ এরূপ আরো অনেক আয়াত আছে, যেখানে যাকাতের কথা উল্লেখ না করে অন্যান্য সৎকর্মে ব্যয় করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসসমূহ

১১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ

'হে আদম সন্তান! তুমি (সৎকাজে) ব্যয় করো। আমি তোমার জন্য ব্যয় করবো।' (বুখারী ও মুসলিম)

১২. হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে ইরশাদ করেন—

اِتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

'লালসা (সম্পদের মোহ) থেকে বাঁচো। এই লালসা পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।' (মুসলিম))

১৩. হযরত আবু সায়ীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَاَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِىْ حَيٰوتِهٖ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهٖ.

'নিজের জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান করা মরণকালে একশ' দিরহাম দান করার চেয়ে উত্তম।' (আবু দাউদ)

১৪. হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَايَتَخَطَّاهَا.

'দান করার ক্ষেত্রে (যতদূর সম্ভব) জলদি করো। কারণ, বিপদ তার আগে যেতে পারে না। বরং থেমে যায়।' (রাযীন)

ফায়দা ঃ দান করলে সওয়াব তো পাবেই। তাছাড়া দুনিয়াতেও বিপদমুক্তি হবে।

১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

'যে ব্যক্তি একটি খেজুর সমান বস্তু পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় করে—আর আল্লাহ তাআলা পবিত্র জিনিসই কবুল করেন—আল্লাহ তাআলা তা নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন (ডান হাতের অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন)। তারপর তিনি তা বৃদ্ধি করেন। যেমন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তার গরুর বাছুর প্রতিপালন করে। এমনকি তা পাহাড় সমান হয়ে যায়।' (বুখারী ও মুসলিম)

১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ.

'দান করায় সম্পদে ঘাটতি হয় না (চাই আমদানী বৃদ্ধি হোক বা বরকত বৃদ্ধি হোক বা সওয়াব বৃদ্ধি হোক, বৃদ্ধি হবেই)'।' (মুসলিম)

১৭. হযরত আবু যর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ.

'কোন নেককাজকেই তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তা নিজের (মুসলমান) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাত করাই হোক না কেন।'

(মুসলিম)

১৮. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِيَدِهٖ فَيَنْفَعَ نَفْسَهٗ وَيَتَصَدَّقَ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْهُ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهٗ لَهٗ صَدَقَةٌ.

'প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্বে কিছু না কিছু সদকা (দান) করা জরুরী।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো—যদি কারো নিকট (সম্পদ) না থাকে?

তিনি ইরশাদ করলেন—স্বহস্তে পরিশ্রম (সম্পদ অর্জন) করবে, তা নিজের কাজেও লাগাবে এবং সদকাও করবে।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো—যদি (অপারগতার কারণে) এও করতে না পারে বা (ঘটনাচক্রে) এমনটি না করে?

তিনি ইরশাদ করলেন—তাহলে কোন অভাবীকে সাহায্য করবে (এটিও সদকা)।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো—যদি এটাও না করে?

তিনি ইরশাদ করলেন—কাউকে কোন ভালো কথা শিক্ষা দিবে।

www.islamfind.wordpress.com

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো—যদি এটাও না করে?

তিনি ইরশাদ করলেন—কারো অনিষ্ট করবে না। এটিও তার জন্য সদকা।' (বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ এগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কারণে সদকা বলেছেন যে, সদকার দ্বারা যেমন মানুষ উপকার লাভ করে, তেমনই এ সবের দ্বারাও উপকার লাভ করে। অন্যথায় সদকার আসল অর্থ তো আল্লাহর পথে সম্পদ দান করা। কারো অনিষ্ট না করাকেও উপকার করার মধ্যে গণ্য করা আল্লাহর কত বড় রহমত!

১৯–২০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ. يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهٖ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا مَتَاعَهٗ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اِلَى الصَّلٰوةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

'মানুষের দেহের প্রত্যেক জোড়ার জন্য প্রতিদিন একটি করে সদকা (আবশ্যক) রয়েছে। দুই ব্যক্তির মাঝে ন্যায়বিচার করা এটিও সদকা। কাউকে বাহনে আরোহণ করতে বা তার সামানা বহন করতে সাহায্য করা এটিও সদকা। কোন উত্তম কথা (যার দ্বারা কারো কল্যাণ হবে) এটিও সদকা। যে কদম নামাযের জন্য উঠায় তাও সদকা। কষ্টদায়ক কোন জিনিস পথ থেকে সরিয়ে ফেলা এটিও সদকা। (বুখারী)

ফায়দা ঃ মুসলিম শরীফের অন্য একটি হাদীসে এর ব্যাখ্যা এরূপ এসেছে যে, মানব দেহে গণনার যোগ্য ৩৬০টি জোড়া রয়েছে। যে ব্যক্তি দৈনিক এই পরিমাণ নেককাজ করলো, সে নিজেকে দোযখ থেকে রক্ষা করলো।

২১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُوْ بِاِنَاءٍ

وَتَرُوحُ بِآخَرَ.

‘অতি উত্তম সদকা এই যে, দুধদানকারী কোন উটনী কাউকে ধার দেওয়া। এমনিভাবে দুধদানকারী কোন বকরী কাউকে ধার দেওয়া। (অর্থাৎ, এভাবে দেওয়া যে, ঐ ব্যক্তি এর দুধপান করতে থাকবে। যখন দুধ শেষ হয়ে যাবে, তখন তা ফেরত দিবে।) যা সকালে একটি পাত্র পূর্ণ করে দিবে। সন্ধ্যায় একটি পাত্র পূর্ণ করে দিবে।’ (বুখারী ও মুসলিম)

২২. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيمَةٌ اِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

‘যে মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করলো বা কোন শস্য বপন করলো। তারপর তা থেকে কোন মানুষ, পাখি বা জীবজন্তু ভক্ষণ করলো—তাও ঐ ব্যক্তির জন্য সদকা হবে।’ (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তা থেকে যা চুরি হয়ে যাবে তাও ঐ ব্যক্তির জন্য সদকা।

ফায়দা ঃ অথচ মালিক চোরকে উপকৃত করার ইচ্ছা করেনি। এরপরও সদকার সওয়াব পাওয়া কত বড় রহমত!

২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—একজন অসৎ মহিলা এজন্য ক্ষমা লাভ করে যে, একবার সে একটি কুকুরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে। কুকুরটি একটি কূপের ধারে জিহ্বা বের করে দিয়ে পড়েছিলো। কুকুরটি পিপাসায় মৃত্যুর উপক্রম ছিলো। মহিলাটি তার চামড়ার মোজা বের করলো। নিজের ওড়নার সঙ্গে সেটি বাঁধলো। তা দ্বারা পানি উঠালো এবং কুকুরটিকে পান করলো। ফলে তাকে ক্ষমা করা হলো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো পশুর (সেবা করার) মধ্যেও কি আমরা সওয়াব লাভ করি? তিনি ইরশাদ করলেন—যত সিক্ত কলিজাধারী (জীব) আছে, (অর্থাৎ, জীবিত প্রাণী) তার সবগুলোতেই সওয়াব আছে।

(বুখারী ও মুসলিম))

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ তবে বুখারী ও মুসলিমের অন্যান্য হাদীসে যেগুলো কষ্টদায়ক প্রাণী, যেমন—সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি সেগুলোকে হত্যা করার নির্দেশ এসেছে।

২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

'করুণাময়ের ইবাদত করো, মানুষকে খানা খাওয়াও এবং সালামের প্রসার ঘটাও। (অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করো। সে পরিচিত হোক, চাই অপরিচিত হোক।) তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

(তিরমিযী, ইবনে মাজা)

২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

تَبَسُّمُكَ فِىْ وَجْهِ اَخِيْكَ صَدَقَةٌ وَاَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَاِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِىْ اَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِىْءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ دَلْوِ اَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

'যখন নিজের মুসলমান ভাইয়ের মুখোমুখি হও (অর্থাৎ, সাক্ষাৎ হয়) তখন মুচকি হাসা (যার দ্বারা সে বুঝে যে, আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে সে আনন্দিত হয়েছে) এটিও সদকা। কাউকে ভালো কাজের নির্দেশ করা এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করা এটিও সদকা। পথ ভুলে গেলে কাউকে পথ বলে দেওয়া, এটিও তোমার জন্য সদকা। চোখে কম দেখে এমন লোককে সাহায্য করা তোমার জন্য সদকা। কোন পাথর, কাঁটা বা হাড্ডি পথ থেকে সরিয়ে ফেলা এটিও তোমার জন্য সদকা এবং নিজের বালতি থেকে নিজের ভাইয়ের বালতিতে (পানি) ঢেলে দেওয়া এটিও তোমার জন্য সদকা।' (তিরমিযী)

www.islamfind.wordpress.com

২৬. হযরত সা'আদ বিন উবাদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করলেন—উম্মে সা'দ (অর্থাৎ আমার মা) মৃত্যুবরণ করেছেন।

فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِيْرًا.

'তাই কোন সদকা অধিক ফযীলতের (যার সওয়াব তাকে দান করবো?) তিনি ইরশাদ করলেন—পানি। তিনি একটি কূপ খনন করালেন এবং বললেন যে, এটি (অর্থাৎ, এর সওয়াব) উম্মে সা'দের জন্যে।' (আবু দাউদ, নাসায়ী)

২৭. হযরত আবু সায়ীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْيٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خَضِرِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاءٍ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ.

'যে মুসলমান কোন মুসলমানকে তার বস্ত্রহীন অবস্থায় বস্ত্র দান করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে সবুজ বস্ত্র দান করবেন এবং যে মুসলমান কোন মুসলমানকে (তার) অভুক্ত (অর্থাৎ, খাবার না থাকা) অবস্থায় খাবার দিবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল দিবেন এবং যে মুসলমান কোন মুসলমানকে তৃষ্ণার সময় পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে (জান্নাতের) মোহরাঙ্কিত (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) পানীয় পান করাবেন।'

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

২৮. হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

سَبْعٌ تَجْرِىْ لِلْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِهٖ وَهُوَ فِىْ قَبْرِهٖ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا اَوْ كَرٰى نَهْرًا اَوْ حَفَرَ بِيْرًا اَوْ غَرَسَ نَخْلًا اَوْ بَنٰى مَسْجِدًا اَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا اَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهٗ بَعْدَ مَوْتِهٖ.

'সাতটি বস্তু এমন রয়েছে যেগুলোর সওয়াব মানুষের মৃত্যুর পরও

www.islamfind.wordpress.com

চালু থাকে এবং সে তখন কবরে শুয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিলো বা কোন খাল খনন করালো বা কূপ খনন করালো বা গাছ লাগালো বা মসজিদ তৈরী করলো বা কুরআন শরীফ রেখে গেলো বা এমন সন্তান রেখে গেলো, যে তার মৃত্যুর পর তার মাগফিরাতের দু'আ করে।' (তারগীব, বাযযার ও আবু নাঈমের উদ্ধৃতিতে)

ইমাম ইবনু মাজা গাছ লাগানো এবং কূপ খননের জায়গায় সদকা করা ও মুসাফিরখানার কথা উল্লেখ করেছেন। (তারগীব)

এ হাদীস দ্বারা দ্বীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং জনহিতকর কাজেরও ফযীলত প্রমাণিত হলো।

২৯. হযরত সা'আদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু (সম্পদ) বন্টন করলেন। আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুককেও দিন। (হাদীসের শেষাংশে আছে যে,) তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন—

لَاُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُكَبَّ فِى النَّارِ عَلٰى وَجْهِهٖ.

'আমি (কখনও) কাউকে দিই, অথচ অন্য ব্যক্তি আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, (কিন্তু) এ আশংকায় (দিই) যে, সে না পেলে ইসলামের উপর কায়েম থাকবে না। আর (এর ফলে) আল্লাহ তাআলা তাকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (মুসলিম)

(কারণ, কিছু নওমুসলিম প্রথমে শক্তিশালী হয় না এবং কষ্ট সইতে পারে না। তাদের ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই তাদেরকে আরাম পৌছানো জরুরী।)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা নওমুসলিমদের সাহায্য করা এবং আরাম পৌছানোর ফযীলত প্রমাণিত হলো।

৩০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—ঐ সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা কেয়ামত

www.islamfind.wordpress.com

দিবসে ঐ ব্যক্তিকে আযাব দিবেন না, যে এতীমের প্রতি রহম করে, তার সঙ্গে নরমভাবে কথা বলে এবং তার এতীম হওয়া ও অসহায় হওয়ার প্রতি মায়া করে। (তারগীব তাবরানীর উদ্ধৃতিতে)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা এতীমখানায় সহযোগিতা করারও ফযীলত পাওয়া গেলো।

সারকথা ঃ এ হলো, দশটি আয়াত এবং বিশটি হাদীস। হাদীসগুলো মিশকাত শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে দু"-তিনটি হাদীস অন্য কিতাবের। সেগুলোতে ঐ কিতাবের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে। এ সকল হাদীস দ্বারা সৃষ্টিজীবের উপকার করার বহু ক্ষেত্রের কথা অবগত হওয়া গেলো। এরূপ আরো অনেক কাজ রয়েছে, যার সবগুলো একটি আয়াতে এবং একটি হাদীসে একত্রিত হয়েছে।

আয়াত ঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

নেকী ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো।

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে মানুষকে অধিক উপকার পৌছায়। (তারগীব)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

www.islamfind.wordpress.com

ষষ্ঠদশ রূহ

রোযা রাখা

রোযা রাখা, বিশেষ করে রমাযানের ফরয রোযা এবং ওয়াজিব রোযা রাখার গুরুত্ব ঃ

রোযা নামায ও যাকাতের মত ইসলামের একটি রুকন তথা স্তম্ভ। অর্থাৎ, অত্যন্ত মর্যাদাশালী অবশ্য করণীয় একটি নির্দেশ।

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ.

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে।'

(সূরা বাকারা–১৮৩)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللّٰهُ فِى الْاِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلٰثٍ لَمْ يُغْنِيْنَ عَنْهُ شَيْئًا كَمَنْ لَايَأْتِيْنَ بِهِنَّ جَمِيْعًا اَلصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَ صِيَامُ رَمَضَانَ وَ حَجُّ الْبَيْتِ.

'(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ–'এর উপর ঈমান আনা ছাড়া) আল্লাহ তাআলা ইসলামে আরো চারটি জিনিস ফরয করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তার মধ্য থেকে তিনটি জিনিস আদায় করবে, তা তাকে (পূর্ণ) কাজ দিবে না। যতক্ষণ না সব কয়টিই আদায় করবে। নামায, যাকাত, রমাযানের রোযা ও বাইতুল্লাহর হজ্জ।'

যার দ্বারা জানা যায় যে, যদি নামায, যাকাত ও হজ্জ সবকিছু পালন করে, কিন্তু রোযা না রাখে তাহলে তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না।

রোযার মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে, যা অন্য কোন ইবাদতের মধ্যে নেই, তা এই যে, রোযা থাকা আর না থাকার কথা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। তাই রোযা সে ব্যক্তিই রাখবে, যার মধ্যে আল্লাহর মুহাব্বত বা আল্লাহর ভয় আছে। বর্তমানে কিছু ত্রুটি থাকলেও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে,

www.islamfind.wordpress.com

ভালোবাসা ও মর্যাদার কাজ করার দ্বারা অন্তরে ভালোবাসা ও মর্যাদা সৃষ্টি হয়। তাই রোযা রাখার দ্বারা এই ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা থাকবে, সে দ্বীনের ব্যাপারে কত মজবুত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই রোযা রাখার মধ্যে যে, শক্তিশালী দ্বীনদার হওয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা প্রমাণিত হলো। সম্মুখের হাদীসদ্বয়ে এ বিষয়টিকেই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهٗ اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِىْ

'মানুষের সমস্ত আমল তার জন্য, কিন্তু রোযা তা কেবলমাত্র আমার জন্য।' (বুখারী)

৪. অপর একটি বর্ণনায় আল্লাহ তাআলার এ ইরশাদ রয়েছে যে, রোযাদার ব্যক্তি তার খাওয়া, তার পান করা এবং (স্ত্রী সংক্রান্ত) তার জৈবিক চাহিদা আমার কারণে পরিত্যাগ করে। (বুখারী)

এ হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরবর্তী হাদীসে আছে।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার এ বাণী নকল করেন—

يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ اَجْلِىْ وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ اَجْلِىْ وَيَدَعُ لَذَّتَهٗ مِنْ اَجْلِىْ وَيَدَعُ زَوْجَتَهٗ مِنْ اَجْلِىْ.

'সে আমার জন্য খাওয়া ছেড়ে দেয়, আমার জন্য পান করা ছেড়ে দেয়, আমার জন্য স্বাদের বস্তু ছেড়ে দেয় এবং আমার জন্য নিজের স্ত্রী ছেড়ে দেয়। (অর্থাৎ, নিজের খাহেশাত তার দ্বারা পুরা করে না।)'

(ইবনু খুযাইমাহ)

ফায়দা ঃ এসব হাদীস দ্বারা উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হলো। আর এজন্যই রোযাকে আল্লাহ তাআলা নিজের জিনিস বলেছেন। যেমন ঃ তিন নম্বর হাদীসে চলে গেছে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে সম্মুখের হাদীসে খুব গুরুত্ব সহকারে রোযাকে সমস্ত আমলের মধ্যে তুলনাহীন বলা

www.islamfind.wordpress.com

হয়েছে।

৬. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رض قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِیْ بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهٗ لَاعَدْلَ لَهٗ. قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِیْ بِعَمَلٍ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهٗ لَاعَدْلَ لَهٗ. قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مُرْنِیْ بِعَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَاِنَّهٗ لَاعَدْلَ لَهٗ.

'আমি নিবেদন করলাম—হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন (বড়) আমলের নির্দেশ দিন। তিনি ইরশাদ করলেন—রোযা রাখো! কারণ, কোন আমল এর সমকক্ষ নয়। আমি (পুনরায়) নিবেদন করলাম—হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে (বড়) কোন আমলের নির্দেশ দিন। তিনি এবারও ইরশাদ করলেন—রোযা রাখো! কারণ, কোন আমল তার মত নেই। আমি (তৃতীয়বার) পুনরায় নিবেদন করলাম—হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে (বড়) কোন আমলের নির্দেশ দিন। তিনি আবারও ইরশাদ করলেন—রোযা রাখো! কারণ, কোন আমল তার মত নেই।'

(নাসায়ী, ইবনু খুযাইমাহ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে রোযা অতুলনীয়। যেমন ঃ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যে এবং আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ও ভয় থাকার বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে রোযা অতুলনীয়। রোযাদার ব্যক্তি যদি এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে তাহলে অবশ্যই সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, গুনাহ ভয় ও ভালোবাসার কমতির কারণেই হয়ে থাকে। আর যখন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, তখন দোযখ থেকেও রক্ষা পাবে। সম্মুখের হাদীসের উদ্দেশ্যও এটিই।

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَّحِصْنٌ مِنَ النَّارِ.

'রোযা একটি ঢাল এবং দোযখ থেকে (বাঁচার জন্য) একটি শক্তিশালী দুর্গ।' (আহমাদ, বাইহাকী)

রোযা এমন গুনাহের কাজ থেকে বাঁচায়, যেগুলো কিনা অভ্যন্তরীণ

www.islamfind.wordpress.com

রোগ, তেমনিভাবে অনেক বাহ্যিক রোগ থেকেও বাঁচায়। কারণ, এ সমস্ত রোগ বেশীর ভাগ সময় অধিক পরিমাণে পানাহার করার কারণে হয়ে থাকে। রোযার দ্বারা পানাহারে ঘাটতি হয় বিধায় এ ধরনের রোগও আর কাছে আসে না।

সম্মুখের হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لِكُلِّ شَيْءٍ زَكٰوةٌ وَ زَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ

'প্রত্যেক বস্তুর একটি যাকাত রয়েছে। আর শরীরের যাকাত হচ্ছে রোযা।' (ইবনু মাজা)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, যেভাবে যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের ময়লা বের হয়ে যায়, তেমনিভাবে রোযার মাধ্যমে শরীরের ময়লা অর্থাৎ, দূষিত জীবাণু যার দ্বারা রোগ সৃষ্টি হয়—দূর হয়ে যায়।

সম্মুখের হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে এসেছে।

৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

صُوْمُوْا تَصِحُّوْا

'রোযা রেখো, সুস্থ থাকবে।' (তাবরানী)

রোযার দ্বারা যেভাবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষতিকর বস্তু দূর হয়, তেমনিভাবে তার দ্বারা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আনন্দও লাভ হয়। তাই ইরশাদ হচ্ছে।

১০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে দীর্ঘ একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ.

'রোযাদারের দু'টি আনন্দ (লাভ) হয়। প্রথম, যখন সে ইফতার করে (অর্থাৎ, রোযা খোলে, তখন ইফতার করে আনন্দিত হয়, যা স্পষ্ট ব্যাপার) এবং দ্বিতীয়, যখন স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হবে,

www.islamfind.wordpress.com

(তখন) নিজের রোযার জন্য আনন্দিত হবে। (বুখারী)

তারাবীহ ঃ

রমাযানের আরেকটি ইবাদত তারাবীহের নামাযে কুরআন পাঠ করা এবং শ্রবণ করা, যা কিনা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কিছু বিষয় এর মধ্যে রোযার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রয়েছে। যেমন—ঘুম, যা কিনা পানাহারের মতই মনের প্রিয় বস্তু—তারাবীহের দ্বারা এর মধ্যে কিছুটা স্বল্পতা আসে। তাছাড়া এই কম ঘুমানোর বিষয়টিও সম্পূর্ণরূপে অন্য কেউ জানতে পারে না। অনেক সময় মানুষ নামাযের মধ্যে ঘুমায়, আর অন্যেরা মনে করে যে, সে জেগে আছে। আবার কোন কোন সময় সেজদার মধ্যে ঘুম আসার ফলে শরীরের অবস্থান এমন হয়ে যায় যে, এভাবে ঘুমানোর দ্বারা ওযূ ভেঙ্গে যায়, আর যখন ওযূ থাকলো না, তখন নামাযও থাকলো না। কিংবা ওযূ ভাঙলো না ঠিক, কিন্তু ঘুমের অবস্থায় যে পরিমাণ নামায আদায় হয়েছে, তা সঠিক হয়নি। তাহলে এমতাবস্থায় ঘুমের মত প্রিয় বস্তুকে প্রতিহত করা বা নতুনভাবে ওযূ করে ঐ নামায পুনরায় পড়া বা নামাযের ঐ অংশকে পুনরায় আদায় করা—যা ঘুমের কারণে সঠিক হয়নি—সে ব্যক্তিই করতে পারে, যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা এবং ভয় রয়েছে। বিধায় রোযার মত এ ইবাদত অর্থাৎ, তারাবীহতে কুরআন পাঠ করা এবং শ্রবণ করার মধ্যেও প্রদর্শনী হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা একই আঙ্গিকের দু'টি ইবাদত একত্রে জমা করেছেন। একটি দিনের বেলা, আরেকটি রাতের বেলা। সম্মুখের হাদীসদ্বয়ে এ কথারই উল্লেখ রয়েছে।

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَاَقَامَهُ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

'আল্লাহ তাআলা রমাযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি রমাযানের রাত্রি জাগরণকে (তারাবীহ ও কুরআনের উদ্দেশ্যে) তোমাদের জন্য (আল্লাহ তাআলার নির্দেশে) সুন্নাত বানিয়েছি। (যা সুন্নাতে

www.islamfind.wordpress.com

মুয়াক্কাদা হওয়ার কারণে জরুরী)। যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে এবং সওয়াবের বিশ্বাস রেখে রমাযানের রোযা রাখবে এবং রমাযানের রাত্রি জাগরণ করবে, সে তার গুনাহসমূহ থেকে ঐ দিনের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে, যেদিন তাকে তার মা প্রসব করেছিলো।' (নাসায়ী)

১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.

'রোযা এবং কুরআন উভয়ে কিয়ামত দিবসে মানুষের জন্য শাফায়াত (অর্থাৎ, গুনাহ মাফের জন্য সুপারিশ) করবে। রোযা বলবে—হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে পানাহার ও নফসের খাহেশাত পুরা করা থেকে বিরত রেখেছি। বিধায় তার বিষয়ে আমার সুপারিশ কবুল করুন এবং কুরআন বলবে—আমি তাকে পূর্ণ নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।'

(আহমাদ, তাবরানী ফিল কাবীর, ইবনু আবিদ্ দুনিয়া, হাকিম)

ফায়দা ঃ উভয় হাদীসকে মেলানো হলে রোযা ও রাত্রি জাগরণের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে—যার বিবরণ দেয়া হয়েছে—তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

১৩. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ (الى ان قال) وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ (اِلٰى اَنْ قَالَ) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

'যে সমস্ত পুরুষ এবং নারী রোযা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য মাগফিরাত এবং বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

(সূরা আহযাব–৩৫)

www.islamfind.wordpress.com

১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (দীর্ঘ একটি হাদীসে) ইরশাদ করেন—

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

'ঐ সত্তার শপথ! যাঁর মুঠোয় মুহাম্মাদের প্রাণ, রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ (যা অনাহারে থাকার কারণে হয়ে থাকে) আল্লাহ তাআলার নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুগন্ধযুক্ত।' (বুখারী)

ফায়দা ঃ এ গন্ধের উৎস পাকস্থলী। বিধায় মেসওয়াক করার দ্বারা এ গন্ধ চলে যায় না। হাঁ কিছুটা হ্রাস পায়।

১৫. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (দীর্ঘ একটি হাদীসে—যার মধ্যে আমলের সওয়াবের বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে) ইরশাদ করেন—

وَالصِّيَامُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَايَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهٖ اِلَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

'রোযা কেবলই আল্লাহর জন্য। এর উপর আমলকারীর সওয়াব (অসীম, যা) আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা।'

(তাবরানী ফিল আওসাত, বাইহাকী)

১৬. হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَا يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ حَتّٰى يَكُنْ اٰخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّىْ فِىْ لَيْلَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ وَ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوْتٍ حَمْرَاءَ لَهَا سِتُّوْنَ اَلْفَ بَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهَا قَصْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مُوَشَّحٍ بِيَاقُوْتٍ حَمْرَاءَ فَاِذَا صَامَ اَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ اِلٰى مِثْلِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاسْتَغْفَرَ لَهٗ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكًا مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ اِلٰى اَنْ تَوَارٰى بِالْحِجَابِ وَكَانَ

لَهٗ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ شَجَرٌ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا خَمْسَمِائَةِ عَامٍ.

'যখন রমাযানের প্রথম রাত আসে, তখন আসমানের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তারপর তার কোন দ্বার বন্ধ হয় না। এমতাবস্থায় রমাযানের শেষ রাত চলে আসে। এবং কোন ঈমানদার ব্যক্তি এমন নেই যে, এ সমস্ত রাতের মধ্য থেকে কোন একরাতে নামায পড়ে (এর দ্বারা ঐ নামায উদ্দেশ্য যা রমাযানের কারণে হয়ে থাকে, যেমন—তারাবীহের নামায) তবে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক সেজদার বিনিময়ে দেড় হাজার নেকী লেখেন এবং তার জন্য জান্নাতে লাল ইয়াকুত পাথরের একটি বাড়ী তৈরী করেন। যার ষাট হাজার দরজা হবে। তার প্রত্যেক দরজার সংলগ্ন একটি করে স্বর্ণের মহল হবে। যা লাল রঙের ইয়াকুত পাথর দ্বারা সজ্জিত হবে। তারপর যখন রমাযানের প্রথম দিনের রোযা রাখে, তখন এর উসীলায় বিগত গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। (যা গত রমাযানের এই দিন পর্যন্ত হয়েছে। অর্থাৎ, এই রমাযানের প্রথম তারিখ থেকে পূর্বের রমাযানের প্রথম তারিখ পর্যন্তের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়) এবং প্রতিদিন ফজর নামায থেকে আরম্ভ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার ক্ষমার জন্য দু'আ করে এবং এ ব্যক্তি রমাযান মাসে যতগুলো নামায পড়বে—দিনে হোক চাই রাতে হোক—প্রত্যেক সেজদার বিনিময়ে একটি করে বৃক্ষ পাবে। যার ছায়ায় (অশ্ব) আরোহী পাঁচশত বছর পর্যন্ত পথ চলতে পারবে।

(বাইহাকী)

১৭. হযরত সালমান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বান মাসের শেষ জুমুআয় ভাষণ দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهٗ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا. مَنْ تَطَوَّعَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ. وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ

www.islamfind.wordpress.com

كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ. مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهٖ وَ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْءٌ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ اَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ.

'হে লোকসকল ! তোমাদের নিকট একটি মহিমান্বিত ও বরকতপূর্ণ মাস এসেছে। (অর্থাৎ, রমাযান মাস)। এটি এমন একটি মাস, যার মধ্যে একটি রাত রয়েছে, যা (এমন যে, সেই রাতে ইবাদত করা) এক হাজার মাস (পর্যন্ত ইবাদত করার) থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা এ মাসের রোযা ফরয করেছেন এবং এর রাত্রি জাগরণ (তারাবীহ)কে সুন্নাত করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন নেক কাজ দ্বারা (যা ফরয নয়) আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করবে, তা এমন হবে, যেন এ মাস ছাড়া অন্য সময়ে একটি ফরয আদায় করলো এবং যে ব্যক্তি একটি ফরয আদায় করলো, সে যেন এ মাস ছাড়া অন্য সময়ে সত্তরটি ফরয আদায় করলো। (তারপর ইরশাদ করেন) যে ব্যক্তি এ মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে (অর্থাৎ, কিছু ইফতারী দিবে) তা ঐ ব্যক্তির গুনাহ মাফের এবং দোযখ থেকে মুক্তির মাধ্যম হবে এবং সেও ঐ রোযাদার ব্যক্তির সমান সওয়াব পাবে। কিন্তু এতে করে ঐ রোযাদারের সওয়াব কমবে না। লোকেরা নিবেদন করলো—হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের সবার তো এ পরিমাণ সামর্থ্য নেই, যার দ্বারা রোযাদারকে ইফতার করাতে পারে। (প্রশ্নকারীগণ ইফতার করানোর উদ্দেশ্য বুঝেছিলো, পেট ভরে আহার করাতে হবে।) তিনি ইরশাদ করলেন—আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকেও সওয়াব দেন, যে কোন রোযাদারকে একটি খেজুর বা পিপাসা নিবারিত হয় পরিমাণ পানি বা দুধের লাচ্ছি (দুধের মধ্যে পানি মিশিয়ে যা তৈরী করা হয়) দ্বারা ইফতার করাবে। (ইবনু খুযাইমা)

www.islamfind.wordpress.com

এতেকাফ ঃ

রমাযান সংক্রান্ত তৃতীয় আরেকটি ইবাদত রমাযানের শেষ দশদিনে এতেকাফ করা। এটি এমন একটি সুন্নাত, যা সবার দায়িত্ব, তবে গ্রামের এক ব্যক্তিও তা আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়। এতেকাফ বলা হয়—এ ইচ্ছা করে মসজিদে অবস্থান করা যে, এতদিন পর্যন্ত পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি মানবিক প্রয়োজনসমূহ ছাড়া এখান থেকে বের হবো না। রোযা এবং তারাবীহের ন্যায় এতেও মনের এক প্রিয় বস্তু হাতছাড়া হয়ে যায়। অর্থাৎ, বল্গাহীন চলাফেরা করা। এর মধ্যেও প্রদর্শনী হতে পারে না। কারণ, মানুষ কী জানে যে, মসজিদে বিশেষ কোন নিয়তে বসেছে, নাকি এমনিই এসেছে। সম্মুখের হাদীসে এর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

১৮. হযরত আলী বিন হুসাইন (রাযিঃ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِيْ رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ.

'যে ব্যক্তি রমাযান মাসে দশদিন এতেকাফ করবে, সে দু'টি হজ্জ ও দু'টি উমরার সমান সওয়াব পাবে।'

১৯. হযরত ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতেকাফকারীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

اَلْمُعْتَكِفُ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيَجْرِيْ لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا.

'এতেকাফকারী গুনাহ থেকে মুক্ত থাকে এবং তারা এমন সওয়াব পায় যেমন কোন ব্যক্তি সমস্ত নেককাজ করছে।'

(মিশকাত, ইবনু মাজার উদ্ধৃতিতে)

এতেকাফের মধ্যে একটি ফযীলত এও রয়েছে যে, এতেকাফকারীকে মসজিদে অবস্থান করতে হয়। মসজিদে অবস্থান করার ফযীলত দ্বাদশ রূহে বর্ণিত হয়েছে। তবে মহিলারা ঘরেই নিজের নামায পড়ার জায়গায়

www.islamfind.wordpress.com

এতেকাফ করবে।

এ সমস্ত ইবাদত যেদিন শেষ হয়, অর্থাৎ, ঈদের দিন—হাদীস শরীফে তারও ফযীলত এসেছে। যথা—

২০. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যখন ঈদের দিন হয়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে ইরশাদ করেন—তারা আমার দেয়া ফরয আদায় করেছে। তারপর দু'আর উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। আমার মর্যাদা, মহত্ত্ব, দয়া ও বড়ত্বের শপথ! আমি অবশ্যই তাদের দু'আ কবুল করবো। তারপর ইরশাদ করেন—তোমরা ফিরে চলে যাও। তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমাদের পাপসমূহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি। অতএব তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যায়। (মেশকাত, বাইহাকীর উদ্ধৃতিতে)

শেষের হাদীস দু'টি মেশকাত শরীফ থেকে এবং অবশিষ্টগুলো তারগীব গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

www.islamfind.wordpress.com

সপ্তদশ রূহ

হজ্জ করা

যাদের মধ্যে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যাবে তাদের জন্য হজ্জ করা ফরয। অন্যদের জন্য নফল। নামায, যাকাত ও রোযার মত হজ্জও ইসলামের একটি রুকন, অর্থাৎ, অত্যন্ত মহিমান্বিত ও অত্যাবশ্যকীয় একটি নির্দেশ।

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا.

'আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো, মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার।' (সূরা আলে ইমরান ৯৭)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللّٰهُ فِى الْاِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلٰثٍ لَمْ يُغْنِيْنَ عَنْهُ شَيْئًا كَمَنْ لَا يَاْتِىْ بِهِنَّ جَمِيْعًا اَلصَّلٰوةُ وَ الزَّكٰوةُ وَ صِيَامُ رَمَضَانَ وَ حَجُّ الْبَيْتِ.

'চারটি জিনিস আল্লাহ তাআলা ইসলামের মধ্যে ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি সেই চারটির তিনটিও আদায় করবে, তাতেও তার কাজ হবে না, যতক্ষণ না চারটির সব কয়টি আদায় করে। নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ।'

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যদি নামায, যাকাত ও রোযা সবই করে, কিন্তু ফরয হজ্জ আদায় না করে, তাহলে তার নাজাতের জন্য তা যথেষ্ট নয়। হজ্জের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে নেই। তা এই যে, অন্যান্য ইবাদতের কর্মকাণ্ডসমূহ কিছুটা হলেও যৌক্তিক এবং কিছু বাহ্যিক উপকারিতাও সেগুলোতে রয়েছে। কিন্তু হজ্জের কর্মকাণ্ডসমূহে আল্লাহপ্রেমের অপূর্ব মহিমা বিদ্যমান। বিধায় হজ্জ সে ব্যক্তিই করবে, যার আল্লাহপ্রেম যুক্তি–বুদ্ধির উপর প্রবল হবে। হজ্জ করার পূর্বে এই প্রেমের মধ্যে কিছুটা কমতি থাকলেও অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্রেমিকসুলভ কাজ করার দ্বারা

www.islamfind.wordpress.com

প্রেম জন্ম নেয়। তাই হজ্জ করার দ্বারা এ ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যাবে। বিশেষভাবে যদি এ কাজগুলো এ নিয়তেই করা হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। আর যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর প্রেম বিদ্যমান, সে দ্বীনের ব্যাপারে মজবুত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিধায় হজ্জ করার মধ্যে যে ধর্মীয় দৃঢ়তার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, তা প্রমাণিত হলো। (একইরূপ বিষয়বস্তু রোযার আলোচনাতেও চলে গেছে) সামনের হাদীসসমূহ দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্ট হয়।

৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَ رَمْىُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ.

'বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে 'তাওয়াফ' করা, সাফা–মারওয়ার মধ্যে 'সায়ী' করা এবং কঙ্কর নিক্ষেপ করা এ সবই আল্লাহর স্মরণকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ যদিও বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের বিস্ময় জাগতে পারে যে, এই প্রদক্ষিণ করা, দৌড়াদৌড়ি করা ও কঙ্কর নিক্ষেপ করার মধ্যে কি যৌক্তিকতা রয়েছে? তোমরা এর যৌক্তিকতার সন্ধান করো না। এতটুকু বোঝো যে, এগুলো আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। এগুলো করার দ্বারা তাঁর কথা স্মরণ হয়। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। প্রেমের পরীক্ষা হয়। কারণ, যা যুক্তি–বুদ্ধিতে আসেনি তাও তাঁর হুকুম মনে করে মেনে নিয়েছে। তাছাড়া প্রেমাস্পদের গৃহের মোড়ে মোড়ে আত্মনিবেদন করা, তার অলিতে–গলিতে দৌড়াদৌড়ি করা সুস্পষ্টই প্রেমিকসুলভ আচরণ।

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ فِيْمَا الرَّمَلَانِ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ اَطَاقَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ وَ نَفَى الْكُفْرَ وَاَهْلَهُ وَ مَعَ ذٰلِكَ لَانَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

www.islamfind.wordpress.com

৪. হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রাযিঃ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন—'আমি হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন— (এখন তাওয়াফের মধ্যে) কাঁধ ঝুলিয়ে দৌড়ানো এবং কাঁধকে চাদরের বাইরে বের করার কি কারণ রয়েছে? অথচ আল্লাহ তাআলা ইসলামকে (মক্কাভূমিতে) শক্তিশালী করেছেন এবং কুফুরী ও কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করেছেন (এবং এ কাজগুলো আরম্ভই হয়েছিলো, তাদেরকে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য, যেমন কিনা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে)। এতদসত্ত্বেও (অর্থাৎ, বর্তমানে সেই উদ্দেশ্য না থাকলেও) আমরা সে কাজ ছাড়বোনা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমরা (তাঁর অনুসরণ ও নির্দেশ পালনার্থে) করতাম। (কারণ, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে এর উপর আমল করেছেন। যখন কিনা মক্কায় একজন কাফেরও ছিলো না।)' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হজ্জের মধ্যে যদি প্রেমের রং প্রবল না হতো, তাহলে যখন এর যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়েছিলো, তখন এ কাজও মওকুফ করে দেওয়া হতো।

৫. হযরত আবিদ বিন রবীয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

'হযরত উমর (রাযিঃ) হজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)এর নিকট এলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন—আমি জানি, তুমি পাথর। না (কারো) উপকার করতে পারো, না ক্ষতি করতে পারো। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি (কখনোই) তোমাকে চুম্বন করতাম না।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ প্রেমাস্পদের এলাকার কোন বস্তুকে চুম্বন করার পিছনে প্রেম ছাড়া আর কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে। হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁর

এ কথার দ্বারা এ বিষয় পরিষ্কার করে দিলেন যে, মুসলমানগণ হজরে আসওয়াদকে মা'বুদ বা উপাস্য মনে করে না। কারণ, মা'বুদ তো সেই হয়, যে লাভ-লোকসানের মালিক হয়।

৬. হযরত ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اِسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِيْ طَوِيْلًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِيْ فَقَالَ يَا عُمَرُ هٰهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করলেন। তারপর তার উপর স্বীয় (পবিত্র) ওষ্ঠদ্বয় এমতাবস্থায় রাখলেন যে, দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তিনি কাঁদতে থাকলেন, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়েই দেখেন যে, হযরত উমর (রাযিঃ)ও কাঁদছেন। তিনি ইরশাদ করলেন—হে উমর ! এ জায়গায় অশ্রু প্রবাহিত করা হয়।'

(ইবনু মাজা, ইবনু খুযাইমা, হাকিম, বাইহাকী)

ফায়দা ঃ প্রেমাস্পদের চিহ্নকে সোহাগ করার সময় কাঁদা কেবলমাত্র প্রেমের কারণেই হতে পারে। ভীতি প্রভৃতির কারণে হতে পারে না। প্রেমিকসুলভ অন্যান্য কর্ম তো ইচ্ছা করেও হতে পারে। কিন্তু কাঁদা আবেগ ভিন্ন হতে পারে না। বিধায় হজ্জের সম্পর্ক যে প্রেমের সঙ্গে এ বিষয়টি এ হাদীস দ্বারা আরও অধিক প্রমাণিত হলো।

৭. হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া সাল্লাম (দীর্ঘ একটি হাদীসে) ইরশাদ করেন—

اِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلٰئِكَةَ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا عِبَادِيْ اَتَوْنِيْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ اُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ.

'যখন আরাফার দিন হয় (যেদিন হজ্জকারীরা আরাফার ময়দানে অবস্থান করে) তখন আল্লাহ তাআলা এদের নিয়ে গর্ব করে ইরশাদ

করেন—আমার বান্দাদের দিকে দেখো। তারা দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে এমতাবস্থায় আমার নিকট এসেছে যে, তাদের চুল আলু-থালু এবং দেহ ধূলোমলিন এবং রোদের মধ্য দিয়ে চলছে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।' (বাইহাকী, ইবনু খুযাইমা)

ফায়দা ঃ এ বেশ যে, প্রেমিকসুলভ তা সুস্পষ্ট। আর আল্লাহ তাআলার গর্ব সহকারে একথা উল্লেখ করা এই পাগলপারা বেশ তাঁর নিকট প্রিয় হওয়ার বিষয় ব্যক্ত করে। হজ্জের মধ্যে প্রেমিকসুলভ মহিমান্বিত আচরণ থাকার স্বপক্ষে নমুনাস্বরূপ এ কয়টি হাদীস লেখা হলো। অন্যথায় হজ্জের সমস্ত কর্মকাণ্ড সুস্পষ্টরূপে প্রেমিকসুলভ। অর্থাৎ, মুযদালিফা ও আরাফার পাহাড় সারির মধ্যে চলাফেরা করা। লাব্বাইক বলে সরবে চিৎকার করা। খালি মাথায় চলাফেরা করা। নিজের জীবনকে মৃতের রূপ বানানো। অর্থাৎ, মৃতদের পোশাক পরিধান করা, নখ ও চুল পর্যন্ত না কাটা, উকুন পর্যন্ত না মারা, যার দ্বারা পাগলের ন্যায় বেশ ধারণ করা হয়। মাথা নেড়ে না করা, কোন পশু শিকার না করা। নির্দিষ্ট পরিধির বৃক্ষ না কাটা, ঘাস পর্যন্ত না ছেঁড়া, যার মধ্যে প্রেমাস্পদের এলাকার আদব রক্ষা করা রয়েছে, এ সমস্ত কাজ বুদ্ধিমানের না প্রেমিকের? (এগুলোর কিছু কিছু বিষয় মহিলাদের না থাকার পিছনে বিশেষ কারণ রয়েছে। অর্থাৎ, পর্দা পালনার্থে এর কিছু কিছু কাজ তাদের জন্য নেই।) কাবাঘরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করা, সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো, নির্দিষ্ট লক্ষকে উদ্দেশ্য করে কঙ্কর মারা, হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা, কান্নাকাটি করা এবং ধূলোমলিন বেশে রৌদ্রে পুড়ে আরাফার ময়দানে হাজির হওয়া ইত্যাদি কর্মকাণ্ডসমূহ প্রেমিকসুলভ হওয়ার বিষয় উপরের হাদীসসমূহে তা উল্লেখ রয়েছে। যেভাবে হজ্জের মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার রং রয়েছে। যে জায়গায় এ কাজগুলো আদায় করা হয় অর্থাৎ, পবিত্র মক্কা ও তৎসংলগ্ন জায়গাসমূহ, তার মধ্যেও প্রেমের মহিমান্বিত রূপ রাখা হয়েছে। যার ফলে হজ্জের সেই প্রেমের রং আরো তীব্র হয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর দু'আ সম্পর্কে ইরশাদ করেন—'হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে বৃক্ষলতাহীন উপত্যকায় আবাদ

www.islamfind.wordpress.com

করেছি... আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন।'
(ইবরাহীম ৩৭)

ফায়দা ঃ এ দু'আর প্রভাব সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, যা ইবনু আবি হাতিম সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেছেন—

لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ وَقَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِحُبِّ الْكَعْبَةِ.

৯. কোন মুমিন এমন নেই, যার অন্তর কা'বার ভালোবাসায় আটকা নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, যদি হযরত ইবরাহীম (আঃ) 'মানুষদের অন্তর' বলতেন, তাহলে সেখানে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভীড় জমতো। কিন্তু তিনি ঈমানদারদেরকে নির্দিষ্ট করে 'কিছু লোকের অন্তর' বলেছেন। (দুররে মনসুর)

হাদীস শরীফে এসেছে—

১০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হিজরতের সময় পবিত্র মক্কাকে সম্বোধন করে) ইরশাদ করেন—

مَا اَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكَ اِلَىَّ وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمِىْ اَخْرَجُوْنِىْ مِنْكَ مَاسَكَنْتُ غَيْرَكَ.

'তুমি কত পবিত্র নগরী এবং আমার কত প্রিয়! আমার স্বজাতি যদি আমাকে তোমার থেকে বের করে না দিতো, তাহলে আমি অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতাম না।' (মেশকাত, তিরমিযী শরীফের উদ্ধৃতিতে)

ফায়দা ঃ প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ভালোবাসা রয়েছে, তাই তাঁর প্রিয় নগরী পবিত্র মক্কার সঙ্গেও তাদের অবশ্যই ভালোবাসা থাকবে। তাহলে মক্কার সঙ্গে ভালোবাসা হওয়ার পিছনে দু'জন নবীর দু'আর প্রভাব রইলো। এ তো ছিলো হজ্জের ও হজ্জের স্থানের ধর্মীয় মর্যাদা। যা প্রকৃত মর্যাদা। তাছাড়া পার্থিব কিছু উপকারিতাও আল্লাহ তাআলা এতে রেখেছেন। যদিও হজ্জের মধ্যে এ সবের নিয়ত থাকা উচিত নয়। কিন্তু তা আপনা

www.islamfind.wordpress.com

আপনি লাভ হয়ে থাকে। সম্মুখের আয়াতদ্বয়ে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ.

'আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের (উপকারিতার) স্থিতিশীলতার কারণ করেছেন।' (সূরা মায়িদা–৯৭)

ফায়দা ঃ 'উপকারিতা' ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কা'বার ধর্মীয় উপকারিতা তো সুস্পষ্ট। আর পার্থিব উপকারিতার কিছু এই—এটি নিরাপদ জায়গা। এখানে প্রতিবছর মানব সমাবেশ হয়। এতে করে অর্থনৈতিক উন্নতি ও জাতীয় ঐক্য অতি সহজে লাভ হয়। কা'বা যতদিন টিকে থাকবে এ পৃথিবী ততদিন টিকে থাকবে। এমনকি কাফিররা যখন একে বিধ্বস্ত করবে তার পরপরই কিয়ামত হবে। বহু হাদীস দ্বারা একথা জানা যায়। (বয়ানুল কুরআন)

১২. আল্লাহ তাআলা হজ্জ করার উপকারিতা সম্পর্কে মানুষদেরকে বলেন—'নিজেদেরই দুনিয়া ও আখিরাতের বহু উপকার লাভের জন্য এখানে এসে উপস্থিত হোক।'

আখেরাতের লাভ এই যে,—এখানে হজ্জ করবে, সওয়াব লাভ করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। আর দুনিয়ার লাভ এই যে, কুরবানীর গোশত খাবে, ব্যবসায় উন্নতি হবে ইত্যাদি।

হযরত ইবনে আবি হাতেম উপরোক্ত বিষয়টি হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

উমরাহ ঃ

হজ্জের মতই আরেকটি ইবাদত রয়েছে, উমরাহ। উমরাহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এর মূল বিষয় হজ্জেরই কিছু প্রেমিকসুলভ কর্মকাণ্ড। এ কারণেই এর উপাধি 'হজ্জে আসগর' তথা ছোট হজ্জ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ এবং হযরত মুজাহিদ (রাযিঃ) থেকে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। (দুররে মানসুর)

তবে এটি হজ্জের সময়ও আদায় হয়। ফলে এ সময় একই ধাঁচের দু'টি ইবাদতের সমন্বয় ঘটে। আবার অন্য সময়ও আদায় হয়।

১৩. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.

'(যখন তোমরা হজ্জ বা উমরা পালন করবে, তখন) হজ্জ এবং উমরাকে আল্লাহ তাআলার (সন্তুষ্টির) জন্য পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে।' অর্থাৎ, খাঁটি নিয়তে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ যথাযথভাবে পালন করবে। (সূরা বাকারা)

১৪. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

'যে ব্যক্তির কোন বাহ্যিক অপারগতা, কিংবা অত্যাচারী শাসক, কিংবা আটকে দেওয়ার মতো ব্যাধি হজ্জ থেকে বাধাদানকারী না থাকে এবং এরপরও সে হজ্জ না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার ইচ্ছা চাই ইহুদী হয়ে মরুক চাই খৃষ্টান হয়ে মরুক।' (মেশকাত, দারামীর উদ্ধৃতিতে)

ফায়দা ঃ ফরয হজ্জ আদায় না করার বিষয়ে কত মারাত্মক ধমকি এসেছে।

১৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَعْجَلْ.

'যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করলো, তার উচিত জলদি হজ্জ করা।'

(মিশকাত, আবু দাউদ, তিরমিযী)

১৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةَ.

'হজ্জ ও উমরাহকে একত্রে আদায় করো। (যদি হজ্জের সময় হয়) এ

দু'টি দরিদ্রতা ও পাপসমূহকে বিদূরিত করে। যেমন, হাঁপড় লোহা ও স্বর্ণ-চাঁদির ময়লা বিদূরিত করে। (তবে শর্ত হলো, অন্য কোন জিনিস এর বিপরীত প্রভাব সৃষ্টিকারী না থাকতে হবে।) এবং সতর্কতার সঙ্গে যেই হজ্জ করা হবে তার বিনিময় জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।'

(মিশকাত, তিরমিযী, নাসায়ী)

ফায়দা ঃ এ হাদীসে হজ্জ ও উমরার ধর্মীয় উপকারিতা উল্লেখিত হয়েছে। এবং সাথে সাথে একটি ইহলৌকিক উপকারিতার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসে উল্লেখিত 'গুনাহ' দ্বারা আল্লাহর হক উদ্দেশ্য। কারণ, বান্দার হক তো শহীদ হলেও মাফ হয় না। (কারণ, হাদীসের মধ্যে এসেছে الا الدين অর্থাৎ, ঋণ ছাড়া। মেশকাত শরীফে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতিতে এটি বর্ণিত হয়েছে।)

১৭. হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ.

'হজ্জ ও উমরাকারীগণ আল্লাহর মেহমান, তারা যদি আল্লাহর নিকট দু'আ করে, আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করেন। আর যদি গুনাহ মাফ চায় তাহলে মাফ করে দেন।'

১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِهٖ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَجْرَ الْغَازِىْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ.

'যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহ বা জিহাদ করতে রওয়ানা হলো, তারপর সে পথেই (এ সমস্ত কাজ করার পূর্বে) মৃত্যুবরণ করলো, আল্লাহ তাআলা তার জন্য গাজী, হাজী ও উমরাহকারীর সওয়াব লিখবেন।'

(মিশকাত, বাইহাকী)

www.islamfind.wordpress.com

রওযা পাকের যিয়ারত ঃ

হজ্জের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় আরেকটি আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওযা যিয়ারত করা। অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মুস্তাহাব। হজ্জের মধ্যে যেমন আল্লাহ প্রেমের মহিমান্বিত রূপ রয়েছে, রওযা শরীফ যিয়ারতের মধ্যে রয়েছে নবীপ্রেমের মহিমান্বিত রূপ। হজ্জের দ্বারা যেমন আল্লাহর প্রেমের উন্নতি ঘটে, যিয়ারতের দ্বারা নবীপ্রেমের উন্নতি ঘটে। যার অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের প্রেম থাকবে সে দ্বীনের ব্যাপারে কতই না মজবুত হবে। নিম্নের হাদীস দ্বারা প্রেমের এ মহিমান্বিত রূপ ফুটে উঠে।

১৯. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ.

'যে ব্যক্তি হজ্জ করলো এবং আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করলো, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলো।' (মিশকাত, বাইহাকী)

ফায়দাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় যিয়ারত (সাক্ষাত)কে সমান আখ্যা দিয়েছেন। বিশেষ কোন দিককে যেহেতু নির্দিষ্ট করা হয়নি, তাই সবধরনের প্রভাবের ক্ষেত্রেই সমান হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর সাক্ষাত করলে তাঁর কি পরিমাণ প্রেম অন্তরে জন্মাতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাহলে তাঁর ইন্তেকালের পর যিয়ারত করার প্রভাবও তেমনই হবে। হাদীসটি তো এ দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য লেখা হয়েছে। অন্যথায় যিয়ারতের এ প্রভাব অর্থাৎ, নবীপ্রেমের উন্নতি সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। হজ্জের জায়গার মধ্যে অর্থাৎ, পবিত্র মক্কার মধ্যে যেভাবে প্রেমের মহিমান্বিত রূপ রাখা হয়েছে। যার বিবরণ উপরে উল্লেখিত হয়েছে। একইভাবে যিয়ারতের জায়গা—পবিত্র মদীনার মধ্যেও ভালোবাসার মহিমান্বিত রূপ ও উপকরণ রাখা হয়েছে। যেমন নিম্নের হাদীসে এসেছে।

২০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَاِنَّهٗ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاَنَا اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَادَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهٖ مَعَهٗ.

'হে আল্লাহ। তিনি (অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম) আপনার নিকট মক্কার জন্য দু'আ করেছেন, আর আমি আপনার নিকট মদীনার জন্য দু'আ করছি। ঐ দু'আ এবং আরো ওর সমপরিমাণ' অর্থাৎ, দ্বিগুণ। (মিশকাত, মুসলিম)

ফায়দা ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) পবিত্র মক্কার জন্য প্রিয়ভাজন হওয়ার দু'আ করেছেন। বিধায় পবিত্র মদীনার জন্য দ্বিগুণ প্রিয়ভাজন হওয়ার দু'আ হলো।

২১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ.

'হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের ভালোবাসার বস্তু বানিয়ে দিন। যেমন আমরা মক্কাকে ভালোবেসে থাকি। বরং এর চেয়েও অধিক।'

(মিশকাত, বুখারী)

২২. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং মদীনার প্রাচীরসমূহ দেখতে পেতেন, তখন মদীনার ভালোবাসায় বাহনকে দ্রুত চালাতেন। (মিশকাত, বুখারী)

ফায়দা ঃ প্রিয়জনের প্রিয়জনও প্রিয়জন হয়ে থাকে। বিধায় সমস্ত মুসলমানের নিকট পবিত্র মদীনা অবশ্যই প্রিয় হবে।

২৩. হযরত ইয়াহইয়া বিন সা'য়ীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا عَلَى الْاَرْضِ بُقْعَةٌ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يَكُوْنَ قَبْرِىْ بِهَا مِنْهَا.

'পৃথিবীর বুকে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে আমার কবর হওয়া আমার নিকট মদীনার থেকে অধিক পছন্দ। এ কথাটি তিনি তিনবার ইরশাদ করেছেন।' (মিশকাত, মুয়াত্তায়ে মালিক)

www.islamfind.wordpress.com

এর পূর্বের হাদীসে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এখানেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

হজ্জ ও যিয়ারতের দ্বারা ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া এবং প্রত্যেক ঈমানদারের অন্তরে হজ্জ ও যিয়ারতের জায়গাসমূহের ভালোবাসা থাকার বিষয়টি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এ ভালোবাসার যে প্রভাব ধর্মের উপর পড়ে, তার বিবরণ উপরে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব হে সামর্থ্যবান মুসলমানগণ! এ মহান সম্পদকে হাতছাড়া করো না।

অষ্টাদশ রাহ

কুরবানী করা

যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয, তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। কার উপর যাকাত ফরয হয়, তার বর্ণনা চতুর্দশতম রাহের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে। এমন কিছু লোকের উপরও কুরবানী করা ওয়াজিব হয়, যার উপর যাকাত ফরয নয়। এ বিষয়টি কোন আলেমের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবে। যে ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, সেও যদি কুরবানী করে, কিংবা নিজের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে কুরবানী করে, সেও অনেক সওয়াব পায়। যদি কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করে, তাহলে ঐ মৃত ব্যক্তিও প্রচুর সওয়াব পায়। এতদসংক্রান্ত কিছু আয়াত এবং হাদীস লেখা হচ্ছে।

আয়াতসমূহ ঃ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

'আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু (অর্থাৎ, গরু, উট, ছাগল, ভেড়া) জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।' (সূরা হাজ্জ–৩৪)

অন্য আয়াতে এ সমস্ত পশু হালাল হওয়ার বিধান বর্ণিত হয়ে সেগুলোর নাম এভাবে এসেছে—

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ.

'(তিনি সৃষ্টি করেছেন) আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার (অর্থাৎ, নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুম্বাও অন্তর্ভুক্ত) এবং ছাগলের মধ্যেও একইভাবে দুই প্রকার এবং উটের মধ্যেও একইভাবে দুইপ্রকার এবং গরুর মধ্যেও একইভাবে দুই প্রকার (এবং গরুর মধ্যে মহিষও অন্তর্ভুক্ত)।' (সূরা আনআম—১৩৩-১৩৪)

www.islamfind.wordpress.com

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ...

‘এবং কুরবানীর উট ও গরুকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর (দ্বীনের) নিদর্শন বানিয়েছি। (কারণ, এগুলো কুরবানী করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব এবং দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। এছাড়া) এ সমস্ত পশুর মধ্যে তোমাদের আরো অনেক ফায়দা রয়েছে। (যেমন, দুনিয়াতে এগুলো নিজেরা খাওয়া যায় এবং অন্যদেরকে খাওয়ানো যায় এবং আখিরাতে সওয়াব পাওয়া যায়।)’ (সূরা হজ্জ–৩৬)

এর একটু পর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ..... وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ.

‘এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে না, কিন্তু পৌছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া (এবং ইখলাস)। ... সুতরাং ইখলাসের অধিকারীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।’ (সূরা হজ্জ–৩৭)

ফায়দা ঃ ক. এতে জানা গেলো যে, পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও কুরবানী ছিলো।

খ. যদিও ছাগল ও ভেড়াও কুরবানীর পশু, তাই এগুলোও দ্বীনের চিহ্ন ও প্রতীক। কিন্তু আয়াতের মধ্যে বিশেষভাবে উট ও গরুর কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, এগুলো কুরবানী করা ছাগল ও ভেড়া কুরবানী করার চেয়ে উত্তম। আর যদি পূর্ণ গরু বা উট না করে তার এক সপ্তমাংশ কুরবানী করে, তখন যদি এই সপ্তমাংশ এবং একটি পূর্ণ বকরী বা ভেড়া মূল্য ও গোশতের পরিমাণের দিক থেকে সমপরিমাণের হয়, তাহলে যার গোশত উন্নত হবে সেটিই শ্রেষ্ঠ হবে। আর যদি মূল্য ও গোশতের দিক থেকে সমপরিমাণের না হয় তাহলে যেটি বেশী হবে সেটি উত্তম হবে। (শামী, তাতারখানিয়া)

গ. কুরবানীর ক্ষেত্রে ইখলাস এই যে, কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এবং সওয়াব লাভের জন্য কুরবানী করবে।

www.islamfind.wordpress.com

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।' (সূরা কাউসার—২)

ফায়দা ঃ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরবানী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাকীদ করা হয়েছে, তা আমাদের থেকে কী করে মাফ হতে পারে? যেমন, একই সাথে উল্লেখিত নামাযও সমগ্র উম্মতের উপর ফরয।

হাদীসসমূহ ঃ

৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهٗ لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ الْاَرْضَ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا.

'কুরবানীর দিন আল্লাহ তাআলার নিকট মানুষের কোন আমল কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। কুরবানীর জীব কিয়ামতের দিন, তার শিং, পশম ও খুর সহকারে হাজির হবে। (অর্থাৎ, এসব কিছুর বিনিময়ে সওয়াব পাবে। (কুরবানীর) রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলার নিকট একটি বিশেষ মর্যাদায় পৌছে যায়। তাই তোমরা হৃষ্টচিত্তে কুরবানী করো। (অনেক অর্থ ব্যয় হওয়ার কারণে মন খারাপ করো না।)'

(ইবনু মাজা, তিরমিযী, হাকিম)

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رض قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا

فَالصُّوفُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ.

৪. হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন—হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরবানী কি জিনিস? তিনি ইরশাদ করলেন, তোমাদের (বংশীয় বা আধ্যাত্মিক) পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শ। তাঁরা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমরা কি পাই? তিনি ইরশাদ করলেন, প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী। তাঁরা নিবেদন করলেন, যদি ঘন পশম (যেমন, উল) (ধারী জীব) হয়? তিনি ইরশাদ করলেন—প্রত্যেক পশমের বদলেও একটি করে নেকী।' (হাকিম)

৫. হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَا فَاطِمَةُ قُوْمِىْ فَاشْهَدِىْ اُضْحِيَّتَكِ فَاِنَّ لَكِ بِاَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ اَمَا اِنَّهُ يُجَاءُ بِدَمِهَا وَلَحْمِهَا فَيُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِكِ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا.

'হে ফাতেমা! ওঠো এবং (জবাইয়ের সময়) তোমার কুরবানীর নিকট উপস্থিত থাকো। কারণ, কুরবানীর প্রথম ফোঁটা মাটিতে পতিত হওয়ার সাথে সাথে তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। মনে রেখো! কিয়ামতের দিন তার (পশুর) রক্ত ও গোশত আনা হবে এবং তোমার (আমলের) পাল্লায় সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে রাখা হবে। (এবং ঐ সবের বিনিময়ে সওয়াব দেওয়া হবে)। আবু সায়ীদ (রাযিঃ) নিবেদন করলেন—হে আল্লাহর রাসূল! এ (সওয়াব) কি বিশেষভাবে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বংশধরদের জন্য? কারণ, তাঁরা কোন কিছুর সঙ্গে বিশিষ্ট হওয়ার উপযুক্তও। নাকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য ব্যাপক? তিনি ইরশাদ করলেন—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের জন্য (এক প্রকারের বিশিষ্ট) এবং সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানের জন্য। (ইসফাহানী)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ এক প্রকারের বিশিষ্ট হওয়ার অর্থ এমন মনে হয়, যেমন পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিদের জন্য ইরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের নেককাজের সওয়াবও অন্যদের দ্বিগুণ এবং গুনাহের শাস্তিও দ্বিগুণ। অতএব পবিত্র কুরআন দ্বারা তাঁর স্ত্রীদের জন্য এবং এ হাদীস দ্বারা তাঁর সন্তানদের জন্যও এ বিধান প্রমাণিত হয়। আর এর ভিত্তিতেই তাঁদের অধিক শ্রেষ্ঠত্বও রয়েছে।

৬. হযরত হুসাইন বিন আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ ضَحّٰى طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهٗ مُحْتَسِبًا لِاُضْحِيَّتِهٖ كَانَتْ لَهٗ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

'যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে কুরবানী করে এবং তার কুরবানীতে সওয়াবের নিয়ত করে, ঐ কুরবানী সে ব্যক্তির জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক হবে।'

(তাবরানী, কাবীর)

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِاَنْ يُضَحِّىَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا.

'যে ব্যক্তির কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করলো না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।' (হাকিম)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা কুরবানী না করার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি পরিমাণ অসন্তুষ্টি ফুটে ওঠে। কোন মুসলমান কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টি সইতে পারে? আর এ অসন্তুষ্টি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যার উপর কুরবানী ওয়াজিব। যার সামর্থ্য নেই, তার ক্ষেত্রে নয়। উপরোক্ত হাদীসসমূহ তারগীব গ্রন্থে রয়েছে।

৮. হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهٖ فِىْ حَجَّتِهٖ بَقَرَةً.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হজ্জ পালনকালে

www.islamfind.wordpress.com

নিজের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।' অপর একটি হাদীসে আছে যে, কুরবানীর ঈদের দিন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেন।' (মুসলিম)

ফায়দা ঃ একটি গরু সকল স্ত্রীর পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন তা আবশ্যক নয়। বরং সম্ভাবনা রয়েছে যে, শুধুমাত্র সাতজনের পক্ষ থেকে করেছেন।

উট ও বকরী পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া সত্ত্বেও গরু কুরবানী করাকে ঘটনাচক্রে মনে করার কোন কারণ নেই, তাই সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইহুদীরা যে বাছুর পূজা করে, সেই শিরকের বিলুপ্তি সাধনের জন্য তিনি বিশেষভাবে গরু কুরবানী করেছেন।

কোন কোন বর্ণনায় গরুর গোশত ব্যাধি (অর্থাৎ, ক্ষতিকর) হওয়ার কথা এসেছে, তা শরীয়তের বিধানরূপে নয়, রোগীর পরহেয (বাছ) রূপে বলা হয়েছে। যেমন, দশম রূহের নয় নম্বর হাদীসের অধীনে হযরত আলী (রাযিঃ)কে খেজুর খেতে বারণ করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। 'হালীমী' বলেন ঃ এর কারণ এই যে, আরব শুষ্ক দেশ এবং গরুর গোশতও শুষ্ক। 'মাকাসেদের' লেখক বলেন—এটি যেন আরবওয়ালাদের জন্য বিশেষ নির্দেশ। তিনি আরো বলেন যে, উলামায়ে কেরাম এ ব্যাখ্যাটি পছন্দ করেছেন।

৯. হযরত হানাশ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হযরত আলী (রাযিঃ)কে দেখেছি, তিনি দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন এবং বললেন—

اَحَدُهُمَا عَنِّىْ وَالْاٰخَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهٗ فَقَالَ اَمَرَنِىْ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ اَوْ صَانِىْ بِهٖ فَلَا اَدَعُهٗ اَبَدًا .

'এর একটি আমার পক্ষ থেকে আর অপরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে। আমি তাঁর সঙ্গে (এ ব্যাপারে) কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। আমি এটি কখনো পরিত্যাগ করবো না।'

ফায়দা ঃ আমাদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.islamfind.wordpress.com

সাল্লামের অনেক বড় হক রয়েছে। আমরা যদি প্রতিবছর তাঁর পক্ষ থেকেও একটি অংশ কুরবানী করি তা এমন বড় কথা নয়।

১০. হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নিজের পক্ষ থেকে একটি দুম্বা কুরবানী করলেন এবং) অপর একটি দুম্বা জবাই করার সময় বললেন—

هٰذَا عَمَّنْ اٰمَنَ بِىْ وَصَدَّقَنِىْ مِنْ اُمَّتِىْ

'এটি আমার উম্মতের ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে, যে আমার উপর ঈমান আনলো এবং যে আমাকে বিশ্বাস করলো।' (মুসেলী, কাবীর ও আওসাত)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ জামউল ফাওয়ায়িদ গ্রন্থে রয়েছে।

ফায়দা ঃ ক. এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতকে সওয়াবের মধ্যে শামিল করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, সবার পক্ষ থেকে কুরবানী হয়ে গেছে। এখন কারো দায়িত্বে কুরবানী করা জরুরী নয়।

খ. ভাববার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর মধ্যে উম্মতকে স্মরণ রাখলেন। আর তাঁর উম্মত যদি তাঁকে স্মরণ না করে এবং একটি অংশও তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী না করে তাহলে বড় পরিতাপের বিষয়।

১১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَسْتَفْرِهُوْا ضَحَايَاكُمْ فَاِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ.

'নিজের কুরবানীর পশুকে (খাওয়ায়ে ও পান করিয়ে) খুব শক্তিশালী করো। কারণ, সেগুলো পুলসিরাতে তোমাদের বাহন হবে।'

(কানযুল উম্মাল)

ফায়দা ঃ আলিমগণ বাহন হওয়ার দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। একটি হলো, কুরবানীর পশু নিজেই বাহন হবে। আর যদি অনেকগুলো পশু কুরবানী করে থাকে, তাহলে হয় সবগুলোর পরিবর্তে একটি অতি উন্নত বাহন পাবে। অথবা একেকটি গন্তব্যে একেকটি পশুর উপর আরোহণ করবে।

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, কুরবানীর বরকতে পুলসিরাত অতিক্রম করা এত সহজ হবে, যেন ঐ পশুর উপর সওয়ার হয়েই পুলসিরাত পার হচ্ছে।

কানযুল উম্মাল গ্রন্থে এ মর্মে একটি হাদীস রয়েছে যে, সর্বোৎকৃষ্ট কুরবানী ঐটি, যা উৎকৃষ্টমানের এবং খুব মোটা।

অপর একটি হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক প্রিয় কুরবানী, উন্নতমানের মোটা তাজা কুরবানী।

কুরবানী করতে বাধা দিলে কি করবে ঃ

কিছু অত্যাচারী লোক কুরবানী করতে বিশেষতঃ গরু কুরবানীর বিষয়ে মুসলমানদের সঙ্গে কলহ–বিবাদ করে। কখনো ঠিক কুরবানীর মুহূর্তে মুসলমানদের উপর চড়াও হয়ে মুসলমানদের জন্য জায়েয বরং ওয়াজিব কুরবানী পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। যা কিনা সম্পূর্ণরূপে তাদের বাড়াবাড়ি। উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহে বিশেষভাবে গরু হালাল হওয়া, তার কুরবানীর ফযীলত এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গরু কুরবানী করার বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে। তাই মুসলমানগণ ধর্মের উপরে তাদের এই আগ্রাসনকে সহ্য করে না। তারা এর জন্য জান দেয়। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ। তাই এ বিষয়ে সঠিক মাসআলা বুঝে নেওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে যেভাবে দৃঢ়তা পোষণ করা জায়িয—একইভাবে কোথাও এমন দৃঢ়তা কৌশল ও কল্যাণবিরোধী হলে শরীয়তে অন্য পন্থা গ্রহণ করাও জায়েয আছে। তা হলো, এমন ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করবে, কুরবানী করা থেকে বিরত থাকবে এবং অবিলম্বে প্রশাসনকে অবহিত করে তাদের সহযোগিতা নিবে। তারপর কুরবানীর সময় থাকাকালীন অর্থাৎ, যিলহজ্জের ১২ তারিখের মধ্যে এর যথোপযুক্ত বিহিত করা হলে কুরবানী করবে। আর এ মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী বছর থেকে কুরবানী করবে এবং এ বছরের কুরবানীর মূল্য অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে। যদি পূর্ব থেকে জানা যায় যে, ঝগড়া হবে, তাহলে দশম রূহে উল্লেখিত ব্যবস্থাটি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ,

www.islamfind.wordpress.com

কোন বিরুদ্ধবাদীর পক্ষ থেকে কোন হাঙ্গামা দেখা দিলে প্রশাসনের মধ্যস্থতায় তা প্রতিহত করবে। তখন তারা পরিস্থিতি সামাল দিবে অথবা তোমাদেরকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি দিবে। আর যদি খোদ সরকারের পক্ষ থেকেই কোন অঘটন দেখা দেয়, তাহলে শালীনভাবে তাকে অবহিত করবে। তারপরও যদি সন্তোষজনক বিহিত না হয় তাহলে ধৈর্যধারণ করবে। কাজ, কথা কিংবা কলম দ্বারা মোকাবেলা করবে না। আর মহান আল্লাহর সমীপে মুসীবত দূর হওয়ার জন্য দু'আ করবে। আর যদি কোথাও জালেমরা আত্মসমর্পণেও সন্তুষ্ট না হয়, প্রাণসংহার করতেই আগ্রাসন চালায়, তাহলে এর মোকাবেলার জন্য অবিচল হয়ে দাঁড়ানো সর্বাবস্থায় মুসলমানদের উপর ফরয। এমনকি মুসলমানরা শক্তিতে দুর্বল হলেও। সারকথা হলো, যতদূর সম্ভব শান্তি-শৃংখলার সঙ্গে ফেতনা-ফাসাদ প্রতিহত করবে। আর কেউ যদি এরপরও মাথায় চড়েই বসে তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি না নিয়ে উপায় কি? শাইখ সা'দী (রহঃ) বলেন—

چودست از ہمہ حیلتے درگسست ☆ حلال است بردن بہ شمشیر دست
اگر صلح خواہد عدو سر مپیچ ☆ اگر جنگ جوید عناں بر مپیچ

অর্থ ঃ যখন জীবন রক্ষার আর কোন উপায়ই থাকে না, তখন তলোয়ার হাতে নেওয়ায় কোন দোষ নেই।

শত্রু যদি সন্ধি করতে চায়, তাহলে তোমরা তা অস্বীকার করো না। আর যদি যুদ্ধই করতে চায়, তাহলে তোমরাও পিছু হটো না।

ঊনবিংশ রূহ

আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অবলম্বন করা

সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রেও ইসলাম পরিপন্থী কিছু না করা এবং তা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ইসলাম-বিরুদ্ধ পথে না চলা।

১. হযরত ইবনু মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَاتَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَ عَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَ عَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

'কিয়ামত দিবসে কোন মানুষের পা (হিসাবক্ষেত্র থেকে) সরবে না, যতক্ষণ না তার থেকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় (ঐ পাঁচটির দু'টি এও যে,) তার সম্পদের বিষয়ে (জিজ্ঞাসা করা হবে) যে কোত্থেকে উপার্জন করেছে? (অর্থাৎ, হালাল পন্থায়, না হারামপন্থায়) এবং কোথায় ব্যয় করেছে...।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, উপার্জনের ক্ষেত্রেও ধর্মবিরোধী কোন কাজ করবে না—যেমন, সুদ গ্রহণ করা, ঘুষ গ্রহণ করা, কারো অধিকার হরণ করা—যেমন, কারো জমিন জবর-দখল করা বা উত্তরাধিকারের দাবী করা, ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা। উপার্জনের মধ্যে এমন আত্মনিয়োগ করা যে, নামাযে অবহেলা হয়। আখেরাতকে বিস্মৃত হওয়া। যাকাত ও হজ্জ আদায় না করা। দ্বীন শিক্ষা করাকে বা আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট যাতায়াত করাকে পরিত্যাগ করা।

একইভাবে খরচ করার ক্ষেত্রেও ধর্মবিরোধী কোন কাজ করবে না, যেমন, গুনাহের কাজে ব্যয় করা, আনন্দ-বেদনার প্রচলিত প্রথা পূরণের কাজে ব্যয় করা, যশ-খ্যাতি লাভের জন্য ব্যয় করা, কেবলমাত্র মনকে পরিতৃপ্ত করার জন্য প্রয়োজনাধিক খাদ্য, বস্ত্র, গৃহনির্মাণ, সাজসজ্জা, বাহন, শিকারী বা শিশুদের খেলনা-সামগ্রীতে ব্যয় করা। এ সব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে সম্পদ উপার্জন করা বা সঞ্চয় করাতে কোন

ভয় নেই।

বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ করা উত্তম এবং জরুরী। যেমন, পরিবার-পরিজন আছে। তাদের পানাহারের ব্যবস্থার জন্য বা তাদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন। বা দ্বীনের হেফাযতের জন্য অর্থের প্রয়োজন। যেমন ঃ ধর্মীয় মাদরাসায়, মুসলমানদের সেবায় বা ইসলামের প্রচার-প্রসারের সংস্থাসমূহে, এতীমখানায় বা মসজিদে অর্থের প্রয়োজন পড়ে। বিশেষ করে ইসলামের শত্রুরা যখন এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করে এবং পরিস্থিতি এরূপ হয় যে, অর্থের মোকাবেলা অর্থের দ্বারাই করা সম্ভব। যেমন, আল্লাহ তাআলা (সূরা তাওবায়) এমনতর পরিস্থিতির জন্য পালিত ঘোড়া প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় ঘোড়া প্রতিপালনে বিশেষ সওয়াবের এবং এ জাতীয় ঘোড়ার মধ্যে সর্বাবস্থায় অনেক সওয়াবের ওয়াদা করেছেন। (মুসলিম)

অতএব এ জাতীয় পরিস্থিতির মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়ার বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা ইবাদত। নিম্নের হাদীসসমূহে এ কথারই উল্লেখ রয়েছে।

২. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

'হালাল উপার্জন অন্বেষণ করা ফরয (ইবাদতসমূহ)-এর পর একটি ফরয।' (বাইহাকী)

৩. আবু কাবশাহ আনসারী (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ رَحِمَهُ وَيَعْمَلُ لِلّٰهِ فِيْهِ بِحَقِّهِ فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ.

'দুনিয়া চার ব্যক্তির জন্য। (তার মধ্য থেকে) এক ঐ ব্যক্তি, যাকে

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ্ তাআলা সম্পদও দান করেছেন এবং দ্বীনের জ্ঞানও দান করেছেন। ফলে সে এক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, নিজের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করে এবং এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে তার হকসমূহ পুরা করে। এ ব্যক্তি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (তিরমিযী)

৪. হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهٖ وَوَضَعَهُ فِىْ حَقِّهٖ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ.

'এই সম্পদ সুদৃশ্য ও সুস্বাদু বস্তু। যে ব্যক্তি একে ন্যায়ভাবে (অর্থাৎ, শরীয়তসম্মত পন্থায়) অর্জন করে এবং ন্যায়ভাবে (অর্থাৎ, বৈধক্ষেত্রে) ব্যয় করে তাহলে তা উত্তম সাহায্যকারী বস্তু... ।' (বুখারী ও মুসলিম)

৫. হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ.

'উত্তম সম্পদ উত্তম ব্যক্তির জন্য উত্তম বস্তু।' (আহমাদ)

৬. হযরত মিকদাম বিন মা'দী কারাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি—

لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَنْفَعُ فِيْهَا اِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ.

'মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে, যখন শুধুমাত্র অর্থই কাজে আসবে।'

৭. হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَضٰى يُكْرَهُ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَوْلَا

www.islamfind.wordpress.com

هٰذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هٰؤُلَاءِ الْمُلُوْكُ وَقَالَ مَنْ كَانَ فِيْ يَدِهٖ مِنْ هٰذِهٖ شَيْءٌ فَلْيُصْلِحْهُ فَاِنَّهٗ زَمَانٌ اِنِ احْتَاجَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِيْنَهٗ وَقَالَ اَلْحَلَالُ لَايَحْتَمِلُ السَّرَفَ.

'পূর্ব যুগে (সাহাবায়ে কেরামের যুগে) অর্থসম্পদকে অপছন্দ করা হতো, (কারণ, তাদের অন্তরে ধর্মীয় শক্তি মজবুত ছিলো, বিধায় অর্থসম্পদ দ্বারা শক্তি অর্জনের প্রয়োজন ছিলো না। উপরন্তু এর অনিষ্টসমূহ দেখে দূরে থাকাই তাঁরা পছন্দ করতেন) কিন্তু এ যুগে অর্থসম্পদ মুমিনের ঢাল (অর্থাৎ, তাকে ধর্মহীনতা থেকে রক্ষা করে। কারণ, বর্তমানে অন্তরে সেই শক্তি নেই, ফলে অর্থসম্পদের অভাবে বিচলিত হয়, পরিণতিতে দ্বীনকে ধ্বংস করে)। তিনি আরো বলেন, যদি আমাদের নিকট এ মোহরগুলো না থাকতো, তাহলে বড়লোকেরা আমাদেরকে ময়লা পরিস্কার করার ছিন্নবস্ত্র বানাতো। অর্থাৎ, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করতো। (আর লাঞ্ছনার কারণে অনেক সময় দ্বীনেরও ক্ষতি হয়ে যায়। বর্তমান যুগে সম্পদের কারণে আমাদেরকে সম্মান করে, যার ফলে আমাদের দ্বীন নিরাপদ থাকে।) তিনি আরো বলেন—যার হাতে টাকা পয়সা রয়েছে সে যেন তা অক্ষত রাখে। (অর্থাৎ, তা বৃদ্ধি করে কিংবা কমপক্ষে তা নষ্ট না করে।) কারণ, এটি এমন একটি যুগ, যখন কেউ অর্থসম্পদের অভাবী হয়ে যায়, তখন সর্বপ্রথম নিজের দ্বীনকে খোয়ায় (অর্থ-সম্পদ ঢাল হওয়ার ব্যাখ্যায় একটু পূর্বে একথাই চলে গেছে)। তিনি আরো বলেন—হালাল মাল অপচয় সহ্য করে না। (অর্থাৎ, হালাল মাল এত অধিক পরিমাণ হয়ই না যে, তার অপচয় করা হবে বা করলেও তা শেষ হবে না। বিধায় খুব বিচার-বিবেচনা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা ব্যয় করবে, যাতে করে দ্রুত শেষ হওয়ায় বিচলিত হতে না হয়।

(শরহুস সুন্নাহ)

সম্মুখের হাদীসগুলোতে হালাল মাল উপার্জনের মাধ্যম ও উপকরণসমূহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

৮. হযরত আবু সা'য়ীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ.

'সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিবসে) নবী, ওলী ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।' (তিরমিযী, দারামী, দারা কুতনী)

ফায়দা ঃ এ হাদীসে হালাল ব্যবসার ফযীলত বিবৃত হয়েছে।

৯. হযরত মিকদাম বিন মা'দী কারাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ...

'কোন ব্যক্তি স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য খায়নি।' (বুখারী)

আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) স্বহস্তে উপার্জন করে খেতেন।

তাঁর হস্তকর্ম ছিলো বর্ম তৈরী করা। তা পবিত্র কুরআনে এসেছে। এ হাদীস দ্বারা বৈধ হস্তশিল্পের ফযীলত জানা যায়। তবে অবৈধ হস্তশিল্প গুনাহের কাজ—যেমন প্রাণীর ছবি ধারণ করা, ছবি তৈরী করা বা বাদ্যযন্ত্র তৈরী করা।

১০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا رَعَى الْغَنَمَ... وَكُنْتُ اَرْعٰى عَلٰى قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ.

'আল্লাহ তাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন—আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? তিনি ইরশাদ করলেন—হাঁ, আমি মক্কার লোকদের ছাগল কয়েকটি 'কিরাতের' বিনিময়ে চরাতাম।' (বুখারী)

ফায়দা ঃ 'কিরাত' স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ। সে যুগের একটি স্বর্ণমুদ্রা আমাদের দেশীয় মুদ্রায় প্রায় পৌনে তিন টাকা। তাই এক কিরাত দুপাই কম দুই আনা। সম্ভবতঃ প্রত্যেকটি ছাগল চরানোর বিনিময় এ পরিমাণ ছিলো। এ হাদীস দ্বারা এমনভাবে শ্রম দানের ফযীলত জানা গেলো, যার মধ্যে একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তির কাজ করা হয়।

www.islamfind.wordpress.com

১১. হযরত উতবা বিন নযর (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ مُوْسٰى عَلٰى نَبِيِّنَا وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اٰجَرَ نَفْسَهٗ ثَمَانَ سِنِيْنَ اَوْ عَشْرًا.

'হযরত মূসা (আঃ) আট বা দশ বছরের জন্য চাকুরী করেছেন।'

(আহমাদ, ইবনু মাজা)

ফায়দা ঃ এ ঘটনা পবিত্র কুরআনেও বিবৃত হয়েছে। এর দ্বারা নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির কাজে শ্রমদানের ফযীলত জানা গেলো।

১২. হযরত ছাবিত বিন যাহহাক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَاْسَ بِهَا.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিন' ভাড়া দেওয়ার অনুমতি দিয়ে ইরশাদ করেছেন—'এতে কোন দোষ নেই।' (মুসলিম)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা বৈধ ভাড়ার আমদানীর অনুমতি জানা যায়।

১৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةٌ.

'যে কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করলো বা ক্ষেত চাষ করলো, তারপর কোন মানুষ, কোন পাখী বা কোন পশু তা থেকে খেলে ঐ ব্যক্তির জন্য তা দান বলে গণ্য হয়। (অর্থাৎ, সে দানের সওয়াব পায়।)'

(বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা ক্ষেত চাষ করা এবং বৃক্ষ রোপণ করা বা বাগান লাগানোর কত বড় ফযীলত প্রমাণিত হলো। বিধায় এটিও আমদানীর একটি সুন্দর পন্থা।

www.islamfind.wordpress.com

১৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, এক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু (ভিক্ষা) চাইতে এলো। তিনি (তার অর্থাৎ, ভিক্ষাপ্রার্থীর বাড়ী থেকে) একটি চাটাই এবং পানি পান করার একটি পেয়ালা আনালেন এবং সেগুলো নিলামে বিক্রি করলেন। তারপর তার মূল্য দিয়ে তাকে কিছু খাদ্য এবং একটি কুড়াল ক্রয় করে দিয়ে ইরশাদ করলেন—

اِذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ هٰذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَجِيْءَ الْمَسْئَلَةُ نُكْتَةً فِىْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যাও ! কাঠ কেটে বিক্রি করো। তারপর তিনি ইরশাদ করলেন—এ কাজ তোমার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি (কিয়ামত দিবসে) তোমার মুখমণ্ডলে (লাঞ্ছনার) একটি দাগরূপে প্রকাশ পাওয়ার চেয়ে উত্তম।'

(আবু দাউদ, ইবনু মাজা)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হালাল পেশা, তা যত নিম্নমানেরই হোক না কেন (তবে শর্ত হলো, এমন কাজ না হতে হবে, যার দ্বারা ধর্মের অবমাননা হয়। যেমন, মুসলমান হয়ে কোন কাফিরের অতি হীন মানের কাজ করে দেওয়া।) এমনকি ঘাস কাটাও ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম। যদিও ভিক্ষার কাজ জাঁকজমকের সাথেই করা হোক না কেন। যেমন, অনেক লোক চাঁদা সংগ্রহের পেশা অবলম্বন করে। যার দ্বারা নিজের এবং অন্যের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। হাঁ, তবে যদি ধর্মীয় কাজের জন্য চাপ না দিয়ে সাধারণভাবে চাঁদার প্রয়োজন তুলে ধরা হয়—তাতে ক্ষতি নেই।

১৫. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ.

'আল্লাহ তাআলা (বৈধ) পেশা অবলম্বনকারী ঈমানদারকে ভালোবাসেন।' (তারগীব, তাবরানী, বাইহাকী)

ফায়দা ঃ এর মধ্যে সবধরনের বৈধ পেশাই অন্তর্ভুক্ত। কোন বৈধ

পেশাকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।

পরবর্তী হাদীসগুলোতে উল্লেখিত হয়েছে যে, নিজের মনোতৃপ্তির জন্য হালাল মাল সঞ্চয় করে রাখাতেও কল্যাণ রয়েছে।

عَنْ عُمَرَ رض قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهٖ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

১৬. হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে— 'বনী নযীরের (ইহুদীদের) সম্পদসমূহ (অর্থাৎ, জমিনসমূহ, যেগুলো যুদ্ধবিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের হস্তগত হয়নি বরং বিনা যুদ্ধে হস্তগত হয়েছিলো)। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (ব্যয়ের) জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। তিনি এ থেকে স্বীয় স্ত্রীদের এক বছরের খরচ দিতেন। (এবং) তা থেকে যা বাঁচতো তা অস্ত্র ও ঘোড়া (অর্থাৎ, যুদ্ধ সরঞ্জাম) ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন।' (বুখারী)

১৭. হযরত কা'আব বিন মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার তাওবা এই যে, আমি সর্বদা সত্য বলবো এবং আমার সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সমীপে পেশ করে তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। তিনি ইরশাদ করলেন—

اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

'কিছু সম্পদ রেখে দেওয়া উচিত। এটি তোমার জন্য উত্তম (এবং কল্যাণকর)। (সেই কল্যাণ এই যে, নিজের জীবিকা নিজের কাছে থাকলে দুশ্চিন্তা থাকে না।) তখন আমি নিবেদন করলাম, তাহলে খাইবারের যুদ্ধে আমি যে অংশ পেয়েছি তা রেখে দিলাম। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ প্রথম হাদীস দ্বারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত রাখা এবং দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা তাঁর এজন্য পরামর্শ দান করা প্রমাণিত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

১৮. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اِنِّیْ لَاَکْرَهُ الرَّجُلَ فَارِغًا لَا فِیْ عَمَلِ الدُّنْیَا وَلَا فِی الْاٰخِـرَةِ.

'আমি এমন ব্যক্তিকে ঘৃণা করি, যে নিছক বেকার। না দুনিয়ার কোন কাজে লিপ্ত, না আখেরাতের কোন কাজে।'

(মাকাসিদে হাসানা, বাইহাকী, ইবনু আবি শাইবা)

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, যে ব্যক্তির দায়িত্বে ধর্মীয় কোন কাজ নেই, তার উচিত উপার্জনের বৈধ কোন কাজে লিপ্ত থাকা। বেকার জীবন কাটাবে না। তবে ধর্মের কাজে রত ব্যক্তিদের দায়িত্ব খোদ আল্লাহর উপর। তারা জীবিকার ফিকির করবে না।

এ পর্যন্ত আয়ের আলোচনা ছিলো। সম্মুখে ব্যয়ের আলোচনা করা হচ্ছে।

১৯. হযরত মুগীরা (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

کَرِهَ لَکُمْ اِضَاعَةَ الْمَالِ.

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ সম্পদ নষ্ট করার অর্থ অনুপযুক্ত স্থানে ব্যয় করা। যার কিছু বিবরণ এক নম্বর হাদীসের অধীনে আলোচিত হয়েছে।

২০. হযরত আনাস, আবু উমামা, হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اَلْاِقْتِصَادُ فِی النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِیْشَةِ وَمَا عَالَ امْرُءٌ فِیْ اقْتِصَادٍ وَلَا یَبْقٰی عَلٰی سَرَفٍ کَثِیْرٌ.

'মধ্যপন্থায় চলা (অর্থাৎ, কৃপণতাও না করা এবং অপচয়ও না করা। বরং বুঝে-শুনে নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে হাতে রেখে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্যের সঙ্গে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যয় করা) অর্ধেক উপার্জন। যে ব্যক্তি (ব্যয়ের ক্ষেত্রে এভাবে) মধ্যম পন্থায় চলবে, সে অভাবী হবে না, আর অপচয় করলে অধিক সম্পদও থাকে না।' (মাকাসিদ, আসকারী, দায়লামী)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ এ হাদীসে ব্যয়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার মূল রহস্য বলে দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ ধ্বংস ও পেরেশানীর কারণ হয়ে থাকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা না করা। পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, হাতের যাবতীয় সম্পদ শেষ হয়ে যায়। তারপর ঋণ নিতে থাকে, যার মন্দ ফল অসংখ্য। দুনিয়াতেও—যা অভিজ্ঞতায় দেখা যায়—আবার আখিরাতেও, যেমন পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২১. হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণ (অর্থাৎ, কারো অর্থনৈতিক হক, যা অন্যের দায়িত্বে থাকে) সম্পর্কে ইরশাদ করেন—

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْقُتِلَ رَجُلٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَادَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَقْضِىَ دَيْنَهٗ.

'যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি কোন ব্যক্তি জিহাদে শহীদ হয়ে যায়, পুনরায় জীবিত হয়ে আবার শহীদ হয়ে যায়, পুনরায় জীবিত হয়ে (তৃতীয়বার) শহীদ হয়ে যায়, আর তার দায়িত্বে কারো ঋণ থাকে, তাহলে ঐ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে যাবে না।' (তারগীব, নাসায়ী, তাবরানী, হাকিম)

ফায়দা ঃ তবে যে ঋণ এমন কোন প্রয়োজনে নেওয়া হয়েছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতেও প্রয়োজন বলে বিবেচিত এবং তা পরিশোধ করার চিন্তাও সবসময় থাকে এমন ঋণ নেওয়ার অনুমতি রয়েছে।

এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সম্পদের আয়-ব্যয় যদি শরীয়ত অনুপাতে হয়,তাহলে তা আল্লাহ তাআলার একটি নেয়ামত। এতে কোন দোষ নেই। আর তা নিন্দিত হয় ঐ সময়, যখন তার আয়-ব্যয় শরীয়ত পরিপন্থী হয়। যেমন ঃ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহ করা ও বংশ বৃদ্ধির তাকীদও এসেছে (যার বিবরণ পরবর্তী রূহে আসছে)। আবার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রুও বলা হয়েছে। (যেমন সূরা তাগাবুনে এসেছে) অর্থাৎ, যখন তারা আখিরাতের কাজে বাধা দেয়। (যেমন, জালালাইন শরীফের তাফসীরে এসেছে)। একই অবস্থা সম্পদেরও। এ কারণেই

www.islamfind.wordpress.com

এগুলো ফেতনা হওয়ার আলোচনা করতে গিয়ে (সূরা তাগাবুনে) সম্পদ ও সন্তানকে যুগপৎভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিধায় আখিরাত থেকে গাফেল করলে সন্তান ও সম্পদের অবস্থা একই। তাই আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহ খুব করে উপভোগ করো। তবে আল্লাহর দাস হয়ে বিদ্রোহী হয়ে নয়।

এ সমস্ত হাদীস মেশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত এবং এর বাইরে যে কয়টি হাদীস আছে, তার সাথে মূল উৎস গ্রন্থের নামও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিংশ রূহ

বিবাহ ও বংশবৃদ্ধি করা

যে পুরুষ বা নারীর বিবাহ করতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, তার জন্য কখনও কল্যাণকররূপে এবং কখনও আবশ্যকরূপে বিবাহ করাই মূল বিধান। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এসেছে—

১. হযরত ইবনে আবি নুজাইহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مِسْكِيْنٌ مِسْكِيْنٌ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ امْرَءَةٌ قَالُوْا وَاِنْ كَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ قَالَ وَاِنْ كَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ وَقَالَ مِسْكِيْنَةٌ اِمْرَءَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ قَالُوْا وَاِنْ كَانَتْ كَثِيْرَةَ الْمَالِ قَالَ وَاِنْ كَانَتْ كَثِيْرَةَ الْمَالِ.

'অভাবী অভাবী ঐ পুরুষ, যার স্ত্রী নেই। লোকেরা নিবেদন করলো—সে যদি অনেক সম্পদশালী হয় (তবুও কি অভাবী)? তিনি ইরশাদ করলেন—(হাঁ) যদিও সে অনেক সম্পদশালী হয়। (পুনরায়) তিনি ইরশাদ করলেন—অভাবী অভাবী ঐ নারী, যার স্বামী নেই। লোকেরা নিবেদন করলো, যদিও সে অনেক সম্পদশালী হয় (তবুও কি সে অভাবী)? তিনি ইরশাদ করলেন, (হাঁ) যদিও সে অনেক সম্পদশালী হয়।' (রাযীন)

ফায়দা ঃ কারণ, সম্পদের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ, শান্তিময় নিশ্চিন্ত জীবন। তা স্ত্রীহীন পুরুষের লাভ হয় না এবং স্বামীহীন নারীর লাভ হয় না। আর অভিজ্ঞতায়ও তাই দেখা যায়। তাছাড়া বিবাহে দ্বীন ও দুনিয়ার বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমাদেরকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন—

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرَجِ.

'হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ঘর-সংসারের বোঝা বহন করায় সাহসী (অর্থাৎ, স্ত্রীর হক আদায় করতে সক্ষম) তার বিবাহ করা উচিত। কারণ, বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। (অর্থাৎ, কুদৃষ্টি ও কুকর্ম থেকে সহজে বাঁচা সম্ভব হয়)। (সিহাহ সিত্তাহ)

ফায়দা ঃ এটি যে একটি ধর্মীয় উপকারিতা তা স্পষ্ট হলো। আর পার্থিব উপকারিতা প্রথম হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। আর কিছু সম্মুখে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

تَزَوَّجِ النِّسَاءَ يَأْتِيْنَكُمْ بِالْاَمْوَالِ

'নারীদেরকে বিবাহ করো। তারা তোমাদের জন্য সম্পদ নিয়ে আসবে।' (বাযযার)

ফায়দা ঃ এ বিষয়টি তখন হয়ে থাকে, যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিচক্ষণ এবং পরস্পরে হিতাকাংখী হয়। কারণ, এমতাবস্থায় পুরুষ নিজ দায়িত্বে ব্যয়ভার বৃদ্ধি পেয়েছে বুঝে অধিক উপার্জনের চেষ্টা করবে, আর নারী বাড়ীর এমন ব্যবস্থাপনা করবে, যা পুরুষ করতে পারে না। এমতাবস্থায় শান্তি ও চিন্তামুক্ত জীবন অবশ্যম্ভাবী। আর সম্পদের উপকারিতাও এটিই। তাই স্ত্রী সম্পদ আনার অর্থ এটিই।

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো—কোন্ নারী সর্বোত্তম? তিনি ইরশাদ করলেন—

تَسُرُّهٗ اِذَا نَظَرَ تُطِيْعُهٗ اِذَا اَمَرَ لَاتُخَالِفُهٗ فِيْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

'এমন নারী, যাকে দেখলে স্বামীর (মন) আনন্দিত হয়। কোন নির্দেশ দিলে তা পালন করে এবং নিজের ও সম্পদের ব্যাপারে কোন অপছন্দনীয় কাজ করার মাধ্যমে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে না।' (নাসায়ী)

ফায়দা ঃ আনন্দ, আনুগত্য ও ঐক্য কত বড় উপকার!

www.islamfind.wordpress.com

৫. হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতিমা (রাযিঃ)এর হাতে এবং বুকে যাঁতা পেষা এবং পানি বহনের কারণে দাগ পড়ে যায়। ঝাড়ুর ধুলা ও চুলার ধোঁয়ায় কাপড় ময়লা হয়ে যায়। কোন এক জায়গা থেকে কিছু দাসী আসে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন দাসী চান। তখন তিনি ইরশাদ করেন—

اِتَّقِى اللّٰهَ يَا فَاطِمَةُ اَدِّىْ فَرِيْضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِىْ عَمَلَ اَهْلِكِ.

'হে ফাতিমা! আল্লাহকে ভয় করো, নিজের প্রভুর (নির্দেশিত ফরয) কর্তব্য পালন করো এবং নিজের পরিবারের লোকদের কাজ করতে থাকো।' (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) থেকে বড় কোন্ নারী আছে যে, সে ঘরের কাজ করবে না। তাই ঘরের কাজ করা কত বড় কল্যাণকর।

৬. হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّىْ مُتَكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ.

'এমন নারীকে বিবাহ করো, যে প্রেমময়ী এবং (অধিক) সন্তান প্রসবা (সে বিধবা হলে পূর্বের বিবাহ দ্বারা এটি অনুমান করা যাবে আর কুমারী হলে তার সুস্বাস্থ্য এবং তার বংশের বিবাহিতা নারীদের অবস্থা থেকে তা অনুমান করা যাবে)। কারণ, আমি তোমাদের আধিক্য দ্বারা অন্যান্য উম্মাতের উপর গর্ব করবো (যে, আমার উম্মত এত বেশী)।

(আবু দাউদ, নাসায়ী)

ফায়দা ঃ সন্তান হওয়াও কত বড় উপকার। পার্থিব জীবনেও—কারণ, তারা মা-বাবার সর্বাধিক সেবাকারী, সাহায্যকারী, অনুগত ও কল্যাণকামী হয় (যেমনটি সচরাচর দেখা যায়)। আর মৃত্যুর পর তার জন্য দু'আও করে। (মিশকাত, মুসলিম)

আর যদি পরবর্তীতেও সৎ প্রজন্ম অব্যাহত থাকে, তাহলে তার ধর্ম পথের পথিক বংশধর বহুকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (দ্বিতীয় রূহ, নম্বর ৫) এবং কিয়ামত দিবসেও—কারণ, যারা শিশুকালে মারা গেছে, তারা

www.islamfind.wordpress.com

তার ক্ষমার ব্যবস্থা করবে। (কিতাবুল জানায়িয) এবং যারা বালেগ হয়ে সৎকর্মশীল হবে তারাও সুপারিশ করবে (তৃতীয় রূহ, নম্বর ৬ ও ৭)। সবচেয়ে বড় কথা হলো—এর দ্বারা মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ফলে দুনিয়াতেও শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কিয়ামত দিবসে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দিত হয়ে গর্ব করবেন। বিধায় বিবাহ না করা এতগুলো কল্যাণকে বিনষ্ট করা। আর যদি কোন দেশে শরীয়তসম্মত দাসী পাওয়া যায়, তাহলে এ সমস্ত কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে তারাও স্ত্রীতুল্য। যাই হোক, যুক্তিসঙ্গত অপারগতা ছাড়া স্ত্রীহীন জীবনযাপন করার নিন্দা হাদীস শরীফে এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে—

৭. হযরত আবু যর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উকাফ বিন বাশীর তামীমী (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে উকাফ! তোমার কি স্ত্রী আছে? তিনি উত্তর দিলেন—নেই। তিনি ইরশাদ করলেন—দাসীও নেই। তিনি উত্তর দিলেন—দাসীও নেই। তিনি ইরশাদ করলেন—আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি কি সম্পদশালী? তিনি বললেন—আল্লাহর অনুগ্রহে আমি সম্পদশালী। তিনি ইরশাদ করলেন—তাহলে তো তুমি এমতাবস্থায় শয়তানের ভাই। তুমি খৃষ্টান হলে তাদের পাদ্রীদের অন্যতম হতে। তারপর বললেন—

إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ بِالشَّيْطَانِ تَمَرَّسُوْنَ مَا لِلشَّيْطَانِ سِلَاحٌ أَبْلَغُ لِلصَّالِحِيْنَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجُوْنَ أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُوْنَ الْمُبَرَّؤُوْنَ مِنَ الْخَنَاءِ .

'আমাদের (মুসলমানদের) পন্থা বিবাহ করা। (কিংবা শরীয়তসম্মতভাবে দাসী রাখা)। তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হলো, স্ত্রীহীন লোক। শয়তানের নিকট সৎলোকদের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী নারীদের চেয়ে বড় কোন হাতিয়ার নেই। তবে যারা বিবাহিত, তারা নোংরা বিষয় থেকে নির্মল ও পবিত্র।' (আহমাদ)

এটা তখন, যখন মনে নারীর চাহিদা থাকবে। কারণ, তখন হালাল ব্যবস্থা না থাকলে হারামের যে ভয় থাকবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে

www.islamfind.wordpress.com

না। দ্বীন ও দুনিয়ার উপরোক্ত উপকারসমূহ তখনই লাভ হবে, যখন স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা থাকবে। আর ভালোবাসা জন্মায় তখন, যখন পরস্পরের হক আদায় করতে থাকে। তাছাড়া শরীয়তে এ সমস্ত হক আদায়ের নির্দেশও রয়েছে। তাই কয়েকটি বড় হকের উল্লেখ করা হচ্ছে। অন্যান্য হক এর দ্বারাই বোঝা যাবে।

স্ত্রীর হকসমূহ ঃ

৮. হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলেন, যার নিকট একজন দাসী ছিলো। সে তাকে উত্তমরূপে (ধর্মীয়) জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছিলো।

(আইনে মিশকাত, বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ স্ত্রীর হক যে বাঁদীর অধিক, তা বলাই বাহুল্য। বিধায় স্ত্রীকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত অনেক বেশী হবে এটাই স্বাভাবিক। চতুর্থ রূহে এতদসংক্রান্ত কুরআনের নির্দেশ উল্লেখিত হয়েছে।

৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَ اِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

'নারীদের সঙ্গে সদাচরণের উপদেশ (দিচ্ছি, তোমরা তা) গ্রহণ করো। কারণ, নারী পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা তৈরী হয়েছে। তাই তোমরা তাকে সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা হলো, তালাক দেওয়া। আর যদি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও, তাহলে সে বাঁকাই থাকবে। বিধায় তাদের বিষয়ে সদাচরণের উপদেশ গ্রহণ করো।'

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ সোজা করার অর্থ হলো, তার কোন কাজই তোমার মনের বিরুদ্ধে হবে না—এ প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না। পরিণতিতে তালাকের

www.islamfind.wordpress.com

পর্যায় চলে আসবে। তাই সাধারণ বিষয়সমূহ না ধরা চাই। তাছাড়া অধিক কঠোরতা বা অবহেলা করলে স্ত্রীর মনে কখনো কখনো শয়তান ধর্মপরিপন্থী কথা তুলে ধরে। এদিকে সর্বাধিক লক্ষ্য রাখা উচিত।

১০. হযরত হাকিম বিন মুয়াবিয়া (রাযিঃ) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল!

مَاحَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ اِلَّا فِى الْبَيْتِ.

'আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের হক কি? তিনি ইরশাদ করলেন, তাদের হক হলো, যখন তোমরা খাবে, তাদেরকেও খাওয়াবে। যখন তোমরা (কাপড়) পরবে, তাদেরকেও পরাবে। তাদের মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। (অর্থাৎ, অপরাধ করলেও মুখে আঘাত করবে না, আর বিনা অপরাধে মারা তো সর্বত্রই নিন্দনীয়) তাকে অভিশাপ করবে না, তাকে পরিত্যাগ করবে না। তবে ঘরের মধ্যে (অর্থাৎ, রুষ্ট হয়ে ঘরের বাইরে যাবে না)।' (আবু দাউদ)

১১. হযরত আবদুল্লাহ বিন যাম'আ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَايَجْلِدُ اَحَدُكُمْ امْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ.

'তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের ন্যায় প্রহার না করে। তারপর হয়ত দিন শেষে তার সঙ্গে সহবাস করবে।'

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, তখন কোন মুখে তার সামনে যাবে।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رضـ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَيْمُوْنَةَ اِذْ اَقْبَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَايُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَفَعَمْيَاوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

১২. হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'আমি ও মায়মূনা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ) (অন্ধ সাহাবী) এলেন। [ঘটনাটি আমাদের উপর পর্দার নির্দেশ হওয়ার পরে ঘটে।] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন—তোমরা দু'জন পর্দার মধ্যে চলে যাও। আমরা নিবেদন করলাম—তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদেরকে দেখবেন না। তিনি ইরশাদ করলেন—'তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখো না।' (তিরমিযী, আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এটিও বিবির হক। তাকে না–মাহরাম লোক থেকে এমনভাবে পর্দা করাবে যে, এ তাকে দেখবে না এবং সেও একে দেখবে না। এতে করে স্ত্রীর ধর্মও সংরক্ষিত থাকবে। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নিজের জন্যে খাস লোকের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হয়, আর সাধারণ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক হয় দুর্বল। তাই পর্দায় থাকার কারণে স্বামীর সাথে সম্পর্কও অধিক হবে। আর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে, তার হকও তত অধিক আদায় হবে। বিধায় পর্দায় অবস্থান করায় স্ত্রীর দুনিয়ার লাভও বেশী।

স্বামীর হকসমূহ ঃ

১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الزَّوْجَةَ اَنْ تَسْجُدَ زَوْجَهَا.

'আমি যদি কাউকে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদাহ করতে।'

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা স্বামীর কত বড় হক প্রমাণিত হলো!

১৪. হযরত ইবনে আবি আউফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَاتُؤَدِّى الْمَرْاَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتّٰى تُؤَدِّىَ حَقَّ

www.islamfind.wordpress.com

زَوْجِهَا.

'সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রাণ, স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় প্রভুর হক আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজ স্বামীর হক আদায় করবে।' (ইবনু মাজা)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, শুধুমাত্র নামায রোযা করে একথা মনে করে বসবে না যে, আমি আল্লাহ তাআলার হক আদায় করেছি। স্বামীর হক আদায় করা ছাড়া ঐ হকও পরিপূর্ণ আদায় হবে না।

১৫. হযরত ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِثْنَانِ لَاتُجَاوِزُ صَلوٰتُهُمَا رُئُوسَهُمَا عَبْدٌ اٰبِقٌ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ وَامْرَأَةٌ اَغْضَبَتْ زَوْجَهَا حَتّٰى تَرْجِعَ.

'দুজন মানুষের নামায তার মাথার উপরে ওঠে না (অর্থাৎ, কবুল হয় না) ঐ গোলাম যে তার মনীব থেকে পলায়ন করেছে যতক্ষণ না সে তাদের নিকট ফিরে আসে। ঐ নারীর যে তার স্বামীর অবাধ্য হয়। যতক্ষণ না সে তা থেকে ফিরে আসে।' (আওসাত, সগীর, তাবরানী)

এতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহের গুরুত্ব ও তার হকসমূহের আলোচনা ছিলো। তবে যদি বিবাহের প্রতিবন্ধক জটিল কোন সমস্যা থাকে তাহলে বিবাহ করা পুরুষের জন্য জরুরী থাকে না, নারীর জন্যও জরুরী থাকে না। সম্মুখের হাদীসসমূহে এ ধরনের কিছু জটিলতার বর্ণনা রয়েছে।

১৬. হযরত আবু সা'য়ীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার মেয়েকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে এসে নিবেদন করলো, এটি আমার মেয়ে। সে বিবাহ করতে অস্বীকার করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েটিকে বললেন ঃ (বিবাহের বিষয়ে) তোমার বাবার কথা মেনে নাও। সে বললো, ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি বিবাহ করবো না যতক্ষণ না আপনি আমাকে বলেন যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কি? তখন তিনি কয়েকটি বড় বড় হকের কথা উল্লেখ করলেন। তখন মেয়েটি বললো ঃ ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যধর্ম দিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

পাঠিয়েছেন। আমি কখনো বিবাহ করবো না। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ প্রাপ্তবয়স্কা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ছাড়া দিও না। (বাযযার)

ফায়দা ঃ মেয়েটির সমস্যা ছিলো, সে স্বামীর হক আদায় করতে পারবে না বলে আশংকা করছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহে বাধ্যও করেননি।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَا وَامْرَاَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوْمَاَيَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اِلَى الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ اِمْرَاَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَاهَا حَتّٰى بَانُوْا اَوْمَاتُوْا.

১৭. হযরত আউফ বিন মালিক আশজায়ী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আমি এবং ঐ নারী, যার গণ্ড (পরিশ্রমের ফলে) বিবর্ণ হয়ে গেছে, কিয়ামত দিবসে এমনভাবে (পাশাপাশি) অবস্থান করবো, যেমন মধ্যমা ও তর্জনী (পাশাপাশি অবস্থান করে)। অর্থাৎ, এমন নারী, যে বিধবা হয়েছে এবং সে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রূপ-গুণেরও অধিকারিণী (যাকে বিবাহ করার অনেক প্রার্থী আছে, কিন্তু) সে নিজেকে এতীমদের সেবাযত্নের জন্য আবদ্ধ রাখলো। এমনকি তারা (বড় হয়ে) পৃথক হয়ে গেলো বা মরে গেলো।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এটি তখন, যখন নারীর এ আশংকা হয় যে, অন্য জায়গায় বিবাহ করলে সন্তানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রথম হাদীসে প্রথম বিবাহের এবং দ্বিতীয় হাদীসে দ্বিতীয় বিবাহের সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। এ সমস্ত সমস্যা নারীদের ক্ষেত্রে। সম্মুখে পুরুষদের সমস্যা উল্লেখ করা হচ্ছে।

১৮. হযরত ইয়াহইয়া বিন ওয়াকিদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যখন একশ' আশি বছর হবে, (অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে প্রায় পৌনে দু'শ বছর অতিক্রান্ত হবে, যখন ফেতনা প্রচুর পরিমাণে হবে—আর কোন কোন বর্ণনায় দু'শ বছরের কথা এসেছে—ভগ্নাংশ বাদ

www.islamfind.wordpress.com

দিলে উভয় হাদীসের অর্থ একই দাঁড়ায়)। আমি (তখন) আমার উম্মতকে অবিবাহিত থাকার এবং জনমানবের সম্পর্ক পরিত্যাগ করে পর্বতচূড়ায় অবস্থান করার অনুমতি দিচ্ছি। (রাযীন)

ফায়দা ঃ এ হাদীসের বিস্তারিত অর্থ সম্মুখে আসছে।

১৯. হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষের ধ্বংস তার স্ত্রী, মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততির হাতে থাকবে। কারণ, এরা তাকে অভাবের কারণে লজ্জা দিবে এবং এমন সব বস্তুর ফরমায়েশ করবে, যার বোঝা সে বহন করতে পারবে না। পরিণতিতে সে এমন সব কাজের মধ্যে প্রবেশ করবে, যার মধ্যে তার দ্বীন হাতছাড়া হবে। পরিশেষে এ ব্যক্তি ধ্বংস হবে। (আইনে তাখরীজে ইরাকী)

ফায়দা ঃ এ সমস্যার সারকথা স্পষ্ট যে, যখন দ্বীনের ক্ষতির আশংকা জোরালো হবে।

কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা হীন মনোবলের কারণে বিবাহ করে না এবং অন্যের দ্বারস্থ হয়ে পড়ে থাকে তাদের সম্পর্কে নিম্নের হাদীস এসেছে।

২০. হযরত ইয়ায (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—পাঁচ ব্যক্তি জাহান্নামী—(তন্মধ্য থেকে) এক ঐ হীন মনোবল ব্যক্তি, যার (দ্বীনের) জ্ঞান নেই। যারা তোমাদের মধ্যে পরান্নভোজী হয়ে থাকে, না তারা পরিবার রাখে, না সম্পদ রাখে। (মুসলিম)

স্ত্রীদের ন্যায় সন্তান-সন্ততিরও হক রয়েছে। সেগুলো পালনের হুকুমও এসেছে এবং সেগুলো পুরা করার দ্বারা আশাও করা যায় যে, তারা অধিকহারে মাতা-পিতার খেদমত করবে। তাদের হকসমূহের মধ্য থেকে দ্বীন সংক্রান্ত হকসমূহের উল্লেখ দ্বিতীয় রূহের ৪, ৬ ও ৭ এবং তৃতীয় রূহের ৬ ও ৭ এ করা হয়েছে। তাদের পার্থিব হক এই যে, যে সমস্ত জিনিস দ্বারা পার্থিব উপকার ও শান্তি লাভ হয়, তাও তাদেরকে শিক্ষা দিবে।

www.islamfind.wordpress.com

২১. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—নিজের পুত্রদেরকে সাঁতার কাটা এবং তীর চালনা শিক্ষা দাও এবং কন্যাদেরকে সূতা কাটা শিক্ষা দাও। (মাকাসিদ, বাইহাকী)

ফায়দা ঃ এ তিন বিষয়ের নাম উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দাও।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ জামউল ফাওয়ায়িদ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। আর যে কয়টি হাদীস অন্য কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর নামের সঙ্গে 'আইন' শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

একবিংশ রূহ

দুনিয়ার প্রতি বিরাগী এবং আখেরাতের প্রতি অনুরাগী হওয়া

দুনিয়ার প্রতি বিরাগ এবং আখেরাতের প্রতি অনুরাগের দ্বারা দ্বীন দৃঢ় এবং অন্তর সবল হয়। এ গুণ অর্জনের জন্য সর্বদা একথা ভাবতে হবে যে, দুনিয়া একটি নিম্নমানের বস্তু এবং অবশেষে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। (বিশেষ করে নিজের জীবন তো দ্রুত শেষ হয়ে যাবে, অবিলম্বে মৃত্যু সম্মুখে এসে দাঁড়াবে)। পক্ষান্তরে আখিরাত একটি মহিমান্বিত বস্তু, যা সবার নিকট আগমন করবে। তারপর একের পর এক এসব ঘটনা ঘটতে থাকবে—কবরের সওয়াব ও আযাব, কিয়ামতের হিসাব-কিতাব, বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত এবং দোযখের সীমাহীন শাস্তি। এতদবিষয়ক কয়েকটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীস লেখা হচ্ছে।

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ. قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ.

'(অধিকাংশ) মানুষের (নিকট) তাদের কামনার বস্তুসমূহের ভালোবাসা সুশোভিত মনে হয়। যেমন, নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামার। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (যা মৃত্যুর পরে কাজে আসবে) (হে রাসূল!) আপনি (তাদেরকে) বলুন যে, আমি কি তোমাদেরকে এ সবের চেয়ে (বহু গুণে) উত্তম বস্তুর কথা বলবো? (তাহলে শোনো!) যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত। তারা সেখানে

www.islamfind.wordpress.com

থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সহধর্মিণীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।' (সূরা আলে ইমরান ১৩-১৪)

২. আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন—

مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ.

'তোমাদের কাছে (দুনিয়াতে) যাকিছু আছে, তা (একদিন) নিঃশেষ হয়ে যাবে। (হয় তোমার জীবদ্দশাতে সম্পদই হাতছাড়া হয়ে যাবে, অথবা মৃত্যু সবকিছু থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে) আর যা আল্লাহর কাছে আছে, তা চিরকাল থাকবে।' (সূরা নাহল-৯৬)

৩. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا.

'ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং চিরস্থায়ী নেক আমলসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে (আখিরাতে দুনিয়ার তুলনায়) সওয়াব ও আশা লাভের জন্য (বহু গুণে) উত্তম।'

(সূরা কাহাফ-৪৬)

অর্থাৎ, নেক আমলের কারণে যত কিছু আশা পোষণ করা হচ্ছে, সে গুলো আখিরাতে পূর্ণ হবে এবং তার চেয়েও অধিক সওয়াব লাভ হবে। কিন্তু এর বিপরীত হলো, দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। কারণ, এগুলো দ্বারা এ দুনিয়াতেই আশা পুরা হয় না, আখিরাতে তো এর সম্ভাবনাই থাকবে না। (সূরা কাহাফ -৪৬)

৪. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَّفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ.

'তোমরা খুব ভালো করে জেনে রাখো যে, (আখেরাতের তুলনায়) পার্থিব জীবন (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়ার যোগ্য নয়ঃ কারণ, তা) নিছক ক্রীড়াকৌতুক এবং (বাহ্যিক) সাজসজ্জা এবং (শক্তি ও সৌন্দর্যে এবং জাগতিক জ্ঞান ও ঔৎকর্ষে) পারস্পরিক অহমিকা এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে পারস্পরিক আধিক্য প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছু নয়। (এরপর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তুলে ধরে ইরশাদ করেন—) আর আখিরাতের অবস্থা এই যে, সেখানে (কাফিরদের জন্য) কঠিন শাস্তি রয়েছে এবং (ঈমানদারদের জন্য) আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।' (সূরা আল হাদীদ-২০)

৫. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا. وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى.

'বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন (দুনিয়ার তুলনায় বহু গুণে) উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।'

(সূরা আল আ'লা ১৬-১৭)

৬. হযরত মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন—

وَ مَا الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اُصْبُعَهٗ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ.

'খোদার শপথ! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া মাত্র এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ স্বীয় আঙ্গুল সমুদ্রের মধ্যে ডুবালো, তারপর সে দেখুক, সে কতটুকু পানি নিয়ে ফিরলো। (সমুদ্রের তুলনায় এ পানি যতটুকু, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া অতটুকু)।' (মুসলিম)

৭. হযরত জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কানকাটা মৃত ছাগলছানার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন—এটি (মৃত ছাগল ছানাটি) এক দিরহামের বিনিময়ে লাভ করা তোমাদের কে পছন্দ করবে?

www.islamfind.wordpress.com

উত্তরে লোকেরা নিবেদন করলো, (এক দিরহাম তো বড় জিনিস) আমরা তো সামান্য কোন বস্তুর বিনিময়েও এটি লাভ করা পছন্দ করবো না। তিনি ইরশাদ করলেন—

فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ.

'আল্লাহর শপথ! তোমাদের নিকট এটি যত তুচ্ছ, আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়া তার চেয়ে অধিক তুচ্ছ।' (মুসলিম)

৮. হযরত সাহল বিন সা'আদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً.

'দুনিয়া যদি (মূল্যের দিক দিয়ে) আল্লাহর নিকট মাছির পাখা বরাবরও হতো, তাহলে কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।' (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

৯. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَايَبْقٰى عَلٰى مَايَفْنٰى.

'যে ব্যক্তি নিজের দুনিয়াকে (অধিক) ভালোবাসবে, সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে ব্যক্তি নিজের আখিরাতকে ভালোবাসবে, সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাই তোমরা অবিনশ্বর জিনিসকে (অর্থাৎ, আখিরাতকে) নশ্বর জিনিসের উপর (অর্থাৎ, দুনিয়ার উপর) প্রাধান্য দাও।' (আহমাদ, বাইহাকী)

১০. হযরত কা'আব বিন মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِىْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهٖ.

'ক্ষুধার্ত দু'টি বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারাও ছাগলের এত ধ্বংস করবে না। মানুষের দ্বীনকে পদমর্যাদা ও সম্পদের মোহ যে পরিমাণ ধ্বংস করে।' (তিরমিযী, দারামী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, এমন মোহ, যার মধ্যে দ্বীন ধ্বংস হওয়ারও পরোয়া থাকে না। পদমর্যাদার চাহিদাও দুনিয়ার বড় একটি অংশ। চাই ধর্মীয় পদই হোক না কেন। যেমন ঃ নেতা, শাসক বা সংগঠনের সভাপতি ইত্যাদি হয়ে নিজের শান-শওকত বা শাসন ক্ষমতা চাওয়া। পবিত্র কুরআনেও এর নিন্দা এসেছে।

১১. ইরশাদ হচ্ছে—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا.

'এই আখিরাত আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে (নিজেদের জন্য) ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং ফাসাদ (অর্থাৎ, গুনাহ ও অত্যাচার) করতে চায় না।' (সূরা কাসাস ৮৩)

'তবে যদি নিজের থেকে না চাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা কাউকে বড়ত্ব দান করেন। আর সে তার বড়ত্বকে দ্বীনের কাজে ব্যবহার করে, তাহলে তা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত। যেমন হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে বলবেন—'আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম না?' (মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা বড়ত্ব যে, একটি নেয়ামত, তা স্পষ্ট হয়ে গেলো। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)কে মর্যাদাসম্পন্ন বলেছেন (সূরা আলে ইমরান)। এমনকি আল্লাহ্ তাআলা অনেক নবীকে রাজত্বও দান করেছেন। যেমন, হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলাইমান (আঃ)কে রাজত্ব দান করেছেন। (সূরা সাদ) বরং দ্বীনের খেদমতের জন্য নিজের থেকে নেতৃত্ব চাওয়াতেও দোষ নেই। যেমন, হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের রাজকোষের কর্তৃত্বের জন্য নিজে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। (সূরা ইউসুফ)

www.islamfind.wordpress.com

পদ ও নেতৃত্ব নেয়ামত ও জায়েয হওয়া সত্ত্বেও এতে বিপদ ও ঝুঁকি রয়েছে। যেমন—

১২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَامِنْ رَجُلٍ وَلِىَ عَشَرَةً اِلَّا اُتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلَةً يَدُهُ اِلٰى عُنُقِهٖ حَتّٰى يَقْضِىَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهُمْ.

'যে ব্যক্তি দশজন মানুষের উপরেও কর্তৃত্ব রাখে, তাকে কিয়ামতের দিন পিঠমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় হাজির করা হবে। এমনকি হয় তার ন্যায়বিচার (যা সে দুনিয়ায় করেছে) তার বন্ধন খুলে দিবে, অথবা তার অবিচার (যা সে দুনিয়ায় করেছে) তাকে ধ্বংসে নিপতিত করবে।'

(দারামী)

এ হাদীস দ্বারা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া স্পষ্ট বুঝা যায়।

১৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চাটাইয়ের উপর শয়ন করলেন। তারপর উঠলেন। ফলে তার পবিত্র দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়লো। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) নিবেদন করলেন—হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে আপনার জন্য (নরম) বিছানা বিছানোর এবং (নরম বিছানা) বানানোর অনুমতি দিন। তিনি ইরশাদ করলেন—

مَا لِىْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَ.

'দুনিয়ার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক! আমার আর দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো এমন—যেমন কোন আরোহী ব্যক্তি (পথ চলতে চলতে) ছায়া গ্রহণের জন্য কোন বৃক্ষের নীচে থেমে যায়, তারপর তা ছেড়ে (সম্মুখে) পথ ধরে।' (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজা)

১৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—তিনি ইরশাদ করেছেন—

www.islamfind.wordpress.com

اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَادَارَلَهٗ وَمَالُ مَنْ لَامَالَ لَهٗ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهٗ.

'দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর, যার কোন ঘর নেই এবং ঐ ব্যক্তির সম্পদ, যার কাছে কোন সম্পদ নেই এবং একে ঐ ব্যক্তি (প্রয়োজনাতিরিক্ত) সঞ্চয় করে, যার বুদ্ধি নেই।' (আহমাদ, বাইহাকী)

১৫. হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি খুতবার মধ্যে এ কথাও বলতেন—

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ.

'দুনিয়ার ভালোবাসা সমস্ত পাপের মূল।' (রাযীন, বাইহাকী)

১৬. হযরত জাবির (রাযিঃ) থেকে দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

هٰذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهٰذِهِ الْاٰخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا بَنُوْنَ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَاتَكُوْنُوْا مِنْ بَنِى الدُّنْيَا فَافْعَلُوْا فَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِىْ دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ وَاَنْتُمْ غَدًا فِىْ دَارِ الْاٰخِرَةِ وَلَا عَمَلَ.

'এ হলো দুনিয়া, যে সফর করে (পিছনে) চলে যাচ্ছে। আর এ হলো আখিরাত, যে সফর করে (নিকটে) এগিয়ে আসছে এবং এতদুভয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকের কিছু সন্তান রয়েছে। তাই তোমাদের দ্বারা যদি দুনিয়ার সন্তান না হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তাই করো। কারণ, আজ তোমরা আমলের ঘরে আছো। এখানে হিসাব নেই। আর কালকে তোমরা আখিরাতে থাকবে, সেখানে আমল থাকবে না।' (বাইহাকী)

১৭. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ এই যে, 'আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।'

—১৬

www.islamfind.wordpress.com

তারপর তিনি ইরশাদ করলেন—যখন অন্তরে নূর প্রবেশ করে,তখন তা প্রশস্ত হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল। এর এমন কোন আলামত আছে কি? যার দ্বারা (এ নূর) চেনা যাবে। তিনি ইরশাদ করলেন—

اَلتَّجَافِيْ مِنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ.

'হাঁ, ছলনার ঘর থেকে (অর্থাৎ, দুনিয়া থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং চিরস্থায়ী ঘরের প্রতি (অর্থাৎ, আখিরাতের প্রতি) অনুরাগী হওয়া এবং মৃত্যুর জন্য তার আগমনের পূর্বে প্রস্তুত হওয়া।' (বাইহাকী)

এ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রতি বিরাগী হওয়ার আলোচনা ছিলো। সম্মুখে আখিরাতের প্রতি অনুরাগী ও যত্নশীল হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ.

'যাবতীয় স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তু অর্থাৎ, মৃত্যুকে অধিক হারে স্মরণ করো।' (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজা)

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ

'মৃত্যু ঈমানদারের জন্য উপঢৌকন।' (বাইহাকী)

ফায়দা ঃ বিধায় এ উপঢৌকন পেয়ে আনন্দিত হওয়া উচিত। আর যদি কেউ আযাবের ভয় করে, তাহলে তা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করুক অর্থাৎ, আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধান পালন করুক এবং ভুল-ত্রুটির জন্য তওবা করুক।

২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উভয় কাঁধ ধরলেন,

www.islamfind.wordpress.com

তারপর ইরশাদ করলেন—

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ.

'দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো, যেমন কিনা তুমি একজন ভিনদেশী। (ভিনদেশে অবস্থান সাময়িক হয়ে থাকে, তাই তাতে কেউ মন বসায় না) কিংবা (এমনভাবে থাকো, যেমন কিনা তুমি) পথ অতিক্রম করছো। (যার কোন অবস্থানই নেই)। হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) বলতেন—যখন সন্ধ্যা হবে,তখন সকালের প্রতীক্ষা করো না। আর যখন সকাল হবে তখন সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করো না।' (বুখারী)

২১. হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযিঃ) থেকে দীর্ঘ একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—ঈমানদার ব্যক্তি যখন দুনিয়া থেকে আখিরাত অভিমুখে যাওয়ার উপক্রম করে, তখন তার নিকট শুভ্র অবয়বের ফেরেশতাগণ আগমন করেন। তাঁদের কাছে জান্নাতের কাফন এবং জান্নাতের সুগন্ধি থাকে। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা আসে এবং বলে—হে পবিত্র আত্মা! মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে চলো। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা যখন তার জান কবয করে, তখন ফেরেশতাগণ সেই আত্মাকে মৃত্যুর ফেরেশতার হাত থেকে নিয়ে জান্নাতী কাফন এবং সুগন্ধির মধ্যে রেখে দেয় এবং তা থেকে মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। এরপর তাকে নিয়ে (উপর দিকে) আরোহণ করে এবং (জমিনের) ফেরেশতাদের যে দলের নিকট দিয়ে তারা অতিক্রম করে, তাদেরকে জমিনের ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, এ পবিত্র আত্মাটি কার? তখন ফেরেশতারা ভালো ভালো উপাধি সহযোগে তার নাম বলে যে, অমুকের ছেলে অমুক। তারপর তাকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌছায় এবং আসমানের দ্বার উন্মুক্ত করতে বলা হয়। তখন আসমানের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক আসমানের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ তাদের নিকটবর্তী আসমান পর্যন্ত তার সঙ্গে গমন করেন। এমনকি তাকে সপ্তম আসমানে পৌছানো হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—আমার বান্দার আমলনামা 'ইল্লিয়্যীনে' রেখে দাও এবং তাকে (প্রশ্নোত্তরের জন্য) জমিনের দিকে

www.islamfind.wordpress.com

নিয়ে যাও। তখন তাঁর আত্মা তাঁর দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (কিন্তু দুনিয়ায় যেমন ছিলো, তেমনভাবে নয়, বরং ঐ জগতের উপযোগীভাবে। যার স্বরূপ যখন দেখবে, তখন বুঝে আসবে।

তারপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসে এবং জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার রব কে?' সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ'। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার দ্বীন কি?' সে বলে, 'আমার দ্বীন ইসলাম।' তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'এই ব্যক্তি কে, যাঁকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল?' সে বলে, 'তিনি আল্লাহর নবী।' (তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে) এক আহবানকারী আসমান থেকে আহবান করে বলে, আমার বান্দা ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছে।

فَافْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وافْتَحُوا لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيَاْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَ طِيْبِهَا.

'তার জন্য বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে বেহেশতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে দ্বার উন্মুক্ত করে দাও। তখন তার নিকট বেহেশতের বায়ু ও সুগন্ধি আসতে থাকে। (তারপর এ হাদীসেই কাফিরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ এর বিপরীত) (আহমাদ)

ফায়দা ঃ তারপর এ সমস্ত ঘটনা ঘটতে থাকবে—

ক. শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে।

খ. সমস্ত মৃত জীবিত হবে।

গ. হাশর ময়দানের কঠিন বিপদ হবে।

ঘ. হিসাব–কিতাব হবে।

ঙ. আমল পরিমাপ করা হবে, কারো হক অপূর্ণ থাকলে তাকে নেকী দেওয়ানো হবে।

চ. সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা হাউজে কাউসারের পানি লাভ করবে।

ছ. পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে।

জ. কিছু পাপের শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে আযাব হবে।

ঝ. ঈমানদারদের সুপারিশ হবে।

www.islamfind.wordpress.com

ঞ. বেহেশতীরা বেহেশতে যাবে। সেখানে আল্লাহ্ তাআলার দর্শন লাভ করবে।

এ সমস্ত ঘটনার বিবরণ অধিকাংশ মুসলমান বারবার শুনেছে। আর যে শুনে নাই বা পুনরায় জানতে চায় সে শাহ্ রফীউদ্দীন সাহেব রচিত 'কিয়ামতনামা' পুস্তকটি পাঠ করবে। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে ভাববে। এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার বেশী সময় যদি না পায়, তাহলে ঘুমানোর সময়ই একটু গভীরভাবে ভাববে। উপরোক্ত সমস্ত হাদীস মিশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত।

www.islamfind.wordpress.com

দ্বাবিংশ রূহ

গুনাহের কাজ বর্জন করা

গুনাহের কাজ এমন যে, যদি তাতে শাস্তির বিধান নাও থাকতো, তবুও একথা চিন্তা করে তা বর্জন করা জরুরী ছিলো যে, এ কাজ করলে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। দুনিয়াতে কেউ আমার প্রতি দয়া করলে তাকে অসন্তুষ্ট করার সাহস হয় না, বান্দার উপর আল্লাহর দয়ার তো কোন সীমা-পরিসীমা নেই, তাহলে তাঁকে অসন্তুষ্ট করার সাহস কি করে হয়? উপরন্তু শাস্তির ভয়তো রয়েছেই। চাই সে শাস্তি দুনিয়াতেও হোক, (যেমন হাদীস শরীফে কুরআনের এ আয়াতের مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءً يُّجْزَبِهٖ 'যে কোন মন্দ কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে।' তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে) অথবা শুধু আখিরাতে দেওয়া হোক। সুতরাং দুনিয়াতে একটি শাস্তি এও হয়ে থাকে—যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, তার দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং আখিরাতের প্রতি ভীতি সৃষ্টি হয়। আর এর ফলে অন্তরের বল এবং দ্বীনের দৃঢ়তা বিলুপ্ত হয়। অতএব এমত পরিস্থিতিতে তো গুনাহের ধারে-কাছেও যাওয়া সমীচীন নয়। তা অন্তরের গুনাহ হোক, হাত-পায়ের হোক, বা জিহ্বার। এবং তা আল্লাহর হক সংক্রান্ত হোক, বা বান্দার হক সংক্রান্ত হোক। উপরোক্ত শাস্তি তো সব গুনাহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবে কোন কোন গুনাহের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ শাস্তির কথাও এসেছে। নিম্নে এ সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَاَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِىْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَاِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صَقِلَ قَلْبُهٗ وَاِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهٗ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

'কোন ঈমানদার যখন গুনাহের কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারপর যদি সে তাওবা ও ইস্তিগফার

www.islamfind.wordpress.com

করে, তাহলে তার অন্তর পরিস্কার হয়ে যায়। আর যদি (গুনাহের কাজ) পুনরায় করে তাহলে তা (কালো দাগ) আরো বৃদ্ধি পায়। এটিই সেই জং যার উল্লেখ আল্লাহ তাআলা (এ আয়াতে) করেছেন—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'কখনোই এমন নয় (যেমন তারা মনে করছে) বরং তাদের অন্তরে তাদের (পাপ) কর্মসমূহের জং বসে গেছে।' (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজা)

২. হযরত মুআয (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখো। কারণ, গুনাহ করার দ্বারা আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ)

৩. হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের ব্যাধি ও তার প্রতিকার বলবো না? শুনে নাও! তোমাদের ব্যাধি গুনাহ, আর তার প্রতিকার ইস্তিগফার। অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া। (তারগীব)

عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلْقُلُوْبِ صَدًا كَصَدَاِ النُّحَاسِ وَجِلَاءُ هَا الْاِسْتِغْفَارُ.

৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— অন্তরসমূহে একপ্রকারের জং লাগে (অর্থাৎ, পাপসমূহের কারণে), তার পরিচ্ছন্নতা হলো ইস্তেগফার অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া।' (তারগীব, বাইহাকী)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ الْعَبْدَ يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيْئَةٍ يَعْمَلُهَا.

'নিশ্চয়ই মানুষ এমন পাপের ফলে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়, যা সে করে।' (জাযাউল আ'মাল)

ফায়দা ঃ কখনো বাহ্যিকভাবে বঞ্চিত হয়, আর সর্বদা রিযিকের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা দশ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের দিকে মনোযোগী হয়ে ইরশাদ করলেন—পাঁচটি জিনিস এমন রয়েছে, যেগুলোর সাক্ষাত তোমরা পাও—তা থেকে আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি। (সেগুলো হলো) যখন কোন জাতির মধ্যে অশ্লীল কাজ প্রকাশ্যে হতে আরম্ভ করবে, তখন তারা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং এমন সব ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে, যেগুলো তাদের পূর্বপুরুষদের সময় কখনও দেখা দেয়নি এবং যখন কোন জাতি মাপে কম দিবে, তখন অভাব, দুর্ভিক্ষ ও শাসকদের জুলুমের শিকার হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে তাদের উপরই রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি জীবজন্তু না থাকতো, তাহলে আর কখনই বৃষ্টি হতো না এবং যে জাতিই চুক্তি ভঙ্গ করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ভিন্ন জাতির দুশমন চাপিয়ে দিবেন। তারা জোরপূর্বক তাদের ধনসম্পদ হরণ করে নেবে।

(আইনে জাযাউল আ'মাল, ইবনু মাজা)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ مَاظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِىْ قَوْمٍ اِلَّا اَلْقَى اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ ..... وَلَاحَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاسُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ.

৭. হযরত ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'যখনই কোন জাতির মধ্যে খিয়ানত প্রকাশ পেয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিয়েছেন এবং যে জাতিই অন্যায় বিচার করেছে তার উপর শত্রু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।' (মুয়াত্তা মালিক)

عَنْ ثَوْبَانَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَا عٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكَلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَ كَرَا هِيَةُ

www.islamfind.wordpress.com

الْمَوْتِ.

৮. হযরত সাওবান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—সত্বরই এমন একসময় আসছে, যখন (কাফিরদের) সমস্ত দল তোমাদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে আহবান করবে, যেমন আহারকারীরা পরস্পরকে দস্তরখানে আহবান করে। জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করলো, আমরা (কি) তখন সংখ্যায় অল্প হবো? তিনি ইরশাদ করলেন, না! বরং তোমরা তখন অনেক হবে। কিন্তু তখন তোমরা তৃণখণ্ডের ন্যায় স্থিতিহীন অলস ও অথর্ব হবে, যেমন পানির ঢলের মধ্যে কুটা ভেসে যায়। আল্লাহ তাআলা শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব ও ভীতি দূর করে দিবেন। তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা ঢেলে দিবেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো—এই দুর্বলতা কি জিনিস? (অর্থাৎ, কি কারণে এটা হবে?) তিনি ইরশাদ করলেন—দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করা। (আবু দাউদ, বাইহাকী)

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যখন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের থেকে (গুনাহের) প্রতিশোধ নিতে চান, তখন শিশুরা অধিকহারে মৃত্যুবরণ করে এবং নারীরা বন্ধ্যা হয়ে যায়।
(আইনে জাযাউল আ'মাল, ইবনু আবিদ দুনিয়া)

১০. হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—আমি রাজা-বাদশাহদের মালিক। তাদের অন্তর আমার হাতে রয়েছে। মানুষ যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি তাদের (রাজা-বাদশাহদের) অন্তরসমূহকে দয়াময় ও করুণাময় করে তাদের দিকে ঘুরিয়ে দেই। আর যখন মানুষ আমার অবাধ্য হয়, আমি তাদের (রাজা বাদশাহদের) অন্তরসমূহকে ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণকারীরূপে ঘুরিয়ে দিই। তখন তারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করে। (সংক্ষেপিত) (আবু নুয়াইম)

১১. হযরত ওহাব (রাযিঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে ইরশাদ করেন—যখন আমার আনুগত্য করা হয়, তখন আমি খুশী হই। যখন আমি খুশী হই, তখন বরকত দান করি। আর

www.islamfind.wordpress.com

আমার বরকতের কোন সীমা–পরিসীমা নেই। পক্ষান্তরে যখন আমার আনুগত্য করা হয় না, তখন আমি ক্রোধান্বিত হই এবং অভিসম্পাত করি, আর আমার অভিশাপের প্রভাব সাত প্রজন্ম পর্যন্ত পৌছে।

(আইনে জাযাউল আ'মাল, আহমাদ)

ফায়দা ঃ এর অর্থ এই নয় যে, সাত প্রজন্ম পর্যন্ত অভিশাপ হয় বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা নেককার হলে সন্তান যে বরকত লাভ করত—তা করবে না।

১২. হযরত ওকী' (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন—মানুষ যখন আল্লাহর হুকুম লংঘন করে, তখন তার প্রশংসাকারী আপনা আপনি দুর্নাম করতে আরম্ভ করে।

(জাযাউল আ'মাল, আহমাদ)

ফায়দা ঃ এ সমস্ত হাদীসে বেশীর ভাগ সাধারণ গুনাহের খারাপী উল্লেখিত হয়েছে। এখন বিশেষ কিছু গুনাহের বিশেষ বিশেষ খারাপ দিক লেখা হচ্ছে।

১৩. হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সুদ খায় (গ্রহিতা) এবং যে খাওয়ায় (দাতা) এবং লেখক ও তার সাক্ষীর উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং তিনি ইরশাদ করেছেন—এরা সবাই সমান (অর্থাৎ, কোন কোন দিক থেকে)। (মুসলিম)

১৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَلْقَاهُ بِهَا بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِىْ نَهٰى عَنْهَا اَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهٗ قَضَاءً.

'কবীরা গুনাহসমূহের পর সর্ববৃহৎ গুনাহ এই যে, কেউ মারা গেলো, আর তার উপর ঋণ (অর্থাৎ, কারো আর্থিক হক) রয়ে গেলো, আর তা পরিশোধ করার জন্য কিছু রেখে গেলো না। (সংক্ষেপিত)

(আহমাদ, আবু দাউদ)

১৫. হযরত আবু হাররা রুককাশী (রাযিঃ) তদীয় চাচা থেকে বর্ণনা

www.islamfind.wordpress.com

করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلَا لَاتَظْلِمُوْا اَلَا لَايَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

'শোনো! জুলুম করো না, শোন! কারো সম্পদ তার খুশীমনের অনুমতি ছাড়া হালাল নয়।' (বাইহাকী, দারা কুতনী)

ফায়দা ঃ এতে যেমন খোলামেলাভাবে কারো অধিকার হরণ করা বা মেরে নেওয়া অন্তর্ভুক্ত, যেমন, কারো ঋণ বা উত্তরাধিকার অংশ জোর খাটিয়ে হরণ করা, তেমনিভাবে যে সমস্ত চাঁদা চাপ সৃষ্টি করে বা চক্ষুলজ্জায় ও ব্যক্তির প্রভাব খাটিয়ে নেওয়া হয় তাও অন্তর্ভুক্ত।

১৬. হযরত সালিম (রাযিঃ) তদীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ.

'যে ব্যক্তি (কারো) জমিন থেকে অন্যায়ভাবে সামান্যও নিয়ে নিবে—(আহমাদের এক হাদীসে অর্ধহাতের কথা এসেছে)—তাকে কিয়ামত দিবসে সাত তবক জমিনের নিচে ধসিয়ে দেওয়া হবে।' (বুখারী)

১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষদাতা ও গ্রহীতার উপর অভিসম্পাত করেছেন।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

হযরত সাওবান (রাযিঃ)এর বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, এবং যে ব্যক্তি তাদের উভয়ের মাঝে (নির্বাহী) হয় (তার উপরও অভিসম্পাত করেছেন। (আহমাদ, বাইহাকী)

ফায়দা ঃ তবে যেখানে ঘুষ দেওয়া ছাড়া জালেমের জুলুম থেকে বাঁচতে পারবে না, সেখানে ঘুষ দেওয়া জায়িয। কিন্তু ঘুষ নেওয়া সেখানেও হারাম।

১৮. হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ.

www.islamfind.wordpress.com

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ ও জুয়া থেকে বারণ করেছেন।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ মদের মধ্যে সব ধরনের নেশাকর বস্তু অন্তর্ভুক্ত এবং জুয়ার মধ্যে বীমা, লটারী ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত।

১৯. হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সব বস্তু থেকে বারণ করেছেন, যেগুলো নেশাকর (অর্থাৎ জ্ঞান লোপ পায়) বা যেগুলো অনুভূতি শক্তিকে লোপ করে।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ এর মধ্যে আফিম এবং ঐ সমস্ত হুক্কা সেবনও অন্তর্ভুক্ত, যার দ্বারা মস্তিষ্ক ও হাত-পা অনুভূতিহীন হয়ে যায়।

২০. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَمَرَنِىْ رَبِّىْ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ

'আমাকে আমার প্রভু বাদ্যযন্ত্রসমূহ—যেগুলো হাত দ্বারা বাজানো হয় বা মুখ দ্বারা বাজানো হয়—ধ্বংশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

(আহমাদ)

২১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطٰى وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَ يَتَمَنّٰى.

'চোখদ্বয়ের ব্যভিচার (কামনার সাথে) দৃষ্টি ক্ষেপণ করা এবং কানদ্বয়ের ব্যভিচার (কামনার সাথে) কথা শ্রবণ করা, জিহ্বার ব্যভিচার (কামনার সাথে) কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার (কামনার সাথে) কারো (হাত ইত্যাদি) ধরা, পায়ের ব্যভিচার (কামনার সাথে) পা চালিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

গমন করা, অন্তর (এর ব্যভিচার হলো) কামনা করা ও বাসনা করা...।’ (মুসলিম)

ফায়দা ঃ বালকদের সঙ্গে কামনার সাথে কথা বলা বা কামনার কাজ করা এর চেয়ে অধিক মারাত্মক গুনাহ। এ হাদীসের সঙ্গে এর পূর্বের হাদীসকে মিলিয়ে দেখা উচিত যে, নাচগানের মধ্যে কত গুনাহের সমন্বয় রয়েছে।

২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ.

‘বড় বড় গুনাহ হলো, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা। মা-বাপের (অবাধ্য হয়ে তাদেরকে) কষ্ট দেওয়া। নিরপরাধ লোককে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।’ (বুখারী)

২৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে এ হাদীসে মিথ্যা শপথ করার জায়গায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) এসব বিষয় উল্লেখ রয়েছে—এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (লড়াকু কাফিরদের সঙ্গে শরীয়তসম্মত) লড়াইয়ের সময় পালিয়ে যাওয়া, নিস্কলঙ্ক ঈমানদার স্ত্রীদেরকে যাদের (এসব মন্দ বিষয়ের) খবরও নেই—অপবাদ দেওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) এসব বিষয় উল্লেখ রয়েছে—ব্যভিচার করা, চুরি করা, ডাকাতি করা। (বুখারী ও মুসলিম)

২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ

كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

'চারটি স্বভাব এমন রয়েছে, যার মধ্যে এর চারটিই থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে একটি থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব থাকবে, যতক্ষণ সে তা পরিত্যাগ না করবে। (সে স্বভাবগুলো এই ঃ) যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় (চাই তা অর্থসম্পদ হোক বা কথা) সে খিয়ানত করে, যখন কথা বলে—মিথ্যা বলে এবং যখন চুক্তি করে—ভেঙ্গে ফেলে এবং যখন কারো সঙ্গে ঝগড়া করে, তখন গালি দেয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)এর এক বর্ণনায় এও আছে যে, যখন অঙ্গীকার করে—ভঙ্গ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৭. হযরত সফওয়ান বিন 'আসসাল (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে এও রয়েছে—

وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيْءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَسْحَرُوا.

'কোন নিরপরাধ লোককে কোন শাসকের নিকট নিয়ে যেয়ো না, যাতে করে সে তাকে হত্যা করে। (বা তার উপর জুলুম করে) এবং জাদু করো না...।' (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

নিম্নবর্ণিত গুনাহসমূহের ব্যাপারে আযাবের ধমকী এসেছে—

কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে হাসা, কাউকে তার দোষের কথা বলে লজ্জা দেওয়া, মন্দ আখ্যা দিয়ে ডাকা, কুধারণা করা, কারো দোষ তালাশ করা, বিনা কারণে কাউকে বকা-ঝকা দেওয়া, কুটনামী করা, দ্বিমুখী আচরণ করা— অর্থাৎ, এর সামনে এর মত, আর ওর সামনে ওর মত হওয়া। অপবাদ দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, লজ্জা দেওয়া, কারো ক্ষতি দেখে খুশী হওয়া, অহংকার ও গর্ব করা, জুলুম করা, অভাবগ্রস্তকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাহায্য না করা, কারো মালের ক্ষতি করা, কারো মান-সম্মানে আঘাত করা, ছোটদের প্রতি দয়া না করা, বড়দের শ্রদ্ধা না করা, অন্ন-বস্ত্রহীন লোকদের সামর্থ্য মোতাবেক খেদমত না করা,

জাগতিক ব্যাপারে ঝগড়া করে মুসলমানের সঙ্গে কথা বলা ছেড়ে দেওয়া, জীবের ছবি উঠানো, অন্যের জমিতে মিথ্যা উত্তরাধিকারের দাবী করা, সুস্থ–সবল লোকের ভিক্ষা করা। এতদসংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ নবম ও ঊনবিংশতম রূহে চলে গেছে।

দাড়ি মুণ্ডানো বা কাটা, কাফির বা ফাসিকদের মত পোশাক পরিধান করা, নারীরা পুরুষদের বেশ ধারণ করা, যেমন পুরুষদের জুতা পরিধান করা। এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ পঁচিশতম রূহে বর্ণনা আসবে। আরো অনেক গুনাহের কাজ রয়েছে। নমুনাস্বরূপ এ কয়টি লেখা হলো। সবধরনের গুনাহ থেকেই বিরত থাকা উচিত। আর যে সমস্ত গুনাহ অতীতে হয়ে গেছে, সেগুলো থেকে তাওবা করতে থাকবে, কারণ, তাওবার দ্বারা সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

২৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهٗ

‘গুনাহ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি এমন—যেমন কিনা তার গুনাহই ছিলো না।’ (বাইহাকী, শরহুস সুন্নাহ)

তবে বান্দার হকের ক্ষেত্রে তওবার জন্য এ শর্তও রয়েছে যে, হকদার ব্যক্তির থেকেও মাফ চাইতে হবে। এ সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهٗ مَظْلَمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَايَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ.

‘যে ব্যক্তির দায়িত্বে তার (মুসলমান) ভাইয়ের মান–সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ের কোন হক রয়েছে, তার আজই মাফ চাওয়া উচিত। সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন টাকা–পয়সা থাকবে না। (অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন)’ (বুখারী)

এ হাদীসের অবশিষ্টাংশ হলো—

اِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهٖ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

৩০. তার নিকট কোন নেক আমল থাকলে তার হক পরিমাণ তার থেকে নিয়ে নেওয়া হবে (এবং পাওনাদারকে দিয়ে দেওয়া হবে), আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তাহলে অন্যের (পাওনাদারের) গুনাহ নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

(আইনে জামউল ফাওয়ায়িদ, মুসলিম, তিরমিযী)

এ সব ক'টি হাদীস মিশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত। আর যেসব হাদীস অন্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলোতে 'আইন' শব্দ লিখে দেওয়া হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

ত্রয়োবিংশ রূহ

সবর ও শোকর করা

মানুষের সম্মুখে যে সমস্ত পরিস্থিতি দেখা দেয়—তা তার এখতিয়ারভুক্ত হোক বা এখতিয়ার বহির্ভূত—তা দু'প্রকারের হয়ে থাকে। হয়তো সেটা তার মনের অনুকূল হয়, অথবা অনুকূল হয় না। যদি অনুকূল হয় তাহলে এ অবস্থাকে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত মনে করা, এজন্য খুশী হওয়া, নিজের যোগ্যতার চেয়ে অধিক মনে করা, মুখে এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করা এবং এ নেয়ামতকে গুনাহের কাজে ব্যবহার না করা হলো, এ নেয়ামতের শোকর বা কৃতজ্ঞতা। আর যদি অনুকূল না হয়, বরং মন এতে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে এবং কষ্টবোধ করে, এ অবস্থাতে একথা মনে করা যে, আল্লাহ তাআলা এতে আমার কোন কল্যাণ রেখেছেন এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ না করা এবং তা কোন কাজের নির্দেশ হলে, তাতে দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকা, আর তা কোন বিপদাপদ হলে, দৃঢ়তার সঙ্গে তা সহ্য করা এবং অস্থির না হওয়া, এ হলো, সবর বা ধৈর্য ধারণ। ধৈর্যধারণ যেহেতু অধিকতর কঠিন, তাই তার আলোচনা শোকর বা কৃতজ্ঞতার পূর্বে এবং অধিক পরিমাণে করছি।

প্রথমে এতদসংক্রান্ত যেসমস্ত ক্ষেত্র অধিকতর সম্মুখে আসে, দৃষ্টান্তস্বরূপ সেগুলো তুলে ধরছি, তারপর এতদসংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করছি। সেই দৃষ্টান্তসমূহ এই। যেমন—দ্বীনের কাজকে ভয় পায় এবং তা থেকে পালায়। গুনাহের কাজসমূহের চাহিদা হয়, যেমন— নামায, রোযা আদায় করা, বা হারাম আমদানী পরিত্যাগ করা থেকে মন পালায়। বা কারো পাওনা পরিশোধ করতে পিছপা হয়। এ সময়ে সাহস করে দ্বীনের কাজ পুরা করবে এবং গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকবে। যদিও এতদুভয় ক্ষেত্রে কিছুটা কষ্টও হয়। কারণ, খুব সত্বরই এ কষ্টের অধিক শান্তি ও স্বাদ দেখতে পাবে। কিংবা দৃষ্টান্তস্বরূপ তার উপর কোন বিপদ আপতিত হলো, যেমন অভাব অনটন, রোগ ব্যাধি, কারো মৃত্যু, কোন দুশমনের কষ্টদান, বা অর্থ সম্পদের ক্ষতি। এসব ক্ষেত্রে বিপদ-আপদের কল্যাণ ও উপকারিতাসমূহের কথা স্মরণ

www.islamfind.wordpress.com

করবে। সবচেয়ে বড় উপকার হলো, এতে সওয়াব হবে—বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে যার ওয়াদা করা হয়েছে।

বিনা প্রয়োজনে বিপদের কথা প্রকাশ করবে না। সবসময় অন্তরে এর কথা চিন্তা করবে না। এতে করে বিশেষ এক ধরনের প্রশান্তি লাভ হবে। তবে এ বিপদের কোন প্রতিকার থাকলে, যেমন, হালাল সম্পদ উপার্জন করা বা রোগের চিকিৎসা করা বা কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া বা শরীয়তের মাসআলা জেনে প্রতিশোধ নেওয়া বা দু'আ করা, এসব করায় কোন দোষ নেই। এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বীনের কাজে কোন জালেম বাধা দিলে বা দ্বীনকে লাঞ্ছিত করলে সেখানে জানকে জান মনে করবে না। তবে জ্ঞান-বিবেক ও শরীয়তের আইন পরিপন্থী কিছু করবে না। এগুলো ধৈর্য সংক্রান্ত জরুরী কিছু দৃষ্টান্ত। সম্মুখে এতদসংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ তুলে ধরা হলো ঃ

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ.

'(আর যদি ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার ভালোবাসার প্রাবল্যের কারণে ঈমান গ্রহণ করা কঠিন হয়, তাহলে) তোমরা সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য নাও।' (সূরা বাকারা-৪৫)

ফায়দা ঃ উক্ত অবস্থায় শরীয়ত বিরোধী কাজ পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে মনের বিরুদ্ধে কাজ করে সবর করতে বলা হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

'এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয় দ্বারা (যা শত্রুর চাপ ও অন্যান্য বালা-মুসীবত ও বিপদ-আপদের কারণে দেখা দিবে) ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। (যেমন, জীবজন্তু মারা গেলো, বা কোন মানুষ মারা গেলো, বা অসুস্থ হলো, বা ফল ও ফসল নষ্ট হলো) হে নবী যারা (এসব ক্ষেত্রে) ধৈর্যধারণকারী আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন।' (সূরা বাকারা-১৫৫)

www.islamfind.wordpress.com

৩. আল্লাহ তাআলা (পূর্বের যামানার নেককার বান্দাদের প্রসঙ্গে) ইরশাদ করেন—

فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ.

'তারা সাহসহারা হয়নি ঐ সমস্ত বিপদাপদের কারণে, আল্লাহর পথে যেগুলো তাদের উপর পতিত হয়েছে এবং তাদের (দেহ ও মনের) শক্তি হ্রাস পায়নি এবং তারা শত্রুর সম্মুখে অবদমিতও হয়নি (যে তাদের সাথে অক্ষমতার ও তোষামোদমূলক কথা বলবে) এবং আল্লাহ তাআলা এমন ধৈর্যশীল (স্বভাবের লোকদের)কে ভালোবাসেন। (যারা দ্বীনের কাজে এমন অবিচল থাকে।) (সূরা আলে ইমরান–১৪৬)

৪. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

'এবং যে সমস্ত লোক (দ্বীনের বিধানের উপর) ধৈর্যধারণ করেছে (দৃঢ়পদ রয়েছে) আমি তাদের নেককাজসমূহের বিনিময়ে তাদেরকে অবশ্যই প্রতিদান দেবো।' (সূরা নাহল–৯৬)

৫. আল্লাহ তাআলা (দীর্ঘ একটি আয়াতে অন্যান্য আমলের সঙ্গে এও) ইরশাদ করেন—

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ اَجْرًا عَظِيْمًا.

'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ এবং মুসলিম নারী, এবং ঈমানদার পুরুষ ঈমানদার নারী এবং ধৈর্যধারণকারী পুরুষ এবং ধৈর্যধারণকারী নারী ... আল্লাহ তাআলা তাদের সবার জন্য (ক্ষমা ও) মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।' (সূরা আহযাব–৩৫)

ফায়দা ঃ এর মধ্যে সবরের সব প্রকারই চলে এসেছে। যথা—ইবাদতের ক্ষেত্রে সবর, গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে সবর এবং বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে সবর।

www.islamfind.wordpress.com

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَاِكْثَارُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ.

'আমি কি তোমাদেরকে এমন সব বিষয় বলবো না, যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ তাআলা গুনাহ মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা নিবেদন করলো—হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি ইরশাদ করলেন—কষ্টের অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে ওযু করা (কোন কারণে ওযু কষ্টকর হলে তারপরেও হিম্মত করা) এবং মসজিদপানে অনেক পদক্ষেপ করা (অর্থাৎ, দূর থেকে আসা বা বারবার আসা) এবং নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষায় থাকা।' (মুসলিম, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ কষ্টের সময় ওযু করা ধৈর্যের একটি দৃষ্টান্ত।

৭. হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমাকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবিশেষ উপদেশ দান করেন—

اَنْ لَاتُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ اَوْ حُرِّقْتَ.

'আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয় এবং তোমাকে (আগুনে) জ্বালানো হয়।'

(ইবনে মাজা)

ফায়দা ঃ এমন মুহূর্তে ঈমানের উপর অবিচল থাকা ধৈর্যের একটি দৃষ্টান্ত। কোন জালেমের চাপের মুখে এ জাতীয় কাজ বা কথা শরীয়ত মাফ করে দিয়েছে। তা কুফর ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, অন্তর তো ঈমানে পরিপূর্ণ।

৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু মূসা (রাযিঃ)কে একটি সেনাবাহিনীর প্রধান বানিয়ে নৌভ্রমণে পাঠান। তারা এ অবস্থাতে অন্ধকার রাতে নৌকার পাল খুলে রেখেছিলেন। (নৌকা চলছিলো)

www.islamfind.wordpress.com

আচমকা তাদের মাথার উপর থেকে কোন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলে—হে নৌকার লোকেরা! থেমে যাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর একটি হুকুমের সংবাদ দিচ্ছি। যা তিনি নিজের সত্তার উপর নির্ধারণ করে রেখেছেন। হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বললেন—তোমাদের সংবাদ দেওয়ার থাকলে আমাদেরকে দিয়ে দাও। তখন আহ্বানকারী বললো—মহান আল্লাহ তাআলা নিজ সত্তার উপর অবধারিত করে নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি গরমের দিনে রোযা রেখে নিজেদেরকে পিপাসার্ত রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে পিপাসার দিন (অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন যখন তীব্র পিপাসা হবে) পরিতৃপ্ত করবেন।' (আইনে তরগীব, বাযযার)

ফায়দা ঃ এটিও ধৈর্যের একটি দৃষ্টান্ত।

৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ شَاقٌّ عَلَيْهِ لَهٗ اَجْرَانِ.

'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তাতে আটকে যায় আর তা তার জন্য কঠিন মনে হয়, সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ এটিও ধৈর্যের একটি দৃষ্টান্ত। তৃতীয় রূহে এ হাদীস সম্পূর্ণটি চলে গেছে।

১০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ.

'সর্বাধিক প্রিয় ঐ আমল, যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা অল্প হোক।' (বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ বলা বাহুল্য যে, সর্বদা কোন কাজ করতে কোন না কোন সময় মনের কষ্ট হয়, তাই এটিও ধৈর্যের একটি উদাহরণ।

১১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَ حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

'জাহান্নাম (হারাম) খাহেশাত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং জান্নাত কষ্টকর

www.islamfind.wordpress.com

বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত।' (মুসলিম)

ফায়দা ঃ যেসব ইবাদত নফসের জন্য কষ্টকর এবং যে সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচা কঠিন তার সবই এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

১২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) এবং হযরত আবু সা'য়ীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَ لَاهَمٍّ وَ لَا حُزْنٍ وَ لَا اَذًى وَ لَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

'কোন মুসলমানের যে কোন বিপদ, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট বা পেরেশানী আসে—এমনকি কাঁটা বিধে, আল্লাহ তাআলা এ সবের বিনিময়ে তার গুনাহ মাফ করে দেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

১৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهٖ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهٗ لَايُصِيْبُهٗ اِلَّا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اِلَّا كَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ.

'যে কোন ব্যক্তি প্লেগের মহামারী চলাকালে সওয়াবের নিয়তে ধৈর্য ধরে নিজ বসতি এলাকায় অবস্থান করবে এবং এ বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তাআলা (ভাগ্যে) যা লিখেছেন তাই হবে। এ ব্যক্তি শহীদের সমান সওয়াব লাভ করবে।' (বুখারী)

(যদিও সে মৃত্যুবরণ না করে, আর যদি এতে মারা যায় তাহলে আরো উঁচু স্তরের শাহাদত লাভ করবে।) (মুসলিম)

ফায়দা ঃ তবে ঘর পরিবর্তন করা বা মহল্লা পরিবর্তন করা বা ঐ এলাকারই মাঠে চলে যাওয়া অধিকাংশ আলিমের নিকট জায়িয। তবে শর্ত হলো ঃ অসুস্থ ও মৃতদের হক আদায় করতে হবে।

১৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ.

'আমি যখন আমার বান্দাকে তার দুই প্রিয় বস্তুর (বিপদে) আক্রান্ত করি (অর্থাৎ, তার চক্ষুদ্বয় নষ্ট হয়ে গেলো যেমন, হাদীস বর্ণনাকারী নিজেই এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন—) তারপর সে ধৈর্যধারণ করলো, আমি তাকে এতদুভয়ের বিনিময়ে বেহেশত দান করবো।' (বুখারী)

১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—আমার মুমিন বান্দার জন্য—যখন আমি দুনিয়াতে বসবাসকারী তার কোন প্রিয়জনের জান নিয়ে নেই, আর সে একে সওয়াব মনে করে এবং ধৈর্যধারণ করে তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া অন্য কোন বদলা নেই। (বুখারী)

ফায়দা ঃ সেই প্রিয় বস্তু চাই সন্তান হোক, স্ত্রী হোক, স্বামী হোক বা অন্য কোন আত্মীয় বা বন্ধু হোক।

১৬. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যখন কোন লোকের সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন—তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছো? তারা বলে, হাঁ। পুনরায় বলেন, তোমরা তার অন্তরের ফল নিয়ে নিয়েছো? তারা বলে, হাঁ। তারপর তিনি বলেন, আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলে, আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন' বলেছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করো এবং তার নাম রাখ 'বায়তুল হামদ' তথা 'প্রশস্তি গৃহ'। (আহমাদ, তিরমিযী)

১৭. হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং তাদের দেখে হাসেন। (তাঁর শান অনুসারে) এবং তাদের অবস্থার উপর খুশী হন। (সেই তিনজনের মধ্যে) একজন সেও, যে আল্লাহ তাআলার জন্য জান দিতে প্রস্তুত হয়েছে। (যেখানে এর শর্তাবলী

www.islamfind.wordpress.com

পাওয়া যায়) তারপর তার জান যাক বা আল্লাহ তাকে বিজয়ী করেন এবং আল্লাহ তার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার এ বান্দাকে দেখো! আমার জন্য কিভাবে নিজের জানকে ধৈর্যধারণকারী বানিয়েছে। (তারগীব, তাবরানী)

শোকর ঃ

এ পর্যন্ত ধৈর্যের বিবরণ ছিলো। এখন শোকর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি। (এর পরিচয় এ রূহের শুরুতে লেখা হয়েছে)। শোকর বা কৃতজ্ঞতা একটি ইবাদত তো বটেই এর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এও রয়েছে যে, এতে করে অন্য একটি ইবাদত অর্থাৎ, ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যায়। বিবেকের দিক থেকেও এবং স্বভাবের দিক থেকেও।

বিবেকের দিক থেকে এভাবে যে, যখন আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহের কথা ভাবা এবং সেজন্য আনন্দিত হওয়ার (যা কিনা কৃতজ্ঞতার জন্য আবশ্যক) অভ্যাস পরিপক্ক হবে, তখন মুসীবত ইত্যাদির সময়ও একথা ভাববে যে, মহান আল্লাহর এত সীমাহীন দয়া আমার উপর, তাঁর পক্ষ থেকে আমারই কল্যাণ ও সওয়াবের জন্য (যেমন উপরের হাদীসসমূহ দ্বারা জানা গেলো) কোন কষ্টও যদি এসে যায়, তাহলে তা খুশী মনে গ্রহণ করা উচিত। যেমন দুনিয়ায় নিজের কৃপাশীলদের দেওয়া কষ্টকে খুশীমনে মেনে নেওয়া হয়। বিশেষ করে যখন পরবর্তীতে পুরস্কারও পাওয়া যায়।

আর স্বভাবগত দিক থেকে এভাবে যে, নেয়ামতসমূহের কথা চিন্তা করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা জন্মাবে। আর যার প্রতি ভালোবাসা থাকে, তার কঠোরতা অপছন্দনীয় হয় না। যেমন জাগতিক নিয়মেও প্রেমিক তার প্রিয়ের কঠোরতার মধ্যে বিশেষ ধরনের মজা পেয়ে থাকে। সম্মুখে শোকর সম্পর্কিত আয়াত এবং হাদীসসমূহ লেখা হচ্ছে।

১৮. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে (আমার রহমত

www.islamfind.wordpress.com

দ্বারা) স্মরণ করবো এবং আমার শোকর আদায় করো এবং নাশোকরী করো না।' (সূরা বাকারা-১৫২)

১৯. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِيْنَ

'এবং আমি শোকর আদায়কারীদেরকে অতিসত্বর প্রতিদান দেবো।' (সূরা আলে ইমরান)

২০. আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ.

'যদি তোমরা (আমার নেয়ামতসমূহের) শোকর আদায় করো, আমি তোমাদেরকে নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো (দুনিয়াতেও বাড়িয়ে দিতে পারি, আর আখিরাতে তো অবশ্যই বাড়িয়ে দেবো) আর যদি তোমরা নাশোকরী করো তাহলে (একথা ভালো করে বুঝে নাও যে,) আমার আযাব বড় কঠোর। (নাশোকরী করার কারণে তার মুখোমুখি হতে পারো।) (সূরা ইবরাহীম-৭)

২১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—চারটি বস্তু এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি তা লাভ করেছে, সে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণসমূহ লাভ করেছে। কৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকিররত জিহ্বা, ধৈর্যধারণকারী শরীর এবং এমন স্ত্রী, যে নিজের জান এবং স্বামীর সম্পদে তার সাথে খিয়ানত করতে চায় না। (বাইহাকী)

সারকথা ঃ মানুষের যে কোন অবস্থাই হয় তার মনমত হয়, অথবা তার মনের বিপরীত হয়। প্রথম অবস্থায় শোকরের নির্দেশ রয়েছে, আর দ্বিতীয় অবস্থায় রয়েছে সবরের নির্দেশ। তাই সবর ও শোকর সার্বক্ষণিক কাজ।

হে মুসলমানগণ! একে বিস্মৃত হয়ো না। তারপর দেখো! সর্বক্ষণ কি এক অপার্থিব স্বাদ ও মজার জীবন যাপন করো।

হাদীসগুলো মিশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত। আর যেগুলো অন্য কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোতে 'আইন' শব্দ লিখে দেওয়া হয়েছে।

চতুর্বিংশ রূহ

পরামর্শ, ঐক্য, স্বচ্ছ কারবার ও সুসামাজিকতা

পরামর্শযোগ্য বিষয়সমূহে সৎ ও হিতাকাংখী ব্যক্তিদের থেকে পরামর্শ নেওয়া এবং পরস্পরে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও ঐক্য পোষণ করা এবং মুয়ামালাত অর্থাৎ লেনদেন এবং মুয়াশারাত অর্থাৎ, সমাজ–জামাতে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, আমার আচরণে যেন কারো বাহ্যিক কষ্ট, মানসিক ও আত্মিক সংকীর্ণতা বা অস্থিরতা ও বিচলতা সৃষ্টি না হয়। এর নামই সুসামাজিকতা। মোট এই তিনটি বিষয় অর্থাৎ, পরামর্শ ভিত্তিক ঐক্য, স্বচ্ছ কারবার ও সুসামাজিকতা, এর প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে কাম্য ও লক্ষ্য। (অর্থাৎ, এর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক বিধান রয়েছে)। সম্মুখোস্থ আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আবার এগুলোর একটি অপরটির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্তও। যেমন, পরামর্শের উপর তখনই আস্থা হতে পারে, যখন পরামর্শকারীদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ঐক্য বিরাজ করবে। এবং ভালোবাসা ও ঐক্য তখনই বলবৎ থাকতে পারে, যখন একজনের দ্বারা অপরজনের বাহ্যিক বা আন্তরিক ক্ষতি বা কষ্ট না হবে। এ বিষয়টি বিপরীত দিক থেকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় যে, কাউকে কষ্ট বা ক্ষতি থেকে বাঁচানোর পূর্ণ মানসিকতা তখনই হতে পারে, যখন তার সাথে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা থাকবে, আর ঐক্য ও ভালোবাসা পূর্ণ উন্নতিতে পৌছায় একে অপরকে নিজ পরামর্শে অংশীদার করলে। এ বিশেষ সম্পর্কের কারণে এ বিষয় ত্রয়কে একই বস্তুরূপে ধরে নিয়ে একই সঙ্গে সবগুলোর আলোচনা করা হলো। এখন ক্রমানুসারে প্রত্যেকটির বর্ণনা দিচ্ছি।

পরামর্শ ঃ

পরামর্শ করায় দুনিয়ারও লাভ রয়েছে, কারণ, এতে ভুল কম হয়। হাদীস শরীফে এসেছে—

১. হযরত সাহল বিন সা'আদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْاَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

'ধীরস্থিরভাবে কাজ করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ বলা বাহুল্য যে, পরামর্শতে তাড়াহুড়ার প্রতিকার থাকে। এ নির্দেশ সে সমস্ত বিষয়ে প্রযোজ্য, যেগুলোতে বিলম্বের সুযোগ রয়েছে।

পরামর্শ করায় ধর্মীয় ফায়দাও রয়েছে। কারণ, শরীয়তে এর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে—

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ.

২. '(হে নবী!) আপনি এঁদের (সাহাবাদের) থেকে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শ নিতে থাকুন। (পরামর্শ গ্রহণের পর) আপনি যখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন (তা তাদের পরামর্শের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে) তখন আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করুন (এবং ঐ কাজ সম্পাদন করুন) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা এমন ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন।'

(সূরা আলে ইমরান-১৫৯)

ফায়দা ঃ বিশেষ বিষয়সমূহ দ্বারা ঐসব বিষয় বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে 'ওহী' অবতীর্ণ হয়নি এবং অথচ তা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, যেগুলো সাধারণ ব্যাপার নয়। কারণ, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর সে বিষয়ে পরামর্শের কোন সুযোগ থাকে না। আর সাধারণ বিষয়সমূহ—যেমন, দু'বেলার খাবার ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

৩. আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ.

'সাধারণ লোকদের অধিকাংশ গোপন সলা-পরামর্শের মধ্যে কল্যাণ (সওয়াব ও বরকত) নেই। তবে যারা এমন যে, দান-খয়রাত করতে, কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। (এবং এ সমস্ত কাজের শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদানের পূর্ণতা সাধন ও

www.islamfind.wordpress.com

ব্যবস্থাপনার জন্য চেষ্টা-তদবীর ও সলা-পরামর্শ করে) তাদের গোপন সলা-পরামর্শে অবশ্য কল্যাণ (সওয়াব ও বরকত) রয়েছে।'

(সূরা নিসা-১১৪)

ফায়দা ঃ এ আয়াত দ্বারা এ কথাও জানা গেলো যে, কোন কোন সময় গোপন সলা-পরামর্শই কল্যাণের দাবী।

৪. আল্লাহ্ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন—

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

'এবং তাদের (ঈমানদারদের পরামর্শযোগ্য) সমস্ত কাজ তাদের পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে হয়।' (সূরা শুরা)

ফায়দা ঃ পরামর্শ করে কাজ করার কারণে ঈমানদারদের প্রশংসা করা, পরামর্শ প্রশংসিত হওয়ার স্পষ্ট দলীল।

৫. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বদরে যাওয়ার ব্যাপারে সাহাবাদের সঙ্গে) পরামর্শ করেন। (মুসলিম)

৬. হযরত মায়মুন বিন মিহরান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, (কোন বিষয়ে যখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ না পেতেন, তখন) বড় বড় ব্যক্তি এবং নেককার লোকদেরকে সমবেত করে তাদের থেকে পরামর্শ নিতেন এবং তাদের সর্বসম্মত মত অনুপাতে ফয়সালা দিতেন। (হিকমতে বালিগ, দারামী)

ফায়দা ঃ সবার ঐক্যমত হওয়া আমলের জন্য শর্ত নয়। (কারণ, যাকাত বিরোধীদের বিরুদ্ধে একদলের মতবিরোধ সত্ত্বেও তিনি লড়াইয়ের সংকল্প গ্রহণ করেন।)

৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ)এর পরামর্শ সভার সদস্যগণ আলেম ছিলেন। তারা বয়স্ক হোক বা তরুণ। (বুখারী)

ফায়দা ঃ শেষের হাদীসত্রয় দ্বারা জানা গেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এবং হযরত উমর (রাযিঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণের অভ্যাস ছিলো।

৮. হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ নিজ (মুসলমান) ভাই থেকে পরামর্শ নিতে চায় তখন তাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত। (ইবনু মাজা)

এখন পরামর্শের কিছু আদব ও নীতি উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

৯. হযরত কা'আব বিন মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন লড়াইয়ের ইচ্ছা করলে (সাধারণতঃ) অন্য কোন ঘটনা দ্বারা তা গোপন রাখতেন। ... (বুখারী)

ফায়দা ঃ এতে জানা গেলো, যে পরামর্শ প্রকাশ করা ক্ষতিকর তা প্রকাশ করা উচিত নয়।

১০. হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ

'মজলিসসমূহ আমানতের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, কোন মজলিসে কোন বিষয়ে কথা হলে তা বাইরে আলোচনা করা উচিত নয়। (এর মধ্যে পরামর্শের মজলিসও এসে গেলো।) তবে তিনটি মজলিস ছাড়া...।'

(আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ সেই তিন মজলিসের সারকথা হলো, কারো জানমাল বা সম্মান হরণ করার পরামর্শ বা আলোচনা হলো, তা গোপন করা জায়েয নেই। যখন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মজলিসের কথা প্রকাশ করা গুনাহ, তখন যা প্রকাশ করায় সাধারণ মুসলমানের ক্ষতি রয়েছে, তা প্রকাশ করা তো অধিকতর গুনাহের কাজ হবে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে—

১১. হযরত হাতিব বিন আবি বুলতাআহ (রাযিঃ) অসৎ নিয়তে নয়, বরং ভুল বুঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমনই একটি গোপন বিষয়ের কথা মক্কার কাফিরদের নিকট পৌঁছিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে 'সূরায়ে মুমতাহিনার' প্রথম কয়েক আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে।

(আইনে দুররে মানসূর ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ)

বরং যে বিষয়েরই সম্পর্ক সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে হবে, যদিও তা প্রকাশ করায় কোন ক্ষতি আছে বলেও জানা না যায়, তবুও বিবেক ও

www.islamfind.wordpress.com

শরীয়তের নিরীখে এসব বিষয়ের দায়িত্বশীল লোকদের নিকট ছাড়া সাধারণ লোকদের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ, হতে পারে যে, এর ক্ষতির দিক পর্যন্ত তার দৃষ্টি পৌছায়নি।

১২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ.

'আর যখন তাদের কাছে পৌছে (নতুন) কোন বিষয়ের সংবাদ শান্তি সংক্রান্ত বা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে (অবিলম্বে) রটিয়ে দেয়। (এর মধ্যে পরামর্শ সংক্রান্ত সংবাদ ও মজলিসের কথাও অন্তর্ভুক্ত। অথচ কখনো সেগুলো ভুল সংবাদ হয়ে থাকে, বা সেগুলো প্রচার করা অসঙ্গত হয়ে থাকে) আর যদি (নিজেরা না রটিয়ে) তারা সেগুলো পৌছে দিতো রাসূল পর্যন্ত এবং যারা এসব বিষয় বুঝতে সক্ষম তাদের পর্যন্ত (অর্থাৎ, বড় বড় সাহাবী পর্যন্ত এবং নিজেরা এতে কোন দখল না দিতো) তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেতো সে সব বিষয়, যাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত ব্যাপার। (তারপর এরা যেভাবে কাজ করতেন, রটনাকারীদেরও উচিত ছিলো সেভাবে কাজ করা।) (সূরা নিসা-৮৩)

ফায়দা ঃ এ আয়াত দ্বারা অধিকাংশ পত্রপত্রিকার সীমা লংঘন করার বিষয় জানা গেলো। তবে যে সমস্ত পত্রিকা সীমার মধ্যে থাকে, সেগুলো উপকারী হওয়ার বিষয় নিম্নের হাদীস দ্বারা জানা যায়।

১৩. হযরত ইবনে আবি হালা (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন এবং (বিশেষ) ব্যক্তিদের থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন যে, (সাধারণ) লোকদের মধ্যে কী ঘটনা ঘটছে? (শামায়িলে তিরমিযী)

ঐক্য ঃ

১৪. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে (আল্লাহর দেওয়া দ্বীনকে) একতাবদ্ধ হয়ে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'

(সূরা আলে ইমরান-১০৩)

১৫. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ.

'এবং তাদের (মুসলমানদের) অন্তরের মধ্যে একতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।' (সূরা আল আনফাল-৬৩)

ফায়দা ঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতের উল্লেখ করতে গিয়ে একথা বলায় বোঝা গেলো যে, 'ঐক্য' অনেক বড় নেয়ামত।

১৬. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ.

'এবং (সমস্ত ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো (অর্থাৎ, শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করো না) এবং পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। তা না হলে (পারস্পরিক অনৈক্যের কারণে) তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে (কারণ, তখন জাতি শতধাবিভক্ত হয়ে যাবে। একের প্রতি অন্যের আস্থা থাকবে না, তখন একা মানুষ কিছুই করতে পারবে না।) এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। কারণ, অন্যেরা যখন এই অনৈক্যের কথা জানবে, তখন এ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে।'

(সূরা আনফাল-৪৬)

ফায়দা ঃ এতে অনৈক্যের নিন্দা এবং আসল বিষয় আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য অর্থাৎ দ্বীন হওয়া—উল্লেখিত হয়েছে।

১৭. হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের সংবাদ দেবো না, যা (তার কতিপয় প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে) রোযা, সদকা (যাকাত) ও নামাযের মর্যাদার চেয়েও উত্তম। লোকেরা নিবেদন করলো—অবশ্যই বলুন। তিনি ইরশাদ করলেন—

اَفْضَلُ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

‘তা হলো, পারস্পরিক সম্পর্ককে ঠিক রাখা। আর পরস্পরে বিগড়ে যাওয়া (ধর্মকে) মুণ্ডনকারী (ধ্বংসকারী) বস্তু।’ (আবু দাউদ, তিরমিযী)

যেসব বিষয় দ্বারা ঐক্য সৃষ্টি হয় বা ঐক্য বজায় থাকে অর্থাৎ, পরস্পরের হকসমূহের ব্যাপারে খেয়াল রাখা এবং যে সমস্ত বিষয় দ্বারা অনৈক্যের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ, পরস্পরের হক আদায়ে ত্রুটি করা। সে সবের বর্ণনা নবম রূহে করা হয়েছে।

স্বচ্ছ কারবার ও সুসামাজিকতা ঃ

যারা দ্বীন সম্পর্কে সামান্যও সজাগ, তারা কায়–কারবারের স্বচ্ছতার ব্যাপারে কিছুটা হলেও লক্ষ্য রাখে এবং একে ধর্মের বিষয় বলে মনে করে। মাসআলা জানা না থাকার কারণে কোন ত্রুটি হয়ে গেলে সে ভিন্ন কথা। এর সহজ সমাধান হলো—আমার পুস্তিকা ‘সাফাইয়ে মুয়ামালাত’ এবং বেহেশতী যেওরের পঞ্চম খণ্ড দেখে নিবে বা কারো দ্বারা পড়িয়ে শুনে নিবে বা যে বিষয় সামনে আসবে তার বিধান কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবে। আর নিজে এ ব্যাপারে সজাগ না হলে পাওনাদার নিজেই তাগাদা দিয়ে তাকে সজাগ করে দেয়। তার কান খুলে দেয়। তাই এস্থলে এ ব্যাপারে লেখার প্রয়োজন মনে করছি না। কিন্তু সুসামাজিকতার বিষয়ে অনেক দ্বীনদার লোকও খেয়াল করে না। বরং মনে করে এগুলো পার্থিব ব্যবস্থাপনার বিষয় মাত্র। ধর্মের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাই এ ব্যাপারে কিছুমাত্র পরোয়া করে না। এ প্রসঙ্গে কিছু আয়াত এবং হাদীস লিখছি—

১৮. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ.

‘হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ (অর্থাৎ, নিজেদের জন্য

নির্ধারিত গৃহ বা কক্ষ, যার মধ্যে অন্য কারো থাকার সম্ভাবনাই নাই) ব্যতীত অন্য গৃহে (যেগুলোতে অন্য লোক বসবাস করে—তারা পুরুষ হোক চাই নারী এবং মাহরাম হোক চাই গায়ের মাহরাম) প্রবেশ করো না। যতক্ষণ পর্যন্ত (তাদের থেকে) অনুমতি গ্রহণ না করো। (একটু পরে ইরশাদ করেন) আর যদি অনুমতি চাইলে তোমাদেরকে বলা হয় যে, (এ সময়) ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। (তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি পাওয়া না যায়, তাহলে এমতাবস্থায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসেও এসেছে।)

(সূরা নূর–২৭)

ফায়দা ঃ অনুমতি চাওয়ার এ বিষয়টি নারী ও পুরুষ উভয়ের ঘরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এতে তিনটি উপকারিতা রয়েছে—

১. ঘরের অধিবাসীদের কোন অবৈধ অবস্থার উপর দৃষ্টি না পড়া।

২. এমন কোন বিষয়ে অবগত না হওয়া, যে বিষয়ে অবগত হওয়া তার অপছন্দ।

৩. অনেক সময় মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়, চাই বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটার কারণে হোক বা কোন কাজে ক্ষতি হওয়ার কারণে হোক বা সাক্ষাত করতে মন না চাওয়ার কারণে হোক।

১৯. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا.

‘হে মুমিনগণ! যখন (মজলিসের প্রধান ব্যক্তি) তোমাদেরকে বলেন যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও (যাতে করে অন্য আগন্তুকরা জায়গা পায়) তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে (জান্নাতের মধ্যে) স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন (কোন জরুরতে) বলা হয় যে, (মজলিস থেকে) উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। (নির্জনতা লাভের প্রয়োজনে উঠে যেতে বলুক, বা অন্যত্র বসানোর জন্য উঠে যেতে বলুক।)’ (সূরা মুজাদালা–১১)

২০. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পালার রাতে (প্রথমে) বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তারপর এত সময় দেরী করলেন যে, তিনি বুঝলেন—আমি ঘুমিয়ে গেছি, তারপর নিজের চাদরটি আস্তে করে (সরিয়ে) নিলেন। পবিত্র পাদুকা নীরবে পরিধান করলেন। আস্তে দরজা খুললেন, এবং 'জান্নাতুল বাকী'তে গমন করলেন। তারপর (ফিরে এসে এর কারণরূপে) ইরশাদ করলেন—'আমি মনে করেছি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো। আমি তোমাকে জাগানো পছন্দ করিনি এবং আমার আশংকা হয়েছে (যে, তুমি জেগে) একাকী ভয় করবে।' (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাদীসের মধ্যে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি সমস্ত কাজ এজন্য আস্তে করেছেন, যেন হযরত আয়েশার কষ্ট না হয়। জেগে যাওয়ার কষ্ট বা ভয় পাওয়ার কষ্ট।

২১. হযরত মিকদাদ (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, আমরা তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান ছিলাম এবং তাঁর সেখানেই অবস্থান করছিলাম। ইশার নামাযের পর শুয়ে থাকতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেরীতে তাশরীফ আনলে—মেহমানদের ঘুমিয়ে পড়ার এবং জেগে থাকার উভয়টার সম্ভাবনা ছিলো বিধায় আস্তে করে সালাম করতেন। যাতে করে জেগে থাকলে সালাম শুনতে পায়, আর ঘুমিয়ে থাকলে জেগে না যায়। (মুসলিম)

সুসামাজিকতার বিষয়টি এখানে সংক্ষেপে লিখলাম। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য 'আদাবুল মুয়াশারাত' পুস্তিকা এবং বেহেশতী যেওরের দশম খণ্ডের শুরু থেকে 'পেশা ও কারিগরীর বর্ণনা' পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে বা পড়িয়ে শুনে নিবে।

এ সব ক'টি হাদীস মেশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত, তবে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে যেগুলো নেওয়া হয়েছে, সেগুলোতে তার নাম লিখে দেওয়া হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চবিংশ রূহ

জাতীয় স্বকীয়তা

জাতীয় স্বকীয়তা বলতে নিজের পোশাক-আশাক, বেশ-ভূষা, চলন-বলন, আচার-আচরণ ইত্যাদি ভিন্নধর্মীদের থেকে ভিন্নতর রাখাকে বুঝায়। অন্যান্য জাতির বেশ-ভূষা ও আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র বিনা প্রয়োজনে গ্রহণ করতে শরীয়ত নিষেধ করেছে। উপরন্তু এর মধ্যে কিছু বিষয় তো এমনও রয়েছে যে, সেগুলো বিজাতির বৈশিষ্ট্য যদি নাও হয়, তবুও গুনাহের কাজ। যেমন, দাড়ি মুণ্ডানো বা এক মুঠের (চেয়ে ছোট থাকতে বা ছোট করে) কাটা, হাঁটুর ওপরে পায়জামা বা (শুধু) জাঙ্গিয়া পরিধান করা। কারণ, এগুলো সর্বাবস্থায় নাজায়েয। এর সাথে সাথে যদি শরীয়তসম্মত বেশ-ভূষাকে তুচ্ছ মনে করে বা তাকে নিন্দনীয় মনে করে, তাহলে তো সাধারণ গুনাহ থেকে অতিক্রম করে কুফুরী গুনাহ হয়ে যাবে।

আর কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো বিজাতির বৈশিষ্ট্য রূপে থাকলে তো গুনাহের কাজ হবে, আর তা না থাকলে গুনাহের কাজ হবে না। বিজাতির বৈশিষ্ট্য না হওয়ার পরিচয় হলো, সেগুলো দেখার দ্বারা সাধারণ লোকদের মনে এ খটকা সৃষ্টি হয় না যে, এই বেশ বা পোশাক তো অমুক জাতির লোকদের। যেমন, আচকান বা শেরওয়ানী পরিধান করা। যতক্ষণ এগুলো বিজাতির বৈশিষ্ট্যরূপে থাকবে, ততক্ষণ নিষেধ করা হবে। যেমন, আমাদের দেশে কোট-প্যান্ট, বিজাতীয় জুতা বা ধুতি পরিধান করা। নারীদের জন্য ঘাগরা পরিধান করা ইত্যাদি।

আর যে সমস্ত জিনিস বিজাতির শুধুমাত্র জাতীয় পোশাক ও বেশ-ভূষার অর্ন্তভুক্ত তাদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য নয়—যেমন, কোট-প্যান্ট ইত্যাদি, বা জাতীয় বেশ-ভূষার অন্তর্ভুক্ত নয় তবে তাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, যেমন—চেয়ার টেবিলে বা ছুরি-কাঁটা দ্বারা আহার করা—এগুলো গ্রহণ করায় শুধু গুনাহই হবে, কোথাও কম কোথাও বেশী। তবে কুফুরী হবে না। আর যে সমস্ত জিনিস বিজাতির ধর্মীয় প্রতীক বা বেশ-ভূষার অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো অবলম্বন করায় কুফুরী গুনাহ হবে। যেমন, ক্রুশ ঝুলান, মাথায় টিকি রাখা, পইতা বাঁধা, কপালে তিলক

www.islamfind.wordpress.com

লাগান, জয়ধ্বনি করা ইত্যাদি।

যে সমস্ত জিনিস বিজাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য নয় এবং ধর্মীয় প্রতীকও নয়—যদিও সেগুলো তাদের আবিষ্কৃত এবং সাধারণ প্রয়োজনীয় বস্তু—যেমন, দিয়াশলাই, ঘড়ি, হালাল ঔষধ, বিভিন্ন বাহন বা প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি—যেমন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বা আধুনিক অস্ত্র বা আধুনিক ব্যায়াম—যেগুলোর বিকল্প ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নেই—সেগুলো ব্যবহার করা জায়েয। তবে গানবাদ্যের যন্ত্র—যেমন, গ্রামোফোন, হারমোনিয়াম ইত্যাদি জায়িয নয়। জায়েয বস্তুসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা করবে না, বরং আলেমদের থেকে জিজ্ঞাসা করে নিবে।

মুসলমানদের মধ্যে যারা পাপাচারী বা বিদ'আতী—সে বিদআত দ্বীনের বেশে হোক বা দুনিয়ার বেশে—তাদের বেশ-ভূষা অবলম্বন করা গুনাহের কাজ। যদিও কাফেরদের বেশ-ভূষা গ্রহণের চেয়ে এতে কম গুনাহ হবে। বরং পুরুষ নারীর বেশ ধারণ করা বা নারী পুরুষের বেশ ধারণ করাও গুনাহের কাজ।

নিষিদ্ধ বেশ-ভূষা পরিপূর্ণরূপে ধারণ করলে অধিক গুনাহ হবে, আর আংশিক ধারণ করলে কম গুনাহ হবে। এ বিষয়টি শরীয়ত নির্দেশিত যেমন, তেমনি আবার বিবেকসম্মতও। কারণ, পুরুষ হয়ে নারীর বেশ ধারণ করা প্রত্যেকে নিজের বিবেকেও খারাপ মনে করে। অথচ উভয়েই মুসলমান ও নেককার। তাহলে যে ক্ষেত্রে মুসলমান ও কাফেরের পার্থক্য বা নেককার ও বদকারের পার্থক্য সেখানে কাফির বা ফাসেকের বেশ-ভূষা ধারণ করা কার বিবেক অনুমতি দিতে পারে?

এখন এ প্রসঙ্গে কিছু আয়াত ও হাদীস লিখছি।

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ.

'(শয়তান বললো যে,) এবং আমি তাদেরকে (আরো এমন সব বিষয়) শিক্ষা দিবো, যার কারণে তারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করবে। (যেমন, দাড়ি কামানো, দেহে উল্কি আঁকা ইত্যাদি)।'

(সূরা নিসা-১১৯)

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ কিছু পরিবর্তন তো এমন আছে, যার দ্বারা আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, তা হারাম। যেমন, উপরে তার অনেকগুলো দৃষ্টান্ত লেখা হয়েছে, আর কিছু পরিবর্তন আছে এমন, যার দ্বারা আকৃতি গড়ানো হয়, তা ওয়াজিব। যেমন, মোচ খাটো করা, বোগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা। আর কিছু পরিবর্তন আছে জায়েয। যেমন, পুরুষের মাথার চুল নেড়ে করা বা কাটা, এক মুঠের বেশী (লম্বা) দাড়ি কাটা। কোন পরিবর্তন কোন ধরনের অন্তর্ভুক্ত তার ফয়সালা শরীয়ত দ্বারা করতে হবে, প্রচলন দ্বারা নয়। কারণ, প্রথমতঃ প্রচলনের স্তর শরীয়তের সমান নয়। দ্বিতীয়তঃ একেক জায়গার প্রচলন একেক রকম। তাছাড়া প্রত্যেক যুগে প্রচলনের পরিবর্তনও ঘটতে থাকে।

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَرْكَنُوْاۤ اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

'(আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী) জালেমদের দিকে (বন্ধুত্ব ও অনুসরণ–অনুকরণ করে) ঝুঁকে যেয়ো না। (যদি তোমরা এমন করো, তাহলে জেনে রেখো।) জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।'

(সূরা হুদ-১১৩)

ফায়দা ঃ এ কথা নিশ্চিত যে, নিজেদের পন্থা–পদ্ধতি ও বেশ–ভূষা পরিত্যাগ করে বিজাতির পন্থা–পদ্ধতি ও বেশ–ভূষা স্বেচ্ছায় কেউ তখনই গ্রহণ করে, যখন সে দিকে তার মন ধাবিত হয়। আর অবাধ্যদের দিকে ধাবিত হওয়ার উপর দোযখের ধমকি এসেছে। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, এমন বেশ–ভূষা ও পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন করা গুনাহ।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا .

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দেহে কুসুম

www.islamfind.wordpress.com

রঙ্গের দু'টি কাপড় দেখে ইরশাদ করেন—এগুলো কাফিরদের কাপড়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো পরো না।

ফায়দা ঃ এ ধরনের কাপড় পুরুষদের জন্য এমনিতেও হারাম। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে উপরোক্ত কারণটিও উল্লেখ করেছেন। এতে জানা গেলো যে, এ ধরনের কাপড় হারাম হওয়ার পেছনে এ কারণটিরও প্রভাব রয়েছে। তাই এ কারণটি যেখানেই পাওয়া যাবে, তারও এই একই বিধান হবে।

৪. হযরত রুকানা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

فَرْقُ مَابَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ.

'টুপির উপর পাগড়ী থাকা আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ মিরকাত গ্রন্থে এ হাদীসের অর্থ এই আছে যে, আমরা টুপির উপর পাগড়ী বাঁধি, আর মুশরিকরা শুধু পাগড়ী বাঁধে।

৫. হযরত ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

'যে ব্যক্তি (বেশ-ভূষা প্রভৃতিতে) কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।' (আহমাদ, আবূ দাঊদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, যদি কাফির-ফাসিকদের বেশ-ভূষা অবলম্বন করে, তাহলে এ গুনাহে তাদের অংশীদার হবে।

৬. হযরত আবু রায়হানা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি জিনিস থেকে বারণ করেছেন (তার মধ্যে এটিও আছে যে,)

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَجْعَلَ فِىْ اَسْفَلِ ثِيَابِهٖ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ.

এবং কাপড়ের নীচে অনারবদের ন্যায় রেশম লাগানো বা কাঁধের

www.islamfind.wordpress.com

উপর অনারবদের ন্যায় রেশম লাগানো থেকেও নিষেধ করেছেন।...
(আবু দাউদ, নাসায়ী)

ফায়দা ঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যায়ও ঐ কথাই প্রযোজ্য—যা তিন নম্বরের ব্যাখ্যায় চলে গেছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'আল্লাহ তাআলা লা'নত করুন ঐ সমস্ত পুরুষের উপর, যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং ঐ সমস্ত নারীর উপর যারা পুরুষদের অবলম্বন করে বানায়।'
(বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ পুরুষের উপর অভিসম্পাত করেছেন, যে নারীদের ন্যায় পোশাক পরে এবং ঐ নারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন, যে পুরুষদের পোশাক পরে।' (আবু দাউদ)

عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ رض اِنَّ امْرَاَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ قَالَتْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ.

৯. হযরত ইবনে আবি মুলাইকা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে বলা হলো যে, জনৈকা মহিলা (পুরুষালী) জুতা পরিধান করে। তিনি বললেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষবেশী নারীদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।'
(আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ বর্তমানে মহিলাদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচলন হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

আবার কেউ কেউ তো ইংরেজী জুতা পরিধান করে। যে কারণে দ্বিগুণ গুনাহ হয়। এক. পুরুষের বেশ ধারণ করা, দুই. বিজাতির বেশ ধারণ করা।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

১০. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে—'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করুন—চুলের মধ্যে চুল সংযোগকারীদের উপর এবং যারা এটা করায় তাদের উপর (এর দ্বারা ধোঁকা দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, দর্শকরা দীর্ঘ চুলধারী মনে করবে) এবং উল্কি অংকনকারী এবং যারা উল্কি অংকন করায় তাদের উপর। (বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা ঃ পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَتْنِى اُخْتِى الْمُغِيْرَةُ قَالَتْ وَاَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ اَوْقُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَاْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ اَحْلِقُوْا هٰذَيْنِ اَوْ قُصُّوْهُمَا فَاِنَّ هٰذَا زِيُّ الْيَهُوْدِ.

১১. হযরত হাজ্জাজ বিন হাসসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'আমরা হযরত আনাস (রাযিঃ)এর খেদমতে যাই। (হাজ্জাজ তখন শিশু ছিলেন। তিনি বলেন যে,) আমার বোন মুগীরা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তুমি তখন শিশু ছিলে, তোমার (মাথার উপর) চুলের দু'টি ঝুটি বা টিকি ছিলো। হযরত আনাস (রাযিঃ) তোমার মাথার উপর হাত ফিরালেন এবং বরকতের দু'আ করলেন এবং বললেন—এগুলোকে মুণ্ডিয়ে ফেলো বা কেটে ফেলো। কারণ, এটা ইহুদীদের বেশ। (আবু দাউদ)

১২. আমের বিন সা'আদ (রাযিঃ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

نَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ وَ لَاتَشَبَّهُوْا الْيَهُوْدَ.

'নিজের বাড়ীর আঙ্গিনাকে পরিষ্কার রাখো। ইহুদী সদৃশ হয়ো না।

www.islamfind.wordpress.com

(তারা নোংরা থাকতো।)' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ যখন ঘরের বাইরের আঙ্গিনা অপরিষ্কার রাখা ইহুদীদের সাদৃশ্যের কারণে নাজায়িয, তখন নিজের পোশাক-পরিচ্ছদে সাদৃশ্য কি করে জায়িয হবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اسْمِ صَلٰوتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ تَقُوْلُ الْاَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ وَقَالَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اسْمِ صَلٰوتِكُمُ الْعِشَاءِ فَاِنَّهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ الْعِشَاءُ فَاِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْاِبِلِ.

১৩. হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—(অজ্ঞ) বেদুঈনরা যেন মাগরিব নামাযের নামের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার না করে। বেদুঈনরা মাগরিবকে ইশা বলতো। (অর্থাৎ, তোমরা ইশা বলো না, মাগরিব বলো) তিনি আরো ইরশাদ করেন—(অজ্ঞ) বেদুঈন লোকেরা যেন ইশার নামাযের নামের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার না করে। কারণ, আল্লাহর কিতাবে এর নাম 'ইশা' রয়েছে। (বেদুঈনরা একে 'আতামা' বলতো। কারণ, আতামা অর্থাৎ অন্ধকারে উটের দুধ দোহন করা হতো।)' (মুসলিম)

ফায়দা ঃ এতে জানা গেলো যে, কথাবার্তায়ও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা উচিত নয়, যারা দ্বীন সম্পর্কে অবগত নয়।

১৪. হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে আরবীয় ধনুক বিদ্যমান ছিলো। তিনি এক ব্যক্তির হাতে পারস্যের ধনুক দেখতে পেলেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন—এটি ফেলে দাও এবং (আরবীয় ধনুকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন) এটি এবং এর অনুরূপ নাও। (ইবনে মাজা)

ফায়দা ঃ পারস্যের ধনুকের পরিবর্তে আরবীয় ধনুক ছিলো। তাই ওটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এতে জানা গেলো যে, ব্যবহার্য বস্তুসমূহে বিজাতীয় সাদৃশ্য পরিহার করা উচিত। যেমন, কাঁসা ও

পিতলের পাত্র কোন কোন জায়গায় বিজাতিদের বৈশিষ্ট্য।

১৫. হুযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আরবদের বাচনভঙ্গি ও সুরে কুরআন পাঠ করো (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম আঙ্গিকে) এবং নিজেদেরকে প্রেমিকদের বাচনভঙ্গি এবং উভয় কিতাবধারী সম্প্রদায় (অর্থাৎ, ইহুদী ও খৃষ্টান)এর বাচনভঙ্গি থেকে দূরে রাখো।' ...

(বায়হাকী, রাযীন)

ফায়দা ঃ জানা গেলো যে, পড়ার ক্ষেত্রেও বিজাতি ও শরীয়ত পরিপন্থী লোকদের সাদৃশ্য থেকে বাঁচা উচিত।

১৬. এক ব্যক্তি বর্ণনা করে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস আবু জাহেলের মেয়ে উম্মে সা'য়ীদকে ধনুক ঝুলিয়ে পুরুষদের ভঙ্গিতে পথ চলতে দেখতে পেলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন—এটি কে? আমি বললাম—এটি আবু জাহেল কন্যা উম্মে সা'য়ীদ। তিনি বললেন—আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—এমন ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে নারী হয়ে পুরুষদের অবলম্বন করে। বা পুরুষ হয়ে নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। (তারগীব, আহমাদ, তাবরানী)

عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّهٗ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ.

১৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করে, সে এমন মুসলমান, যার জন্য আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের জিম্মাদারী রয়েছে। তাই তোমরা আল্লাহর জিম্মাদারীতে খিয়ানত করো না। (অর্থাৎ, তার ইসলামী অধিকার নষ্ট করো না।)'

(বুখারী)

ফায়দা ঃ এতে জানা গেলো যে, যে সমস্ত খাদ্যবস্তু মুসলমানদের

www.islamfind.wordpress.com

বৈশিষ্ট্য, সেগুলো খাওয়াও নামায প্রভৃতির ন্যায় ইসলামের নিদর্শন। তাই কিছু মানুষ যে বিনা কারণে কারো খাতিরে গরুর গোশ্‌ত খাওয়া পরিহার করে তা অপছন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো।

নিম্নোক্ত আয়াতের শানে নুযুলও এ বিষয়টি প্রমাণ করে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً.

'হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো।' (সূরা বাকারা—২০৮)

মোটকথা, সর্ববিষয়ে ইসলামী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। দ্বীনী বিষয়েও এবং দুনিয়াবী বিষয়েও, সুতরাং হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে—

১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) থেকে (দীর্ঘ একটি হাদীসে) বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ.

'বনী ইসরাঈল বায়াত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিলো, আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া সব কয়টি জাহান্নামে যাবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো—সে দল কোন্‌টি? (যেটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে?) তিনি ইরশাদ করলেন— যে (দল) ঐ পদ্ধতির উপর থাকবে যার উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছি।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ পদ্ধতি দ্বারা ওয়াজিব পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে। যার বিরুদ্ধাচরণে দোযখের ভয় রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে নির্দিষ্ট করে দেননি। তাই এর মধ্যে দ্বীন এবং দুনিয়া উভয় বিষয়ই চলে এসেছে। তবে কোন বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি হওয়া এবং তা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারটি কখনও তাঁর উক্তি

www.islamfind.wordpress.com

দ্বারা জানা যায় এবং কখনও তাঁর কর্ম দ্বারা। কখনও 'নস' অর্থাৎ পরিষ্কার ভাষ্য দ্বারা, কখনও 'ইজতিহাদ' এবং ইঙ্গিত দ্বারা জানা যায়। যা কেবলমাত্র আলেমগণই বুঝতে পারেন। সাধারণ লোকদের জন্য আলেমদের অনুসরণ ছাড়া উপায় নেই। তাদের অনুসরণ করা ছাড়া (সাধারণ গায়রে আলেম) লোকদের দ্বীন রক্ষা পেতে পারে না।

শেষ কথা ঃ

যে সমস্ত আমলের তালিকা ভূমিকায় উল্লেখিত হয়েছে—চিন্তা করলে তার প্রত্যেকটি এ পঁচিশ রূহে উল্লেখিত বিষয়সমূহের মধ্যে পেয়ে যাবে। কোনটা সংক্ষিপ্তাকারে, কোনটা বিস্তারিতভাবে। তাই এখন কিতাব শেষ করছি। তবে কারো মস্তিষ্কে অন্য কোন আমলের চাহিদা উদয় হলে বা এর কোন অংশের বিস্তারিত আলোচনা উপকারী মনে হলে, তা এ কিতাবের উপসংহাররূপে যোগ হতে পারে।

কৃতজ্ঞতা ঃ

১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

بَلِّغُوا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً

'আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও, যদি একটি আয়াতও হয়।'

(বুখারী)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَ كُنْتُ لَهٗ شَافِعًا وَ شَهِيْدًا.

২০. হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি দ্বীনের বিধান সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস সংরক্ষণ করে আমার উম্মতের নিকট তুলে ধরবে, আল্লাহ তাআলা তাকে 'ফকীহ' রূপে উঠাবেন। এবং কিয়ামতের

www.islamfind.wordpress.com

দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।' (বাইহাকী)

আলহামদুলিল্লাহ। এ কিতাবে নব্বইয়ের অধিক আয়াত এবং তাকরারহীন ও 'মরফু' (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি বর্ণিত) ৩৪০টির অধিক হাদীসের তাবলীগ হয়ে গেলো। কোন ব্যক্তি যদি এ কিতাব ছাপিয়ে বিতরণ করে, এ সওয়াব সেও লাভ করবে। যেগুলোতে কোন কিতাবের নাম লেখা হয়েছে, সেগুলো ছাড়া বাকী হাদীসগুলো মিশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত।

সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় কিতাব

জাযাউল আ'মাল

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

সংকলকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ تُجْلَبُ النِّعَمُ بِطَاعَتِهٖ وَالنِّقَمُ بِعِصْيَانِهٖ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْاَتَمَّانِ الْاَكْمَلَانِ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْعِزَّ لِمَنْ وَالَاهُ وَالذُّلَّ وَالْهَوَانَ عَلٰى مَنْ عَادَاهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْيُسْرِ وَالْعُسْرِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ وَوَفَّقَنَا لِاتِّبَاعِ بِهِمْ اَمَّا بَعْدُ :

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যাঁর আনুগত্যের কারণে নেয়ামতসমূহ এবং অবাধ্যতার কারণে শাস্তিসমূহ আকর্ষণ করা হয়। পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দুরূদ ও সালাম আমাদের সরদার ও আল্লাহর নবী মুহাম্মাদের উপর বর্ষিত হোক, যাঁর সঙ্গে ভালোবাসা পোষণকারীর জন্য সম্মান এবং শত্রুতা পোষণকারীর জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের উপর, যারা সুখে-দুঃখে এবং সচ্ছলতায়-অসচ্ছলতায় তাঁর অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

এ অধম ও অকর্মণ্য দ্বীনী ভাইদের খেদমতে আরয করছে যে, বর্তমানে আল্লাহর হুকুম পালনে অলসতা ও উদাসীনতা এবং পাপ কাজে লিপ্ততা ও নির্ভীকতার যে অবস্থা আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এর বড় কারণ এই বুঝে এসেছে যে, নেক ও বদ আমলের ফলাফল শুধুমাত্র আখিরাতে পাওয়া যাবে মনে করা হয়। এ বিষয়ে মোটেও খবর নেই যে, দুনিয়াতেও এর কিছু ফলাফল লাভ হয়।

দুনিয়ার শাস্তি ও পুরস্কার নগদ হয়ে থাকে বিধায় প্রবৃত্তির প্রাবল্যের কারণে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। উপরন্তু পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি কর্মের ফল বলে বিশ্বাস করলেও বাস্তবে কর্ম ও তার প্রতিফল

—১৯

www.islamfind.wordpress.com

এবং কারণ ও কার্যকারণের মাঝে যেই শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে বলে বিশ্বাস করা দরকার এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তা করাও হয়ে থাকে, কিন্তু আখিরাতে কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে এমন শক্তিশালী সম্পর্কের কথা মোটেও বিশ্বাস করা হয় না। বরং অনেকটা এরূপ ধারণা পোষণ করা হয় যে, ঐ জগতে ঘটনাবলীর এক ধারাবাহিকতা চলবে, তার মধ্যে যাকে ইচ্ছা ধরে শাস্তি দেওয়া হবে, আর যাকে ইচ্ছা খুশী হয়ে অফুরন্ত নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হবে। আমলের যেন এর মধ্যে কোন দখলই নেই। [১]

অথচ এ ধারণা অসংখ্য আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের পরিপন্থী। সত্বরই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। এ কারণে এই আধ্যাত্মিক রোগের নিরাময়ের জন্য দু'টি বিষয় জরুরী মনে হলো—

প্রথমতঃ কুরআন, হাদীস ও বিজ্ঞজনদের উক্তির মাধ্যমে একথা দেখানো যে, আমলের শাস্তি ও পুরস্কার পরকালে যেমন বাস্তবায়িত হবে, তেমনই ইহকালেও এর কিছু প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়।

দ্বিতীয়তঃ এ কথা প্রমাণ করা যে, দুনিয়ার কর্ম এবং তার আখিরাতের ফলের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে, যেমন আগুন জ্বালানো এবং খানা পাকানোর মধ্যে বা খানা খাওয়া এবং পেট ভরার মধ্যে বা পানি ছিটানো এবং আগুন নিভে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী সম্পর্ক। এ দু'টি বিষয় প্রমাণিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে গভীর প্রত্যাশা রয়েছে যে, দুনিয়াতে আমলের নগদ শাস্তি ও

টীকা–১ ঃ কেউ যেন এরূপ সন্দেহ পোষণ না করে যে, আখিরাতের ফলাফলের মধ্যে আমলের দখল না থাকার বিষয় তো সহীহ হাদীস দ্বারাও অবগত হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি আমলের জোরে জান্নাতে যাবে না। এ সন্দেহের উত্তর এই যে, এ হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমলের মোটেও দখল নেই, বরং এর উদ্দেশ্য হলো, আমলের জন্য অহংকারী হয়ে বসে থাকবে না। জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত কারণ একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহই হবে। তবে তাঁর অনুগ্রহ নেক আমলের মাধ্যমেই নসীব হয়। বিধায় আমলই চূড়ান্ত কারণের অংশ বিশেষ হলো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।' (সূরা আ'রাফ–৫৬)

www.islamfind.wordpress.com

পুরস্কার লাভ হওয়ার বিশ্বাস এবং ইহকালীন আমলের উপর পরকালীন ফলাফল নির্ভরশীল হওয়ার প্রবল বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অনুরাগ ও পাপ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি সহজ হবে। বাকী আল্লাহই তাওফীক ও সাহায্যদানকারী। এ উদ্দেশ্য পূরণার্থে সাবলিল উর্দূ ভাষায় সংক্ষিপ্ত এ পুস্তিকা সংকলন করা হচ্ছে। এর নামকরণ করা হচ্ছে, 'জাযাউল আমাল' (আমলের প্রতিদান)। উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ পুস্তিকাটিকে একটি ভূমিকা, চারটি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

ভূমিকা ঃ ভূমিকায়, পুরস্কার ও শাস্তির মধ্যে যে, আমলের দখল রয়েছে, এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ প্রথম অধ্যায়ে, গুনাহের ইহকালীন ক্ষতি বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ইবাদত-বন্দেগীর ইহকালীন উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ তৃতীয় অধ্যায়ে, গুনাহ ও আখিরাতের শাস্তির মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্কের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ চতুর্থ অধ্যায়ে, আখিরাতের পুরস্কারের মধ্যে ইবাদতের কেমন দখল ও প্রভাব রয়েছে, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার ঃ উপসংহারে, বিশেষ কিছু নেক আমল বা বদ আমলের বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো করা বা না করার প্রয়োজন অত্যাধিক এবং এমন কিছু সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে, যেগুলো অধিকাংশ সাধারণ মানুষের জন্য নির্ভীকতা ও হঠকারিতার কারণ হয়ে থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা স্বীয় অপার অনুগ্রহে একে পূর্ণতা দান করুন এবং একে হিদায়াতের মাধ্যম বানান এবং আমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ভুল-ভ্রান্তি মাফ করুন। আমীন। এখন আমি আল্লাহর সাহায্যে মূল আলোচনা শুরু করছি।

—মুহাম্মাদ আশরাফ আলী

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

ভূমিকা

পুরস্কার ও শাস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে আমলের ভূমিকা থাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

'যখন তারা অবাধ্য হলো, ঐ সমস্ত বিষয়ে, যেগুলো থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল—তখন আমি তাদেরকে বললাম ঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও !' (সূরা আ'রাফ–১৬৬)

এ আয়াত দ্বারা পরিস্কার বোঝা গেলো যে, অবাধ্যতার কারণেই তারা এ শাস্তি পেয়েছিলো।

আরো ইরশাদ হয়েছে—

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

'যখন তারা আমাকে অসন্তুষ্ট করলো, তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম।' (সূরা যুখরুফ–৫৫)

এখানেও পরিস্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করাই প্রতিশোধ গ্রহণের কারণ ছিলো।

আরো ইরশাদ হয়েছে—

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ফয়সালা করবেন এবং তোমাদের খারাপ পরিণতি দূর করে দিবেন।' (সূরা আনফাল–২৯)

আরো ইরশাদ হয়েছে—

لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا

'যদি তারা সঠিক পথে অবিচল থাকতো, তাহলে আমি তাদেরকে পান করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় দিতাম।' (সূরা জিন–১৬)

www.islamfind.wordpress.com

আরো ইরশাদ হয়েছে—

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ

‘যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।’ (সূরা তাওবা–১১)

আরো ইরশাদ হয়েছে—

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ

‘এ শাস্তি ঐ সমস্ত আমলের কারণে, যা তোমাদের হাত আগে পাঠিয়েছে।’ (সূরা আনফাল–৫১)

আরো ইরশাদ হয়েছে—

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

‘এটি তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান।’ (সূরা আ'রাফ–৪৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে—

ذٰلِكَ جَزَآءُ هُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِنَا

‘এটা এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে।’ (সূরা বানী ইসরাঈল–৯৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে—

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ

‘তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলের নাফরমানী করেছে, তাই তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেছেন।’ (সূরা আল হাক্কাহ–১০)

আরো ইরশাদ হয়েছে—

فَكَذَّبُوْا هُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ

‘তারা তাদের দু’জনকে (মূসা ও হারুন (আঃ)) মিথ্যারোপ করেছে, তাই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।’ (সূরা মু'মিনূন–৪৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে—

فَلَوْ لَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

www.islamfind.wordpress.com

'যদি তিনি [ইউনুস (আঃ)] তাসবীহ্ পাঠকারীদের থেকে না হতেন, তাহলে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে অবস্থান করতেন।'

(সূরা সাফফাত–১৪৪)

এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাসবীহ্ পাঠের বদৌলতে এই বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।

আরো ইরশাদ হয়েছে—

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

'যদি তারা করতো ঐ কাজ, যার উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়, তাহলে তাদের জন্য কল্যাণ হতো।' (সূরা নিসা–৬৬)

উপরোক্ত সমস্ত আয়াত দ্বারা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, আমল ও প্রতিদানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম অধ্যায়
গুনাহের ইহকালীন ক্ষতিসমূহের বর্ণনা

গুনাহের ইহকালীন ক্ষতি এত অধিক যে, তা গুণে শেষ করা যাবে না। তবে এখানে প্রথমে কিছু আয়াত ও হাদীস দ্বারা সংক্ষেপে গুনাহের কিছু (অশুভ) প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল ব্যক্ত করছি। তারপর কিছুটা বিস্তারিত ও বিন্যস্ত আকারে এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করবো।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নাফরমানদের যে সমস্ত ঘটনা এবং তার শাস্তিসমূহ উল্লেখিত হয়েছে, তা কার জানা নেই?

সেটি কোন্ জিনিস, যা ইবলিসকে আসমান থেকে জমিনে পতিত করেছে? এই অবাধ্যতার কারণেই তো সে অভিশপ্ত হয়েছে। তার আকৃতি বিকৃত হয়েছে। অন্তর ধ্বংস হয়েছে। রহমতের স্থলে অভিশাপ ভাগ্যে জুটেছে। নৈকট্যের বদলে দূরত্ব লাভ হয়েছে। তাসবীহ ওতাকদীসের পরিবর্তে কুফর ও শিরক, মিথ্যা ও অশ্লীলতার পুরস্কার মিলেছে।

সেটি কোন্ জিনিস ছিলো, যা নূহ (আঃ)-এর যুগে সমস্ত জগতবাসীকে বন্যায় নিমজ্জিত করেছিলো?

সেটি কোন্ জিনিস, যার কারণে আদ সম্প্রদায়ের উপর ঝঞ্ঝা বায়ু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো? এমনকি তাদেরকে মাটিতে আছড়িয়ে আছড়িয়ে মেরে ফেলা হয়?

সেটি কোন্ জিনিস, যার কারণে সামুদ জাতির উপর বিকট চিৎকার রূপে আযাব আসে। ফলে তাদের কলিজা ফেটে যায় এবং তারা সবংশে ধ্বংস হয়?

সেটি কোন্ জিনিস, যার কারণে লুৎ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের জনপদকে আসমান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে উল্টে ফেলা হয় এবং উপর থেকে পাথর বর্ষানো হয়?

সেটি কোন্ জিনিস, যার কারণে শুয়াইব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর মেঘের আকারে আযাব আসে এবং তা থেকে আগুন বর্ষিত হয়।

সেটি কোন্ জিনিস, যার কারণে ফেরাউনের সম্প্রদায়কে ভূমধ্য সাগরে ডুবিয়ে মারা হয়?

www.islamfind.wordpress.com

সেটি কোন্ জিনিস, যার কারণে কারুনকে ভূমিতে ধসিয়ে দেওয়া হয় এবং তার পিছে পিছে তার ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্রও ধ্বংস হয়ে যায়?

সেটি কোন্ জিনিস, যার কারণে একবার বনী ইসরাঈলের উপর এমন যুদ্ধবাজ জাতি চাপিয়ে দেওয়া হয়, যারা তাদের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদেরকে তছনছ করে ফেলে? এবং পুনরায় একবার তাদের উপর তাদের প্রতিপক্ষকে বিজয়ী করা হয়। ফলে তাদের সাজানো- গোছানো ঘর-বাড়ী পুনর্বার ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়।

সেটি কোন্ জিনিস, যা ঐ বনী ইসরাঈলকেই বিভিন্ন বালা-মুসীবতে আক্রান্ত করে? তারা কখনো নিহত হয়, কখনো বন্দী হয়, কখনো তাদের ঘর-বাড়ী উজাড় করা হয়, কখনো অত্যাচারী বাদশাহ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, কখনো তাদেরকে দেশান্তর করা হয়?

সেই জিনিস, যার কারণে এ সমস্ত (অশুভ) প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও আযাব-গযব দেখা দেয়, তা পাপ ও নাফরমানী ছাড়া আর কি ছিলো?

এ সমস্ত ঘটনাকে পবিত্র কুরআনের জায়গায় জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে, আর অতি সংক্ষেপে তার কারণ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

'আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর জুলুম করবেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো।' (সূরা আনকবূত-৪০)

লক্ষ্য করে দেখুন! তারা এই গুনাহের কারণেই দুনিয়াতে কত রকম আযাব-গযব ভোগ করেছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, যখন 'কুবরছ' (সাইপ্রাস) অঞ্চল বিজিত হয়, তখন জুবায়ের বিন নুযাইর আবুদ দারদা (রাযিঃ)কে দেখেন যে, তিনি একাকী বসে কাঁদছেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম— হে আবুদ দারদা! এমন বরকতময় দিনে কান্নার কারণ কী, যেদিন আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সম্মান দিয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হে যুবাইর! আফসোস! তুমি বুঝলে না, যখন কোন জাতি আল্লাহর হুকুম লংঘন করে, তখন তারা আল্লাহর নিকট কেমন তুচ্ছ ও মূল্যহীন হয়ে যায়। দেখো! কোথায় এ জাতি শাসন

www.islamfind.wordpress.com

ক্ষমতার অধিকারী ছিলো, আর আল্লাহর হুকুম পরিত্যাগ করার কারণে আজ তারা লাঞ্ছিত, যা তুমি এখন প্রত্যক্ষ করছো।

হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই মানুষ ঐ পাপের কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়, যাতে সে লিপ্ত হয়।'

ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা দশ ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন যে, পাঁচটি জিনিস এমন রয়েছে, যেগুলো তোমরা লাভ হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১. যখন কোন জাতির মধ্যে অশ্লীল কাজ প্রকাশ্যে হতে থাকবে, তখন তারা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং আরো এমন এমন রোগে আক্রান্ত হবে, যেগুলো তাদের পূর্বপুরুষদের যুগে ছিলো না।

২. যখন কোন জাতি মাপে কম দিবে, তখন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব ও শাসকদের জুলুম-অত্যাচারের শিকার করা হবে।

৩. যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দিবে, তাদের থেকেই রহমতের বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি জীব-জন্তু না থাকতো, তাহলে কখনই তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ হতো না।

৪. যে জাতিই চুক্তিভঙ্গ করবে, তাদের উপরই আল্লাহ তাআলা কাফির দুশমনকে চাপিয়ে দিবেন। যারা তাদের ধনসম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে।

ইবনু আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, একব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর নিকট ভূমিকম্পের কারণ জিজ্ঞাসা করলো। উত্তরে তিনি বললেন ঃ যখন মানুষ বৈধ কাজের ন্যায় নির্ভীকভাবে ব্যভিচার করে, মদপান করে এবং বাদ্য বাজায়, তখন আসমানে আল্লাহ তাআলার আত্মমর্যাদায় তা বাধে, তখন তিনি জমিনকে নির্দেশ দেন যে,

www.islamfind.wordpress.com

তাদেরকে প্রকম্পিত করো।

একবার হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বিভিন্ন শহরে হুকুমনামা লিখে পাঠান, যার বিষয়বস্তু ছিলো এই—

হামদ ও সালাতের পর বক্তব্য এই যে, এ ভূমিকম্প আল্লাহ তাআলার ক্রোধের আলামত। আমি সব শহরে লিখে পাঠিয়েছি যে, অমুক মাসের অমুক তারিখে (দু'আ ও কান্না-কাটার উদ্দেশ্যে) ময়দানে বের হবে। যাদের টাকা-পয়সা আছে, তারা দান-খয়রাতও করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى.

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করলো, যে পরিশুদ্ধ হলো এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করলো, অতঃপর নামায আদায় করলো।' [১]

(সূরা আ'লা ১৪-১৫)

এবং তোমরা দু'আর মধ্যে বলো, যেমন আদম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন—

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থ ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের আত্মার উপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের উপর রহম না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' (সূরা আ'রাফ-২৩)

এবং যেমন নূহ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন—

وَاِنْ لَّا تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থ ঃ 'আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার উপর দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' (সূরা হূদ-৪৭)

টীকা-১ ঃ কেউ কেউ تَزَكّٰى দ্বারা যাকাত দেওয়া অর্থ নিয়েছে। বাহ্যত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর মতও এটিই।

www.islamfind.wordpress.com

এবং যেমন ইউনুস আলাইহিস সালাম বলেছিলেন—

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ ঃ 'আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমিই জুলুম করেছি।' (সূরা আম্বিয়া-৮৭)

ইবনু আবিদ দুনয়া বর্ণনা করেছেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যখন মহান আল্লাহ বান্দাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান, তখন শিশুরা অধিকহারে মৃত্যুবরণ করে এবং মহিলারা বন্ধ্যা হয়ে যায়।'

মালিক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, আমি হিকমতের কিতাবে পড়েছি যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—'আমি আল্লাহ, আমি বাদশাহদের অধিপতি। তাদের অন্তর আমার হাতে। তাই যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে, আমি ঐ সমস্ত বাদশার অন্তর তার উপর করুণাময় করে দেই। আর যে আমার অবাধ্য হয়, আমি তার জন্য ঐ বাদশাহদেরকে শাস্তিরূপে নির্ধারণ করে দেই। তোমরা বাদশাদের নিন্দাবাদে লিপ্ত হয়ো না। আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। আমি তাদেরকে তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র করে দিবো।'

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ওয়াহাব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে বলেন—'যখন আমার আনুগত্য করা হয়, তখন আমি সন্তুষ্ট হই। আর যখন আমি সন্তুষ্ট হই, তখন বরকত দান করি। আর আমার বরকতের কোন অন্ত নেই। আর যখন আমার আনুগত্য করা হয় না, তখন আমি ক্রোধান্বিত হই। আর যখন আমি ক্রোধান্বিত হই, তখন অভিশম্পাত করি। আর আমার অভিশাপের প্রতিক্রিয়া সাত বংশ পরম্পরা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।'

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ওকী' (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)কে পত্রযোগে লেখেন—'যখন বান্দা আল্লাহর হুকুম লংঘন করে, তখন তার প্রশংসাকারী নিজেই বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে।'

আরো অনেক হাদীস ও বর্ণনায় গুনাহের পার্থিব ক্ষতিসমূহ উল্লেখিত রয়েছে। এখন বিস্তারিত ও বিন্যস্তভাবে গুনাহের কিছু ক্ষতি লিপিবদ্ধ

www.islamfind.wordpress.com

করা হচ্ছে। সহজে আয়ত্ব করার জন্য বিষয়গুলোকে অনুচ্ছেদাকারে বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি।

অনুচ্ছেদ-১ ঃ গুনাহের একটি ক্ষতি এই যে, পাপী ব্যক্তি ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, ইলম হলো আত্মার নূর-জ্যোতি, আর গুনাহের দ্বারা আত্মার সেই নূর নিভে যায়। ইমাম মালিক (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে উপদেশ দিয়েছিলেন—

اِنِّیْ اَرَی اللّٰهَ تَعَالٰی قَدْ اَلْقٰی عَلٰی قَلْبِكَ نُوْرًا فَلَا تُطْفِئْهُ بِالْمَعْصِيَةِ.

অর্থ ঃ 'আমি দেখছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরে একটি নূর দিয়েছেন। তুমি যেন তা গুনাহের কালিমা দ্বারা নিভিয়ে না ফেলো।'

অনুচ্ছেদ-২ ঃ গুনাহের একটি দুনিয়াবী ক্ষতি এই যে, এতে রিযিক কমে যায়। এতদসংক্রান্ত হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ একটি ক্ষতি এই যে, পাপী ব্যক্তির আল্লাহ তাআলার প্রতি এক ধরনের ভীতি ও আতঙ্কের ভাব থাকে। আর এ বিষয়টি এমন যে, সামান্য রুচিবোধ থাকলেও তা বুঝতে পারে।

জনৈক ব্যক্তি এক আল্লাহওয়ালার নিকট ভীতি ও আতঙ্কের অভিযোগ করলে তিনি বলেন—

اِذَا كُنْتَ قَدْ اَوْحَشَتْكَ الذُّنُوْبُ

فَدَعْهَا اِذَا شِئْتَ وَاسْتَانِسْ

অর্থ ঃ 'গুনাহ যখন তোমাকে আতঙ্কে ফেলে, তখন তুমি আতঙ্ক দূর করতে চাইলে গুনাহ পরিহার করো, আর আল্লাহর প্রীতি লাভ করো।'

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ একটি ক্ষতি এই যে, গুনাহ করার দ্বারা মানুষের সাথেও ভয় ও আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ নেক লোকদের সাথে।

www.islamfind.wordpress.com

তাদের নিকট বসতে মন চায় না। আর তাদের সাথে আতঙ্ক যত বৃদ্ধি পাবে, তত তাদের থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হবে এবং তাদের বরকত থেকে বঞ্চিত হবে।

এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন—আমার দ্বারা কোন সময় পাপ কাজ সংঘটিত হলে তার মন্দ প্রভাব আমার স্ত্রী এবং জীবজন্তুর আচরণের মধ্যেও পাই। তারা আর পরিপূর্ণ অনুগত থাকে না।

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, বেশীর ভাগ কাজে জটিলতা দেখা দেয়। পরহেযগারী তথা গুনাহ থেকে বেঁচে চলার দ্বারা সফলতার পথসমূহ উন্মোচিত হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেন।' (সূরা তালাক–২)

অপরদিকে গুনাহ থেকে না বাঁচার দ্বারা সফলতার পথসমূহ বন্ধ হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, অন্তরে একপ্রকারের অন্ধকারাচ্ছন্নতা অনুভূত হয়। অন্তরের দিকে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই অন্ধকারভাব স্পষ্ট বুঝে আসে। এ অন্ধকারের শক্ত প্রভাবে এক ধরনের হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি হয়। যার ফলে মানুষ বিদআত, গোমরাহী ও অজ্ঞতায় লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এবং এ অন্ধকারের মন্দ প্রভাব অন্তর থেকে চোখের মধ্যে চলে আসে। তারপর মুখমণ্ডলের এ কালিমা সবার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। পাপী ব্যক্তি যতই সুন্দর ও সুশ্রী হোক না কেন, তার চেহারায় একপ্রকারের জ্যোতিহীনতা অবশ্যই বিরাজ করে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, নেক কাজ করার দ্বারা চেহারায় দীপ্তি, অন্তরে জ্যোতি, জীবিকায় প্রশস্ততা, দেহে শক্তি এবং অন্য মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। আর পাপ কাজ করার দ্বারা মুখমণ্ডলে দীপ্তিহীনতা, কবর ও অন্তরে অন্ধকারাচ্ছন্নতা, দেহে অলসতা, জীবিকায় সংকীর্ণতা এবং মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

www.islamfind.wordpress.com

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, পাপ কাজ দ্বারা দেহ ও অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। অন্তরের দুর্বলতা তো স্পষ্ট যে, নেক কাজের সাহস হ্রাস পেতে পেতে নিঃশেষ হয়ে যায়। আর দেহ যেহেতু অন্তরের অধীন, তাই অন্তর দুর্বল হলে দেহও দুর্বল হয়ে যায়। লক্ষ্য করো! রোম ও পারস্যের কাফিররা কেমন দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলো, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর সামনে তারা টিকতে পারতো না।

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহের কারণে মানুষ ইবাদত-বন্দেগী থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আজ এক ইবাদত চলে যায়, কাল আরেক ইবাদত ছুটে যায়, পরশু আরেকটি হাতছাড়া হয়ে যায়, এমনিভাবে পাপ কাজের ফলে ক্রমান্বয়ে সমস্ত নেক কাজ তার হাতছাড়া হয়ে যায়। যেমন কেউ এক গ্রাস সুস্বাদু খাবার এমন খেলো, যার দ্বারা এমন রোগ সৃষ্টি হলো যে, শত-সহস্র সুস্বাদ খাবার থেকে সে বঞ্চিত হয়ে গেলো।

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহের কারণে আয়ু কমে যায় এবং বরকত নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, নেককাজ দ্বারা আয়ু বৃদ্ধির কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, বিধায় পাপ কাজ দ্বারা বয়সের ঘাটতি হওয়ার বিষয় এর দ্বারাই বুঝে নিন। আর এরূপ সন্দেহ নিতান্তই অমূলক যে, বয়স তো নির্ধারিত, তা কিভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে? কারণ, বয়সেরই বা কি বিশেষত্ব রয়েছে, এ সমস্ত বিষয়ও তো নির্ধারিত—সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা। সব ব্যাপারেই তো একই সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু এরপরও বিষয়গুলোকে উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে সে অনুপাতে চেষ্টা-তাদবীর করা হয়। বয়সের বিষয়টিও একই রূপ বোঝা উচিত।

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, প্রথম পাপ দ্বিতীয় পাপের কারণ হয়। সেটি তৃতীয়টির কারণ হয়। এমনিভাবে পাপ কাজ বৃদ্ধি পেতে

থাকে। অবশেষে পাপী ব্যক্তি পাপ কাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, পাপ কাজ করতে করতে এমন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় যে, তা পরিত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন আর এই পাপ কাজে স্বাদ বলতে কিছুই থাকে না। কিন্তু না করলে কষ্ট হয়, তাই তা করতে থাকে।

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা তাওবা করার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে যায়। এমনকি একেবারেই তাওবার তাওফীক হয় না। তাওবাবিহীন অবস্থাতেই মৃত্যু চলে আসে।

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, কিছু দিনের মধ্যে ঐ পাপ কাজের ঘৃণা অন্তর থেকে বের হয়ে যায়, তখন ঐ পাপ কাজকে আর অন্যায় মনে করে না। কেউ দেখে ফেলবে তারও পরওয়া করে না। বরং গর্বভরে তার আলোচনা করতে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তি ক্ষমা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافَىً اِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ وَاِنَّ مِنَ الْاِجْهَارِ اَنْ يَسْتُرَاللّٰهُ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَفْضَحُ نَفْسَهٗ وَيَقُوْلُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا فَيُهْلِكُ نَفْسَهٗ وَ قَدْ بَاتَ يَسْتُرُهٗ رَبُّهٗ.

ভাবার্থ ঃ সবার জন্যই ক্ষমার আশা রয়েছে, তবে যারা প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে তারা ছাড়া। আর এটাও প্রকাশ্যে পাপ কাজ করার অন্তর্ভুক্তই যে, আল্লাহ তাআলা তো তার পাপ কাজকে গোপন করেছিলেন, কিন্তু সকালবেলা সে নিজে নিজেকে এভাবে লাঞ্ছিত করে যে, হে অমুক! আমি অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছিলাম। এভাবে নিজেই নিজের গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তা গোপন করেছিলেন।

আর কখনো গুনাহের ঘৃণ্যতা লোপ পেতে পেতে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ কারণেই এক বুযুর্গ বলেন যে, তোমরা তো গুনাহকে ভয় করো আর আমি কুফরের ভয় করি।

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, প্রত্যেক গুনাহই আল্লাহর দুশমনদের উত্তরাধিকার। তাই যেন পাপী ব্যক্তি ঐ অভিশপ্তদের উত্তরাধিকারী হলো। যেমন গুহ্যদ্বারে অপকর্ম করা লূত আলাইহিস সালামের জাতির উত্তরাধিকার। মাপে কম দেওয়া শুআইব আলাইহিস সালামের জাতির উত্তরাধিকার। ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার। অহংকার ও জোর-জবরদস্তি হুদ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার। আর এ পাপী ব্যক্তিরা তাদের সাদৃশ্য ও বেশ-ভূষা গ্রহণ করে আছে।

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট মূল্যহীন ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। আর যখন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকট হেয় ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়, তখন মানুষের মধ্যেও তার আর কোন সম্মান থাকে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন, কেউ তাকে সম্মান দেওয়ার থাকে না।' (সূরা হাজ্জ-১৮)

কবি বলেন—

عزیزیکہ از درگہش سر بتافت
بہر در کہ شد ہیچ عزت نیافت

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তিই তাঁর (আল্লাহর) দরবার থেকে মাথা ফিরিয়ে নিলো (অবাধ্য হলো) সে যে দরজাতেই ধর্না দিবে, কোন সম্মানই পাবে না।'

www.islamfind.wordpress.com

যদিও মানুষ পাপী ব্যক্তির জুলুম-অত্যাচারের ভয়ে তাকে সম্মান করে, কিন্তু কারো অন্তরে তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না।

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহের অশুভ প্রতিক্রিয়া যেমন গুনাহগারের উপর পতিত হয়, তেমনি তার ক্ষতি অন্যান্য সৃষ্টির উপরও পতিত হয়। ফলে সমস্ত সৃষ্টি তার উপর অভিশাপ করে থাকে। গুনাহের শাস্তি তো হবেই, উপরন্তু এ অভিশাপ তার অতিরিক্ত শাস্তির কারণ হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যখন মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তখন জীবজন্তু পাপী ব্যক্তিদের উপর অভিশম্পাত করে আর বলে যে, এটি আদম সন্তানের পাপের মন্দ প্রতিক্রিয়া।

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, পাপ কাজ করার দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় এবং তা বিকৃত হয়ে যায়। কারণ, বুদ্ধি একটি আলোকদীপ্ত জিনিস, পাপ ও কালিমা দ্বারা তা লোপ পেয়ে যায় ; বরং পাপ করাটাই নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ। যদি পাপী ব্যক্তির বুদ্ধি ঠিক থাকতো, তাহলে এমতাবস্থায়ও কি পাপ কাজ করতে পারে যে, সে আল্লাহর ক্ষমতাধীন রয়েছে। তাঁর রাজত্বে বসবাস করছে। তিনি সর্বদা দেখছেন। তাঁর ফেরেশতারা সাক্ষী হচ্ছে। কুরআন শরীফ তাকে নিষেধ করছে। ঈমান তাকে বাধা দিচ্ছে। মৃত্যু তাকে বারণ করছে। দোযখ তাকে নিষেধ করছে। পাপ কাজ করার দ্বারা ঐ পরিমাণ স্বাদ ও আনন্দ লাভ হয় না, দুনিয়া ও আখিরাতের যে পরিমাণ লাভ এর দ্বারা হাতছাড়া হয়। আচ্ছা, কোন সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি কি এত সব সত্ত্বেও পাপ কাজ করতে পারে?

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ গুনাহের একটি বড় ক্ষতি এই যে, গুনাহ করার দ্বারা এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লা'নতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, তিনি অনেক গুনাহের উপর লা'নত করেছেন। আর যে সমস্ত গুনাহ এ সমস্ত অভিশাপকৃত গুনাহের চেয়ে

বড়, সেগুলোর কারণে তো অধিকতর লা'নতের উপযোগী হবে। যেমন—

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

(১ ও ২) 'আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত নারীর উপর অভিশাপ করেছেন, যারা উল্কি আঁকে এবং আঁকতে বলে। তিনি আরো অভিশাপ করেছেন, ঐ সমস্ত নারীর উপর, যারা অন্যের চুল নিজের চুলের সঙ্গে যুক্ত করে চুল দীর্ঘ করে এবং যে অন্যের দ্বারা চুল যুক্ত করায়।' (বুখারী, মুসলিম)

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰو وَمُوكِلَهٗ وَ شَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ.

(৩) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার সাক্ষীর উপর। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ.

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন, হালালাহকারীর উপর এবং যার জন্য হালালাহ করা হয় তার উপর। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে পুনরায় নেওয়ার জন্য অন্যের নিকট এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, বিবাহের পর সহবাস করে তালাক দিতে হবে এবং যে এ শর্তে বিবাহ করে উভয়ের উপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন।

لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهٗ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهٗ.

(৫) আল্লাহ তাআলা চোরের উপর লা'নত করেছেন। সে ডিম ও রশি চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা হয়। (বুখারী, মুসলিম)

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَبَايِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَوَاهِبَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا .

www.islamfind.wordpress.com

(৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন, যথা—মদ্যপায়ীর উপর, পরিবেশনকারীর উপর, রস নিংড়িয়ে মদ প্রস্তুতকারকের উপর, যে রস নিংড়ানোর নির্দেশ দেয় তার উপর, মদ বিক্রেতার উপর, তার ক্রেতার উপর, তার মূল্য ভক্ষণকারীর উপর, মদ বহনকারীর উপর, যার জন্য বহন করে আনা হয় তার উপর। (তিরমিযী)

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ.

(৭) আল্লাহ তাআলা অভিশাপ করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে মাতাপিতার উপর লা'নত করে। (নাসায়ী, মুসলিম)

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ.

(৮) আল্লাহ পাক লা'নত করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে তার মা–বাবাকে গালি দেয়। (ইবনু হিব্বান, বাইহাকী)

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ الرُّوحَ غَرَضًا.

(৯) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে জীবিত প্রাণীকে (তীর বা গুলির) টার্গেট বানায়।

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

(১০) আল্লাহ তাআলা অভিশাপ করেছেন ঐ সমস্ত পুরুষের উপর, যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং ঐ সমস্ত নারীর উপর, যারা পুরুষদের বেশভূষা ধারণ করে।

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ

(১১) আল্লাহ তাআলা অভিশাপ করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে গাইরুল্লাহর নামে জবাই করে।

مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْاٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّلَاعَدْلًا.

(১২) আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ ঐ ব্যক্তির উপর, যে দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিসের উদ্ভব ঘটায় বা এমন ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার ফরয–নফল কোন ইবাদত কবুল করবেন না।

اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الۡمُصَوِّرَ

(১৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন ছবি প্রস্তুতকারীর উপর।

مَلۡعُوۡنٌ مَنۡ عَمِلَ عَمَلَ قَوۡمِ لُوۡطٍ

(১৪) ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লুতের ন্যায় কাজ করে।

مَلۡعُوۡنٌ مَنۡ اَتٰی شَیۡئًا مِنَ الۡبَهَائِمِ

(১৫) ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কোন পশুর সাথে যৌনকর্ম করে।

اَمَا بَلَغَكُمۡ اَنِّیۡ لَعَنۡتُ مَنۡ وَسَمَ الۡبَهِیۡمَةَ فِیۡ وَجۡهِهَا اَوۡضَرَبَهَا فِیۡ وَجۡهِهَا.

(১৬) তিনি অভিশাপ করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে কোন পশুর চেহারায় ছ্যাঁক দেয় বা আঘাত করে। (আবু দাউদ)

مَلۡعُوۡنٌ مَنۡ ضَارَّ مُؤۡمِنًا اَوۡمَكَرَبِهٖ

(১৭) ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয় বা তার সাথে প্রতারণা করে। (তিরমিযী)

لَعَنَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الۡقُبُوۡرِ وَالۡمُتَّخِذِیۡنَ عَلَیۡهَا الۡمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

(১৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন ঐ সমস্ত নারীর উপর, যারা কবরস্থানে যায় এবং যারা সেখানে সিজদা করে বা বাতি জ্বালায়। (তিরমিযী)

لَیۡسَ مِنَّا مَنۡ خَبَّبَ اِمۡرَاَةً عَلٰی زَوۡجِهَا اَوۡعَبۡدًا عَلٰی سَیِّدِهٖ

(১৯) যে কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে বা কোন ক্রীতদাসকে তার মনিবের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

(আবু দাউদ, নাসায়ী)

مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتَى امْرَاَتَهُ فِىْ دُبُرِهَا

(২০) ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে।

اِذَا بَاتَتِ الْمَرْاَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ.

(২১) যে নারী রাগান্বিত হয়ে তার স্বামী থেকে পৃথকভাবে রাত অতিবাহিত করে, ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর অভিশম্পাত করে।

مَنِ انْتَسَبَ اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْتَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

(২২) যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সাথে তার বংশকে সম্পৃক্ত করে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লা'নত। (ইবনু মাজাহ)

مَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ.

(২৩) যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দিকে লোহা দ্বারা (ধারালো অস্ত্র দ্বারা) ইঙ্গিত করে, তার উপর ফেরেশতারা অভিশাপ করে।

(তিরমিযী)

اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ.

(২৪) যারা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর সমালোচনা করে, তাদের দেখলে তোমরা বলো যে, তোমাদের অপকর্মের উপর আল্লাহর লা'নত।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْآ اَرْحَامَكُمْ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ - اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

(২৫–২৬) ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি

করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ২২-২৩)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেন। (সূরা আহযাব, ৫৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ.

(২৭) নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব তথ্য এবং হেদায়াতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও ; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও। (সূরা আল বাকারা-১৬০)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

(২৮) যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত। (সূরা নূর-২৩)

(২৯) তিনি অভিশাপ করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে মুসলমানদের বিপক্ষে কাফিরদেরকে ঠিক পথের সন্ধান দেয়।

لَعَنَ اللّٰهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِىْ يَمْشِىْ بَيْنَهُمَا

(৩০) আল্লাহ অভিশাপ করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে ঘুষ দেয়, যে ঘুষ নেয় এবং যে এর মধ্যস্থতা করে।

এমন আরো অনেক কাজের ব্যাপারেই অভিশাপ এসেছে। গুনাহের অন্য কোন ক্ষতি যদি নাও থাকতো, তবুও আল্লাহ ও রাসূলের অভিশাপপ্রাপ্ত হওয়া কি সামান্য ব্যাপার ! নাউযুবিল্লাহ।

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা ফেরেশতাদের দু'আ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ.

এ আয়াতের সারকথা এই যে, 'যে সমস্ত ফেরেশতা আরশ বহন করছেন এবং যে সমস্ত ফেরেশতা তার চারপাশে রয়েছেন, তাঁরা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা সহ তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তারা ঈমানদারদের জন্য এই বলে মাগফিরাত কামনা করেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনার রহমত এবং ইলম অতি প্রশস্ত। আপনি এমন লোকদেরকে মাফ করে দিন, যারা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং আপনার পথের অনুসরণ করে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।' (সূরা মু'মিন-৭)

লক্ষ্য করুন! এ আয়াত দ্বারা পরিস্কার জানা গেলো যে, ফেরেশতাগণ ঐ সমস্ত ঈমানদারের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলে। বিধায় যারা গুনাহের কাজ করে সে পথ ছেড়ে দিলো, তারা এ মহান দৌলতের হকদার কি করে থাকতে পারে!

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা পৃথিবীতে নানা ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। পানি, বাতাস, শস্য ও ফলফলাদি কমে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ.

'মানুষের কৃতকর্মের ফলে জলে ও স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।'

(সূরা রূম-৪১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) একটি হাদীসের আলোচনা সূত্রে বলেন যে, আমি বনী উমায়্যার একটি কোষাগারে খেজুরের বিচির সমান গমের দানা দেখেছি। দানাগুলো একটি থলের মধ্যে ছিলো। সেই থলের উপর লেখা ছিলো যে, এগুলো ন্যায়বিচারের যুগে উৎপন্ন হতো। কোন কোন

মরুবাসী বর্ণনা করেছে যে, পূর্বযুগের ফল বর্তমান যুগের ফলের চেয়ে বড় হতো।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন পুনরায় আগমন করবেন, তখন ইবাদত-বন্দেগী বেশী হবে এবং পৃথিবী গুনাহ থেকে পবিত্র হবে, তখন পুনরায় জমির বরকত ফিরে আসবে। এমনকি সহীহ হাদীসের মধ্যে এসেছে যে, একটি আনার বড় একদল লোকের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তারা তার ছায়ায় বসতে পারবে। আঙ্গুরের গুচ্ছ এত বড় হবে যে, তা একটি উটের বোঝা হবে। এতে জানা গেলো যে, দিনের পর দিনের এ বরকতহীনতা আমাদের অন্যায়-অপরাধ ও পাপ-পঙ্কিলতার ফল।

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধ লোপ পায়। আর যখন লজ্জা থাকে না, তখন সে যাই করুক না কেন তা সামান্যই, তার কোন গুরুত্ব নেই।

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার আযমত ও শ্রেষ্ঠত্ব তার অন্তর থেকে বের হয়ে যায়। আল্লাহর বড়ত্ব যদি তার অন্তরে থাকতোই, তাহলে কি তাঁর বিরুদ্ধাচরণের সাহস পেতো? আর যখন তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব থাকে না, তখন আল্লাহ তাআলার নজরেও তার কোন মর্যাদা থাকে না। ফলে এ ব্যক্তি অন্যদের দৃষ্টিতেও হেয় ও মর্যাদাহীন হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা নেয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বালা-মুসীবত ঘিরে ধরে। [১]

হযরত আলী (রাযিঃ) ইরশাদ করেন—'যে কোন বিপদই এসেছে,

টীকা-১ ঃ কারো মনে যেন এরূপ প্রশ্ন না জাগে যে, আমরা তো গুনাহগারদেরকে অনেক সুখে থাকতে দেখি। কারণ, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে ঢিল দেওয়া হচ্ছে। এটি আরো অধিক আশংকাজনক অবস্থা। যেমন, মক্তবে কোন শিশু পাঠ না শিখলে শিক্ষক এ জিদে শাস্তি দেয় না যে, কাল পাঠ শিখে না এলে একত্রে শাস্তি দেওয়া হবে।

www.islamfind.wordpress.com

গুনাহর কারণেই এসেছে, আর যে কোন বিপদই কেটে গেছে তা ওবার কারণেই কেটে গেছে।'

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.

'যে সমস্ত মুসীবত তোমাদের উপর আসে, তা তোমাদের কৃতকর্মের দরুনই আসে। আর অনেক বিষয় আল্লাহ তাআলা মাফও করে দেন।' (সূরা শূরা–৩০)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

'এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা কোন জাতিকে যে নেয়ামত দান করেন, তা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।' (সূরা আনফাল–৫৩)

এ আয়াত দ্বারাও জানা গেলো যে, গুনাহের কারণেই নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ–২৩ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা সম্মান ও প্রশংসার উপাধি হাতছাড়া হয়ে তদস্থলে অপমান ও লাঞ্ছনার আখ্যা জোটে। যেমন, নেক কাজ করার দ্বারা এ সমস্ত উপাধি লাভ হয়—

মুমিন, নেককার, অনুগত, আল্লাহমুখী, ওলী, পরহেজগার, সৎকর্মশীল, ইবাদতগুজার, আল্লাহভীরু, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, পবিত্র, সন্তোষজনক, তা ওবাকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, মুসলমান, আল্লাহর দিকে ধাবমান, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, আল্লাহর ভয়ে ভীত, দানশীল, রোযাদার, সাধু, যিকিরকারী প্রভৃতি।

পক্ষান্তরে গুনাহের কাজ করার দ্বারা এ সমস্ত আখ্যা জোটে—

পাপী, ফাসিক, গুনাহগার, অবাধ্য, অপরাধী, ফাসাদ সৃষ্টিকারী, দুষ্ট,

www.islamfind.wordpress.com

গজবপ্রাপ্ত, ব্যভিচারী, চোর, খুনী, মিথ্যুক, খেয়ানতকারী, সমকামী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, অহংকারী, অত্যাচারী, অভিশপ্ত, মূর্খ ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা শয়তানের দল তার উপর চেপে বসে। কারণ, ইবাদত আল্লাহর একটি দুর্গ। যার মাধ্যমে শত্রুদের প্রাবল্য থেকে সংরক্ষিত থাকা যায়। যে-ই দুর্গ থেকে বের হয়ে গেলো, শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেলো। তখন শয়তানের দল যেমন ইচ্ছা তার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার অন্তর, জিহ্বা, হাত, পা, চোখ, কান সমস্ত অঙ্গকে গুনাহয় ডুবিয়ে দেয়।

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা মনের প্রশান্তি দূর হয়ে যায়। মনের মধ্যে কেমন এক ধরনের অশান্তি বিরাজ করতে থাকে। সবসময় ভয় লেগে থাকে যে, কেউ জেনে না ফেলে। কোথাও মান না যায়। কেউ প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ না করে। আমার মতে, (কুরআনে বর্ণিত) 'সংকীর্ণ জীবন' এর অর্থ এটাই।

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করতে করতে তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এমনকি মৃত্যুর সময় কালিমা পর্যন্ত মুখে আসে না। বরং জীবদ্দশায় যে কাজ অধিক পরিমাণে করতো, তাই তখনও সংঘটিত হয়। এক ব্যবসায়ী তার এক আত্মীয়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর সময় তাকে কালিমা বলে দেওয়া হচ্ছিলো, আর সে এই প্রলাপ বকছিলো যে, এ কাপড়টি অতি সুন্দর, এ খরিদ্দারের লেনদেন খুব ভালো। অবশেষে সে এ অবস্থাতেই মারা যায়।

এক ভিক্ষুকের ঘটনা বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর সময় সে বলছিলো—'আল্লাহর ওয়াস্তে একটি পয়সা দিন', 'আল্লাহর ওয়াস্তে একটি পয়সা দিন'। অবশেষে এ অবস্থাতেই সে মারা যায়।

এমনিভাবে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে কালিমা পড়াতে লাগলে সে বলে—আহ্! আহ্! আমার মুখ দ্বারা কালিমা বের হচ্ছে না।

www.islamfind.wordpress.com

মৃত্যুর সময় আরো বিভিন্ন রকমের অবস্থা হয়ে থাকে, যা আমাদের জানাও নেই। আল্লাহই ভালো জানেন, তখন কি কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ একটি ক্ষতি এই হয় যে, গুনাহ করার দ্বারা আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নৈরাশ্য চলে আসে। ফলে তাওবা করে না। তাওবাহীন অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে। এক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর সময় বলা হলো যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো। সে গান গাইতে আরম্ভ করলো এবং বলতে লাগলো যে, যে কালিমা আমাকে পড়াচ্ছো তা দ্বারা আমার কি লাভ হবে? কোন গুনাহই তো আমার বাদ নেই। অবশেষে কালিমা ছাড়া মারা গেলো।

আরেক ব্যক্তিকে কালিমা পড়াতে চাইলে সে বললো, এ কালিমা দ্বারা কি হবে? আমি তো কখনো নামাযও পড়ি নাই। সেও এভাবেই মারা গেলো।

আরেক ব্যক্তিকে কালিমা পড়তে বলা হলো। সে বললো—আমি তো এই কালিমা স্বীকারই করি না। এ কথা বলে বিদায় হলো।

আরেক ব্যক্তি বলে যে, কেউ আমার জিহ্বা ধরে বসেছে। তাই মুখ দিয়ে কালিমা বের হচ্ছে না।

আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

মূলকথা

এগুলো জাগতিক ক্ষতি, যা গুনাহের কারণে হয়ে থাকে। এগুলো ছাড়া গুনাহের আরো অনেক যাহেরী ও বাতেনী ক্ষতি রয়েছে যেগুলো কুরআন হাদীস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এবং মনে মনে ভেবে দেখলেও সহজেই বুঝে আসতে পারে। আর গুনাহের কারণে আখিরাতে যে সমস্ত ক্ষতি রয়েছে, সেগুলো তো পৃথক আছেই। সেগুলোও একটু পরেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

কোন বুদ্ধিমান কখনই পছন্দ করতে পারে না যে, সামান্য মিথ্যা স্বাদের পিছনে পড়ে বিপদ ও কষ্টের এত বড় পাহাড় নিজের মাথায়

www.islamfind.wordpress.com

চাপিয়ে নিবে। প্রত্যহ জাগতিক কারবারে মানুষ ঐ সমস্ত জিনিসের কাছেও ভিড়ে না যেগুলোতে ক্ষতির দিক প্রবল। একই আচরণ গুনাহের সাথেও করা উচিত। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে তাঁর নাফরমানী থেকে হেফাযত করুন। আমীন, আমীন, আমীন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমলের দুনিয়াবী উপকারিতার বর্ণনা

নেক আমলের যে সমস্ত উপকারিতা ইতিপূর্বে আনুসাঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে, বা বুঝতে পারা গিয়েছে, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য উপকারিতার বর্ণনা। এ অধ্যায়ে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ইবাদতের দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْاَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ.

'যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের নিকট যে কিতাব এখন নাযিল করা হয়েছে অর্থাৎ, কুরআন কায়েম রাখতো'—অর্থাৎ, সেগুলোর উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করতো। তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর আমল করা এটাই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের অঙ্গিকারমত মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনতো এবং তাঁর অনুসরণ করতো, তাহলে অবশ্যই তারা তাদের উপর থেকে এবং পদতল থেকে খাবার খেতো। উপর থেকে খাবার খাওয়ার অর্থ, বৃষ্টি হতো এবং নীচে থেকে খাবার খাওয়ার অর্থ ফসল উৎপাদিত হতো। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা গেলো যে, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী আমল করলে রিযিক বৃদ্ধি পায়। (সূরা মায়িদা-৬৬)

অনুচ্ছেদ-২ ঃ আল্লাহর হুকুম মানার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের বরকত লাভ হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

'আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের উপর আসমান ও জমিন থেকে বহুসংখ্যক বরকত (–এর দ্বার) খুলে দিতাম ; কিন্তু তারা তো মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে পাকড়াও করলাম।' (সূরা আ'রাফ–৯৬)

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বন্দেগীর দ্বারা নানা প্রকারের বরকত লাভ হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ইবাদত করার দ্বারা সব ধরনের দুঃখ–দুর্দশা দূর হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য মুক্তির পথ করে দেন, অর্থাৎ, সে সর্বপ্রকার জটিলতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি লাভ করে। এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দান করেন, যা সে ধারণাও করে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।' (সূরা তালাক ২–৩)

এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, তাকওয়ার বরকতে সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্তি লাভ হয়।

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ বন্দেগী করার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন সহজ হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য তার কাজকে সাহজসাধ্য করে দেন।' (সূরা তালাক–৪)

এ আয়াত দ্বারা উপরোক্ত বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ ইবাদত করার দ্বারা জীবন আনন্দপূর্ণ হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً.

'যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, সে পুরুষ হোক, চাই নারী—যদি সে ঈমানদার হয়—তবে আমি তাকে অবশ্যই পূত-পবিত্র জীবন দান করবো।' (সূরা নাহাল –৯৭)

অর্থাৎ, আমি তাকে সুখময় ও শান্তিময় জীবন দান করবো।

বাস্তবিকই পরিষ্কার দেখা যায় যে, এমন ব্যক্তিদের মত সুখ-শান্তি রাজা-বাদশাহদেরও ভাগ্যে জোটে না।

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ইবাদত করার দ্বারা বৃষ্টি হয়। সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সন্তান হয়। বাগান ফলে ভরে যায়। নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا.

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর প্রবাহমান বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে বাগানসমূহ ও নহরসমূহ দান করবেন।' (সূরা নূহ ১০-১২)

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ ঈমান গ্রহণ করার দ্বারা কল্যাণ ও বরকতসমূহ নসীব হয় এবং সবধরনের বিপদ কেটে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের উপর থেকে (সব ধরনের বিপদাপদ) হটিয়ে দেন।' (সূরা হাজ্জ-৩৮)

আল্লাহ তাআলা ঈমানদারগণের সহায় ও সাহায্যকারী হন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

'আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের সাহায্যকারী।' (সূরা বাকারা–২৫৭)

আল্লাহ তাআলা ঈমানদারগণের অন্তরকে দৃঢ় রাখার জন্য ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِذْ یُوْحِیْ رَبُّكَ اِلَی الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّیْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا.

'(তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ করো) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে হুকুম করছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। তাই তোমরা ঈমানদারদেরকে দৃঢ়পদ রাখো।' (সূরা আনফাল–১২)

প্রকৃত সম্মান লাভ হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ

'আল্লাহর জন্য ইজ্জত এবং তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের জন্য।' (সূরা মুনাফিকুন–৮)

পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

یَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ

'আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান গ্রহণ করেছে।' (সূরা মুজাদালা–১১)

সকলের অন্তরে তার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, অতিসত্বর আল্লাহ তাআলা (সকলের অন্তরে) তাদের মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিবেন।' (সূরা মারয়াম–৯৬)

www.islamfind.wordpress.com

একটি হাদীসেও এ বিষয়টি এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন প্রথমে ফেরেশতাদের হুকুম করা হয় যে, অমুককে ভালোবাসো। তারপর পৃথিবীতে এ কথার ঘোষণা দেওয়া হয়—

فَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ

ফলে পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। তার গ্রহণযোগ্যতার প্রভাব এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যে, জীবজন্তু ও জড়বস্তুসমূহ পর্যন্ত তার আনুগত্য করতে থাকে।

কবি বলেন—

تو ہم گردن از حکم داور مپیچ
کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ

'তুমি তার হুকুমের অবাধ্য হয়ো না। তাহলে কেউ তোমার অবাধ্য হবে না।'

কুরআন শরীফ তার ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের কারণ হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

'আপনি বলে দিন যে, এ কুরআন ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও শিফা তথা পথনির্দেশ ও রোগ নিরাময়ের কারণ।' (সূরা হা-মীম সিজদা-৪৪)

একইভাবে ঈমানের বদৌলতে সমস্ত কল্যাণ ও নিয়ামত লাভ হয়। ফযীলত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহ খুঁজে দেখলে এ দাবী সত্যায়িত হবে।

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ইবাদত করার দ্বারা সম্পদের ক্ষতির ক্ষতিপূরণ হয় এবং তার উত্তম বিনিময় লাভ হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

www.islamfind.wordpress.com

'হে নবী! যে সমস্ত বন্দী আপনার হাতে এসেছে, তাদেরকে আপনি বলে দিন যে, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে ঈমান আছে জানতে পারেন—তাহলে তোমাদের থেকে (মুক্তিপণ স্বরূপ) যে মাল নেওয়া হয়েছে—এর চেয়ে উত্তম মাল তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদের গুনাহও মাফ করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আনফাল-৭০)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত আয়াত বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, তাদের থেকে মুক্তিপণ স্বরূপ কিছু মাল নেওয়া হয়েছিলো। এ আয়াতে তাদের সঙ্গে ওয়াদা করা হয় যে, যদি তোমরা খাঁটি মনে ঈমান আনো তাহলে তোমরা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ লাভ করবে। সুতরাং এমনটিই হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার দ্বারা তা অনেক (গুণ) বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দান করে থাকো—তা (সম্পদকে) দ্বিগুণকারী।' (সূরা রূম-৩৯)

অর্থাৎ, দুনিয়াতে তাদের সম্পদ এবং আখিরাতে তাদের প্রতিদান বৃদ্ধি পায়।

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ইবাদত করার দ্বারা অন্তরে এক প্রকারের শান্তি ও তৃপ্তি লাভ হয়। যার স্বাদের সম্মুখে সারা পৃথিবীর রাজত্বের সুখও ধূলিতুল্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

'মনে রেখো! কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণেই মন শান্তি লাভ করে।'
(সূরা রা'দ-২৮)

www.islamfind.wordpress.com

এ প্রসঙ্গে আ'রেফ সিরাজী (রহঃ) বলেন—

بفراغ دل زمانے نظرے بماہروے
بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز ہائے ہوئے

অর্থ ঃ 'নিভৃত মনে এক প্রহর চন্দ্রমুখী প্রেমাষ্পদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপন, দিনভর অশান্তিময় রাজমুকুটের চেয়ে উত্তম।'

অপর এক বুযুর্গ নিমরোযের বাদশাহ সানজারকে উদ্দেশ্য করে তার চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন—

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد
در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم
زانگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب
من ملک نیمروز بیک جو نمی خرم

অর্থ ঃ 'সানজারের বাদশাহের (কালো) মুকুটের ন্যায় আমার ভাগ্য কালো হোক, যদি আমার অন্তরে সানজারের রাজত্বের বাসনা জাগে। যখন থেকে নীমশব (অর্ধরাত্রির) রাজত্বের সন্ধান আমি লাভ করেছি। (তখন থেকে) আমি নীমরোজ (অর্ধদিবস) এর রাজত্বকে একটি যবের বিনিময়েও ক্রয় করবো না।'

জনৈক বুযুর্গ বলেন—আমরা যে অবস্থায় আছি, জান্নাতের লোকেরা যদি এমন অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে তো তারা বড় স্বাদের জীবনে আছে।

অপর এক বুযুর্গ বলেন—আফসোস! এ হতভাগা দুনিয়াদাররা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলো, কিন্তু তারা না সুখ দেখলো, না শান্তি।

আরেক বুযুর্গ বলেন—বাদশাহ যদি আমাদের স্বাদের বিষয়ে অবগত হয়, তাহলে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমাদের উপর তরবারী পরিচালনা করবে।

কখনো আল্লাহর প্রেমের স্বাদের এ প্রাবল্য এই পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, তখন আল্লাহর প্রেমিকগণ একে জান্নাতের উপর প্রাধান্য দেয়। বরং আল্লাহর নৈকট্যের স্বাদ পেলে দোযখে যেতেও রাজী হয়ে যায়। আর এ

www.islamfind.wordpress.com

স্বাদ বিনে বেহেশতকেও তুচ্ছ মনে করে।

আ্যারেফ রুমী (রহঃ) বলেন—

ہر کجا دلبر بود خرم نشیں
فوق گردون ست نے قعر زمیں
ہر کجا یوسف رخے باشد چو ماہ
جنت است آں گرچہ باشد قعر چاہ
با تو دوزخ جنت ست اے جانفزا
بے تو جنت دوزخ است اے دلربا

অর্থ ঃ প্রেমাস্পদ সানন্দে যেখানেই বসবে তা পাতাল হলেও মহাকাশের ঊর্ধ্বে।

যেখানেই চন্দ্রমুখী ইউসুফ (প্রেমাস্পদ) থাকবে তা কূপের তলদেশ হলেও বেহেশততুল্য।

হে হৃদয়কাড়া প্রেমাস্পদ! তুমি থাকলে দোযখও বেহেশত। হে চিত্তহারী! তুমি বিনে বেহেশতও দোযখতুল্য।

তাই ভেবে দেখা দরকার কি অপূর্ব এ স্বাদ।

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ইবাদতের বরকতে ইবাদতকারীর সন্তানেরা পর্যন্ত উপকার পেয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা খিযির (আঃ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন—

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا- فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ.

'(হযরত খিযির (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)কে বললেন—আমি যে, সেই দেওয়ালটি বিনা পারিশ্রমিকে ঠিক করে দেই) সেই দেওয়ালটি ঐ শহরের দু'টি ইয়াতীম বালকের ছিলো, সেই দেওয়ালের নীচে তাদের ধনভাণ্ডার রয়েছে। আর তাদের পিতা ছিলেন নেককার লোক। তাই

আপনার প্রতিপালক চাইলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পন করুক এবং তাদের ধনভাণ্ডার উত্তোলন করুক। এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ।' (সূরা কাহাফ–৮২)

এ ঘটনা দ্বারা জানা গেলো যে, এ ছেলেদের সম্পদ হেফাযতের নির্দেশ খিযির (আঃ)–এর প্রতি এ কারণে হয় যে, এদের পিতা নেককার মানুষ ছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

নেককাজের ভালো প্রভাব বংশধরদের উপরও হয়ে থাকে। বর্তমানে মানুষ সন্তানদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আসবাব–পত্র, জায়গা–জমি, টাকা–পয়সা ইত্যাদি রেখে যাওয়ার চিন্তায় থাকে। কিন্তু সবচেয়ে দামী সম্পদ হলো, নেক কাজ করা, যার বরকতে সন্তান–সন্ততি সব বিপদ–আপদ থেকে হেফাযতে থাকবে।

অনুচ্ছেদ–১২ ঃ ইবাদতের দ্বারা ইহজীবনে অদৃশ্য সুসংবাদ লাভ হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ.

'জেনে রেখো! আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে দুনিয়ার জীবনেও এবং আখিরাতেও।' (সূরা ইউনুস ৬২–৬৪)

হাদীস শরীফের মধ্যে এ আয়াতের 'সুসংবাদ' এর তাফসীর ভালো স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে। যার দ্বারা মন আনন্দিত হয়। যেমন স্বপ্নে দেখলো যে, বেহেশতে চলে গেছে বা আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ হয়েছে বা এ জাতীয় অন্য কোন স্বপ্ন দেখলো, যার ফলে আশা শক্তিশালী এবং অন্তর পুলকিত হলো।

অনুচ্ছেদ–১৩ ঃ ইবাদতের কারণে মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা সুসংবাদ শোনায়।

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ.

'যারা বলেছে যে, 'আল্লাহ আমাদের প্রভু' তারপর তার উপর অবিচল রয়েছে, (মৃত্যুর সময়) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট অবতরণ করে বলেন—তোমরা ভয় করো না এবং দুশ্চিন্তা করো না এবং তোমরা বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার ওয়াদা তোমাদেরকে করা হতো। দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে আমরা তোমাদের সাথী ও সাহায্যকারী। এবং বেহেশতে তোমাদের জন্য রয়েছে ঐ সমস্ত জিনিস, যা তোমাদের মন কামনা করবে এবং তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে এ সমস্ত জিনিস, যা তোমরা চাইবে। ক্ষমাশীল দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী স্বরূপ এসব হবে।' (সূরা হা-মীম সিজদা ৩—৩২)

লক্ষ্য করুন ! বিজ্ঞ মুফাসসিরগণের তাফসীর অনুপাতে মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ কত ধরনের সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন।

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কোন কোন ইবাদত দ্বারা প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা লাভ হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

'ধৈর্য ও নামাযের দ্বারা (তোমাদের প্রয়োজন পূরণে) আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সূরা বাকারা-৪৫)

হাদীস শরীফে এ সাহায্য প্রার্থনার একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আউফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তির কোন অভাব বা প্রয়োজন দেখা

দেয়—চাই তা আল্লাহ তাআলার নিকট হোক বা কোন মানুষের নিকট—সে খুব ভালো করে ওযু করবে এবং দু' রাকআত নামায পড়বে। তারপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে। উদাহরণস্বরূপ সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করলো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করবে।

তারপর এই দু'আ পড়বে—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ مُنْجِيَاتِ اَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. اَللّٰهُمَّ لَاتَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَادَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّاقَضَيْتَهَا يَاَارْحَمَ الرَّحِمِيْنَ.

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ কতক ইবাদতের ফল এই যে, কোন কাজ করলে ভালো হবে, নাকি না করলে—এই দ্বিধা দূর হয়ে সেদিকে সিদ্ধান্ত স্থির হয়, যার মধ্যে লাভই লাভ, ক্ষতির মোটেই সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে যেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরামর্শ লাভ হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যখন তোমাদের কোন কাজে দ্বিধা হয়, অর্থাৎ, কোনটা ভালো হবে তা বুঝে না আসে—যেমন কোন ভ্রমণের ব্যাপারে সংশয় হলো যে, এতে লাভ হবে নাকি ক্ষতি, বা এরূপ অন্য কোন কাজে দ্বিধা হলো, তাহলে দু' রাকআত নফল নামায পড়ে এই দু'আ পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ

مَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ اَمْـرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰـذَا الْاَمْرَ شَرٌّلِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَ عَـاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِىَ الْخَيْـرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ.

এক বর্ণনায় فِىْ دِيْنِىْ وَ مَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ এর জায়গায় عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ আছে। هٰذَا الْاَمْرَ এর জায়গায় নিজের কাজের নাম নিবে, যেমন বলবে— هٰذَا السَّفَرَ (এ ভ্রমণ) বা هٰذَا النِّكَاحَ (এ বিবাহ) ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ কতক ইবাদতের ফলে সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত আবুদ দারদা ও আবু যর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—'হে আদম সন্তান! দিনের শুরুভাগে আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়ো, দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমার সব কাজ আমি সমাধা করে দেবো।'

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কতক ইবাদতের ফলে ধনসম্পদে বরকত হয়। হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَ بَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَ كَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা সত্য বলে এবং তার মালের প্রকৃত অবস্থা গোপন না করে তাহলে উভয়ের ব্যবসায় বরকত হয়, আর যদি মিথ্যা বলে এবং প্রকৃত অবস্থা গোপন করে তাহলে উভয়ের কারবারে বরকত বিলুপ্ত হয়।

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ দ্বীনদারীর ফলে রাজত্ব টিকে থাকে। ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে, 'এ খেলাফত ও রাজত্ব কুরাইশদের হাতে থাকবে, যতদিন তারা দ্বীনের উপর অবিচল থাকবে। যে ব্যক্তি তাদের বিরোধিতা করবে আল্লাহ তাআলা তাকে অধঃমুখে পতিত করবেন।'

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ কতক আর্থিক ইবাদতের ফলে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ নিভে যায় এবং অপমৃত্যু হয় না। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে—

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوْءِ

'দান-খয়রাত আল্লাহ তাআলার ক্রোধ নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যু প্রতিহত করে।' অর্থাৎ, যে মৃত্যুতে লাঞ্ছনা, অবমাননা বা মন্দ পরিণতি হয় তা প্রতিহত করে। নাউযুবিল্লাহ।

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ দু'আ করার দ্বারা বিপদ কেটে যায় এবং নেককাজ করার দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায়। সালমান ফারসী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ

'দু'আই একমাত্র ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায় এবং নেককাজই একমাত্র বয়স বৃদ্ধি করে (আর এ পরিবর্তনও ভাগ্যেরই ফল, তাই এ হাদীস দ্বারা ভাগ্যের অস্বীকৃতি হয় না।)

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ সূরা ইয়াসীন পড়ার দ্বারা সমস্ত কাজ সমাধান হয়। আতা ইবনে আবি রাবাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার নিকট এ খবর এসেছে—

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ يٰسٓ فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ

www.islamfind.wordpress.com

যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে সূরা ইয়াসীন পড়বে, তার সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া হবে।

হাদীসটি ইমাম দারামী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ সূরা ওয়াকিয়াহ পড়ার ফলে উপবাস হয় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَهِ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়াহ পড়বে তাকে কখনো উপবাস স্পর্শ করবে না।

হাদীসটি ইমাম বাইহাকী শুআবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ ঈমানের বরকতে অল্প খাওয়ায় পরিতৃপ্তি হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اِنَّ رَجُلاً كَانَ يَاكُلُ اَكْلاً كَثِيْرًا فَاَسْلَمَ وَكَانَ يَا كُلُ قَلِيْلاً فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَاكُلُ فِىْ مِعًاوَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَاكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

‘এক ব্যক্তি খুব বেশী খাবার খেতো। সে মুসলমান হয়ে অল্প খেতে আরম্ভ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে বিষয়টির আলোচনা হলো। তখন তিনি ইরশাদ করলেন—‘ঈমানদার ব্যক্তি এক নাড়ীতে খায় আর কাফির সাত নাড়ীতে খায়।’

হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ কতক দু'আর বরকতে রোগ-ব্যাধি বা বালা-মুসীবত আসার ভয় থাকে না। হযরত উমর (রাযিঃ) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি কোন রোগাক্রান্ত বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে

www.islamfind.wordpress.com

দেখে নিম্নের দু'আটি পড়বে—সে কখনো ঐ রোগ বা বিপদে আক্রান্ত হবে না। সে রোগ বা বিপদ যে ধরনেরই হোক না কেন। দু'আটি এই—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কতক দু'আর বরকতে দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং ঋণ পরিশোধ হয়। হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নিবেদন করলো—ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বহুবিধ চিন্তা ও ঋণ পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। তিনি ইরশাদ করলেন—তোমাকে কি এমন কথা শিখিয়ে দেবো না, যা পড়লে আল্লাহ তাআলা তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার ঋণও পরিশোধ করে দিবেন? সে ব্যক্তি বললো—খুব ভালো হয়। তিনি বললেন—সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আ পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

সেই ব্যক্তির বক্তব্য এই যে, আমি তাই করলাম। ফলে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তাও দূর হলো এবং ঋণও পরিশোধ হলো।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ কতক দু'আর ফলে যাদু ইত্যাদির কুপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়। হযরত কা'বুল আহবার (রাযিঃ) বলেন যে, এ কয়টি কথা যদি আমি নিয়মিত না বলতাম তাহলে ইহুদীরা আমাকে গাধা বানিয়ে দিতো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো—সেই কথাগুলো কি? তিনি বললেন—

www.islamfind.wordpress.com

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ شَيْئٌ اَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَالَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَ بَرَأَ.

হাদীসটি ইমাম মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

এমনিভাবে ইবাদতের আরো অসংখ্য কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে, যেগুলো কুরআন, হাদীস এবং দৈনন্দিনের ব্যাপারসমূহে চিন্তা করলে বুঝে আসবে। আমরা তো স্পষ্ট দেখতে পাই যে, যারা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তাদের জীবন এমন মধুময় ও আনন্দপূর্ণ যে, তার দৃষ্টান্ত রাজা-বাদশাহদের মধ্যেও পাওয়া যায় না। তাদের অল্প সম্পদে বরকত হয়। তাদের অন্তরসমূহ আলোকিত হয়। যা প্রকৃত আনন্দপোকরণ।

হে আল্লাহ! সবাইকে আপনার আনুগত্যের তাওফীক দান করুন এবং আপনার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য প্রদান করুন। আমীন।

www.islamfind.wordpress.com

তৃতীয় অধ্যায়
গুনাহের সাথে আখেরাতের শাস্তির মজবুত সম্পর্কের বিবরণ

কুরআন, হাদীস ও কাশফ দ্বারা জানা যায় যে, এ পার্থিব জগত ছাড়া আরো দু'টি জগত রয়েছে। একটিকে 'আলমে বরযখ' বা অন্তরাল জগত ও অপরটিকে 'আলমে গায়েব' বা অদৃশ্য জগত বলে। আমরা আখিরাত তথা পরজগত দ্বারা উভয় জগতকেই বুঝাবো। আলমে বরযখের আরেক নাম 'কবর'। মানুষ যখন কোন কাজ করে সাথে সাথে 'আলমে বরযখ'–এ তার প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হয় এবং সেই অস্তিত্বের কিছু প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে একদিন এ সমস্ত আমলের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। যাকে হাশরের দিন বলে। ফলে প্রতিটি কাজের তিনটি স্তর হলো—১. কাজ সংঘটিত হওয়া ২. তার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়া ও ৩. তা পরিপূর্ণভাবে প্রকৃতরূপে প্রকাশ পাওয়া।

গ্রামোফোন (বা টেঁপরেকর্ডার) দ্বারা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি ভালো বুঝে আসবে। যখন মানুষ কথা বলে, তখন তার তিনটি স্তর হয়ে থাকে। প্রথম স্তরে কথাটি মুখ থেকে বের হয়। দ্বিতীয় স্তরে শব্দগুলো গ্রামোফোনে (টেঁপরেকর্ডারে) আবদ্ধ হয়। তৃতীয় স্তরে গ্রামোফোন (টেঁপরেকর্ডার) থেকে শব্দগুলো বের করতে চাইলে হুবহু ঐ শব্দই বের হয়ে আসে। কথা মুখ থেকে বের হওয়া পার্থিব জগতে কর্ম সংঘটিত হওয়ার দৃষ্টান্ত। গ্রামোফোনে (টেঁপরেকর্ডারে) আবদ্ধ হওয়া আলমে বরযখ তথা অন্তরাল জগতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়ার দৃষ্টান্ত এবং গ্রামোফোন (টেঁপরেকর্ডার) থেকে হুবহু ঐ শব্দ বের হয়ে আসা অদৃশ্য জগতে আমলের পরিপূর্ণ প্রকাশের দৃষ্টান্ত।

কোন বিবেকবান যেমন এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে না যে, মুখ থেকে যে শব্দ বের হয় তাই গ্রামোফোনে (টেঁপরেকর্ডারে) আবদ্ধ হয় এবং গ্রামোফোন (টেঁপরেকর্ডার) থেকে বের করলে সেই কথাগুলোই বের হয়, যেগুলো পূর্বে মুখ থেকে বের হয়েছিলো ; তার বিপরীত বের হয় না। ঠিক তেমনিভাবে একজন ঈমানদারের এতে সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, যখন

www.islamfind.wordpress.com

কোন আমল তার থেকে সংঘটিত হয় সাথে সাথে তা প্রতিবিম্ব জগতে চিত্রায়িত হয়ে যায় এবং আখিরাতে তারই প্রকাশ ঘটবে।

উপরোক্ত ভিত্তিতে নিশ্চিত প্রমাণিত হলো যে, আখিরাতের বিষয়সমূহ সম্পূর্ণরূপে আমাদের ইচ্ছাধীন। সেখানে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। যেভাবে গ্রামোফোনের (টেপরেকর্ডারের) মুখোমুখী হলে প্রতিটি কথার প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকে। আমার মুখ দিয়ে এমন কোন কথা যেন বের না হয়, যা ঐ ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ করা আমার পছন্দ নয়, যার সম্মুখে পরবর্তীতে এ গ্রামোফোন খোলা হবে এবং তখন আর আমার অস্বীকার করার উপায় থাকবে না। কারণ এ যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হলো, কখনো এর দ্বারা এরূপ হয় না যে, বলেছে একটা, আর রেকর্ড হয়েছে আরেকটা। ঠিক একইভাবে আমল সংঘটিত হওয়ার সময় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি যা কিছু করছি, তা এক জায়গায় রেকর্ড হচ্ছে এবং কোনরূপ যোগ-বিয়োগ ছাড়া একদিন তা উন্মুক্ত হবে, আর তখন কোন ওজর-আপত্তির সুযোগ থাকবে না। এ সজাগ অবস্থা প্রবল হলে গুনাহ করতেও সেরূপ ভয় হবে, যেরূপ গ্রামোফোনের (টেপরেকর্ডারের) মুখোমুখী গালি দিতে ঐ সময় ভয় হয়, যখন এ বিশ্বাস থাকে যে, বাদশাহর সম্মুখে তা উন্মুক্ত করা হবে এবং আমিও সেখানে উপস্থিত থাকবো।

আরেকটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝুন—গাছ সৃষ্টি হতে তিনটি স্তর রয়েছে—

প্রথম—বীজ বপণ করা, দ্বিতীয়—তা মাটি থেকে অঙ্কুরিত হওয়া, তৃতীয়—বড় হয়ে তাতে ফল ও ফুল ধরা। বিবেকবান বলতেই বুঝে যে, গাছ অঙ্কুরিত হওয়া এবং তাতে ফল ও ফুল আসা প্রাথমিক কর্মকাণ্ড নয়; বরং তার ভিত্তি বীজবপনের উপর। ঠিক তেমনি দুনিয়াতে আমল করা বীজ বপনতুল্য। 'বরযখ' জগতের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া গাছ অঙ্কুরিত হওয়া তুল্য। আর আখিরাতে এর পরিপূর্ণ ফল প্রকাশ পাওয়া গাছে ফল ও ফুল ধরা তুল্য। বরযখ ও আখিরাত জগতের ফলাফলের ভিত্তি যে, পার্থিব জগতের এখতিয়ারভুক্ত আমলের উপর এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হলো। যব বপন করে যখন গম হওয়ার আশা করা হয় না, তখন পাপ কাজ করে ভালো ফলের আশা কি করে হতে পারে।

এ থেকে اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ 'দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র'—কথাটির মর্ম বুঝে আসলো।

এক বুযুর্গ বলেন—

گندم از گندم بروید جو ز جو
از مکافات عمل غافل مشو

'গম থেকে গম আর যব থেকে যবই উৎপন্ন হয়। তাই আমলের বদলা সম্পর্কে গাফেল হয়ো না।'

যেভাবে যবের বীজ ও যবের গাছের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকে না, কিন্তু অন্তর্নিহিত সম্পর্ক নিশ্চিতরূপেই থাকে এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তা উপলব্ধিও করে, একইভাবে আমল ও তার প্রতিফলের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে, যা বোঝার জন্য অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন।

এবং যেভাবে যবের গাছ যারা চেনে তাদের কথা এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় এবং গাছ ও বীজের মধ্যের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য বুঝে আসুক চাই না আসুক তাদের সাথে এ বিষয়ে তর্ক করা হয় না, তেমনিভাবে আমলের ফলাফল চিনে তা বর্ণনাকারীদের (নবী-রসূলগণের) কথা এ ব্যাপারে অবশ্য গ্রহণযোগ্য হবে। চাই আমল ও তার ফলাফলের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক।

আমি এখানে কতিপয় আমলের এমন কিছু ফলাফল উল্লেখ করছি—যেগুলো মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা বারযখ বা আখিরাতে দেখা দিবে। যেন একথা বুঝে আসে যে, মৃত্যু পরবর্তী কর্মকাণ্ড প্রাথমিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং ইহকালীন কর্মকাণ্ডের উপরেই তা নির্ভরশীল এবং তার সাথেই সম্পৃক্ত। তারপর দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু আমল ও তার ফলাফল সংক্রান্ত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের কতিপয় উক্তি উল্লেখ করবো। যেন একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে যা কিছু হবে তা এখানকার আমলেরই ফলাফল। তাহলে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীসমূহের মর্ম বুঝে আসবে।

ক. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

'যে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা

—২২

www.islamfind.wordpress.com

প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।' (সূরা কাফ–১৮)

খ. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'

(সূরা যিলযাল ৭–৮)

গ. وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ

'যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করবো এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।' (আম্বিয়া ৪৭)

ঘ. يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِهٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا.

'তারা বলবে ঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এযে, ছোট–বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি—সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।' (সূরা কাহাফ–৪৯)

ঙ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهٗ اَمَدًا بَعِيْدًا.

'সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভালো কাজ করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে সুদূর ব্যবধান হতো।'

(সূরা আলে ইমরান–৩০)

চ. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ.

'আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।' (সূরা ইবরাহীম–২৭)

ও অন্যান্য আয়াতসমূহ।

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কতিপয় আমলের আলমে বরযখের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ, 'যা আলমে বরযখে দেখা দিবে, যার দ্বারা ঐ সমস্ত আমলের রূপক আকৃতি বুঝে আসে।

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) সাহাবী সামুরা বিন জুন্দুব (রাযিঃ)এর বর্ণনায় উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়শই সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, তোমরা রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছো কি? উত্তরে কোন ব্যক্তি কোন স্বপ্ন ব্যক্ত করলে তিনি তার ব্যাখ্যা বলে দিতেন। সেই অভ্যাস মতো একদিন ভোরে তিনি ইরশাদ করলেন—আজ রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটি এই—দু'জন ব্যক্তি আমার নিকট এলো এবং আমাকে উঠিয়ে বললো—চলো। আমি তাদের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করলাম। আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম, যে শুয়ে আছে আর অপর এক ব্যক্তি তার পাশে একটি পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই লোকটি তার মাথায় সজোরে পাথরের আঘাত করছে। ফলে তার মাথা পিষে যাচ্ছে এবং পাথরটি ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ছো। লোকটি গিয়ে পুনরায় পাথর উঠিয়ে আনলো এবং সে ফিরে আসার পূর্বেই শায়িত ব্যক্তির মাথা ভালো হয়ে গেলো। সে পাথর নিয়ে এসে পুনরায় একই আচরণ করলো। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ঐ দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সুবহানাল্লাহ! এ দু'জন কারা? তারা বললো—সামনে চলো।

আমরা সম্মুখে অগ্রসর হলাম। যেতে যেতে চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। অপর এক ব্যক্তি লোহার চিমটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং শায়িত ব্যক্তির মুখের একদিকে এসে ঐ চিমটা দ্বারা তার মাথা, নাকের ছিদ্র ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত ফাঁড়ছে। তারপর অপর দিকে এসে একইরূপ করছে। এদিকের কাজ শেষ না হতেই অপরদিক ভালো হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় অপর দিক গিয়ে একই রূপ করছে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এ দু'জন কারা? তারা বললো, সামনে চলো।

আমরা সম্মুখে অগ্রসর হলাম। যেতে যেতে একটি তন্দুর (চুল্লির) নিকট পৌছলাম। তার মধ্যে খুব শোরগোল হচ্ছিলো। আমরা তাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম—তার মধ্যে অনেকগুলো নারী-পুরুষ উলঙ্গ অবস্থায়

www.islamfind.wordpress.com

ছিলো। তাদের নিচ থেকে একটি অগ্নিশিখা উঠে আসছিলো। যখন অগ্নিশিখাটি তাদের নিকট চলে আসে, তার তীব্রতায় তারাও উপরে উঠে আসে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকগুলো কারা? তারা বললো—সম্মুখে চলো।

আমরা সম্মুখে অগ্রসর হলাম। যেতে যেতে একটি নদীর নিকট পৌঁছলাম। যা রক্তের ন্যায় লাল বর্ণের ছিলো। ঐ নদীর মধ্যে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। সে অনেকগুলো পাথর জমা করে রেখেছে। ঐ ব্যক্তি সাঁতার কেটে নিকটে আসলে এ ব্যক্তি তার মুখের উপর একটি পাথর সজোরে ছুড়ে মারে। যার আঘাতে ঐ ব্যক্তি পুনরায় পূর্বের জায়গায় পৌঁছে যায়। সে আবার এগিয়ে আসে। এ ব্যক্তি পুনরায় তাকে হঠিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এ দু'জন কারা? তারা বললো—সামনে চলো।

আমরা সম্মুখে অগ্রসর হলাম। যেতে যেতে ভীষণ কদাকার চেহারার এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। এমন বীভৎস চেহারার আর কাউকে আমি কখনো দেখিনি। তার সম্মুখে আগুন রয়েছে। সে তা প্রজ্জ্বলিত করছে এবং তার চতুর্দিকে ঘুরছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? তারা বললো—সামনে চলো।

আমরা সম্মুখে অগ্রসর হলাম। যেতে যেতে একটি ঘন বৃক্ষ সম্বলিত বাগানে পৌঁছি। তাতে সব ধরনের ফলগুচ্ছ ছিলো। সেই বাগানের মধ্যে অত্যাধিক দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি বসে আছে। উচ্চতার ফলে তার মাথা দেখা যাচ্ছে না। তার আশেপাশে বহু সংখ্যক শিশু সমবেত রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এটি কিসের বাগান, আর এই লোকেরাই বা কারা? তারা বললো—সামনে চলো।

আমরা সম্মুখে অগ্রসর হলাম। যেতে যেতে আমরা বিশালাকার এক বৃক্ষের নিকটে পৌঁছলাম। এর চেয়ে বড় ও সুন্দর বৃক্ষ আমি কখনোও দেখিনি। ঐ দুই ব্যক্তি আমাকে বললো—এর উপর আরোহণ করো। আমরা আরোহণ করলাম। তখন একটি শহর দেখতে পেলাম। যার ভবনসমূহে একেকটি স্বর্ণের এবং একেকটি রূপার ইট লাগানো ছিলো। আমরা শহরের ফটকে পৌঁছলাম। তা খুলতে বললাম। দরজা খুলে

www.islamfind.wordpress.com

দেওয়া হলো। আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে কিছু লোক দেখতে পেলাম। তাদের দেহের অর্ধেকাংশ অত্যাধিক সুন্দর, আর বাকী অর্ধেকাংশ অত্যাধিক কুশ্রী ছিলো। ঐ দুই ব্যক্তি তাদেরকে বললো, যাও ঐ নদীতে ডুব দাও। সেখানে একটি চওড়া নদী প্রবাহিত ছিলো। যার পানি ছিলো দুধের মত সাদা। লোকগুলো গিয়ে তাতে ডুব দিলো, তারপর আমাদের নিকট যখন ফিরে এলো, তখন তাদের খারাপ আকৃতি আর অবশিষ্ট ছিলো না। তারপর ঐ দুই ব্যক্তি আমাকে বললো—এটি 'জান্নাতে আদন', আর দেখো, তোমার বাড়ী ওখানে রয়েছে। আমার দৃষ্টি উপরে উঠতেই সাদা মেঘসদৃশ একটি মহল দেখতে পাই। তারা বললো, এটিই তোমার বাড়ী। আমি তাদের দু'জনকে বললাম, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণ করুন। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ওর মধ্যে চলে যাই। তারা বললো—এখনই নয়। পরবর্তীতে যাবে। আমি তাদেরকে বললাম—আজ সারারাত অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। আসলে এগুলো কি ছিলো? তারা বললো—আমরা এখনই তোমাকে তা বলছি।

যে ব্যক্তির মাথা পাথর দিয়ে পিষিয়ে ফেলতে দেখেছো, সে এমন এক ব্যক্তি, যে পবিত্র কুরআন শিক্ষা করে তা পরিত্যাগ করে ফরয নামায থেকে গাফেল হয়ে ঘুমিয়ে থাকতো। আর যে ব্যক্তির মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিরতে দেখছো, সে এমন ব্যক্তি, যে সকালবেলা ঘর থেকে বের হতো এবং মিথ্যা কথা বলতো এবং তা বহুদূর পৌছে যেতো। আর যে সমস্ত নারী-পুরুষকে তন্দুরের (চুল্লীর) মধ্যে দেখেছো, এরা ব্যভিচারকারী নারী-পুরুষ। আর যে ব্যক্তি নদীর মধ্যে সাঁতার কাটছিলো এবং যার মুখের উপর পাথর মারা হচ্ছিলো, সে সুদখোর, আর যে কদাকার মানুষকে আগুন জ্বালাতে ও তার চতুর্দিকে দৌড়াতে দেখেছো, সে দোযখের দারোগা 'মালিক'। আর যে দীর্ঘদেহি লোকটিকে বাগানের মধ্যে দেখেছো, তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। আর তার আশপাশে যেসব শিশুকে দেখেছো, তারা ঐ সমস্ত শিশু, যাদের স্বভাব-ধর্মের উপর মৃত্যু হয়েছে।

জনৈক মুসলমান জিজ্ঞাসা করলো—হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের শিশুরাও কি? তিনি বললেন—হাঁ। মুশরিকদের শিশুরাও।

www.islamfind.wordpress.com

আর যে সমস্ত লোকের দেহ অর্ধেক সুশ্রী ও অর্ধেক কুশ্রী ছিলো, তারা ঐ সমস্ত লোক, যারা কিছু নেক আমল করেছে এবং কিছু বদআমল করেছে, যা আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন।'

এ হাদীস দ্বারা এ সমস্ত আমলের প্রতিফল পরিষ্কার বুঝে আসলো। এ সমস্ত আমল ও তার প্রতিক্রিয়ার মাঝের সম্পর্ক সূক্ষ্ম। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসা সম্ভব। যেমন মিথ্যা বলা ও কল্লা চেরার মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্ট। ব্যভিচারের দ্বারা খাহেশাতের আগুন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, তাই শাস্তির আগুন তাদেরকে বেষ্টন করার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। ব্যভিচারের সময় উলঙ্গ হওয়া আর জাহান্নামে উলঙ্গ থাকার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। এমনিভাবে সমস্ত আমলকে একইভাবে ভাবা উচিত।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যে সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় না তা সাপের আকৃতি ধারণ করে তার গলায় বেড়ীর ন্যায় পেঁচিয়ে ধরবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তিই তার সম্পদের যাকাত দিবে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার গলায় একটি অজগর সাপ পেঁচিয়ে দিবেন। তারপর তিনি এর সপক্ষে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন—

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

'আল্লাহ প্রদত্ত মালের মধ্য যারা কৃপণতা করে, তারা যেন তা তাদের জন্য মঙ্গল মনে না করে, বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। অচিরেই কিয়ামতের দিন, যে মালের মধ্যে তারা কার্পণ্য করতো তা দ্বারা তাদেরকে বেড়ি পরানো হবে।' (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বিশ্বাসঘাতকতা পতাকার রূপ ধারণ করে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার কারণ হবে।

হযরত আমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তার প্রাণের নিরাপত্তা দিয়ে হত্যা করবে, তার পিঠের উপর পতাকা গেড়ে দিয়ে উচ্চস্বরে বলা হবে—

هٰذِهٖ غَدْرَةُ فُلَانٍ

'এটি অমুক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা।'

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যে বস্তুর মধ্যে চুরি ও খিয়ানত করা হবে, তাই শাস্তির উপকরণ হবে।

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি ক্রীতদাস হাদিয়া স্বরূপ পাঠায়। তার নাম ছিলো 'মিদআম'। একবার সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু সামানাপত্র নামাচ্ছিল। আচমকা একটি তীর এসে তাকে বিদ্ধ করে। তীর নিক্ষেপকারী কে তা জানা যায় না। লোকেরা বললো—বেহেশত তার জন্য মোবারক হোক। তিনি বললেন—কখনোই এমন বলো না। ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। সে খাইবারের যুদ্ধের দিন যে কম্বল নিয়েছিলো এবং তা বন্টন হয়েছিল না, তা আগুনে পরিণত হয়ে তাকে জ্বালাচ্ছে। মানুষেরা যখন এ কথা শুনলো তখন এক ব্যক্তি জুতার একটি বা দু'টি ফিতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আনলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, '(এখন কি হবে?) এই একটি বা দু'টি ফিতা তো আগুনের।'

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ গীবত করার রূপক আকৃতি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার তুল্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

'তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে! তোমরা তো তা অপছন্দ

করবে।' (সূরা হুজুরাত-১২)

এ কারণে স্বপ্নযোগে গীবত উক্ত আকৃতিতে দেখা যায়।

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ অন্তর্নিহিত মর্ম বিশারদদের উক্তি থেকে কিছু জিনিসের রূপক আকৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে। মুহাক্কিক আলিমগণ বলেছেন—প্রত্যেক মন্দ চরিত্রের কোন একটি পশুর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে যে চরিত্র প্রবল হয়, রূপকাকৃতির জগতে ঐ ব্যক্তির আকৃতিও সেই পশুর ন্যায় হয়ে যায়। পূর্ব যুগের উম্মতদের মধ্যে সেই আকৃতি ইহজগতেই প্রকাশ পেতো। এ উম্মতকে আল্লাহ্ তাআলা ইহজগতে অপদস্ত হওয়া থেকে হেফাযত করেছেন। কিন্তু অন্য জগতে সেই আকৃতি ঠিকই ধারণ করে। কিয়ামতের দিন তা প্রকাশ পাবে। কাশফের অধিকারীদের নিকট ইহজগতেই তা উন্মুক্ত হয়ে যায়। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহঃ)ও নিম্নের আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَاطَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ.

'পৃথিবীর উপর বিচরণকারী সকল প্রকার জন্তু এবং যত প্রকার পাখি পাখায় ভর করে উড়ে বেড়ায়, সেগুলো তোমাদের মতই জামাত।'

(সূরা আন'আম-৩৮)

সুফিয়ান (রহঃ) বলেন যে, কিছু লোক হিংস্র প্রাণীর চরিত্রের হয়। কিছু কুকুরের, শূকরের ও গাধার স্বভাবধারী হয়। কিছু সাজসজ্জা করে ময়ূরের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। কিছু লোক গাধার মত অপবিত্র হয়। কিছু লোক মুরগীর ন্যায় স্বার্থপর হয়। কিছু উটের ন্যায় বিদ্বেষপরায়ণ হয়। কিছু মাছি সদৃশ, আর কিছু শৃগাল সদৃশ হয়।

ইমাম সা'লাবী (রহঃ) فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا 'তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে' এর তাফসীরে বলেন যে, কিয়ামত দিবসে মানুষ বিভিন্ন আকৃতিতে সমবেত হবে। যে পশুর স্বভাব যার প্রকৃতির মধ্যে প্রবল থাকবে, কিয়ামতের দিন সে তারই রূপ ধারণ করবে।

www.islamfind.wordpress.com

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহঃ)এর উক্তিতে কতিপয় আমলের রূপক আকৃতির বিশ্লেষণ—

چوں سجودے یا رکوعے مرد کشت ☆ شد دراں عالم سجود او بہشت
چوں کہ پرید از دہانت حمد حق ☆ مرغ جنت ساختش رب الفلق
حمد تسبیحت بماند مرغ را ☆ ہم چو نطفہ مرغ باد ست و ہوا
چوں زدستت رفت ایثار و زکوۃ ☆ گشت ایں دست آں طرف نخل و نبات
آب صبرت آب جوئے خلد شد ☆ جوئے شیر خلد ہر تست دود
ذوق طاعت گشت جوئے انگبیں ☆ مستی و شوق تو جوئے خمر بیں
ایں سببہا آں اثرہا رانماند ☆ کس نداند چونش جائے آں نشاند
ایں سبب ہا چوں بہ فرمان تو بود ☆ چار جو ہم مرترا فرماں نمود
ہر طرف خواہی روانش می کنی ☆ آں صفت با چوں چنانش می کنی
چوں منی تو کہ در فرمان تست ☆ نسل تو در امر تو آیند چست
میدود در امر تو فرزند تو ☆ کہ منم جزرت کہ کردیش گرو
آں صفت در امر تو بود ایں جہاں ☆ ہم در امر تست آں جوہا رواں
آں درختاں مرترا فرمان برند ☆ کاں درختاں از صفاتت پا برند
چوں بامر تست اینجا ایں صفات ☆ پس در امر تست آنجا آں جزات
چوں زدستت زخم بر مظلوم رست ☆ آں درختے گشت ازاں زقوم زشت
چوں زخشم آتش تو در دلہا زدی ☆ مایۂ نار جہنم آمدی
آتش ست اینجا چو مردم سوز بود ☆ آنچہ از وی زاد مرد افروز بود
آتش تو قصد مردم مے کند ☆ نار کز وی زاد بر مردم زند
آں سخن ہائے چو مار و کژدم ست ☆ مار کژدم گشت وی گیرد دودست

অর্থ ঃ যখন কোন লোক রুকু বা সেজদাহ করে, তার সেই রুকু-সেজদাহ পরজগতে বাগানের রূপ ধারণ করে।

যখন তোমার মুখ থেকে আল্লাহর প্রশংসা উচ্চারিত হয়ে উড়ে যায়,

www.islamfind.wordpress.com

প্রভাতের প্রভু (আল্লাহ) তাকে জান্নাতের পাখিতে পরিণত করেন।

তোমার তাসবীহ ও প্রশংসাকে তিনি পাখি বানাবেন, যেমন বীর্য দ্বারা বাহুবিশিষ্ট আকাশের পাখি তৈরী করেন।

তোমার হাত থেকে যখন যাকাত ও আত্মত্যাগ সম্পাদিত হয়, এটি সেই জগতে বৃক্ষ ও লতাপাতায় পরিণত হয়।

তোমার ধৈর্যের পানি জান্নাতের স্থায়ী নদীর পানি হয়। তোমার ভালোবাসা বেহেশতের দুধের নহর হয়।

ইবাদতের স্বাদ মধুর নহর হয়। তোমার উদ্দীপনা ও আসক্তি শরাবের নহর হয়।

যেমন তোমার বীর্য তোমার অধীন, তোমার নির্দেশে তা দুরন্ত সন্তানে পরিণত হয়।

তোমার নির্দেশে তোমার সন্তান দৌড়াদৌড়ি করে। তোমার আকর্ষণ আমাকে কর্মব্যস্ত রাখে।

এ জগতে তোমার নির্দেশের এই গুণ রয়েছে। ঐ জগতেও তোমার নির্দেশে প্রবাহিত নহর হবে।

ঐ জগতের বৃক্ষ তোমার নির্দেশ মেনে চলবে, কারণ সেই বৃক্ষ তোমার গুণাবলী দ্বারা বৃদ্ধি পাবে।

এ জগতে তোমার নির্দেশের এ গুণ রয়েছে, ঐ জগতে তোমার নির্দেশের ঐ ফল পাবে।

যখন তোমার হাত দ্বারা কোন নির্যাতিতের উপর আঘাত হবে, ঐ আঘাত থেকে তিক্ত যাক্কুম বৃক্ষ জন্ম নিবে।

তোমার ক্রোধাগ্নি যখন কারো অন্তরকে জ্বালাবে, জাহান্নামের আগুনের উপাদান তুমি তৈরী করবে।

তোমার ক্রোধাগ্নি এ জগতে যেমন মানুষকে জ্বালায়, তা থেকে উৎপাদিত ঐ জগতের আগুনও মানুষকে জ্বালাবে।

তোমার আগুন মানুষকে লক্ষ্য করে ধাবিত হয়। তা থেকে তৈরী আগুনও মানুষের উপর পতিত হয়।

যে সমস্ত কথা সাপ ও বিচ্ছুর ন্যায় দংশন করে, পরজগতে তা সাপ ও বিচ্ছুর ন্যায় কীট-পতঙ্গে পরিণত হয়।

www.islamfind.wordpress.com

মূলকথা

আয়াত, হাদীস ও উপরোক্ত উক্তিসমূহ দ্বারা উত্তমরূপে প্রমাণিত হলো যে, মানুষ যাকিছু আমল করে, তার অস্তিত্ব টিকে থাকে এবং তা একদিন উন্মোচিত হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'

(সূরা যিলযাল ৭-৮)

তাই বেহেশত ও দোযখ মানুষ নিজের হাতে উপার্জন করে।

এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 'তাকদীর' বা ভাগ্যের বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। কারণ, 'তাকদীর' সম্পর্কে একথা বলা হয়নি যে, কোন জিনিস বিনা কারণে ও বিনা উপাদানে হয়ে যায়। কখনো এরূপ নয়। বরং যা কিছু ভাগ্যে থাকে, তার উপাদান-উপকরণ প্রথমে সমবেত হয়, তারপর সে বিষয়টি সংঘটিত হয়। বেহেশত ও দোযখে প্রবেশের শক্তিশালী উপাদানসমূহের অন্যতম নেকআমল ও বদআমল। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আমলের ফায়দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ

অর্থ ঃ আমল করতে থাকো, কারণ, প্রত্যেকের জন্য সেই কাজই সহজ হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

'অতএব যে দান করে এবং খোদাভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করবো।

www.islamfind.wordpress.com

আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করবো।'

(সূরা আল্ লাইল ৫–১০)

সারকথা এই যে, এখানে যেমন আমল করবে, বরযখে ও কিয়ামতে তা থেকেই পর্দা অনাবৃত হবে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآئَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ.

'এখন তোমার কাছ্ থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ।' (সূরা কাফ–২২)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং এতটুকু জাগৃতি ও চেতনা নসীব করুন যে, গুনাহ্ করার সময় তার প্রতিফল সামনে আসে। তারপর তা থেকে বাঁচারও তাওফীক দান করুন। আমীন।

www.islamfind.wordpress.com

চতুর্থ অধ্যায়
আখিরাতের প্রতিফলের উপর ইবাদত-বন্দেগীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা

এতদসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ তো তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে ভালোভাবেই জানা হয়েছে। এ স্থলে মাত্র দু'চারটি আমলের রূপক আকৃতি দলীল-প্রমাণ সহ লেখাই যথেষ্ট মনে করছি।

অনুচ্ছেদ-১ ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর'-এর রূপকাকৃতি বৃক্ষের ন্যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—মে'রাজের রাতে আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর সাথে দেখা করি। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং এ সংবাদ দিবেন যে, জান্নাত উর্বর ও পরিচ্ছন্ন মাটি এবং মিষ্টি পানি বিশিষ্ট। মূলত তা খালি ময়দান। তার বৃক্ষ হলো—

سَبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ সূরা বাকারা ও আলে-ইমরানের রূপকাকৃতি মেঘখণ্ড ও পাখির ঝাঁকের ন্যায়।

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا تَقْدُمُهٗ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلِ عِمْرَانَ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.

www.islamfind.wordpress.com

'নাউওয়াস বিন সামআন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি—কিয়ামতের দিন পবিত্র কুরআন ও কুরআনের অধিকারীদেরকে—যারা তার উপর আমল করেছে—আনা হবে। সূরা বাকারা এবং আলে-ইমরান দু'টি মেঘখণ্ড বা সামিয়ানার ন্যায় তার সম্মুখভাগে থাকবে। তাদের মাঝে একটি আলো থাকবে। (গবেষকদের মতে এ আলো হবে 'বিসমিল্লাহ'র) বা এ সূরা দু'টি দলবাঁধা পাখির দু'টি ঝাঁকের ন্যায় হবে। এ দুই সূরা তাদের পাঠকারীদের পক্ষে দলীল হবে।'

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সূরা ইখলাসের রূপক আকৃতি মহলসদৃশ।

হযরত সায়ীদ বিন মুসায়্যিব (রহঃ) 'মুরসাল' সূত্রে উদ্ধৃত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حَتّٰى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَنْ نَسْتَكْثِرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ اَكْثَرُ وَ اَطْيَبُ.

'যে ব্যক্তি কুলহুওয়াল্লাহ সূরা দশবার পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরী হয়, যে বিশবার পড়ে তার জন্য দু'টি এবং যে ত্রিশবার পড়ে তার জন্য তিনটি মহল তৈরী হয়। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন—আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তো আমরা নিজেদের জন্য অধিক মহল বানিয়ে নেবো। তিনি ইরশাদ করলেন—আল্লাহ তাআলা এর চেয়ে সচ্ছল।

হাদীসটি ইমাম দারামী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ 'জারি আমল' বা সদকায়ে জারিয়ার রূপক আকৃতি ঝর্ণার মত।

উম্মুল 'আলা আনসারীয়া (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

www.islamfind.wordpress.com

عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِيْ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهٗ يَجْرِيْ لَهٗ.

'আমি স্বপ্নে হযরত উসমান বিন মাযউন (রাযিঃ)এর জন্য একটি প্রবাহিত ঝর্ণা দেখতে পেলাম। আমি স্বপ্নটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ব্যক্ত করলাম। তিনি ইরশাদ করলেন—এটি তার আমল, যা তার জন্য প্রবাহিত হচ্ছে।'

হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ দ্বীনের রূপক আকৃতি পোশাক সদৃশ।

হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আমি স্বপ্নযোগে মানুষদেরকে আমার মুখোমুখি হতে দেখলাম। তারা জামা পরিহিত ছিলো। কারো জামা সিনা পর্যন্ত, কারো তার চেয়ে নীচে। হযরত উমর (রাযিঃ) যখন সামনে এলেন, তখন দেখলাম তার জামা এত বড় যে, জমিনে হেঁচড়িয়ে চলছে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো—ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি এর কি ব্যাখ্যা নিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করলেন—দ্বীন।

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ইলমের রূপক আকৃতি দুধ সদৃশ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি, স্বপ্নে আমার নিকট দুধের একটি পেয়ালা আনা হলো। আমি তা থেকে পান করলাম। এমনকি তার পরিতৃপ্তির প্রভাব নখসমূহ থেকে বের হতে থাকলো। তারপর অতিরিক্তটুকু হযরত উমর (রাযিঃ)কে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো—আপনি এর কি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বললেন, ইল্‌ম।

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ নামাযের রূপক আকৃতি আলো সদৃশ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত

আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের আলোচনা করে ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে, নামায তার জন্য কিয়ামতের দিন আলো, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে।'

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ সীরাতে মুস্তাকিমের রূপক আকৃতি পুলসিরাত সদৃশ।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) 'হল্লে মাসায়িলে গামিযা' গ্রন্থে বলেন যে, পুলসিরাতকে বিশ্বাস করা সঠিক। যে কথা বলা হয় যে, পুলসিরাত চুলের মত সূক্ষ্ম। এটি এর মারাত্মক ভুল ব্যাখ্যা, এটি এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়। পুলসিরাত তো চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম। তার আর চুলের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। পুলসিরাতের সূক্ষ্মতা রোদ ও ছায়ার মধ্যবর্তী রেখার মত, যার কোন প্রস্থ নেই। যা না ছায়ার মধ্যে গণ্য হয়, না রোদের মধ্যে। সীরাতে মুস্তাকীম বিপরীতমুখী চরিত্রের সঠিক মধ্যবর্তী রেখার নাম। যেমন, অপচয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী হলো, দানশীলতা। ক্রোধ ও শক্তির প্রাবল্য এবং ভীরুতার মধ্যবর্তী হলো, বীরত্ব। অপব্যয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী হলো, মিতব্যায়িতা। অহংকার ও লাঞ্ছনার মধ্যবর্তী হলো, বিনয়। কামভাব ও কাপুরুষতার মধ্যবর্তী হলো, সতীত্ব। এ সমস্ত চরিত্রের দু'টি প্রান্ত রয়েছে। একটি অতিরঞ্জন, আরেকটি অতি শৈথিল্য। উভয়টিই দোষণীয়। এতদুভয়ের মাঝে হলো, মধ্যবর্তী চরিত্র বা ভারসাম্যপূর্ণ চরিত্র—যা উভয় দূরপ্রান্তের মধ্যবর্তী চরিত্র। যা না অতিরঞ্জনের অন্তর্ভুক্ত, না অতি শৈথিল্যের অন্তর্ভুক্ত। এ মধ্যবর্তী চরিত্র রোদ ও ছায়ার মধ্যবর্তী রেখার ন্যায়। যা না ছায়ার মধ্যে গণ্য, না রোদের মধ্যে।

যখন আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের জন্য সিরাতে মুস্তাকীমকে প্রস্থহীন রূপক আকৃতি দান করবেন, তখন প্রত্যেক মানুষের নিকট সেই সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল থাকার দাবী করা হবে। তখন যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল ছিলো, অতিরঞ্জন ও অতি শৈথিল্যের প্রতি ধাবিত হয়নি। সে ঐ পুলসিরাতের উপর দিয়ে সমান্তরালে অতিক্রম করে যাবে। কোনদিকে সে ঝুঁকবে না। কারণ, দুনিয়াতে ঐ ব্যক্তির অভ্যাস ছিলো কোন দিকে না ঝুঁকে মধ্যপন্থায় চলা। ফলে এটি তার সহজাত গুণে পরিণত হয়েছে। তাই সে

www.islamfind.wordpress.com

সিরাতে মুস্তাকীমের উপর দিয়ে সমান্তরালে পার হয়ে যাবে। এ সমস্ত প্রমাণ দ্বারা জানা গেলো যে, আখিরাতের ব্যাপারগুলো অনিয়ন্ত্রিত নয় যে, যাকে ইচ্ছা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলো। যদিও আল্লাহ তাআলার সবধরনের এখতিয়ারই রয়েছে, কিন্তু তাঁর অভ্যাস ও অঙ্গিকার এমনই যে, মানুষ যেমন করবে তেমন ফল পাবে। এজন্য তিনি জায়গায় জায়গায় ইরশাদ করেছেন—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

'আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, তাদের উপর জুলুম করবেন ; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিলো।' (সূরা আনকাবূত–৪০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ.

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ধাবিত হও এবং বেহেশতের দিকে—যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান।'

(সূরা হাদীদ–২১)

(এ দৃষ্টান্ত আমাদের বোঝানোর জন্য দিয়েছেন।)

তাই জান্নাতে প্রবেশ করা যদি সম্পূর্ণ ক্ষমতার বাইরে হয়, তাহলে তার দিকে দৌড়ানোর নির্দেশ কি করে দিলেন। মূলতঃ তার উপায় মানুষের এখতিয়ারে দিয়েছেন, যার ভিত্তিতে ওয়াদা মাফিক জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ কারণেই জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ানোর নির্দেশদানের পর এমন সব আমল ও আসবাবের উল্লেখ করেছেন, যেগুলো নিশ্চিত মানুষের এখতিয়ারভুক্ত। ইরশাদ হচ্ছে—

اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

www.islamfind.wordpress.com

'জান্নাত তৈয়ার করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালোবাসেন। তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য জেনেশুনে হঠকারিতা করে না।' (সূরা আলে ইমরান ১৩৩–১৩৫)

লক্ষ্য করুন! এ আয়াতে পরিস্কার বলে দিয়েছেন যে, জান্নাত এমন সব লোকদের জন্য, যাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণ রয়েছে। উক্ত সমস্ত গুণই মানুষের এখতিয়ারভুক্ত।

তারপর আরও স্পষ্টভাষায় বলছেন যে, এসব কাজ করলে অবশ্যই জান্নাত পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে—

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.

'তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো, তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ—যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান।'

(সূরা আলে ইমরান–১৩৬)

আমরা দুনিয়াতে দেখে থাকি যে, প্রিয় জিনিস লাভের মাধ্যম ও উপকরণও প্রিয় হয়ে থাকে। দেখো! কুলি–মজদুর জানে যে, সামানাপত্র বহন করলে পয়সা পাওয়া যাবে। তাই যাত্রীর সামানাপত্র বহন করার জন্য তারা পরস্পরে কিরূপ ঝগড়া করে। তারা সবাই চায় যে, এসব সামানা আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হোক এবং কষ্ট ও পরিশ্রম হওয়া সত্ত্বেও বোঝা বহনের মধ্যে তারা এক প্রকারের স্বাদ উপলব্ধি করে। তাহলে জান্নাত প্রিয় হবে এবং আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত প্রিয় হবে আর তার উপকরণসমূহ অর্থাৎ, নেক আমল প্রিয় ও কাঙ্খিত হবে না কেন? এজন্যই হাদীস শরীফে এসেছে—

لَمْ اَرَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا اَوْكَمَا قَالَ

অর্থ ঃ আমি জান্নাতের অন্বেষণকারী ঘুমিয়ে থাকে, এর সমান কোন আশ্চর্য জিনিস দেখিনি।'

যাদের অন্তর্দৃষ্টির সামনে এ রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, তারা এ সমস্ত কষ্টকর আমলের মধ্যে নিঃসন্দেহে স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ করে থাকে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوْا رَبِّهِمْ.

'নিঃসন্দেহে নামায অত্যন্ত কঠিন বস্তু, তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হবে এবং তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে (তাদের জন্য নয়)।'

(সূরা বাকারা–৪৫)

অতএব নামায সহজ হওয়ার জন্য এ বিশ্বাস সহযোগী হলো যে, আমাদেরকে আমাদের রবের সাথে মিলিত হতে হবে।

সহীহ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ.

'নামাযের মধ্যে আমার চোখের স্থিরতা অর্থাৎ, প্রশান্তি লাভ হয়।'

সুপরামর্শ

বিভিন্ন আমলের রূপক আকৃতি জানা হলো। এখন সমস্ত পুরস্কার এবং শাস্তি তোমার হাতের ভিতর। যদি চাও যে, জান্নাতের অনেক বৃক্ষ আমার অংশে আসুক, তাহলে

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

বেশী বেশী পড়ো।

যদি চাও যে, কিয়ামতের দিন আমি ছায়ায় থাকি, তাহলে সূরা বাকারা ও আলে ইমরান তেলাওয়াত করো। কারণ, তা সামিয়ানারূপে ছায়া দিবে।

যদি জান্নাতের ঝর্ণা পেতে চাও, তাহলে সদকায়ে জারিয়া করো।

www.islamfind.wordpress.com

যদি খুব কাপড় পেতে চাও, তাহলে তাকওয়া ও দ্বীনকে মজবুতির সাথে ধারণ করো।

যদি জান্নাতের দুধের নহর পেতে চাও বা হাউযে কাউসার দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে চাও, তাহলে বেশী বেশী ইলমে দ্বীন হাসিল করো।

যদি চোখের পলকে পুলসিরাত পার হতে চাও, তাহলে শরীয়তের উপর অবিচল থাকো।

যদি পুলসিরাতে নিজের কাছে আলো পেতে চাও, তাহলে নামাযের প্রতি খুব যত্নবান হও।

যদি জান্নাতে অনেক মহল পেতে চাও, তাহলে বেশী বেশী সূরা ইখলাস পড়ো। এভাবে যে নেয়ামতই তুমি পেতে চাও তার উপায় গ্রহণ করো। তাহলে এ সমস্ত উপায় ও মাধ্যমকে ঐ সমস্ত নেয়ামত রূপে তুমি পেয়ে যাবে।

سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَلَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

অতি মহান সেই সত্তা, যিনি ওয়াদার বিপরীত করেন না এবং নেককারদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

www.islamfind.wordpress.com

পরিসমাপ্তি

বিশেষ কিছু আমল যা অধিক উপকারী বা অধিক ক্ষতিকর এবং কিছু সংশয়ের উত্তর

যত ইবাদত আছে, সবই উপকারী এবং যত পাপকাজ আছে সবই ক্ষতিকর। তারপরও মৌলিক কিছু আমল আছে, যেগুলো করা বা পরিহার করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হলে অন্যান্য আমলের সংশোধনের অধিক আশা করা যায়। এগুলোকে আমি দু'টি অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করছি।

প্রথম অধ্যায় ঃ এমন কিছু আমলের বর্ণনা, যেগুলোর প্রতি যত্ন নিলে অন্যান্য আমলের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা যায়।

সেগুলোর একটি হলো, ইলমে দ্বীন অর্জন করা। চাই তা কিতাব পড়ে হোক বা আলিমদের সান্নিধ্যে থেকে হোক। বরং কিতাব পড়ে ইলম হাসিল করার পরও আলিমদের সান্নিধ্যে থাকা জরুরী। আমি আলিম দ্বারা এমন আলিমদেরকে বুঝাচ্ছি, যারা ইলম অনুপাতে আমল করে। যাদের মধ্যে শরীয়ত ও হাকীকতের সমন্বয় ঘটেছে। সুন্নাতের অনুসরণে পাগল। মধ্যপন্থী। অতিরঞ্জন ও অতিশৈথিল্য থেকে দূরে থাকে। মাখলুকের প্রতি স্নেহপরায়ণ। যাদের মধ্যে হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি নেই।

যদিও বর্তমান যুগেও আল্লাহ তাআলার মেহেরবাণীতে এ ধরনের আলিম অনেক আছেন এবং সর্বদা থাকবেন—যেমন আমাদের সরদার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াদা রয়েছে—

لَايَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى مَنْصُوْرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ

'আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।'

www.islamfind.wordpress.com

এতদসত্ত্বেও বরকতস্বরূপ কিছু বুযুর্গের নাম আমার এ পুস্তিকায় লিখছি, যেন অনুল্লেখিতদেরকে উল্লেখিতদের দ্বারা পরিমাপ করা যায় এবং যাদের অবস্থা এদের মত হবে, তাদের সংসর্গে থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে।

ক. পবিত্র মক্কায় হযরত সায়্যিদী, মুর্শিদী মাওলানা আলহাজ্জ আশ শাইখ মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ সাহেব (দাঃবাঃ)।

খ. গাঙ্গুহতে হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেব (দাঃবাঃ)।

গ. সাহারানপুরে জনাব মাওলানা আবুল হাসান সাহেব, মুহতামিম, জামে মসজিদ, সাহারানপুর।

ঘ. দেওবন্দে জনাব মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব, প্রধান শিক্ষক, দেওবন্দ মাদরাসা।

ঙ. হযরত হাজী মুহাম্মাদ আবেদ সাহেব, ছাত্তা মসজিদ, দেওবন্দ।

চ. আম্বালায় হযরত সাঈ তাওয়াক্কুল শাহ সাহেব (দাঃবাঃ)

(আফসোস বর্তমানে এঁদের কেউই জীবিত নেই।)

এ ধরনের বুযুর্গদের সোহবত ও খেদমত যতটুকুই নসীব হোক তা অনেক বড় নেয়ামত ও অনেক বড় গনীমত। যদি প্রতিদিন সম্ভব না হয় তাহলে সপ্তাহে আধা ঘন্টা তাদের সান্নিধ্যে থাকাকে অবশ্যই জরুরী করে নিবে। তার বরকত নিজ চোখেই দেখতে পাবে।

সেগুলোর একটি হলো, নামায। যেভাবে সম্ভব পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত পড়বে। যতদূর সম্ভব জামাআতের সঙ্গে পড়ার চেষ্টা করবে। অপারগ হলে যেভাবে হোক নামায পড়ে নিবে, তাই গনীমত। এতে করে আল্লাহর দরবারের সাথে একটি সম্পর্ক ও যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এর বরকতে ইনশাআল্লাহ তাআলা তার অবস্থা সংশোধিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অশ্লীল ও অসৎকর্ম হতে বিরত রাখে।'

(সূরা আনকাবূত–৪৫)

সেগুলোর একটি মানুষের সাথে কম কথা বলা ও কম মেলামেশা

www.islamfind.wordpress.com

করা। যা কিছু বলার চিন্তা-ভাবনা করে বলবে। শত-সহস্র বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার এটি একটি উত্তম উপায়।

এগুলোর একটি 'মুহাসাবা' ও 'মুরাকাবা'। অর্থাৎ, অধিকাংশ সময় একথা খেয়াল রাখবে যে, আমি আমার মালিকের সামনে অবস্থান করছি। আমার সব কথা, কাজ ও অবস্থা তিনি দেখছেন। এটি হলো 'মুরাকাবা'। আর 'মুহাসাবা' হলো, কোন একটি সময়—যেমন ঘুমানোর পূর্বে একাকী বসে সারাদিনের কাজের কথা স্মরণ করে·এরূপ ধারণা করবে যে, এখন আমার হিসাব হচ্ছে, কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারছি না।

সেগুলোর একটি হলো, 'তাওবা' ও 'ইস্তেগফার' করা। যখনই কোন ভুল হয়ে যাবে, বিলম্ব করবে না। কোন সময় বা কোন জিনিসের অপেক্ষা করবে না। অবিলম্বে নির্জন স্থানে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে খুব মাফ চাবে। কান্না আসলে কাঁদবে। তা না হলে কান্নার ভান করবে। এখানে ছয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হলো ঃ ক. ইলম, খ. আলিমদের সান্নিধ্য, গ. পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ঘ. কম কথা বলা ও কম মেলামেশা করা ঙ. মুহাসাবা ও মুরাকাবা, চ. তওবা ও ইস্তিগফার। ইনশাআল্লাহ্ এ ছয় বিষয়ে পাবন্দী করলে—যেগুলো কোন কঠিন কাজও নয়—সমস্ত ইবাদতের দরজা খুলে যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এমন সব গুনাহের বর্ণনা, যেগুলো থেকে বিরত থাকলে আল্লাহর মেহেরবাণীতে অন্যান্য প্রায় সমস্ত গুনাহ থেকে নাজাত পাওয়া যায়

সেগুলোর একটি হলো, 'গীবত'। এতে দুনিয়া ও আখিরাতে নানাপ্রকারের বিপর্যয় যে, সৃষ্টি হয় তা সুস্পষ্ট। এতে বর্তমানে মানুষ খুব লিপ্ত। এ থেকে বাঁচার সহজ পন্থা এই যে, তীব্র প্রয়োজন ছাড়া কারো ভালো-মন্দ কোন ধরনের আলোচনা করবেও না, শুনবেও না। নিজের জরুরী কাজে লিপ্ত থাকবে। আলোচনা করতে হলে নিজেরটাই করবে। নিজের ধান্দাই কি কম যে, অন্যদের আলোচনার সুযোগ পায়?

সেগুলোর একটি হলো, 'জুলুম।' চাই তা জানের হোক, বা মালের হোক, বা মুখের হোক। যেমন কারো হক আত্মসাৎ করলো, তা কম হোক বা বেশী হোক, বা কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলো, বা কারো মানহানী

www.islamfind.wordpress.com

করলো।

সেগুলোর একটি হলো নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যদেরকে হেয় মনে করা। জুলুম, গীবত ইত্যাদি পাপকাজ এ রোগ থেকেই সৃষ্টি হয়। হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ, ক্রোধ ইত্যাদি রোগও এ থেকেই সৃষ্টি হয়।

সেগুলোর একটি হলো, 'ক্রোধ'। রাগ হয়ে অনুতপ্ত হতে হয়নি, এমন কখনো মনে পড়ে না। কারণ, ক্রোধের অবস্থায় বিবেক-বুদ্ধি পরাভূত হয়ে যায়। তাই তখন যে কাজই সংঘটিত হয় তা বিবেক পরিপন্থীই হয়। যা বলার ছিলো না, তা বলে ফেলে। যা করার ছিলো না তা হয়ে যায়। গোস্বা থেমে যাওয়ার পর যার আর কোন ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয় না। কখনো কখনো সারাজীবনের জন্য মনোবেদনায় পড়তে হয়।

সেগুলোর একটি হলো, 'গায়রে মাহরাম'। তথা পরনারী বা পরপুরুষের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা। তাকে দেখা, আনন্দ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে কথা বলা, একাকীত্বে তার পাশে বসা, তাকে খুশী করার জন্য তার মনমত নিজের বেশভূষা ও কথা-কাজকে সাজানো বা মোলায়েম করা। আমি সত্যিই বলছি, এ ধরনের সম্পর্কের দ্বারা যে সমস্ত কুপরিণতির সৃষ্টি হয় এবং যে সমস্ত বিপদ দেখা দেয়, তা লিখে শেষ করা যাবে না। ইনশাআল্লাহ, অন্য কোন পুস্তিকায় বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিত করে লিখবো।

সেগুলোর একটি হলো, সন্দেহযুক্ত বা হারাম খাবার খাওয়া। এর দ্বারা সব ধরনের অন্ধকার ও মনের কালিমা সৃষ্টি হয়। হারাম মাল খাদ্যরূপে সমস্ত অঙ্গে ও শিরায় বিস্তার লাভ করে। তাই যেমন খাদ্য হবে, তেমন তার প্রভাব সমস্ত অঙ্গে সৃষ্টি হবে। আর সে মতোই অঙ্গ দ্বারা কর্ম সংঘটিত হবে।

উপরোক্ত এ ছয়টি গুনাহ দ্বারাই অধিকাংশ গুনাহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগুলো পরিত্যাগ করলে ইনশাআল্লাহ অন্যগুলো পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে। বরং এতে করে আপনা-আপনিই ছুটে যাওয়ার আশা করা যায়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তাওফীক দাও।

এখন জনসাধারণের কতিপয় সন্দেহের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। যেগুলোর কারণে তারা নিজেরাও ধোঁকায় পড়ে থাকে এবং অন্যদেরকেও

www.islamfind.wordpress.com

ধোঁকায় ফেলে থাকে। যখনই তাদেরকে নিয়মিতভাবে ইবাদত করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার কথা বলা হয়, তখনই তারা এ সমস্ত প্রশ্ন ও সন্দেহকেই পেশ করে থাকে। এ সন্দেহগুলো দু' ধরনের। প্রথমত, ঐ সমস্ত গুনাহ, যেগুলোর দ্বারা স্পষ্ট কুফুরী হয়ে থাকে। যেমন এরূপ সন্দেহ করা যে, দুনিয়া নগদ আর আখিরাত হলো বাকী। আর নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম। বা এরূপ সন্দেহ করা যে, দুনিয়ার মজা নিশ্চিত আর আখিরাতের মজা অনিশ্চিত। তাই অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিতকে কিভাবে ছেড়ে দিবো। যেমন জনৈক কবি বলেছেন—

'এখন তো মজায় কাটুক, পরিণতির খবর আল্লাহ জানে।'

যেহেতু এখন আমরা ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলছি, তাই এ জাতীয় সন্দেহকে এড়িয়ে যাচ্ছি। (তাছাড়া এ সমস্ত সন্দেহ যে, অর্থহীন তা বিবেকবান বলতেই অবগত। কারণ, আখিরাতের অস্তিত্ব অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত। যদি কারো এ সমস্ত বিষয় প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন থাকে তাহলে সেগুলো প্রমাণিত করার জন্য আল্লাহর মেহেরবাণীতে যৌক্তিক প্রমাণসমূহ সর্বদাই বিদ্যমান রয়েছে। আখিরাতের বিষয় প্রমাণিত হওয়ার পর নগদকে বাকীর উপর নিঃশর্তভাবে প্রাধান্য দেওয়া নিছক ভ্রান্তি। এ নিয়ম তো তখন চলতে পারে, যখন বাকী ও নগদ মানে ও পরিমাণে সমান সমান হয়। অন্যথায় জাগতিক সমস্ত বিষয়ে বাকীকে নগদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ক্রেতার উপর একটু বিশ্বাস থাকলে সানন্দে এক পয়সার জিনিস দুই পয়সায় বাকীতে বিক্রি করে। তখন এ নিয়ম কোথায় যায়।

দ্বিতীয় প্রকারের ঐ সব সন্দেহ, যেগুলোর কারণ অজ্ঞতা ও উদাসিনতা। এখানে সেগুলোর উত্তর দেওয়াই উদ্দেশ্য। কয়েকটি অনুচ্ছেদে সেগুলো লিখছি। আল্লাহর তাওফীক আমাদের ভরসা।

অনুচ্ছেদ-১ ঃ একটি সন্দেহ এই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা বড় ক্ষমাশীল, বড় দয়ালু। আমার গুনাহের সেখানে কি গুরুত্ব আছে। তার উত্তর এই যে, নিঃসন্দেহে তিনি বড় ক্ষমাশীল ও বড় দয়ালু। কিন্তু তিনি তো কঠিন শাস্তিদাতা এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারীও। তুমি কি করে জানলে

www.islamfind.wordpress.com

যে, তোমার অবশ্যই ক্ষমা হবে? প্রতিশোধ গ্রহণ ও শাস্তি প্রদানও তো হতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তিনি ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষমাশীল এবং দয়ালু, যে অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করে এবং ভবিষ্যতে আমলের সংশোধন করে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

'অতঃপর যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করেছে, তারপর তারা তাওবা করেছে এবং নিজেদের কর্ম সংশোধন করেছে, তোমার প্রতিপালক তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা নাহাল-১১৯)

আর যে তাওবা ছাড়া মারা যাবে, সে গুনাহের পরিমাণ অনুপাতে শাস্তির যোগ্য হবে, আর আল্লাহর অনুগ্রহ কেউ ঠেকাতে পারবে না, কিন্তু এ ব্যক্তির নিকট কি প্রমাণ রয়েছে যে, আমার সাথে ক্ষমার ব্যবহারই করা হবে?

অনুচ্ছেদ-২ ঃ একটি সন্দেহ এই হয়ে থাকে যে, এতো তাড়াহুড়ার কি আছে? ভবিষ্যতে তাওবা করে নেবো। তাকে এর উত্তরে বলা হবে যে, তুমি কি করে জানলে যে, তুমি আরো বেঁচে থাকবে? হতে পারে রাতে ঘুমুতে ঘুমুতেই তুমি মারা গেলে বা জীবিত থাকলেও তাওবার তাওফীক হলো না। মনে রেখো, গুনাহ যত বাড়তে থাকে, মনের অন্ধকারও তত বাড়তে থাকে। দিনে দিনে তাওবার তাওফীক কম হয়ে যায়। এমনকি বেশীর ভাগ বিনা তাওবায় মারা যায়।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ একটি সন্দেহ এই হয় যে, এখন তো গুনাহ করি, তারপর তাওবা করে মাফ করিয়ে নিবো। এ ধরনের ব্যক্তিকে বলা উচিত যে, তোমার আঙ্গুলটা একটু আগুনের মধ্যে দাও, পরে আমরা মলম লাগিয়ে দিবো। এটা তো কখনোই সহ্য করবে না। তাই আফসোস হয় যে, গুনাহের ব্যাপারে কিভাবে নির্ভীক হয়। সে ব্যক্তি কিভাবে জানলো

যে, তাওবার তাওফীক অবশ্যই হবে। বা তাওবা করলেও আল্লাহর দায়িত্বে তা কবুল করা জরুরী হবে। তাছাড়া কতিপয় গুনাহ এমন রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাওবা করাই যথেষ্ট নয়, বরং পাওনাদারের থেকে মাফ নেওয়াও জরুরী।

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ একটি সন্দেহ এই হয় যে, আমরা কি করবো? আমাদের ভাগ্যেই এমন লেখা আছে। এ প্রশ্নটি খুব সস্তা। ছোট বড় সবাই এ থেকে ফায়দা লুটতে চায়। বন্ধুগণ! একটু ইনসাফ করা উচিত যে, যখন গুনাহ করা হয়, তখন কি এ উদ্দেশ্যেই করা হয় যে, ভাগ্যে যেহেতু লেখা আছে তাই সে অনুপাতেই কাজ করি। মোটেই নয়। তখন তো একথা মনেই থাকে না। গুনাহ শেষ করে অবসর সময়ে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করা হয়। ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এসব ব্যাখ্যার অর্থহীনতা নিজে নিজেই বুঝতে পারবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাগ্যের উপরে যদি এতই ভরসা হয়ে থাকে তাহলে জাগতিক বিষয়ে এ বিশ্বাসের উপর নির্ভরতা থাকে না কেন? কেউ তোমার জানমালের ক্ষতি করলে মোটেই তাকে তিরস্কার করো না? তখনও বুঝে নাও যে, ভাগ্যেই এরূপ লেখা ছিলো যে, সে অনিষ্ট করবে। ক্ষতি করবে। তখন ভাগ্যকে অস্বীকার করো। কিন্তু গুনাহ ছাড়ার কথা বললে এবং নেক কাজ করার কথা বললে ভাগ্যের উপর সর্বাধিক ঈমান তোমারই হয়!

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ একটি সন্দেহ এই হয় যে, যদি ভাগ্যে জান্নাত লেখা থাকে তাহলে জান্নাতে যাবো, আর দোযখ লেখা থাকলে দোযখে যাবো। পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করা অর্থহীন। এ ধরনের লোকদেরকে বলা উচিত যে, তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে জাগতিক ব্যাপারে কেন চেষ্টা-তাদবীর করো? খাওয়ার জন্য কেন এত পরিশ্রম করো? বীজ বপণ করো, হালচাষ করো। শস্য পেষো, আটা ছানো, খামিরা তৈরী করো, পাকাও, লোকমা বানিয়ে মুখের মধ্যে দাও, চাবাও, গেলো—এগুলো কিছুই কোরনা। ভাগ্যে থাকলে নিজে নিজেই তৈরী হয়ে পেটে চলে যাবে। চাকুরী কেন করো? ক্ষেত-খামার কেন করো? এ কবিতা কেন পড়ো?

رزق ہر چند بے گماں برسد ☆ لیک شرط است جستن از درہا

'রিযিক নিঃসন্দেহে পৌছবে। কিন্তু শর্ত হলো, তার দরজায় তাকে তালাশ করতে হবে।'

সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা হলে বিবাহ কেন করো? তাই তাকদীর প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এসব বিষয়ের জন্য যেমন বিশেষ উপকরণ সংগ্রহ করো, তেমনিভাবে আখেরাতের নিয়ামতরাজির জন্যও তার উপায়—নেকআমলসমূহ—সংগ্রহ করা জরুরী।

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ একটি ভ্রান্তি এই হয়ে থাকে যে, হাদীস শরীফে আছে—

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ

'আমি আমার বান্দার ধারণা অনুপাতে কাজ করি।'

আমাদের প্রভুর সঙ্গে আমাদের সুধারণা রয়েছে। তাই অবশ্যই আমাদের সঙ্গে সদাচারণ করা হবে। খুব মনে রাখা উচিত যে, সুধারণা ও আশা রাখার অর্থ এই যে, উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে তার ফল পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার দয়ার প্রতি নজর রাখবে। নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করবে না। আর যে উপায়ই গ্রহণ করলো না, তারটা সুধারণা নয় বরং ধোঁকা ও আত্মপ্রবঞ্চনা। এর একটি স্থূল দৃষ্টান্ত এই যে, বীজ বপন করে প্রতীক্ষায় থাকবে যে, এখন আল্লাহর অনুগ্রহে ফসল হবে। এটা হলো আশা। আর যদি বীজই বপণ না করে, আর এই আশায় বসে থাকে যে, এখন ফসল হবে। তাহলে এটা নিছক পাগলামী এবং ধোঁকা। যার পরিণতি আক্ষেপ ও অনুতাপ ছাড়া কিছুই নয়।

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ একটি ধোঁকা এই হয়ে থাকে যে, আমি অমুক বুযুর্গের সন্তান বা অমুক বুযুর্গের মুরীদ বা অমুক জীবিত বা মৃত বুযুর্গকে ভালোবাসি তাই আমি যা কিছুই করি না কেন আল্লাহর প্রিয় এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হবো।

বন্ধুগণ! যদি এ ধরনের সম্পর্কই যথেষ্ট হতো, তাহলে জগতসম্রাট

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আদরের কন্যাকে কখনোই বলতেন না—

يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لَااُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا.

অর্থ ঃ হে ফাতিমা! (রাযিঃ) তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, কারণ, আমি আল্লাহর কাছে কোনই কাজে আসবো না। অর্থাৎ, যদি নিজের কাছে ইলম ও আমলের পুঁজি না থাকে তাহলে শুধু সম্পর্ক যথেষ্ট নয়। আর যদি ঈমান ও তাকওয়ার সাথে উঁচু সম্পর্কও থাকে তাহলে তো সুবহানাল্লাহ! সোনায় সোহাগা। কিয়ামতের দিন তখন এ সম্পর্কও উপকারী হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান–সন্ততিগণ ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সঙ্গে তাদের সন্তান–সন্ততিকে মিলিত করবো এবং তাদের আমলের কিছুই কম করবো না।'

(সূরা তূর–২১)

অর্থাৎ, পূর্বপুরুষদের গ্রহণযোগ্যতার বরকতে সন্তানদেরকেও ঐ স্তরেই পৌছিয়ে দিবো এবং বাপ–দাদার আমলের মধ্যেও কোন কমতি করবো না।

অনুচ্ছেদ–৮ ঃ কারো কারো এই সন্দেহ হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাআলার আমাদের ইবাদত–বন্দেগীর কি প্রয়োজন?

বন্ধুগণ! একথা সত্য যে, আল্লাহ তাআলার কারো কোন আমলের প্রয়োজন নেই এবং তাঁর কোন লাভও নেই। কিন্তু আপনাদেরও কি এ সমস্ত লাভের প্রয়োজন নেই, যেগুলো নেক আমল করার দ্বারা পাওয়া যায়? আপনাদেরও কি নেক আমলের কোন উপকার নেই? সারকথা এই যে, আমল তো আপনাদের লাভের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার লাভের জন্য নয়। যদিও আল্লাহ তাআলার এর কোন

www.islamfind.wordpress.com

প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনারা তো প্রয়োজনমুক্ত নন। এর দৃষ্টান্ত তো ঠিক এমনই যে, কোন দয়ালু ডাক্তার কোন রোগীর প্রতি দয়া করে ঔষধ দেয় আর ঐ রোগী—যে তার নিজের জানের শত্রু—একথা বলে তা অগ্রাহ্য করে যে, সাহেব! ঔষধ পান করলে ডাক্তারের কি লাভ। ভালো মানুষ, ডাক্তারের কি লাভ হবে, এতে তোমার লাভ! তুমি রোগমুক্ত হবে!

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কতক নিরস আলেমের এই সন্দেহ হয় যে, আমরা অন্যদেরকে ওয়ায-উপদেশ দিয়ে থাকি। তাদের আমলের সওয়াবও আমরা পেয়ে থাকি। আর তা এত অধিক পরিমাণ যে, আমাদের সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। বা এ সন্দেহ হয়ে থাকে যে, আমরা এমন আমল জানি, যেগুলো করলে শত শত বছরের গুনাহ মাফ হয়। যেমন 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' প্রতিদিন একশ'বার পড়া বা আরাফা (যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ) বা আশুরার রোযা রাখা বা মক্কার লোকেরা তাওয়াফ করা ইত্যাদি।

বন্ধুগণ! স্থূল কথা যে, যদি এ সমস্ত আমলই যথেষ্ট হয়, তাহলে শরীয়তের অন্য সব আদেশ-নিষেধ অর্থহীন হয়ে যায়। তাছাড়া হাদীসের মধ্যে সুস্পষ্ট এসেছে—

إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

অর্থাৎ, এ সমস্ত আমল তখন গুনাহের কাফফারা হবে, যখন কবীরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। বাকী রইল তাদের এ কথা যে, আমরা মানুষদেরকে ওয়ায-উপদেশ দিয়ে থাকি। বন্ধুগণ! এমন ব্যক্তির উপর তো অধিক বিপদ আসবে। হাদীস শরীফে বদআমল বক্তা সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ। তাই তা আর লেখার প্রয়োজন মনে করছি না।

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ একটি সন্দেহ অজ্ঞ পীর-ফকিরদের এই হয়ে থাকে যে, আমরা সাধনার ফলে 'ফানা' এর স্তরে পৌছেছি। আমরা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছি। আমাদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। যা কিছু করে

www.islamfind.wordpress.com

সেই করে। এ জাতীয় আরো অনেক প্রলাপ বকে থাকে, যার দ্বারা কুফরী পর্যন্ত পৌছে যায়। কেউ বলে যে, সাগরের মাঝে বিন্দু বিলীন হয়ে গেছে। কেউ বলে যে, সমুদ্রকে পেশাবের ফোঁটা নাপাক করতে পারে না। কেউ বলে যে, আমরা নিজেরাই তো খোদা, আমাদের আবার ইবাদত কিসের, আমাদের আবার পাপ কিসের? কেউ বলে যে, আসল উদ্দেশ্য আল্লাহকে স্মরণ করা। নামায, রোযা বাইরের খাঁচা মাত্র। এগুলো বাহ্যিক নিয়ম, শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমস্ত বাজে কথার কারণ তাদের অজ্ঞতা। এ ধরনের লোকদের 'মাকামে'র হাকীকত সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। এরা আল্লাহর পথ পাওয়া ও আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার তো প্রশ্নই ওঠে না। এগুলো একত্ববাদ নিয়ে বাড়াবাড়ির ফল।

ইনশা আল্লাহ, অন্য কোন পুস্তিকায় এ ব্যাপারে সবিস্তারে গবেষণামূলকভাবে লেখা হবে। এ স্থলে এ মোটা কথাটুকু বোঝা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অধিক কেউ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছেনি, একত্ববাদী হয়নি এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে অধিক কেউ আজ পর্যন্ত তা'লীম পায়নি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর খোদাভীতি, তাওবা, ইস্তিগফার, আমলের ব্যাপারে পরিশ্রম, নফসের বিরুদ্ধে চলার গুরুত্ব এবং বদআমলের শাস্তির বিবরণ দেখে নেওয়া এ সমস্ত সন্দেহ নিরসনের জন্য খুবই যথেষ্ট।

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

তৃতীয় কিতাব

তা'লীমুদ্দীন

www.islamfind.wordpress.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ
الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا
عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ
لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ. وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ . وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ. ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ. وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

'রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিলো ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। এই রাসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্য, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহাকৃপাশীল।'

(সূরা জুমু'আ ঃ ১–৪)

বর্তমান যুগের বেশীর ভাগ মানুষের ধারণা, ইসলাম শুধুমাত্র নামায, রোযা এবং কিছু অদৃশ্য বিষয়—যেমন কিয়ামতে কি কি হবে, বেহেশতের মধ্যে হুর এবং দোযখের মধ্যে সাপ–বিচ্ছু রয়েছে ইত্যাদি বর্ণনা করেছে। মানুষের অপরাপর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের ব্যাপারে ইসলামে কিছুমাত্র আলোচনা নেই। আল্লাহ ও রাসূলকে যেমন ইচ্ছা মনে করো। লেনদেন ও কায়–কারবারে যা ইচ্ছা করো, যেমন ইচ্ছা ব্যবসা–বাণিজ্য করো। মানুষের সঙ্গে ইচ্ছামাফিক আচার–আচরণ করো। যা ইচ্ছা খাও, যেমন ইচ্ছা পরিধান করো। ওঠা–বসা, দেখা–সাক্ষাৎ ও সামাজিকতার যে পন্থা ইচ্ছা অবলম্বন করো। নিজেকে ইচ্ছামাফিক গুণাবলীতে গুণান্বিত

www.islamfind.wordpress.com

করো। মোটকথা, অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে সবধরনের স্বাধীনতা রয়েছে। যদি কোন নিয়ম-নীতি মেনে চলতে চাও তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতিতে বিজাতিদেরকে অনুসরণ করো। জীবনাচারের রীতি-নীতি প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের থেকে অর্জন করো। আধ্যাত্মিক সোপানসমূহে মূর্খ লোকদের থেকে—যারা খোদা হওয়ার দাবী করতেও বিরত থাকে না—সাহায্য নাও।

মোটকথা, এতে না আল্লাহ ও রাসূল সংক্রান্ত কোন বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে, না লেনদেন ও কায়কারবারের মূলনীতির শিক্ষা রয়েছে, না আদব-আখলাকের জ্ঞান দান করা হয়েছে, না আধ্যাত্মিক সোপানসমূহের পূর্ণতা দান করা হয়েছে। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে এমন সব মন্দ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে যে, তা বলার ভাষা নেই। আল্লাহর আশ্রয়ই এসব থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের উপর এর একটি প্রভাব এই পড়েছে যে, তারা ইসলামের উপর তার শিক্ষার অপ্রতুলতার কালিমা লেপন করেছে। আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের উপর এর একটি প্রভাব"এই পড়েছে যে, ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে উক্ত সন্দেহ তাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে তারা নিজেদেরকে কতিপয় বিষয়ে আধুনিক সভ্যতার মুখাপেক্ষী মনে করছে এবং মুখে বা অন্তরে বা বাস্তবক্ষেত্রে বিজাতীয় পন্থাকে নিজেদের ইসলামী পন্থার উপর প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করছে। ইসলামের অনেক আকীদা-বিশ্বাসের উপর তারা হাসাহাসি করছে।

সাধারণ লোকদের উপর এর একটি কুপ্রভাব এই সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা নামায-রোযার ক্ষেত্রে তো আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী মনে করে, কিন্তু মুয়ামালা ও মুয়াশারার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে স্বাধীন ভাবে। এ কারণে আলেমদের নিকট থেকে কখনও নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে মতামত নেয় না। আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলের রিসালাতের বিষয়ে এবং এ সবের বিধি-বিধান সম্পর্কে যাচাই করে না। পরিণতিতে তাদের কিছু কিছু আমল দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের মধ্যে শিরক ও অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে এই

www.islamfind.wordpress.com

শিরকের ব্যাধি খুব বেশি দেখা যায়।

আলেমদের উপর এর একটি প্রভাব এই পড়েছে যে, তারা রাত–দিন আমল ও ইবাদত সংক্রান্ত মাসআলাসমূহের আলোচনা–পর্যালোচনা ও চিন্তা–গবেষণায় ব্যস্ত থাকে, কিন্তু মুয়ামালার বিষয়ে গবেষণা, আদব–আখলাকের লেহাজ এবং আত্মা ও প্রবৃত্তির ইসলাহ তথা সংশোধনের প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে নেই। এমনকি ইলমের উন্নতির সাথে সাথে আত্মশ্লাঘা, অহংকার, লালসা, পদমর্যাদা ও সম্পদের মোহ ও উদাসিনতারও উন্নতি হতে থাকে।

পীর–দরবেশদের উপর এর একটি প্রভাব এই হয়েছে যে, তারা শরীয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন বস্তু মনে করেছে। হাকীকতকে মূল লক্ষ্য এবং শরীয়তকে ব্যবস্থাপনা–বিধান বিশ্বাস করেছে। আলেমদের থেকে দূরত্ব ও বিরূপ ভাব সৃষ্টি হয়েছে। ইলহাম ও ইঙ্গিতকে চূড়ান্ত সোপান ধারণা করেছে। হৃদয়ে উদিত বিষয়কে কাশ্‌ফ এবং কাশ্‌ফকে চূড়ান্ত ও নিশ্চিত বিষয়ের ঊর্ধ্বে বিশ্বাস করেছে। এগুলোকে তারা শরীয়তের মানদণ্ডে ওজন করার প্রয়োজন বা আলেমদের নিকট পেশ করার জরুরত মনে করে না। মোটকথা, সর্বশ্রেণীর মানুষের উপর এ ভ্রান্ত ধারণার অল্পবিস্তর প্রভাব পড়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

অথচ বাস্তব অবস্থা হলো, যে–ই কুরআন ও সুন্নাহকে সামান্যতম মনোযোগ ও অন্বেষার দৃষ্টিতে দেখবে, সে–ই এসব বিষয়ের শিক্ষাকে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত পাবে। পবিত্র শরীয়তকে চূড়ান্ত ও যথেষ্ট পাবে এবং অন্যান্য গ্রন্থ, বিধান, আইন ও শিক্ষা থেকে অভাবমুক্তকারী দেখতে পাবে। যদি এমনটি না হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কালামে পাকে এ সমস্ত আয়াত ইরশাদ করতেন না—

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

'আমি তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল পাঠিয়েছি। তিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন ঐ সমস্ত জিনিস, যেগুলো তোমরা জানতে না। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের জন্য পূর্ণতা দান করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।'

(সূরা বাকারা–১৫১, সূরা মায়িদা–৩)

একদিকে যেই কুরআনে—

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

'তারা গায়েবে বিশ্বাস করে এবং নামায কায়েম করে এবং আমার দেওয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে।' (সূরা বাকারা–৩)—উল্লেখিত হয়েছে।

অপরদিকে সেই কুরআনেই—

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ...

'তোমরা বিবাহ করো ঐ সমস্ত নারীকে, যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে।' (সূরা নিসা–৩)

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ

'তালাক দুইবার।' (সূরা বাকারা–২২৯)

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

'আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।'

(সূরা বাকারা–২৭৫)

لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

'তোমরা তোমাদের সম্পদ পরস্পরে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তবে তোমাদের সম্মতিক্রমে ব্যবসার ভিত্তিতে।' (সূরা বাকারা–১৮৮)

www.islamfind.wordpress.com

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا

'এবং যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়, তখন তোমরা তারচেয়ে উত্তমভাবে সালামের উত্তর দান করো।' (সূরা নিসা–৮৬)

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً

'যে উত্তম সুপারিশ করলো।' (সূরা নিসা–৮৫)

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

'আমি মানুষকে তার মা–বাবার সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি।' (সূরা আনকাবূত–৮)

وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

'এবং তাদের দু'জনের (মা–বাবার) সঙ্গে দুনিয়াতে উত্তমভাবে জীবন যাপন করো।' (সূরা লুকমান–১৫)

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ

'এবং আত্মীয়কে তার হক প্রদান করো।' (সূরা বানী ইসরাঈল–২৬)

اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا

'যখন তারা ব্যয় করে, তখন তারা অপচয়ও করে না এবং কৃপণতাও করে না।' (সূরা ফুরকান–৬৭)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

'নিশ্চয় ঈমানদারগণ পরস্পর ভাই ভাই।' (সূরা হুজরাত–১০)

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ

'একে অপরের সঙ্গে যেন উপহাস না করে।' (সূরা হুজরাত–১১)

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ

'তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো।' (সূরা হুজরাত–১২)

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

'তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে।' (সূরা হুজরাত–১২)

www.islamfind.wordpress.com

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

(সূরা নাহল-২৩)

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

'তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে (মুমিনদেরকে) ভালোবাসেন এবং তারা (মুমিনগণ) তাঁকে (আল্লাহকে) ভালোবাসে।' (সূরা মায়িদা-৫৪)

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।' (সূরা বাকারা-১৫৩)

وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

'আর একমাত্র আল্লাহর উপরই যেন ভরসাকারীগণ ভরসা করে।'

(সূরা ইবরাহীম-১২)

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

'যারা তাদের নামাযে খুশু (মনের স্থিরতা) অবলম্বনকারী।'

(সূরা মু'মিনূন-২)

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

'এর দ্বারা এ সমস্ত লোকের দেহ প্রকম্পিত হয়, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে।' (সূরা যুমার-২৩)

يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا

'তারা কাঁদে এবং তাদের ভয় বৃদ্ধি পায়।' (সূরা বানী ইসরাঈল-১০৯)

এবং মুয়ামালাত (লেনদেন, কায়কারবার) মুআশারাত (সমাজ-সামাজিকতা) এবং মাকামাত (আধ্যাত্মিক সোপানসমূহ) সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতসমূহও তো এ কুরআনেই উল্লেখিত হয়েছে।

একইভাবে হাদীসের গ্রন্থসমূহের বিষয় তালিকা উল্টিয়ে দেখলে যেখানে 'কিতাবুল ঈমান' (ঈমানের আলোচনা) 'কিতাবুস সালাত' (নামাযের আলোচনা) 'কিতাবুয যাকাত' (যাকাতের আলোচনা)

www.islamfind.wordpress.com

দৃষ্টিগোচর হবে, তার নীচেই 'কিতাবুল বুয়ূ' (বেচা-কেনার আলোচনা) 'কিতাবুন নিকাহ' (বিবাহের আলোচনা) 'কিতাবুত তালাক' (তালাকের আলোচনা) 'কিতাবুল আদাব' (আদবের আলোচনা) ও কিতাবুর রিকাক' (মন বিনম্রকারী হাদীসসমূহের আলোচনা) পরিদৃষ্ট হবে। বিধায় এরূপ ধারণা পোষণের সুযোগ কোথায় যে, ইসলাম কেবলমাত্র আকীদা ও আমল শিখিয়েছে? মুয়ামালাত, মুয়াশারাত ও তাসাওউফ শিক্ষা দেয়নি। বরং উপরের আলোচনা দ্বারাই নিষ্ঠাবান ব্যক্তির বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, ইসলাম পাঁচটি বিষয়েরই শিক্ষাদান করেছে। ইসলাম আমাদেরকে কারো মুখাপেক্ষী করে রাখেনি। বরং বিজাতীদের মধ্যেও এমন নিষ্ঠাবান লোক রয়েছেন, যারা নিজেরাই ইসলাম থেকে শিক্ষার আলো লাভের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকেন।

মোটকথা, যখন এ ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বব্যাপী বিস্তার হতে এবং সর্বশ্রেণীর লোকের এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গেলো, তখন ইসলামী সহমর্মিতা এ ভ্রান্তির সংশোধন এবং এ বিষয়ে এমন একটি পুস্তিকা রচনা করার দাবী উত্থাপন করলো, যার মধ্যে উপরোক্ত পাঁচ বিষয়কে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সংগ্রহ করে সংক্ষেপে প্রয়োজন পরিমাণ সংকলন করা হবে। এ পুস্তক দ্বারা সমস্ত মুসলমানকে উপকৃত করার লক্ষ্য তো আছেই তবে বিশেষত আধ্যাত্মিকতার পথের পথিকদের বিদগ্ধ হৃদয়ের আবেদন পূরণ করাই অধিকতর লক্ষ্য। তাই প্রত্যেক মুসলমানের ব্যাপকভাবে এবং আধ্যাত্মিকতার পথের পথিকদের বিশেষভাবে এ বই অধ্যয়ন করা এবং অল্প অল্প করে প্রতিদিন নিয়মিত ওযীফারূপে পাঠ করা জরুরী।

কারণ, আধ্যাত্মিকতার পথে পথচলার উদ্দেশ্যই হলো, প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভ করা। আর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর আনুগত্য করাই তাঁর সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পন্থা। প্রেমাস্পদ আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ যেহেতু সব বিষয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত, তাই তাঁর সন্তুষ্টি লাভ তখনই সম্ভব হবে, যখন সব বিষয়েই তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা হবে। তাই আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য জরুরী হলো, সর্বপ্রথম নিজের আকীদা-বিশ্বাসকে

www.islamfind.wordpress.com

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস অনুপাতে বিশুদ্ধ করা। তারপর ফরয আমলসমূহ—যেমন নামায, রোযা ইত্যাদির বিধি-বিধান শিক্ষা করে তা সঠিকভাবে মেনে চলা। হারাম, হালালের মাসআলাসমূহ অবগত হওয়া। যাতে করে হালাল আহারের সুফলরূপে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। ইসলামী সামাজিকতা সম্পর্কে অবগত হওয়া, যেন যার যে হক রয়েছে, তা নষ্ট না হয়। কারণ, কারো হক নষ্ট করা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। জালেমের উপর লা'নত হয়ে থাকে। বিধায় লা'নত ও রহমত কি করে একত্র হতে পারে। আর আল্লাহর রহমত ছাড়া তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। যে উপরোক্ত ধাপসমূহ অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্মপথে পা রাখবে, সে কখনও বিপথগামী হবে না এবং সে নিজের প্রকৃত অভিষ্ঠ লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে, ইনশা আল্লাহ।

এখন আমি আল্লাহর নামে মূল আলোচনা আরম্ভ করছি। বিষয়বস্তুর ভিন্নতার ভিত্তিতে একে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করছি। যথা ঃ ১. আকীদা ও বিশ্বাস ২. আমল ও ইবাদত ৩. মুয়ামালা ও সিয়াসাত (কারবার ও রাজনীতি) ৪. আদাব ও মুয়াশারাত (শিষ্টাচার ও সামাজিকতা) ৫. সুলূক ও মাকামাত (আধ্যাত্মিক পথ ও তার সোপানসমূহ)।

হে আল্লাহ! এ অজ্ঞকে সাহায্য করো এবং ভুল-ভ্রান্তি ও রিয়া-প্রদর্শনী থেকে মুক্ত রাখো। আমীন। একমাত্র আল্লাহর সমীপেই আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।

—মুহাম্মাদ আশরাফ আলী থানভী

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম অধ্যায়

আকীদা-বিশ্বাস

আকীদা-১. বিশ্বজগত পূর্বে অস্তিত্বহীন ছিলো। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি করার মাধ্যমে তা অস্তিত্বলাভ করে।

আকীদা-২. আল্লাহ এক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি। কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ নেই।

আকীদা-৩. তিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন।

আকীদা-৪. কোন জিনিস তাঁর মত নয়। তিনি সবার থেকে উর্ধ্বে ও অতুলনীয়।

আকীদা-৫. তিনি চিরঞ্জীব। তিনি সর্বক্ষম। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। কোন কিছু তাঁর কাছে গোপন নয়। তিনি সবকিছু দেখেন এবং শোনেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা করেন। তিনি কথা বলেন। তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। তাঁর কোন শরীক–অংশীদার নেই। তিনি বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি বাদশাহ। যাবতীয় দোষ থেকে তিনি পবিত্র। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে সবধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনি সম্মানের মালিক। বড়ত্বের অধিকারী। সৃষ্টিকর্তা। পাপ ক্ষমাকারী, অত্যাধিক দানশীল, শক্তিমান, জীবিকা দানকারী। যাকে ইচ্ছা করেন, তার জীবিকা সংকুচিত করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন, তার জীবিকা প্রশস্ত করে দেন। যাকে ইচ্ছা নীচু করেন, যাকে ইচ্ছা উচু করেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। তিনি ন্যায়বিচারক, সহনশীল, কাজ ও সেবার মূল্যায়নকারী, দু'আ কবুলকারী, বেষ্টনকারী, তাঁর কোন কাজ কল্যাণ ও প্রজ্ঞাশূন্য নয়। তিনি সবার কর্ম নির্বাহক। তিনি সবকিছুকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই কিয়ামত দিবসে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু দেন। তাঁর নিদর্শনাবলী ও গুণাবলীর মাধ্যমে সবাই তাঁকে জানে। কিন্তু তার সূক্ষ্ম

সত্তা সম্পর্কে কেউ জানতে পারে না। তিনি পাপীদের তাওবা কবুল করেন। যারা শাস্তির উপযুক্ত তাদেরকে শাস্তি দেন। তিনি সুপথ প্রদর্শন করেন। তিনি নিদ্রা যান না। তাঁর তন্দ্রাও আসে না। তিনি সমস্ত জগতের সংরক্ষণ করতে ক্লান্ত হন না। তিনিই সবকিছু ধারণ করে আছেন। এ জাতীয় পূর্ণতার সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।

আকীদা-৬. সৃষ্টির গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি পবিত্র। কুরআন ও হাদীসের কতক জায়গায় এ ধরনের যে সব বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। হয় সেগুলোর অর্থ আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবে যে, তিনিই এ সবের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক অবগত। আমরা বিনাবাক্যে এ সবের উপর ঈমান আনি ও বিশ্বাস করি। আর এটাই উত্তম পন্থা। অথবা তার উপযুক্ত কোন অর্থ করবে, যার দ্বারা তা বুঝে আসে।

আকীদা-৭. বিশ্বজগতে ভালোমন্দ যা কিছু হয়, তার সবকিছু আল্লাহ তাআলা সেগুলো হওয়ার পূর্বে সর্বদা থেকে জানেন এবং সেই জানা মাফিক তা সৃষ্টি করেন। এরই নাম 'তাকদীর' বা ভাগ্য। মন্দ বিষয়সমূহ সৃষ্টি করার পিছনে অনেক রহস্য রয়েছে, সেগুলো সবাই অবগত নয়।

আকীদা-৮. মানুষকে আল্লাহ তাআলা বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন, যার দ্বারা তারা পাপ ও পুণ্যের কাজ স্বেচ্ছায় করে থাকে। পাপ কাজ দ্বারা তিনি অসন্তুষ্ট হন, আর নেককাজ দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হন। তবে মানুষের কোন কিছু সৃষ্টি করার শক্তি নেই।

আকীদা-৯. আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন কোন কাজের নির্দেশ দেননি, যা মানুষের শক্তির বাইরে।

আকীদা-১০. কোন জিনিস আল্লাহর দায়িত্বে আবশ্যক নয়। তিনি দয়া করে যা করেন, তা তাঁর অনুগ্রহ।

আকীদা-১১. আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত অনেক নবী-রাসূল মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এসেছেন। তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ। তাঁদের সঠিক ও পরিপূর্ণ সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই জানেন। তাঁদের সত্যতার প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁদের হাতে এমন নতুন ও জটিল বিষয়সমূহ প্রকাশ করেছেন, যেগুলো অন্য কোন মানুষ করতে সক্ষম

নয়। এসব বিষয়কে 'মুজিযা' বলে। নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন আদম আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অবশিষ্টরা এতদুভয়ের মাঝে আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নবী অত্যাধিক প্রসিদ্ধ। যথা ঃ হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম, হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম, হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, হযরত হারুন আলাইহিস সালাম, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, হযরত ইলিয়াছ আলাইহিস সালাম, হযরত আল ইয়াসা' আলাইহিস সালাম, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম, হযরত লূত আলাইহিস সালাম, হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম, হযরত যুলকিফল আলাইহিস সালাম, হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম, হযরত হূদ আলাইহিস সালাম, হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম।

আকীদা-১২. নবীদের মধ্যে কতিপয় নবীর মর্যাদা অন্য কতিপয় নবীর চেয়ে বেশী। সবার মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা আমাদের নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তাঁর পরে নতুন কোন নবী আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ ও জিন হবে, তিনি তাদের সবার নবী।

আকীদা-১৩. আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে এবং সেখান থেকে সাত আসমানের উপর এবং সেখান থেকে যতদূর আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে নিয়ে গেছেন এবং পুনরায় মক্কায় পৌছিয়ে দিয়েছেন। একে 'মি'রাজ' বলে।

আকীদা-১৪. আল্লাহ তাআলা কিছু মাখলুক নূর দ্বারা সৃষ্টি করে তাদেরকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন। তাদেরকে ফেরেশতা বলে। তাদের পুরুষ বা নারী হওয়ার কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি। অনেক কাজ

www.islamfind.wordpress.com

তাদের হাতে ন্যস্ত। তারা কখনও আল্লাহ তাআলার হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেন না। তাদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা অধিক প্রসিদ্ধ। হযরত জিবরাঈল (আঃ), হযরত মীকাঈল (আঃ), হযরত ইসরাফীল (আঃ) এবং হযরত ইযরাঈল (আঃ)।

আকীদা-১৫. আল্লাহ তাআলা আগুন দ্বারা কিছু মাখলুক সৃষ্টি করে তাদেরকে আমাদের দৃষ্টির আড়াল করেছেন। তাদেরকে 'জিন' বলে। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সব ধরনের আছে। তাদের সন্তান হয়। তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ইবলীস শয়তান।

আকীদা-১৬. কোন মুসলমান যখন বেশী বেশী ইবাদত করে এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকে, দুনিয়ার ভালোবাসা রাখে না, সবদিক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব অনুসরণ করে, তখন সে আল্লাহর বন্ধু এবং প্রিয় হয়ে যায়। এমন ব্যক্তিকে 'ওলী' বলে। এমন ব্যক্তি দ্বারা কখনো কখনো এমন সব বিষয় প্রকাশ পায়, যা অন্য লোকদের দ্বারা সম্ভব হয় না, এ ধরনের বিষয়কে 'কারামত' বলে।

আকীদা-১৭. কোন ওলী যত উঁচু স্তরেই পৌছুক না কেন, কোন নবীর সমতুল্য হতে পারে না।

আকীদা-১৮. কোন মানুষ আল্লাহর যত প্রিয়ই হোক না কেন, যতক্ষণ হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে, শরীয়তের অনুগামী থাকা ফরয। নামায, রোযা বা অন্য কোন ইবাদত তার জন্য মাফ হয় না এবং কোন গুনাহর কাজও তার জন্য জায়িয হয় না।

আকীদা-১৯. যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কাজ করে সে আল্লাহর ওলী হতে পারে না। তার হাতে বিস্ময়কর কোন কিছু দেখা গেলে, তা হয় যাদু অথবা নফস ও শয়তানের প্রতারণা। তার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি পোষণ করা ঠিক নয়।

আকীদা-২০. আল্লাহর ওলীগণ ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় কিছু ভেদ ও রহস্যের কথা জানতে পারেন। তাকে 'কাশফ' ও 'ইলহাম' বলে। সেগুলো শরীয়তসম্মত হলে গৃহীত হবে, আর শরীয়ত পরিপন্থী হলে প্রত্যাখ্যাত হবে।

আকীদা-২১. আল্লাহ ও রাসূল ধর্মের সব বিষয় কুরআন ও হাদীসে

www.islamfind.wordpress.com

মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। এখন নতুন কোন বিষয় ধর্মের মধ্যে যোগ করা দুরস্ত নয়। এ ধরনের বিষয়কেই 'বিদাআত' বলে। বিদআত মারাত্মক গুনাহ। তবে দ্বীনের কিছু সূক্ষ্ম বিষয়, যেগুলো সবাই বুঝতে সক্ষম নয়—বিজ্ঞ আলেমগণ নিজেদের ইলমের শক্তিতে কুরআন ও হাদীস থেকে বুঝতে পারেন এবং অন্যদেরকে সেগুলো শিক্ষা দেন। এ ধরনের বিজ্ঞ আলিমকে 'মুজতাহিদ' বলে। অনেক মুজতাহিদই গত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজন অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন—হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ), হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), হযরত ইমাম মালিক (রহঃ), হযরত ইমাম আহমাদ (রহঃ)। যার যে মুজতাহিদের প্রতি অধিক ভক্তি-বিশ্বাস হবে সে তাঁর অনুসরণ করবে। পাক-ভারত-বাংলায় হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর অনুসারী বেশী। তাদেরকে 'হানাফী' বলে।

এমনিভাবে আত্মার পরিশীলন ও সংশোধনের পন্থাসমূহ কুরআন ও হাদীস অনুপাতে আল্লাহর ওলীগণ নিজেদের আত্মার আলোকে বুঝতে পেরে সেগুলো শিখিয়েছেন। এঁদেরকে 'শাইখ' বলে। এঁদের মধ্যে চারজন অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ), হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ), শাইখ শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ), শাইখ খাজা বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী (রহঃ)। যে মুজতাহিদ এবং শাইখের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মায় তাঁর অনুকরণ করে অন্যদেরকে খারাপ মনে করা ঠিক নয়। কোন মুজতাহিদ বা শাইখের অনুকরণ ঐ সময় পর্যন্ত করা যাবে, যখন পর্যন্ত তাঁদের কথা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী না হবে। তাঁদের থেকে কোন ভুল হয়ে গেলে তার অনুকরণ করা যাবে না।

আকীদা-২২. আল্লাহ তাআলা ছোট বড় অনেকগুলো কিতাব আসমান থেকে জিবরাঈল (আঃ)এর মাধ্যমে অনেক নবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন। যাতে করে তাঁরা নিজ নিজ উম্মতকে দ্বীনের কথা শিক্ষা দিতে পারেন। সেগুলোর মধ্যে চারটি কিতাব অত্যাধিক প্রসিদ্ধ। তাওরাত—হযরত মূসা (আঃ) লাভ করেন, যাবুর—হযরত দাউদ (আঃ), ইঞ্জীল—হযরত ঈসা (আঃ) এবং কুরআন মাজীদ আমাদের নবী হযরত

www.islamfind.wordpress.com

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হয়। কুরআন মাজীদ সর্বশেষ কিতাব। অন্য কোন কিতাব আর আসমান থেকে আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বিধান বলবৎ থাকবে। অন্যান্য কিতাবের অনেক কিছু পথভ্রষ্ট লোকেরা বিকৃত করেছে। কিন্তু কুরআন শরীফ হেফাযত করার অঙ্গীকার আল্লাহ তাআলা করেছেন। একে কেউ বিকৃত বা পরিবর্তন করতে পারবে না।

আকীদা-২৩. আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সমস্ত মুসলমান দেখেছেন, তাঁদেরকে 'সাহাবী' বলে। কুরআন-হাদীসে তাঁদের অনেক মর্যাদা ও বুযুর্গীর কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের সকলের প্রতি ভালোবাসা ও সুধারণা পোষণ করতে হবে। তাঁদের পারস্পরিক কোন লড়াই-ঝগড়ার কথা শুনতে পেলে তা তাঁদের ভুল-ত্রুটি মনে করবে। তাঁদের নিন্দা করা যাবে না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চারজন সাহাবী হলেন—হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ইসলামের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করেন। তাই তাঁকে প্রথম খলীফা বলা হয়। এ উম্মতের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর পর হযরত উমর (রাযিঃ)—দ্বিতীয় খলীফা। তাঁর পর হযরত উসমান (রাযিঃ)—তৃতীয় খলীফা। তাঁর পর হযরত আলী (রাযিঃ)—চতুর্থ খলীফা।

আকীদা-২৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান ও স্ত্রীগণ সকলেই সম্মানিত। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হযরত ফাতিমা (রাযিঃ)। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে হযরত খাদিজা (রাযিঃ) ও হযরত আয়েশা (রাযিঃ) সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।

আকীদা-২৫. ঈমান তখন সঠিক হয়, যখন আল্লাহ ও রাসূলকে সর্ববিষয়ে সত্যবাদী বিশ্বাস করা হয় এবং সেগুলোকে মান্য করা হয়। আল্লাহ ও রাসূলের কোন কথায় সন্দেহ করা বা মিথ্যা মনে করা বা তাঁর মধ্যে দোষ খোঁজা বা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার দ্বারা ঈমান চলে যায়।

আকীদা-২৬. কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট অর্থ না বলা এবং ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ব্যাখ্যা তৈরী করা ধর্মহীনতার কাজ।

আকীদা-২৭. গুনাহকে হালাল মনে করলে ঈমান চলে যায়।

আকীদা-২৮. গুনাহ যত বড়ই হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে খারাপ মনে করা হবে, তার দ্বারা ঈমান চলে যাবে না। তবে দুর্বল হবে।

আকীদা-২৯. আল্লাহ তাআলা থেকে নির্ভয় হওয়া বা নিরাশ হওয়া কুফুরী।

আকীদা-৩০. কারো নিকট গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করা এবং তা বিশ্বাস করা কুফুরী। তবে নবীগণ ওহীর মাধ্যমে এবং অলীগণ কাশ্‌ফ ও ইলহামের মাধ্যমে এবং সাধারণ মানুষ লক্ষণ ও নিদর্শনের মাধ্যমে কোন বিষয় অবগত হতে পারে।

আকীদা-৩১. কাউকে কাফির বলা বা কারো উপর অভিশম্পাত করা মারাত্মক গুনাহ, তবে এভাবে বলা যেতে পারে যে, জালেমদের উপর লা'নত, মিথ্যুকদের উপর লা'নত। তবে যাদের নাম নিয়ে আল্লাহ ও রাসূল লা'নত করেছেন বা তাদের কুফরীর বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে কাফির বা মালাউন (অভিশপ্ত) বলা গুনাহ নয়।

আকীদা-৩২. মানুষ মারা যাওয়ার পর তাকে কবর দেওয়া হলে কবরে, আর কবর দেওয়া না হলে যে অবস্থায় সে থাকে সেখানেই তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে জিজ্ঞাসা করে—'তোমার প্রতিপালক কে?' 'তোমার দ্বীন কি?' এবং 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে—'ইনি কে?' মৃত ব্যক্তি ঈমানদার হলে এর সঠিক উত্তর প্রদান করে। তখন তার জন্য সবধরনের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা হয়। আর তা না হলে সে সব প্রশ্নের উত্তরে এ কথাই বলে যে, আমি কিছুই জানি না। তখন তার জন্য বড় কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কাউকে কাউকে আল্লাহ তাআলা এ পরীক্ষা থেকে মাফ করে দেন। তবে এ সব বিষয় মৃত ব্যক্তিই শুধু জানতে পারে। অন্যেরা এর কিছুই দেখতে বা জানতে পারে না। যেমন ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্নে সবকিছু দেখে, কিন্তু তার পাশেই উপবিষ্ট জাগ্রত মানুষ তার কিছুই জানতে পারে না।

আকীদা-৩৩. মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করলে বা কিছু দান করে সওয়াব বখশালে মৃত ব্যক্তি সেই সওয়াব পেয়ে থাকে এবং এতে সে বড়

www.islamfind.wordpress.com

উপকৃত হয়।

আকীদা-৩৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের যত আলামতের কথা বলেছেন, তার সবগুলো অবশ্যই প্রকাশ পাবে। ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন করবেন। অত্যন্ত ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে তিনি বাদশাহী করবেন। কানা দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। সে পৃথিবীতে মারাত্মক ফেৎনা সৃষ্টি করবে। তাকে হত্যা করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। ইয়াজুজ-মাজুজ অত্যন্ত শক্তিশালী মানব গোষ্ঠী। তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। অবশেষে আল্লাহর গযবে তারা ধ্বংস হবে। একটি বিস্ময়কর প্রাণী ভূগর্ভ থেকে বের হয়ে আসবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে। পবিত্র কুরআন উঠে যাবে। কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত মুসলমান মৃত্যুবরণ করবে এবং সারা পৃথিবী কাফিরদের দ্বারা ভরে যাবে। এমন আরো অনেক কিছু ঘটবে।

আকীদা-৩৫. কিয়ামতের সমস্ত আলামত পুরা হলে কিয়ামত সংঘটনের ব্যবস্থা আরম্ভ হবে। হযরত ইসরাফীল (আঃ) আল্লাহর হুকুমে শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন। এই শিঙ্গাটি বিরাট আকৃতির হবে। শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার ফলে সমস্ত আসমান ও জমিন ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। সমস্ত সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে। যারা পূর্বে মারা গিয়েছে, তাদের আত্মা অচেতন হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে বাঁচাতে চাবেন, তারা নিজ অবস্থায় থাকবে। দীর্ঘ একটি সময় এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে।

আকীদা-৩৬. তারপর আল্লাহ তাআলার যখন সমস্ত জগতকে পুনর্বার সৃষ্টি করার ইচ্ছা হবে, তখন পুনর্বার শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে, ফলে সারা পৃথিবী পুনরায় অস্তিত্ব লাভ করবে। মৃতরা জীবিত হবে এবং কিয়ামতের মাঠে সবাই একত্রিত হবে। সেখানকার কষ্টে ঘাবড়ে গিয়ে সবাই নবীদের নিকট সুপারিশের জন্য যাবে। অবশেষে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করবেন। ভালো-মন্দ আমল পরিমাপ করা হবে। সেগুলোর হিসাব হবে। তবে কেউ কেউ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। নেক লোকদের আমলনামা ডান হাতে এবং বদ লোকদের বাম হাতে দেওয়া হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তাঁর উম্মতকে হাউযে কাউসারের পানি পান করাবেন, যা দুধের চেয়ে অধিক সাদা এবং মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি হবে। পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। সৎকর্মশীল লোকেরা পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যাবে, আর পাপী লোকেরা তার উপর থেকে দোযখে নিপতিত হবে।

আকীদা-৩৭. দোযখ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানে সাপ, বিচ্ছু এবং নানা প্রকারের শাস্তি রয়েছে। দোযখীদের থেকে যাদের মধ্যে সামান্যও ঈমান থাকবে, তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ করে নবী অথবা বুযুর্গদের সুপারিশের মাধ্যমে দোযখ থেকে বের হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে। চাই সে যত বড় পাপীই হোক না কেন। যারা কাফির ও মুশরিক তারা সেখানে চিরদিন থাকবে এবং তাদের মৃত্যুও হবে না।

আকীদা-৩৮. বেহেশতও সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানে সবধরনের শান্তি ও নেয়ামত রয়েছে। বেহেশতবাসীদের কোনরূপ ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। সেখান থেকে বেরও হবে না এবং মারাও যাবে না।

আকীদা-৩৯. আল্লাহ্ তাআলার এখতিয়ার আছে—চাইলে তিনি ছোট পাপের কারণেও শাস্তি দিতে পারেন এবং চাইলে বড় পাপের জন্যও শাস্তি না দিয়ে মাফ করে দিতে পারেন।

আকীদা-৪০. যেসব লোকের নাম উল্লেখ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেহেশতবাসী হওয়ার কথা বলে দিয়েছেন, তাদের ছাড়া অন্য কারো বেহেশতবাসী হওয়ার কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে ভালো নিদর্শনসমূহ দেখে ভালো ধারণা পোষণ করা এবং আল্লাহর রহমতের আশা রাখা জরুরী।

আকীদা-৪১. বেহেশতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে আল্লাহ তাআলার দীদার বা দর্শন। যা বেহেশতীরা লাভ করবে। তার স্বাদের সম্মুখে বেহেশতের সমস্ত নেয়ামত তুচ্ছ মনে হবে।

আকীদা-৪২. পৃথিবীতে জাগ্রত অবস্থায় চর্মচোখে কেউ আল্লাহ তাআলাকে দেখেনি এবং কেউ দেখতেও পারবে না।

আকীদা-৪৩. কেউ সারাজীবন যতই ভালো বা মন্দ থাক না কেন, যে অবস্থায় মৃত্যু হবে, সে অনুপাতেই তার পুরস্কার বা শাস্তি হবে।

www.islamfind.wordpress.com

শিরকের প্রকারভেদ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا وَّ اِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا.

'যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাবো যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে। যার প্রতি আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন। শয়তান বললো, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশগ্রহণ করবো। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো, তাদেরকে আশ্বাস দেবো, তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলবো এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেবো। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়।'

(সূরা আন-নিসা ১১৫-১২০)

www.islamfind.wordpress.com

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বিদআত, শিরক, অজ্ঞতা প্রসূত রুসুম-রেওয়াজ ও শয়তানের অনুসরণ-অনুকরণের নিন্দা পরিস্কারভাবে জানা গেলো। এসব কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে যেহেতু তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসে ত্রুটি এবং ঈমানের মধ্যে অন্ধকার ও মলিনতার সৃষ্টি হয়, তাই ইসলামের আকীদাসমূহ উল্লেখ করার পর কিছু ভ্রান্ত আকীদা, ভ্রান্ত রুসুম-রেওয়াজ এবং অধিক প্রচলিত বড় বড় কিছু গুনাহের কথা বর্ণনা করা সমীচীন মনে হচ্ছে। যাতে করে মানুষ এসব জেনে সেগুলো থেকে বাঁচতে পারে। এর মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে পুরোপুরি কুফরী ও শিরকী, আর কিছু রয়েছে কুফর ও শিরকীর কাছাকাছি। কিছু রয়েছে বিদআত ও গুমরাহী, আর কিছু রয়েছে নিন্দনীয়, অপছন্দনীয় ও পাপকাজ। মোটকথা, এর সবগুলো থেকে বাঁচা জরুরী। ঈমানের জন্য ক্ষতিকর এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনার পর ঈমানের শাখাসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করবো। কারণ, এগুলো দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা লাভ হয়। তারপর গুনাহের জাগতিক ক্ষতি এবং নেক কাজের পার্থিব উপকারিতা সংক্ষেপে উল্লেখ করবো। কারণ, মানুষ দুনিয়ার লাভ-লোকসানকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। হয়তো ইহকালীন লাভ-লোকসানের প্রতি লক্ষ্য করেই কিছুটা নেক আমল করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক হবে। সংক্ষিপ্ত এ পুস্তিকায় সবগুলোর দলীল লেখার সুযোগ নেই, বিধায় প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে দলীল লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা হচ্ছে।

ইলম সংক্রান্ত শিরক ঃ

১. কোন পীর বা বুযুর্গ সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা যে, আমাদের সব অবস্থা সম্পর্কে তিনি সবসময় অবগত আছেন।

২. গণক বা জ্যোতিষীর নিকট অদৃশ্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করা।

৩. কোন বুযুর্গের কথা থেকে শুভ-অশুভ লক্ষণ বের করে তাকে নিশ্চিত মনে করা।

৪. কাউকে দূর থেকে ডাকা এবং এ কথা মনে করা যে, সে আমার ডাক শুনতে পেয়েছে।

৫. কারো নামে রোযা রাখা এ সবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

www.islamfind.wordpress.com

ক্ষমতা বিষয়ক শিরক ঃ

১. কাউকে লাভ–লোকসানের মালিক মনে করা।

২. কারো নিকট কাংখিত বস্তু কামনা করা বা রুজি ও সন্তান চাওয়া।

এগুলো ক্ষমতা বিষয়ক শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদত সংক্রান্ত শিরক ঃ

১. কাউকে সিজদা করা।

২. কারো নামে পশু ছেড়ে দেওয়া বা ভোগ দেওয়া বা উৎসর্গ করা।

৩. কারো নামে মান্নত মানা।

৪. কারো কবর (মাযার) বা বাড়ী প্রদক্ষিণ করা।

৫. আল্লাহর হুকুমের মোকাবেলায় অন্য কারো কথা বা প্রচলিত প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া।

৬. কারো সামনে মাথা নত করা বা মূর্তির মত নিরব–নিথর দাঁড়িয়ে থাকা।

৭. নিশান উড়ানো বা পতাকা মিছিল করা।

৮. তাজিয়া বা নকল কবর ধারণ করা।

৯. বেদীমূলে পাঠা উৎসর্গ করা।

১০. কারো নামে পশু যবাই করা।

১১. কারো দোহাই দেওয়া।

১২. কোন জায়গার কাবাঘরের ন্যায় আদব–সম্মান করা।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ ইবাদত সংক্রান্ত শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

অভ্যাস ও কাজে শিরক ঃ

১. কারো নামে শিশুর নাক–কান ছিদ্র করা, বালি পরানো।

২. কারো নামের পয়সা বাহুতে বাঁধা, বা গলায় চাড়া বাঁধা।

৩. টোপর বাঁধা, টিকি রাখা, পৈতা পরানো।

৪. বৈষ্ণ–ভিক্ষু বানানো।

৫. 'আলী বখশ', 'হুসাইন বখশ' নাম রাখা।

৬. কোন জিনিসকে অস্পৃশ্য মনে করা।

৭. কোন পশুর উপর কারো নাম লাগিয়ে তার সম্মান করা।

৮. মুহররম মাসে পান না খাওয়া, লাল কাপড় না পরা।

৯. স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট স্বামীকে খেতে না দেওয়া।

১০. বিশ্বজগতের কাজ কারবারকে নক্ষত্রের প্রভাব মনে করা,

১১. শুভ–অশুভ দিন–তারিখ জিজ্ঞাসা করা।

১২. গণক, জ্যোতিষী বা জিনে আক্রান্ত ব্যক্তির নিকট গোপন কথা জিজ্ঞাসা করা।

১৩. লক্ষণের ভিত্তিতে শুভ–অশুভ নির্ধারণ করা।

১৪. কোন মাসকে অশুভ মনে করা।

১৫. কোন বুযুর্গের নাম ওযীফারূপে জপা।

১৬. এরূপ বলা যে, আল্লাহ ও রাসূল চাইলে অমুক কাজ হবে। বা এরূপ বলা যে উপরে আল্লাহ নিচে তুমি।

১৭. (আল্লাহ ব্যতীত অন্য) কারো নামে শপথ করা।

১৮. কাউকে 'শাহানশাহ' বা সকল বাদশাহ্র বাদশাহ বলা।

১৯. ছবি রাখা, বিশেষতঃ কোন বুযুর্গের ছবি বরকতের জন্য রাখা ও তাঁর সম্মান করা।

কবর সংক্রান্ত বিদআতসমূহ ঃ

১. কবরে ধুমধাম করে মেলা করা।

২. অধিক হারে প্রদীপ জ্বালানো (বা আলোকসজ্জা করা)।

৩. মহিলারা কবরস্থানে যাওয়া।

৪. চাদর দিয়ে কবর ঢেকে দেওয়া।

৫. কবর পাকা করা।

৬. ওলীদেরকে খুশি করার জন্য কবরের সীমাতিরিক্ত সম্মান করা।

৭. কবরকে চুমু দেওয়া।

৮. কবরের তাওয়াফ করা বা সিজদা করা।

৯. দ্বীন ও দুনিয়ার কাজের ক্ষতি করে গুরুত্ব সহকারে দরগাহ যিয়ারত করার জন্য ভ্রমণ করা।

১০. সেখানে গানবাদ্য বাজানো।

www.islamfind.wordpress.com

১১. কবরকে উচু করা।

১২. কবরে চিত্রাংকন করা।

১৩. ফুলের মালা দেওয়া।

১৪. কবরমুখী হয়ে নামায পড়া।

১৫. কবরের উপর ভবন নির্মাণ করা।

১৬. পাথর ইত্যাদিতে কিছু লিখে লাগানো।

১৭. চাদর, সামিয়ানা, ঢোল, খাদ্য, মিষ্টি ইত্যাদি উৎসর্গ করা।

১৮. উরস করা বা উরসে অংশগ্রহণ করা।

প্রচলিত প্রথাসংক্রান্ত বিদআতসমূহ ঃ

১. কারো মৃত্যুর তৃতীয় ও চল্লিশতম দিনে অনুষ্ঠান করা জরুরী মনে করা,

২. প্রয়োজন সত্ত্বেও মহিলাদের দ্বিতীয় বিবাহকে দোষণীয় মনে করা।

৩. বিবাহ, খাৎনা, বিসমিল্লাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামর্থ্য না থাকলেও বংশীয় যাবতীয় প্রথা পালন করা।

৪. বিশেষতঃ নাচগান করা এবং রং ছড়ানো।

৫. বসন্ত উৎসব ও দেওয়ালী পালন করা।

৬. পুরুষের জন্য মেহেদী, লাল কাপড়, বালা, তামার রিং বা বহুসংখ্যক আংটি পরা।

৭. সালামের পরিবর্তে নমস্কার, কুর্নিশ ইত্যাদি বলা।

৮. মহিলাদের নির্দ্বিধায় দেবর, ভাসুর, ফুফাতো (চাচাতো, মামাতো) ও খালাতো ভাইয়ের সম্মুখে যাওয়া। নদী থেকে কলসী ভরে গানবাদ্য করতে করতে নিয়ে আসা।

৯. রাগ–সঙ্গীত শোনা। বিশেষতঃ একে ইবাদত মনে করা।

১০. বংশ কৌলীন্যের উপর গর্ব করা বা কোন বুযুর্গের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে যথেষ্ট মনে করা।

১১. কারো বংশ কুলীন না হওয়ায় খোটা দেওয়া।

১২. কোন পেশাকে হেয় মনে করা।

১৩. সালাম দেওয়াকে বেয়াদবী মনে করা।

১৪. চিঠির মধ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর নিজেকে দাস বলে উল্লেখ করা।

১৫. কারো প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা।

১৬. বিবাহ অনুষ্ঠানে অপচয়, অর্থহীন কাজ ও হিন্দুদের প্রথা পালন করা।

১৭. বরের জন্য শরীয়ত বিরোধী পোশাক পরা।

১৮. আতশবাজী ও পটকার ব্যবস্থা করা।

১৯. অপ্রয়োজনীয় প্রদর্শনী করা।

২০. প্রচুর পরিমাণ অগ্নিমশাল নিয়ে যাওয়া।

২১. মহিলাদের ভিতর দিয়ে বরের ঘরে যাওয়া।

২২. চৌথি খেলা।

২৩. বেশী পরিমাণে মোহর নির্ধারণ করা।

২৪. টোপর পরা।

২৫. শোকের সময় চিৎকার করে কাঁদা। মুখ ও বুকে আঘাত করা। বিলাপ করা।

২৬. (মৃতের) ব্যবহৃত কলসী ভেঙ্গে ফেলা।

২৭. একবছর বা তার চেয়ে কমবেশী সময় ঐ বাড়ীতে ধর্মাচার পালন না করা।

২৮. কোন আনন্দানুষ্ঠান না করা।

২৯. নির্দিষ্ট কোন তারিখে পুনরায় শোক পালন করা।

৩০. সীমাতিরিক্ত সাজসজ্জায় লিপ্ত হওয়া।

৩১. সহজ–সরল বেশভূষাকে দোষণীয় মনে করা।

৩২. বাড়ীতে ছবি ঝুলানো।

৩৩. পুরুষের রেশমী পোশাক পরিধান করা।

৩৪. স্বর্ণ–চাঁদীর তৈলদানী ব্যবহার করা।

৩৫. মহিলাদের অত্যাধিক পাতলা কাপড় পরিধান করা বা বাজনা বিশিষ্ট গহনা পরিধান করা।

৩৬. অমুসলিমদের বেশভূষা অবলম্বন করা।

৩৭. মেলায় যাওয়া।

৩৮. ধুতি পরা।

www.islamfind.wordpress.com

৩৯. ছেলেদেরকে গহনা পরানো।

৪০. দাড়ি মুণ্ডানো, (এক মুষ্টির চেয়ে ছোট থাকতে বা এক মুষ্টির চেয়ে ছোট করে) কাটা বা উপড়ানো।

৪১. মোঁচ বড় করা।

৪২. (টাখনু) গিরার নিচে পায়জামা পরা।

৪৩. পুরুষের জন্য মহিলার এবং মহিলার জন্য পুরুষের বেশ ধারণ করা।

৪৪. শুধুমাত্র সাজসজ্জার জন্য ঘের ও চাঁদোয়া লাগানো।

৪৫. কালো খেজাব (কলপ) করা।

৪৬. জাদু–টোনা করা।

৪৭. কোন জিনিসকে অশুভ মনে করা।

৪৮. উল্কি আঁকা।

৪৯. সাদা চুল উপড়ানো।

৫০. কামভাবের সাথে কোলাকুলি করা বা হাত ধরা।

৫১. পুরুষের জন্য কুসুম ও জাফরান রংয়ের কাপড় পরা।

৫২. দাবা, তাস ইত্যাদি খেলা।

৫৩. শরীয়তবিরোধী ঝাড়–ফুঁক করা।

এ জাতীয় আরো অনেক কিছুই বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। এখানে নমুনা স্বরূপ কিছু বিষয় বর্ণনা করা হলো, অন্যগুলো এগুলোর উপর অনুমান করে নিবে।

কবীরা গুনাহের আলোচনা

১. আল্লাহর সাথে শরীক করা।

২. অন্যায়ভাবে (কাউকে) হত্যা করা।

৩. মা–বাবাকে কষ্ট দেওয়া।

৪. ব্যভিচার করা।

৫. ইয়াতিমের মাল খাওয়া।

৬. কোন মহিলাকে যেনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

৭. দ্বিগুণ সংখ্যক শত্রুর লড়াই থেকে পলায়ন করা (এর থেকে বেশী সংখ্যক হলে আত্মরক্ষার জন্য আসতে পারে)।

www.islamfind.wordpress.com

৮. মদপান করা।

৯. জুলুম করা।

১০. কারো অসাক্ষাতে তার দোষচর্চা করা।

১১. কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা।

১২. নিজেকে অন্যের চেয়ে ভালো জ্ঞান করা।

১৩. আল্লাহকে ভয় না করা।

১৪. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

১৫. কারো সাথে ওয়াদা করে তা পুরা না করা।

১৬. প্রতিবেশীর কন্যা–জায়ার প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া।

১৭. কারো আমানতে খিয়ানত করা।

১৮.আল্লাহ প্রদত্ত ফরয বিধান—যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি পরিত্যাগ করা।

১৯. কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া।

২০. সত্য সাক্ষ্য গোপন করা।

২১.মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

২২. মিথ্যা বলা।

২৩.বিশেষতঃ মিথ্যা কসম খাওয়া, যার দ্বারা কারো জান, মাল বা সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা।

২৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা।

২৬. জুমুআর নামায না পড়া।

২৭. সর্বদা নামায ত্যাগ করা।

২৮. মুসলমানকে কাফির বলা।

২৯. কারো গীবত শোনা।

৩০. চুরি করা।

৩১.জালেমের তোষামোদ করা।

৩২. সুদ বা ঘুষ নেওয়া।

৩৩. মামলার মিথ্যা রায় দেওয়া।

৩৪. পণ্য লেনদেনে কম দেওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

৩৫. মূল্য নির্ধারণ করে পরিশোধ করার সময় জোর করে কম দেওয়া।

৩৬. বালকদের সঙ্গে অপকর্ম করা।

৩৭. ঋতুকালীন সময় স্ত্রী সহবাস করা।

৩৮. বাজার মূল্য বৃদ্ধিতে আনন্দিত হওয়া।

৩৯. পরনারীর নিকট নির্জনে বসা।

৪০. পশুর সাথে অপকর্ম করা।

৪১. জুয়া খেলা।

৪২. কাফিরদের রীতিনীতি পছন্দ করা।

৪৩. গণক-জ্যোতিষীর কথা সত্য মনে করা।

৪৪. নিজের ইবাদত ও পরহেযগারীর দাবী করা।

৪৫. কেউ মারা গেলে শোকে বুক চাপড়ানো।

৪৬. বিলাপ করে কাঁদা।

৪৭. খাদ্যের দোষ ধরা।

৪৮. নাচ দেখা।

৪৯. মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা।

৫০. মনের আনন্দের জন্য গান-বাজনা শোনা।

৫১. কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা।

৫২. শক্তি থাকা সত্ত্বেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ না করা।

৫৩. কাউকে বিদ্রূপ করে অপমানিত করা।

৫৪. কারো দোষ খোঁজা, ইত্যাদি।

ঈমানের শাখাসমূহ

১. আল্লাহর উপর ঈমান আনা।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুকে ধ্বংসশীল মনে করা।

৩. তাঁর ফেরেশতাদের উপর, কিতাবসমূহের উপর, নবীগণের উপর, ভাগ্যের উপর এবং কিয়ামতের উপর ঈমান আনা।

৪. আল্লাহ তাআলার সাথে ভালোবাসা রাখা।

www.islamfind.wordpress.com

৫. অন্যলোকের প্রতি একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা রাখা বা বিদ্বেষ পোষণ করা।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিঃস্বার্থভাবে নিষ্কলুষ ভালোবাসা রাখা।

৭. তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। দরূদ শরীফ পাঠ করা এরই অন্তর্ভুক্ত।

৮. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা।

৯. 'ইখলাস' তথা একমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য আমল করা। 'রিয়া' তথা যশ-খ্যাতি লাভ ও প্রদর্শনের মনোভাব এবং 'নিফাক' তথা কপটতা পরিত্যাগ করা ইখলাসেরই অন্তর্ভুক্ত।

১০. আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর রহমতের আশাবাদী হওয়া।

১১. গুনাহ থেকে তাওবা করতে থাকা।

১২. আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা।

১৩. অঙ্গীকার পুরা করা।

১৪. কুপ্রবৃত্তি দমন করতে এবং বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা।

১৫. আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

১৬. বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা।

১৭. লজ্জা করা।

১৮. বড়দেরকে সম্মান করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া।

১৯. অহংকার ও আত্মগরিমা পরিত্যাগ করা।

২০. হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার করা।

২১. রাগ দমন করা। উল্লেখ্য, এগুলোও বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত।

২২. আল্লাহর একত্ববাদের কালিমা অর্থাৎ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে থাকা।

২৩. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা। এর নিম্ন পরিমাণ দশ আয়াত, মধ্যম একশ' আয়াত এবং উত্তম এর অধিক তেলাওয়াত করা।

২৪. ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া।

২৫. দু'আ করা।

২৬. যিকির করা। ইস্তিগফার করা তথা গুনাহ মাফ চাওয়াও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

www.islamfind.wordpress.com

২৭. অর্থহীন কাজ ও কথা থেকে দূরে থাকা।

২৮. যাবতীয় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা।

২৯. সতর ঢাকা।

৩০. ফরয ও নফল নামায পড়া।

৩১. যাকাত প্রদান করা এবং নফল সাদকা করা।

৩২. দাস-দাসী মুক্ত করা।

৩৩. দান করা। ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া ও মেহমানদারী করা, বদান্যতারই অন্তর্ভুক্ত।

৩৪. ফরয ও নফল রোযা রাখা।

৩৫. ই'তিকাফ করা।

৩৬. কদরের রাত তালাশ করা।

৩৭. হজ্জ ও উমরাহ করা। বাইতুল্লাহর তওয়াফ করা।

৩৮. এমন দেশ ও সংসারকে পরিত্যাগ করা, যেখানে নিজের দ্বীনের উপর অটল থাকা যাবে না। হিজরত করা এরই অন্তর্ভুক্ত।

৩৯. আল্লাহর নামে কৃত মান্নত পুরা করা।

৪০. শপথ করে তার উপর টিকে থাকা। (কসম বা শপথ ভঙ্গ করলে) কসম, শপথ ইত্যাদির কাফফারা আদায় করা।

৪১. বিবাহ করে পবিত্র জীবন লাভ করা।

৪২. পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা।

৪৩. মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

৪৪. সন্তানকে প্রতিপালন করা এবং সঠিক শিক্ষা দান করা।

৪৫. আত্মীয়দের হক আদায় করা।

৪৬. দাস-দাসীর মনিবের আনুগত্য করা এবং মনিবের দাস-দাসীদের প্রতি দয়া করা।

৪৭. ন্যায়বিচারের সঙ্গে শাসন চালানো।

৪৮. মুসলমানদের জামাআতের অন্তর্গত থাকা।

৪৯. মুসলমান শাসকের আনুগত্য করা।

৫০. মানুষের মধ্যে সংশোধন ও সমঝোতার কাজ করা।

৫১. খারেজী সম্প্রদায় ও বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করা।

www.islamfind.wordpress.com

৫২. নেক কাজে সহযোগিতা করা। সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা এরই অন্তর্ভুক্ত।

৫৩. 'হদ' তথা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন করা।

৫৪. শর্তসমূহ পাওয়া গেলে দ্বীন প্রচার করা। দারুল ইসলাম তথা মুসলিম দেশের সীমান্ত রক্ষা করা এর অন্তর্ভুক্ত।

৫৫. আমানত আদায় করা। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পঞ্চমাংশ প্রদান করা এর অন্তর্ভুক্ত।

৫৬. অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করা।

৫৭. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা।

৫৮. লেনদেন উত্তমভাবে করা।

৫৯. নিজের হক আদায় করার ক্ষেত্রে কঠোরতা না করা।

৬০. হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা। উপযুক্ত ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা।

৬১. অপচয় ও অপব্যয় অর্থাৎ, শরীয়ত পরিপন্থীভাবে অনর্থক সম্পদ নষ্ট না করা।

৬২. সালামের জওয়াব দেওয়া।

৬৩. হাঁচিদাতার জন্য দু'আ করা, অর্থাৎ, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।

৬৪. মানুষকে কষ্ট না দেওয়া।

৬৫. খেল-তামাশা থেকে বিরত থাকা।

৬৬. কষ্টদায়ক জিনিস পথ থেকে সরিয়ে ফেলা।

গুনাহের কিছু পার্থিব ক্ষতি

১. ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত হওয়া।

২. রিযিক কমে যাওয়া।

৩. আল্লাহর প্রতি আতংকভাব হওয়া।

৪. মানুষের প্রতি আতংক সৃষ্টি হওয়া, বিশেষতঃ নেক মানুষের প্রতি।

৫. অধিকাংশ কাজে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

৬. অন্তরে একপ্রকারের অন্ধকারাচ্ছন্নতা বিরাজ করা।

৭. মনে ও দেহে দুর্বলতা আসা।

৮. ইবাদত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

৯. হায়াত কমে যাওয়া।

১০. ধারাবাহিকভাবে পাপ কাজ চলতে থাকা।

১১. তাওবার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে যাওয়া।

১২. কিছুদিনের মধ্যে গুনাহের খারাবী অন্তর থেকে বের হয়ে যাওয়া।

১৩. পাপ কাজে আল্লাহর দুশমনদের উত্তরাধিকারী হওয়া।

১৪. আল্লাহর নিকট লাঞ্ছিত হওয়া।

১৫. গুনাহের ক্ষতি অন্য মাখলুকের উপর পৌছা, ফলে গুনাহগারের প্রতি তাদের অভিশাপ করা।

১৬. বুদ্ধি–বিবেক লোপ পাওয়া।

১৭. গুনাহগার ব্যক্তির উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিশাপ হওয়া।

১৮. ফেরেশতাদের দু'আ থেকে বঞ্চিত হওয়া।

১৯. ফল–ফসলে ঘাটতি হওয়া।

২০. মান–সম্মান চলে যাওয়া।

২১. আল্লাহর বড়ত্ব তার অন্তর থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

২২. নেয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া।

২৩. বিপদের উপর বিপদ হওয়া।

২৪. সম্মান ও প্রশংসার উপাধি ছিন্ন হয়ে তার পরিবর্তে লাঞ্ছনা ও হেয়তার উপাধি পাওয়া।

২৫. শয়তান চেপে বসা।

২৬. মন অস্থির থাকা।

২৭. মৃত্যুর সময় কালিমা মুখে না আসা।

২৮. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। যার ফলে তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করা।

নেক কাজের কিছু পার্থিব উপকার

১. রিযিক বৃদ্ধি পাওয়া।

২. বিভিন্ন প্রকারের বরকত হওয়া।

৩. কষ্ট ও পেরেশানী দূর হওয়া।

৪. উদ্দেশ্য সাধন সহজ হওয়া।

৫. জীবন মধুময় হওয়া।

৬. বৃষ্টি হওয়া।

৭. সবধরনের বিপদ কেটে যাওয়া।

৮. আল্লাহ তাআলা সাহায্যকারী হওয়া।

৯. নেককারদের অন্তর শক্তিশালী ও দৃঢ় রাখার জন্য ফেরেশতাদের প্রতি হুকুম হওয়া।

১০. প্রকৃত সম্মান লাভ হওয়া।

১১. মর্যাদা লাভ হওয়া।

১২. অন্তরসমূহে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া।

১৩. পবিত্র কুরআন তার জন্য রোগ নিরাময়ের কারণ হওয়া।

১৪. অর্থসম্পদের ক্ষতি হলে তার উত্তম বিনিময় লাভ হওয়া।

১৫. ক্রমান্বয়ে নেয়ামত বৃদ্ধি পাওয়া।

১৬. সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া।

১৭. অন্তরে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি সৃষ্টি হওয়া।

১৮. ভবিষ্যৎ বংশধরের উপকার পৌছা।

১৯. দুনিয়ার জীবনে অদৃশ্য সুসংবাদ লাভ হওয়া।

২০. মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের সুসংবাদ শোনানো।

২১. অভাবের সময় সাহায্য পাওয়া।

২২. সন্দেহ-সংশয় দূর হওয়া।

২৩. শাসন ক্ষমতা টিকে থাকা।

২৪. আল্লাহর রাগ প্রশমিত হওয়া।

২৫. হায়াত বৃদ্ধি পাওয়া।

২৬. অভাব ও অনাহার থেকে বাঁচা।

২৭. অল্প জিনিসে অধিক বরকত হওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমল-ইবাদত

১. মন না চাইলেও উত্তমভাবে ওযু করো।

২. সবসময় ওযুর সাথে থাকার চেষ্টা করো।

৩. আগের ওযু থাকলেও নতুন ওযু করা উত্তম।

৪. 'মযী' বের হলে গোসল ওয়াজিব হয় না, লজ্জাস্থান ধুয়ে (ওযু করে) নামায পড়ে নিবে।

৫. সন্দেহের দ্বারা ওযু ভাঙ্গে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ওযু ভঙ্গকারী কোন কারণ নিশ্চিতভাবে পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ওযু ভাঙ্গবে না।

৬. ঝিমানোর দ্বারা বা নামাযের অবস্থায় ঘুমানোর দ্বারা ওযু নষ্ট হয় না।

৭. পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে বসো না।

৮. ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করো না।

৯. বিনা প্রয়োজনে ঢিলা তিনটির কম নিও না।

১০. অপবিত্র বস্তু, হাড্ডি ও কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করো না।

১১. পেশাব থেকে না বাঁচলে কবর আযাব হয়।

১২. যাতায়াতের পথে বা ছায়ায় পায়খানা করো না।

১৩. পায়খানায় যাওয়ার সময় আল্লাহ্ ও রাসূলের নাম লেখা আংটি খুলে ফেলো।

১৪. খোলা ময়দান হলে এমন জায়গায় পায়খানা করতে বসো, যেখানে কেউ দেখবে না এবং বসার পূর্ব মুহূর্তে কাপড় উঠাও।

১৫. এমন জায়গায় পেশাব করো, যেখান থেকে ছিটা আসবে না।

১৬. কোন গর্তের মধ্যে পেশাব করো না, কারণ, গর্ত থেকে কষ্টদায়ক কোন প্রাণী তোমাকে কষ্ট দিতে পারে।

১৭. পায়খানা করার সময় পিছন দিকে আড়াল থাকা চাই, অন্য কিছু না থাকলে বালুর স্তুপ করে নিবে।

www.islamfind.wordpress.com

১৮. গোসলখানায় পেশাব করো না, সেখানে পায়খানা করাতো আরো নোংরা কাজ।

১৯. পায়খানা করার সময় কথা বলো না।

২০. পায়খানায় যাওয়ার পূর্বে এই দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

এবং বের হলে এই দুআ পড়ো—

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَ عَافَانِىْ

২১. ঢিলার পরে পানিও ব্যবহার করো।

২২. দাঁড়িয়ে পেশাব করো না।

২৩. যতদূর সম্ভব প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করো।

২৪. ঘুম থেকে উঠে ভালোভাবে হাত ধোয়ার পূর্বে পানির মধ্যে হাত দিও না।

২৫. পায়ের গোড়ালীতে পানি পৌছানোর ব্যাপারে অধিক যত্নবান হও।

২৬. ওযুর সময় হাত–পায়ের আঙ্গুল ও দাড়ি খিলাল করো।

২৭. ওযুর সময় এরূপ সন্দেহ করো না যে, আল্লাহ জানে, পানি নাপাক নয় তো, অমুক অঙ্গে পানি পৌছলো কি পৌছলো না, অমুক অঙ্গ তিনবার ধুয়েছি কি ধুই নাই।

২৮. ওযু করার সময় পানি নষ্ট করো না।

২৯. আংটি পরিহিত থাকলে তা নেড়ে পানি পৌছাও।

৩০. গোসল এই নিয়মে করো—প্রথমে দুই হাত পাক করো। তার পরে শরীরের নাপাকী ধুয়ে ফেলো। তারপর ওযু করো। তারপর তিনবার মাথা ধোও। তারপর সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালো।

৩১. গোসলের পর পুনরায় ওযুর প্রয়োজন নেই।

৩২. নাপাক অবস্থায় (গোসল ফরয হওয়া অবস্থায়) যদি কেউ ঘুমোতে চায় বা খাবার খেতে চায় বা পুনরায় স্ত্রী সহবাস করতে চায়, তাহলে ওযু ইস্তিঞ্জা করে নেওয়া উত্তম, তবে ওযু না করলেও গুনাহ নেই।

www.islamfind.wordpress.com

৩৩. আবদ্ধ পানি যত বেশীই হোক না কেন, বিনা প্রয়োজনে তাতে পেশাব করো না।

৩৪. রৌদ্র-তপ্ত পানি ব্যবহার করলে শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

৩৫. জুমুআর দিন গোসল করা সুন্নাত। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারীর জন্য গোসল করা উত্তম।

নামায

১. উত্তম সময় নামায পড়ো। উত্তমভাবে রূকু-সিজদা করো। যতদূর সম্ভব খুশু-খুযুর সাথে নামায আদায় করো।

২. সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাকে নামায পড়ার জন্য হুকুম করো। বয়স যখন দশ বছর হবে তখন পিটিয়ে নামায পড়াও।

৩. নিয়মিতভাবে নামায পড়ো।

৪. ইশার পূর্বে ঘুমিও না এবং ইশার পর গল্প না করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাও। যাতে তাহাজ্জুদ বা ফজর নামায নষ্ট না হয়।

৫. আসরের সময় নাজুক সময়। বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নাও।

৬. যদি ঘটনাচক্রে ঘুমিয়ে পড়ো বা ভুলে যাও, ফলে নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে ঘুম ভাঙার সাথে সাথে বা স্মরণ হওয়ামাত্র নামায পড়ে নাও। অন্য সময়ের জন্য ফেলে রেখো না, তবে মাকরূহ সময় হলে তা পার হতে দাও।

৭. আযানের পর মানুষকে নামাযের জন্য ডেকো না। আযান তো ডাকার জন্যই, তবে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দেওয়ায় দোষ নেই।

৮. যে ব্যক্তি আযান দিবে, তাকেই ইকামত দিতে দেওয়া উত্তম। তাকে অসন্তুষ্ট করে অন্য কেউ ইকামত দিবে না।

৯. সাত বছর আযান দিলে দোযখ থেকে মুক্তির ওয়াদা এসেছে।

১০. নামাযের জন্য দৌড়িয়ে যেয়ো না। কারণ, শ্বাস জোরে ওঠানামা করায় মনের স্থিরতা থাকবে না।

১১. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় দু'আ কবুল হয়।

www.islamfind.wordpress.com

১২. যত দূর থেকে মসজিদে নামায পড়তে যাবে, তত বেশী সওয়াব হবে।

১৩. মসজিদে প্রবেশকালে প্রথমে ডান পা দিয়ে এই দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা বের করে এই দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

১৪. মসজিদে গিয়ে মাকরূহ সময় না হলে দু' রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া উত্তম।

১৫. মসজিদে গিয়ে হৈচৈ করো না। হুক্কা, তামাক, রসুন, কাঁচা পিয়াজ ও মুল্য জাতীয় দুর্গন্ধময় জিনিস খেয়ে মসজিদে যেয়ো না। সেখানে থুথু ফেলো না। বায়ু ছেড়ো না, এতে ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। মসজিদে কোন কিছু বেচাকেনা করো না। মসজিদে অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করো না। কাউকে প্রহারের শাস্তি দিও না। কারণ, পেশাব করে ফেলতে পারে। মসজিদে দুনিয়ার কথাবার্তা বলো না।

১৬. এমন কাপড় পরিধান করে বা এমন জায়গায় নামায পড়া ভালো নয়, যার কারুকার্যের উপর আকৃষ্ট হয়ে মন বিক্ষিপ্ত হয়।

১৭. নামাযীর সামনে কোন কিছুর আড়াল থাকতে হবে। অন্যকিছু না থাকলে একটি লাঠি বা কোন উঁচু জিনিস রেখে দিবে। জিনিসটি ডান বা বাম ভ্রূ বরাবর রাখবে, যেন মূর্তিপূজকদের সাথে সাদৃশ্য না হয়।

১৮. নামাযের ইমাম হলে নামায বেশী দীর্ঘ করো না। কারণ, মুক্তাদীদের মধ্যে সবধরনের লোক থাকে। কারো যেন কষ্ট না হয়। তাহলে জামাআত থেকে মন উঠে যাবে।

১৯. নামাযের রুকু, সিজদা ও অন্যান্য সমস্ত রুকুন ধীরস্থিরভাবে আদায় করো।

২০. নামাযের মধ্যে কাপড় গুটানো বা চুল ঠিক করা ঠিক নয়।

২১. নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠো না।

২২. ফরয নামায পড়ে সেখান থেকে সরে গিয়ে সুন্নাত ও নফল পড়া উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

২৩. নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকিও না। উপর দিকে দৃষ্টি দিও না। যতদূর সম্ভব হাই থামিয়ে রাখো। বারবার পাথর ও মাটি হটাইও না। ফুঁ দিও না। নামাযে যাওয়ার সময় নামায পরিপন্থী কোন কাজ করো না। সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখো।

২৪. জামাআতের সাথে নামায পড়ো। জামাআত ছাড়ার ব্যাপারে মারাত্মক ধমকি এসেছে। তবে শক্ত কোন ওজর হলে জামাআত মাফ হয়ে যায়।

২৫. ক্ষুধা তীব্র হলে বা পেশাব পায়খানার চাপ হলে প্রথমে এগুলো সেরে নাও, তারপর নামায পড়ো।

২৬. ইমাম হলে দু'আর মধ্যে সমস্ত মুক্তাদীকে শরীক করো, অর্থাৎ, সবার জন্য দু'আ করো।

২৭. মসজিদে আযান হয়ে গেলে সেখান থেকে কখনোই যাবে না। তবে সংক্ষিপ্ত প্রয়োজন সারার জন্য গিয়ে সাথে সাথে ফিরে এলে দোষ নেই।

২৮. কাতার খুব সোজা করো এবং খুব মিলে মিলে দাঁড়াও। প্রথমে প্রথম কাতার, তারপর দ্বিতীয় কাতার, তারপর তৃতীয় কাতার পুরা করো। ইমামের উভয় দিকে সমান সংখ্যক মুক্তাদী থাকা উচিত।

২৯. বেশীর ভাগ মুক্তাদী যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলে তার ইমামতি করা উচিত নয়। ইমামতির ক্ষেত্রে অজুহাত দেখিও না। অর্থাৎ, একজন আরেক জনের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে বাঁচিও না। এটিও কিয়ামতের একটি আলামত।

৩০. ইমাম হলে মুক্তাদীদের থেকে উঁচু স্থানে দাঁড়িও না।

৩১. ইমামের আগে রুকু, সিজদা বা অন্য কোন কাজ করো না।

৩২. যদি এমন সময় জামাআতে আসো যে, ইমাম সিজদা বা বৈঠকে আছে, তাহলে তার দাঁড়ানোর অপেক্ষা করো না, অবিলম্বে নামাযে শরীক হয়ে যাও।

৩৩. তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করো। এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

৩৪. এত অধিক পরিমাণ নফল ও ওযিফা আদায় করো না, যা পূরা

www.islamfind.wordpress.com

করতে পারবে না।

৩৫. নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হলে বা ঘুমের চাপ হলে কিছুক্ষণ আরাম করে তারপর নামাযে রত হও।

৩৬. ঘুমানোর পূর্বে ওযু করে নাও এবং আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে ঘুমিয়ে যাও।

৩৭. ঘরের মধ্যেও কিছু নফল নামায পড়ার অভ্যাস রাখো।

৩৮. জুমুআর দিন অধিক হারে দরূদ শরীফ পড়ো।

৩৯. গোসল করে পোশাক পরিবর্তন করে সুগন্ধি লাগিয়ে তাড়াতাড়ি জুমুআর নামাযে যাও। মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে যেয়ো না। কাউকে তুলে দিয়ে তার জায়গায় বসো না। জোর করে দু' ব্যক্তির মাঝে ঢুকে বসো না। খুৎবার সময় কথা বলো না। এমনভাবে বসো না যে, ঘুম আসে। ঘুম প্রবল হলে জায়গা পরিবর্তন করো।

৪০. সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ লাগলে সে সময় নামায পড়ো। আল্লাহর নিকট দু'আ করো, দান-খয়রাত করো, গুনাহ মাফ চাও, গোলাম আযাদ করো।

৪১. ঈদগাহতে এক পথ দিয়ে যাও, অন্যপথ দিয়ে আসো।

৪২. যার কুরবানী করার ইচ্ছা আছে, তার জন্য চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত নখ, চুল ইত্যাদি না কাটা মুস্তাহাব।

৪৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকেও কুরবানী করা উত্তম। এতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

৪৪. নতুন বৃষ্টিতে বরকত হয়, সেই পানি নিজের দেহে নেওয়া উত্তম।

৪৫. ইস্তিস্কার নামায অর্থাৎ, অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য নামায পড়তে যাওয়ার সময় মলিন কাপড় পরে কান্নাকাটি ও নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে করতে যাবে।

জানাযা নামাযের আলোচনা

১. মানুষ মৃত্যুমুখী হলে তার নিকট বসে উচ্চস্বরে কালিমায়ে তায়্যিবা পড়তে থাকো।

২. কাফনের কাপড় একদম কম দামী বা খুব বেশী দামী দিও না। মধ্যম ধরনের দাও।

৩. পুরাতন বিপদ বা দুঃখের কথা স্মরণ হলে إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ো। তাহলে পূর্বে যেমন সওয়াব পেয়েছো, আবারো ঐরূপ সওয়াব পাবে।

৪. বিপদ যত ছোটই হোক না কেন إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ো। এতে সওয়াব পাবে। মাঝে মাঝে কবরস্থানে যাও, এতে দুনিয়ার ভালোবাসা হ্রাস পায় এবং আখিরাতের কথা স্মরণ হয়। বিশেষতঃ জুমুআর দিন মা–বাবার কবর যিয়ারত করা উত্তম।

যাকাত ও দানের বিবরণ

১. অগ্রিম যাকাত দেওয়াও দুরস্ত আছে।

২. ব্যবহারের অলংকার ও স্বর্ণ–চাঁদির লেস ও কারুকার্যেরও যাকাত আছে।

৩. যতদূর সম্ভব এমন লোকদেরকে যাকাত দাও, যারা আত্মমর্যাদার কারণে কারো কাছে হাত পাতে না।

৪. অল্প জিনিস দান করতে লজ্জা করো না। যা তাওফীক হয় তাই দাও।

৫. যাকাত দিয়ে সমস্ত কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে, এরূপ মনে করো না। ধনসম্পদের মধ্যে আরো অনেক হক রয়েছে। প্রয়োজন হলে সেগুলো আদায় করতে হয়। আত্মীয়–স্বজনদেরকে দান করলে দু' ধরনের সওয়াব হয়—এক. দান করার, দুই. আত্মীয়তা রক্ষা করার।

৬. প্রতিবেশী গরীব হলে তরকারীর ঝোল বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকেও সেখান থেকে দাও। ভিক্ষুককে কিছু হলেও দাও, তা যতই কম হোক না কেন।

৭. স্ত্রী স্বামীর মাল থেকে অভাবীকে এতটুকু পরিমাণ দিতে পারে, যা স্বামী জানলে অসন্তুষ্ট হবে না।

৮. কোন জিনিস কাউকে দান করলে এবং সে তা বিক্রি করলে তোমার জন্য তার থেকে ঐ জিনিস ক্রয় না করা উত্তম। হতে পারে

তোমার জন্য ছাড় দিবে। এটা এক প্রকারের দান করে ফিরিয়ে নেওয়ার শামিল।

রোযা সংক্রান্ত আলোচনা

১. রোযা অবস্থায় অশ্লীল কথা বলো না। হৈচৈ করো না। কেউ ঝগড়া করলেও তুমি বলে দাও—আমি রোযা রেখেছি আমাকে মাফ করো।

২. চাঁদ দেখে কখনোই অনুমানের ভিত্তিতে বলো না যে, এটি অমুক দিনের চাঁদ, সে হিসাবে আজকে এত তারিখ। মানুষ যখন চাঁদ দেখবে তখন থেকেই হিসাব করবে।

৩. স্বামী বাড়ীতে থাকা অবস্থায় স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখবে না।

৪. মাঝে মাঝে নফল রোযাও রাখো।

৫. রোযা অবস্থায় কেউ দাওয়াত করলে তাকে খুশি করার জন্য তার বাড়ীতে যাও। তার জন্য দু'আ করো। আর রোযা না থাকলে সেখানে আহার করো।

৬. রমাযান শরীফের দশ দিন বাকী থাকতে ইবাদতের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করো।

কুরআন তিলাওয়াত

১. কুরআন শরীফ চালু পড়তে না পারলে ঘাবড়ে গিয়ে পড়া ছেড়ে দিও না। নিয়মিত পড়তে থাকো। কারণ, এমন ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করে।

২. ঘুমানোর সময় 'কুল হুওয়াল্লাহ', 'কুল আউযুবিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' পড়ে উভয় হাতের মাঝে ফুঁ দিয়ে যতদূর সম্ভব সারাশরীরে হাত বুলাও। এভাবে তিনবার করে তারপর ঘুমাও।

৩. কুরআন পড়া শিখে থাকলে তা নিয়মিত তিলাওয়াত করতে থাকো অন্যথায় ভুলে যাবে, ফলে মারাত্মক গুনাহগার হবে।

৪. যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো লাগে কুরআন তিলাওয়াত করো, আর যখন বিরক্তি লাগে, তখন বন্ধ করে দাও, যে তিলাওয়াতে অভ্যস্ত তার

www.islamfind.wordpress.com

জন্য এ কথা। তা না হলে অনভ্যস্ত কাজ করতে স্বভাবতই বিরক্তি লাগে। তাই এদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। বরং জোর করে পড়ে পড়ে অভ্যাস করবে। হাঁ, অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পর তার জন্যও উপরের নিয়মই প্রযোজ্য।

৫. কুরআন শরীফ এমন সুরে পড়ো, যেন বুঝা যায়—তুমি আল্লাহর ভয়ে ভীত। সর্বাধিক সুন্দর সুর এটিই।

দু'আ, যিকির ও ইস্তিগফার

১. দু'আ করার সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রেখো—

ক. খুব আবেগ-আগ্রহের সাথে দু'আ করো।

খ. গুনাহের জিনিস চেয়ো না।

গ. দু'আ কবুল হতে দেরী হলে বিরক্ত হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দিও না।

ঘ. কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখো।

২. রাগ হয়ে নিজের জানমাল, সন্তান ইত্যাদির উপর অভিসম্পাত করো না। কারণ, তখন দু'আ কবুল হওয়ার মুহূর্ত হলে এমনটি হয়ে যেতে পারে।

৩. যখন এবং যেখানেই বসে বা শুয়ে দুনিয়ার কথাবার্তা বলো, সেখানে অল্প হলেও আল্লাহর যিকির এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পড়ো। কোন বৈঠক যেন যিকির থেকে খালি না থাকে। অন্যথা ঐ বৈঠকই বিপদের কারণ হবে।

৪. বেশীর ভাগ সময় আঙ্গুলের গিরায় অযিফা গণনা করো। তবে তাসবীহ রাখাও জায়িয আছে।

৫. বেশী বেশী করে আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাও, তাহলে সমস্ত জটিলতা সমাধা হয়ে যাবে এবং ধারণাতীতভাবে রিযিক লাভ হবে।

৬. কুপ্রবৃত্তির কারণে গুনাহ হয়ে গেলে এ কথা ভেবে তাওবা করতে বিলম্ব করো না যে, হয়ত আমার তাওবা ঠিক থাকবে না, আবার গুনাহ হয়ে যাবে। বরং অবিলম্বে খাঁটি মনে তাওবা করো। যদি ঘটনাচক্রে তাওবা ভেঙে যায়, তাহলে পুনরায় তাওবা করো।

৭. বিশেষ বিশেষ সময়ের বিশেষ কিছু দু'আ লিখে দেওয়া হলো—

www.islamfind.wordpress.com

ক. ঘুমানোর সময় এই দুআ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

খ. ঘুম থেকে জেগে এই দু'আ পড়ো—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

গ. সকালবেলা এই দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

ঘ. সন্ধ্যাবেলায় এই দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَ اِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

ঙ. স্ত্রী সহবাসের পূর্বে এই দু'আ পড়ো—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

চ. কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে বদদু'আ করতে হলে এই দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ اِهْزِمْهُمْ وَ زَلْزِلْهُمْ.

ছ. কারো বাড়ীতে মেহমান হলে পানাহার শেষে এই দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

জ. চাঁদ দেখে এই দুআ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ- رَبِّىْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ.

ঝ. কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে এই দু'আ পড়ো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে সে বিপদ থেকে হিফাযতে রাখবেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ

www.islamfind.wordpress.com

خَلَقَ تَفْضِيلًا.

ঞ. কেউ বিদায় হওয়ার কালে তাকে লক্ষ্য করে বলো—

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَ خَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ.

ট. কাউকে বিবাহের মুবারকবাদ দেওয়ার জন্য বলো—

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

ঠ. কোন বিপদ আসলে এই দু'আ পড়ো—

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

হজ্জ ও যিয়ারত

১. হজ্জ ফরয হলে তাড়াতাড়ি আদায় করা উচিত। কারণ, আল্লাহ জানে আবার কোন্ বাধা সৃষ্টি হয়।

২. যথেষ্ট পরিমাণ টাকা সহ হজ্জে যাওয়া উচিত।

৩. হজ্জ করে সম্ভব হলে পবিত্র মদীনায় গিয়ে রওযা শরীফ যিয়ারত করে ধন্য হবে।

৪. যদি এ পরিমাণ টাকা থাকে, যার দ্বারা হজ্জ করা সম্ভব, কিন্তু মদীনায় যাওয়া সম্ভব নয়, তাহলে ফরয হজ্জ আদায় করে নাও, পরবর্তীতে সামর্থ্য হলে মদীনা তাইয়্যেবা যেও। হজ্জ করা থেকে বিরত থেকো না।

৫. বাড়ীতে আসার আগ পর্যন্ত হজ্জকারীর দু'আ কবুল হয়। তাই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দাও, মুসাফাহা করো এবং নিজের গুনাহ মাফের জন্য তার দ্বারা দু'আ করাও।

শপথ ও মান্নত

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কখনো শপথ করো না। যেমন, বেটা, বাপ বা অন্য কোন মাখলুকের নামে শপথ করা। কারো এরূপ অভ্যাস হয়ে থাকলে এবং মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে সাথে সাথে কালিমা পড়ে নিবে।

www.islamfind.wordpress.com

২. কখনোই এরূপ শপথ করো না যে, আমি যদি মিথ্যুক হই তাহলে যেন বেঈমান হয়ে যাই—যদিও তুমি সত্যবাদী হওনা কেন। আর যদি মিথ্যুক হয়ে থাকো তাহলে এরূপ শপথ করা তো মারাত্মক ব্যাপার।

৩. রাগান্বিত অবস্থায় যদি এমন কোন শপথ মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, যা পুরা করলে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করতে হবে। যেমন—শপথ করলে যে, আমি আমার আব্বার সাথে কথা বলবো না, বা এ জাতীয় অন্য কোন শপথ, তাহলে এরূপ শপথ ভেঙ্গে ফেলো এবং কাফফারা দাও। এরূপ মনে করো না যে, শপথ ভঙ্গ করলে গুনাহ হবে। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ না করায় আরো অধিক গুনাহ হবে।

৪. কারো হক নষ্ট করার জন্য ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কসম খেয়ো না। কারণ, হকদার ব্যক্তি শপথের যে অর্থ বুঝবে সেটাই গণ্য হবে।

৫. বিপদে আক্রান্ত হয়ে মান্নত মানা, আর এমনিতে কানা কড়িও আল্লাহর নামে দান না করা বড়ই কৃপণতার পরিচয়। এ যেন আল্লাহকে ফুসলানো। নাউযুবিল্লাহ। কবিতা—

زنہار ازاں قوم نہ باشی کہ فریبند ☆ حق را بسجودے و نبی را بدرودے

'যারা আল্লাহকে একটি সিজদা করে এবং নবীর উপর একবার দরূদ পড়ে প্রতারিত করতে চায় তুমি তাদের দলভুক্ত হয়ো না।'

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ- اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ وَاجْعَلْنَامِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপসমূহ এবং আমাদের অন্যায় কাজসমূহ ক্ষমা করুন। আমাদের পদসমূহ দৃঢ় রাখুন এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সঠিক পথের দিশা দিন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন॥

তৃতীয় অধ্যায়

উপার্জন ঃ বেচাকেনা ঃ লেনদেন ইত্যাদি

১. নিজ হাতের উপার্জন সর্বোত্তম কামাই। নবীগণ নিজ হাতে কাজ করেছেন।

২. দেহ ব্যবসা, মিথ্যা তাবিজ-কবজ, শুভ অশুভ ভবিষ্যৎ বাণী ইত্যাদির টাকা হারাম। বর্তমানের পীরপুত্ররা এতদুভয় অপকর্মে আক্রান্ত। তারা ব্যভিচারিণীদের থেকে নজরানা গ্রহণ করে। মারাত্মক মারাত্মক তাবিজ কবজ করে, ভবিষ্যৎ বাণী করে এবং মানুষদেরকে ঠকায়।

৩. ভিক্ষার পেশা সবচেয়ে নিকৃষ্ট, অপমানজনক ও গুনাহের কাজ।

৪. যদি এমনই মারাত্মক বিপদে আক্রান্ত হয় যে, ভিক্ষা না করে কোন উপায়ই নেই, সে তো অপারগতার বিষয়। এমতাবস্থায় উত্তম হলো, কোন সৌভাগ্যবান ধার্মিক, উঁচুমনা, উদার ও সামর্থ্যবান লোকের কাছে চাইবে। তাহলে কিছুটা হলেও লাঞ্ছনা কম হবে।

৫. বিনা লালসায় ও বিনা চাওয়ায় কোথাও থেকে কিছু মিললে তা গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নেই, তা থেকে নিজে খাবে, অন্যকে খাওয়াবে এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করবে।

৬. যে জিনিস শরীয়তে হারাম, তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিয়ো না, আল্লাহ তাআলা অন্তরকে দেখেন।

৭. মুফ্‌ত খাওয়ার চেয়ে সৎসাহস নিয়ে উপার্জন করা এবং অন্যদের খেদমত করা উত্তম। তবে যারা দ্বীনের কাজে ব্যাপৃত, তারা যদি উপার্জনের পথে নামে, তাতে দ্বীনের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন লোকের জন্য উপার্জন করার পন্থা পরিত্যাগ করা জায়েয, বরং কখনো কখনো উত্তম। তাঁদের খেদমত করা সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্ব।

৮. যে বিষয়ে মন পরিষ্কার না হয়, মনে খটকা লাগে, তা পরিত্যাজ্য।

৯. যে পেশায় সবসময় নাপাকীর সাথে লেগে থাকতে হয়, যেমন মেথরের কাজ করা, শিঙ্গা লাগানো—এ ধরনের পেশা থেকে বেঁচে থাকা

www.islamfind.wordpress.com

উচিত।

১০. যে জিনিসকে পাপ কাজের মাধ্যম বানানো হবে, তা বিক্রি করো না।

১১. এ যুগে টাকা-পয়সা বড় কাজের জিনিস। তার মূল্যায়ন করা উচিত। হালাল পন্থায় উপার্জন করতে লজ্জা করো না, যদিও সমাজে বদনাম হয়।

১২. যে পথে জীবন নির্বাহ হয়, তীব্র প্রয়োজন ছাড়া সে পথ ছেড়ে দিয়ে অন্যপথ অবলম্বন করো না।

১৩. বেচাকেনা ও নিজের হক আদায় করার সময় নরম আচরণ করবে। সংকীর্ণতা ভালো নয়।

১৪. পণ্য বিক্রির জন্য খুব বেশী শপথ করো না। এতে এক-আধটা মিথ্যাও বের হয়ে যায়, তখন বরকত থাকে না।

১৫. ব্যবসা বড় উত্তম জিনিস। আমানত ও সততা তার বড় অংশ। এতে দুনিয়ায় বিশ্বাসভাজন হওয়া যায় এবং আখিরাতে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গ নসীব হয়।

১৬. ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে কিছু দান-খয়রাত করার নিয়মিত অভ্যাস করো। ব্যবসার মধ্যে অনেক অধিক কথা বের হয়ে যায়। দান-খয়রাত করলে তার বিপদ কিছুটা লাঘব হয়।

১৭. তোমার পণ্য বা মূল্যের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে কখনোই তা গোপন রেখো না। পরিস্কার তা বলে দাও। দোষ গোপন করলে বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

১৮. সুদ নেওয়া, দেওয়া, লেখা, সাক্ষী হওয়া এর কোনটাই করো না, এর সবগুলোর উপর লা'নত এসেছে।

১৯. যে সমস্ত বস্তু মেপে বিক্রি করা হয় এবং সেগুলো যদি এক জাতের হয়—যেমন, গমের বিনিময়ে গম—এগুলোর বিনিময় করতে দু'টি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। এক হলো—মানগত পার্থক্য থাকলেও পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। দ্বিতীয় হলো—হাতে হাতে অর্থাৎ, নগদে হতে হবে। এ দুই বিষয়ের কোন একটিরও বিপরীত হলে সুদ হয়ে যাবে। আর যদি মেপে বিক্রি হয়, কিন্তু দু'টি ভিন্ন জাতের

জিনিস হয়—যেমন গম ও যব। এর মধ্যে সমান সমান হওয়া জরুরী নয়। তবে নগদ হওয়া জরুরী। আর যদি এক জাতের হয়, কিন্তু মেপে বিক্রি করা হয় না—যেমন, বকরীর বিনিময়ে বকরী, তাহলেও সমান সমান হওয়া জরুরী নয়। আর যদি জাতও এক না হয়, এবং মেপেও বিক্রি করা না হয়—যেমন ঘোড়ার বিনিময়ে উট, তখন সমান সমান হওয়াও জরুরী নয়, নগদ হওয়াও জরুরী নয়। এটি হানাফী ফিকাহ অনুযায়ী সুদের বিবরণ।

আজকাল যে সমস্ত গহনা ক্রয় করা বা বানানো হয়, সেগুলোতে বেশীর ভাগ বাজারদরের কমবেশীর কারণে সমান সমানও নেওয়া হয় না এবং নগদেও নেওয়া হয় না। এটি সম্পূর্ণ সুদ। এমতাবস্থায় যে দিকে রূপা (বা সোনা) কম রয়েছে, তার সাথে কিছু পয়সাও যুক্ত করবে। তাহলে রূপার বিনিময়ে রূপা হবে, (সোনার বিনিময়ে সোনা হবে) আর অতিরিক্ত রূপা (বা সোনা) পয়সার বিনিময়ে হয়ে যাবে। আর বাকীতে নেওয়ার প্রয়োজন হলে যার সাথে লেনদেন করছে—তার থেকে আলাদাভাবে ঋণ নিয়ে লেনদেন করবে। পরবর্তীতে তার ঋণ শোধ করবে।

২০. অনেক সময় এমন করা হয় যে, টাকা দিয়ে আট আনা পয়সা তখনই নেয়, আর বাকী আট আনা পরবর্তীতে নেয়—এটাও জায়িয নেই। এমন প্রয়োজনই যদি দেখা দেয়, তাহলে টাকাটি আমানত রূপে তার নিকট রেখে দিবে, তার হাতে পুরা পয়সা আসলে তখন আদান-প্রদান করবে।

২১. যদি তুমি খারাপ গমের পরিবর্তে ভালো গম নিতে চাও, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সমান সমান না দেয়, তাহলে প্রথমে নিজের গম উদাহরণ স্বরূপ এক টাকায় বিক্রি করে দেও তারপর যে পরিমাণ গম সে তোমাকে দিবে তা ঐ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করো, যা এখন তার দায়িত্বে দেনা রইলো।

২২. যদি রূপা বা স্বর্ণের গহনা—যার মধ্যে অন্য কোন কিছু মিলিত রয়েছে—রূপা বা স্বর্ণের বদলে অর্থাৎ, রূপার গহনা রূপার বদলে এবং স্বর্ণের গহনা স্বর্ণের বদলে ক্রয় করতে বা বিক্রি করতে চাও তাহলে এ

www.islamfind.wordpress.com

বিনিময় বা বেচাকেনা ঐ অবস্থায় জায়িয হবে—যখন গহনার মধ্যে রূপা বা স্বর্ণের পরিমাণ নিশ্চিতভাবে কম হবে এবং মূল্য হিসাবে দেওয়া রূপা বা স্বর্ণের পরিমাণ বেশী হবে। যদি সমান সমান হয় বা অতিরিক্ত হওয়ার শুধু ধারণা হয়, তাহলে এরূপ বেচাকেনা বৈধ হবে না।

২৩. যদি কোন ব্যক্তি তোমার কাছে ঋণী থাকে, আর এ অবস্থায় সে তোমাকে হাদিয়া দেয় বা দাওয়াত করে—তাহলে যদি পূর্ব থেকে তোমাদের পরস্পরের মাঝে এ রীতি চালু না থাকে তাহলে কখনোই তা গ্রহণ করো না। এ থেকেই বন্ধকরূপে রক্ষিত বস্তু ব্যবহার করে যে আয় করা হয় তার অবস্থা বুঝে নাও। কারণ বন্ধকদাতা তোমার কাছে ঋণী। ঋণের চাপে সে তোমাকে বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিচ্ছে, তাহলে তা কী করে হালাল হবে?

২৪. কোন কোন লোক বিশেষ কোন জিনিস একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যে ক্রয় করে। কিন্তু যখন মূল্যের ব্যবস্থা করতে না পারে, তখন ঐ জিনিসটি ঐ বিক্রেতার নিকটই কিছু কম দামে বিক্রি করে দেয়। এমতাবস্থায় যেহেতু বিক্রেতার এই অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অধিকার নেই, তাই এটা সুদ ও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। তবে এ রকম প্রয়োজন দেখা দিলে—তার সমাধান এই যে, মূল বিক্রেতা কিছুক্ষণের জন্য ক্রেতাকে পূর্ব নির্ধারিত মূল্য পরিমাণ ধার দিবে। ক্রেতা এ টাকা দ্বারা নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করবে, এরপর ঐ জিনিসটি কম মূল্যে বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে দিবে। আর যে টাকা অবশিষ্ট থাকবে—তা ঐ ব্যক্তির দায়িত্বে ঋণ থাকবে। যেমন—দশটাকা দিয়ে তুমি একটা ঘড়ি ক্রয় করেছো, তারপর যখন টাকার ব্যবস্থা হলো না, তখন ঐ বিক্রেতার নিকট ধরে নাও ঘড়িটি আট টাকায় বিক্রি করলে, এ বেচাকেনা সুদ ও নাজায়িয। এমতাবস্থায় প্রয়োজন পড়লে বিক্রেতার নিকট থেকে ঋণ নিয়ে প্রথমে ঘড়ির মূল্য পরিশোধ করো, তারপর ঘড়িটি ঐ লোকের নিকট যত কম মূল্যে ইচ্ছা বিক্রি করো। যে দামে মূল বিক্রেতা ক্রয় করলো—সে পরিমাণ ঋণ তো এখনই আদায় হলো, আর অবশিষ্ট টাকা তোমার দায়িত্বে ঋণ রইল।

২৫. ফল যতক্ষণ পর্যন্ত কাজের উপযুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা

—২৭

www.islamfind.wordpress.com

ক্রয়–বিক্রয় নিষিদ্ধ। কারণ, এ কথা তো জানা নেই যে, ফল থাকবে কি থাকবে না।

২৬. মাল হাতে আসার পূর্বে ক্রয়পত্র (বিল) আসার ভিত্তিতে মাল বিক্রি করো না। বিক্রেতার হাতে মাল চলে আসার পর শুধু ক্রয়পত্র দেখে ক্রেতার জন্য মাল ক্রয় করা বৈধ। তবে মাল দেখার পর এ ক্রয়–বিক্রয় ঠিক রাখা বা না রাখা তার ইখতিয়ারে থাকবে।

২৭. গ্রাম্য লোক কোন শস্য নিয়ে শহরে আসতে থাকলে তাকে আসতে দাও। তারপর তা ক্রয় করো। শহরের বাইরে বেচাকেনা করা ভালো না। এতে কখনো ঐ গ্রাম্য লোককে এ কথা বলে ধোঁকা দেওয়া হয় যে, শহরে এই দামে বিক্রি হবে। আর শহরের অধিবাসীরাও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, সবাই তার মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। যত জনের কাছে ইচ্ছা সে বিক্রি করে।

কোন মানুষ দর–দাম করছে এবং বিক্রেতা এখনো তাকে না করেনি, বরং তার কাছে বিক্রি করা ও না করা উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাহলে তুমি তার দর–দামকে নষ্ট করে নিজে তা কিনে নিতে আরম্ভ করো না। তবে বিক্রেতা দামকারীকে স্পষ্ট ভাষায় না করে দিলে তখন ক্রয় করায় ক্ষতি নেই। এতে জানা গেলো যে, নিলামের ভিত্তিতে বেচাকেনায় একজনের ডাকের উপর ডাক তোলায় দোষ নেই। কারণ—স্বয়ং বিক্রেতা এখনো তার ডাককে গ্রহণ করেনি।

কাউকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পণ্যের দাম এ উদ্দেশ্যে বাড়িও না যে, অন্য লোক এ দাম শুনে আরো বেশী দাম বলবে। ফলে পণ্যটি কিনতে সে বাধ্য হবে।

কোন গ্রাম্য লোক শহরে পণ্য বিক্রি করতে এলে খামাখা তার হিতাকাংখী হয়ে তাকে বিক্রি করতে বাধা দিও না। এবং বলো না যে, আমার কাছে রেখে যাও। আমি সুযোগমত চড়া দামে বিক্রি করে দেবো। বরং তাকে বিক্রি করতে দাও। এতে শহরের অধিবাসীরা কিছুটা কম মূল্যে পণ্যটা পেয়ে যাবে। তবে সে স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলে তখন এরূপ করায় ক্ষতি নেই।

যদি গাভী বা ছাগী বিক্রি করতে চাও, তাহলে ক্রেতাকে ধোঁকা

www.islamfind.wordpress.com

দেওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েক বেলা দুধ দোহন না করে এ উদ্দেশ্যে দুধ আটকিয়ে রেখো না যে, ক্রেতা ওলান দুধে ভরা দেখে প্রতারিত হয়ে অধিক দামে ক্রয় করবে, আর পরে পস্তাবে।

২৮. যে ঘাস নিজে নিজেই উৎপন্ন হয় তা বিক্রি করা জায়িয নেই। যদিও তা তোমার মালিকানাধীন জমিতে উৎপন্ন হোক না কেন, একই ভাবে পানি বিক্রি করাও বৈধ নয়।

২৯. এমন কোন কাজ করো না, যার দ্বারা ক্রেতা ধোঁকা খায়।

৩০. কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নিজের প্রয়োজনে কোন জিনিস বিক্রি করে, তাহলে তাকে দায়গ্রস্ত মনে করে চাপ সৃষ্টি করো না। এবং এ জিনিসের দাম কমাইও না, হয় তার সহযোগিতা করো, আর না হয় উপযুক্ত মূল্যে তা ক্রয় করো।

৩১. যে জিনিস তোমার মালিকানায় এবং তোমার হস্তগত নয়, তা কারো নিকট বিক্রি করো না। এ আশায় যে, আমি বাজার থেকে ক্রয় করে এনে তাকে দিয়ে দেবো।

৩২. বন্ধকের মধ্যে এ শর্ত করা যে, যদি এতদিন পর্যন্ত বন্ধকের টাকা আদায় করা না হয়, তবে এটিই বিক্রি করা বলে গণ্য হবে—এটা অবৈধ। মেয়াদ চলে গেলেও বিক্রি বলে গণ্য হবে না।

৩৩. মাপে ধোঁকা দিও না।

৩৪. অগ্রিম মূল্যে কোন পণ্য ক্রয় করলে এবং ফসলের মৌসুমে বিক্রেতা তা দিতে না পারলে যে পরিমাণ টাকা তুমি দিয়েছিলে—সে পরিমাণ টাকা ফিরিয়ে নাও। তার চেয়ে অধিক পরিমাণ টাকা নেওয়া বৈধ নয়। বা ঐ টাকার বিনিময়ে অন্য কোন জিনিস ক্রয় করাও জায়েয নেই। হাঁ, নিজে টাকা ফেরত নিয়ে তার থেকে যা ইচ্ছা ক্রয় করে নিতে পারো।

৩৫. সস্তা মূল্যে পণ্য ক্রয় করে চড়া মূল্যে বিক্রি করা জায়েয আছে। তবে যখন ফসলের অভাবে মানুষের কষ্ট হয়, তখন অধিক চড়া মূল্যের অপেক্ষা করা হারাম এবং লা'নতের কারণ।

৩৬. শাসকের জন্য জোর-জবরদস্তি করে মূল্য নির্ধারণ করার ইখতিয়ার নেই। তবে ব্যবসায়ীকে বুঝানো এবং সৎপরামর্শ দেওয়া ভালো।

www.islamfind.wordpress.com

৩৭. যদি তোমার দেনাদার ব্যক্তি অভাবী হয়, তাকে চাপ দিও না, বরং সুযোগ দাও, কিংবা কিছু অংশ বা পুরোটা মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলা তোমাকে কিয়ামতের কষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন।

৩৮. তুমি কারো কাছে ঋণী থাকলে খারাপ জিনিস দ্বারা তার পাওনা পরিশোধ করো না, বরং তার পাওনার চেয়ে উত্তম জিনিস দিয়ে পরিশোধ করার মানসিকতা রাখো, তবে নেওয়ার সময় এরূপ চুক্তি করা জায়েয নেই।

৩৯. তোমার কাছে দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা থাকলে তালবাহানা করা জুলুম বলে গণ্য হবে।

৪০. যদি তোমার দেনাদার অন্যের দ্বারা তোমার ঋণ পরিশোধ করাতে চায় এবং তার থেকে উসুল হওয়ার আশা তোমার থাকে। তাহলে অযথা জিদ করে তাকে জ্বালাতন করো না। বরং এ দায়িত্ব অর্পণকে গ্রহণ করে নাও।

৪১. পারতপক্ষে কারো কাছে ঋণী হয়ো না, আর যদি ঋণী হতে হয়, তাহলে তা পরিশোধ করার চিন্তা রাখো এবং বেপরওয়া হয়ে বসে থেকো না। পাওনাদার তোমাকে কোন কড়া কথা বললে ধৈর্য ধরো। কারণ, তার অধিকার রয়েছে।

৪২. তোমার সামর্থ্য থাকলে কোন ঋণী ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করে দাও।

৪৩. পণ্য মেপে দেওয়ার সময় বাড়িয়ে দাও।

৪৪. যখন কারো ঋণ পরিশোধ করো, তখন তার জন্য দু'আও করো এবং তার শুকরিয়া আদায় করো।

৪৫. শরিকানা কাজে উভয় শরীকের আমানতদারী ও ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে থাকা চাই, অন্যথায় বরকত চলে যায়।

৪৬. আমানতে কখনোই খিয়ানত করো না।

৪৭. যে লেনদেন অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করে, কারো প্রভাবের ভিত্তিতে বা কারো লজ্জায় সম্পন্ন হয়, তা হালাল নয়।

হে চাঁদা সংগ্রহকারীরা! এ কথাটি খুব ভালোভাবে চিন্তা করো—সে মালই হালাল, যা পরিপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত মনে দেওয়া হয়।

৪৮. হাসি–ঠাট্টা করে কোন জিনিস লুকিয়ে তার মালিককে পেরেশান করো না। বিশেষতঃ যদি এমন নিয়ত থাকে যে, যদি জানতে পারে তাহলে রসিকতা বলে চালিয়ে দেবো, অন্যথায় হজম করে ফেলবো। আর বাস্তবেই হাসি–ঠাট্টা করে কিছু লুকালে তা জলদি ফেরত দাও।

৪৯. প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখো, ছোট–খাটো বিষয়ে তাদেরকে ছাড় দাও। যেমন তোমার দেয়ালে পেরেক গাড়ছে, আর এতে তোমার কোন ক্ষতিও হবে না, তাহলে তাকে অনুমতি দিয়ে দাও।

৫০. যদি কোন বাড়ী বা জায়গা সুবিধাজনক না হওয়ার কারণে বিক্রি করে দাও, তাহলে অন্য বাড়ী বা জায়গা ক্রয় করে নেয়াতেই কল্যাণ, অন্যথা টাকা হাতে থাকা কঠিন।

৫১. যে বৃক্ষের ছায়ায় মানুষ ও জীবজন্তু বিশ্রাম করে এবং তা তোমার মালিকানাও নয়, এরূপ বৃক্ষ কেটো না, তাহলে জীবজন্তুর কষ্ট হবে। এতে আযাব হয়।

৫২. ছাগল চরানো নবীগণের রীতি।

৫৩. শ্রমিকদের দ্বারা কাজ নিয়ে পারিশ্রমিক দিতে ক্রুটি করো না। এ মোকদ্দমায় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বাদী হবেন।

৫৪. অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করো না। বিশেষ করে যখন আল্লাহর নাম নিয়ে অঙ্গীকার করো। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা বাদী হবেন।

৫৫. দুর্ভিক্ষের সময় কিছু কিছু লোক নিজের সন্তানকে এবং কোন কোন জালেম অন্যের সন্তানকে বিক্রি করে। একে বিক্রি করা বা ক্রয় করে গোলাম মনে করা—সব হারাম। এ বিচারেও মহান আল্লাহ তাআলা বাদী হবেন।

৫৬. শরীয়তসম্মত ঝাড়ফুঁক দিয়ে নাজরানা নেওয়া জায়িয আছে।

৫৭. খাবার রান্না করার জন্য কাউকে আগুন দেওয়ায় ঐ আগুন দ্বারা পাকানো খাবার দান করার মত সওয়াব হয়। লবণ দেয়ারও এমনই সওয়াব।

৫৮. যেখানে প্রচুর পরিমাণ পানি পাওয়া যায়, সেখানে কাউকে পানি পান করানোতে গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাওয়া যায়। আর যেখানে অধিক পানি পাওয়া যায় না, সেখানে পানি পান করানোতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার মত সওয়াব পাওয়া যায়।

www.islamfind.wordpress.com

৫৯. যদি কেউ কাউকে এ কথা বলে কিছু দান করে যে, তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনের জন্য দিলাম, তোমার মৃত্যুর পর ফিরিয়ে নেবো। ঐ জিনিস পুরোপুরিভাবে তার মালিকানাধীন হয়ে যায়। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা তা পাবে, তাই এ মিথ্যা আশায় সম্পদ নষ্ট করো না। পরে পস্তাতে হবে। তার চেয়ে নিজের কাছে রেখে দাও তাই ভালো।

৬০. এক ছেলেকে দিলে অন্যকেও তেমনটি দাও। অবিচার করা অন্যায়।

৬১. এমন ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ করো, যে বিনিময় পাওয়ার আশাবাদী নয়, অন্যথায় পারস্পরিক মনোকষ্ট সৃষ্টি হবে। তবে তুমি নিজের পক্ষ থেকে তাকে কিছু বিনিময় দেওয়ার চেষ্টা করো। বিনিময় দেওয়ার কিছু না থাকলে তার প্রশংসা করো, মানুষের সামনে তার দয়া প্রকাশ করো, গুণ গাওয়ার জন্য 'জাযাকাল্লাহু খায়র' বলাই যথেষ্ট। দয়াকারীর শোকর আদায় না করলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয় না। প্রাপ্ত জিনিস নষ্ট করা যেমন অন্যায় তার জন্য গরিমা দেখানো যে, আমার নিকট এত এসেছে—এটাও অন্যায়।

৬২. পরস্পরে উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদান চালু রাখো। এতে মন পরিস্কার হয়। ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এরূপ মনে করো না যে, এত সামান্য জিনিস কিভাবে দেই। যা কিছু হয় অকপটে দিয়ে দাও।

৬৩. কেউ তোমার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে শুঁকার জন্য সুগন্ধি, মালিশ করার জন্য তেল বা হেলান দিয়ে বসার জন্য বালিশ দিলে তা ব্যবহার করো। তা গ্রহণ করতে অস্বীকার বা অপারগতা প্রকাশ করো না। কারণ, এসব বস্তুতে এমন বড় কোন দয়া নেই, যার বোঝা তুমি বহণ করতে পারবে না। অথচ এতে অন্যে খুশি হয়।

৬৪. নতুন ফল প্রথম যখন তোমার নিকট আসে, সেটা চোখে মুখে লাগাও এবং এই দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهٗ فَاَرِنَا اٰخِرَهٗ

তারপর কোন শিশু থাকলে তাকে দিয়ে দাও।

৬৫. তোমার দায়িত্বে কারো ঋণ, আমানত বা অন্য কোন হক থাকলে অসীয়ত করে লিখে নিজের কাছে রাখো।

বিবাহ-শাদী

১. প্রয়োজন ও সামর্থ্য থাকলে বিবাহ করা উত্তম। আর যদি প্রয়োজন আছে, সামর্থ্য নেই, তাহলে বেশী বেশী রোযা রাখার দ্বারা কামভাব হ্রাস করবে।

২. বিবাহের ক্ষেত্রে কনের দ্বীনদারীর প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখো। সম্পদ, সৌন্দর্য ও বংশ গরিমার পিছনে বেশী পড়ো না।

৩. সফর থেকে বাড়ী ফিরলে হঠাৎ বাড়ীতে যেয়ো না। এতটুকু সময় বিলম্ব করো যে, স্ত্রী সাজগোজ করতে পারে। কারণ, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী বেশীর ভাগ অপরিস্কার থাকে, হঠাৎ এ অবস্থা দেখে তার প্রতি তোমার ঘৃণা জন্মাতে পারে।

৪. কোন ব্যক্তি যদি তোমার আপনজনের জন্য বিবাহের পয়গাম পাঠায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অধিক লক্ষণীয় ঐ ব্যক্তির দ্বীনদারী ও সৎস্বভাব ধনদৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও উঁচু বংশের খোঁজে থাকলে কেবলই অকল্যাণ হয়।

৫. ঘটনাচক্রে কোন অবিবাহিত নারী ও পুরুষের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক হলে তাদেরকে পরস্পরে বিবাহ দেওয়াই উত্তম।

৬. ঐ বিবাহে বরকত অধিক, যার মধ্যে খরচ কম হয় ও মোহর হালকা হয়।

৭. অনেক মহিলারই অভ্যাস থাকে যে, পরনারীর রূপ-আকৃতি নিজের স্বামীর সামনে বর্ণনা করে। এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ। স্বামীর মনে ঐ নারী ধরে গেলে নিজে তখন কেঁদে ফেরে।

৮. এক কাপড়ে দুই পুরুষ, একইভাবে এক কাপড়ে দুই নারী থাকা মোটেই ঠিক নয়। এটা নির্লজ্জতার কাজ। যেমনিভাবে এক পুরুষের অন্য পুরুষের সতর দেখা গুনাহ, তেমনিভাবে এক নারীর জন্য অন্য নারীর দেহ—নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেখা গুনাহ। অধিকাংশ মহিলা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকে না।

কোন নারীর প্রতি হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নাও। তার কল্পনা মনে রয়ে গেলে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে নেওয়া উচিত। এতে ঐ কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়।

৯. কোন নারীকে বিবাহ করার ইচ্ছা হলে, সুযোগ হলে তাকে এক নজর দেখে নেও, যাতে বিবাহের পর তাকে অপছন্দ না হয়।

১০. পেশাব-পায়খানা বা স্ত্রী সহবাসের তীব্র প্রয়োজন ছাড়া উলঙ্গ হয়ো না। ফেরেশতাদেরকে এবং আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা উচিত।

১১. নির্জনে পরনারীর নিকট বসা প্রাণনাশকারী বিষতুল্য এবং মারাত্মক গুনাহ। একইভাবে পরনারীর সঙ্গে ভ্রমণ করাও নিষিদ্ধ। আজকাল পীর ও আত্মীয়দের ক্ষেত্রে মোটেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। পরনারী তাকে বলে, যে নারীর সঙ্গে সারাজীবনে কোন এক সময়ও বিবাহ হালাল হতে পারে।

১২. বিনা প্রয়োজনে নারীদের জন্য পরপুরুষকে দেখা নিষেধ। অধিকাংশ নারীর উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার অভ্যাস থাকে, যা বড়ই মন্দ কাজ।

১৩. সন্তানের হক হলো—তার ভালো নাম রাখো। বিদ্যা-বুদ্ধি শিক্ষা দাও। যুবক হলে বিবাহ করিয়ে দাও। অন্যথায় কোন গুনাহর কাজ হয়ে গেলে তার বিপদ তোমার ঘাড়ে চাপবে। অনেক মানুষ বিবাহ না দিয়ে বসিয়ে রাখে, এটি অত্যন্ত অসতর্কতার কাজ।

১৪. যদি কোন জায়গায় কোন ব্যক্তি বিবাহের পয়গাম দিয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উত্তর না পায় অথবা সে নিজে পরিত্যাগ না করে, সেখানে তুমি বিবাহের পয়গাম দিও না।

১৫. যদি কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায় তাহলে ঐ মহিলার বা তার আত্মীয়দের প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার শর্ত লাগানো উচিত নয়। বিবাহ হয়ে গেলে নিজের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

১৬. বিবাহ মসজিদে হওয়া উত্তম, যাতে করে জানাজানিও ভালো করে হয় এবং জায়গাও বরকতের হয়।

১৭. শিশুর দুধপানের ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা দরকার। দুধ-সম্পর্কের নিশ্চিত যাচাই না করে নারী-পুরুষ সামনাসামনি আসবে না। যেখানে দুধ শরীক হওয়ার সন্দেহও থাকে সেখানে বিবাহ করবে না।

১৮. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক গোপন বিষয়সমূহ বন্ধু-বান্ধব বা সখী-বান্ধবীদের নিকট আলোচনা করা আল্লাহ তাআলার নিকট খুব

www.islamfind.wordpress.com

অপছন্দনীয়। অধিকাংশ বর-বধূ এর পরওয়া করে না।

১৯. ওলীমা করা মুস্তাহাব, কিন্তু এতে আড়ম্বর ও অহংকার করবে না। হুযূর সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীর ওলীমা দুই সের যব দ্বারা করেছেন। হযরত সফিয়া রাযিআল্লাহু তাআলা আনহার ওলীমা খুরমা, পনির ও ঘি মিশ্রিত এক জাতীয় খাদ্য দ্বারা করা হয়েছিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্ববৃহৎ ওলীমা হয়েছিল হযরত যায়নব রাযিআল্লাহু আনহার বিবাহের সময়। তাতে একটি ছাগল জবাই করা হয়েছিলো। এবং লোকদেরকে পেট ভরে গোশত-রুটি খাওয়ানো হয়েছিলো।

২০. একাধিক স্ত্রী হলে, তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করো।

২১. স্ত্রীর বক্র স্বভাবের জন্য ধৈর্য ধরো। তার সাথে কঠোরতা করো না। তার একটি বিষয় অপছন্দ হলে আরেকটি পছন্দ হবে। বিনা কারণে তাকে প্রহার করো না। আর প্রয়োজন হলেও বেশী মেরো না। মুখের উপর কখনোও আঘাত করো না। এমন করলে রাতের বেলা তার সাথে আদর-সোহাগ করতে লজ্জাও হবে। তার মনকে খুশি করো। গালাগালি করো না। রাগ হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেও না। বেশী রাগ হলে অন্য বিছানায় শুয়ে থাকো। যখন দেখো যে, কোনভাবেই বনিবনা হচ্ছে না, তাহলে তাকে ছেড়ে দাও।

২২. স্ত্রীর উচিত স্বামীর আনুগত্য করা। তাকে খুশি করা। তার হুকুম অমান্য না করা, বিশেষ করে যখন সে সহবাসের জন্য আহ্বান করে। তার সামর্থ্যের অধিক ভরণপোষণ চাইবে না। তার মুখে মুখে ঝগড়া করবে না। তার অনুমতি ছাড়া নফল নামাযও পড়বে না, নফল রোযাও রাখবে না। তার বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ কাউকে দিবে না। নিজেও প্রয়োজনাতিরিক্ত নিবে না। বিনা অনুমতিতে কাউকে ঘরের ভিতরে আসতে দিবে না। অনন্যোপায় না হলে নিজের পক্ষ থেকে তালাক চাবে না।

২৩. স্ত্রীকে উত্তেজিত করে স্বামীর সাথে ঝগড়া করাবে না বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করাবে না।

২৪. কেউ তার স্ত্রীকে সাধারণ মারপিট করলে অন্যদের জন্য এর

www.islamfind.wordpress.com

কারণ জিজ্ঞাসা করা অভদ্রতা। হয়ত বা সে কারণ অন্যের নিকট বলার মত নয়। যেমন, সে সহবাসে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আর এ জন্য তাকে মেরেছে। তাহলে সে কী উত্তর দিবে?

২৫. বিনা প্রয়োজনে তালাক দিও না।

২৬. হায়েয অবস্থায় তালাক দিও না। কারণ, হতে পারে হায়েযের কারণে সহজাত ঘৃণার উদ্রেকের ফলে বিনা প্রয়োজনে তালাক দেওয়া হবে।

২৭. 'হালালার' শর্ত করা (অর্থাৎ, এ শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাকে তালাক দিবে) চরম নির্লজ্জতার কথা।

২৮. নিছক লক্ষণের ভিত্তিতে স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারী বিশ্বাস করা বা সন্তানের গঠনাকৃতি দেখে 'এ সন্তান আমার নয়' বলা মারাত্মক গুনাহ। স্ত্রী মন্দাচারী হলে এবং তার কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে তালাক দেওয়া উচিত। কিন্তু তার সাথে ভালোবাসা থাকলে এবং এরূপ ভয় হলে যে, তালাকের পর আমিও তার সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যাবো, তাহলে তালাক দিবে না, তবে নিয়ন্ত্রণ করতে সাধ্যমত ব্যবস্থা নিবে।

২৯. যদি স্ত্রীকে স্বচক্ষে ব্যভিচার করতে দেখে, তাহলে তাকে হত্যা করায় আল্লাহর নিকট পাপী সাব্যস্ত হবে না। যদিও শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হওয়ায় দুনিয়ার শাসক তার বদলা গ্রহণ করবে।

৩০. অহেতুক বিনা আলামতে স্ত্রী সম্পর্কে কুধারণা করা অজ্ঞতা ও অহংকার। আর আলামত পাওয়া সত্ত্বেও না দেখার ভান করা নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা।

৩১. বিবাহের ব্যাপারে কেউ তোমার সাথে পরামর্শ করলে হিতাকাংখিতার দাবী হলো এ জায়গা সম্পর্কে কোন মন্দ বিষয় তোমার জানা থাকলে তা প্রকাশ করে দেওয়া। এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে যে স্থলে ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা করা তোমার উদ্দেশ্য নয়, বরং কারো কল্যাণ কামনায় তার দোষ বর্ণনা করতে হয়, সেখানে শরীয়তে এর অনুমতি আছে। বরং ক্ষেত্র বিশেষে এটা ওয়াজিব।

৩২. যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বামী কার্পণ্য করে, স্ত্রীকে যথেষ্ট পরিমাণ ভরণপোষণ না দেয়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর অগোচরে তার খরচ

নিতে পারে। তবে অপচয়ের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত নেওয়া জায়েয নেই।

৩৩. আল্লাহ্ তাআলা সম্পদ দিলে, প্রথমে নিজেদের প্রয়োজন পুরা করবে, তারপর দান–দক্ষিণা করবে।

প্রশাসনিক বিধান

১. যদি কোন কাফির তোমাকে আহত করে অথবা তোমার কোন অঙ্গহানী করে, আর তুমি এর প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করলে সাথে সাথে সে কালিমা পড়ে, তখন এ কথা মনে করে তাকে কখনোই হত্যা করো না যে, সে প্রাণ রক্ষার্থে কালিমা পড়েছে। এ বিধান থেকে ইসলামের সহনশীলতা, দয়া ও সত্যের মূল্যায়নের পরিমাপ করা উচিত।

২. কোন কাফির প্রজাকে বিনা অপরাধে হত্যা করা মারাত্মক গুনাহ। যা বেহেশত থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

৩. যে কোনভাবে আত্মহত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৪. মসজিদে শাস্তি প্রয়োগ করবে না, হয়ত অনিচ্ছায় পেশাব–পায়খানা হয়ে যাবে।

৫. কোন মুসলমান কোন যিম্মি কাফিরকে হত্যা করলে তার বদলে তাকে হত্যা করা হবে।

৬. যদি মুসলিম সেনাবাহিনীর সাধারণ কোন ব্যক্তিও কাফির বাহিনীকে নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে তার উচ্চপদস্থ ও অধীনস্থ সমস্ত মুসলমানের উপর তা মানা আবশ্যক। কেউ তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারবে না। তবে হাঁ, যদি লড়াই করাই কল্যাণকর হয়, তাহলে কাফিরদেরকে নতুনভাবে অবহিত করবে যে, আমরা আমাদের চুক্তি প্রত্যাহার করছি।

৭. যদি একাধিক মানুষ মিলে কাউকে হত্যা করে, তাহলে সবাইকে হত্যা করা হবে এবং সবাই গুনাহগার হবে।

৮. যে ব্যক্তি চিকিৎসা শাস্ত্রে দক্ষ নয়, তার ভুল চিকিৎসার কারণে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে তার থেকে রক্তপণ নেওয়া হবে।

৯. নিজের জানমাল, দ্বীন ও আবরু হেফাজতের জন্য লড়াই করা

www.islamfind.wordpress.com

জায়েয আছে। এতে নিজে মারা গেলে শহীদ হবে, আর প্রতিপক্ষ মারা গেলে এজন্য সে দায়ী হবে না।

১০. খেলাচ্ছলেও কংকর নিক্ষেপ করা বা মাটির গুটি চালানো নিষিদ্ধ। হঠাৎ কারো দাঁত বা চোখ নষ্ট হতে পারে।

১১. যদি মানুষের মধ্য দিয়ে কোন ধারালো জিনিস নিয়ে যেতে হয়, তাহলে ধারালো দিক আড়াল করে নেওয়া উচিত, যাতে কারো গায়ে না লাগে।

১২. হাসিচ্ছলেও ধারালো জিনিস দ্বারা কারো দিকে ইঙ্গিত করা নিষিদ্ধ, হয়ত হাত থেকে ছুটে গিয়ে আঘাত লাগবে।

১৩. এমন পাশবিক শাস্তি, যা অসহ্য হয়, যেমন রোদে খাড়া করে তেল ছোড়া, চাবুক দিয়ে নির্দয়ভাবে মাত্রাতিরিক্ত প্রহার করা মারাত্মক গুনাহ।

১৪. খোলা তরবারী বা চাকু কারো হাতে দিও না। হয় বন্ধ করে দাও, অথবা মাটিতে রেখে দাও, সেখান থেকে অপর ব্যক্তি তুলে নিবে।

১৫. কোন মানুষ বা পশুকে আগুনে পোড়ানো জায়িয নেই। হত্যাযোগ্য ব্যক্তিকে হাত-পা কেটে ফেলে রাখা, যাতে ধুকে ধুকে মারা যায়—জায়েয নেই।

১৬. পাখির বাচ্চা বাসা থেকে বের করে আনা, যাতে এর মা-বাবা কষ্ট পায়—জায়েয নেই।

১৭. যার যাদু দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়, অথচ সে এ থেকে ফিরে আসে না, সে হত্যার যোগ্য।

১৮. যে অপরাধী ব্যভিচারের কথা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে, যতদূর সম্ভব তার কথা প্রত্যাখান করবে। কিন্তু সে যদি তার স্বীকারোক্তির উপর অবিচল থাকে এবং বারবার স্বীকার করে—তাহলে শাস্তি প্রয়োগ করবে।

১৯. এমন স্বেচ্ছা স্বীকৃত অপরাধী যদি শাস্তি প্রদানকালে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

২০. যদি গর্ভবতী নারীর ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে বাচ্চা প্রসব করার আগ পর্যন্ত এবং অন্য কোন দুগ্ধদানকারী না থাকলে দুধ না ছাড়ানো পর্যন্ত প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করা হবে না।

www.islamfind.wordpress.com

২১. শাস্তিপ্রাপ্তির পর অপরাধীকে সে ব্যাপারে তিরস্কার ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

২২. যে ব্যভিচারী শাস্তির যোগ্য হয় এবং অসুস্থতার জন্য শাস্তি দিলে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার শাস্তি মওকুফ রাখবে।

২৩. শাস্তি দু' ধরনের। এক হলো, নির্ধারিত, আরেক হলো বিচারকের হাতে অর্পিত। প্রথম প্রকারকে 'হদ্দ' এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'তা'যীর' বলে। হদ্দের ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত, সম্মানী-অসম্মানী সবাই সমান। এ ক্ষেত্রে কারোই ছাড় নেই। তবে 'তা'যীর' এর ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তির ব্যাপারে ছাড় দেওয়া উত্তম। বা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।

২৪. মিথ্যা মোকদ্দমা বা সত্য না মিথ্যা তা জানা নেই এ ধরনের মোকদ্দমা পরিচালনা করা বা এতে কোন ধরনের সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ।

২৫. ঔষধের মধ্যেও মদ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

২৬. নেশাকর বস্তুর বৈশিষ্ট্য হলো, অল্প থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, তাই নেশাকর বস্তু অল্প ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত বিধান

১. যে ব্যক্তি নিজের থেকে রাষ্ট্রীয় পদের জন্য আবেদন করে, সে পদ পাওয়ার যোগ্য নয়, সে স্বার্থপর। আর যে পদ থেকে দূরে থাকতে চায়, সে অধিক ন্যায়বিচার করবে। তাকেই রাষ্ট্রীয় পদ ও শাসন-ক্ষমতা প্রদান করা উচিত।

২. দেশপ্রধানকে হেয় প্রতিপন্ন করা জায়েয নেই।

৩. শাসকদের জন্যও নির্দেশ যে, তারা প্রজাসাধারণের সাথে নরম ব্যবহার করবে, কঠোরতা করবে না।

৪. শাসকদের নিকট গিয়ে তাদের তোষামোদ করা, তাদের হাঁ-তে হাঁ মিলানো এবং তাদেরকে অন্যায়-অত্যাচারের পন্থা বলে দেওয়া ও তাতে সহযোগিতা করা চরম ঘৃণ্য কাজ।

৫. সত্য কথা বলতে শাসকদের প্রভাবে দমে যেয়ো না।

৬. বিনা প্রয়োজনে জনসাধারণের দোষ ও অপরাধ তালাশ করা শাসকদের জন্য সমীচীন নয়।

কবি বলেন—'কোন মানুষই দোষমুক্ত নয়।'

৭. বিনা অপরাধে কারো দিকে ট্যারা চোখে তাকানো—যার দ্বারা সে ভয় পায়—জায়েয নেই।

৮. শাসকরা অত্যাচার করলে তাদেরকে মন্দ বলো না। তখন বোঝো যে, আমার দ্বারা প্রকৃত শাসক আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হয়েছে। এটি তার শাস্তি। নিজের অবস্থা শুধরিয়ে নাও, আল্লাহ তাআলা শাসকদের অন্তর নরম করে দিবেন।

৯. শাসকদের জন্য এমন জায়গায় বসা জায়েয নেই, যেখানে বিচারপ্রার্থী নিজেও যেতে পারে না বা অন্যের মাধ্যমেও অভিযোগ পৌছাতে পারে না।

১০. ক্রোধান্বিত অবস্থায় জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক থাকে না। সে সময় বিচারের রায় দেওয়া উচিত নয়।

১১. ঘুষ নেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি হাদিয়া স্বরূপ হলেও।

১২ কারো হকের ব্যাপারে মিথ্যা দাবী, মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা অস্বীকৃতি সবই অন্যায়।

১৩. নিজের হক প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করা খারাপ নয়, বরং এক্ষেত্রে অলসতা করে বসে থাকাকে ভীরুতা বলা হয়েছে এবং চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হলে অধিক দুঃশ্চিন্তা করাও ঠিক নয়, তখন ভাববে যে, প্রকৃত শাসক আল্লাহ তাআলার এটাই মঞ্জুর ছিলো।

১৪. (কারো প্রতি কোন অপরাধ সম্পর্কে) বদ্ধমূল ধারণা বা দৃঢ় সন্দেহ হলে আইনের হাতে তুলে দেয়ার অনুমতি রয়েছে।

১৫. যানবাহন চালনা ও তীরান্দাজী চর্চার নির্দেশ রয়েছে।

১৬. ঘোড়ার লেজ, ঘাড় ও কপালের চুল কেটোনা। কারণ, লেজের চুল দ্বারা মাছি তাড়ায়, ঘাড়ের চুল দ্বারা সে উষ্ণতা লাভ করে, আর কপালের চুলে বরকত রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

ভ্রমণ সংক্রান্ত বিধান

১. পথে বাহন পশুকে মাঝে মাঝে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও। শুষ্ক মওসুম হওয়ার ফলে পথে ঘাস না থাকলে সময় নষ্ট করো না, দ্রুত গন্তব্যে পৌছে তার জন্য ঘাস-পানির ব্যবস্থা করো। পথিমধ্যে কোথাও দাঁড়াতে হলে পথ ছেড়ে দাঁড়াও।

২. যতদূর সম্ভব ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকো।

৩. কাজ শেষ হলে দ্রুত বাড়ীতে চলে আসো। অনর্থক ভ্রমণের কষ্ট করো না।

৪. রাতের ভ্রমণে দ্রুত গন্তব্যে পৌছা যায়।

৫. ভ্রমণকালে সাথীদের মধ্য থেকে কোন একজনকে নিজেদের আমীর বানানো উত্তম। নিজেদের পরস্পরে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য বা ঝগড়া হলে তখন সমাধান সহজ হয়।

৬. দলপ্রধানের সবার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কেউ রয়ে গেলো কিনা, কারো বাহন ইত্যাদির কষ্ট হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে সজাগ থাকা উচিত।

৭. কাফেলা গন্তব্যে পৌছলে বিক্ষিপ্ত হয়ে অবস্থান নিবে না। সবাই কাছাকাছি সম্মিলিতভাবে অবস্থান করবে, যেন কারো কোন বিপদ হলে অন্যেরা তার সাহায্য করতে পারে।

৮. বাহনের স্বল্পতার কারণে সহচরদের মধ্যে পালা নির্ধারণ করতে হলে সবার প্রতি ন্যায়বিচার করা উচিত। নিজেকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। নির্ধারিত পালা মোতাবেক সবার কাজ করা উচিত। এমনকি কাফেলা প্রধানের নিজের ক্ষেত্রেও।

৯. যদি পথ চলার মাঝে কথা বলার জন্য দীর্ঘ সময় থামতে হয়, তাহলে বাহন থেকে নেমে পড়া উচিত। তার উপর বসে বসে দীর্ঘসময় কথা বলবে না। এতে পশুর কষ্ট হয়। যানবাহনকে পথ চলার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার উপর বসে কথা বলার জন্য নয়।

১০. গন্তব্যে পৌছে প্রথমে যানবাহনের উপর থেকে আসবাব-পত্র ও জিন ইত্যাদি খুলে ফেলো, অন্যান্য কাজ পরে করো।

১১. আল্লাহ তাআলা যানবাহনের সচ্ছলতা দিলে পদাতিকদেরকে

www.islamfind.wordpress.com

তাতে আরোহন করাও। এরূপ করো না যে, তাদের পায়ে তো ফোসকা পড়ছে, আর তুমি নামের জন্য (প্রয়োজনাতিরিক্ত) বাহনের শোভাযাত্রা করছো।

১২. শত্রুর মোকাবেলার উদ্দেশ্যে অভিযান চালাতে হলে যতদূর সম্ভব তা গোপন রাখার চেষ্টা করো। তবে প্রকাশ করায় কোন উপকারিতা থাকলে তখন প্রকাশ করাই উচিত।

১৩. যেসব লোক লড়াইয়ের উপযুক্ত নয় বা তাদের লড়ার ইচ্ছা নেই, যেমন—নারী, শিশু, বৃদ্ধ, শ্রমিক, কাজের লোক, কাফির পণ্ডিত ও সাধক—তাদেরকে যুদ্ধের সময় হত্যা করা নিষেধ।

১৪. শত্রুকে নিরাপত্তা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা মারাত্মক গুনাহ।

১৫. দূতকে কখনো হত্যা করা উচিত নয়।

১৬. শত্রুপক্ষের দূরভিসন্ধি গোপন করা অন্যায়।

১৭. যে ব্যক্তি কাফির প্রজার প্রতি অত্যাচার করবে বা তার অধিকার হরণ করবে বা তাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিবে বা তার অসম্মতিতে তার কোন জিনিস আত্মসাৎ করবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন।

১৮. কোন পশু জবাই করতে হলে ছুরি খুব ধার করে নাও। তাকে কষ্ট দিয়ে মেরো না। গলা টিপে হত্যা করায় পশুর অনেক কষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা তা হারাম করেছেন।

১৯. কুকুর কষ্টদায়ক প্রাণী। অসহায় বহিরাগতকে দংশন করে, তাছাড়া এ পশুর মধ্যে এমন এক খারাপ চরিত্র রয়েছে যে, তার মধ্যে স্বজাতির প্রতি দয়ামায়া নেই। স্বজাতিকে দেখলে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেয়। এ কারণে বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২০. পশুদেরকে পরস্পরে লড়াই করানো—যেমন, মোরগ, পাঁঠা (ষাঁড়, উট, ঘোড়া) ইত্যাদির লড়াই করানো হয়—নিষেধ।

২১. শিকারে লিপ্ত থাকা অধিকাংশ সময় মানুষকে অকেজো ও নির্বোধ বানিয়ে দেয়। নিজের প্রয়োজনীয় কাজ থেকে উদাসীন করে দেয়, তাই এরূপ করা ঠিক নয়।

www.islamfind.wordpress.com

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিকতা ও পানাহার সক্রান্ত আদব

১. তরকারীতে মাছি পড়লে মাছিটি তরকারীর মধ্যে ডুবিয়ে তারপর ফেলে দাও। তারপর মন চাইলে সে তরকারী খাও। মাছির এক পাখায় রোগ ও অপরটিতে প্রতিষেধক থাকে। বিষাক্ত পাখাটি মাছি আগে ডুবায়। অপর পাখাটি ডুবানোর দ্বারা তার প্রতিষেধক হয়ে যায়।

২. বিসমিল্লাহ্ বলে খেতে আরম্ভ করো। ডান হাত দ্বারা খাও। নিজের সামনে থেকে খাও। তবে পাত্রে কয়েক প্রকারের খাবার জিনিস—যেমন, কয়েক প্রকারের ফল, মিষ্টান্ন—থাকলে তখন যেটা ইচ্ছা এবং যে দিক থেকে ইচ্ছা নিয়ে খাও।

৩. যে জিনিস খেতে হাতের সব কয়টা আঙ্গুল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না তা তিন আঙ্গুল দিয়ে উঠিয়ে খাও এবং আঙ্গুল চেটে খাও। পাত্রের তরকারী শেষ হয়ে গেলে তাও পরিস্কার করে খাও, এতে বরকত হয়।

৪. হাত থেকে খাদ্য পড়ে গেলে তা উঠিয়ে পরিস্কার করে খাও। অহংকার করো না, এটি আল্লাহ্প্রদত্ত নেয়ামত। সবার ভাগ্যে জোটে না।

৫. খাবার বিনয়ের সাথে খাও। অহংকারীদের ন্যায় ঠেস লাগিয়ে খেয়ো না।

৬. খাদ্যের পরিমাণ কম আর মানুষের সংখ্যা বেশী হলে সবাই অল্প অল্প খাও। এরূপ যেন না হয় যে, একজন পেট পুরে খেলো, আর অন্যজন ক্ষুধার কষ্ট করলো।

৭. খেজুর, আঙ্গুর, মিষ্টি ইত্যাদি জাতীয় জিনিস কয়েক ব্যক্তি এক সাথে খেলে একটি একটি করে নিবে। এক সঙ্গে দু'–দু'টি করে নেওয়া অভদ্রতা ও লালসার প্রমাণ।

৮. পিয়াজ, কাঁচা রসুন বা অন্য কোন দুর্গন্ধময় জিনিস খেয়ে জনসমক্ষে যেয়ো না।

www.islamfind.wordpress.com

৯. খাদ্যবস্তু মেপে পাকাও। হিন্দু নারীদের ন্যায় অমাপা নিয়ো না যে, আট দিনের জিনিস চার দিনে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু অবশিষ্টগুলোর পরিমাপ করো না, এতে বেবরকতি হয়।

১০. খাওয়া শেষ করে রিযিকদাতা আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করো। একইভাবে পানি পান করে শোকর আদায় করো।

১১. খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোও, কুলি করো।

১২. অত্যাধিক গরম খাবার খেয়ো না, এতে ক্ষতি হয়।

১৩. মেহমানের আদর–আপ্যায়ন করো। একদিন কিছুটা আড়ম্বরপূর্ণ খাবার খাওয়াও। তিন দিন পর্যন্ত মেহমানের হক রয়েছে। মেহমানের জন্যও মেজবানের বাড়ীতে এঁটে বসা শোভা পায় না যে, মেজবান বিরক্ত হয়ে যায়।

১৪. সকলে একত্রে খাবার খাও, এতে বরকত হয়।

১৫. খাওয়া শেষ হলে প্রথমে দস্তরখান উঠাও, দস্তরখান রেখে নিজে উঠে যাওয়া আদবের পরিপন্থী। তোমার সাথীর খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই তোমার খাওয়া শেষ হলেও তাকে সঙ্গ দাও। অল্প অল্প খেতে থাকো। তুমি উঠে যাওয়ার ফলে যেন সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় উঠে না যায়। আর কোন কারণে উঠতেই হলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

১৬. মেহমানকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌছে দেওয়া সুন্নাত।

১৭. পানি এক শ্বাসে পান করো না, তিন শ্বাসে পান করো এবং শ্বাস গ্রহণের সময় পাত্র মুখ থেকে সরিয়ে ফেলো। 'বিসমিল্লাহ' বলে পানি পান করো এবং পান করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলো।

১৮. মশকের সাথে মুখ লাগিয়ে পানি পান করো না। একইভাবে যে পাত্র থেকে হঠাৎ বেশী পরিমাণ পানি বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, বা সাপ–বিচ্ছু আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তাতেও মুখ লাগিয়ে পান করো না।

১৯. বিনা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানি পান করো না।

২০. স্বর্ণ–চাঁদির পাত্রে পানাহার করা হারাম।

২১. পানি পান করে অন্যদেরকেও দিতে হলে প্রথমে তোমার ডানের জনকে তারপর তার ডানের জনকে দাও। এভাবে পালা শেষ করা উচিত।

www.islamfind.wordpress.com

২২. পাত্রের ভাঙ্গা দিক থেকে পানি পান করো না।

২৩. সন্ধ্যার সময় শিশুদেরকে বাইরে বের হতে দিও না। রাতের বেলা 'বিসমিল্লাহ' বলে দরজা বন্ধ করো এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে পাত্র বন্ধ করো। শোয়ার সময় বাতি নিভিয়ে দাও।

২৪. পানাহারের বস্তু কারো থেকে নিতে হলে ঢেকে নিয়ে যাও।

২৫. ঘুমানোর সময় আগুন উন্মুক্ত রেখো না। নিভিয়ে ফেলো বা ভালো করে চাপা দাও।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা

১. পুরুষদের জন্য পায়ের গিরার নিচে জামা-পায়জামা বা লুঙ্গি পরা নিষেধ। একইভাবে রেশম বা জরির কাপড় পরাও নিষেধ। তবে চার আঙ্গুল চওড়া লেস, পাইড় ইত্যাদি জায়িয, এর চেয়ে অধিক নিষেধ।

২. এক জুতা পরে হেঁটো না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক কাপড় দ্বারা এমনভাবে জড়িও না যে, চলাফেরা করতে বা দ্রুত হাত বের করতে কষ্ট হয়। যেমন, কেউ কেউ শীতকালে চাদর বা কম্বল দ্বারা নিজেকে জড়ায়। এমনভাবে কাপড় পরো না, যার দ্বারা উঠাবসা করতে 'সতর' খুলে যায়।

৩. ডান দিক থেকে কাপড় পরতে শুরু করো, যেমন—ডান হাতা প্রথমে পরো, এভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

৪. কাপড় পরে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া এভাবে আদায় করলে অনেক গুনাহ মাফ হয়—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

'সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে আমার কোনরূপ শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া এ পোশাক পরালেন এবং এ রিযিক দান করলেন।'

৫. ধনীদের কাছে বেশী বসার দ্বারা দুনিয়ার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। উন্নতমানের পোশাক পরার চিন্তা হয়। উত্তম হলো—কাপড়ে তালিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে পুরাতন মনে না করা।

৬. পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে এ পরিমাণ সাজসজ্জা ও উন্নত হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করবে না যে, মানুষ আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখাতে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

এটি প্রদর্শন ও অহংকার। আবার একেবারে নোংরা ও নিম্নমানের পোশাকও পরবে না। কারণ, এটা নেয়ামতের নাশোকরি। সাদামাটাভাবে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।

৭. স্বজাতির বেশ পরিত্যাগ করে ভিন জাতির পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণের প্রতি এমন ঘৃণা থাকা উচিত, যেমন—পুরুষের মেয়েলি পোশাক ব্লাউজ ও লেহেঙ্গা পরার প্রতি ঘৃণা থাকে।

৮. নারীদের জন্য পাতলা কাপড় পরিধান করা যেন উলঙ্গ ঘুরে বেড়ানো।

৯. কাপড়ের দৈর্ঘ্যের সুতা রেশমের ও প্রস্থের সূতা সুতির হলে কোন অসুবিধা নেই।

১০. পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরা হারাম। তবে রূপার আংটি পরায় দোষ নেই। তবে তার ওজন সাড়ে চার মাশা ওজনের চেয়ে কম হতে হবে।

১১. বাজনাধারী গহনা যেমন, নুপুর ইত্যাদি পরিধান করা নিষেধ।

১২. কয়েক জোড়া করে জুতা রাখো, এতে অনেক উপকার রয়েছে। প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরিধান করো। খোলার সময় প্রথমে বাম পায়েরটা খোলো।

১৩. জুতা পরিধানকালে হাতের সাহায্য নিতে হলে—যেমন, জুতা চাপা হলে বা ফিতা বাঁধতে হলে হাতের সাহায্য নিতে হয়—এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে জুতা পরো না। যেখানে জুতা চুরি হওয়ার ভয় রয়েছে। সেখানে জুতা উঠিয়ে নিজের কাছে রাখো।

১৪. নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুস্থ স্বভাবের দাবী—খৎনা করা, মোচ কাটা, নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা, নখ কাটা এবং বগলের তলের পশম কাটা। চল্লিশ দিনের অধিক কাল এ সকল পশম ও নখ রাখার অনুমতি নেই।

১৫. সাদা চুলে খেজাব (কলপ) করা মুস্তাহাব। তবে কালো খেজাবের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

১৬. পুরুষদের জন্য নারীদের পোশাক এবং নারীদের জন্য পুরুষদের বেশ-ভূষা ধারণ করা হারাম।

www.islamfind.wordpress.com

১৭. কারো চুল যুক্ত করে নিজের চুল বড় করা এবং দেহে আঁকা হারাম এবং অভিশাপের কারণ।

১৮. কুসুম ও জাফরান রংয়ের কাপড় পরা পুরুষদের জন্য নিষেধ।

১৯. দাড়ি একমুষ্টির অধিক না হলে কাটা নিষেধ, তবে দুয়েকটি লম্বা থাকলে তা সমান করায় দোষ নেই।

২০. মাথায় চুল থাকলে সেগুলো পরিস্কার ও পরিপাটি করে রাখো। তেল লাগাও। একইভাবে দাড়ির ক্ষেত্রে। তবে সবসময় চুল আঁচড়ানো নিয়ে ব্যস্ত থাকা বেহুদা কাজ।

২১. চুল পাকতে আরম্ভ করলে সেগুলো উপড়িও না। শিশুদের মাথা নেড়ে করে দেওয়া চুল রাখার চেয়ে ভালো।

২২. মেয়েদের জন্য হাতে মেহেদী লাগানো ভালো, আর তা না হলে নখেই লাগাবে।

২৩. শোয়ার সময় তিন তিন বার করে উভয় চোখে সুরমা লাগাও।

২৪. বাড়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। বরং বাড়ীর সম্মুখেও আবর্জনা জমা করো না।

২৫. মাঝে মাঝে সুগন্ধি ব্যবহার করো।

২৬. ঘরে ছবি রেখো না।

২৭. তাস, জুয়া, দাবা ইত্যাদি খেলা, কবুতর উড়ানো, গানবাদ্যে লিপ্ত থাকা এ সবই নিষিদ্ধ।

চিকিৎসা বিষয়ক নিয়ম-কানুন

১. ঔষধ-পথ্য ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে, বরং উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

২. রোগীকে পানাহারের জন্য বেশী চাপ দিও না।

৩. ঔষধে হারাম জিনিস ব্যবহার করো না।

৪. শরীয়ত পরিপন্থী তাবীজ-কবজ ও ঝাড়-ফুঁক কখনোই ব্যবহার করো না।

৫. বদনজর লাগলে—যার নজর লাগার সম্ভাবনা রয়েছে, তার মুখ, কনুইসহ দুই হাত, দুই পা, দুই রান ও পেশাব-পায়খানার জায়গা

www.islamfind.wordpress.com

ধোয়ায়ে পানি জমা করে সে পানি যাকে নজর লেগেছে তার মাথার উপর ঢেলে দাও। আল্লাহ চাইলে সুস্থ হয়ে যাবে।

৬. যতদূর সম্ভব পাকস্থলীর সুস্থতা ও যত্নের প্রতি গুরুত্ব দাও। এতে পুরো দেহ ভালো থাকে। আর পাকস্থলী অসুস্থ হলে পুরো দেহে রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

৭. যে সমস্ত রোগের প্রতি মানুষের ঘৃণা হয়, এ ধরনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মানুষদের থেকে দূরে থাকাই ভালো, যেন তাদের কষ্ট না হয়।

৮. কুলক্ষণ ইত্যাদি বিশ্বাস করা এক ধরনের শিরকী কাজ।

৯. জ্যোতিষী, গণকী ও জিন্নাতের আমল ঈমান ধ্বংসকারী।

ঘুম সংক্রান্ত আদব

১. ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করো, তিনবার 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়ো এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোও। কারো কাছে সে স্বপ্নের কথা বলো না, ইনশাআল্লাহ কোন ক্ষতি হবে না।

২. স্বপ্ন বলতে হলে এমন ব্যক্তির কাছে বলো, যে বুদ্ধিমান এবং তোমার হিতাকাংখী। যেন স্বপ্নের খারাপ ব্যাখ্যা না দেয়। কারণ, বেশীর ভাগ ব্যাখ্যানুপাতে ফল হয়।

৩. মিথ্যা স্বপ্ন বানিয়ে বলো না, এটি মারাত্মক গুনাহ।

সালামের আদব

১. পরস্পরে সালাম আদান-প্রদান করো। এতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

২. পরিচিতদেরকে বিশেষভাবে সালাম দিও না ; বরং যে কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দাও।

৩. আরোহী পথিককে, পথিক উপবিষ্টকে, অল্পসংখ্যক অধিক সংখ্যককে এবং অল্পবয়সী অধিক বয়সীকে সালাম দেওয়া উচিত।

৪. যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয়, সে অধিক সওয়াব পায়।

৫. একাধিক মানুষের মধ্য থেকে একজন সালাম দিলে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যায়। একইভাবে কয়েকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উত্তর দিলে যথেষ্ট হয়ে যায়।

গৃহে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের আদব

১. কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাকে অবহিত না করে এবং তার অনুমতি না নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করো না, যদিও তা পুরুষদের ঘর হয়। তিনবার ডাকার পরও অনুমতি না পেলে ফিরে এসো। একইভাবে নিজের বাড়ীতেও আওয়াজ না দিয়ে প্রবেশ করো না, হতে পারে কেউ বেপর্দা রয়েছে। তবে কোন ব্যক্তি যদি সাধারণ মজলিসে বসে থাকে, তার নিকট যাওয়ার জন্য অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

২. তোমার ডাকের উত্তরে বাড়ীওয়ালা যদি জিজ্ঞাসা করে—'কে?' তাহলে 'আমি' বলো না। বরং নিজের নাম বলো, যেমন বললে—'আমি যায়েদ।'

মুসাফাহা, মুআনাকা ও দাঁড়ানোর আদব

১. মুসাফাহা করার দ্বারা দিল পরিস্কার হয় এবং গুনাহ মাফ হয়।

২. মুহাব্বতের সাথে মুআনাকা করায় দোষ নেই। তবে কামভাবের সাথে মুআনাকা করা হারাম।

৩. কোন বুযুর্গ বা সম্মানী ব্যক্তির আগমনকালে তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় দোষ নেই। তবে তিনি বসে পড়লে সবার বসে যাওয়া উচিত। সম্মানিত ব্যক্তি বসে থাকা আর খাদেমরা হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে কাফিরদের সাদৃশ্য রয়েছে। এটিও অহংকার। তবে অধিক অকৃত্রিম সম্পর্ক হলে এবং বারবার উঠার দ্বারা সম্মানী ব্যক্তির কষ্ট হলে, তাহলে উঠবে না।

বসা, শোয়া ও চলাফেরার আদব

১. পায়ের উপর পা উঠিয়ে এমনভাবে শোয়া, যার দ্বারা বেপর্দা হয়—নিষেধ, তবে শরীর অনাবৃত না হলে দোষ নেই।

www.islamfind.wordpress.com

২. দম্ভভরে হেঁটো না। আসন দিয়ে বসায়—যদি অহংকারবশতঃ না হয়—দোষ নেই।

৩. চিৎ হয়ে শুইয়ো না।

৪. এমন ছাদের উপর শুইয়ো না, যার বেষ্টনী নেই। কারণ, সেখান থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৫. শরীরের কিছু অংশ রোদে আর কিছু অংশ ছায়ায় রেখে বসো না।

৬. প্রয়োজনবশতঃ কোন মহিলা বাইরে বের হলে পথের কিনারা দিয়ে চলবে। মাঝ দিয়ে চলবে না।

বসার আদব

১. বিনা প্রয়োজনে পথের ধারে বসো না। আর যদি প্রয়োজনবশতঃ বসতে হয়, তাহলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখো—

ক. পরনারীকে দেখো না।

খ. কোন পথচারীকে কষ্ট দিও না।

গ. পথচারীর রাস্তা সংকীর্ণ করো না।

ঘ. কোন ব্যক্তি সালাম দিলে তার উত্তর দাও।

ঙ. ভালো কাজের কথা বলতে থাকো।

চ. মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকো।

ছ. কারো উপর জুলুম হতে দেখলে উঠে গিয়ে সাহায্য করো।

জ. কেউ পথ ভুলে গেলে তাকে পথ বলে দাও।

ঝ. কারো বাহনে আরোহণ করতে বা সামানাপত্র উঠাতে সাহায্য করার প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্য করো।

২. কাউকে তার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে নিজে সে জায়গায় বসো না।

৩. যদি কোন ব্যক্তি নিজের জায়গা থেকে উঠে যায় এবং পুনরায় দ্রুত ফিরে এসে বসার ইচ্ছা রাখে, তাহলে সে জায়গা তারই হক। অন্যের সেখানে বসা উচিত নয়।

৪. সভাপ্রধানের সমীচীন—কোন প্রয়োজনে সভা ছেড়ে উঠে গিয়ে পুনরায় এসে বসতে হলে—উঠার সময় রুমাল পাগড়ী ইত্যাদি কোন

www.islamfind.wordpress.com

জিনিস সেখানে রেখে যাওয়া, যেন সভায় উপস্থিতগণ বুঝতে পারে যে, তিনি ফিরে আসবেন।

৫. যে দুই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক জায়গায় বসেছে তাদের মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া বসো না।

৬. কোন ব্যক্তি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তোমার নিজের জায়গা থেকে একটু সরে গিয়ে তাকে বসতে দেওয়া উচিত। যদিও বসার আরো জায়গা থাকে। এতে আগন্তুকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়।

৭. কারো পিঠের দিকে পিঠ দিয়ে বসো না। কারো দিকে পিঠ দিয়ে বসো না।

৮. কোন বৈঠকে গেলে যেখানে জায়গা পাও, সেখানে বসে যাও। সবার ঘাড় টপকে বিশেষ জায়গায় যেও না।

৯. হাঁচি আরামদায়ক, তাই হাঁচি দেওয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে, আর শ্রবণকারী 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। হাঁচিদাতা পুনরায় 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া য়ুসলিহ বালাকুম' বলবে।

১০. কারো বারবার হাঁচি আসতে থাকলে বারবার 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা জরুরী নয়।

১১. হাঁচি এলে মুখের উপর কাপড় বা হাত রাখবে এবং নিম্নস্বরে হাঁচি দিবে।

১২. যতদূর সম্ভব হাই আটকিয়ে রাখবে। আর না আটকালে মুখ ঢেকে নিবে।

১৩. অধিক জোরে হেসো না।

১৪. মজলিসে মুখ গম্ভীর করে বসে থেকো না। উপস্থিত লোকদের সাথে হাসিমুখে কথা বলো। তাদের সাথে মিলে মিশে থাকো। যে ধরনের কথা হয় তাতে অংশ নেও। তবে শর্ত হলো, শরীয়ত পরিপন্থী কোন কথা না হতে হবে।

আরো কিছু আদব

১. এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক এই—

ক. সাক্ষাৎ হলে সালাম দাও।

www.islamfind.wordpress.com

খ. ডাকলে সাড়া দাও।

গ. দাওয়াত দিলে গ্রহণ করো।

ঘ. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলো।

ঙ. অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রূষা করো।

চ. মরে গেলে জানাযায় শরীক হও।

ছ. যা নিজের জন্য পছন্দ করো তা তার জন্যও পছন্দ করো।

২. নিজের বাড়ীতে গিয়ে বাড়ীর লোকদেরকে সালাম দাও।

৩. চিঠি লিখে তার উপর মাটি ছিটিয়ে দাও।

৪. লিখতে লিখতে লেখার বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলে কানের পিঠে কলম দাও। এতে বিষয়বস্তু স্মরণ হয়।

৫. নিজের ছোট বাচ্চাদেরকে আদর-যত্ন করাতেও সওয়াব রয়েছে।

৬. অন্যের কাপড় দিয়ে হাত মুছো না। তবে সে খারাপ মনে না করলে কোন দোষ নেই। যেমন, তোমার দেওয়া কাপড়ই সে পরছে, এমতাবস্থায় সাধারণতঃ সে খারাপ মনে করবে না।

৭. কারো দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসো না।

৮. কারো সঙ্গে মিলিত হলে খোলা মনে মেশো, বরং হাসিমুখে মেশো, এতে সে খুশী হবে।

৯. সবচেয়ে ভালো নাম 'আবদুল্লাহ' ও 'আবদুর রহমান'।

১০. এমন নাম রেখো না, যার দ্বারা গর্ব ও বড়ত্ব ফুটে উঠে, আবার এমন নামও রেখো না, যার অর্থ খারাপ।

১১. 'বান্দায়ে হাসান', 'বান্দায়ে হুসাইন' এ জাতীয় নাম রেখো না।

১২. কালকে মন্দ বলো না, কারণ, কাল তো কিছু করতে পারে না, তাই কথাটি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১৩. 'উড়ো কথা' বলার সময় সাধারণত বলা হয় যে, 'মানুষ বলে থাকে' আর শ্রোতা তা নির্ভরযোগ্য খবর বলে মনে করে। তাই এরূপ বলতে নিষেধ করা হয়েছে যে, 'মানুষ এরূপ বলে থাকে।' মোটকথা, ভিত্তিহীন কথা বলবে না।

১৪. এরূপ বলো না যে, 'যদি আল্লাহ চায় এবং অমুক ব্যক্তি চায়', বা 'উপরে আল্লাহ নিচে তুমি' বরং এরূপ বলো যে, 'যদি আল্লাহ চায়

তারপর অমুক চায়।'

১৫. ফাসিকদের জন্য বেশী সম্মানের শব্দ বলো না।

১৬. খারাপ গান-কবিতা বলা তো খারাপই, জায়িয গান-কবিতাতেও এত বেশী লিপ্ত হওয়া খারাপ, যার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কাজের ক্ষতি হয় বা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়ো।

১৭. অধিক কৃত্রিমভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলো না। বেশী বাড়িয়ে কথা বলো না।

১৮. নিজের ওয়াজ মত নিজে আমল না করার বিপদ মারাত্মক।

১৯. মধ্যম পন্থায় কথা বলবে। এত অধিক সংক্ষিপ্ত করবে না যে, অর্থই বুঝে আসে না এবং এত অধিক দীর্ঘও করবে না যে, মানুষ বিরক্ত হয়ে যায়।

২০. যেমনিভাবে নারীদের জন্য সতর্কতা জরুরী যে, কানে পরপুরুষের কথা যেন না আসে, তেমনিভাবে পুরুষদের জন্যও পরনারীর সামনে সুললিত কণ্ঠে গান-কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব। কারণ, নারীদের মন কোমল হয়ে থাকে। এতে খারাপ পরিণতির আশংকা রয়েছে।

২১. গান-বাজনা অন্তরকে কলুষিত করে। কারণ, মনের মধ্যে খারাপ দিকটিই প্রবল। গানবাদ্যের দ্বারা এ অবস্থা উত্তেজিত ও শক্তিশালী হয়। আর যার দ্বারা হারাম কাজ সৃষ্টি হয় তাও হারাম।

যবানের হেফাযত

১. কবি বলেন—

مزن بے تامل بگفتار دم ☆ نکو گوئی گر دیر گوئی چہ غم

'চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কথা বলো না। ভালো কথাও যদি বলো, একটু চিন্তা-ভাবনা করে বললে কি সমস্যা?'

২. কোন কোন সময় চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কথা বলায় এমন কথা বের হয়ে যায়, যা জাহান্নামে নিয়ে যায়। চিন্তা-ভাবনা করে কথা বললে এ ধরনের বিপদ থেকে নিরাপদে থাকবে।

www.islamfind.wordpress.com

৩. গালি দেওয়া ফাসিকদের কাজ।

৪. কাউকে কাফির, ফাসিক, মালাউন, খোদার দুশমন বা বেঈমান বলো না। যদি সে ব্যক্তি এরূপ না হয়, তাহলে এসব কিছু যে বলবে তার উপর ফিরে আসবে। একইভাবে এরূপ বলা যে, অমুকের উপর খোদার মার পড়ুক, খোদার লা'নত হোক, খোদার গজব পড়ুক বা জাহান্নামে যাক—কোন মানুষকে বলুক, জীবজন্তুকে বলুক বা নিষ্প্রাণ বস্তুকে বলুক—ঠিক নয়।

৫. যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে শক্ত কথা বলে, তাহলে তুমিও ঐ পরিমাণ বলতে পারো, তার চেয়ে বেশী বললে উল্টা তুমি গুনাহগার হবে।

৬. অনেক মানুষ বলে থাকে যে, 'আল্লাহ তাআলা রহম করুন, দয়া করুন, মানুষরা বড় গাফলতির মধ্যে আছে, নির্ভীকভাবে গুনাহ করে থাকে' ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি যদি আক্ষেপ ও মায়া নিয়ে বলা হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি আত্মশ্লাঘা ও আত্মম্ভরিতা নিয়ে বলা হয়, তাহলে সেই প্রথমে এ অভিযোগের ক্ষেত্র প্রমাণিত হবে, যা সে অন্যদের উপর আরোপ করছে।

৭. কখনো দ্বিমুখী আচরণ করো না, যাদের দলে গেলে তাদের মত কথা বললে। কথায় আছে, 'যমুনায় গেলে যমুনার দাস, আর গঙ্গায় গেলে গঙ্গার দাস'।

৮. কখনোই কূটনামী করো না।

৯. সত্য কথা বলো। মিথ্যা কথা কখনোই বলো না। তবে দু' ব্যক্তির মাঝে আপোষ করানোর জন্য মিথ্যা বলায় দোষ নেই।

১০. তোষামোদের উদ্দেশ্যে কারো মুখের উপর প্রশংসা করো না। একইভাবে অনুপস্থিতিতে প্রশংসা করার ক্ষেত্রেও বাড়িয়ে বলো না বা নিশ্চিত দাবী করো না। কারণ, প্রকৃত অবস্থা তো আল্লাহই জানেন, বরং এরূপ বলো যে, আমার জানামতে অমুক এ রকম। আর তাও তখন বলো, যখন বাস্তবেও তাকে এমন জানো।

১১. কখনো গীবত করো না। এতে গুনাহ হওয়া ছাড়াও জাগতিক বহুবিধ ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। গীবত বলা হয়—কারো অনুপস্থিতিতে

www.islamfind.wordpress.com

তার সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে শুনলে কষ্ট পাবে, যদিও তা বাস্তবে ঐ ব্যক্তির মধ্যে আছে। আর যদি ঐ বিষয়টি তার মধ্যে না থাকে তাহলে তা গীবতের চেয়েও মারাত্মক, অর্থাৎ অপবাদ।

১২. যদি নফস বা শয়তানের প্ররোচনায় হঠাৎ কোন গুনাহের কাজ হয়ে যায় তাহলে তা লোকদের নিকট বলে বেড়িও না।

১৩. কারো সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়ো না। যদি দেখো যে, প্রতিপক্ষ হক কথা মানছে না, তাহলে চুপ হয়ে যাও। আর অন্যায়ের উপর থেকে কথা বাড়ানো তো খুবই অন্যায়। শুধুই মানুষদেরকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বানিয়ে বলার অভ্যাস করো না।

১৪. যে কথায় দ্বীন বা দুনিয়ার কোন ফায়দা নেই, তা মুখ থেকে বের করো না।

১৫. যদি কারো দ্বারা কোন ভুল-ভ্রান্তি বা গুনাহের কাজ হয়ে যায়, সমবেদনা নিয়ে তাকে বুঝানো তো ভালো কাজ, কিন্তু নিছক তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তিরস্কার করা বা লজ্জা দেওয়া অন্যায়। উপদেশদাতার ঐ বিপদে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করা উচিত।

১৬. গীবত যেমন মুখ দিয়ে হয়, তেমনি অঙ্গভঙ্গির দ্বারাও হয়, বরং এটি আরো জঘন্য। যেমন—(অন্যের নকল করে) টেরা চোখে দেখা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা।

১৭. বেশী হেসো না, এতে মন মরে যায়। অর্থাৎ, মনের মধ্যে কাঠিন্য ও উদাসিনতা চলে আসে। চেহারার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়।

১৮. যে ব্যক্তির গীবত হয়ে গেছে এবং কোন কারণে তার থেকে মাফ নেওয়া মুশকিল, তাহলে নিরুপায় অবস্থায় তার প্রতিকার এই যে, ঐ ব্যক্তির জন্য এবং নিজের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাও। বলো—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَ لَهٗ

'হে আল্লাহ! আমাকে ও তাকে মাফ করুন।'

১৯. মিথ্যা ওয়াদা করো না। এমনকি শিশুদেরকে ভুলানোর জন্যও মিথ্যা বলো না যে, তোমাকে মিষ্টি দেবো, বিস্কুট দেবো। যদি এমন বলো, তাহলে দেওয়ারও নিয়ত রেখো।

২০. কাউকে আনন্দ দেওয়ার জন্য রসিকতা করায় দোষ নেই, কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

এতে দু'টি বিষয় লক্ষ্য রেখো, এক. মিথ্যা বলো না। দুই. তার মনে কষ্ট দিও না। অর্থাৎ, সে যদি অপছন্দ করে তাহলে রসিকতা করো না।

২১. বংশকৌলিন্য বা অন্যের সম্পদ দিয়ে গরিমা করো না।

কর্তব্য সম্পাদন ও সেবা-যত্ন করা

১. মা-বাবার খেদমত করো, যদিও তারা কাফির হয় এবং তাদের আনুগত্য করো, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে না বলে।

২. কারো মা-বাবাকে মন্দ বলা, যার উত্তরে সে তোমার মা-বাবাকে মন্দ বলে, তোমার নিজের মা-বাবাকে মন্দ বলার শামিল।

৩. মা-বাবার মৃত্যুর পর তার সাথে সম্পৃক্তদের সঙ্গে সদাচরণ করাকে মা-বাবার খেদমত করারই পরিপূর্ণতা মনে করবে।

৪. আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করো। যদিও তারা তোমার সাথে অসদাচরণ করে।

৫. কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিজের আত্মীয়তা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নাও।

৬. খালার হকও মায়ের হকের ন্যায়।

৭. মা-বাবা অসন্তুষ্ট হয়ে মরে গেলে তাদের জন্য সর্বদা দু'আ করতে থাকো এবং মাফ চাইতে থাকো। আল্লাহ তাআলার কাছে আশা করা যায় যে, তিনি তাদেরকে সন্তুষ্ট করে দিবেন।

৮. চাচার হক পিতার হকের তুল্য।

৯. বড় ভাইয়ের হক বাপের হকের তুল্য।

১০. সন্তান প্রতিপালনের সওয়াব তো আছেই, তবে মেয়েদের প্রতিপালনের মর্যাদা অধিক।

১১. যে ব্যক্তি বেশী বেশী উপার্জন করে বিধবা ও গরীবদের খোঁজ-খবর নেয়, তাদের অভাব মোচন করে, সে জিহাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব পায়।

১২. নিজের বা অন্যের ইয়াতিমের দায়িত্ব বহন করলে বেহেশতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে একত্রে থাকার সৌভাগ্য লাভ হবে।

www.islamfind.wordpress.com

১৩. জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়াও সন্তানের অন্যতম হক।

১৪. প্রতিবেশীকে কোন প্রকার কষ্ট দিও না, বরং যতদূর সম্ভব উপকার করো।

১৫. পরস্পরের প্রতি এমনভাবে সমবেদনা প্রকাশ করো, যেমন কবি বলেছেন—

چو عضوے بدرد آورد روزگار ☆ دگر عضوہا را نماند قرار

অর্থ ঃ 'একটি অঙ্গ বেদনা কাতর হলে, অন্যান্য অঙ্গও স্থির থাকতে পারে না।'

১৬. অভাবী ব্যক্তির অভাব মোচনে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করো। নিজের সামর্থ্য না থাকলে অন্যের কাছেই সুপারিশ করো। তবে শর্ত হলো, যার কাছে সুপারিশ করছো, তার যেন ক্ষতি বা কষ্ট না হয়।

১৭. জালেমকে জুলুম করা থেকে বিরত রেখে তার কল্যাণ করো। আর মজলুমের সাহায্য করা তো খুবই জরুরী।

১৮. কারো মধ্যে কোন দোষ দেখলে তা গোপন করো, গেয়ে বেড়িও না।

১৯. কাউকে কষ্টে বা অভাবে দেখলে যতদূর সম্ভব তার সাহায্য করো।

২০. কাউকে তুচ্ছ মনে করো না।

২১. কারো জানমাল ও সম্মানের ক্ষতি মেনে নিও না।

২২. কাউকে দুঃখ দিও না।

২৩. নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অন্যের জন্য তাই পছন্দ করো।

২৪. যেখানে শুধু তিনজন লোক রয়েছে, সেখানে দু'জন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে কানে কানে কথা বলবে না। কারণ, সে মনে করবে, আমার সম্পর্কেই বলাবলি করছে, ফলে সে ব্যথিত হবে। হাঁ, যদি কোন জরুরী কথা বলতেই হয়, তাহলে অন্য কাউকে ডেকে এনে তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিয়ে অপর দু'জন পৃথকভাবে কথা বলবে।

২৫. সবার কল্যাণ কামনা করো।

২৬. সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া ও করুণা করো।

www.islamfind.wordpress.com

২৭. ছোটদের প্রতি দয়া ও বড়দেরকে শ্রদ্ধা করো, বিশেষভাবে বৃদ্ধদেরকে।

২৮. তোমার সামনে কারো গীবত করা হলে যতদূর সম্ভব তাকে বাধা দাও এবং যার গীবত করা হচ্ছে তার পক্ষ থেকে উত্তর দাও।

২৯. কারো মধ্যে কোন দোষ দেখতে পেলে নম্রতার সঙ্গে তাকে জানিয়ে দাও। অন্যথায় অন্য কেউ এটা দেখে তাকে লজ্জা দিবে।

৩০. নিজের বন্ধু ও সাথীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো।

৩১. প্রত্যেককে তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করো, সবার সাথে এক সমান ব্যবহার করো না।

৩২. বড়ই পাযাণ হৃদয়ের কথা যে, তুমি পেট ভরে খাবে আর তোমার প্রতিবেশী অনাহারে থাকবে।

৩৩. স্বার্থের বন্ধুত্ব মূল্যহীন। কেবলই আল্লাহর ওয়াস্তে নিঃস্বার্থভাবে বন্ধুত্ব রাখো।

৩৪. যার সাথে তোমার ভালোবাসা আছে, তাকেও তা জানিয়ে দাও, এতে তার মধ্যেও ভালোবাসা জন্মাবে এবং তার নাম-পরিচয় জেনে নাও। এতে ভালোবাসা আরো বৃদ্ধি পাবে।

৩৫. যার সাথে বন্ধুত্ব করবে, তার দ্বীন, বেশ-ভূষা ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে আগে জেনে নাও। অন্যথায় তার সাহচর্যের প্রভাবে তুমি নষ্ট হয়ে যাবে।

৩৬. ঘটনাচক্রে কারো সাথে মনোমালিন্য হলে তিনদিনের মধ্যে রাগ ছেড়ে দাও এবং তার সঙ্গে মিলে যাও। এর চেয়ে অধিককাল কথাবার্তা বন্ধ রাখা গুনাহ্। যে আগে মিলিত হবে সে অধিক সওয়াব পাবে।

৩৭. কারো সম্পর্কে কুধারণা করো না। কারো দোষ তালাশ করো না। পরস্পরে হিংসা করো না। বিদ্বেষ পোষণ করো না। সম্পর্ক ছিন্ন করো না। লোভ করো না। সবাই ভাইয়ের মত থাকো।

৩৮. দুই ব্যক্তির মধ্যে মনোমালিন্য হলে তাদের মাঝে মিল করে দাও।

৩৯. কেউ ভুল স্বীকার করলে এবং মাফ চাইলে তার অপরাধ মাফ করে দাও।

www.islamfind.wordpress.com

৪০. যে কোন কাজ চিন্তা-ভাবনা করে করো। পরিণতি সম্পর্কে ভেবে-চিন্তে ধীরস্থিরভাবে কাজ করো, তাড়াহুড়ার ফলে বেশীর ভাগ কাজ নষ্ট হয়ে যায়। তবে 'ভাল কাজের ব্যাপারে ইস্তেখারার প্রয়োজন নেই।'

৪১. জ্ঞানী তাকে মনে করো, যে অভিজ্ঞ।

৪২. সব বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।

৪৩. কেউ তোমার থেকে পরামর্শ চাইলে তুমি যেটাকে ভালো মনে করো তারই পরামর্শ দেও।

৪৪. প্রয়োজন পরিমাণ এবং শৃংখলার সাথে ব্যয় করা যেন অর্ধেক জীবিকা, মানুষের দৃষ্টিতে প্রিয় হওয়া যেন অর্ধেক জ্ঞান এবং উত্তমভাবে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা যেন অর্ধেক বিদ্যা।

৪৫. মানুষের সাথে নরম ব্যবহার ও সদাচার করো।

৪৬. মানুষের সাথে মেশা, তাদের কাজে লাগা এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধরা ও অবিচল থাকা নিরাপদে জান বাঁচিয়ে বসে থাকা এবং কারো কাজে না আসার চেয়ে উত্তম। তবে যদি একদম অসহ্য হয় তাহলে তো অপারগতা।

৪৭. যতদূর সম্ভব ক্রোধ দমন করো।

৪৮. বিনয়ের সাথে থাকো, কখনো অহংকার করো না।

৪৯. মানুষের থেকে নিজের ভুল-ক্রটি মাফ করিয়ে নাও, তা নাহলে কিয়ামতের দিন বড় বিপদ হবে।

৫০. অন্যদেরকেও নেক কাজের কথা বলতে থাকো। মন্দ কাজে নিষেধ করতে থাকো। তবে যদি কথা মানার আশা মোটেই না থাকে, বা কষ্ট দিবে এ আশংকা হয়, তাহলে চুপ থাকা জায়েয, কিন্তু মন দিয়ে মন্দ কাজকে ঘৃণা করো।

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় খণ্ড

www.islamfind.wordpress.com

আধ্যাত্মিকতার পথ ও সোপানসমূহ

আধ্যাত্মিকতা সঠিক হওয়ার বর্ণনা

প্রথমতঃ উপরোক্ত আলোচনা (ভূমিকায় উল্লেখিত আলোচনা) দ্বারা আধ্যাত্মিকতা সঠিক হওয়ার বিষয় জানা গেছে। কিন্তু যেহেতু বেশীর ভাগ নিরস প্রকৃতির লোক আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করে, তাই বিষয়টিকে অধিকতর জোরালো ও শক্তিশালী করার জন্য সংক্ষেপে পৃথকভাবে লেখা হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ

'আমি (ঘটনাটি) সুলাইমানকে বুঝিয়ে দিলাম।' (সূরা আম্বিয়া-৭৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِيْ أُمَّتِيْ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ.

'নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে 'ইলহামের' অধিকারী লোক অতিবাহিত হয়েছেন। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কেউ থাকলে সে হলো, উমর।' (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

'এবং আমি তাকে আমার নিকট থেকে ইলম শিক্ষা দিয়েছি।'

(সূরা কাহাফ-৬৫)

কতিপয় বিজ্ঞ আল্লাহওয়ালা বলেন যে, যার ইলমে বাতিনের কিছুই অর্জন হয়নি তার বেঈমান হয়ে মরার আশংকা রয়েছে। কমপক্ষে

www.islamfind.wordpress.com

আধ্যাত্মিকতাকে বিশ্বাস করে ও স্বীকার করে—এতটুকু হলেও থাকা উচিত। আর অস্বীকারকারীর জন্য এ দৌলত থেকে বঞ্চিত থাকার শাস্তিই যথেষ্ট। কবি বলেন—

با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی
بگذار تا بمیرد در رنج خود پرستی

'অহংকারীকে আল্লাহর ভালোবাসার ও প্রেমের রহস্যের কথা বলো না। তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সে অহংকারের ব্যাধিতে মরে যাক।'

উপরোক্ত কথাটি ইমাম গাযযালী (রহঃ)এর কথার সারাংশ।

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ইহসান' হলো, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো। যদি তুমি তাকে না দেখো, তিনি তো তোমাকে দেখছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার পর 'ইহসানের' এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এতে জানা যায় যে, জরুরী আকীদা এবং জাহেরী আমলসমূহ ছাড়া আরো একটি জিনিস রয়েছে, যার নাম এ হাদীসে 'ইহসান' রাখা হয়েছে। ইহসানের যে হাকীকত বা মূল তত্ত্ব এ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তার দ্বারা জানা যায় যে, 'ইহসান'ই হলো এই আধ্যাত্মিকতা। কারণ, আধ্যাত্মিকতা লাভ করা ছাড়া ইবাদতের সময় অন্তরের এমন উপস্থিতি কখনোই লাভ হয় না।

তাছাড়া এ ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ নির্ভরযোগ্য মানুষের এমন সাক্ষ্য রয়েছে, যা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাকে বিবেক মেনে নেয় না। যেমন, আধ্যাত্মিক সাধকদের নিকট বসার দ্বারা আকীদা ও জাহেরী আমল ছাড়া আমাদের অন্তরে নতুন এক অবস্থা অনুভূত হয়। যা পূর্বে ছিলো না। যে অবস্থার প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, প্রতিনিয়ত ইবাদতের প্রতি আগ্রহ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও আকীদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। আধ্যাত্মিকতা বাস্তব ও সঠিক হওয়ার বিষয়ে এটিও একটি শক্তিশালী দলীল।

www.islamfind.wordpress.com

তাছাড়া এ ব্যাপারে বুযুর্গদের কাশফ–কারামত এত অধিক পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে, যার অন্ত নেই। যদিও কাশফ–কারামত কোন শক্তিশালী দলীল নয়, তবুও শরীয়তের উপর অবিচল থাকার সাথে সাথে যদি অলৌকিক বিষয়সমূহ পাওয়া যায়, তাহলে অলৌকিকতার অধিকারী ব্যক্তিদের কামিল হওয়ার ব্যাপারে এটি অবশ্যই তৃপ্তির কারণ হয়ে থাকে। এ কথাটি কাযী সানাউল্লাহ (রহঃ)–এর কথার সারসংক্ষেপ।

যাই হোক, সাহসিকতার দাবী তো এই যে, রুচি–রসের অধিকারী হও, যদি এতটুকু তাওফীক না হয় তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে এটাকে অস্বীকার তো করো না।

প্রথম অধ্যায়
বাইয়াতের বর্ণনা

আল্লাহর নিয়ম এমনই যে, কাংখিত কোন পূর্ণতা উস্তাদ ব্যতীত লাভ হয় না। তাই এ পথে আসার তাওফীক হলে এ পথের উস্তাদ অবশ্যই তালাশ করা উচিত। যার তা'লীমের ফয়েয এবং সুহবতের বরকতে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। কবি বলেন—

گر ہوائے ایں سفر داری دلا ☆ دامن رہبر بگیر وپس برآ
در ارادت باش صادق اے فرید ☆ تا بیابی گنج عرفاں را کلید
بے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق ☆ عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق

অর্থ ঃ 'হে মন! এ পথে সফরের বাসনা যদি তোমার থাকে, তাহলে পথপ্রদর্শকের আঁচল ধরো ও যাত্রা করো।'

'হে 'ফরিদ'! এ পথের সংকল্পে নির্ভেজাল হও। তাহলে 'মারেফাতের খাজানার' চাবি হাতে পাবে।'

'আল্লাহর প্রেমের পথে যে বন্ধুহীন (শাইখ ছাড়া) পথ চললো, তার সারাজীবন কেটে গেলো, কিন্তু প্রেমের কিছুই জানলো না।'

আলামত ও নিদর্শন ছাড়া যেহেতু শাইখকে চেনা ও তালাশ করা সম্ভব নয়, তাই কামিল শাইখের শর্ত ও আলামতসমূহ এখানে লেখা হচ্ছে।

১. প্রয়োজন পরিমাণ শরীয়তের ইলম রাখে, তা কিতাব পড়ে হোক বা আলিমদের সোহবতে থেকে হোক। যাতে করে ভ্রান্ত আকীদা ও আমল থেকে নিজেও নিরাপদে থাকতে পারে এবং মুরীদদেরকেও নিরাপদে রাখতে পারে। নইলে 'নিজেই পথভ্রষ্ট, অন্যকে কী পথ দেখাবে' প্রবাদে পরিণত হবে।

২. মুত্তাকী অর্থাৎ, কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয় না এবং সগীরা গুনাহের উপর অবিচল থাকে না।

৩. দুনিয়াবিরাগী ও আখিরাতের প্রতি অনুরাগী। যাহেরী ও বাতেনী ইবাদতসমূহ নিয়মিতভাবে আমলকারী। তা নাহলে মুরীদের কলবের উপর মন্দ প্রভাব পড়বে।

www.islamfind.wordpress.com

৪. মুরীদদের প্রতি খেয়াল রাখে। তাদের থেকে শরীয়ত ও তরীকত পরিপন্থী কোন কিছু ঘটলে সতর্ক করে।

৫. আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্যে থেকেছে। তাদের থেকে ফয়েয-বরকত লাভ করেছে।

খাঁটি আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য কারামত ও অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাওয়া জরুরী নয়। উপার্জন বর্জনকারী হওয়ারও প্রয়োজন নেই। দুনিয়ার লোভী না হওয়াই যথেষ্ট। (কওলে জামীল)

এতদসংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনা যেমন, পীর ও মুরীদের আদব, একাধিক পীর ধরার বিধান ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচনায় বর্ণনা করা হবে।

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম ও জিহাদ ইত্যাদির উপর বাইয়াত গ্রহণ করা ছাড়া আধ্যাত্মিকতার স্তরসমূহেরও বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। যেমন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণকামী হওয়া, আল্লাহর হুকুমের মোকাবেলায় কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করা এবং মানুষের নিকট কিছু না চাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাই এটি সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য পরবর্তী যুগের বুযুর্গগণ খিলাফতের বাইয়াতের সাথে সাদৃশ্যতার কারণে শুধু শাইখের সান্নিধ্যে থাকার উপরেই যথেষ্ট করেছেন। তারও পরবর্তীতে বাইয়াতের স্থলে 'খেরকার' রেওয়াজ চালু হয়। যখন খিলাফতের বাইয়াতের প্রথা পরবর্তী খলীফাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, সুফিয়ায়ে কেরাম তখন এ বিলুপ্ত সুন্নাতকে পুনরায় জীবিত করেন। (কওলে জামীল)

বাকী রইলো, সুফী উপাধির সূচনার বিষয়। 'খাইরুল কুরুন' তথা স্বর্ণ যুগের লোকদের জন্য 'সাহাবী' 'তাবেয়ী' ও 'তাবয়ে তাবেয়ী' উপাধি সত্যপন্থীদের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট ছিলো। তার পরবর্তী যুগে আল্লাহ ওয়ালাদেরকে 'যাহিদ' ও 'আবিদ' বলতে আরম্ভ করা হয়। তারও পরবর্তীকালে যখন বিদআত ও ফিতনা-ফাসাদের প্রসার ঘটে এবং ভ্রান্তপন্থীরাও নিজেদেরকে 'আবিদ' ও 'যাহিদ' বলতে আরম্ভ করে, তখন সত্যপন্থীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য 'সূফী' উপাধী ধারণ করেন এবং দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর ভিতর এ উপাধী পরিচিতি লাভ করে। (কুশাইরিয়া)

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুজাহাদা বা সাধনা

প্রথম ভাগ ঃ সংক্ষিপ্ত মুজাহাদার বর্ণনা

সংক্ষিপ্ত মুজাহাদার মূল বিষয় চারটি। যথা—

ক. কম কথা বলা।

খ. কম খাওয়া।

গ. কম ঘুমানো।

ঘ. মানুষের সাথে কম মেলামেশা করা।

উপরোক্ত চার বিষয়ে শাইখে কামেলের দিক-নির্দেশনা মাফিক মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে।

এ কাজগুলো এত অধিক পরিমাণে করবে না যে, অন্তর গাফেল ও শক্ত হয়ে যায়। আবার এত বেশী পরিমাণে কমাবে না যে, দেহের শক্তি ও সুস্থতা নষ্ট হয়ে যায়। সারকথা হলো, নফসের চাহিদা দু' প্রকারের—

ক. নফসের হক ও অধিকারসমূহ।

খ. ভোগবিলাস।

যেগুলোর দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে এবং জীবনধারণ করা যায় সেগুলো হলো নফসের হক। আর এর চেয়ে অতিরিক্তগুলোই হচ্ছে ভোগবিলাসের শামিল। তাই নফসের হকসমূহ তাকে যথাযথরূপে প্রদান করবে এবং ভোগবিলাস থেকে তাকে দূরে রাখবে।

গুরুত্বপূর্ণ নোট ঃ আল্লাহর পথের পথিকগণ দুঃখ ও দুশ্চিন্তাকে উঁচু স্তরের মুজাহাদা সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, এর ফলে নফসের মধ্যে ভগ্নতা, তুচ্ছতা ও অক্ষমতা সৃষ্টি হয়। এগুলো দাসত্বের লক্ষণ। এসব বিষয় অভিজ্ঞতার দ্বারা ও বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার দ্বারা জানা যায়। এ থেকে এ বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, সালিক বা আল্লাহর পথের পথিকের যে, অনেক সময় 'কব্‌য' বা মনের সংকীর্ণ ও বদ্ধভাব দেখা দেয়, তা আল্লাহর দরবার থেকে তার দূরত্ব ও বিতাড়িত হওয়ার আলামত নয়। আশ্চর্যের কি আছে যে, হয়তো তার অন্তর পরিস্কার করা ও মুজাহাদার উদ্দেশ্যে এ অবস্থা হয়ে থাকবে। তাই এ অবস্থা দেখা দিলে কখনই শেকায়েত করবে না। অবনত মস্তকে আপন

কাজে ব্যাপৃত থাকবে। কবি বলেন—

باغباں گر پنج روزے صحبت گل بایدش ☆ بر جفائے خار ہجراں صبر بلبل بایدش
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال ☆ مرغ زیرک چوں بدام افتد تحمل بایدش

অর্থ ঃ 'মালী পুষ্পের সান্নিধ্য পেতে চাইলে বিচ্ছেদের কাঁটার আঘাতে বুলবুলির ন্যায় ধৈর্যধারণ করতে হয়।

হে মন! প্রেমিকার কেশরাজির ফাঁদে আটকে অস্থির হয়ে কেঁদো না। বিচক্ষণ পাখি জালে আটকে গেলো ধৈর্যধারণ করে।'

আবু আলী দাক্কাক (রহঃ) বলেন—

صَاحِبُ الْحُزْنِ يَقْطَعُ مِنْ طَرِيْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَالاَ يَقْطَعُهُ مَنْ فَقَدَ حُزْنَهُ سِنِيْنَ

অর্থ ঃ 'ব্যথিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহপ্রাপ্তির পথ এত অধিক অতিক্রম করে, যা ব্যথা ও দুশ্চিন্তামুক্ত মানুষ বহু বছরেও অতিক্রম করতে পারে না।'

দ্বিতীয় ভাগ ঃ
বিস্তারিত মুজাহাদার বর্ণনা

বিস্তারিত মুজাহাদা দু' প্রকার। প্রথম প্রকার—আখলাকে হামীদা তথা উত্তম গুণাবলী। সেগুলো হলো—তাওবা, সবর, শোকর, খওফ, রাযা, যুহদ, তাওহীদ, তাওয়াক্কুল, মুহব্বত ও শওক, ইখলাস ও সিদক, মুরাকাবা, মুহাসাবা, তাফাক্কুর। এর প্রত্যেকটির পরিচয়, প্রমাণ ও অর্জনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হচ্ছে।

এ সমস্ত আলোচনা ইহইয়াউল উলূম কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে। আর যে সমস্ত বিষয় অন্যত্র থেকে নেওয়া হয়েছে তার উদ্ধৃতি টীকায় লিখে দেওয়া হয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম পরিচ্ছেদ
'তাওবা'র বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا.

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ। তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটিভাবে তাওবা করো।' (সূরা তাহরীম-৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ.

অর্থ ঃ 'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহর নিকট তাওবা করো।' (মুসলিম)

তাওবার মর্ম ঃ গুনাহের কথা স্মরণ করে মন ব্যথিত হওয়া। তাওবার জন্য গুনাহ পরিত্যাগ করা এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করা এবং গুনাহের চাহিদা সৃষ্টি হলে নিজেকে তা থেকে বিরত রাখা আবশ্যকীয়।

তাওবার গুণ অর্জনের উপায় ঃ কুরআন ও হাদীসে গুনাহের বিষয়ে যে সমস্ত ভীতি ও ধমকি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করবে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। এতে অন্তরে কৃত গুনাহের জন্য অনুতাপ সৃষ্টি হবে। আর এটিই তাওবা।

তাওবার বিধান ঃ নামায, রোযা বা অন্য কোন হুকুম ছুটে গিয়ে থাকলে, সেগুলো কাযা করবে। মানুষের হক নষ্ট হয়ে থাকলে, সেগুলো মাফ করিয়ে নিবে বা পরিশোধ করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
'সবর'-ধৈর্যের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟.

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো।'
(সূরা আলে ইমরান-২০০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

عَجَبًا لِامْرِءٍ مُؤْمِنٍ اَنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَ لَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

অর্থ ঃ 'বিস্ময় মুমিনের জন্য, তার সব বিষয়ই কল্যাণকর, যা মুমিন ছাড়া আর কারো জন্য নেই। যদি সে আনন্দ লাভ করে, শোকর আদায় করে, আর কষ্টে পতিত হয়, ধৈর্যধারণ করে, যা তার জন্য কল্যাণকর।' (মুসলিম)

সবরের মর্ম ঃ মানুষের মাঝে দু'টি শক্তি আছে। যার একটি তাকে দ্বীনের উপর চলতে উদ্বুদ্ধ করে, আর অপরটি উদ্বুদ্ধ করে খাহেশাতের উপর চলতে। দ্বীনের উপর উদ্বুদ্ধকারী শক্তিকে খাহেশাতের উপর উদ্বুদ্ধকারী শক্তির উপর বিজয়ী করাকে 'সবর' বলে।

সবরের গুণ অর্জনের উপায় ঃ খাহেশাতের উপর উদ্বুদ্ধকারী শক্তিকে দুর্বল ও নিস্তেজ করতে হবে। তাহলে সবর বা ধৈর্যের গুণ অর্জিত হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
'শোকর'-কৃতজ্ঞতার বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاشْكُرُوْا لِىْ

অর্থ ঃ 'তোমরা আমার শোকর আদায় করো।' (সূরা বাকারা-১৫২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ

অর্থ ঃ '(ঈমানদার ব্যক্তি) যদি আনন্দ লাভ করে শোকর আদায় করে।' (মুসলিম)

www.islamfind.wordpress.com

শোকরের মর্ম ঃ নেয়ামতকে মুনইমে হাকীকী তথা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে বিশ্বাস করা। আর এ বিশ্বাসের ফলে দু'টি বিষয় অবশ্যই দেখা দিবে—

ক. নেয়ামত দানকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া।

খ. তার শোকরগুজারীতে এবং তার আদেশ পালনে তৎপর হওয়া।

শোকরের গুণ অর্জনের উপায় ঃ আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের কথা চিন্তা করবে এবং সেগুলোর কথা স্মরণ করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
'রাজা'-আশার বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ 'আল্লাহর রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না।'

(সূরা যুমার–৫৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدٌ

অর্থ ঃ 'কাফিরও যদি আল্লাহর রহমতের প্রকৃত অবস্থা জানতো, তাহলে সেও তাঁর জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না।'

'রাজা'-আশার মর্ম ঃ প্রিয় জিনিসসমূহ—অর্থাৎ, আল্লাহর অনুগ্রহ, ক্ষমা, নেয়ামত ও জান্নাতের প্রতীক্ষায় অন্তরে শান্তি লাভ করা এবং এ সমস্ত জিনিস লাভ করার জন্য চেষ্টা–তদবীর করা। তাই যে ব্যক্তি রহমত ও জান্নাতের প্রতীক্ষায় থাকে, কিন্তু তা লাভ করার উপকরণসমূহ অর্থাৎ, নেক আমল ও তওবা ইত্যাদি অবলম্বন করে না—তার 'রাজা' অর্থাৎ, আশার মাকাম হাসেল হয়নি। সে ধোঁকায় পতিত আছে। তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে বীজ বপণ করলো না, কিন্তু ফসল পাওয়ার প্রতীক্ষা করতে থাকলো। যা কেবলই দূরাশা মাত্র।

www.islamfind.wordpress.com

'রাজা'-আশার গুণ অর্জনের উপায় ঃ আল্লাহ তাআলার রহমতের বিশালতা এবং তাঁর অনুগ্রহের বিস্তৃতির কথা মনে করবে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
'খওফ'-ভয়ের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاخْشَوْنِى

অর্থ ঃ 'এবং আমাকে (আল্লাহকে) ভয় করো।' (সূরা বাকারা-১৫০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَ مَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ.

অর্থ ঃ 'যে ভয় করে, সে রাত থেকেই চলতে থাকে অর্থাৎ, সে আগে আগে কাজ করে। আর যে রাত থেকেই চলতে থাকে, সে গন্তব্যে পৌছে যায়। শুনে নাও! আল্লাহর সদাই অতি মূল্যবান। শুনে নাও! আল্লাহর সদাই জান্নাত।' (তিরমিযী)

ভয়ের মর্ম ঃ ভবিষ্যতে অপছন্দনীয় ও অবাঞ্ছিত বিষয় সংঘটিত হওয়ার আশংকায় মন ব্যথিত হওয়া।

ভয়ের গুণ অর্জন করার উপায় ঃ আল্লাহ তাআলার আযাব ও ক্রোধের কথা স্মরণ করবে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
'যুহদ'-দুনিয়াবিমুখতার বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ.

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ ঃ 'যেন তোমরা আক্ষেপ না করো ঐ জিনিসের জন্য, যা তোমাদের হাতছাড়া হয়েছে, এবং আনন্দে আত্মহারা না হও ঐ জিনিসের জন্য, যা তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দিয়েছেন।'

(সূরা হাদীদ–২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

أَوَّلُ صَلَاحِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدُ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ.

অর্থ ঃ 'এ উম্মতের প্রথম সংশোধনী হলো, ইয়াকীন ও যুহদ অর্থাৎ, বিশ্বাস ও দুনিয়াবিমুখতা এবং এ উম্মতের প্রথম বিকৃতি হলো, কৃপণতা ও দীর্ঘ আকাংখা।' (বাইহাকী)

যুহদের মর্ম ঃ কোন প্রিয় জিনিসকে পরিত্যাগ করে তার চেয়ে উত্তম জিনিসের দিকে ধাবিত হওয়া। যেমন, দুনিয়ার আকর্ষণ পরিত্যাগ করে আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

যুহদ অর্জনের উপায় ঃ দুনিয়ার দোষ, ক্ষতি ও ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা এবং আখিরাতের উপকারিতা ও চিরস্থায়ীত্বের কথা স্মরণ করবে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'তাওহীদ'-একত্ববাদের বর্ণনা

এখানে তাওহীদ দ্বারা 'তাওহীদে আফআলী' বা কর্মের ক্ষেত্রে একত্ববাদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত কাজ-কর্ম একাই সম্পাদন করেন, কেউ তাঁর কাজে শরীক নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

অর্থ ঃ 'আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের সমস্ত কাজকে।' (সূরা সাফফাত–৯৬)

www.islamfind.wordpress.com

তিনি আরও ইরশাদ করেন—

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

'তোমরা কোন কিছু চাও না, তবে যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান।' (সূরা তাকভীর-২৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلٰى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ.

অর্থ ঃ 'জেনে রেখো! সবাই যদি তোমার কোন উপকার করার জন্য এক হয়, তাহলে কখনোই তারা তোমার উপকার করতে পারবে না, তবে হাঁ অতটুকুই তোমার উপকার করতে পারবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি সবাই তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য এক হয়, তাহলে কখনোই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না, তবে হাঁ, অতটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।'

(আহমাদ, তিরমিযী)

তাওহীদের মর্ম ঃ এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

তাওহীদ অর্জনের উপায় ঃ সৃষ্টির অক্ষমতা এবং স্রষ্টার সক্ষমতার কথা স্মরণ করবে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'তাওয়াক্কুল'-আল্লাহর উপর ভরসা করার বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অর্থ ঃ 'এবং কেবল আল্লাহর উপরই যেন ঈমানদারগণ ভরসা পোষণ করে।' (সূরা আলে ইমরান-১৬০)

www.islamfind.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ.

অর্থ ঃ 'যখন চাও, আল্লাহর কাছেই চাও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করো, আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো।' (আহমাদ, তিরমিযী)

তাওয়াক্কুলের মর্ম ঃ একমাত্র কর্মনির্বাহক আল্লাহর উপরই অন্তর থেকে নির্ভরশীল হওয়া।

তাওয়াক্কুল অর্জনের উপায় ঃ আল্লাহর অনুগ্রহরাজী, তাঁর ওয়াদাসমূহ এবং নিজের অতীত সফলতাসমূহের কথা স্মরণ করা এবং তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা।

নবম পরিচ্ছেদ
মুহাব্বতের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে।' (সূরা মায়িদা-৫৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ.

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে ভালোবাসে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত হওয়াকে ভালোবাসেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত হওয়াকে অপছন্দ করেন।' (বুখারী, মুসলিম)

মুহাব্বতের মর্ম ঃ মন এমন কোন জিনিসের দিকে আকৃষ্ট হওয়া, যার দ্বারা স্বাদ অনুভব হয়। এ আকর্ষণ যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তাকে 'ইশক' বলে।

www.islamfind.wordpress.com

'মুহাব্বত' অর্জন করার উপায় ঃ জাগতিক সম্পর্কসমূহকে ছিন্ন করবে—অর্থাৎ, গাইরুল্লাহর মুহাব্বতকে মন থেকে বের করে দিবে। কারণ, দুই জিনিসের মুহাব্বত এক অন্তরে জমা হতে পারে না। এবং আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর গুণাবলী ও নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করবে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবে।

দশম পরিচ্ছেদ

'শওক'-অনুরাগের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ

অর্থ ঃ 'যে আল্লাহর সাক্ষাতের আশা পোষণ করে, তার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসিতেছে।।' (সূরা আনকাবূত-৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَاَسْاَلُكَ النَّظَرَ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَاءِكَ.

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার পবিত্র চেহারার দর্শন এবং আপনার মোলাকাতের 'শওক' ও আগ্রহ প্রার্থনা করছি।'

(নাসায়ী)

শওকের মর্ম ঃ যে কাংখিত ও প্রিয় বস্তু কিছুটা জানা ও কিছুটা অজানা রয়েছে, তাকে পরিপূর্ণ জানা ও দেখার সহজাত অনুরাগ সৃষ্টি হওয়া।

'শওক' অর্জনের উপায় ঃ কাংখিত বস্তুর মুহাব্বত পয়দা করা। কারণ, মুহাব্বতের জন্য 'শওক' জরুরী বিষয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

'উন্‌স'-প্রীতির বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ ঃ 'তিনিই ঈমানদারগণের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন।' (সূরা ফাত্হ-৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

অর্থ ঃ 'যে সকল লোকই আল্লাহর যিকিরে বসে, রহমতের ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখে এবং তাদের উপর 'সাকীনা' (প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি) অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাদের কথা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের মধ্যে আলোচনা করেন।' (মুসলিম)

'উনসের' মর্ম ঃ যে জিনিস কিছুটা জানা ও স্পষ্ট, আর কিছুটা অজানা ও অস্পষ্ট, তার অস্পষ্টতার কারণসমূহ দেখে তা জানার ও স্পষ্ট করার আগ্রহ জন্মাকে 'শওক' বলে। আর স্পষ্টতার কারণসমূহ দেখে আনন্দ ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি হলে তাকে 'উন্স' বলে। এ আনন্দ অনেক সময় এতদূর প্রবল হয় যে, তখন কাংখিত বস্তুর 'জালালী সিফাত' বা বড়ত্ব, মহত্ব ও তেজোদ্দীপ্ত গুণাবলী ও তার তেজস্ক্রিয়ার বিষয় দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। যার ফলে তার কথা ও কাজের মধ্যে কিছুটা অকৃত্রিমতা চলে আসে—একে 'ইম্বিসাত' ও 'ইদলাল' বলা হয়। 'উনস' যেহেতু মুহাব্বতেরই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া, তাই 'উনস' অর্জনের ভিন্ন কোন পন্থা নেই। মুহাব্বত পয়দা করাই তার পন্থা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
'রাযা'-সন্তুষ্টির বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।'

www.islamfind.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ.

অর্থ ঃ 'মানুষের সৌভাগ্যের অন্যতম হলো, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে ফয়সালা করেন তার উপর রাজি ও সন্তুষ্ট থাকা।'

(আহমাদ, তিরমিযী)

'রাযার' মর্ম ঃ আল্লাহর ফয়সালার উপর মুখে বা অন্তরে আপত্তি না করা। কোন কোন সময় এ অবস্থা এমন প্রবল হয় যে, বিপদে-আপদে কষ্ট পর্যন্ত অনুভূত হয় না। এটিও মুহাব্বতেরই অন্যতম প্রভাব। যা অর্জনের ভিন্ন কোন পন্থা নেই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
'নিয়তের' বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ.

অর্থ ঃ 'এবং আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না, যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে।' (সূরা আন'আম-৫২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ ঃ 'আমল ধর্তব্য হয় নিয়তের ভিত্তিতে।'

নিয়তের মর্ম ঃ মন এমন কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া, যাকে নিজের লাভ ও স্বার্থের অনুকূল মনে করে।

'নিয়ত' অর্জনের উপায় ঃ নিজের লাভ ও উপকারের জিনিস—যেমন, নেক আমল এবং আখিরাতের পথে চলার উপকারিতা ও কল্যাণসমূহের জ্ঞান লাভ করে সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করবে, তাহলে মনের মধ্যে আমলের স্পৃহা জাগবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
'ইখলাসের' বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَآ اُمِرُوٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ

অর্থ ঃ 'তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।' (সূরা বায়্যিনাহ-৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا صَلّٰى فِى الْعَلَانِيَةِ فَاَحْسَنَ وَصَلّٰى فِى السِّرِّ فَاَحْسَنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذَا عَبْدِىْ حَقًّا.

অর্থ ঃ 'মানুষ যখন সবার সামনে উত্তমভাবে নামায পড়ে এবং গোপনেও উত্তমভাবে নামায পড়ে, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন—এ ব্যক্তি হলো, আমার সত্যিকারের বান্দা।' (ইবনু মাজা)

ইখলাসের মর্ম ঃ ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানানো। মানুষকে খুশি করা, তাদের সন্তুষ্টি লাভ করা বা নিজের নফসের কোন কামনা পূর্ণ করাকে লক্ষ্য না বানানো।

ইখলাস অর্জনের উপায় ঃ ইখলাস অর্জনের উপায় 'রিয়ার' প্রতিকারের মধ্যে জানা যাবে। কারণ, 'রিয়া' প্রতিহত করাই ইখলাস অর্জন করার শামিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
'সিদক'-নিষ্ঠার বর্ণনা

এখানে 'সিদক' দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং আধ্যাত্মিকতার 'মাকামাত' বা স্তরসমূহে সত্যিকার অর্থে উন্নতি করা উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ.

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় খাঁটি মুমিন তারা, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করেছে, তারপর আর সন্দেহ পোষণ করে নাই এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই খাঁটি ঈমানদার।' (সূরা হুজরাত–১৫)

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِاَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيْقِهٖ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَعَّانِيْنَ وَ صِدِّيْقِيْنَ فَاَعْتَقَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْضَ رَقِيْقِهٖ ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَا اَعُوْدُ.

অর্থ ঃ 'হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি তার এক গোলামের উপর লা'নত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, অভিশাপকারী হয়ে আবার সিদ্দীক! তখন আবু বকর (রাযিঃ) তাঁর একজন গোলামকে মুক্ত করে দিলেন এবং তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন—আর কখনো এরূপ করবো না।' (বাইহাকী)

'সিদকের' মর্ম ঃ আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উপনীত হবে, তার উৎকর্ষতা লাভ করা। যেন তাতে ত্রুটি না থাকে।

'সিদক' অর্জনের উপায় ঃ সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখবে। কখনো কোন কমতি হলে তার ক্ষতিপূরণ করবে। এভাবে কিছুদিনের মধ্যে ঐ মাকামের পূর্ণতা লাভ হবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
'মুরাকাবার' বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছুর নিরীক্ষক।' (সূরা নিসা–১)

www.islamfind.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ.

অর্থ ঃ 'ইহসান' হলো, তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করো, যেমন কিনা তুমি তাঁকে দেখছো। তুমি যদিও তাঁকে দেখছো না, কিন্তু তিনি তো তোমাকে দেখছেন।' (মুসলিম)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

অর্থ ঃ 'তুমি আল্লাহর প্রতি ধ্যান রাখো, তাঁকে তোমার সামনে পাবে।' (আহমাদ, তিরমিযী)

'মুরাকাবার' মর্মকথা ঃ অন্তর দ্বারা তার প্রতি ধ্যান রাখা, যে তাকে দেখাশোনা করছে।

'মুরাকাবা' অর্জনের উপায় ঃ এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাআলা আমার যাহের ও বাতেন অর্থাৎ, প্রকাশ্য ও গোপন সব জানেন। কোনকিছুই কোন সময়েই তাঁর নিকট গোপন নেই। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, মহত্ব ও অসীম ক্ষমতা এবং তাঁর আযাব-গযব ও শাস্তির কথাও স্মরণ করবে। নিয়মিতভাবে একথা স্মরণ করতে থাকলে এবং চিন্তা-ফিকির করতে থাকলে এ ধ্যান বদ্ধমূল হয়ে যাবে। তখন আল্লাহর মর্জির খেলাফ কোন কাজ তার দ্বারা আর সংঘটিত হবে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
'ফিকিরের' বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

অর্থ ঃ 'এবং আল্লাহ তাআলা মানুষদের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' (সূরা ইবরাহীম-২৫)

www.islamfind.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

فَاٰثِـرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى

অর্থ ঃ 'চিরস্থায়ী বস্তুকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর উপর প্রাধান্য দাও।' (আহমাদ)

ফিকিরের মর্ম ঃ জানা দুই জিনিসকে মনে হাজির করা, যার ফলে তৃতীয় জিনিস মনে হাজির হয়ে যায়। যেমন, একটি কথা এটা জানা আছে যে, আখিরাত চিরস্থায়ী, আর দ্বিতীয় কথা এটা জানা আছে যে, চিরস্থায়ী জিনিস প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত। এ দুই কথা মিলানোর দ্বারা তৃতীয় কথা এটা জানা গেলো যে, আখিরাত প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত। প্রথম দুই জিনিসকে মনের মধ্যে হাজির করাই তৃতীয়টি অর্জন করার উপায়।

উপরোল্লেখিত আধ্যাত্মিক স্তরসমূহ পরিশুদ্ধ করার দ্বারা আধ্যাত্মিক অন্যান্য স্তরও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য গুণ যেমন, 'তাকওয়া' অর্থাৎ পরহেযগারী, 'ওয়ারা' অর্থাৎ খোদাভীতি, 'কানাআত' অর্থাৎ অল্পেতুষ্টি, 'ইয়াকীন' অর্থাৎ বিশ্বাস, 'উবুদিয়াত' অর্থাৎ দাসত্ব, 'ইস্তিকামাত' অর্থাৎ দ্বীনের উপর দৃঢ়তা, 'হায়া' অর্থাৎ লজ্জা, 'হুররিয়্যাত' অর্থাৎ স্বাধীনতা, 'ফুতুওয়্যাত' অর্থাৎ বীরত্ব ও দানশীলতা, 'খুলুক' অর্থাৎ সদাচরণ, 'আদব' অর্থাৎ শিষ্টাচার, 'মারিফাত' অর্থাৎ আল্লাহর পরিচিতি লাভ ইত্যাদি গুণাবলীর উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে রয়েছে—

اِتَّـقُوا اللّٰهَ

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।' (সূরা আলে ইমরান–১০২)

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْـمَرْءِ تَـرْكُهٗ مَالَا يَعْنِيْهِ

'মানুষের ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো, অনর্থক কাজ–কথা পরিহার করা।'

اَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنٰى

'অল্পে তুষ্টি অফুরন্ত ভাণ্ডার।'

وَبِالْاٰخِـرَةِ هُمْ يـُوْقِنُوْنَ

www.islamfind.wordpress.com

'এবং তারা আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।'

(সূরা বাকারা–৪)

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

'তোমার রবের ইবাদত করো। তোমার নিকট সুনিশ্চিত বস্তু (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত।' (সূরা হিজর–৯৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

'নিশ্চয় যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের রব, তারপর তার উপর অবিচল থাকে।' (সূরা হা–মীম সিজদা–৩০)

اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

'আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করো।'

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

'তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয় নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও।' (সূরা হাশর–৯)

কিয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

يَا رَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ

'হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত! আমার উম্মত! —বলা।'

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

'নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।' (সূরা কালাম–৪)

مَازَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى

'দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি।' (সূরা নাজম–১৭)

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

'তারা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি।' (সূরা আন'আম–৯১)

(কুশাইরিয়াহ)

উপরোক্ত বিষয়সমূহের বিন্যাস সুস্পষ্ট বিধায়, আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করলাম।

www.islamfind.wordpress.com

বিস্তারিত সাধনার দ্বিতীয় প্রকার
মন্দ চরিত্রের আলোচনা

মন্দ চরিত্রসমূহ হলো—কামভাব, জিহ্বার আপদসমূহ, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, দুনিয়ার মোহ, কৃপণতা, হুব্বে জাহ বা পদমর্যাদার লোভ, রিয়া বা প্রদর্শন প্রবৃত্তি, উজব অর্থাৎ, আত্মশ্লাঘা ও অহংকার। আল্লাহর পথের পথিকের জন্য এ সমস্ত মন্দ চরিত্র দূর করা জরুরী। এগুলোকেও কয়েকটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করছি। প্রথম প্রকারের বিষয়গুলোর মত এগুলোও ইহইয়াউল উলূম গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
'শাহওয়াত' বা কামভাবের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ يُرِيْدُوْنَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا.

অর্থ ঃ 'এবং যারা শাহওয়াত অর্থাৎ, কামনার অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরাও সত্য পথ ছেড়ে চরমভাবে পথভ্রষ্ট হও।' (সূরা নিসা–২৭)

শাহওয়াতের মর্ম ঃ শাহওয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, মনের কুকামনাই হলো, 'শাহওয়াত'।

ব্যবস্থাপত্র ঃ মনের কামনার বিরুদ্ধে সাধনা করতে হবে। সাধনার পন্থা ও উপায়ের বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জিহ্বার আপদসমূহের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

অর্থ ঃ 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।' (সূরা কাফ–১৮)

www.islamfind.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ صَمَتَ نَجَا

অর্থ ঃ 'যে নীরব থাকলো, সে মুক্তি পেলো।' (আহমাদ, তিরমিযী)

জিহ্বার বিপদ অনেক রয়েছে। যথা—অনর্থক কথা বলা। শরীয়তবিরোধী কথা বলা। অন্যায় তর্ক–বিতর্ক করা। ঝগড়া করা। ঘুরিয়ে–পেঁচিয়ে ও রং দিয়ে কথা বলা। গালাগালি করা। কারো উপর অভিশম্পাত করা। গান–বাদ্য করা। এমন ঠাট্টা করা, যার দ্বারা অন্যে কষ্ট পায়, বা অধিক পরিমাণ ঠাট্টা–মশকরা করা। কারো গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়া। মিথ্যা ওয়াদা করা। মিথ্যা কথা বলা। মিথ্যা শপথ করা। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। গীবত করা। কুটনামী করা। দুই পক্ষের নিকট গিয়ে দুই রকম কথা বানিয়ে বলা। কারো অধিক পরিমাণে প্রশংসা বা তোষামোদ করা। আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে নিছক ধারণার উপর ভিত্তি করে কথা বলা। আলেমগণের নিকট অনর্থক কথা জিজ্ঞাসা করা।

ব্যবস্থাপত্র ঃ যে কোন কথা বলার পূর্বে সামান্য সময় চিন্তা করবে যে, এ কথার দ্বারা মহান শ্রবণকারী ও মহান দ্রষ্টা আল্লাহ তাআলা তো অসন্তুষ্ট হবেন না? তাহলে ইনশাআল্লাহু তাআলা গুনাহের কোন কথা মুখ দিয়ে বের হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
'গযব' বা ক্রোধের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ.

অর্থ ঃ 'কাফিরগণ যখন তাদের মনের মধ্যে জাহেলিয়াতের ক্রোধ আনলো।' (সূরা ফাত্হ–২৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تَغْضَبْ

অর্থ ঃ 'রাগ করো না।' (বুখারী)

www.islamfind.wordpress.com

ক্রোধের মর্ম ঃ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে হৃদয়ের রক্ত বলক মেরে ওঠা।

ব্যবস্থাপত্র ঃ এ কথা চিন্তা করবে যে, আমার উপর আল্লাহ তাআলার কুদরত অনেক বেশী। আমি তার নাফরমানীও করে থাকি। তিনিও যদি আমার সঙ্গে এই একই রকম ক্রোধের আচরণ করেন, তাহলে আমার কী অবস্থা হবে? আরো চিন্তা করবে যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই ঘটে না। তাই আমি আল্লাহর ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার কে? মুখে 'আউযুবিল্লাহ' পড়বে। দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে, আর বসা থাকলে শুয়ে পড়বে। ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওযু করবে। এতেও ক্রোধ প্রশমিত না হলে, যার সাথে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে, তার থেকে দূরে সরে যাবে বা তাকে দূরে সরিয়ে দিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
'হিক্‌দ' বা বিদ্বেষের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

অর্থ ঃ 'ক্ষমার গুণ গ্রহণ করো, সৎকাজের আদেশ করো এবং অজ্ঞদের থেকে দূরে থাকো।' (সূরা আ'রাফ–১৯৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تَبَاغَضُوْا

অর্থ ঃ 'তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করো না।' (বুখারী, মুসলিম)

বিদ্বেষের মর্ম ঃ ক্রোধের সময় প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পেরে ক্রোধ সংবরণ করার ফলে—যার উপর ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিলো তার উপর—মনে এক প্রকারের চাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাকে 'বিদ্বেষ' বলে।

ব্যবস্থাপত্র ঃ যে ব্যক্তির উপর ক্রোধ সৃষ্টি হয়েছে তার অপরাধ মাফ করে তার সঙ্গে কষ্ট করে হলেও মেলামেশা করবে। এভাবে কিছুদিনের মধ্যে মন থেকে বিদ্বেষ বের হয়ে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
'হাসাদ' বা হিংসার বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

অর্থ ঃ 'এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে (আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।' (সূরা ফালাক-৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تَحَاسَدُوْا

অর্থ ঃ 'তোমরা পরস্পরে হিংসা করো না।' (বুখারী)

হিংসার মর্ম ঃ কারো ভালো অবস্থা সইতে না পারা এবং তার এই ভালো অবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কামনা করা।

ব্যবস্থাপত্র ঃ কৃত্রিমভাবে হলেও ঐ লোকের খুব প্রশংসা করবে। তার সঙ্গে খুব সদাচরণ ও বিনম্র ব্যবহার করবে। এগুলো করার দ্বারা ঐ ব্যক্তির অন্তরে তোমার ভালোবাসা জন্মাবে। ফলে সেও তোমার সঙ্গে একইরূপ আচরণ করতে থাকবে। এতে তোমার অন্তরে তার ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং হিংসা বিদূরিত হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
'হুব্বে দুনিয়া' বা দুনিয়ার মুহাব্বতের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অর্থ ঃ 'দুনিয়ার জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।'

(সূরা আলে ইমরান-১৮৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ.

অর্থ ঃ 'দুনিয়া মুমিনের কারাগার এবং কাফিরের বেহেশত।' (মুসলিম)

www.islamfind.wordpress.com

দুনিয়ার মর্ম ঃ যে জিনিসের মধ্যে নফসের প্রাপ্তি রয়েছে, আর আখেরাতে তার ভালো কোন ফল নেই তাই দুনিয়া।

ব্যবস্থাপত্র ঃ মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ করবে। লম্বা সময়ের জন্য পরিকল্পনা ও সাজ–সরঞ্জাম করবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
'বুখল' বা কৃপণতার বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ

অর্থ ঃ 'আর যে কৃপণতা করে, সে নিজের সঙ্গেই কৃপণতা করে।' অর্থাৎ, কৃপণতার ক্ষতি তার উপরই বর্তায়। (সূরা মুহাম্মাদ–৩৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ.

অর্থ ঃ 'কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, জাহান্নামের নিকটবর্তী।' (তিরমিযী)

কৃপণতার মর্ম ঃ যে জিনিস ব্যয় করা শরীয়তের দিক থেকে বা ভদ্রতার দিক থেকে জরুরী, তাতে সংকীর্ণতা করা।

ব্যবস্থাপত্র ঃ মালের মুহাব্বত মন থেকে বের করবে। দুনিয়ার মুহাব্বতের 'ব্যবস্থাপত্রে' যেটা উল্লেখ করা হয়েছে। মালের মুহাব্বত মন থেকে বের করার পন্থাও ঐটিই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ
'হিরস' বা লোভের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.

অর্থ ঃ 'এবং কাফিরদেরকে দুনিয়ার ভোগবিলাসের যে সমস্ত সামগ্রী দিয়েছি, আপনি সেগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপও করবেন না।' (সূরা হিজর-৮৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ.

অর্থ ঃ 'মানুষ বৃদ্ধ হয় আর তার দু'টি জিনিস যুবক হয়, অর্থাৎ শক্তিশালী হয়—সম্পদের লোভ এবং বেঁচে থাকার লোভ।' (বুখারী ও মুসলিম)

লোভের মর্ম ঃ ধনসম্পদ ইত্যাদিতে অন্তর লিপ্ত হওয়া।

ব্যবস্থাপত্র ঃ ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিবে, যাতে অধিক আমদানীর চিন্তায় না পড়ে। ভবিষ্যতে কী হবে এ নিয়ে চিন্তা করবে না। একথা চিন্তা করবে যে, লোভী ব্যক্তি সর্বদা লাঞ্ছিত হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

হুব্বে জাহ বা পদমর্যাদার লোভের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَّالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ ঃ 'ঐ আখিরাতের ঘর আমি তাদেরকে দান করবো, যারা দুনিয়াতে বড়ত্ব চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না, আর উত্তম পরিণতি পরহেযগারদের জন্য।' (সূরা কাসাস-৮৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِىْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ.

অর্থ ঃ 'দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘকে ছাগল পালের মধ্যে ছেড়ে দিলে ছাগল পালের যে ক্ষতি করে, তার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর মানুষের সম্পদ ও ধর্মীয় পদমর্যাদার লোভ।' (তিরমিযী)

www.islamfind.wordpress.com

পদমর্যাদার লোভের মর্ম ঃ মানুষের মন বশে আসা, যার ফলে মানুষ এর সম্মান ও আনুগত্য করবে।

ব্যবস্থাপত্র ঃ এ কথা চিন্তা করবে যে, যারা আমার সম্মান করছে, আনুগত্য করছে, না তারা বেঁচে থাকবে, না আমি বেঁচে থাকবো। তাহলে এমন কল্পনানির্ভর ধ্বংসশীল বস্তুর উপর খুশি হওয়া বোকামী। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো, এমন কোন কাজ করবে, যা শরীয়তবিরোধী নয়, কিন্তু সামাজিকভাবে তার মর্যাদার পরিপন্থী। এতে করে মানুষের চোখে সে লাঞ্ছিত হবে। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে মানুষ যাদেরকে মেনে চলে, যাদের অনুসরণ করে তাদের এমন করা ঠিক নয়, এতে ধর্মীয় কাজে ভাটা পড়বে।

দশম পরিচ্ছেদ
'রিয়া' বা প্রদর্শন প্রবৃত্তির বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يُرَاءُونَ النَّاسَ

অর্থ ঃ 'তারা মানুষকে দেখায়।' (সূরা নিসা–৪২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই সামান্য রিয়াও শিরক।' (ইবনু মাজা)

রিয়ার মর্ম ঃ আল্লাহ তাআলার ইবাদতে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করা যে, মানুষের চোখে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাক।

ব্যবস্থাপত্র ঃ পদমর্যাদার লোভকে অন্তর থেকে বের করে দিবে। কারণ, রিয়া তারই একটি শাখা। যে সমস্ত ইবাদত জামাআতের সাথে করার হুকুম নেই, সেগুলো গোপনে আদায় করবে, আর যেগুলো প্রকাশ করা জরুরী সেগুলোর ক্ষেত্রে পদমর্যাদার লোভ দূর করাই যথেষ্ট।

আমার সাইয়েদ, আমার মুরশিদ হযরত মাওলানা আলহাজ হাফিয ইমদাদুল্লাহ (দাঃ বাঃ) এর আরেকটি ব্যবস্থাপত্র এই দিয়েছেন যে, যে

www.islamfind.wordpress.com

ইবাদতের মধ্যে রিয়া হবে, সে ইবাদত অধিক পরিমাণে করতে থাকবে। তখন কেউ আর এদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না এবং তার নিজেরও এদিকে মনোযোগ থাকবে না। ঐ ইবাদত কিছু দিনের মধ্যে তার অভ্যাসে এবং অভ্যাসে থেকে ইবাদত ও ইখলাসে পরিণত হয়ে যাবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ
'তাকাব্বুর' বা অহংকারের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অহংকারীদেরকে ভালোবাসেন না।' (সূরা নাহল—২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ.

অর্থ ঃ 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার রয়েছে।' (মুসলিম)

তাকাব্বুরের মর্ম ঃ পূর্ণতার গুণাবলীতে নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় মনে করা।

ব্যবস্থাপত্র ঃ আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্মরণ করবে, তাহলে তার মোকাবেলায় নিজের গুণ ও পূর্ণতাকে অতি সামান্য দেখতে পাবে। যাকে নিজের চেয়ে বড় মনে করে তার সঙ্গে সম্মান ও বিনয়ের আচরণ করবে, যাতে করে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
'উজুব' বা আত্মশ্লাঘার বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ ঃ 'যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে বিমুগ্ধ করেছিলো।' (সূরা তাওবা-২৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَ شُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِيَ اَشَدُّهُنَّ.

অর্থ ঃ 'আর ধ্বংসাত্মক বিষয়সমূহ হলো—সেই কুবাসনা, যার অনুসরণ করা হয় এবং ঐ কার্পণ্য, যা মেনে চলা হয় এবং মানুষ নিজেকে নিজে ভালো মনে করা, আর এটি হলো, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক।' (বাইহাকী)

উজুবের মর্ম ঃ নিজের পূর্ণতাকে নিজের বলে মনে করা এবং তা ছিনিয়ে নেওয়ার ভয় করা।

ব্যবস্থাপত্র ঃ নিজের পূর্ণতাকে আল্লাহর দান মনে করবে এবং তাঁর অমুখাপেক্ষী মহাক্ষমতাকে স্মরণ করে ভয় করবে যে, হয়তো তিনি এটা আমার থেকে ছিনিয়ে নিবেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
'গুরূর' বা ধোঁকার বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থ ঃ 'মারাত্মক প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকায় না ফেলে।' (সূরা লুকমান-৩৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلتَّجَافِيْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ

অর্থ ঃ 'ধোঁকার ঘর অর্থাৎ, দুনিয়া থেকে পৃথক থাকা।' (বাইহাকী)

ধোঁকার মর্ম ঃ যে বিশ্বাস নফসের খাহেশের অনুকূল এবং মন তার

www.islamfind.wordpress.com

দিকে ধাবিত হয়, কোন সন্দেহ বা শয়তানের ধোঁকার ফলে তার উপর মন নিশ্চিন্ত হওয়া।

ব্যবস্থাপত্র ঃ সবসময় নিজের আমল ও হালতকে কুরআন, হাদীস এবং খাঁটি আল্লাহওয়ালাদের কথা ও কাজের সঙ্গে মিলাতে থাকবে।

উপরোক্ত মন্দ চরিত্রসমূহ দূর করা হলে অন্যান্য মন্দ চরিত্রও বিদূরীত হবে।

আত্মার এ সমস্ত উত্তম চরিত্র ও মন্দ চরিত্রকে জনৈক বুযুর্গ সংক্ষেপে এবং সুন্দররূপে দু'টি চতুষ্পদীর মধ্যে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। যা মুখস্থ করার মত এবং ওযীফা বানানোর উপযুক্ত। চতুষ্পদী দু'টি এই—

خواہی کہ شوی بمنزل قرب عظیم
نہ چیز بنفس خویش فرما تعلیم
صبر و شکر و قناعت و علم و یقین
تفویض و توکل و رضا و تسلیم

অর্থ ঃ আপন রবের নৈকট্য পেতে চাও যদি তুমি
নয়টি গুণ দ্বারা শোভিত করো আপন অন্তরভূমি
সবর, শোকর, অল্পে তুষ্টি, ইলম ও ইয়াকীন
আত্মসমর্পণ, ভরসা পোষণ ও সন্তুষ্ট জীবন।

خواہی کہ شود دل تو چوں آئینہ
دہ چیز بروں کن از درون سینہ
حرص و امل و غضب و دروغ و غیبت
بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ

অর্থ ঃ আয়নার মতন উজ্জ্বল বরণ মন যদি তুমি চাও,
মনভূমি হতে এ দশ রিপু তবে বের করে দাও।
লোভ–লালসা, দীর্ঘ আশা, ক্রোধ, মিথ্যা, গীবত,
বখিলী, রিয়া, হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংবোধ।

www.islamfind.wordpress.com

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জানা উচিত যে, 'মুরাকাবা'র মাকামের সাথে সম্পৃক্ত আরো দু'টি জিনিস রয়েছে। একটি হলো, 'মুশারাতা'—যার সম্পর্ক 'মুরাকাবা'র পূর্বের সঙ্গে। দ্বিতীয়টি হলো, 'মুহাসাবা'—যার সম্পর্ক 'মুরাকাবা'র পরের সঙ্গে।

'মুশারাতা' হলো, প্রতিদিন ভোরে উঠে কিছুসময় নির্জনে বসে নিজের মনকে খুব করে বুঝাবে যে, দেখো মন! অমুক অমুক কাজ করবে, আর অমুক অমুক কাজ করবে না। তারপর হলো, 'মুরাকাবা' অর্থাৎ, নফসের সঙ্গে কৃত এ অঙ্গীকারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। তারপর দিন শেষে শোয়ার পূর্বে 'মুহাসাবা' করবে, অর্থাৎ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত কাজ করেছে, সেগুলোকে খুঁটে খুঁটে মনে করবে। যে সমস্ত নেক কাজ করেছে সেগুলোর জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করবে এবং যে সমস্ত মন্দ কাজ হয়েছে বা নেক কাজের মধ্যে মন্দের মিশ্রণ হয়েছে, সেগুলোর কারণে নিজের নফসকে তিরস্কার করবে, শাসাবে এবং ধমকাবে। শুধু ধমকানো ও শাসানো যথেষ্ট না হলে উপযুক্ত কিছু শাস্তি নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

অর্থ ঃ 'প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, সে আগামীকালের (কিয়ামত) জন্য কী পাঠালো?' (সূরা হাশর–১৮) (ইহইয়াউল উলূম)

www.islamfind.wordpress.com

তৃতীয় অধ্যায়
আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

এ অধ্যায়ের অধীনে কয়েকটি পরিচ্ছেদে কিছু জরুরী মাসআলা বর্ণনা করা হবে।

পরিচ্ছেদ-১ ঃ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার পর আর বিতাড়িত হয় না। যারা বিতাড়িত হয়েছে, তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার পূর্বে বিতাড়িত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ-২ ঃ আল্লাহর ওলীগণ অন্যদের চেয়ে ইবাদতের অধিক সওয়াব পেয়ে থাকেন। কারণ, তাদের ইবাদতের মধ্যে ইখলাস ও দাসত্ব গুণ অধিক হয়ে থাকে।

পরিচ্ছেদ-৩ ঃ অলৌকিক ঘটনা কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। তার এক প্রকারকে বলে 'কাশফ' (كشف)। 'কাশফ' আবার দুই প্রকার—

ক. কাশফে কাউনী (كشف كونى)

খ. কাশফে ইলাহী (كشف الهى)

'কাশফে কাউনী' (كشف كونى) যার হয়, স্থান ও কালের দূরত্ব তার জন্য আড়াল ও অন্তরাল হয় না। সে দূরবর্তী স্থানের বা পরবর্তী সময়ের কোন বস্তুর অবস্থা জানতে পারে।

'কাশফে ইলাহী' (كشف الهى) বলা হয়, আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত বা আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী) সংক্রান্ত কোন বিশেষ জ্ঞান, সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রহস্যপূর্ণ জ্ঞান অন্তরে অবতীর্ণ হওয়া। বা 'আলমে মিসালের' মধ্যে এগুলো আকৃতি ধারণ করে বিকশিত হওয়া।

অলৌকিকতার দ্বিতীয় প্রকারকে বলে 'ইলহাম' (الهام)। 'ইলহাম' বলা হয়, আল্লাহর ওলীর অন্তরে ইতমীনানের সাথে কোন ইলম অবতীর্ণ হওয়া বা অদৃশ্য ঘোষকের শব্দ শুনতে পাওয়া।

অলৌকিকতার তৃতীয় প্রকারকে বলে 'তাসাররুফ' ও 'তা'সীর'(تصرف و تأثير)। এটি আবার দু' প্রকার। এক হলো, মুরীদের অন্তরে 'তাসীর' (تأثير) করা বা প্রভাব বিস্তার করা, যাতে করে তার

www.islamfind.wordpress.com

অন্তর আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, জগতের অন্যান্য বস্তুর মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করা। এটা সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, আবার দু'আর মাধ্যমেও হতে পারে। এতদসংক্রান্ত অসংখ্য ঘটনা আল্লাহর ওলীদের থেকে বর্ণিত রয়েছে।

পরিচ্ছেদ-৪ ঃ 'কাশফ' (كشف)ও 'ইলহাম' (الهام) দ্বারা 'যন্নী' (ظنی) হাসিল হয়। [এটি শরীয়তের কোন দলিল নয়। তাই] কাশফ ও ইলহাম শরীয়তের বিধানের সাথে সাজুয্যপূর্ণ হলে তা গৃহীত হবে।

আর যদি 'কাশফ' ও 'ইলহাম' শরীয়তের বিধানের সাথে সাজুয্যপূর্ণ না হয় তাহলে তা পরিহার করা ওয়াজিব। (কারণ, ইসলামী শরীয়ত হলো, চিরস্থায়ী তা কোনভাবেই 'মানসূখ' (منسوخ) বা রহিত হতে পারে না।)

আর যদি কাশফ শরীয়তবিরোধী না হয়, [তাহলে ব্যবস্থাপনাগত বিষয় বা নিছক দুনিয়াবী বিষয়সমূহে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যদি] দুই কাশফ পরস্পরবিরোধী হয়, এবং ঐ উভয় কাশফ একই ব্যক্তির হয়, তাহলে সর্বশেষ কাশফ গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কাশফ দু'টি দুই ব্যক্তির হয় তাহলে স্বাভাবিক, সজাগ ও চৈতন্যের অধিকারী ব্যক্তির কাশফ ভাবোন্মত্ত ব্যক্তির কাশফের চেয়ে অধিক আমলযোগ্য হবে। আর যদি উভয়েই স্বাভাবিক ও সজাগ হয়, তাহলে যার কাশফ অধিকাংশ সময় শরীয়তসম্মত হয় তারটা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি এ ক্ষেত্রেও উভয়ে সমান হয়, তাহলে যার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য ও কবুলিয়াতের লক্ষণসমূহ অধিক পরিলক্ষিত হয়, তার কাশফ প্রাধান্য পাবে। আর যদি এ বিষয়েও উভয়ে সমান হয় তাহলে যাকে নিজের মন গ্রহণ করে, তার উপর আমল জায়িয আছে।

আর যদি একটি কাশফ একজনের আর অপরটি হয় একাধিক জনের তাহলে একদল লোকের কাশফই শক্তিশালী হবে। তবে যদি পূর্বের ব্যক্তি একাই অন্য সবার চেয়ে অধিক কামিল হয় তাহলে তার কাশফই প্রাধান্য পাবে।

পরিচ্ছেদ-৫ ঃ আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য অলৌকিক ঘটনার অধিকারী হওয়া জরুরী নয়। কোন কোন সাহাবী থেকে সারা জীবনেও কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটেনি, অথচ তাঁরা সমস্ত ওলীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ফযীলত ও মর্যাদার ভিত্তি হলো, আল্লাহর নৈকট্য এবং ইবাদতে ইখলাসের উপর। অলৌকিক ঘটনা অনেক যোগী–সন্ন্যাসীদের থেকেও ঘটে থাকে। এটি সাধনার ফল। অলৌকিক ঘটনার মর্যাদা অন্তরের যিকরের চেয়েও কম। 'আওয়ারিফ' গ্রন্থের লেখক অলৌকিক ঘটনার অধিকারী নয় এমন লোকদেরকে অলৌকিক ঘটনার অধিকারী লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

আরেফগণের বড় কারামত হলো, শরীয়তের উপর অবিচল থাকা এবং তাদের বড় কাশফ হলো, মুরীদদের আধ্যাত্মিক যোগ্যতা বুঝতে পেরে সে অনুপাতে তাদেরকে তারবিয়্যাত দান করা। শাইখে আকবার লিখেছেন যে, কতক কারামতের অধিকারী আল্লাহর ওলী মৃত্যুর সময় আশা ব্যক্ত করেছেন যে, হায়! যদি আমাদের থেকে কারামত প্রকাশ না পেতো!

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তাহলে আল্লাহর ওলীদের আল্লাহর ওলী হওয়ার বিষয়টি কিভাবে বোঝা যাবে। এর উত্তর হলো, প্রথমতঃ আল্লাহর ওলী হওয়ার ব্যাপারটি একটি গোপন বিষয়, তা জানতে পারার প্রয়োজনটাই বা কী? আর যদি এটি জানার উদ্দেশ্য হয় তাদের থেকে উপকৃত হওয়া, তাহলে [জেনে রেখ এটা কারামত দিয়ে নির্ণয় করা যায় না, বরং তা ঐ দশটি আলামত দ্বারা নির্ণয় করতে হবে যা কসদুস সাবীলে উল্লেখ রয়েছে। সেসব আলামত যাদের মধ্যে পাবে] তাদের সুহবত ও তা'লীম দ্বারা সৌভাগ্যবান হও। যখন দিনে দিনে নিজের অবস্থার পরিবর্তন দেখতে পাবে তখন নিজে নিজেই জানতে পারবে যে, তার মধ্যে তা'সীর (تاثیر) বা প্রভাব প্রয়োগের শক্তি আছে।

পরিচ্ছেদ-৬ ঃ পীর খোঁজার পদ্ধতি

বাতেনী কামাল বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভ করা যখন জরুরী প্রমাণিত হলো, আর আল্লাহ তাআলার নিয়ম এটাই যে, পীরের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে এ পথ অতিক্রম করা যায় না, তাই একজন হক্কানী পীর

www.islamfind.wordpress.com

তালাশ করে নেওয়াও জরুরী। হক্কানী পীর খুঁজে বের করার পদ্ধতি এই যে, পীরদের মধ্যে যাদেরকে কামেল মনে হবে, তাদের সঙ্গে বেশী বেশী মেলামেশা করতে থাকবে। তাদের কারো দোষ তালাশ করবে না বা কাউকে আল্লাহর ওলী বলে অস্বীকার করার ক্ষেত্রেও তাড়াহুড়া করবে না। আবার তাড়াতাড়ি বাইআতও হবে না।

বরং প্রথমতঃ দেখবে যে, শরীয়তের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত কিনা, যদি শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত না হন, তাহলে তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। যদিও তার থেকে অলৌকিক ঘটনা ঘটুক না কেন। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিচ্ছেন—

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا

অর্থ ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আপনি তাদের মধ্যে থেকে কোন পাপী বা কোন কাফিরের কথা মানবেন না।' (সূরা দাহর–২৪)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا.

অর্থ ঃ 'এবং তার কথা মেনো না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার কামনার অনুসরণ করে এবং তার কাজ সীমাতিক্রম করে গেছে।' (সূরা কাহাফ–২৮)

আর যদি তিনি শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, তাহলে তিনি যে, নেক এবং ওলী তা তো প্রমাণিত হলো, কিন্তু যে ব্যক্তি হক্কানী পীর তালাশ করছে তার তো প্রয়োজন 'তারবিয়্যাত', তাই এখনই তার কাছে বাইআত হবে না। বরং তার সঙ্গে কিছুদিন অবস্থান করে দেখবে যে, তার সংসর্গে থাকার দ্বারা অন্তরে কোন প্রভাব (আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত এবং দুনিয়া ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি) হয় কি না। কারণ, হাদীস শরীফে আল্লাহর ওলীদের এই পরিচয়ই এসেছে—

اِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ

'তাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।'

www.islamfind.wordpress.com

তবে বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষের জন্য অল্প সময়ের সুহবতে এটি বুঝতে পারা কঠিন। এমন সময় তার মুরীদদের মধ্যে থেকে যাকে বুদ্ধিমান এবং সত্যবাদী দেখবে, তার নিকটে শাইখের তা'সীর বা প্রভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থ ঃ 'তোমরা যদি না জানো, তাহলে যে জানে তাকে জিজ্ঞাসা করো।' (সূরা নাহ্ল-৪৩)

এবং হাদীস শরীফে এসেছে—

اِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ

অর্থ ঃ 'অজ্ঞতা রোগের ঔষধ হলো, অন্যকে জিজ্ঞাসা করা।'

তাই নির্ভরযোগ্য কোন মানুষ সাক্ষ্য দিলে তা বিশ্বাস করবে। আর একাধিক মানুষ যদি এমনিতেই সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তা হবে অধিক তৃপ্তির কারণ। তবে লক্ষণ দ্বারা সাক্ষ্যদাতাদের সত্যবাদী মনে হতে হবে। মুরীদরা সাধারণতঃ পীরকে আকাশে তুলে থাকে এমন যেন না হয়। এভাবে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর তার নিকট বাই'আত হবে এবং তার কথা মত আমল করবে।

পরিচ্ছেদ-৭ ঃ একাধিক পীর ধরার বর্ণনা

একজন শাইখের (পীরের) খেদমতে ভক্তি ও সুধারণা সহকারে উল্লেখযোগ্য একটি সময় অবস্থান করা সত্ত্বেও যদি তার কোন উপকারিতা ও প্রতিক্রিয়া না পায়, তাহলে নিজের কাংখিত বস্তু অন্যত্র তালাশ করবে। কারণ, লক্ষ্য হলো, আল্লাহকে পাওয়া, শাইখ মূল লক্ষ্য নয়। কিন্তু পূর্বের শাইখের সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস পোষণ করবে না। এমনও হতে পারে যে, তিনি কামেল ও মুকাম্মিল লোক, কিন্তু তার সফলতা এখানে নেই। একইভাবে উদ্দেশ্য সাধনের পূর্বে শাইখের ইন্তিকাল হয়ে গেলে বা এতদূরে চলে গেলে যে, শাইখের মোলাকাতের আশাই না থাকে, তাহলেও অন্যত্র নিজের লক্ষ্যবস্তু খোঁজ করবে। এরূপ চিন্তা করবে না যে, কবর থেকে ফয়েয নেওয়া যথেষ্ট হবে, অন্য শাইখের

www.islamfind.wordpress.com

কী প্রয়োজন। কারণ, কবর থেকে তা'লীমের ফয়েয লাভ করা যায় না। তবে নিসবতের অধিকারী ব্যক্তির হালাতের উন্নতি ঘটে ; আর এ ব্যক্তি তো এখনো তা'লীমের মুখাপেক্ষী। তা না হলে কারোই বাই'আতের জরুরত হতো না। কামেল লোকদের লাখ লাখ কবর বিদ্যমান রয়েছে ; বরং নবীগণের কবরও তো বিদ্যমান রয়েছে। তাই হক্কানী ও কামেল জীবিত লোকের নিকট থেকেই তা'লীম-তারবিয়ত গ্রহণ করতে হবে।

পরিচ্ছেদ-৮ ঃ বিনা প্রয়োজনে কেবলই শখের বশে কয়েক জায়গায় বাইয়াত হওয়া খারাপ। এতে বাইয়াতের বরকত চলে যায়। শাইখের মন ক্লেদাক্ত হয়। 'নিসবত' ছিন্ন হওয়ার আশংকা থাকে।

পরিচ্ছেদ-৯ ঃ শাইখের সান্নিধ্যে থাকার ফলে অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে বলে বুঝতে পারলে তার সাহচর্যকে গনীমত মনে করবে। তার মুহাব্বত ও ভালোবাসাকে অন্তরে সুদৃঢ় করবে। তার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। তাকে খুশি রাখবে। এমন কোন আচরণ করবে না, যার কারণে শাইখের মনে আবিলতার সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা 'ফয়েয' বন্ধ হয়ে যায়। সূরায়ে হুজরাতের প্রথম কয়েক আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কিরূপ আদব বজায় রেখে চলবে, সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে—শাইখ যেহেতু নবীর ওয়ারিস—তাই তার মুহাব্বত ও আদবের বিধানও রয়েছে।

পরিচ্ছেদ-১০ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, নিজের পীরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবে। বাহ্যতঃ কথাটি সঠিক মনে হয় না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ فَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

অর্থ ঃ 'এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর বড় জ্ঞানী রয়েছে।'

(সূরা ইউসুফ-৭৬)

এর উত্তর হলো, যদি ভালোবাসার আতিশয্যে এরূপ মনে করে, তাহলে সে মা'যুর। আর যদি ভালোবাসার উন্মাদনার প্রাবল্য না হয়,

তাহলে এতটুকু মনে করবে যে, আমার অনুসন্ধানে জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে এর চেয়ে অধিক উপকারী ব্যক্তি আমি পাবো না।

আমার শাইখ আমার মুরশিদ আমার মনিব আলহাজ্জ আলহাফিয মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ (দামাত বারাকাতুহুম) এ কথার ব্যাখ্যায় এমনটিই বলেছেন।

পরিচ্ছেদ-১১ ঃ নিজের শাইখ দ্বারা কদাচিৎ যদি কোন আপত্তিজনক কাজ হয়ে যায়, তাহলে আপত্তি করবে না। হযরত মূসা (আঃ) এবং খিযির (আঃ)এর ঘটনা স্মরণ করবে বা ভালো কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করবে, কিংবা এ কথা মনে করবে যে, ওলীগণ নিষ্পাপ নন তাছাড়া তাওবা করলে সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই তিনিও তাওবা করলে মাফ পেয়ে যাবেন। তবে এ কথাগুলো ঐ শাইখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যিনি শরীয়তের পাক্কা অনুসারী ও মজবুত, কিন্তু ঘটনাচক্রে তার দ্বারা এমন কোন কাজ হয়ে গেছে। আর যদি সে এমন হয় যে, পাপাচারকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে, তাহলে সে ওলী নয়। তার কথা ও কাজের ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। তার থেকে দূরে সরে যাবে।

পরিচ্ছেদ-১২ ঃ আল্লাহর ওলীদের আদবের ক্ষেত্রে ত্রুটি করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনিভাবে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা আরও জঘন্য কাজ। কারণ, এতে আল্লাহ ও রাসূলের শানে কমতি ও ত্রুটি হয়ে থাকে। যেমন, তাদেরকে 'আলিমুল গায়ব' বা গায়ব সম্পর্কে অবগত মনে করা। এটা একটা কুফুরী বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ.

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ছাড়া আসমান-জমিনের আর কেউই গায়ব জানে না।' (সূরা নামল-৬৫)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ

অর্থ ঃ '(হে নবী আপনি) বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে,

www.islamfind.wordpress.com

আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি একথাও বলি না যে, আমি গায়ব জানি।' (সূরা আন'আম-৫০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

অর্থ ঃ 'তারা আল্লাহর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্তে আনতে পারে না, তবে তিনি যা চান।' (সূরা বাকারা-২৫৫)

আল্লাহর ওলীদেরকে কোন জিনিসকে অস্তিত্ব দেওয়ার বা বিলুপ্ত করার বা সন্তান, রিযিক ইত্যাদি দেওয়ার বা আল্লাহর থেকে জোর-জবরদস্তি দেওয়ানোর উপর ক্ষমতাবান মনে করা এটাও কুফুরী বিশ্বাস। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ

অর্থ ঃ '(হে নবী আপনি) বলুন যে, আমি আমার নিজের লাভ-লোকসানের মালিক নই, তবে যতটুকু আল্লাহ চান।'

(সূরা আ'রাফ-১৮৮)

আল্লাহর ওলীদের জন্য ইবাদতের কোন পন্থা অবলম্বন করা, যথা তাদের নামে মান্নত করা, তাদের বা তাদের কবরের চতুর্দিকে তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা, তাদের নিকট দু'আ করা, তাদের নামকে ইবাদত হিসাবে জপা—এগুলোর কোনটা গুনাহ-বিদআত এবং কোনটা কুফুরী ও শিরকী।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

অর্থ ঃ 'আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' (সূরা ফাতিহা-৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلٰوةِ

অর্থ ঃ 'বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা নামাযের মত ইবাদত।'

www.islamfind.wordpress.com

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

অর্থ ঃ 'দু'আ করা একটি বড় ইবাদত।'

তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ.

অর্থ ঃ 'এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেন যে, আমার কাছে দু'আ করো, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো। নিঃসন্দেহে যারা ইবাদত করতে অহংকার করে, অতিসত্বর তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা মু'মিন-৬০)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ.

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা আহ্বান করো, তারা তোমাদের মতই বান্দা।' (সূরা আ'রাফ-১৯৪)

পরিচ্ছেদ-১৩ ঃ কোন ওলী কখনো কোন নবীর পর্যায়ে পৌছতে পারে না। ইবাদত কখনো মাফ হতে পারে না, বরং খাস লোকদের অধিক ইবাদতের হুকুম রয়েছে। তবে স্বাভাবিক অনুভূতিহীন 'মাজযূব' ব্যক্তি মা'যূর বলে গণ্য। ওলীরা নিষ্পাপ নয় এবং কোন সাহাবীর মর্যাদায়ও তারা পৌছতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ

অর্থ ঃ 'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত।' (সূরা আলে ইমরান-১১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ

অর্থ ঃ 'সমস্ত যামানার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো আমার যামানা।'

www.islamfind.wordpress.com

তাছাড়া এ ব্যাপারে 'ইজমা' বা ঐক্যমত রয়েছে যে, সকল সাহাবী 'আদেল' বা বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও পরহেযগার। বিশিষ্ট তাবিয়ী আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন—

اَلْغُبَارُ الَّذِىْ دَخَلَ اَنْفَ فَرَسِ مُعَاوِيَةَ خَيْرٌ مِنْ اُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ وَ عُمَرَ الْمَرْوَانِيِّ.

অর্থাৎ, 'হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)এর ঘোড়ার নাকে যে ধুলা প্রবেশ করেছে, তা হযরত উয়াইস করনী (রহঃ) এবং উমর বিন আবদুল আযীয মারওয়ানী (রহঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ।'

পরিচ্ছেদ-১৪ ঃ কবরকে বেশী উঁচু করা, কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা, জাক-জমক ধুমধামের সাথে উরস করা। আলোকসজ্জা করা—যেমন কিনা বর্তমান যুগে প্রচলিত রয়েছে—জীবিত বা মৃতকে সিজদা করা, এ সবই নিষিদ্ধ। তবে কবর যিয়ারত করা, ইসালে সাওয়াব করা এবং 'সাহেবে নিসবত' হলে (শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায়) তাদের থেকে ফয়েয নেওয়া—এগুলো ভালো কাজ।

পরিচ্ছেদ-১৫ ঃ ক. পীরও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে না। আধ্যাত্মিক স্তরসমূহে উন্নতি করতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

অর্থ ঃ '(হে মুহাম্মাদ!) বলুন, হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।' (সূরা ত্বাহা-১১৪)

খ. কামেল হওয়ার দাবী করবে না, তবে নেয়ামতের কথা প্রকাশ করায় ক্ষতি নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ

অর্থ ঃ তোমরা নিজেরা নিজেদের পবিত্রতার বর্ণনা দিও না।'
(সূরা নাজম-৩২)

www.islamfind.wordpress.com

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থ ঃ 'এবং তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতের বর্ণনা দাও।'
(সূরা যুহা–১১)

তরীকতের প্রচার–প্রসারে উদগ্রীব থাকবে—

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

অর্থ ঃ '(রাসূল) তোমাদের কল্যাণে উদগ্রীব।' (সূরা তাওবা–১২৮)

ঘ. মুরীদদের সঙ্গে দয়া–মায়া ও ভালোবাসার আচরণ করবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থ ঃ 'মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।' (সূরা তাওবা–১২৮)

ঙ. তাদের ভুল–ত্রুটি ক্ষমা করে দিবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ.

অর্থ ঃ 'আপনি যদি রুক্ষস্বভাবের এবং কঠোর হৃদয়ের হতেন, তাহলে অবশ্যই তারা আপনার নিকট থেকে সরে যেতো, তাই তাদের ভুল–ত্রুটি ক্ষমা করে দিন।' (সূরা আলে ইমরান–১৫৯)

চ. দুনিয়াদারদের খাতিরে তাদেরকে পৃথক করে দিবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.

অর্থ ঃ 'তাদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিবেন না, যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল–সন্ধ্যায় ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টি কামনা করে। আপনার উপর তাদের কোন হিসাব নেই এবং তাদের উপরও আপনার কোন হিসাব নেই যে, আপনি তাদেরকে হটিয়ে দিবেন, ফলে

www.islamfind.wordpress.com

আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।' (সূরা কাহফ–২৮)

ছ. মুরীদদের থেকে দুনিয়ার ধনসম্পদ ও দুনিয়াবী উপকার প্রত্যাশা করবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

تُرِيْدُوْنَ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থ ঃ 'তুমি দুনিয়ার জীবনের সাজসজ্জা কামনা করো।'

(সূরা কাহফ–২৮)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا

অর্থ ঃ 'আমি তোমাদের নিকট এর কোন বিনিময় চাই না।'

(সূরা আন'আম–৯০)

জ. মানুষ কষ্ট দিলে ধৈর্যধারণ করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

رَحِمَ اللّٰهُ اَخِيْ مُوْسٰى لَقَدْ اُوْذِيَ اَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তাআলা আমার ভাই মূসার উপর রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সবর করেছেন।'

ঝ. নিজেকে গম্ভীর এবং ভাবমূর্তিপূর্ণ রাখবে অন্যথায় মুরীদদের দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়লে তারা ফয়েয পাবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—

مَنْ يَرَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ هَابَهُ وَ مَنْ يَرَاهُ مِنْ قَرِيْبٍ اَحَبَّهُ.

অর্থ ঃ 'তাঁকে দূর থেকে কেউ দেখলে ভয় পেতো, আর যে কাছে থেকে দেখতো সে তাঁকে ভালোবাসতো।'

বা এর অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

ঞ. এক মুরীদকে অন্য মুরীদের উপর প্রাধান্য দিবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— عَبَسَ وَتَوَلّٰى

অর্থ ঃ 'তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।'

(সূরা 'আবাসা–১)

www.islamfind.wordpress.com

তবে কারো মধ্যে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা ও পিপাসা অধিক থাকলে তাকে প্রাধান্য দেওয়ায় দোষ নেই।

ট. পীর সাহেব এমন কোন আচরণ করবে না, যার দ্বারা মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, এতে আধ্যাত্মিকতার লাইনের উন্নতি রুদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

دَاعِيًا اِلَى اللهِ

অর্থ ঃ 'আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী।' (সূরা আহযাব-৪৬)

এ অধ্যায়ের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে সমস্ত বিষয় তুলে ধরা হলো, সেগুলো কাজী সানাউল্লাহ সাহেব পানিপতী (রহঃ)এর উৎকৃষ্টতম গ্রন্থ 'ইরশাদুত তালিবীন' থেকে সংগৃহীত।

পরিচ্ছেদ-১৬ ঃ শাইখের কল্পনা বা ধ্যান করা

শাইখের কল্পনা করাকে 'বরযাখ', 'রাবেতা' এবং 'ওয়াসেতা'ও বলে। আজ পর্যন্ত কোন হকপন্থী বিজ্ঞ আলিম শাইখ এর কল্পনার অর্থ এরূপ বলেননি যে, আল্লাহ তাআলাকে পীরের আকৃতিতে মনে করবে। এটি নিছক বাতেল ধারণা। আর যদি اِنَّ اللهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তাআলা আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন—এর দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, আকৃতি বলতে কেবল নাক-মুখকেই বুঝায় না, যেমন মানুষ বলে থাকে—এ মাসআলাটির সুরাত বা রূপ এই—অথচ কোন মাসআলার নাক-মুখ থাকে না। সুরত শব্দ দ্বারা গুণ ও বৈশিষ্ট্যও বুঝানো হয়। যেহেতু মানুষকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে, তাই তাকে আল্লাহর সুরতে সৃষ্টি করা হয়েছে—বলা হয়েছে। মোটকথা, 'শাইখের কল্পনার' উপরোক্ত অর্থ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে কেবল এতটুকু উল্লেখ আছে যে, শাইখের আকৃতি, তার গুণাবলী ও উৎকর্ষতার কল্পনা বেশী বেশী করার দ্বারা তার সঙ্গে মুহাব্বত সৃষ্টি হয় এবং 'নিসবত' শক্তিশালী হয়। 'নিসবত' শক্তিশালী হওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকারের বরকত হয়।

কোন কোন মুহাক্কেক আলেম শাইখের কল্পনার এই উপকারিতা বলেছেন যে, এক কল্পনা অন্য কল্পনাকে প্রতিহত করে। এতে একাগ্রতা

লাভ হয় এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর চিন্তা প্রতিহত হয়। হযরত শাহ্ কালীমুল্লাহ সাহেব (রহঃ) 'কাশকুল' গ্রন্থে এ হিকমতই বয়ান করেছেন। তিনি আরো বলেছেন—'বরযখ' তথা শাইখের কল্পনা যত সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত হবে তত উৎকৃষ্ট হবে, আর যত স্থূল হবে ও প্রতিমূর্তি ধারণ করবে তত নিকৃষ্ট হবে।'

মোটকথা, শাইখের কল্পনা ও ধ্যান করায় যত ফায়দা ও হেকমতই থাকনা কেন, লেখকের অভিজ্ঞতা এই যে, এই 'শোগল' আধ্যাত্মিকতার পথের বিশেষ লোকদের জন্য তো উপকারী, কিন্তু সাধারণের জন্য ক্ষতিকর। কারণ, শেষ পর্যন্ত এটা আকৃতি পূজার পর্যায়ে পৌছে যায়। এ কারণেই ইমাম গাযযালী (রহঃ) প্রমুখ মুহাক্কেক আলেমগণ সাধারণ মানুষকে এ ধরনের 'শোগল' শিক্ষা দিতে নিষেধ করেছেন, যার দ্বারা 'কাশফ' ইত্যাদি হয়ে থাকে। তাই সাধারণ মানুষদের তো এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা উচিত। আর বিশিষ্টজনেরা করলেও সতর্ক পর্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

পীর সাহেবকে হাযির-নাযির অর্থাৎ, সদা সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বক্ষণ নিজের সাহায্যকারী ও বিপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে করবে না। কারণ, শাইখের অধিক কল্পনার দ্বারা কখনও তার রূপক আকৃতি সম্মুখে চলে আসে—যা কখনও নিছক কল্পনা হয়ে থাকে। আর কখনও কোন গায়েবী 'লতিফা' তার রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অথচ অধিকাংশ সময় শাইখের এ সম্পর্কে জানাও থাকে না।[১] এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ অজ্ঞ মানুষের পদস্খলন ঘটে থাকে।

পরিচ্ছেদ-১৭ ঃ মহিলাদেরকে হাত ধরে বাইআত করবে না।

১. যেমন যুলায়খা যখন পীড়াপীড়ি করছিল, তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) হযরত ইয়াকুব (আঃ)এর আকৃতি দেখে লজ্জা পেয়েছিলেন। সেখানে যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বয়ং উপস্থিত হননি তা নিশ্চিত। কারণ, যদি তিনিই হতেন তাহলে হযরত ইউসুফ (আঃ)এর মিসরে অবস্থান করার বিষয় তাঁর জানা থাকার কথা। তাহলে তিনি পেরেশান হওয়ার এবং নিজের সন্তানদেরকে তালাশ করতে বলার কী অর্থ? বিষয়টি খুব ভালো করে বুঝে নাও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন নারীকে বাইআত করতে হাত স্পর্শ করেননি। পরনারীকে স্পর্শ করা হারাম। 'মাহাবুবুস সালিকীন' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন—নারীদের বাইআত করার পদ্ধতি এই যে, নারী অনুপস্থিত থাকলে তার বংশীয় বা দুগ্ধপোষ্য কোন মাহরামকে উকীল বানিয়ে বাইআত করবে। সেই উকীল বাইআতের শর্তাবলী তার 'মুয়াক্কেলা'কে বলবে। আর যদি নারী সেখানে উপস্থিত থাকে তাহলে পর্দার আড়াল থেকে মুরীদ করবে। হাত ধরে বাইআত করবে না। হাত ধরে কেবলমাত্র পুরুষদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করবে—নারীদের থেকে নয়। কিতাবে এ কথাও লেখা আছে যে, পুরুষেরা সরাসরি শাইখের কথা অঙ্গীকাররূপে গ্রহণ করবে আর নারীরা গ্রহণ করবে পুরুষদের মধ্যস্থতায়।

পরিচ্ছেদ-১৮ ঃ 'সিমা'-এর আলোচনা

এটি একটি বিরোধপূর্ণ মাসআলা, কিন্তু যারা এটাকে নিষেধ বলেন, তাদের দলীল-প্রমাণকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিলেও যারা এটাকে জায়েয বলেন তারাও অনেক শর্ত সাপেক্ষে জায়েয বলেন। ন্যায়বিচারের সাথে লক্ষ্য করা উচিত যে, এ যুগের 'সিমা'-এর কোন মজলিস সে সমস্ত আদব ও শর্তসহ হয়ে থাকে কি? এ যুগের মজলিসসমূহে স্থান, কাল, পাত্র ও উপস্থিত লোকজন কোন কিছুর ক্ষেত্রেই আদব ও শর্তের তোয়াক্কা করা হয় না। এখন 'সিমা' সম্পূর্ণ প্রথাসর্বস্ব হয়ে গেছে। সব ধরনের মানুষ নানাধরনের স্বার্থ নিয়ে 'সিমা'-এর মজলিসে একত্রিত হয়ে থাকে। এদের কাজ ও আচরণে আল্লাহওয়ালাদের তরীকা দূর্নামগ্রস্ত হয়। এখানে শুধুমাত্র হযরত সুলতানুল মাশাইখ (রহঃ)এর কথা 'ফাওয়াইদুল ফুয়াদ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি—যদি 'সিমাকারী', 'সিমার' বিষয়বস্তু, 'সিমা'র শ্রোতা ও 'সিমা'র যন্ত্র সম্পর্কিত নিম্নের শর্তাবলীর সমন্বয় ঘটে তাহলে সেখানে 'সিমা' শুনবে।

ক. 'সিমা'কারী পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হতে হবে। বালক বা নারী হওয়া যাবে না।

খ. 'সিমা'-এর বিষয়বস্তু অশ্লীল ও অহেতুক কথাপূর্ণ হওয়া যাবে না।

www.islamfind.wordpress.com

গ. 'সিমা'র শ্রোতাগণ আল্লাহর স্মরণে মগ্ন হয়ে সঠিক উপায়ে শুনতে হবে।

ঘ. 'সিমা'এর যন্ত্র শুধু বাঁশি হতে পারবে। ঢোল, তবলা ইত্যাদি হওয়া চলবে না।

এ সমস্ত শর্তসাপেক্ষে 'সিমা' হালাল।

এখন ইনসাফ করে দেখুন, আমাদের সমাজে এ সমস্ত শর্তের কতটুকু তোয়াক্কা করা হয়। এ সমস্ত শর্ত বাদ দিলেও একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, 'সিমা'য়ের বিশেষ প্রভাব এই যে, 'সিমা' মানুষের মনের প্রবল ভাবকে শক্তি যোগায়। বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষের মনে যেহেতু অশ্লীলতা, অন্যায়-অপকর্ম ও গায়রুল্লাহর মুহাব্বত প্রবল তাই সিমায়ের মাধ্যমে এটাই বৃদ্ধি পায়। আর গায়রুল্লাহর মুহাব্বত যেহেতু হারাম, তখন যার মাধ্যমে এই হারাম জিনিস বৃদ্ধি পায় তাকে কি হালাল বলবেন, না হারাম? একথা নিশ্চিত যে, এটিও হারাম হবে।

পরিচ্ছেদ-১৯ ঃ খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহঃ) বলেন— 'ইস্তিগরাক' (استغراق) তথা ভাবে নিমজ্জিত অবস্থায় আধ্যাত্মিকতার উন্নতি হয় না। কারণ, আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে নিয়মিত আমল করার দ্বারা। আর ভাবে নিমজ্জিত হলে আমল বরং ছুটে যায়।

পরিচ্ছেদ-২০ ঃ 'গুলশানে রায' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন যে, ভাবের প্রাবল্য ছাড়া শুধু হালওয়ালাদের অনুসরণ করে শরীয়তবিরোধী কথা মুখ দিয়ে বের করে কাফির হয়ো না। এ সম্পর্কে 'গুলশানে রায' গ্রন্থকারের বক্তব্য এই—

ترا گر نیست احوال مواجید ☆ مشو کافر بنادانی بہ تقلید

অর্থ ঃ 'তোমার আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্য না থাকলে শুধু হালওয়ালাদের অনুসরণে শরীয়তবিরোধী কথা বলে কাফির হয়ো না।'

পরিচ্ছেদ-২১ ঃ 'মারাজাল বাহরাইন' গ্রন্থে আছে যে, ভাবোন্মত্ত ও ভাবের প্রাবল্যের অবস্থায় আল্লাহর ওলীর মুখ দিয়ে শরীয়তবিরোধী কোন

www.islamfind.wordpress.com

কথা বের হয়ে গেলে তার উপর আপত্তিও উত্থাপন করবে না, তার অনুসরণও করবে না। চুপ থাকাই নিরাপদ পন্থা। গ্রন্থকার বলেন যে, এ কথার অর্থ হলো, ঐব্যক্তির উপর আপত্তি করবে না, তবে তার ঐ কথা অবশ্যই আপত্তিযোগ্য। বিশেষতঃ যদি তা সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়, তাহলে ঐ কথার ভ্রান্তি প্রকাশ করে দেওয়া ওয়াজিব।

পরিচ্ছেদ-২২ ঃ কুরআন ও হাদীসের যাহেরী তথা বাহ্যিক অর্থ অস্বীকার করা কুফুরী, তবে যাহেরী তথা বাহ্যিক অর্থ মেনে নিয়ে তার বাতিন তথা অভ্যন্তরকে অতিক্রম করা মুহাক্কেক আলেমগণের অনুসৃত পন্থা। যেমন, হাদীস শরীফে এসেছে যে, 'যে ঘরে কুকুর থাকে, সেখানে ফেরেশতা যায় না।'

যারা এ হাদীসের শুধু যাহেরী অর্থ নিয়েছে, তারা কুকুর পালাকে অন্যায় ভেবেছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের অন্তরে কুকুরের স্বভাব ধরে রেখেছে। তাদের স্বভাবের এ ত্রুটি থাকলেও ঈমান আছে, বিধায় শাস্তি ভোগ করে হলেও তারা জান্নাত পাবে।

আর যারা হাদীসের যাহেরী অর্থকে অস্বীকার করেছে, তারা কুকুর পালার অনুমতি দিয়েছে, আর বলেছে যে, মৌলভীরা হাদীসের অর্থ বোঝেনি। এ হাদীসে ঘর দ্বারা অন্তরকে বোঝানো হয়েছে, ফেরেশতা দ্বারা গায়েবী নূরকে বোঝানো হয়েছে, আর কুকুর দ্বারা হিংস্র স্বভাবকে বোঝানো হয়েছে।—এ শ্রেণীর লোকেরা শরীয়তকে অস্বীকার করার ফলে কাফির হয়েছে এবং জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু মুহাক্কেক আলেমগণ বলেছেন যে, হাদীসের যাহেরী অর্থ তো ঐটাই, যা প্রথম শ্রেণীর লোকেরা বুঝেছে, তবে এক্ষেত্রে আরো চিন্তা করা উচিত যে, ফেরেশতারা কুকুরকে ঘৃণা করার কারণ কি? এর একমাত্র কারণ হলো, তার নোংরা ও হিংস্র স্বভাব। তার লোভ, ক্রোধ ও পংকিলতাপ্রিয়তা ইত্যাদি। তাহলে বোঝা গেলো, এগুলো মন্দ স্বভাব। বিধায় যাহেরী ঘরের মধ্যে কুকুর রাখা যখন জায়িয নেই, তাহলে বাতেনী ঘর অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে এ সমস্ত স্বভাব পোষণ করা কি করে জায়িয হতে পারে? তাই মুহাক্কেক আলেমগণ হাদীসের সরাসরি অর্থ হিসেবে কুকুর পালাকে হারাম

www.islamfind.wordpress.com

বলেছেন। আর তার আবশ্যকীয় অর্থ হিসেবে এ সমস্ত মন্দ স্বভাবের অধিকারী হওয়াকেও হারাম বলেছেন।

পরিচ্ছেদ-২৩ ঃ 'কাশফের' অধিকারীরা বলেছেন যে, প্রত্যেক 'লতিফা'র মধ্যে দশ হাজার করে 'যুলমানী' ও 'নূরানী হিজাব' তথা দশ হাজার করে অন্ধকার ও আলোর পর্দা রয়েছে। 'লতিফায়ে কালেবিয়া' সহ মোট সাতটি লতিফা রয়েছে। তাই মোট সত্তর হাজার পর্দা রয়েছে। যিকিরের মাধ্যমে অন্ধকারের পর্দাসমূহ দূর হয়ে 'লতীফা'র নূর আধ্যাত্মিক পথের পথিকের দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। যা এ সমস্ত পর্দা উন্মোচিত হওয়ার আলামত। যেমন নফসের পর্দা হলো, তার কামনা। দিলের পর্দা হলো, গায়রুল্লাহর উপর নজর দেওয়া। বুদ্ধির পর্দা হলো, দর্শনের বিষয় নিয়ে চিন্তা করা। রূহের পর্দা হলো, 'আলমে মেছাল' উন্মোচিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহর পথের পথিক এগুলোর কোনটির দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। মূল লক্ষ্যবস্তুর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে। আর লক্ষ্যবস্তু ছাড়া অন্যগুলোকে প্রতিহত করতে থাকবে। কবি বলেন—

عشق آں شعلہ است کو چوں برافروخت ☆ ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
تیغ لا در قتل غیر حق براند ☆ در نگر آخر کہ بعد لا چہ ماند
ماند الا اللہ باقی جملہ رفت ☆ مرحبا اے عشق شرکت سوز رفت

অর্থ ঃ 'আল্লাহর প্রেম এমন এক অগ্নিশিখা, যা আল্লাহকে ছাড়া বাকি সবকিছুকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।'

'আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর উপর 'লা' এর তরবারী দ্বারা আঘাত করো এবং দেখো তারপর আর কি অবশিষ্ট থাকে।'

'কেবল 'ইল্লাল্লাহ' অবশিষ্ট থাকে, আর বাকী সব বিদূরীত হয়ে যায়। অংশীবাদের সংহারক হে প্রেম ! তোমাকে মারহাবা।'

www.islamfind.wordpress.com

পরিচ্ছেদ-২৪ ঃ 'হিজাবে'র প্রকারসমূহ এবং মুরীদের যাত্রাবিরতির বর্ণনা

'ফাওয়ায়িদুল ফুয়াদ' গ্রন্থে আছে যে, আধ্যাত্মিকতার পথের পথচারীকে 'সালিক' (سالك) বলে। আর যাত্রাবিরতিকারীকে 'ওয়াকিফ' (واقف) বলে। একজন 'সালিক' যখন ইবাদতে ত্রুটি করে, তখন যদি সে দ্রুত তওবা ও ইস্তিগফার করে পুনরায় ইবাদতে তৎপর হয়, তাহলে সে পুনরায় 'সালিকে' পরিণত হয়। আর আল্লাহ না করুন যদি সেই গাফলতের মধ্যেই থেকে যায়, তাহলে তার 'রাজি' (راجع)--প্রত্যাগমনকারী হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ পথে সাত পর্যায়ের পদস্খলন রয়েছে—

ক. ই'রায (اعراض)
খ. হিজাব (حجاب)
গ. তাফাসুল (تفاصل)
ঘ. সলবে মাযীদ (سلب مزيد)
ঙ. সলবে কাদীম (سلب قديم)
চ. তাসাল্লি (تسلى)
ছ. আদাওয়াত (عداوت)

প্রথম পর্যায়ের গাফলতিকে 'ই'রায' (اعراض) বলে। তারপরও তাওবা না করলে 'হিজাবে' (حجاب) পরিণত হয়। গাফলতীর উপর আরো অধিক অবিচল থাকলে 'তাফাসুল' (تفاصل) হয়ে যায়। এরপরও ইস্তিগফার না করলে ইবাদতের অধিক স্বাদ ও ভাব হাতছাড়া হয়ে যায়—একে 'সলবে মাযীদ' (سلب مزيد) বলে। এরপরও এ গাফলতি না ছাড়লে ইবাদতের মূল স্বাদও হাতছাড়া হয়ে যায়—একে 'সলবে কদীম' (سلب قديم) বলে। এ পর্যায়েও তাওবা করতে অবহেলা করলে অন্তর এ বিচ্ছেদকে মেনে নিতে থাকে, একে 'তাসাল্লী' (تسلى) বলে। এরপরও যদি তার গাফলত বিরাজ করে, তাহলে ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হয়—একে 'আদাওয়াত' (عداوت) বলে। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে এ সমস্ত পদস্খলন থেকে আশ্রয় চাই।

www.islamfind.wordpress.com

চতুর্থ অধ্যায়
ভুল সংশোধনের আলোচনা

আধ্যাত্মিকতার পথে মানুষ অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তি করে থাকে। তবে বর্তমান যুগে মানুষ যে সমস্ত ভুলের মধ্যে অধিক লিপ্ত, কয়েকটি পরিচ্ছেদে সেগুলোর সংশোধনী আলোচনা করা হচ্ছে।

পরিচ্ছেদ-১ ঃ 'ফকিরীর পথে শরীয়তের অনুসরণ জরুরী নয়' এই ভ্রান্তির নিরসন

'ফুতুহাত' গ্রন্থে আছে—

كُلُّ حَقِيْقَةٍ عَلٰى خِلَافِ الشَّرِيْعَةِ زَنْدَقَةٌ وَبَاطِلَةٌ

অর্থাৎ, যে হাকীকত শরীয়ত বিরোধী তা ধর্মহীনতা ও প্রত্যাখ্যাত (বাতেল)।

ঐ গ্রন্থে আরো আছে—

مَامِنَّا طَرِيْقٌ اِلَى اللّٰهِ اِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوْعِ لَاطَرِيْقَ لَنَا اِلٰى اللّٰهِ اِلَّا مَا شَرَعَهٗ.

অর্থাৎ, আমাদের জন্য শরীয়তের পন্থা ছাড়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার অন্য কোন পন্থা নেই এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার আমাদের জন্য একমাত্র পন্থা ঐটাই, যা তিনি শরীয়তে বলে দিয়েছেন।

ঐ গ্রন্থে আরো আছে—

فَمَنْ قَالَ اِنَّ ثَمَّ طَرِيْقًا اِلَى اللّٰهِ خِلَافَ مَاشَرَعَ فَقَوْلُهٗ زُوْرٌ فَلَا يُقْتَدٰى بِشَيْخٍ لَا اَدَبَ لَهٗ.

অর্থাৎ,যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার শরীয়ত পরিপন্থী আধ্যাত্মিকতার আরো পথ রয়েছে, তাহলে তার কথা মিথ্যা। এ রকম শিষ্টাচারবর্জিত শাইখকে অনুসরণীয় বানাবে না।

www.islamfind.wordpress.com

হযরত বায়েযীদ (রহঃ) বলেন—

لَوْ نَظَرْتُمْ اِلٰى رَجُلٍ اُعْطِىَ مِنَ الْكَرَامَاتِ حَتّٰى يَرْتَقِىَ فِى الْهَوَاءِ فَلَا تَغْتَرُّوْا بِهٖ حَتّٰى تَنْظُرُوْنَهٗ كَيْفَ تَجِدُوْنَهٗ عِنْدَ الْاَمْرِ وَالنَّهْىِ وَحِفْظِ الْحُدُوْدِ وَاَدَاءِ الشَّرِيْعَةِ.

অর্থাৎ, তোমরা যদি এমন কাউকে দেখতে পাও, যাকে অনেক কারামত দেওয়া হয়েছে—এমনকি সে বাতাসে উড়ে—তাহলেও ধোঁকা খেয়ো না। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের আদেশ-নিষেধ, সীমারেখা রক্ষা ও শরীয়তের অনুসরণের ক্ষেত্রে তাকে যাচাই করে না দেখো।

হযরত জুনায়েদ (রহঃ) বলেন—

اَلطُّرُقُ كُلُّهَا مَسْدُوْدَةٌ عَلَى الْخَلْقِ اِلَّا عَلٰى مَنِ اقْتَفٰى اَثَرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ, সমস্ত মাখলুকের জন্য সমস্ত পথ রুদ্ধ, কেবলমাত্র তার জন্যই পথ উন্মুক্ত, যে পদে পদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে।

'ফুতুহাত' গ্রন্থে আরো আছে—

فَمَا عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّمْ يَتَعَلَّمْ بِحُكْمِهٖ بِمَكَانٍ فَاِنَّ اللّٰهَ مَا اتَّخَذَ وَلِيًّا جَاهِلًا وَفِيْهِ اَنَّ الْبَطَالَةَ مَعَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنَ الْعَمَلِ مَعَ الْجَهْلِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমের কোন মর্যাদা জানে না, আল্লাহর কাছে তার কোন মর্যাদা নেই। কারণ, আল্লাহ কোন জাহেলকে ওলী বানাননি। ঐ 'ফুতুহাত' গ্রন্থে আরো আছে যে, ইলমের সাথে অনর্থ করা উত্তম, অজ্ঞতার সাথে আমল করার চেয়ে।

তার কারণ হলো, একজন আলেম কোন মন্দ কথা বললেও তা এমন শরীয়তবিরোধী ও জঘন্য হয় না যে, কুফর ও শিরকের পর্যায়ে পৌঁছবে। তাছাড়া সে যেহেতু তার কথার খারাপ দিক সম্পর্কে অবগত তাই তাওবা করার আশা রয়েছে। পক্ষান্তরে জাহেল মানুষের অনেক সময় নামায-রোযার মত জরুরী আমলও ঠিক থাকে না, উপরন্তু

অজ্ঞতাবশত কুফর ও শিরক করে বসে। আর যেহেতু সে এর মন্দ দিক সম্পর্কে অবগত থাকে না, তাই তাওবাও করে না।

এ সম্পর্কিত বুযুর্গদের হাজারও উক্তি রয়েছে। কতটা লেখা সম্ভব? 'কুশাইরিয়া' গ্রন্থে হযরত যুন্নুন মিসরী, সারী সাকাতী, আবু সুলায়মান, আহমাদ বিন আবিল হাওয়ারী, আবু হাফস হাদ্দাদ, আবু উসমান নূরী এবং আবু সা'য়ীদ খাররায (রহঃ) থেকে এবং আরো অন্যান্য কিতাবের মধ্যেও—যেমন, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ)এর বাণী সংকলন 'দালীলুল আরেফীন', হযরত শাইখ কুতুবুল আলম আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহঃ)এর চিঠিপত্রের সংকলন 'মাকতুবাতে কুদ্দুসীয়া' এবং আবু তালিব মাক্কী (রহঃ)এর 'কুতুল কুলুব' প্রভৃতি কিতাবে এ বিষয়টি অত্যন্ত মজবুতভাবে উল্লেখিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। যার দ্বারা জানা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার পথে প্রথমতঃ শরীয়তের ইলম, তারপর শরীয়তের উপর আমল করা কঠোরভাবে জরুরী। এছাড়া সম্মুখের পথ উন্মোচিত হয় না। কখনই কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধীতা করে এবং বিদআতের পথ গ্রহণ করে আল্লাহর ওলী হতে পারে না। বিদআতই যেখানে পথ সংহারক, সেখানে কুফর ও শিরকের তো কোন কথাই নেই। বর্তমানে মানুষ ইলম ও আমলকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য দু'টি শব্দ মুখস্থ করে নিয়েছে। ইলম সম্পর্কে বলে যে, এটা 'হিজাবে আকবার' বা বড় পর্দা আর আমলের সম্পর্কে 'আযাদী' তথা স্বাধীনতার দাবী করে থাকে।

বন্ধুরা! 'হিজাবে আকবারের' যদি এ অর্থই হয়ে থাকে, তাহলে যত বুযুর্গের নাম লেখা হয়েছে এঁরা সবাই মিথ্যুক, বরং পর্দার আড়ালে বলে সাব্যস্ত হয়। 'হিজাবে আকবার' একটি পারিভাষিক শব্দ। এর মূল তত্ত্ব অনেক সূক্ষ্ম। তবে স্থূলভাবে এর এ অর্থ বোঝো যে, 'হিজাবে আকবার' ঐ পর্দাকে বলে, যা বাদশাহের নিকটে ঝুলে থাকে। সেখানে পৌঁছে বাদশাহর অতীব নৈকট্য লাভ হয়। তাই ইলমকে 'হিজাবে আকবার' বলার মধ্যে তো ইলমের প্রশংসা রয়েছে। অর্থাৎ, যখন একজন মানুষ ইলম অর্জন করলো, তখন তার জন্য সমস্ত পর্দা উন্মোচিত হয়ে গেলো, এমনকি সে হিজাবে আকবার বা বড় পর্দার নিকট পৌঁছে গেলো। এখন

www.islamfind.wordpress.com

একটি তাজাল্লি হলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এ পর্দাও উঠে যাবে। তখন সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি লেখাপড়া করে বা আলেমদের সুহবতে থেকে ইলমই অর্জন করলো না, সে তো এখনও অনেক পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে। এবং আল্লাহ থেকে অনেক দূরে রয়ে গেছে।

আর আমল সম্পর্কে যে তারা আযাদী বা স্বাধীনতার দাবী করে, কামনা ও গাফলতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই 'আযাদী' বা স্বাধীনতা। 'আযাদী' বা স্বাধীনতা পরমপ্রিয় আল্লাহ তাআলার বিধিবিধান থেকে মুক্ত হওয়ার নাম নয়। কবি বলেন—

گر تو خواہی حری و دل زندگی ☆ بندگی کن بندگی کن بندگی
زندگی مقصود بہر بندگی ست ☆ زندگی بے بندگی شرمندگی ست
جز خضوع و بندگی واضطرار ☆ اندریں حضرت ندارد اعتبار
ہر کہ اندر عشق یابد زندگی ☆ کفر باشد پیش او جز بندگی
ذوق باید تا دہد طاعات بر ☆ مغز باید تا دہد دانہ شجر

অর্থ ঃ 'তুমি যদি মনের স্বাধীনতা চাও তাহলে আল্লাহর দাসত্ব করো ! দাসত্ব করো, দাসত্ব করো !

এ জীবনের লক্ষ্যই হলো, আল্লাহর দাসত্ব করা। যে জীবনে আল্লাহর দাসত্ব নেই, তা লজ্জার কারণ হবে।

আল্লাহর দাসত্ব, বিনয় ও তার জন্য ছটফট করা ছাড়া, আর কোন কিছুরই এখানে মূল্য নেই।

যে প্রেমের জীবন লাভ করেছে, তার জন্য দাসত্বমুক্ত জীবন কুফরী।

ইবাদতের পাখায় উড়তে চাইলে দাসত্বের রস-রুচি চাই। বীজ থেকে গাছ চাইলে বীজে শাস থাকা চাই।'

যদি এ সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, 'ইলমে হাকীকত' যদি 'ইলমে শরীয়তের' বিপরীতই না হবে, তাহলে বুযুর্গরা ইলমে হাকীকতের রহস্যকে কেন গোপন করেছেন? কারণ, শরীয়তের ইলম তো প্রকাশ করার জন্যই। এ প্রশ্নের উত্তর ভালো করে বুঝে নাও যে, আমাদের দাবী এটা নয় যে,

www.islamfind.wordpress.com

ইলমে শরীয়ত ও ইলমে হাকীকত একই জিনিস। বরং আমাদের দাবী হলো, ইলমে হাকীকত ইলমে শরীয়তের বিপরীত নয়। অর্থাৎ, শরীয়ত একটি জিনিসকে হারাম বা কুফর বলেছে। হাকীকতের মধ্যে তা হালাল বা ঈমান হবে, তা নয়। যেমন, দেওয়ানীর আইন ভিন্ন, আর ফৌজদারীর আইন ভিন্ন। এর অর্থ এই নয় যে, দেওয়ানীর আইনে যেটা বৈধ, ফৌজদারীর আইনে তা অবৈধ বা এর বিপরীতে ফৌজদারীর আইনে যেটা বৈধ, দেওয়ানীর আইনে সেটা অবৈধ। তবে প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু অবশ্যই ভিন্ন। তাছাড়া শরীয়তের মধ্যেও যেমন বিভিন্ন বিষয়বস্তু রয়েছে, তেমনি হাকীকতের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন বিষয়বস্তু। কিন্তু ঐ বিষয়বস্তু শরীয়তের বিষয়বস্তুকে অস্বীকার করে, তা নয়।

এখন বোঝার বিষয় হলো, হাকীকতের ইলমকে গোপন রাখার কারণ কী? তাহলে বুঝে নাও যে, গোপন করার মত বিষয় রয়েছে তিনটি। প্রথম হলো, ভেদের বিষয়সমূহ। ইমাম গাযযালী (রহঃ) ভেদের বিষয়সমূহকে গোপন করার অনেকগুলো কারণ লিখেছেন। যার সারকথা হলো, এ সমস্ত বিষয় শরীয়ত বিরোধী তো নয়, কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যা সাধারণ মানুষের বুঝে আসবে না, যার ফলে তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো ঃ আধ্যাত্মিকতার শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহ। এগুলো গোপন করার কারণ এই যে, এগুলো প্রকাশ করলে এগুলোর অবমূল্যায়ন হবে এবং অতিউৎসাহীরা এগুলোকে তামাশার পাত্র বানাবে।

গোপন করার তৃতীয় বিষয় হলো, সাধনার ফলসমূহ ও কাশফ ইত্যাদি। এগুলো গোপন করার কারণ হলো, এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে রিয়া বা মানুষকে দেখানোর প্রবৃত্তি এবং নিজের বুযুর্গীর দাবীর সম্ভাবনা রয়েছে। মোটকথা, কোন বিষয়েই গোপন করার কারণ এটা নয় যে, তা শরীয়তবিরোধী। আর ধরে নাও যদি কোনটা এ রকমই হয়ে থাকে, তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত সাব্যস্ত হবে।

সারকথা এই যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার সৌভাগ্য যার হয়, শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমেই হয়। আর যদি কোন বুযুর্গ থেকে সুন্নাত বিরোধী কোন কাজ বা কথা বর্ণিত হয়ে থাকে, তা হয়তো ভাবোন্মত্ত অবস্থায় হয়েছে, অথবা ঐ বুযুর্গের দিকে এ কথার সম্পর্ক মিথ্যাভাবে

www.islamfind.wordpress.com

করা হয়েছে, কিংবা কোন সূক্ষ্ম মাসআলার ক্ষেত্রে শরীয়তের দলীল সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তার ভুল হয়েছে। শরীয়ত তাকে এক্ষেত্রে মা'যূর বলে গণ্য করে। এর ফলে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে তার দূরত্ব সৃষ্টি হবে না। কিন্তু আমাদের সমাজে তো মা'রেফাতের নামে শরীয়তের খোলামেলা বিরোধিতা, বরং শরীয়তকে অস্বীকার ও তার সঙ্গে ঠাট্টা ও উপহাস করা হয়, যা কুফরী কাজ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা জানা গেলো যে, শরীয়তবিরোধী কাজ করার কোন বৈধতা নেই। যেমন, কবরের চতুর্দিকে তওয়াফ করা, পীরকে সিজদাহ করা ইত্যাদি। এগুলোর আলোচনা মাসায়েল অধ্যায়েও এসেছে। আরো জানা গেলো যে, অতক্ষণ পর্যন্তই পীরের কথা মেনে চলা হবে, যতক্ষণ তা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরোধী না হবে। অন্যথায় ঐ পীরকেই ছেড়ে আসতে হবে। হযরত নূরী (রহঃ) বলেন—

مَنْ رَأَيْتَهُ يَدَّعِي مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى حَالَةً تُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ فَلَا تَقْرَبَنَّ مِنْهُ.

অর্থ ঃ 'যাকে দেখো যে, আল্লাহর নৈকট্যের ব্যাপারে এমন অবস্থার দাবী করে, যা তাকে শরীয়তের সীমারেখা থেকে বের করে দেয়, তার কাছেও যেয়ো না।'

শাইখ সা'দ উদ্দীন (রহঃ) 'রিসালায়ে মাক্কিয়্যাহ' কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লেখেন যে, যদি কোন জাহেল বা বিদআতী লোকের সাথে সম্পর্ক হয় বা তার হাতে বাতিলের পোশাক পরিধান করে, তাহলে পুনরায় হক্কানী পীরের কাছে যাবে এবং নতুন করে মুরীদ হবে, যাতে করে গোমরাহ হয়ে না যায়।

পরিচ্ছেদ-২ ঃ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ক্ষতির বর্ণনা

'জাওয়াহেরে গাইবী' কিতাবে একটি ঘটনা লিখেছে যে, এক ব্যক্তি তওয়াফ করছিলো, আর বলছিলো—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার থেকে আশ্রয়

প্রার্থনা করছি।'

এক ব্যক্তি তার এভাবে দু'আ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে, একবার এক সুন্দর বালকের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। তখনই অদৃশ্য থেকে এক চপেটাঘাত মারা হয়। যার ফলে আমার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ইউসুফ বিন হুসাইন বলেন—

رَاَيْتُ اٰفَاتِ الصُّوْفِيَّةِ فِىْ صُحْبَةِ الْاَحْدَاثِ وَ مُعَاشَرَةِ الْاَضْدَادِ وَ رِفْقِ النِّسْوَانِ.

অর্থ ঃ 'আমি সুফীদের বিপদ দেখেছি—বালকদের সঙ্গে মেলামেশা করার মধ্যে, ভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে একত্র হওয়ার মধ্যে এবং নারীদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করার মধ্যে।'

শাইখ ওয়াসেতী বলেন—

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ هَوَانَ عَبْدٍ اَلْقَاهُ اللّٰهُ اِلٰى هٰؤُلَاءِ الْاَنْتَانِ وَالْجِيَفِ يُرِيْدُ بِهٖ صُحْبَةَ الْاَحْدَاثِ.

অর্থ ঃ 'যখন আল্লাহ তাআলা কোন মানুষের লাঞ্ছনা চান, তখন তিনি তাকে এ সমস্ত আবর্জনা ও বিগলিত বস্তুর দিকে নিক্ষেপ করেন। তিনি এর দ্বারা বালকদের সঙ্গে মেলামেশা করাকে বুঝিয়েছেন।'

মুযাফফর কারমীনসী বলেন—

اَخَسُّ الْاِرْفَاقِ اِرْفَاقُ النِّسْوَانِ عَلٰى اَىِّ وَجْهٍ كَانَ

অর্থ ঃ 'যে কোনভাবে নারীদের সঙ্গে নম্রতা প্রদর্শন করা সর্বনিকৃষ্ট নম্রতা প্রদর্শন।'

জনৈক ব্যক্তি শাইখ নাসীরাবাদী (রহঃ)কে বলে যে, মানুষ নারীদের নিকট বসে আর বলে যে, আমরা এদেরকে পবিত্র নিয়তে দেখি। তখন তিনি বলেন—

مَادَامَتِ الْاَشْبَاحُ بَاقِيَةً فَاِنَّ الْاَمْرَ وَالنَّهْىَ بَاقٍ وَالتَّحْلِيْلَ وَالتَّحْرِيْمَ مُخَاطَبٌ بِهٖ.

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ ঃ 'যতক্ষণ মানবদেহ টিকে আছে, ততক্ষণ আদেশ-নিষেধও বলবৎ থাকবে এবং সে হালাল-হারামের সম্বোধিত হবে।'

মারাত্মক ব্যাপার হলো, কতক লোক একে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে। এহেন গর্হিত কাজ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। গুনাহই যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হয়, তাহলে তো সমস্ত বেশ্যা-বদমায়েশই কামেল ওলী হয়ে যেতো। যে কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, কৃত্রিম প্রেম ছাড়া প্রকৃত প্রেম লাভ হয় না, এর উত্তরে বলবো যে, এটি কোন স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নয়। তাছাড়া কৃত্রিম প্রেম বৈধ ক্ষেত্রেও তো হতে পারে। এ কথাটির রহস্য মাত্র এতটুকু যে, কৃত্রিম প্রেম দ্বারা অন্তরের নানামুখী সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। নফস লাঞ্ছিত হয়ে যায়। এখন রয়ে যায় শুধুমাত্র এই বিপদটি দূর করা। এটি দূর করতে পারলেই উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যায়। তবে কথা হলো, এ উদ্দেশ্য তো নিজের সন্তান, স্ত্রী, গরু, মহিষ সব জিনিসের সঙ্গে ভালোবাসা বৃদ্ধি করার দ্বারাই হতে পারে। পরনারী আর বালকের সঙ্গেই হতে হবে, এর কী অর্থ? আর যদি ঘটনাচক্রে, অনিচ্ছায় কোথাও অন্তর ফেঁসেই যেয়ে থাকে, তাহলে ঐ কৃত্রিম প্রেম থেকে প্রকৃত প্রেম লাভের শর্ত হলো, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে দূরত্ব হতে হবে। তার নৈকট্যে থাকলে সারাজীবন এই কৃত্রিম প্রেমেই আক্রান্ত থাকবে। তাই মাওলানা জামী (রহঃ) বলেন—

ولی باید کہ صورت نمانی ☆ وزین پل زود خودرا گزرانی'

অর্থ ঃ 'ওলীর জন্য রূপ প্রদর্শনের সেতুর উপর দিয়ে নিজেকে দ্রুত অতিক্রম করাতে হবে।'

এ পথে তো নিত্যদিন নিত্যপ্রেমাস্পদ হয়ে থাকে। জনৈক কবি বলেন—

زن نو کن اے یار در ہر بہار ☆ کہ تقویم پارینہ ناید بکار

অর্থ ঃ 'হে বন্ধু! প্রতি বসন্তে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করো। কারণ, পুরাতন কাঠামো কাজে আসে না।'

প্রবৃত্তির চাহিদা ও কামনার স্বাদ উপভোগের জন্য তারা আল্লাহর ওলীদের কথাকে আড়াল বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মনের অবস্থা আল্লাহ

ভালো করেই জানেন। আর তাদের নিজেদের কাছেও তা গোপন নয়। ন্যায় বিচারক ও সত্য পূজারী হলে সবকিছুই আশা করা যায়। কবি বলেন—

خلق را گیرم بہ فریبی تمام ☆ در غلط اندازی تا ہر خاص و عام
کارہا با خلق آری جملہ راست ☆ با خدا تزویر و حیلہ کے رواست
کار باو راست باید داشتن ☆ رایت اخلاص و صدق افراشتن

অর্থ ঃ 'মেনে নিলাম যে, ধোঁকায় ফেলে বিশেষ ও সাধারণ সবাইকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করছো।'

'মানুষের সাথে যা কিছু করছো, সব ঠিক আছে, কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে চতুরতা কি বৈধ হতে পারে?'

'আল্লাহর সঙ্গে সব কাজ সঠিকভাবে করা উচিত। নিষ্ঠা ও সততার পতাকা উত্তোলন করা উচিত।'

পরিচ্ছেদ-৩ ঃ পীরকে খোদা মনে করার বর্ণনা

মাসায়েল অধ্যায়ে এ ভ্রান্তির সংশোধন করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ-৪ ঃ বেহেশত ও দোযখকে বিদ্যমান মনে না করা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিবৃতির পরিপন্থী বিশ্বাস। এর বিস্তারিত আলোচনা মাসায়েল অধ্যায়ে রয়েছে। সেখানে অধ্যয়ন করে মনের খটকা দূর করে নাও।

পরিচ্ছেদ-৫ ঃ পবিত্র কুরআনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী মনে করা। তাই যদি হতো, তাহলে এ সমস্ত আয়াতের কী অর্থ হবে—

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ

অর্থ ঃ 'এটি একটি কিতাব, যা আমি আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি।' (সূরা ইবরাহীম-১)

এ কথা কে বলছেন এবং কাকে বলছেন? হায় খোদা! ঈমান তো

www.islamfind.wordpress.com

আগেই গেছে, বিবেক–বুদ্ধিও হারিয়েছে।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

অর্থ ঃ 'দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।' (সূরা হাজ্জ–১১)

হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তির উপর শয়তান সওয়ার হয়ে তাকে মাটিতে ফেলে রেখেছিল। আমি শয়তান দূর করার জন্য ঐ ব্যক্তির কানে আযান দিতে আরম্ভ করি। তখন তার ভিতর থেকে ঐ শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকে যে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ওকে হত্যা করবো। এ ব্যক্তি কুরআনকে 'মাখলূক' (সৃষ্ট) বলে।

আল্লাহু আকবার! কুরআনকে মাখলুক বা সৃষ্ট বলার প্রতি শয়তানেরও ঘৃণা রয়েছে। আফসোস, যদি কোন মানুষের এরূপ বিশ্বাস থাকে। তার উপর আবার ওলী হওয়ার দাবী!

পরিচ্ছেদ–৬ ঃ একটি ভুল এই করে থাকে যে, জিহ্বা ও পেটের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে না। অর্থাৎ, মুখ দিয়ে যা চায় লাগামহীনভাবে বলে ফেলে। তাতে কুফরী হোক বা আল্লাহ তাআলার সাথে বেয়াদবী হোক, তার কোন পরোয়া করে না। তারা বুঝতে চায় না—

بے ادب را اندریں رہ بار نیست
جائے او بردار شد در دار نیست
از خدا جوئیم توفیق ادب
بے ادب محروم ماند از فضل رب

অর্থ ঃ 'এ পথে বেয়াদবের কোন অংশ নেই। তার জায়গা শূলের উপর, ঘরের ভিতরে নয়।

—৩৩

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহর কাছে আদবের তাওফীক কামনা করছি। বেয়াদব আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত রয়।

বেয়াদব নিজেই শুধু ধ্বংস হয় না, সে সারা পৃথিবীতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

আল্লাহর পথে যে বেয়াদবী করে, সে অনুতাপের সাগরে নিমজ্জিত হয়।

বন্ধুর পথে যে বেয়াদবী করে, সে আল্লাহওয়ালাদের ডাকাত, আল্লাহওয়ালা নয়।

বেয়াদবীর কালিমায় সূর্যগ্রহণ হয়, বেয়াদবী করার ফলে শয়তান (আল্লাহর দরবার থেকে) বিতাড়িত হয়।'

বিশেষতঃ 'ওয়াহদাতুল উজুদ'–এর দাবীর ক্ষেত্রে তো মুখের কোন লাগামই থাকে না। কখনও খোদাকে বান্দা বানিয়ে দেয়, আবার কখনও বান্দাকে খোদা সাব্যস্ত করে।

'ওয়াহদাতুল উজুদ'–এর যে মূল লক্ষ্য ছিলো অন্তর থেকে গায়রুল্লাহকে বের করে দেওয়া, তার ছিটে ফোঁটাও তো লাভ করতে পারেনি। শুধু কথার ফুলঝুরিতে কি লাভ হয়।

از ساحت دل غبار کثرت رفتن　　خوشتر کہ بہرزہ در وحدت سفتن
مغرور سخن مشو کہ توحید خدا　　واحد دیدن بود نہ واحد گفتن

অর্থ ঃ 'একত্ববাদের ব্যাপারে প্রলাপ বকার চেয়ে অন্তরের আঙ্গিনা থেকে বহুত্ববাদের ধূলি বের করে দেওয়া উত্তম। কথায় প্রতারিত হয়ো না, একত্ববাদ তো আল্লাহকে এক দেখার নাম, এক বলার নাম নয়।'

পেটের ক্ষেত্রে অসতর্কতা এই যে, হালাল ও হারামের কোন পরোয়া করে না। সুদখোর, পতিতা নারী সবার দাওয়াত ও নজরানা গ্রহণ করে। আল্লাহর ওলীরা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন—হালাল খাওয়া ছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত নূর লাভ হয় না।

শাহ কিরমানী (রহঃ) বলেন—

مَنْ غَضَّ بَصَرَهٗ عَنِ الْمَحَارِمِ وَاَمْسَكَ نَفْسَهٗ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ عَمَرَ

بَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ وَظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَ عَوَّدَ نَفْسَهُ أَكْلَ الْحَلَالِ لَمْ تُخْطِئْ فِرَاسَتُهُ.

অর্থ ঃ 'যে নিষিদ্ধ জিনিস থেকে নিজের দৃষ্টিকে আনত রাখলো, নিজের নফসকে কামনা ও অবৈধ উপভোগ থেকে বিরত রাখলো, নিজের অভ্যন্তরকে নিয়মিত মুরাকাবার মাধ্যমে এবং নিজের বাহ্যিক দিককে সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে গড়লো এবং নিজের নফসকে হালাল খাওয়ায় অভ্যস্ত করলো, তার অন্তর্দৃষ্টি বিভ্রান্ত হবে না।'

পরিচ্ছেদ-৭ ঃ একটি ভুল এই প্রচলিত আছে যে, কিছু কিছু লোকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, আধ্যাত্মিকতার লাইনে এমন একটি স্তর রয়েছে, যেখানে পৌছলে শরীয়তের বিধান স্থগিত এবং মাফ হয়ে যায়। এটি স্পষ্ট কুফরী বিশ্বাস। যতক্ষণ পর্যন্ত হুঁশ ঠিক আছে, শরীয়তের বিধান কোনভাবেই মাফ হয় না। তবে অচেতন হয়ে গেলে মা'যুর বলে গণ্য হবে।

হযরত ইবরাহীম বিন শাইবান (রহঃ) বলেন—

عِلْمُ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ يَدُوْرُ عَلٰى اِخْلَاصِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَصِحَّةِ الْعُبُوْدِيَّةِ وَ مَا كَانَ غَيْرَ هٰذِهٖ فَهُوَ الْمُغَالَطَةُ وَالزَّنْدَقَةُ.

অর্থ ঃ 'অস্তিত্ব ও বিলুপ্তির জ্ঞান অর্থাৎ, ইলমে তাসাওউফের ভিত্তি আল্লাহর একত্ববাদের মধ্যে ইখলাস এবং ইবাদতকে বিশুদ্ধ করার উপর। এছাড়া যা কিছু আছে, তার সবই ধোঁকাবাজি ও বদদ্বীনী।'

জনৈক ব্যক্তি হযরত জুনায়েদ (রহঃ)কে বললো যে, কেউ কেউ বলে যে, আমরা তো আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে গেছি। তাই এখন শরীয়তের বিধি-বিধানের আমাদের কী প্রয়োজন?

তিনি বললেন—ওরা নিঃসন্দেহে পৌছেছে, তবে জাহান্নামে পৌছেছে। আল্লাহ পর্যন্ত পৌছেনি।

তিনি আরও বলেন যে, ব্যভিচারকারী ও চোর এ ধরনের বিশ্বাসপোষণকারীর চেয়ে উত্তম।

www.islamfind.wordpress.com

তিনি আরও বলেন, আমি যদি একহাজার বছরও বেঁচে থাকি শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া ওযীফা পর্যন্তও কামাই করবো না।

পরিচ্ছেদ-৮ ঃ একটি ভুল এই যে, স্পষ্টভাষায় বা ইঙ্গিতে গর্ব সহকারে নিজের কামেল হওয়ার দাবী করে। অন্যদের হেয় প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ

অর্থ ঃ 'তোমরা তোমাদের নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করো না।'

(সূরা নাজম-৩২)

তবে নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন কথা বললে এবং তা নিজের পূর্ণতা মনে না করে নিছক আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করলে কোন ক্ষতি নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থ ঃ এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।'

(সূরা যুহা-১১)

কতক জাহেল লোক এক অদ্ভুত দাবী করে যে, আমাদের 'নিসবত' এমন শক্তিশালী যে, গুনাহ করার দ্বারাও তা দুর্বল হয় না। কেউ কেউ বলে যে, নারী ও পতিতাদের দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদের আধ্যাত্মিকতার উন্নতি হয়।

মনে রাখা উচিত যে, যে 'নিসবত' গুনাহ করলেও ঠিক থাকে বা উন্নত হয় তা 'শয়তানী নিসবত'। এ ধরনের উন্নতিকে (مكرو استدراج) ধোঁকা ও আল্লাহর তরফ হতে ঢিল দেওয়া বলা হয়। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন। এ ধরনের মানুষের সঠিক পথে আসার কোন আশা নেই। তারা সারা জীবন এই ধোঁকায় পতিত থাকে।

'রুশহাত' গ্রন্থে আছে—হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার বলেন—আল্লাহর পক্ষ থেকে দুই ধরনের কৌশল হয়ে থাকে। এক ধরনের হয়ে থাকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে, আর এক ধরনের হয়ে থাকে বিশেষ

মানুষের সঙ্গে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে কৌশল হয়, তা হলো কাজে ত্রুটি করা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাকে নেয়ামত দিতে থাকেন। আর বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে যে কৌশল হয় তা হলো, আদব বিবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও হালাত ঠিক থাকে।

হযরত শাইখ কুতবুল আলম আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহঃ) বলেন—অবিরাম কাজ করো এবং শরীয়তের উপর অবিচল থাকো। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের উপর অবিচল থাকবে এবং অবিরাম কাজ করতে থাকবে। কেবলই নূর এবং ভেদ অর্জিত হবে।

জনৈক মুরীদ নূর দেখতে পেলো। সে তার পীরের নিকট বললো, আমি এ ধরনের নূর দেখতে পাই। যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পীর সাহেব বললেন, যাও ! অন্যের এক মুঠ ঘাস তার অনুমতি ছাড়া নিয়ে নাও ! মুরীদ তাই করলো। ফলে নূর বিলুপ্ত হয়ে গেলো। মুরীদ পীরের নিকট তার অবস্থা জানালো। সত্যপন্থী পীর বললেন, মন স্থির রাখো ! এটি আল্লাহর নূর। শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি ঐ নূর দেখা যেতো তাহলে তা নূর হতো না, অন্ধকার হতো। হক হতো না, বাতিল হতো। কবি বলেন—

ہرچہ درو داعیہ شرع نیست   وسوسۂ دیو بود بے نزاع

অর্থ ঃ 'যা কিছু শরীয়তের দাবী অনুপাতে নয়, বিনা বাক্যে তা শয়তানের কুমন্ত্রণা।'

পরিচ্ছেদ-৯ ঃ একটি ভুল এই করা হয় যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে চরম অসতর্কতা করা হয়। হাদীসের আলেমদের নিকট হাদীস যাচাই করা উচিত। কোন অনির্ভরযোগ্য উর্দূ, ফারসী বা আরবী কিতাবে হাদীস শব্দ লেখা দেখলেই তা দিয়ে প্রমাণ দেওয়া ঠিক নয়। নাম ঠিকানাবিহীন অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত হাদীস প্রসিদ্ধ রয়েছে। যেমন—

أَنَا عَرَبٌ بِلَاعَيْنٍ

অর্থ ঃ আমি 'আইন ছাড়া 'আরব'। অর্থাৎ, 'রব'।

এ জাতীয় আরও যেসব হাদীস আছে, সেগুলোর না শব্দের ঠিক

www.islamfind.wordpress.com

ঠিকানা আছে, না অর্থের নামগন্ধ আছে।[১] এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে।

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ যে ইচ্ছা করে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

এ দাবীটিও একই ধরনের ভ্রান্ত ও অজ্ঞতাপ্রসূত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে আধ্যাত্মিকতার কয়েক হাজার কথা গোপনে শিখিয়েছিলেন। সেগুলো তিনি মেরাজ রজনীতে এনেছিলেন। অন্য কেউ এগুলোর উপযুক্ত ছিলো না। এ দাবীর মধ্যে অনেকগুলো মিথ্যার সমন্বয় ঘটেছে।

প্রথমত এই যে, মেরাজ রজনীতে তাঁকে কয়েক হাজার আধ্যাত্মিক কথা দান করা হয়েছে। এ কথার দাবীদার কি করে তা জানতে পারলো? সেখানে তো এমন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা পর্যন্ত জানতে পারেনি। এ লোক কোথায় দাঁড়িয়ে তা শুনছিলো? এ স্তরের রহস্য কে জানতে পারে?

এর মধ্যে দ্বিতীয় মিথ্যা এই যে, হযরত আলী (রাযিঃ)কে তিনি গোপনে এ আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। খোদ হযরত আলী (রাযিঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ কোন কথা শিক্ষা দিয়েছেন কি? তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, 'কুরআন মাজীদ বোঝার আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা ছাড়া আমার নিকট বিশেষ কিছু নেই।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে থাকার বদৌলতে তাঁর অন্তরে নিসবতের যে নূর এসেছিল, তারই ফল ছিলো পবিত্র কুরআন বোঝার এ যোগ্যতা। আর তা–ই এখন পর্যন্ত সিনায় সিনায় স্থানান্তরিত হয়ে আসছে। আধ্যাত্মিকতা সিনায় সিনায় চলে আসছে প্রসিদ্ধ এ কথাটির অর্থ এটাই। এর অর্থ এ নয় যে, হুযূর

টীকা–১ ঃ এ ধরনের জাল হাদীস সম্পর্কে অবগতির জন্য দেখুন, 'প্রচলিত জাল হাদীস'। কৃত, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক।—সম্পাদক

www.islamfind.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গোপন কিছু কথা তিনি কানে কানে শুনেন, যা এখন পর্যন্ত চলে আসছে। যদি এমন ভিত্তিহীন দাবী মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণই ভেঙ্গে পড়বে। তখন কেউ দাবী করতে পারে যে, বই-পুস্তকে যদিও লেখা আছে যে, হাতেম তাঈ একজন দানশীল লোক ছিলেন। কিন্তু আমার কাছে আমার বুযুর্গদের থেকে সিনায় সিনায় এ রহস্যজ্ঞান লাভ হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে সে একজন অতি কৃপণ লোক ছিলো। কিন্তু একথা কাউকে বলবে না, নইলে নিরস মৌলভীরা তোমাকে মিথ্যুক বলবে। এমনিভাবে যা ইচ্ছা সিনায় সিনায় এনে পেশ করো, তখন কোন জিনিসের আর গ্রহণযোগ্যতা অবশিষ্ট থাকবে?

তৃতীয় মিথ্যা এই যে, একথায় সমস্ত সাহাবী অযোগ্য সাব্যস্ত হলো। নাউযুবিল্লাহ। কুরআন ও হাদীসে সাহাবীদের—বিশেষ করে প্রথম খলীফার—যে সমস্ত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সেগুলো দেখো, তাহলে সব সন্দেহ দূরীভূত হবে। 'সীরাতে আউলিয়া' গ্রন্থে আছে যে, এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীকী (রাযিঃ)। আধ্যাত্মিকতার লাইনের শীর্ষস্থানীয়, শাইখগণ তাঁকে শীর্ষ তালিকায় মনে করতেন। (জাওয়াহেরে গায়বী)

পরিচ্ছেদ-১০ ঃ একটি ভুল এই যে, বেহেশতের মধ্যে যেভাবে আল্লাহর দীদার বা দর্শন হবে, দুনিয়াতে ঐ রকম দীদার বা দর্শনের তারা দাবী করে থাকে। জেনে রাখা উচিত যে, পবিত্র কুরআনে মূসা (আঃ)এর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখার বাসনা পোষণ করেছিলেন। তিনি উত্তর পেয়েছেন—

لَنْ تَرَانِىْ

অর্থ ঃ 'কিছুতেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।' (সূরা আ'রাফ-১৪৩)

হাদীস শরীফে আছে—

اِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتّٰى تَمُوْتُوْا

অর্থাৎ, 'মৃত্যুর পূর্বে কখনই আল্লাহ তাআলাকে তোমরা দেখতে পাবে না।'

www.islamfind.wordpress.com

অপর হাদীসে আছে—

حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْكَشَفَهُ لَاَحْـرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهٖ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهٗ مِنْ خَلْقِهٖ.

অর্থ ঃ 'তাঁর পর্দা হলো নূর। যদি সে পর্দা তুলে দেওয়া হয়, তাঁর সত্তার নূর সমস্ত সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে দিবে।' (মুসলিম)

কুরআন ও হাদীস ছাড়া আর কোন্ জিনিস বিশ্বাস করার আছে? আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন—

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ

অর্থ ঃ 'তারা এরপর আর কোন কথায় বিশ্বাস পোষণ করবে?'

(সূরা আ'রাফ-১৮৫)

এবার এ প্রসঙ্গে আল্লাহর আরেফদের উক্তি শুনুন—'মিসবাহুল হিদায়াহ' গ্রন্থে আছে—দুনিয়াতে আল্লাহকে সরাসরি দেখা সম্ভব নয়। কারণ, নশ্বর বস্তু অবিনশ্বর সত্তাকে আয়ত্ব করতে পারে না। তবে আখিরাতে ঈমানদারদের জন্য দীদারের ওয়াদা রয়েছে। কিন্তু কাফেররা তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

'কাশফুল আসার' গ্রন্থে আছে, একদিন গাউসুল আযম শাইখ মুহীউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ সাইয়েদ আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ)এর এক মজলিসে আলোচনা হলো যে, আপনার অমুক মুরীদ বলে যে, আমি আমার চোখ দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে দেখেছি। তখন তিনি ঐ মুরীদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—তখন সে স্বীকার করলো। তখন আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) তাকে এ ধরনের কথা বলতে বারণ করলেন এবং তার থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, সে এরূপ কথা আর দ্বিতীয়বার বলবে না। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, এ লোক সত্যবাদী, নাকি মিথ্যাবাদী? তিনি বললেন, সে সত্যবাদী, তবে ব্যাপারটি তার কাছে গুলিয়ে গেছে। তার কারণ হলো, সে মূলত বাহ্যিক চোখ দ্বারা আল্লাহর নূর দেখেছে। আর সে সময় তার বাহ্যিক দৃষ্টির দিকে তার অন্তর্দৃষ্টির একটি পথ উন্মোচিত হয়েছে। ফলে তার দৃষ্টির রশ্মি আলোকিত হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পরিণতিতে সে অন্তর্দৃষ্টির প্রত্যক্ষকে বাহ্যদৃষ্টির প্রত্যক্ষ বলে ধারণা করেছে। এখানে যে, মূলত দুই ধরনের দৃষ্টি

www.islamfind.wordpress.com

কাজ করেছে, সে তার পার্থক্য করতে পারেনি।

হযরত শাইখ কিওয়ামুদ্দীন বলেন—'মুকাশাফা' আল্লাহ তাআলাকে দর্শন করা বা উপলব্ধি করার নাম নয়। অন্তর্দৃষ্টির দর্শনকে তুমি 'মুকাশাফা' বা 'মুশাহাদা' যে কোন নামেই আখ্যায়িত করো না কেন, সূফীদের পরিভাষায় তাকে অন্তর্দৃষ্টির দর্শনই বলা হবে। ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্কিত বাহ্যদৃষ্টির দর্শন বলা হবে না।

মসনবী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বাহরুল উলূম'–এ আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) তাজাল্লীর মধ্যে আল্লাহতাআলাকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষকারী নশ্বর হওয়ার ফলে তার দর্শন হয়নি। 'মাকতুবাতে কুদ্দুসী'তে আছে যে, আমি নিশ্চিত করে বলছি যে, এখানে যা কিছু হয়, তার মধ্যে পর্দা থাকে। আর ওখানে যা কিছু হবে, সেটা প্রত্যক্ষ দর্শন হবে। মাঝে কোন পর্দা থাকবে না।

'আনওয়ারুল আরিফীন'–এর মধ্যে আছে—

مَرْئِىٌّ بِالْاَعْيُنِ وَالْاَبْصَارِ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ دَارِ الْقَرَارِ وَلَا يُـرٰى فِى الدُّنْـيَا.

'চিরস্থায়ী ঘর আখিরাতেই আল্লাহকে চাক্ষুষ দর্শন করা যাবে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে নয়।'

তাসাওউফের বিভিন্ন কিতাবে 'মাকামে ফানাতে' আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করার যে কথা লেখা আছে, তা মূলত অন্তর্দৃষ্টির দর্শন। যেমনটি উপরে আলোচিত হয়েছে। 'মাকামে ফানা' স্বপ্নসদৃশ হয়ে থাকে, আর স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা সম্ভব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কতক সময় মুরীদ 'রুহানী তাজাল্লীকে' 'রব্বানী তাজাল্লী' মনে করে গোমরাহ হয়। এ পর্যায়ে মুহাক্কেক কামেল শাইখের প্রয়োজন রয়েছে। হযরত ইয়াহইয়া মুনীরী (রহঃ)এর চতুর্থ মাকতুবের মধ্যে রয়েছে—জেনে রাখো যে, মহান আল্লাহর জাত ও সত্তার আত্মপ্রকাশকে 'তাজাল্লী' বলে। অপরদিকে রূহেরও তাজাল্লী রয়েছে। অনেক মুরীদই এক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা ভেবেছে যে, তারা আল্লাহর 'তাজাল্লী' প্রাপ্ত হয়েছে। পীর সাহেব যদি তাসাররুফের অধিকারী না হন, তাহলে এ জটিল স্তর অতিক্রম করা কঠিন। এখন 'রব্বানী তাজাল্লী' ও

www.islamfind.wordpress.com

'রুহানী তাজাল্লী'র পার্থক্য বুঝে নাও। অন্তরের আয়না যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর অস্তিত্বের ক্লেদ থেকে পরিচ্ছন্নতা লাভ করে আল্লাহর নূরের সূর্যের উদয়াচলে পরিণত হয় এবং আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের 'তাজাল্লীর' উপযুক্ত পাত্র হয়—তবে সবাই এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না। মুরীদদের মধ্যে দুই-একজন এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হয় যে, যখন তারা অন্তরের আয়নাকে মানবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে, তখন কিছু রুহানী সিফাত বা আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য তার অন্তরের উপর 'তাজাল্লী' ফেলে। তখন কখনো কখনো আত্মার সত্তা—যা কিনা আল্লাহর প্রতিনিধি-তাজাল্লী ফেলে। আর এ প্রতিনিধিত্বের ফলে সে 'আনাল হক' দাবী করে। আর কখনো প্রতিনিধি আত্মার সিংহাসনের সামনে সমস্ত সৃষ্টিকে সিজদাবনত দেখতে পায়। ফলে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। রূহের তাজাল্লীকে আল্লাহর তাজাল্লী মনে করে। তারা এ হাদীসের উপর কিয়াস করে—

اِذَا تَجَلَّى اللّٰهُ لِشَيْءٍ خَضَعَ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ যখন কোন জিনিসের উপর 'তাজাল্লী' ফেলেন, তখন সব জিনিস তার সামনে নত হয়ে যায়।'

এ জাতীয় বহুবিধ বিভ্রান্তিতে তখন নিপতিত হয়। 'রূহানী তাজাল্লী' নশ্বর বস্তু। তা অন্যকে ধ্বংস করার শক্তি রাখে না। 'রূহানী তাজাল্লী'র কারণে অহংকার ও গরিমা সৃষ্টি হয়। আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায় শিথিলতা আসে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর 'তাজাল্লী'র ফলে এ সবকিছু বিলুপ্ত হয়। অস্তিত্ব অনস্তিত্বে পরিণত হয়। আল্লাহ প্রাপ্তির তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। সাধনা অধিকতর হয়।

কোন কোন বুযুর্গের এ ধরনের উক্তি রয়েছে—

دیگراں را وعدۂ فردا بود   لیک مارا نقد ہم اینجا بود

অর্থ ঃ 'অন্যদের জন্য আখিরাতে (দর্শনদানের) ওয়াদা রয়েছে, আর আমরা দুনিয়াতেই নগদ পেয়ে থাকি?'

এ কথার ব্যাখ্যায় শাইখ আবদুল কুদ্দুস (রহঃ) বলেন—এর অর্থ হলো, আখিরাতে চাক্ষুষ দর্শনের ওয়াদা রয়েছে, সেটা এখানে বিশ্বাসের

চোখে প্রত্যক্ষ করা হয়। এটাকেই মুহাক্কিকগণ 'মুশাহাদা' (প্রত্যক্ষ করা) ও 'রুয়াত' (দর্শন করা) বলেন এবং জানেন।

একটি সংশয়ের নিরসন

কতক বুযুর্গের কথায় 'আল্লাহর জাতের তাজাল্লি' কথাটি পাওয়া যায়। এতে ধোঁকা খাবেন না। কারণ, এটি একটি পারিভাষিক শব্দ। যার অর্থ হলো, আল্লাহর সত্তার দিকে মুরীদের মনোযোগ এমন গভীরভাবে নিবদ্ধ হয়ে যায় যে, আল্লাহর সত্তা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর দিকে তার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ থাকে না। এমনকি আল্লাহর জাত ছাড়া তাঁর সিফাতসমূহও তার স্মরণে উপস্থিত থাকে না। এক জানা বিষয়ের উপস্থিতির ফলে অন্যান্য জানা বিষয়ের অনুপস্থিত থাকা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এমন অনেক ঘটে থাকে। আল্লাহকে দেখার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। 'ইলমুল কুতুব'-এর মধ্যে এ ব্যাখ্যা উল্লেখিত হয়েছে।

তাছাড়া আভিধানিক অর্থের দিক থেকেও 'তাজাল্লী' ও 'রুয়াত'এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ, 'তাজাল্লী' অর্থ আত্মপ্রকাশ করা, যা আল্লাহ্ তাআলার গুণ। আর 'রুয়াত' অর্থ দেখা, যা বান্দার কাজ। তাই 'তাজাল্লী' হলেই 'রুয়াত' হবে, এটা জরুরী নয়। কারণ, এর অর্থ হলো জাতের পক্ষ থেকে তাজাল্লী বা আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু বান্দার পক্ষ থেকে দেখা হয়নি। এটা হতেই পারে। এতে সংশয়ের কিছু নেই। এ কারণে হযরত মূসা (আঃ)এর ঘটনায় فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ আয়াতে তাজাল্লী হয়েছে তা বলা হয়েছে। কিন্তু لَنْ تَرَانِىْ দ্বারা তার দর্শনকে অস্বীকার করা হয়েছে।

মোটকথা, কুরআন ও হাদীস এবং সত্যপন্থী আলেমদের কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আখিরাতে আল্লাহ্ তাআলার জাতের দীদার হবে, কিন্তু কিভাবে হবে তা জানা নেই। তবে দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার অসম্ভব। তবে কতক বুযুর্গের কথায় যে, দেখা সম্ভব বলা হয়েছে এবং দেখা অসম্ভব হওয়াকে মু'তাযিলাদের মাযহাব বলা হয়েছে। এর দ্বারা এর যৌক্তিকতা অর্থাৎ, দেখা সম্ভব ও অসম্ভব হওয়ার যৌক্তিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। শরীয়তের বিধান বলা হয়নি। আর আমরা বলছি শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি অসম্ভব হওয়ার কথা। কারণ, দুনিয়াতে আল্লাহর দর্শন হবে

www.islamfind.wordpress.com

না এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অনেক প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহকে দেখা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব—এটি আমাদের দাবী নয়। তাই যদি হতো, তাহলে আখিরাতে কি করে দেখা সম্ভব হতো? কারণ, যা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, তা কখনই সম্ভব হতে পারে না। বাস্তবে ঘটা তো আরো দূরের কথা।

পরিচ্ছেদ-১১ ঃ একটি ভুল এই যে, নিজের পীরকে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সশরীরে খোদা বিশ্বাস করা—এটা স্পষ্ট কুফুরী বিশ্বাস। এতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার বিবর্তিত হওয়া, নশ্বর হওয়া, মুখাপেক্ষী হওয়া, আবদ্ধ হওয়া, আরেক বস্তুর মধ্যে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটা এবং তার মধ্যে একাকার হওয়া এ জাতীয় অসংখ্য বাতেল বিষয়। বাহ্যিক দেহ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়, আর আল্লাহ তো এতো পবিত্র যে, বাতিনী ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধিও তার পর্যন্ত পৌছতে পারে না। কল্পনায় যা আসে, আল্লাহ তা থেকেও পবিত্র।

আমর ইবনে উসমান মাক্কী বলেন—

كُلُّ مَا تَوَهَّمَهُ قَلْبُكَ اَوْسَنَحَ فِىْ بُخَارِ فِكْرَتِكَ اَوْخَطَرَ فِىْ مُعَارَضَاتِ قَلْبِكَ مِنْ حُسْنٍ اَوْبَهَاءٍ اَوْاُنْسٍ اَوْجَمَالٍ اَوْضِيَاءٍ اَوْشَبْحٍ اَوْنُوْرٍ اَوْ شَخْصٍ اَوْخِيَالٍ فَاللّٰهُ تَعَالٰى بَعِيْدٌ مِنْ ذٰلِكَ اَلَا تَسْمَعُ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

‘তোমার অন্তর যাকিছু ধারণা করে, বা তোমার চিন্তার সাগরে যা কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা তোমার মনের আয়নায় যে কোন সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য, প্রেম-ভালোবাসা, প্রশান্তি-পরিতৃপ্তি, স্নিগ্ধতা, উজ্জ্বলতা, শাইখ, আলো, ব্যক্তি বা কল্পনার উদয় হয়, আল্লাহ তাআলা এসবকিছু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তুমি কি আল্লাহর এ বাণী শোনো না?’

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

‘তাঁর সাথে তুলনীয় কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।’

(সূরা শুরা-১১)

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চম অধ্যায়
আধ্যাত্মিকতার পথের প্রতিবন্ধকসমূহের বর্ণনা

যাবতীয় গুনাহের কাজ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথের সম্পর্ক এ পথের ডাকাততুল্য। তবে তার মধ্যে থেকেও কয়েকটি জরুরী বিষয় কয়েকটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হচ্ছে।

পরিচ্ছেদ-১ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করা—এ পথের একটি বাধা। এর আলোচনা উপরে এসেছে। আফসোস! এ যুগে রুসুম ও বিদআতের খুব বেশী বিস্তার ঘটেছে এবং এ সমস্ত রুসুম ও প্রথার নামই দেওয়া হয়েছে 'তাসাওউফ'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يُوْشِكُ اَنْ يَاْتِىَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ وَلَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ.

অর্থ ঃ 'সত্বরই মানুষের উপরে এমন একটি সময় আসবে, যখন ইসলামের কেবল মাত্র নামটাই টিকে থাকবে এবং কুরআনের কেবলমাত্র নকশাই বাকি থাকবে। (বাইহাকী)

তাসাওউফের হাকীকত বা মূল কথা হলো, 'ফানা' ও 'বাকা' এর নিসবত হাসিল করা। তারা এর অর্থও জানে না, অথচ বিভিন্ন প্রথার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আবুল আব্বাস দায়নূরী (রহঃ) তাঁর নিজের যুগের সম্পর্কেই যে কথা বলেছেন, তা সামনে রাখলে আমাদের যুগের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি বলেন—

نَقَضُوْا اَرْكَانَ التَّصَوُّفِ وَهَدَمُوْا سُبُلَهَا وَ غَيَّرُوْا مَعَانِيَهَا بِاَسَامِيَّ اَحْدَثُوْهَا سَمَّوُا الطَّمَعَ زِيَادَةً وَسُوْءَ الْاَدَبِ اِخْلَاصًا وَالْخُرُوْجَ عَنِ الْحَقِّ شَطْحًا وَالتَّلَذُّذَ بِالْمَذْمُوْمِ طَيِّبَةً وَاتِّبَاعَ الْهَوٰى اِبْتِلَاءً وَالرُّجُوْعَ اِلَى الدُّنْيَا وَصْلًا وَسُوْءَ الْخُلُقِ صَوْلَةً وَالْبُخْلَ جَلَاوَةً وَالسُّوَالَ

عَمَلًا وَبَذَاءَةَ اللِّسَانِ مَلَامَةً وَمَا كَانَ هٰذَا طَرِيْقَ الْقَوْمِ.

অর্থ ঃ 'লোকেরা তাসাওউফের স্তম্ভসমূহ ভেঙ্গে দিয়েছে। তার পন্থাসমূহ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। তার অর্থসমূহ স্বরচিত নাম দ্বারা বদলে দিয়েছে। তারা লালসার নাম দিয়েছে, আধিক্য। বেয়াদবির নাম দিয়েছে, ইখলাস। সত্য ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়ার নাম দিয়েছে, 'শাতাহ' (বা বুযুর্গী)। মন্দ জিনিসকে উপভোগ করার নাম দিয়েছে, বিনোদন। কামনার পিছে ছোটার নাম দিয়েছে, পরীক্ষা। জাগতিক বিষয়ের দিকে ফিরে আসার নাম দিয়েছে, মিলন। মন্দ চরিত্রের নাম দিয়েছে, প্রভাব। কৃপণতার নাম দিয়েছে, শক্তি। মানুষের কাছে চাওয়ার নাম দিয়েছে, আমল। অশ্লীল কথার নাম দিয়েছে, তিরস্কার। অথচ হকপন্থীদের পন্থা এটা নয়।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ সাহেব (রহঃ) এ সমস্ত প্রথা সম্পর্কে বলেন ঃ সুফীদের 'নিসবাত' মহামূল্যবান জিনিস। আর এদের প্রথাসমূহ মূল্যহীন যা (সামান্য) কোন কিছুর বিনিময়েই বিকে না।

পরিচ্ছেদ-২ ঃ এ পথের একটি বাধা এই যে, ভুলক্রমে কোন বাতিল পীরের হাতে বায়আত হয়ে সারাজীবন সে মতেই চলতে থাকা। পীর নিজেই যখন আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারেনি, তখন মুরীদকে কি করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাবে। হযরত বুন্দার (রহঃ) বলেন—

صُحْبَةُ اَهْلِ الْبِدَعِ تُوْرِثُ الْاِعْرَاضَ عَنِ الْحَقِّ.

অর্থ ঃ 'বিদআতীদের সান্নিধ্য আল্লাহ বিমুখ হওয়ার কারণ হয়।'

শাইখ কিওয়ামুদ্দীন (রহঃ) বলেন—হে দরবেশ! এ কাজের মাপকাঠি হলো, কুরআন, সুন্নাহ এবং এমন পূর্বসূরীদের জীবন চরিত, যাঁরা অনুসরণীয় ছিলেন। শুধুমাত্র ইজাযত লাভ করা এবং বরকতময় স্থানে বসা যথেষ্ট নয়। যেমন ঃ কেউ পীরের ছেলে বলে তার স্থলাভিষিক্ত হলো, গদীনসীন হলো। কোন পীরের কোন কাজ যদি এ মাপকাঠিতে না টিকে, তাহলে সে পীর বাতিল ও ভুয়া। অর্থাৎ, পীরের কথা ও কাজ যদি কুরআন হাদীস ও ইজমার পরিপন্থী হয়, তাহলে সে কিছুই নয়। সে পীর

www.islamfind.wordpress.com

হওয়ার ও অনুসরণীয় হওয়ার উপযুক্ত নয়। যে ব্যক্তি এ ধরনের পীরের অনুসরণ করবে, সে লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না। বরং এ বাতিল পীর ছেড়ে দিয়ে কোন কামিল পীরের নিকট মুরীদ হওয়া তার কর্তব্য।

শাইখ সা'দুদ্দীন (রহঃ) বলেন, নিজের অজ্ঞতাবশতঃ কোন জাহিল বা বিদআতী পীরের নিকট মুরীদ হলে, অন্য কোন হকপন্থী পীরের নিকট নতুন করে মুরীদ হবে। এবং তাঁর থেকে খিরকা পরিধান করবে, যেন গোমরাহ না হয়ে যায়।

প্রসিদ্ধ আছে—

شیخ من خس ست اعتقاد من بس ست

অর্থাৎ, আমার পীর সাধারণ হলেও আমার ভক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু প্রথম কথা হলো, এমন জাহেল, ফাসেক ব্যক্তির প্রতি ভক্তি টিকে থাকাই মুশকিল। দ্বিতীয়তঃ, এটি কোন স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নয়। কদাচিৎ এমনটিও ঘটেছে। এ বিষয় সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞানও আছে, সেই জানে যে, লক্ষ্যে পৌছার পথ হলো, কামিল শাইখের সুহবাত ও তা'লীম। অর্থাৎ, সাহচর্য ও শিক্ষা। এর কোন বিকল্প নেই। আর কামিল শাইখ সেই, যিনি যাহেরী ও বাতিনী উভয় ইলমেরই অধিকারী। তৃতীয়ত, এর দ্বারা বাতিল পীর উদ্দেশ্য নয়, বরং এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, পীর যদি অনেক উঁচু স্তরের কামিল না হয়, কিন্তু শরীয়ত বিরোধীও নয়, তাহলে এরূপ মনে করবে যে, এর চেয়ে অধিকতর কামিল লোক যদিও আছে, কিন্তু আমার জন্য ইনিই যথেষ্ট, আমার ভক্তি, বিশ্বাস আমাকে লক্ষ্যে পৌছাবে।

পরিচ্ছেদ-৩ ঃ এ পথের একটি বাধা হলো, বালক ও নারীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। তাদের সাথে উঠাবসা করা। এ সম্পর্কেও আলোচনা উপরে চলে গেছে। এক বুযুর্গ বলেন, আমি আমার পীরের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক সুন্দর বালককে দেখে আমার পীরকে বললাম, হযরত! আল্লাহ তাআলা কি এমন সুন্দর ছেলেকেও শাস্তি দিবেন? তিনি বললেন, তুমি তাকে দেখেছো? সত্বরই তার ফল ভোগ করবে। তিনি বলেন, এ ঘটনার বিশ বছর পর আমি কুরআন শরীফ ভুলে যাই।

www.islamfind.wordpress.com

একইভাবে বেগানা নারীদের সাথে মেলামেশা করা আল্লাহ তাআলা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। এ বিষয়টি ভ্রান্তি নিরসন অধ্যায়ে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ-৪ ঃ এ পথের আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হলো, লাগামহীন কথা, কামিল হওয়ার দাবী করা, ওয়াহদাতুল উজুদ এর দাবী করা, শরীয়তের সঙ্গে বা আল্লাহর সঙ্গে বেয়াদবী করা, এর বিবরণও উপরে চলে গেছে।

পরিচ্ছেদ-৫ ঃ এ পথের আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হলো, পীরের তা'লীমের চেয়ে অধিক মেহনত মুজাহাদা করা। যার ফলে কিছুদিনের মধ্যে ঘাবড়ে গিয়ে সে সামান্য তা'লীমও হাতছাড়া হয়ে যায়। অনেক লোকেরই এমনটি ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

خُذُوا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوا.

অর্থ ঃ অতটুকু আমলই আরম্ভ করো, যতটুকুতে বিরক্ত হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা বিরক্ত হননা, যতক্ষণ তোমরা বিরক্ত না হও।

(বুখারী, মুসলিম)

পরিচ্ছেদ-৬ ঃ একটি বাধা এই যে, শ্রম ও সাধনার ফল লাভের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা হয়। এ রকম মনে করা হয় যে, এতদিন ধরে সাধনা করছি, এখন পর্যন্ত কোন ফল লাভ হলো না। এর পরিণতি এই হয় যে, সে হয়ত তার শাইখের প্রতি কুধারণায় লিপ্ত হয়, কিংবা সাধনা করা ছেড়ে দেয়। মুরীদকে বুঝতে হবে যে, কোন জিনিসই চট করে লাভ হয় না। ভেবে দেখো! এক ব্যক্তি এক সময় শিশু ছিলো। তার যুবক হতে কতদিন লেগেছে। আগে জাহিল ছিলো, আলিম হতে কতদিন লেগেছে। মোটকথা, এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা নিজের পীরকে ফরমায়েশ করার শামিল। কখনো মন বিচলিত হয়ে উঠলে নীচের কবিতাগুলো পড়ে মনকে প্রবোধ দিবে।

قرنہا باید کہ تا یک کودکے از لطف طبع ☆ عاقلے کامل شود یا فاضلے صاحب سخن
سالہا باید کہ تا یک سنگ اصلی ز آفتاب ☆ لعل گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن
ماہا باید کہ تا یک مشت پشم از پشت میش ☆ صوفی را خرقہ گردد یا حمارے را رسن
ہفتہا باید کہ تا یک پنبہ ز آب وگل ☆ شاہدے را حلہ گردد یا شہیدے را کفن
روزہا باید کشیدن انتظار بے شمار ☆ تا کہ در جوف صدف باران شود در عدن

'একটি দুরন্ত শিশু পূর্ণ জ্ঞানবান হতে বা সুবক্তা বিদ্বান হতে বহু যুগ সময় লাগে।

একটি খাঁটি পাথর সূর্যতাপে পুড়ে মূল্যবান পাথরে পরিণত হতে বহু বছর সময় লাগে।

মেষের পৃষ্ঠের এক মুষ্টি পশম কোন বুযুর্গের জামা হতে কিংবা কোন গাধার রশি হতে বহু মাস সময় লাগে।

মাটি-পানি থেকে উদগত এক মুষ্টি তুলা কোন বরের জামা হতে কিংবা শহীদের কাফনের কাপড় হতে বহু সপ্তাহ সময় লাগে।

বৃষ্টির পানি ঝিনুক-গর্ভে মনীমুক্তায় পরিণত হতে দিনের পর দিন প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করতে হয়।'

পরিচ্ছেদ-৭ ঃ একটি প্রতিবন্ধকতা হলো, শাইখের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় ভাটা পড়া, আর এর চেয়েও মারাত্মক হলো, শাইখকে কষ্ট দেওয়া। হাদীস শরীফে আছে—

مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

অর্থ ঃ 'যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার সঙ্গে লড়াইয়ের ঘোষণা দিলাম।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ণাঙ্গ অসীয়তসমূহের বর্ণনা

এ অধ্যায়ের অধীনে কয়েকটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

পরিচ্ছেদ-১ ঃ ইমাম কুশাইরী (রহঃ)এর অসীয়তের সারকথা এই যে, প্রথমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুপাতে নিজের আকীদা-বিশ্বাসকে দুরস্ত করবে। তারপর প্রয়োজন পরিমাণ ইলম অর্জন করবে। তা কিতাব পড়েও হতে পারে, আলেমদের সান্নিধ্যে থেকেও হতে পারে। বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে সতর্কতার উপর আমল করবে। সমস্ত গুনাহ থেকে খাঁটিভাবে তওবা করবে। পাওনাদারকে খুশী করবে। পদ ও সম্পদের সম্পর্কসমূহ ছিন্ন করবে। নিজের পীরের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তার উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করবে না। নিজের বাতিনী অবস্থা পীরের কাছে গোপন করবে না এবং অন্য কারো নিকট প্রকাশ করবে না। কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে অবিলম্বে ভুল স্বীকার করবে। কথা ঘুরাবে না। তীব্র প্রয়োজন ছাড়া সফর করবে না। বেশী হাসবে না, কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করবে না। নিজের পীরভাইদের সঙ্গে হিংসা করবে না। বালক ও বেগানা নারীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে। এমনকি তাদের সঙ্গে মন খুলে কথাও বলবে না। 'নিসবত' লাভ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে মুরীদ করবে না। শরীয়তের আদব রক্ষার ব্যাপারে খুব যত্নবান হবে। মুজাহাদা ও ইবাদতে অলসতা করবে না। নির্জনে থাকবে। লোকসমাজে থাকার পরিস্থিতি হলে তাদের খেদমত করবে। নিজেকে তাদের চেয়ে ছোট মনে করে আচরণ করবে। দুনিয়াদারদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে।

পরিচ্ছেদ-২ ঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (রহঃ)এর অসীয়তসমূহের সারকথা এই যে, দ্বীনী জরুরত ও মাসলেহাত ছাড়া ধনী লোকদের সংস্পর্শে যাবে না। মূর্খ পীর, মূর্খ আবেদ ও আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত আলেম এবং যে সমস্ত মুহাদ্দিস ফকীহদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং যে সমস্ত লোক কালাম ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যাপৃত থাকে—এ ধরনের

লোকদের সুহবত থেকে দূরে থাকবে। এমন লোকের নিকট বসবে, যিনি আলেম, বুযুর্গ, দুনিয়াবিরাগী, আল্লাহর যিকির ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের আশেক। ফিকহ্-এর মাযহাবসমূহের মধ্যে থেকে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিবে না। এরূপ বলবে না যে, হানাফী মাযহাব সবচেয়ে ভালো, বা শাফেয়ী মাযহাব সবচেয়ে বড়। বরং নিজের মাযহাবের উপর আমল করতে থাকবে। একইভাবে বুযুর্গদের তরীকাসমূহের মধ্য থেকে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিবে না। এরূপ বলবে না যে, চিশতিয়া তরীকার নিসবত খুব শক্তিশালী, আরেকজন বললো, না নকশবন্দীদের মধ্যে সুন্নাতের ইত্তেবা বেশী, এ ধরনের অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকবে। যে সমস্ত লোক ভাবাবেগে পরাভূত (مَغْلُوْبُ الْحَالِ) হয়ে বা কোন ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে কোন কাজ করে—যে কাজ তোমার মতে সুন্নাতের খিলাফ—তাদেরকে ভালোমন্দ কিছুই বলবে না। নিজে শরীয়তের বিধান মোতাবেক কাজ করবে।

পরিচ্ছেদ-৩ ঃ এ পরিচ্ছেদে হযরত সাইয়্যেদুনা, মুরশিদুনা আশ্ শাইখ, আল হাফেজ, আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহঃ)এর অসীয়তসমূহের সারকথা লিখে এ পুস্তিকা সমাপ্ত করছি। এ অসীয়তটিকে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সবার শেষে লিখছি। অন্যথায় আমার কর্তব্য ছিলো, একে সবার আগে আনা।

وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشَقُوْنَ مَذَاهِبُ.

অর্থ ঃ প্রত্যেকের পছন্দের পথ ভিন্ন ভিন্ন।

সত্যের সন্ধানী মুরীদের জন্য আবশ্যক হলো—প্রথমে জরুরী মাসআলাসমূহের ইলম শিখবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুপাতে নিজের আকীদা ঠিক করবে। তারপর এসব বিষয় থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবে—লোভ, দীর্ঘ আশা, ক্রোধ, মিথ্যা, গীবত, কৃপণতা, হিংসা, রিয়া বা প্রদর্শন প্রবৃত্তি, তাকাব্বুর বা অহংকার ও বিদ্বেষ। এবং নিজের মধ্যে এ গুণগুলো অর্জন করবে—সবর, শোকর, কানাআত (অল্পেতুষ্টি), ইলম, ইয়াকীন, তাফবীয (আত্মনিবেদন), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা পোষণ), রাযা (আল্লাহর ফয়সালার

www.islamfind.wordpress.com

উপর সন্তুষ্ট থাকা), তাসলীম (আত্মসমর্পণ)। শরীয়তের অনুগামী থাকবে। কোন গুনাহ হয়ে গেলে নেক আমল দ্বারা অবিলম্বে তার ক্ষতিপূরণ করবে। যথাসময়ে জামাআতের সঙ্গে নামায পড়বে। কোন সময় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হবে না। যিকিরের মধ্যে স্বাদ পেলে শোকর আদায় করবে। কাশফ ও কারামতের সন্ধানী হবে না। নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও তাসাওউফের কথা পরলোককে বলবে না। দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুকে আন্তরিকভাবে বর্জন করবে।

শরীয়ত পরিপন্থী পীর–ফকিরদের কাছে যাবে না। মানুষের সাথে প্রয়োজন পরিমাণ মিশবে। নিজেকে সবচেয়ে তুচ্ছ মনে করবে। কারো উপর আপত্তি করবে না। নম্রভাবে কথা বলবে। নীরবতা ও নির্জনতাকে ভালোবাসবে। সময়কে নিয়ন্ত্রণে রাখবে অর্থাৎ, রুটিন মত চলবে। মনে অস্থিরতা আনবে না। যে কোন পরিস্থিতি দেখা দিবে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করবে। গায়রুল্লাহর খেয়াল মনে আসতে দিবে না। দ্বীনী কাজে সহযোগিতা করবে। নিয়্যত খাঁটি রাখবে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। এত বেশী খাবে না যে, অলস হয়ে পড়ে।' আবার এত কমও খাবে না যে, দুর্বল হয়ে পড়ে। হালাল উপার্জন উত্তম। আর যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে তাতেও ক্ষতি নেই। তবে শর্ত হলো, কারো কিছুর প্রতি লোভ করবে না। কারো প্রতি আশা বা ভয়ও করবে না। আল্লাহর সন্ধানে অস্থির চিত্ত থাকবে।

নেয়ামতের শোকর আদায় করবে। অভাব অনটনে পড়লে মন খারাপ করবে না। নিজের অধীনস্থদের সাথে নরম ব্যবহার করবে। তাদের ভুল–ত্রুটি মাফ করে দিবে। তাদের সমস্যা গ্রহণ করবে। কারো গীবত করবে না। দোষ তালাশ করবে না। মানুষের দোষ গোপন করবে। নিজের দোষ সামনে রাখবে। কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না। মেহমান ও মুসাফিরদের সেবা করবে। গরীব, মিসকিন, আলেম ও নেককার লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ করবে। অল্পেতুষ্টি এবং নিজে ত্যাগ স্বীকার করে অন্যকে সুবিধা দেওয়ার অভ্যাস রাখবে। ক্ষুধা–তৃষ্ণাকে প্রিয় মনে করবে। কম হাসবে। বেশী কাঁদবে। আল্লাহর আযাব ও তাঁর অমুখাপেক্ষিতার কথা স্মরণ করে প্রকম্পিত থাকবে। সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখবে।

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

প্রতিদিন নিজের আমলের হিসাব নিবে। নেককাজের জন্য শোকর আদায় করবে। গুনাহের জন্য তাওবা করবে।

সত্য কথা বলা এবং হালাল খাবার খাওয়াকে নিজের নীতি বানাবে। শরীয়তবিরোধী সমাবেশে যাবে না। অজ্ঞতাপ্রসূত প্রথা থেকে দূরে থাকবে ঃ লজ্জাশীল, স্বল্পভাষী, আপোষকামী, সদাচারী, ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও সহনশীল হয়ে থাকবে। এ সমস্ত গুণের কারণে অহংকারী হবে না। ওলীদের মাযার থেকে উপকৃত হতে থাকবে। মাঝে মাঝে সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে গিয়ে সওয়াব পৌছাবে। পীরের আদব ও আনুগত্য পরিপূর্ণরূপে বজায় রাখবে। সর্বদা দ্বীনের উপর অবিচল থাকার জন্য দু'আ করবে।

আলহামদুলিল্লাহ, ২৭শে সফর ১৩১৫ হিজরী বৃহস্পতিবার চাশতের সময় কানপুরস্থ জামিউল উলূম মাদরাসায় 'তা'লীমুদ্দীন' পুস্তিকাটি সমাপ্ত হলো।

হে আল্লাহ! আপনি একে কবুল করে আপনার বান্দাদেরকে উপকৃত করুন।

اَللّٰهُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সঙ্গে সমাপ্তি দান করুন।'

সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

চতুর্থ কিতাব

ফুরূউল ঈমান

www.islamfind.wordpress.com

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا
ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ
اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ
خَلِيْلِهٖ وَ حَبِيْبِهٖ مُحَمَّدِ الَّذِىْ جَعَلَ الْاِيْمَانَ بِضْعًا وَّ سَبْعِيْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا
قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ
الْاِيْمَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ عَلٰى عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ الصّٰلِحِيْنَ
الَّذِيْنَ اسْتَنْبَطُوْا هٰذِهِ الشُّعَبَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَيَّنُوْاهَا
لِعَامَّةِ الْاُمَّةِ جَعَلَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِمَّنْ يَقْتَحِمُ هٰذِهِ الشِّعَابَ وَيَدْخُلُ تِلْكَ
الْاَبْوَابَ وَرَزَقَنَا عِنْدَهٗ حُسْنَ مَاٰبٍ وَيَسَّرَلَنَا فِىْ يَوْمِ الْحِسَابِ.

'সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্যে, যিনি উপমা বর্ণনা করেছেন ঃ 'পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন—যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।' এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল, তাঁর খলীল ও তাঁর হাবীব মুহাম্মাদের উপর, যিনি ঈমানকে সত্তরাধিক শাখা বিশিষ্ট করেছেন।—যার শ্রেষ্ঠতম হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং নিম্নতম হলো, পথের কষ্টদায়ক জিনিস হটিয়ে ফেলা এবং হায়া (লজ্জা) ঈমানের একটি বৃহৎ শাখা। (বুখারী, মুসলিম)

ঐ সমস্ত নেককার আলেম বান্দার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক, যাঁরা কুরআন ও হাদীস থেকে ঈমানের এ সমস্ত শাখা

www.islamfind.wordpress.com

উদ্ভাবন করেছেন এবং উম্মতের সাধারণ লোকদের জন্য তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা এ সমস্ত উপত্যকার পথে চলেছেন এবং এ সমস্ত দরজায় প্রবেশ করেছেন। এবং তিনি আমাদেরকে তাঁর সমীপে সুন্দর প্রত্যাবর্তন নসীব করুন এবং হিসাবের দিনে আমাদের জন্য সহজ করুন।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সংক্ষিপ্ত আকারে জানা যায় যে, ঈমানের কিছু মূল ও কিছু শাখা রয়েছে। উল্লেখিত হাদীসে সেগুলোর নির্দিষ্ট সংখ্যাও বলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সত্তরের কিছু বেশী। এগুলো নির্ধারণ করা এবং বিস্তারিত জানার দিক নির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যে তার সর্বনিম্ন, সর্বোচ্চ ও মধ্যম এ তিনটি শাখাও এ হাদীসে বলে দেওয়া হয়েছে। যাতে করে গবেষক ও অনুসন্ধানী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম অবশিষ্ট শাখাসমূহকে তাঁদের খোদাপ্রদত্ত মেধা ও প্রতিভাশক্তি দ্বারা উদঘাটন করে অন্যদেরকে বলে দেন। তাই মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক আলেমগণ কুরআন–হাদীস নিয়ে গবেষণা করে এ সমস্ত শাখাকে সংকলিত করে দেন এবং এ বিষয়ে অনেক কিতাব রচনা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

দীর্ঘদিন ধরে আমার ইচ্ছা ছিলো, ঈমানের এ শাখাসমূহকে আমার স্বদেশী মুসলমান ভাইদের অবগতির জন্যে সহজবোধ্য উর্দূতে লিখে দেই। যাতে করে তারা জানতে পারেন যে, যে ঈমানের দাবী আমরা করি, তার এতগুলো শাখা রয়েছে। এবং চিন্তা করে দেখে যে, আমাদের মধ্যে এসব শাখার কতগুলো বিদ্যমান রয়েছে এবং কতগুলো নেই। তাহলে এর দ্বারা নিজের ঈমানের পূর্ণতা ও অপূর্ণতার পরিমাপ করতে পারবে। যে সমস্ত গুণের অভাব নিজেদের মধ্যে পাবে সেগুলো অর্জনের এবং পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করবে এবং সেগুলো পূর্ণ না করে পরিপূর্ণ ঈমানের দাবী করতে লজ্জাবোধ করবে। যদিও দ্বীনের মূল বিষয়গুলো স্বীকার করলে নিম্নস্তরের ঈমানের অধিকারী হওয়া। কিন্তু সে ঈমান তেমনই, যেমন ল্যাংড়া, লুলা, অন্ধ, কানা পঙ্গু মানুষকে মানুষ বলা হয়। সবাই জানে যে, এ রকম মানুষ কোন পর্যায়ের মানুষ।

এ সমস্ত শাখা আলোচনা করার আরেকটি উদ্দেশ্য এও যে,

www.islamfind.wordpress.com

বিজাতিরা জানতে পারবে যে, ইসলামের শিক্ষা যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ। (এজন্যই সবকটি শাখা সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যেন তারা জানতে পারে যে, এ সমস্ত শিক্ষা শরীয়ত নিজেই দিয়েছে। এগুলো কারো ধারণা বা বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত নয়) এবং ইসলাম ঐ ব্যক্তিকেই পূর্ণ মুসলমান বলে জানে, যার মধ্যে এ সমস্ত উত্তম চরিত্র ও পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। অসম্পূর্ণ মুসলমানদের দেখে তারা ইসলামের শিক্ষাকে যেন গুরুত্বহীন মনে না করে। কারণ, ইসলামের কাজ বলে দেওয়া। জোর–জবরদস্তি কাউকে মুসলমান বানিয়ে দেওয়া নয়। এ সমস্ত ত্রুটি আমাদের ; ইসলামের উপর এর কোন দায়িত্ব ও দোষ চাপানো যাবে না।

হে আমার ভাইয়েরা ! ইসলামের শাখাসমূহ শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং দৃঢ়ভাবে সাহস করুন, যেন এ সমস্ত শাখা আমাদের অর্জিত হয়ে যায়। তবেই আমরা পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবো। গবেষক আলেমগণের প্রদত্ত তথ্য অনুপাতে ঈমানের শাখা ৭৭টি। এর মধ্যে ৩০টির সম্পর্ক অন্তরের সাথে, ৭টির জিহ্বার সাথে ও বাকী ৪০টির অন্যান্য অঙ্গের সাথে। আমি এ তিন শ্রেণীর শাখাকে তিনটি অধ্যায়ে আলোচনা করবো। আল্লাহই তাওফীক দানকারী। আমীন।

বিনীত—

আশরাফ আলী

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম অধ্যায়

অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখাসমূহের বর্ণনা

অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখা ৩০টি—

১. আল্লাহর উপর ঈমান আনা।

২. আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুকে ধ্বংসশীল ও সৃষ্ট বিশ্বাস করা।

৩. ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা।

৪. আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা।

৫. নবীদের উপর ঈমান আনা।

৬. তাকদীর বা ভাগ্যের উপর ঈমান আনা।

৭. কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনা।

৮. জান্নাতকে বিশ্বাস করা।

৯. জাহান্নামকে বিশ্বাস করা।

১০. আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা রাখা।

১১. কারো সঙ্গে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা রাখা এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে বিদ্বেষ পোষণ করা।

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা।

১৩. ইখলাস।

১৪. তওবা।

১৫. আল্লাহকে ভয় করা।

১৬.আল্লাহর রহমতের আশা করা।

১৭. লজ্জা করা।

১৮. শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

১৯. অঙ্গীকার পুরা করা।

২০. ধৈর্য ধরা।

২১. বিনয়।

২২. সৃষ্টির প্রতি দয়া ও করুণা করা।

২৩. আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

২৪. আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

২৫. আত্মশ্লাঘা পরিহার করা।
২৬. বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা।
২৭. হিংসা না করা।
২৮. রাগ না করা।
২৯. অকল্যাণকামী না হওয়া।
৩০. দুনিয়ার ভালোবাসা পরিহার করা।

কয়েকটি পরিচ্ছেদে উপরোক্ত শাখাসমূহের ফযীলত এবং এতদসংক্রান্ত কিছু বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ.

‘ঈমান হলো, আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর নবীদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, শেষ দিবসের উপর এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের উপর বিশ্বাস রাখা।’ (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিম শরীফের অপর একটি বর্ণনায় আছে—

وَتُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

‘জান্নাতের উপর, জাহান্নামের উপর এবং মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার উপর বিশ্বাস রাখা।’

তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় আছে—

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ وَحَتّٰى يَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَهٗ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهٗ وَاَنَّ مَا اَخْطَاَهٗ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهٗ.

‘কোন মানুষ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাগ্যের উপর এবং এ কথার উপর বিশ্বাস করবে না যে, যা আসার তা কখনোই না এসে পারে না, আর যা না আসার তা কখনোই আসতে পারে না।’

www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা ঃ আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনার মধ্যে এ সবই অন্তর্ভূক্ত—তাঁর সত্তার উপর ঈমান আনা। তাঁর গুণাবলীর উপর ঈমান আনা। তাঁকে একক বিশ্বাস করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য-১ ঃ জানা থাকা উচিত যে, যেমন আল্লাহ তাআলার সত্তা প্রশ্নাতীত ও ধারণাতীত। তেমনিভাবে তাঁর গুণাবলীও প্রশ্নাতীত ও ধারণাতীত। তাই আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর ব্যাপারে ধারণা ও অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলা এবং তার ব্যাখ্যা ও রূপরেখা নির্ধারণ করা মারাত্মক বিপজ্জনক। এ বিষয়ে অনেক সাধারণ মানুষের আকীদা খুবই নিরাপদ যে, তারা সংক্ষেপে আল্লাহর গুণাবলীর উপর বিশ্বাস রাখে, তারা এগুলোর ব্যাপারে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও অধিক টানা হেঁচড়া করে না এবং পূর্বকালের বুযুর্গ, সাহাবা (রাযিঃ) ও তাবিঈনগণের বিশ্বাসও এমনই ছিলো। অতীতকালে বিদআতীদের দল যখন ভারী হয়ে উঠলো এবং তর্ক শাস্ত্রের বিস্তার ঘটলো, তখন আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা বৃদ্ধি পেলো এবং বেশীর ভাগ বিধি-বিধানের ব্যাপারে অসতর্ক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে—

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

অর্থ ঃ 'দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর সমাসীন হলেন।'

(সূরা ত্বাহা-৫)

এখন এ আয়াত প্রসঙ্গে এই বিশ্লেষণ শুরু করা যে—'ইসতিওয়া' বা সমাসীন হওয়া দিয়ে কি বুঝানো হয়েছে? এর উদ্দেশ্যই বা কি? নিঃসন্দেহে (এ জাতীয় আলোচনা ও গবেষণা) নির্ভীক আচরণ—মানুষ নিজের গুণাবলীর হাকীকত সম্পর্কেই যেখানে পূর্ণ অবগত নয়, সেখানে মহান স্রষ্টার গুণাবলীর মর্ম সম্পর্কে কী জানবে? তাই সহজ সরল কথা হলো, সংক্ষেপে আকীদা পোষণ করবে যে, আল্লাহ তাআলা যা কিছু বলেছেন তা সত্য বলেছেন। তাঁর সত্তা যেমন, তাঁর 'ইসতিওয়া' তথা সমাসীন হওয়াও তেমন। অধিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনটাই বা কী? আমাদেরকে এভাবে বিশ্লেষণের নির্দেশও দেওয়া হয়নি। আমাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখবে যে, তাঁর 'ইসতিওয়া' তথা সমাসীন হওয়া আমাদের 'ইসতিওয়া'

www.islamfind.wordpress.com

তথা সমাসীন হওয়ার মত নয়।

কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

অর্থ ঃ 'কোন কিছুই তাঁর মত নয়।' (সূরা শুরা-১১)

বাকী রইলো তাহলে তাঁর 'ইসতিওয়া' বা সমাসীন হওয়া কেমন? এ নিয়ে আলোচনাই করবে না। আল্লাহর উপর সমর্পণ করবে।

কিংবা হাদীস শরীফে এসেছে—

يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

অর্থ ঃ 'প্রতি রাতে আমাদের প্রভু দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।'

এখন এ চিন্তায় পড়া যে, অবতরণের অর্থ কি? এবং কিভাবে তিনি অবতরণ করেন? এ সমস্ত অর্থহীন কাজে লিপ্ত হবে না। যার প্রকৃত তথ্য কিয়ামত পর্যন্তও উদ্ধার করতে পারবে না। তাই এ নিয়ে সময় নষ্ট করবে না। বরং এ হাদীস বলার দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে লক্ষ্য অর্থাৎ, ঐ সময়ে মানুষ আন্তরিকভাবে এবং আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে যিকির ও ইবাদতে মগ্ন থাকবে। আমাদেরও তাই করা উচিত। আল্লাহর এ সমস্ত গুণাবলীর মূল তত্ত্বের ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। তাই এর পিছনে সময় ব্যয় করা নিজের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ.

অর্থ ঃ 'সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যকার রূপকগুলোর।'

(সূরা আলে ইমরান-৭)

বিশেষ দ্রষ্টব্য-২ ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাওহীদের দু'টি অর্থ প্রমাণিত রয়েছে।

একটি হলো, 'লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয়টি হলো, 'লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন মাকসুদ বা উদ্দেশ্য নেই। প্রথম অর্থটি প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি তো দিবালোকের চেয়েও সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ. أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থ ঃ 'হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করো, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছো। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯-৪০)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

অর্থ ঃ 'তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।' (সূরা বায়্যিনাহ-৫)

পুরো কুরআন শরীফ এ বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। আর এ তাওহীদই হাতছাড়া হলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষ কাফির ও মুশরিক হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে তাকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হতে হয়। এটা কখনই মাফ করা হবে না। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে, এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা নিসা-১১৬)

www.islamfind.wordpress.com

তাওহীদের দ্বিতীয় অর্থটি এভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রিয়া' অর্থাৎ, মানুষকে দেখানোর জন্য বা সুনামের জন্য ইবাদত করাকে 'শিরকে আসগর' বা ছোট শিরক আখ্যা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, 'রিয়া'র মধ্যে গায়রুল্লাহ মা'বুদ বা উপাস্য হয় না, তবে 'মাকসুদ' তথা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই 'গায়রুল্লাহ' মাকসুদ ও লক্ষ্য হওয়া যখন শিরক সাব্যস্ত হলো, তখন শিরকের বিপরীত তাওহীদের মধ্যে একমাত্র আল্লাহই 'মাকসুদ' হবেন, গায়রুল্লাহ কোনভাবেই মাকসুদ হবে না। 'লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ'—এ কথার অর্থ এটাই। যে হাদীসের মধ্যে 'রিয়া'কে শিরক বলা হয়েছে, এখন আমি সেই হাদীসটি উদ্ধৃত করছি।

মাহমুদ বিন লাবীদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ

'অত্যন্ত ভয়ংকর জিনিস—যে ব্যাপারে আমি তোমাদের নিয়ে আশংকা করছি, তা হলো 'শিরকে আসগর' বা ছোট শিরক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! 'শিরকে আসগর' কি জিনিস? তিনি বললেন—'রিয়া'।' (মুসনাদে আহমদ, তাফসীরে মাযহারী)

এতদসংক্রান্ত আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে সূরায়ে কাহাফ-এর শেষে সেগুলো সংকলিত করা হয়েছে। সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এখানে সেগুলো লেখা হলো না। তাওহীদের এ অর্থ না পাওয়া গেলে ইখলাস হাতছাড়া হয়ে যায়। যার পরিণতিতে কিছুটা শাস্তির যোগ্য হয়, কিন্তু চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয় না।

ওয়াহদাতুল উজুদ ঃ সুফীদের পরিভাষায় তাওহীদের আরেকটি অর্থ রয়েছে। তা হলো, 'লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ'। অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। যাকে তারা 'ওয়াহদাতুল উজুদ' বলে। এ অর্থটিকে কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করার চেষ্টা করা—বাহুল্য চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। এ কথার ব্যাখ্যা এমনভাবে দেওয়া, যাতে কুরআন ও হাদীসের

www.islamfind.wordpress.com

পরিপন্থী না হয়—তাই শ্রেয়। বর্তমান যুগে এ বিষয়টি নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বিষয়টি সূক্ষ্ম, অপরদিকে এর ভিত্তি কেবলমাত্র মনে উদ্রেক হওয়া ধারণা ও কাশফের উপর। তাই প্রথমতঃ বিষয়টিকে উপস্থাপন করার মত যথাযথ ও যথেষ্ট পরিমাণ ভাষা পাওয়াই জটিল। কারণ, ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আর সামান্য যা কিছু উপস্থাপন সম্ভব, তা বোঝার জন্যও এ ধরনের রুচি–প্রকৃতির অধিকারী হওয়া প্রয়োজন এবং কাশফের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা ছাড়াও কুরআন হাদীস ও যুক্তি শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।

এ যুগে 'ওয়াহদাতুল উজুদ'–এর বেশীর ভাগ দাবীদারের অবস্থা দেখে খুব কষ্ট হয়। তাদের এ সম্পর্কে না ইলম আছে, না রুচি ও প্রকৃতি আছে। কেবলই মৌখিক ও ভাসা ভাসাভাবে কথাটি বলে দেওয়াই তাদের কাজ। তাদের এ পরোয়া নাই যে, না বুঝে কেবলই মৌখিকভাবে এ ধরনের ধর্মহীন কথা উচ্চারণ করায় ঈমান চলে যাবে। তাদের এদিকেও কোন খেয়াল নাই যে, সাধারণ মানুষ আমাদেরকে এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মনে করে আমাদের অন্ধ অনুকরণ করে 'ওয়াহদাতুল উজুদ'–এর বিশ্বাস পোষণ করে। উপরন্তু তারাও 'ওয়াহদাতুল উজুদ'–এর দাবী করতে আরম্ভ করবে। যার পরিণতিতে ভাঙা–চুরা যাওবা ঈমান তাদের ছিলো তাও হাতছাড়া হয়ে যাবে। নামায–রোযা পরিত্যাগ করবে। তারা মনে করবে যে, যখন আমিই খোদা হয়ে গেছি, তখন আর নামায রোযা কিসের? নাউযুবিল্লাহ। 'ওয়াহদাতুল উজুদ'–এর কখনই এ অর্থ নয়। মূলতঃ এটি একটি আধ্যাত্মিক বিশেষ অবস্থা। যার উপর এ অবস্থা বিরাজ করে সেই তা বুঝে। তাই অবস্থা প্রবল না হলে ইচ্ছা করে এটি মুখে উচ্চারণ করাও উচিত না এবং অন্যদের জন্য তা বোঝাও সম্ভব না। এ ভাব প্রবল রূপ ধারণ করলে তার যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, কবির ভাষায় তা হলো এই—

بس کہ در جان فگار و چشم بیدارم توئی ☆ ہر کہ پیدا میشود از دور پندارم توئی

'আমার ব্যথিত হৃদয় ও বিনিদ্র নয়নে তুমিই ছেয়ে আছো। এমনকি যত ব্যথা–বেদনা সব তোমারই দান মনে করি।'

www.islamfind.wordpress.com

سمایا ہے جب سے تو آنکھوں میں میری
جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے

'যখন থেকে আমার নয়ন যুগলে তুমি ছেয়ে আছো। তখন থেকে যেদিকে তাকাই কেবল তোমাকেই দেখতে পাই।'

কখনো এ ভাব ও অবস্থা স্থায়ী হয়, কখনো বা ক্ষণস্থায়ী হয়। ইনশা আল্লাহ সুস্থ থাকলে কোন সুযোগে এ বিষয়টি নিয়ে অধিক গবেষণা করার ইচ্ছা আছে। এখানে কেবলই হিতাকাংখীতাপূর্ণ এ নিবেদন করে এ সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের উপর এবং উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার উপর দয়া করে এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা পরিহার করুন। বরং সতর্ক পন্থা এই যে, কাশফ হওয়ার পরও একে চূড়ান্ত মনে করবেন না। কারণ, কাশফের মধ্যে বিশেষতঃ 'কাশফে ইলাহিয়্যাতের' মধ্যে কখনো কখনো বিচ্যুতি ঘটে। মূল লক্ষ্য ইবাদতে রত থাকুন। মৌখিক জমা–খরচ পরিহার করুন।

کار کن کار بگذر از گفتار

'কথা ছেড়ে কাজ করুন।'

قدم باید اندر طریقت نہ دم
کہ اصلے ندارد دمے بے قدم

'আল্লাহর পথে নিছক দাবী নয়, সাহস করে অগ্রসর হতে হবে। কাজে অগ্রসর না হয়ে নিছক দাবীর কোন মূল্য নেই।'

শিরকের প্রকারসমূহ

শিরক দুই প্রকার—

ক. আকীদার ক্ষেত্রে শিরক।

খ. আমলের ক্ষেত্রে শিরক।

আকীদার ক্ষেত্রে শিরক হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। এ শিরক সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে, এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা নিসা-১১৬)

আমলের ক্ষেত্রে শিরক হলো—যে সমস্ত কাজ ও আচরণ আল্লাহর জন্য করা উচিত, সেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করা। এ প্রকারের শিরকের মধ্যে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ নারীরা অধিক লিপ্ত। যেমন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা। কারো নামে মান্নত করা। কোন জিনিসকে স্বভাবগতভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী মনে করা। কাউকে সম্মান করে সিজদাহ করা। বাইতুল্লাহ ছাড়া অন্য কোন জিনিসের তওয়াফ করা। সওয়াবের নিয়তে কবরে কোন কিছু দেওয়া। এরূপ বলা যে, উপরে আল্লাহ নীচে তুমি। এ জাতীয় আরো অসংখ্য কাজ আছে, যেগুলো মারাত্মক গুনাহ। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য নিজেদের পরিবার থেকে এগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।' (সূরা তাহরীম-৬)

ফেরেশতাদেরকে নারী বা পুরুষ বলা

ফেরেশতাদের নারী বা পুরুষ হওয়ার বিষয়টি যেহেতু কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত নয়,তাই তাদের নারী বা পুরুষ হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করবে না। এ বিষয়টি আল্লাহর হাতে অর্পণ করবে। কালাম শাস্ত্রবিদদের لَا يُوْصَفُوْنَ بِذُكُوْرَةٍ وَلَا اُنُوْثَةٍ فَافْهَمْ (তাদেরকে নারী বা পুরুষ বিশেষণে ভূষিত করা যাবে না) কথার অর্থও এটাই। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।

রাসূল ও আসমানী কিতাবের সংখ্যা নির্ধারণ না করা

নবীদের সংখ্যা যেহেতু কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাই কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় বিশ্বাস পোষণ করবে না। কারণ, তখন কম বেশী হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। একইভাবে আসমানী কিতাবের সংখ্যাও নির্দিষ্ট করবে না।

ফায়দা ঃ আখিরাতের উপর ঈমান আনার মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—কবরের সওয়াব ও আযাবকে বিশ্বাস করা। হাশর-নাশরের উপর বিশ্বাস করা। পুলসিরাত, হাউজে কাউসার ও আমল মাপার 'মীযান' বা নিক্তির উপর ঈমান আনা। কিয়ামতের সব ঘটনার উপর ঈমান আনা।

এসব বিষয়ে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

তাকদীরের বিশ্লেষণ

মানুষের যে, কিছু পরিমাণ এখতিয়ার বা ইচ্ছাশক্তি রয়েছে তা প্রশ্নাতীত। এ কারণেই মানুষ তার কতক অশালীন আচরণের কারণে চরমভাবে অনুতপ্ত হতে বাধ্য হয়। তার মন কোনভাবেই শান্তি পায় না। স্থির হয় না। মানুষের যদি ইচ্ছাশক্তি না থাকতো তাহলে সে অনুতপ্ত হতো না, অস্থির হতো না। যেমন, কম্পনের রোগীকে তার কম্পনের কারণে কখনো অনুতপ্ত হতে বা ভুল স্বীকার করতে কেউ দেখেনি। এতে নিশ্চিত করে জানা গেলো যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না। তবে এর সঙ্গে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, তার ইচ্ছাশক্তি সৃষ্ট বস্তু। আর প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর ধারাবাহিকতা স্রষ্টা পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। বিধায় অবশ্য-অবশ্যই তার ইচ্ছাশক্তি অপর এক মহান সত্তার ইচ্ছাশক্তির অধীন। মানুষের এ পর্যায়টি তার শক্তিহীনতার প্রমাণ করে। তাই মানুষ পুরোপুরি অক্ষম বা পূর্ণাঙ্গ সক্ষম নয়। তাকদীরের সারকথা এটাই। আর এতটুকু বিষয় বুঝতে কোন জটিলতা বা প্রশ্ন সৃষ্টি হয় না। আমাদেরকে তাকদীর বিষয়ে এতটুকুই বোঝার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর অধিক বোঝার যোগ্যতাও আমাদের নেই এবং সে নির্দেশও আমাদের দেওয়া হয়নি। বরং অধিক বিশ্লেষণে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

www.islamfind.wordpress.com

কারণ, এর জন্য কুরআন-হাদীস, যুক্তি-তর্ক ও অন্যান্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে কাশফের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বরং এতসব পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ পরিস্কার হতে চায় না। এক প্রকারের দ্বিধা ও অস্পষ্টতা কাজ করে। এ বিষয়টি সম্পর্কিত সাধারণ মানুষের কিছু সন্দেহের জওয়াব 'জাযাউল আ'মাল' পুস্তিকার শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে, যা অধ্যয়ন করা সবার জন্য জরুরী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ مَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ.

'তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, সেগুলো যে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করবে। আল্লাহ ও রাসূল তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হবে এবং যাকে ভালোবাসবে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে, অন্য কোন কারণ এর পিছনে থাকবে না।'

ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।'

আল্লাহর রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসা

কেউ অবাক হতে পারে যে, আল্লাহ ও রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসা কি করে সম্ভব? যদি সম্ভব হয়ও, তাহলে হয়তো বা সারা পৃথিবীতে দু' চারজন ব্যক্তিই এ রকম পাওয়া যাবে। তাহলে তো সারা পৃথিবীর বাকী সবাই বেঈমান সাব্যস্ত হয়। বিজ্ঞ আলেমগণ বিভিন্নভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তবে অধমের মতে নিম্নমানের একজন মুসলমানেরও আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে এ সম্পদ অর্জিত রয়েছে। এটি পরীক্ষা করে দেখার উপায় হলো, সর্বনিম্ন একজন মুসলমান সবচেয়ে বেশী যাকে

www.islamfind.wordpress.com

ভালোবাসে, যেমন—তার সন্তান বা স্ত্রী—এমন কেউ যদি ঐ ব্যক্তির সম্মুখে আল্লাহ ও রাসূলের শানে চরম ধৃষ্টতা পোষণ করে, তাহলে কখনোই সে তা সহ্য করতে পারবে না। সম্ভাব্য সকল উপায়ে সে এর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষ্যান্ত হবে না। আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে এ পর্যায়ের ভালোবাসা যদি নাই থাকতো, তাহলে এ আবেগ ও উদ্দীপনা কি করে তার মধ্যে সৃষ্টি হলো? এবং তার প্রিয় স্ত্রী বা সন্তানের ভালোবাসা কেন স্থবির হলো, পরাজিত হলো? এতে জানা গেলো যে, আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে এ পর্যায়ের ভালোবাসা সকল মুসলমানেরই রয়েছে।[১] আলহামদুলিল্লাহ।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী হয় কেন? এর কারণ হলো—এ ভালোবাসা মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সব সময় তা ফুটে বের হয় না। কোন উদ্বুদ্ধকারী কারণ দেখা দিলে তখন তার আপাদমস্তকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার নূর বিস্তার লাভ করে। উদ্বুদ্ধকারী সেই কারণ দূরীভূত হলে ভালোবাসাও অন্তঃপুরে চলে যায়।

কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা পোষণ করা

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা পোষণ করার অর্থ হলো, এতে দুনিয়ার কোন স্বার্থ না থাকা। ভালোবাসার রস-রুচির অধিকারী ব্যক্তিগণ বলেন যে, এমনকি সওয়াবও উদ্দেশ্য না হতে হবে। এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমাদের নিত্য দিনের ঘটনাতেই বিষয়টি সহজে বুঝে আসতে পারে। যেমন, আপনি আপনার উস্তাদ বা পীরের জন্য অত্যাধিক উৎকৃষ্ট কোন জিনিস যদি উপঢৌকন রূপে নিয়ে যান, তখন আপনার দুনিয়ার কোন স্বার্থ বা সওয়াবের চিন্তা মনে আসবে না। কেবলই ঐ বুযুর্গের মনকে খুশী করাই আপনার লক্ষ্য হবে। আমার মতে এ অর্থে কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা পোষণ করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। বরং বাস্তবে তা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

১. আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেন— وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ 'এবং যারা ঈমানদার, তারা অল্লাহকে অধিকতর ভালোবাসে।' (সূরা বাকারা–১৬৫)

www.islamfind.wordpress.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁর অনুসরণ করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার মধ্যে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করা এবং তাঁর জীবন পদ্ধতির অনুসরণ করাও অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْآ اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ .

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তাঁর সাথে উঁচু স্বরে কথা বলো না।'

(সূরা আল হুজরাত-২)

এ আয়াতে রাসূলকে সম্মান করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞ আলেমগণ বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী হাদীস শরীফেরও এই একই আদব রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ, তাঁর পাঠদানকালে নীচু আওয়াজে কথা বলতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

وَتُوَقِّرُوْهُ

অর্থ ঃ 'এবং তোমরা তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) ভক্তি করো।'

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের দু'আ করো (অর্থাৎ, দরূদ পড়ো) এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।'

(সূরা আল-আহযাব-৫৬)

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন—

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থ ঃ 'রাসূল তোমাদের যা কিছু (নির্দেশ) দেন, তা তোমরা শক্ত করে ধরো এবং যা নিষেধ করেন,তা থেকে দূরে থাকো।' (সূরা হাশর-৭)

এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে চলার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ

'তোমাদের কেউ অতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার মনের কামনাকে আমার হুকুমের অধীন করবে।' (তারগীব ও তারহীব)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন—

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

'তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে নিজেদের উপর আবশ্যক রূপে গ্রহণ করো। দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরো এবং নতুন বিষয় থেকে বিরত থাকো। কারণ, প্রত্যেক নতুন বিষয় বিদআত (যা শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় তাই বিদআত)। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী। (তিরমিযী)

ইখলাস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

ثَلٰثٌ لَايَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ.

www.islamfind.wordpress.com

'তিনটি বিষয় এমন, যেগুলো গ্রহণ করতে কোন মুসলমানের অন্তর দ্বিধা–দ্বন্দ্ব করে না।

ক. ইখলাসের সাথে আমল করা।

খ. শাসকদের আনুগত্য করা।

গ. জামাআতের অন্তর্ভুক্ত থাকা।'

হাদীসটি ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

'রিয়া' ও 'নিফাক' তথা প্রদর্শন প্রবৃত্তি ও কপটতা পরিহার করা ইখলাসের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনে মাজা (রহঃ) শাদ্দাদ বিন আউস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِىْ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ اَمَا اِنِّىْ لَسْتُ اَقُوْلُ يَعْبُدُوْنَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا وَثَنًا وَلٰكِنَّ اَعْمَالًا لِغَيْرِ اللّٰهِ وَشَهْوَةٍ خَفِيَّةٍ.

'আমি আমার উম্মতের জন্য যে বিষয়টির সর্বাধিক আশংকা করি, তা হলো আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করা। মনে রেখো! আমি এ কথা বলছি না যে, তারা সূর্য, চন্দ্র বা মূর্তির উপাসনা করবে। কিন্তু তারা গায়রুল্লাহ জন্য এবং প্রবৃত্তির গোপন কামনার জন্য আমল করবে।

নিম্নের আয়াতে শিরকের তাফসীর রিয়া দ্বারা করা হয়েছে—

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

অর্থ ঃ 'এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।'

(সূরা কাহ্ফ–১১০)

ফায়দা ঃ 'রিয়া' বা মানুষকে দেখানো ও সুনামের জন্য আমলা করা যে শিরকের অন্তর্ভুক্ত তা তাওহীদের আলোচনার পরিচ্ছেদে কিছুটা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া উচিত।

'নিফাকের' (মুনাফেকী) প্রকারসমূহ

'নিফাক' বা কপটতা বলা হয়, অন্তরে কুফুরী রেখে বাইরে ইসলাম প্রকাশ করাকে।

'নিফাক' দু' প্রকার।

ক. আকীদাগত নিফাক।

খ. আমলের ক্ষেত্রে নিফাক।

নিফাকের উপরোল্লেখিত সংজ্ঞাটি আকীদাগত নিফাকের। এ প্রকারের নিফাক সম্পর্কেই নিম্নোক্ত ধমকি এসেছে।

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।'

(সূরা নিসা-১৪৫)

নিফাকের দ্বিতীয় প্রকার হলো, আমলের ক্ষেত্রে নিফাক। অর্থাৎ, আকীদা-বিশ্বাস তো মুসলমানদের ন্যায় ঠিক আছে, কিন্তু তাঁর দ্বারা এমন কিছু কাজ সংঘটিত হয়, যেগুলো মুনাফিকদের দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন, হাদীস শরীফে আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَ مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

'চারটি স্বভাব এমন রয়েছে—যার মধ্যে এর প্রত্যেকটি থাকবে সে তো পরিপূর্ণ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর একটি স্বভাব থাকবে তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

ক. তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।

খ. কথা বললে মিথ্যা বলে।

গ. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে।

ঘ. ঝগড়া করলে গালি দেয়।'

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসে নিফাক দ্বারা আমলের নিফাককেই বুঝানো হয়েছে। যেমন কিনা অভিজাত বংশের কোন সন্তান ছোট লোকের কাজ করলে তাকে 'চামার' আখ্যা দেওয়া হয়।

'রিয়া'র ভয়ে নেক আমল ছেড়ে দেওয়া

'রিয়া'র বিপদ মারাত্মক। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ থেকে বেঁচে থাকা দরকার। তবে এর সাথে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, ধোঁকা দিয়ে নেক আমল বাদ দেওয়ানোর শয়তানের একটি পন্থা এটিও যে, শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় যে, এ আমলটি করোনা। এতে 'রিয়া' হবে। এক্ষেত্রে শয়তানকে উত্তর দেওয়া উচিত যে, 'রিয়া' তো তখনই হবে, যখন মানুষকে দেখানো এবং তাকে খুশী করা উদ্দেশ্য হবে এবং নিজেও এটা উপভোগ করার ইচ্ছা থাকবে। কিন্তু আমি নিজেই যখন এটাকে খারাপ মনে করছি এবং তা প্রতিহত করার চেষ্টা করছি, তা প্রতিহত হোক বা না হোক এটা তো 'রিয়া' হতে পারে না। এ উত্তর দিয়ে নেক আমল করতে থাকবে। যত কুমন্ত্রণাই শয়তান দিক না কেন, কোন পরোয়াই করবে না। দু'-চারবার কুমন্ত্রণা দিয়ে তারপর শয়তান নিজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে পড়বে।

হযরত পীর ও মুর্শিদ মাওলানা আলহাজ্জ আলহাফিয মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ দাঃবাঃ ইরশাদ করেন—'রিয়া' সবসময় 'রিয়া' থাকে না। প্রথমে 'রিয়া' হয়। তারপর তা অভ্যাসে পরিণত হয়। অবশেষে অভ্যাস থেকে ইবাদত ও ইখলাসে রূপ নেয়।

এ কথার উদ্দেশ্য হলো, অনিচ্ছাকৃত রিয়ার পরোয়া করবে না এবং এ কারণে আমল ছেড়ে দেবে না।

তাওবা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَتُوبُوٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

www.islamfind.wordpress.com

অর্থ ঃ 'হে মুমিনগণ। তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা করো, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।' (সূরা নূর–৩১)

এ সম্পর্কিত অনেক হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

তাওবার পদ্ধতি ঃ তাওবার প্রকৃত স্বরূপ জনৈক বুযুর্গ অত্যন্ত সংক্ষেপে এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

هُوَ تَحَرُّقُ الْحَشَا عَلَى الْخَطَا

অর্থাৎ, গুনাহের কারণে অন্তরে জ্বালা ও অনুশোচনা সৃষ্টি হওয়াকে তাওবা বলে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)–এর এ কথা উপরোক্ত উক্তিকে সুদৃঢ় করে— اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ অর্থাৎ, লজ্জিত হওয়াই তাওবা।

তাওবার অনেকগুলো আদব রয়েছে। সংক্ষেপে এভাবে বুঝুন যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিকট ভুল হয়ে গেলে তখন তার কাছে কিভাবে ভুল স্বীকার করা হয়। ক্ষমা ভিক্ষা করা হয়। করজোড়ে, পায়ের উপর টুপি রেখে, তোষামোদমূলক কত কথা বলা হয়। কান্নার ভান করা হয়। নানাভাবে ভুল স্বীকার করা হয়। তাই মহান আল্লাহর মুখোমুখি যখন ভুল স্বীকার করবে, তখন কমপক্ষে এমন অবস্থাতো অবশ্যই সৃষ্টি হওয়া উচিত। এমনভাবে তাওবা করা হলে আল্লাহ পাকের ওয়াদা অনুপাতে তা অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে।

ভয়

ইমাম ইস্পাহানী (রহঃ) তারগীব গ্রন্থে মুয়ায (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন—

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَايَأْمَنُ قَلْبُهُ وَلَا تَسْكُنُ رَوْعَتُهُ

'ঈমানদারের অন্তর নির্ভয় হয় না। সে কখনো ভয়মুক্ত হয়ে স্থির হয় না।'

ভয় সৃষ্টি করার পদ্ধতি ঃ অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার উপায় এই যে, সর্বদা এ খেয়াল করবে যে, আল্লাহ তাআলা আমার সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য কথা, কাজ ও অবস্থা সবসময় অবগত আছেন। এবং তিনি এসব বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন।

www.islamfind.wordpress.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ أَفْضَلَ الْإِيْمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللّٰهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ

'মানুষের ঈমানের একটি ফযীলত এই যে, সে বিশ্বাস করবে যে, সে যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গে রয়েছেন।'

হাদীসটি ইমাম বাইহাকী 'শুআবুল ঈমানের' ভয় অধ্যায়ে এবং ইমাম ত্ববরানী 'আওসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করার উত্তম উপায়

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ

অর্থ ঃ 'একমাত্র কাফিররাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়।'

(সূরা ইউসুফ–৮৭)

এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করা ঈমানের অংশ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

'আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা একটি উত্তম ইবাদত।'

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা এবং তাঁর রহমতের আশা রাখার উত্তম উপায় এই যে, তাঁর হুকুম পরিপূর্ণরূপে মেনে চলার চেষ্টা করবে। এটি একটি সহজাত বিষয় যে, যার কথা মেনে চলা হয় তার থেকে সব ধরনের আশা করা যায়। আর কথা অমান্য করা হলে অবশ্য অবশ্যই মনে ভয় ও নিরাশার সৃষ্টি হয়। তাওবা করার সময় আল্লাহর রহমতের আশা রাখার অর্থ এই যে, তার অপার রহমতের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ বিশ্বাস করবে যে, আমার ক্ষমা ভিক্ষা অবশ্যই কবুল হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর

www.islamfind.wordpress.com

রহমতের আশা করার যে হুকুম দিয়েছেন তার উদ্দেশ্যও এ দু'টিই জানা যায়। ১. নিজের আমল ঠিক করা, ২. তাওবা করা।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষ গুনাহে লিপ্ত থাকা এবং তাওবা করতে বিলম্ব করার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি সুধারণা ও তার রহমতের আশার বাহানা দিয়ে থাকে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যকে একদম উল্টিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা সঠিক বুঝ দান করুন। আল্লাহ তাআলার অপার রহমত উপলব্ধি করে তো বরং অধিক লজ্জিত হওয়া উচিত ছিলো।

কবি বলেন—

تصدق اپنے خدا کے جاؤں   یہ پیار آتا ہے مجھ کو اتنا

ادھر سے ایسے گناہ پیہم   ادھر سے وہ دم بدم عنایت

অর্থ ঃ 'আল্লাহর জন্য প্রাণ বিলিয়ে দিতে আমার বড় ভালো লাগে। কারণ, আমি গুনাহের পর গুনাহ করি, আর তিনি দয়ার পর দয়া করেন।'

এ লজ্জা ও সংকোচ যখন প্রবল হবে, তখন কোনভাবেই আর আল্লাহর নাফরমানী হতে পারবে না।

লজ্জা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ

'লজ্জা ঈমানের (অন্যতম) একটি শাখা।' (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহকে লজ্জা করার পদ্ধতি

লজ্জা একটি অপূর্ব জিনিস। যে ব্যক্তি মানুষকে লজ্জা করবে তার দ্বারা এমন আচরণ হবে না, যা মানুষ অপছন্দ করে, আর যে আল্লাহকে লজ্জা করবে, সে এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকবে, যেগুলো আল্লাহ অপছন্দ করেন। মানুষকে লজ্জা করা তো একটি স্বভাবজাত বিষয়। তবে আল্লাহকে লজ্জা করার পদ্ধতি শিখে নেওয়া জরুরী। আর সে পদ্ধতি

www.islamfind.wordpress.com

হলো—নিরিবিলি কোন সময় নির্ধারণ করে, নির্জনে বসে নিজের পাপসমূহ এবং আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করবে। এরূপ করতে থাকলে কিছুদিনের মধ্যে লজ্জার এ গুণটি আপনাআপনি অন্তরে জন্ম নিবে। ফলে, ঈমানের বড় একটি শাখা হাতে এসে যাবে।

কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতা দু' প্রকার। এক হলো, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা। কারণ, তিনিই প্রকৃত নিয়ামত দানকারী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

অর্থ ঃ 'তোমরা আমার শোকর আদায় করো, নাশোকরী করো না।'

(সূরা বাকারা–১৫২)

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো—মানুষের শোকর আদায় করা, যাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতপ্রাপ্তির মাধ্যম তাদের শোকর আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ

অর্থাৎ, যে মানুষের শোকর আদায় করলো না, সে আল্লাহর শোকর আদায় করলো না।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন—

مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَإِنَّ مَنْ أَثْنٰى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ.

'কোন ব্যক্তি কারো থেকে কিছু পেলে সুযোগ ও সামর্থ্য থাকলে সে তার বিনিময় দিবে, আর তা না থাকলে ঐ জিনিস প্রদানকারীর গুণ ও প্রশংসা করবে, যদি গুণ ও প্রশংসা করে তাহলে সে তার শোকর আদায় করলো, আর যদি তা গোপন করে তাহলে সে নাশোকরী করলো।'

www.islamfind.wordpress.com

শোকরের হাকীকত

শোকরের হাকীকত হলো, নিয়ামতের মূল্যায়ন করা। যখন নিয়ামতের মূল্যায়ন করা হবে, তখন নিয়ামত দাতার মূল্যায়নও অবশ্যই করা হবে এবং যার মাধ্যমে ঐ নিয়ামত পৌঁছেছে, তারও মূল্যায়ন করা হবে। এভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়েরই কৃতজ্ঞতা আদায় হবে।

এবার বুঝে নাও, অন্তরে যার মূল্যায়ন থাকে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, ভালোবাসা হয় এবং তার কথা মানতেও মন বাধ্য হয়। তাই আল্লাহর শোকরের পূর্ণতা হলো, অন্তরে তাঁর শ্রদ্ধা, মুখে তাঁর প্রশংসা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যতদূর সম্ভব তাঁর বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা। শোকরের ব্যাপক অর্থের মূল কথা এটাই। অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বাস্তবায়ন ক্ষেত্র।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় উপলব্ধি করা জরুরী যে, যাদের মাধ্যমে নিয়ামত পাওয়া যায়, তাদেরও কৃতজ্ঞতা আদায় করা যখন জরুরী, তখন এর দ্বারা উস্তাদ ও পীর প্রমুখের হকও প্রমাণিত হয়। এঁদের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন, মা'রেফাত ও ইয়াকীনের মত প্রকৃত নিয়ামতসমূহ লাভ হয়। বলা বাহুল্য যে, নিয়ামত যত বড় হবে, যাদের মাধ্যমে সে নিয়ামত পাওয়া যাবে, তাদের হকও তত বড় হবে। এর দ্বারা উস্তাদ ও পীরের হক কত বড়, তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। আফসোস! এ যুগে উস্তাদ ও পীরের সাথে সম্পর্ক এতই দুর্বল হয়ে গেছে যে, তাদের কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। তাই আমি অতি সংক্ষেপে এতদুভয়ের হকসমূহ পৃথক পৃথক শিরোনামে লিখে দিচ্ছি। বাকী তাওফীক দানের মালিক আল্লাহ।

উস্তাদের হক

১. উস্তাদের নিকট মিসওয়াক করে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করে যাবে।

২. আদব রক্ষা করে চলবে।

৩. ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর দিকে তাকাবে।

৪. তিনি যা বলেন, খুব মনোযোগ সহ তা শুনবে।

www.islamfind.wordpress.com

৫. তাঁর কথাগুলো গুরুত্বের সাথে মনে রাখবে।

৬. কোন কথা বুঝে না আসলে নিজের ত্রুটি মনে করবে।

৭. তাঁর সম্মুখে তাঁর মতের বিপরীত অন্য কারো মত ব্যক্ত করবে না।

৮. কেউ উস্তাদকে মন্দ বললে যথাসম্ভব তা প্রতিহত করবে, আর তা না হলে সেখান থেকে উঠে চলে যাবে।

৯. উস্তাদের নিকট সমবেত লোকদের কাছে পৌছে উপস্থিত সকলকে সালাম দিবে, তারপর উস্তাদকে বিশেষভাবে সালাম দিবে। তবে যদি তিনি পাঠদান, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদি কাজে রত থাকেন, তখন তাঁকে সালাম করবে না।

১০. উস্তাদের সম্মুখে হাসবে না, বেশী কথা বলবে না, এদিক ওদিক তাকাবে না। অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিবে না।

১১. উস্তাদের কঠোরতাকে সহ্য করবে।

১২. তাঁর কঠোর আচরণের কারণে তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করবে না। তাঁর যোগ্যতা ও পূর্ণতার ব্যাপার অবিশ্বাস করবে না। বরং তাঁর কাজ ও কথার উপযুক্ত ব্যাখ্যা করে নিবে।

১৩. উস্তাদ কাজে মগ্ন, বিরক্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, তন্দ্রাযুক্ত বা অন্য যে কোন সমস্যাযুক্ত থাকলে—যারফলে পাঠদান কষ্টকর হলে বা একাগ্রতার সাথে সম্ভব নাহলে—পাঠ গ্রহণ করবে না।

১৪. তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর হকসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

১৫. মাঝে মাঝে হাদিয়া, তোহফা দিয়ে এবং চিঠিপত্র দিয়ে তাঁকে খুশী করবে।

উস্তাদের আরো হক রয়েছে। বুদ্ধিমানের জন্য এতটুকু লেখাই যথেষ্ট এবং এগুলোর দ্বারা অন্যান্য হকও সে বুঝতে পারবে।

পীরের হক

উপরে উস্তাদের যে সমস্ত হক লেখা হলো, এগুলো পীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর আরো কিছু হক রয়েছে। সেগুলো নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো—

১. এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, আমার উদ্দেশ্য এ পীরের মাধ্যমেই

লাভ হবে। অন্যদিকে মনোযোগ দিলে পীরের ফয়েয-বরকত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

২. সর্বোতভাবে পীরের আনুগত্য করবে। জানমাল দিয়ে তার খেদমত করবে। কারণ, পীরের মুহাব্বত ছাড়া কোন কাজ হয় না। আর মুহাব্বতের পরিচয় এটিই।

৩. পীর যা বলবে তা অবিলম্বে পালন করবে। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাজের অনুসরণ করবে না। কারণ, অনেক সময় সে তাঁর নিজের অবস্থা ও অবস্থান অনুপাতে একটি কাজ করে, যা করা মুরীদের জন্য প্রাণনাশক বিষতুল্য।

৪. পীর যে সমস্ত যিকির ও ওযীফা দেন, শুধু তাই পড়বে। অন্য সব ওযীফা ছেড়ে দিবে। চাই সেগুলো নিজেই পড়তে আরম্ভ করে থাকুক, বা অন্য কেউ বলে দিয়ে থাকুক।

৫. পীরের উপস্থিতিতে আপাদমস্তক তাঁরই দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে, এমনকি ফরয ও সুন্নাত ছাড়া নফল নামায ও অন্য কোন ওযীফা তাঁর অনুমতি ছাড়া পাঠ করবে না।

৬. যতদূর সম্ভব এমন জায়গায় দাঁড়াবে না, যেখানে দাঁড়ালে তার ছায়া মুর্শিদের ছায়া বা তাঁর কাপড়ের উপর পতিত হয়।

৭. তাঁর জায়নামাযের উপর পা রাখবে না।

৮. তাঁর পবিত্রতা ও ওযু করার জায়গায় পবিত্রতা অর্জন করবে না ও ওযু করবে না।

৯. পীরের ব্যবহারের পাত্রসমূহ ব্যবহার করবে না।

১০. তাঁর সামনে খাবার খাবে না। পানি পান করবে না। ওযু করবে না। হ্যাঁ তার অনুমতিক্রমে হলে কোন দোষ নেই।

১১. তাঁর সম্মুখে কারো সঙ্গে কথা বলবে না, এমনকি কারো দিকে মনোযোগও দিবে না।

১২. যে জায়গায় পীর সাহেব বসেছেন, সেদিকে পা ছড়িয়ে বসবে না, যদিও তিনি সম্মুখে না থাকেন।

১৩. যে জায়গায় পীর সাহেব বসেছেন সেদিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না।

www.islamfind.wordpress.com

১৪. পীর সাহেব যা বলেন বা করেন তার প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করবে না। কারণ, তিনি যা কিছু করেন বা বলেন, তা ইলহামের ভিত্তিতে করেন এবং বলেন। কোন বিষয় বুঝে না আসলে হযরত মূসা (আঃ) এবং খিযির (আঃ)এর ঘটনা স্মরণ করবে।

১৫. নিজের পীর সাহেব থেকে কোন কারামত প্রকাশ পাওয়ার ইচ্ছা করবে না।

১৬. মনে কোন সন্দেহ দেখা দিলে সাথে সাথে তা পীর সাহেবকে জানাবে। যদি সে সন্দেহ নিরসন না হয়, তাহলে নিজের বুঝের ত্রুটি মনে করবে। আর যদি পীর সাহেব তার কোন উত্তর না দেন, তাহলে বুঝবে যে, আমি এর উত্তরের উপযুক্ত নই।

১৭. স্বপ্নে যা কিছু দেখবে তা পীর সাহেবকে জানাবে, আর যদি তার কোন ব্যাখ্যা বুঝে আসে, তাহলে তাও তাকে জানাবে।

১৮. বিনা প্রয়োজনে এবং বিনা অনুমতিতে পীর সাহেব থেকে পৃথক হবে না।

১৯. পীর সাহেবের আওয়াজের উপর নিজের আওয়াজকে উঁচু করবে না। উঁচু আওয়াজে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে না। সংক্ষেপে প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলবে এবং খুব মনোযোগ সহকারে তাঁর জওয়াবের প্রতীক্ষা করবে।

২০. পীর সাহেবের কথাকে প্রত্যাখ্যান করবে না, এমনকি মুরীদের কথা ঠিক হলেও। বরং এরূপ বিশ্বাস রাখবে যে, শাইখের ভুল আমার ঠিকের চেয়ে ভালো।

২১. নিজের অবস্থা ভালো হোক বা মন্দ হোক, পীরকে জানাবে। কারণ, পীর সাহেব হলেন অন্তরের ডাক্তার। তাঁকে জানালে তিনি তা সংশোধন করবেন। পীরের কাশফের উপর নির্ভর করে নীরব থাকবে না।

২২. তাঁর নিকট বসে ওযীফায় রত হবে না। যদি কিছু পড়া জরুরীই হয়, তাহলে তার দৃষ্টির আড়ালে বসে পড়বে।

২৩. যা কিছু বাতিনী ফয়েয লাভ হবে, তা পীরের উসীলায় হয়েছে মনে করবে। যদি স্বপ্নে বা ধ্যানযোগে অন্য বুযুর্গ থেকে তা পৌছেছে বলে দেখতে পায়, তাহলেও বুঝবে যে, পীরের কোন লতীফা ঐ বুযুর্গের

www.islamfind.wordpress.com

আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইরশাদে রহমানী গ্রন্থে এমনটিই রয়েছে। জালালুদ্দীন রূমী (রহঃ) বলেন—

چوں گزیدی پیر من تسلیم شو ہمچو موسیٰ زیر حکم خضر رو
صبر کن در کار خضرا ے بے نفاق نگوید خضر رو ہذا فراق

অর্থ ঃ 'যখন তুমি কোন বুযুর্গকে পীর হিসেবে নির্বাচিত করলে, তখন তার সামনে নিজেকে সমর্পণ করো। মূসা (আঃ)এর মত খিযির (আঃ)এর আজ্ঞাধীন হয়ে যাও।'

'হে কপটতামুক্ত ব্যক্তি! খিযিরের কাজের প্রতি ধৈর্যধারণ করো, যেন খিযির না বলেন যে, চলে যাও। এখন তোমার আর আমার পথ ভিন্ন।'

ফরীদউদ্দীন আত্‌তার (রহঃ) বলেন—

گر ہوائے ایں سفر داری دلا دامن رہبر بگیر و پس بیا
در ارادت باش صادق اے فرید تا بیابی گنج عرفاں را کلید
دامن رہبر بگیر اے راہ جو ہر چہ داری کن نثار راہ او
گر روی صد سال در راہ طلب رہبرے نبود چہ حاصل زاں تعب
بے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق
پیر خود را حاکم مطلق شناس تا براہ فقر گردی حق شناس
ہر چہ فرماید مطیع امر باش طوطیائے دیدہ کن از خاک پاش
آنچہ می گوید سخن تو گوش باش تا نگوید او بگو خاموش باش

অর্থ ঃ 'হে মন! এ পথে ভ্রমণের বাসনা যদি তোমার থাকে, তাহলে পথপ্রদর্শকের আঁচল ধরো, আর তাঁর অনুসরণ করো।

হে ফরীদ! খাঁটি মুরীদ হও। তাহলে মারিফাতের খাজানার চাবি হাতে পেয়ে যাবে।

হে পথের অন্বেষী! পথপ্রদর্শকের আঁচল ধরো। আর তোমার যাবতীয় কিছু তাঁর পথে বিলিয়ে দাও।

আল্লাহর খোঁজে যদি শত বছরও পথ চলো, আর তোমার কোন পথপ্রদর্শক না থাকে, তাহলে তা পণ্ডশ্রম হবে।

www.islamfind.wordpress.com

পথসঙ্গী ছাড়া যে প্রেমের পথে চললো, তার সারাজীবন নিঃশেষ হলো, অথচ প্রেম সম্পর্কে অনবহিতই রয়ে গেলো।

নিজের পীরকে নিঃশর্ত শাসক মনে করো, তাহলে ফকিরীর পথে সত্যের পরিচয় লাভ করবে।

তিনি যা কিছু বলেন, বিনা বাক্যে তা মেনে চলো, তাঁর পায়ের মাটিকে চোখের সুরমা বানাও।

তিনি যা কিছু বলেন, তুমি আপাদমস্তক কর্ণ হয়ে তা শোনো। যেন তিনি তোমাকেই বলতে না বলেন। নীরব থাকো।

বিঃ দ্রঃ—উপরোল্লেখিত আদবসমূহ যে, একজন কামিল শাইখের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা ভালো করে বুঝতে হবে। একজন মুরীদ যেন কারো দ্বারা প্রতারিত না হয়, সেজন্য কামেল শাইখের কিছু আলামত এখানে তুলে ধরা হচ্ছে—

১. সাধারণ মানুষের তুলনায় বিশেষ ব্যক্তিগণের অর্থাৎ, আলেম ও বুযুর্গদের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা অধিক হতে হবে।

২. তার সান্নিধ্যের এ প্রভাব হতে হবে যে, আল্লাহর দিকে মনোযোগ বৃদ্ধি এবং দুনিয়ার চিন্তা লোপ পেতে থাকে।

৩. তার কথাবার্তা পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কথাবার্তার অনুরূপ হতে হবে।

৪. কোন কামিল লোকের পক্ষ থেকে ইজাযতপ্রাপ্ত হতে হবে।

৫. মুত্তাকী তথা পরহেযগার হতে হবে। অর্থাৎ, সঠিক ও সুস্পষ্ট দলীলের পরিপন্থী কোন কাজের উপর অটল না থাকতে হবে। কদাচিৎ ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়া কামিল হওয়ার পরিপন্থী নয়। তার দ্বারা বাহ্যতঃ শরীয়তবিরোধী কোন কাজ বা কথা দেখা দিলে শরীয়তের মূলনীতির ভিত্তিতে তার কোন ব্যাখ্যার সুযোগ থাকতে হবে।

উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী কোন ব্যক্তিকে পেলে গনীমত মনে করবে এবং আন্তরিকভাবে তার দাসে পরিণত হবে। আর তা নাহলে তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। বিশেষ করে যে কুরআন-হাদীস বিরোধী কাজ করে, তার সঙ্গে কখনও বসবে না এবং মিশবে না। কারণ, এমন লোকের সান্নিধ্য দ্বীন ও ঈমান থেকে মানুষকে রিক্ত করে দেয়।

আল্লাহর আরেফ জালালুদ্দীন রূমী (রহঃ) বলেন—

www.islamfind.wordpress.com

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست ✫ پس بہر دستے نباید داد دست
کار شیطان می کند نامش ولی ✫ گر ولی این ست لعنت بر ولی

অর্থ ঃ 'অনেক মানুষরূপী শয়তান রয়েছে, তাই সবার হাতে হাত দেওয়া উচিত নয়।

যতসব শয়তানী কাজ করে, অথচ নাম তার ওলী। সেই যদি ওলী হয়, তাহলে ওলীর উপর লা'নত।'

আল্লাহর আরেফ সিরাযী (রহঃ) বলেন—

نخست موعظت پیراں طریق این است ☆ کہ از مصاحب ناجنس احتراز کنید

অর্থ ঃ 'এ পথের বুযুর্গের প্রথম উপদেশ এই যে, অসাধু লোকদের থেকে দূরে থাকো।'

ফায়দা ঃ একইভাবে সমস্ত হকের অধিকারীদের তথা বাবা-মা, সন্তান, চাচা, মামা, স্বামী, স্ত্রী, প্রতিবেশী, সাধারণ মানুষ, পশুপাখীর হক আদায় করাও শোকরের অন্তর্ভুক্ত। এতদবিষয়ে কাজী সানাউল্লাহ সাহেব (রহঃ) কৃত 'হাকীকাতুল ইসলাম' কিতাবটিই যথেষ্ট।

অঙ্গীকার রক্ষা করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো।'

(সূরা মায়িদা-১)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ.

অর্থ ঃ 'এবং তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো, যখন তোমরা অঙ্গীকার করো।' (সূরা নাহ্ল-৯১)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

অর্থ ঃ 'এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সূরা বানী ইসরাঈল–৩৪)

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার পুরা করেছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করা হবে।

পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, অঙ্গীকার পুরা না করা মুনাফেকীর আলামত।

আফসোস! এ যুগে অঙ্গীকার পুরা করার চিন্তা খুব কম লোকের মধ্যেই রয়েছে। ওয়াদা করে মানুষকে আশা দিয়ে অবশেষে নিরাশ করে। এ ব্যাপারে খুব সজাগ–সতর্ক হওয়া উচিত। ভালো করে বুঝে শুনে ওয়াদা করা উচিত। তারপর যতদূর সম্ভব তা পুরা করা উচিত। তবে শরীয়ত বিরোধী ওয়াদা হলে তা পুরা করা ঠিক নয়।

ধৈর্য

হাদীস শরীফে এসেছে—

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

'ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।'

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।' (সূরা বাকারা–১৫৩)

বিনয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَ مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَ فِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ফলে সে নিজের অন্তরে ছোট হয়, আর মানুষের

চোখে বড় হয়। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত করেন। ফলে সে মানুষের চোখে ছোট হয়, আর নিজের মনে বড় হয়। এমনকি সে মানুষের নিকট কুকুর-শূকরের চেয়েও অধিক হেয় হয়ে যায়।'

হাদীসটি ইমাম বাইহাকী (রহঃ) 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—এমন কোন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যার মধ্যে সরিষা বরাবরও ঈমান রয়েছে এবং এমন কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা বরাবরও অহংকার রয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে।

জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করলো যে, মানুষের মন চায় তার কাপড় উৎকৃষ্ট হোক, তার জুতা উৎকৃষ্ট হোক, (অর্থাৎ, এসব কিছুও কি অহংকার?) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আল্লাহ তাআলা নিজে সুন্দর! তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার তো হলো, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা। (অর্থাৎ, পরিপাটি থাকা অহংকার নয়।) (মুসলিম)

ফায়দা ঃ বিনয়ের মধ্যে বড়দেরকে সম্মান করাও অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيْرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيْرَ

'ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের উপর দয়া করে না।'

দয়া ও স্নেহ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

لَاتُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ

'কেবলমাত্র হতভাগ্যের অন্তর থেকেই দয়ার গুণ বিদূরীত করা হয়।'
(আহমাদ, তিরমিযী)

আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

'দয়াকারীদের উপর দয়ালু আল্লাহ দয়া করে থাকেন। তোমরা জমিনওয়ালাদের উপর দয়া করো, তোমাদের উপর আসমানওয়ালা (আল্লাহ পাক) দয়া করবেন।' (আবু দাউদ)

নু'মান বিন বাশীর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى.

'মুসলমানদেরকে পরস্পরের প্রতি সমবেদনা, ভালোবাসা ও স্নেহ–মমতার দিক থেকে এমন পাবে, যেমন দেহের অঙ্গসমূহ। একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে সারা দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।' (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهٗ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهٗ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ.

'মানুষের সৌভাগ্যের অন্যতম হলো, আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণ কামনা করা এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালার উপর খুশী থাকা এবং মানুষের দুর্ভাগ্যের অন্যতম হলো, আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা

www.islamfind.wordpress.com

পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট থাকা।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তাআলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকার জন্য অন্তর ব্যথিত না হওয়া জরুরী নয়। ব্যথার বিষয়টি সহজাত, যা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। বরং এর অর্থ হলো, মন আল্লাহর ফয়সালাকে পছন্দ করতে হবে। যেমন ফোঁড়াওয়ালা অস্ত্রপচারকারীকে খুশী মনেই অস্ত্রপচার করার অনুমতি দেয়। তবে ব্যথা অবশ্যই হয়ে থাকে। হাঁ, ভাবাবেগের প্রাবল্যের কারণে কতকসময় ব্যথা অনুভূত হয় না, কতক সময় বরং আনন্দ হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিকতার পথের অধিকাংশ মধ্যপন্থী পথিকের এ অবস্থা হয়ে থাকে। আর পূর্ণতার অধিকারী ও স্থিতিশীলদের দুঃখ–বেদনা সবকিছুই হয়ে থাকে, কিন্তু কোন অভিযোগ তাদের মুখ থেকে বের হয় না এবং প্রকৃত শাসক মহান আল্লাহর মর্জির খেলাফও কোন কাজ তাঁরা করেন না। এটি অধিকতর পূর্ণতার বিষয়। তাঁরা ব্যথা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে সংবরণ করেন। যদি ব্যথাই না হয়, তবে আত্মসংবরণ কোন জটিল বিষয় নয়। ব্যথার অস্তিত্ব না থাকলে সেখানে ধৈর্য ধরার প্রশ্নই আসে না। হযরত ইয়াকুব (আঃ)এর ধৈর্য এবং আল্লাহর ফয়সালার উপর তাঁর সন্তুষ্টি প্রশ্নাতীত। হযরত ইউসুফ (আঃ)কে হারিয়ে যে দুঃখ–বেদনার অবস্থা তাঁর হয়েছিল তা সবারই জানা। তাঁর সন্তানেরা তাঁকে বুঝালে উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّيْ وَحُزْنِيْ إِلَى اللّٰهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ ঃ 'আমি তো আমার অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না।' (সূরা ইউসুফ–৮৬)

খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে—

ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهٖ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَاابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا

بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.

'আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে আরম্ভ করেন। আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযিঃ) অবাক হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কাঁদছেন? তিনি বললেন, হে আউফের পুত্র! এটি তো দয়া। তারপর তিনি পুনরায় কাঁদলেন এবং বললেন, নিঃসন্দেহে চোখ অশ্রু বর্ষণ করে এবং মন ব্যথিত হয়, কিন্তু মুখে আমি সে কথাই বলবো, যাতে আমাদের প্রভু সন্তুষ্ট। হে ইবরাহীম! নিঃসন্দেহে তোমার বিচ্ছেদে আমরা ব্যথিত।'

(বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى

'ব্যথা তাজা থাকতে যে ধৈর্যধারণ করা হয়, তাই তো প্রকৃত ধৈর্য।'

(বুখারী, মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীসসমূহ শোনার পর আমাদের পূর্বোক্ত দাবীর ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকার কথা নয়।

আল্লাহর উপর ভরসা পোষণ করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থ ঃ 'একমাত্র আল্লাহর উপরই ঈমানদারগণের ভরসা করা উচিত।'

(সূরা তাওবা–৫১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ

www.islamfind.wordpress.com

لَا يَسْتَـرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّـرُوْنَ وَ عَلٰى رَبِّـهِمْ يَـتَـوَكَّلُوْنَ.

'আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে না এবং নিজেদের প্রভুর উপর ভরসা পোষণ করে।'

(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, তারা নিষিদ্ধ ঝাড়-ফুঁক করে না। (বিশেষ করে মিথ্যা, যাদু টোনা, বাণ মারা ইত্যাদি) আর কেউ কেউ বলেছেন যে, কোন প্রকার ঝাড়-ফুঁক না করাই উত্তম। আর অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করার অর্থ হলো—যেমন যাত্রাপথে হাঁচি দেওয়াকে বা কোন পশু সম্মুখ দিয়ে চলে যাওয়াকে অশুভ মনে করে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়া এবং যাত্রাকে অশুভ মনে করা। কারণ, প্রকৃত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী মহান আল্লাহ পাক। তাই এত অধিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও খটকায় আক্রান্ত হওয়া উচিত নয়। তবে ভালো লক্ষণ গ্রহণ করা উত্তম—যদিও তাতেও প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভাব নেই, কিন্তু যেহেতু তাতে আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করা হয়, তাই তা উত্তম। পক্ষান্তরে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশা সৃষ্টি হয়।

তাওয়াক্কুলের স্বরূপ ও একটি বিভ্রান্তির নিরসন

বর্তমানে তাওয়াক্কুলের অর্থ এই প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, সব ধরনের উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে যাওয়া। এ অর্থ সম্পূর্ণ ভুল। চেষ্টা করা এবং উপকরণ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হওয়ার প্রমাণে পুরো কুরআন-হাদীস পরিপূর্ণ। বরং তাওয়াক্কুলের এ অর্থ সম্পূর্ণ অবাস্তব ব্যাপার। কারণ, বিনা চেষ্টায় খাদ্য-পানীয় কিছু পাওয়া গেলেও তা খাওয়ার জন্য কি মুখেও দিতে হবে না? তা কি চিবুতেও হবে না? গিলতেও হবে না? তাহলে এ সবই তো খাদ্যকে পাকস্থলীতে পৌছানোর উপায় ও তদবীর। তাহলে আর তাওয়াক্কুল থাকলো কোথায়? এটাই যদি তাওয়াক্কুলের অর্থ হয়, তাহলে তো আজ পর্যন্ত কোন নবী বা ওলীও তাওয়াক্কুলকারী হতে পারেননি। অতএব, এমনতর তাওয়াক্কুলের দাবী কে করতে পারে?

www.islamfind.wordpress.com

মূলত তাওয়াক্কুলের অর্থ আর কাউকে উকিল বানানোর অর্থ একই। অর্থাৎ, মামলা পরিচালনার জন্য কাউকে উকিল বানানো হয়, তাই বলে কি যার মামলা সে চেষ্টা–তদবীর করা ছেড়ে দেয়? কিন্তু এতদসত্ত্বেও মামলার সফলতা উকিলের যোগ্যতা, দক্ষতা, বাকপটুতা ও কুশলতার ফল মনে করা হয়। মামলার সফলতাকে নিজের চেষ্টা–তদবীরের ফল আখ্যা দেওয়া হয় না। ঠিক একই অবস্থা তাওয়াক্কুলেরও। শরীয়তসম্মত যে কোন চেষ্টা–তদবীর ও উপায়–উপকরণ গ্রহণ করবে ঠিকই, কিন্তু তাকে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী মনে করবে না। বরং এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, কাজ যখন হবে আল্লাহ পাকের হুকুম ও দয়াতেই হবে। বাস্তবেও আল্লাহর দয়াতেই উপায়–উপকরণ কার্যকর হয়ে থাকে। মানুষের এতে কিছুমাত্র দখল থাকে না। যেমন জমিতে বীজ বপণ করা, এটা হলো, মানুষের চেষ্টা। এখন যথাসময়ে বৃষ্টি হওয়া, মাটি ফুঁড়ে গাছ অঙ্কুরিত হওয়া, ফসল পাকা, জলবায়ুর দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি মানুষের ক্ষমতাধীন মোটেও নয়। তাই সফলতাকে আল্লাহর অনুগ্রহের ফল মনে করা ওয়াজিব। আর এটিই হলো 'তাওয়াক্কুল'।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রতীয়মান হবে যে, অধিকাংশ মুসলমানই তাওয়াক্কুলের নেয়ামত দ্বারা ভূষিত, তবে কিছু কিছু মানুষের চিন্তাধারার কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। বাকী রইলো, মামলা মোকদ্দমা ও জীবিকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে, অনেকের মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়, তার কারণ মানুষের মধ্যে তাওয়াক্কুলের গুণ নেই বা আল্লাহর ওয়াদার উপর ভরসা নেই তা নয়। বরং এ অস্থিরতার কারণ, কেবলমাত্র এই যে, সফলতার উপায় ও সময় সুনির্দিষ্ট নয়। অনির্ধারিত ও অস্পষ্ট বিষয়ে দ্বিধা ও সংশয় জন্মাবে এটাই স্বাভাবিক।

কতক তাওয়াক্কুলকারী উপায় গ্রহণ করা ছাড়াই যে, কিছু পেয়ে যান, তা কারামতের অন্তর্ভুক্ত, যা তাওয়াক্কুলের অনাবশ্যক প্রভাব। তা প্রকৃত তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।

'উজুব' বা আত্মশ্লাঘা পরিহার করা

ইমাম তাবরানী (রহঃ) হাদীস উদ্ধৃত করেছেন—

www.islamfind.wordpress.com

وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْأِ بِنَفْسِهٖ.

'তিনটি জিনিস ধ্বংসাত্মক—এক. সেই লালসা, যার আনুগত্য করা হয়।

দুই. রিপুর সেই কামনা, যার অনুসরণ করা হয়।

তিন. আত্মশ্লাঘা।'

নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করা, নিজের বড়ত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করাও আত্মশ্লাঘার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ

অর্থ ঃ 'তোমরা নিজকে নিজে ভালো মনে করো না।'

(সূরা নাজ্‌ম-৩২)

রিয়া, তাকাব্বুর ও উজুবের পার্থক্য

'তাকাব্বুর' তথা অহংকারের আলোচনা 'বিনয়ের' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, 'তাকাব্বুর' (অহংকার), 'উজুব' (আত্মশ্লাঘা) ও 'রিয়া' (প্রদর্শন প্রবৃত্তি) মূলত তিন বস্তু। বাহ্যত এ তিনটির মধ্যে কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। কিন্তু বাস্তবে এ তিনটি পৃথক জিনিস। এগুলোর পার্থক্যের সারকথা হলো—'রিয়া' সর্বদা ইবাদত ও ধর্মীয় বিষয়েই পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে 'উজুব' ও 'তাকাব্বুর' ধর্মীয় ও পার্থিব উভয়বিধ বিষয়সমূহেই পাওয়া যায়। আর 'তাকাব্বুরের' মধ্যে মানুষ অন্যকে তুচ্ছ মনে করে। কিন্তু উজুবের মধ্যে মানুষ নিজেকে ভালো মনে করে। যদিও বা অন্যকে তুচ্ছ না মনে করে।

উজুব সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আসে যে, আল্লাহ তাআলা কাউকে কোন উত্তম গুণ দান করলে তাকে উত্তম গুণ মনে না করা তো এক প্রকারের

www.islamfind.wordpress.com

অকৃতজ্ঞতা। পক্ষান্তরে উত্তম গুণ মনে করা 'উজুব' তথা আত্মশ্লাঘার কারণ। তাহলে এখন পথ কী? এ প্রশ্নের সমাধান হলো—সেটিকে উত্তম গুণ অবশ্যই মনে করবে, কিন্তু নিজেকে এ গুণের যোগ্য এবং গুণের প্রকৃত অধিকারী মনে করবে না। এ গুণের কারণে গর্ব করবে না। বরং সেটিকে নিছক গায়েবী নিয়ামত, আল্লাহর দান এবং আল্লাহর গুণের প্রতিবিম্ব মনে করে শোকর আদায় করবে। মনে করবে যে, এটি আমার নিকট আমানত। যখন ইচ্ছা আল্লাহ ছিনিয়ে নিতে পারেন। এ মহাসম্পদ আমার নিকট তেমনই, যেমন কোন দয়ালু, দাতা সম্রাট কোন সামান্য চামারের নিকট একটি অমূল্য মুক্তা আমানত রাখলেন, যখন ইচ্ছা তিনি নিয়ে নিতে পারেন। আর ইচ্ছা হলে অনুগ্রহ করে সারাজীবনে নাও নিতে পারেন। বরং ঐ চামারকে তা থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়ে তাকে তার স্বজাতির মধ্যে সম্মানিত করতে পারেন। কিন্তু তখনও সে অহংকারে আস্ফালন করে না। বরং পূর্বাধিক ভীত–সন্ত্রস্ত থাকে যে, এ অমূল্য রত্নের যেন অবমূল্যায়ন না হয়, হারিয়ে না যায়। জ্যোতিহীন হয়ে না যায়। যে ব্যক্তি নিজের গুণাবলীকে এরূপ মনে করবে, সে কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, আত্মশ্লাঘাকারীদের নয়।

কূটনামী ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ النَّمِيمَةَ وَالْحِقْدَ فِى النَّارِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ مُسْلِمٍ.

'কূটনামী ও বিদ্বেষ দোযখে নিয়ে যায়। মুসলমানের অন্তরে এ দু'টি থাকতে পারে না।' (তাবরানী)

হিংসা পরিত্যাগ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْحَسَدَ يَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

'হিংসা এমনভাবে নেকীকে খেয়ে ফেলে, যেমনভাবে আগুন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে।' (আবু দাউদ)

www.islamfind.wordpress.com

ক্রোধ পরিত্যাগ করা

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ

অর্থ ঃ 'এবং ক্রোধ দমনকারীগণ।' (সূরা আলে ইমরান–১৩৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِيْ قَالَ لَاتَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَاتَغْضَبْ.

'এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে নিবেদন করলো যে, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, 'রাগ করো না।' লোকটি কয়েকবার একথা বললো। তিনিও প্রতিবারই এ উত্তর দিলেন যে, 'রাগ করো না।' (বুখারী)

ক্রোধের অবস্থায় তা নিয়ন্ত্রণ করা যদিও কঠিন মনে হয়, কিন্তু এ নিয়ন্ত্রণের ফল সবসময় ভালো হয়। তখন শত্রুও বন্ধু হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ.

অর্থ ঃ 'তুমি উৎকৃষ্ট পন্থায় (তাদের আক্রমণ) প্রতিহত করো, তাহলে তোমার মাঝে আর যার মাঝে শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হবে।' (সূরা হা–মীম সিজদা–৩৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

'সে ব্যক্তি বীর নয়, যে মল্লযুদ্ধে অন্যকে ধরাশায়ী করে। বীর তো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।' (বুখারী, মুসলিম)

শেখ সা'দী (রহঃ) যেন তাঁর এ কবিতায় এ হাদীসেরই অনুবাদ

www.islamfind.wordpress.com

করেছেন—

نہ مرداست آں نہ نزدیک خردمند ☆ کہ با پیل دماں پیکار جوید
بلے مرد آنکس است از روئے تحقیق ☆ کہ چوں خشم آیدش باطل نگوید

অর্থ ঃ ‘জ্ঞানীদের নিকট সে ব্যক্তি বীরপুরুষ নয়, যে উন্মত্ত হাতির সঙ্গে লড়াই করে। প্রকৃত অর্থে বীরপুরুষ সেই, যে ক্রোধের সময় অনর্থ কথা বলে না।’

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ

‘যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির থেকে নিজের আযাবকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।’ (বাইহাকী)

জালালুদ্দীন রূমী (রহঃ) তাঁর এ কবিতায় ঐ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন—

گفت عیسے را یکے ہشیار سر ☆ چیست در ہستی زجملہ صعب تر
گفت اے جان صعب تر خشم خدا ☆ کہ از دوزخ ہمی لرزد چوما
گفت از خشم خدا چہ بود اماں ☆ گفت ترک خشم خویش اندر زماں

অর্থ ঃ ‘একজন বুদ্ধিমান লোক হযরত ঈসা (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করলো—দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন জিনিস কি?

তিনি বললেন, প্রিয়! সবচেয়ে কঠিন জিনিস হলো, আল্লাহ তাআলার ক্রোধ। যার ভয়ে জাহান্নামও আমাদের মত কাঁপতে থাকে।

তখন লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন, নিজের ক্রোধ থেকে বিরত থাকা।’

ক্রোধের প্রতিকার

ক্রোধ মারাত্মক ধ্বংসাত্মক জিনিসসমূহের অন্যতম। বরং গভীর দৃষ্টিতে দেখলে হিংসা-বিদ্বেষও ক্রোধেরই প্রতিক্রিয়া। কারণ, যখন কারও

www.islamfind.wordpress.com

উপর পরিপূর্ণরূপে ক্রোধ বাস্তবায়ন করতে না পারে, তখন অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়ে হিংসা ও বিদ্বেষ জন্ম হয়। তাই প্রথমেই এর প্রতিকার করা জরুরী।

হাদীস শরীফে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা এই এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

'ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর শয়তান সৃষ্টি হয়েছে আগুন থেকে। আর আগুন নিভে যায় পানি দ্বারা। তাই তোমাদের কারো ক্রোধের উদ্রেক হলে সে যেন ওযু করে।' (আবু দাউদ)

অপর এক হাদীসে অন্য চিকিৎসা এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ.

'তোমাদের কারো ক্রোধের উদ্রেক হলে সে দাঁড়ানো থাকলে বসে যাবে। এতে ক্রোধ চলে গেলে তো ভালো, আর তা না হলে শুয়ে পড়বে।' (আহমাদ, তিরমিযী)

আল্লাহর ওলীরা আরো কিছু প্রতিকারের কথা বলেছেন যা হাদীসের বিভিন্ন ইঙ্গিতের মাধ্যমে। আহরিত তার একটি এই যে, সে বিশ্বাস করবে যে, যে ব্যাপারে আমার রাগের উদ্রেক হয়েছে, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই ঘটেছে। তাহলে কার উপর রাগ করা যাবে?

দ্বিতীয় এই যে, সে স্মরণ করবে যে, আমি এ ব্যক্তির উপর যেমন রাগ করছি, আমার উপর তো আল্লাহ পাকের অনেক ক্ষমতা রয়েছে। তিনি যদি আমার উপর তেমন রাগ করেন, তাহলে আমি কার আশ্রয় গ্রহণ করবো?

তৃতীয় এই যে, সে ব্যক্তি অনতিবিলম্বে ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবে।

www.islamfind.wordpress.com

ক্রোধ সংযত করার ফলে যদি হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, তাহলে তার প্রতিকার এই যে, স্বেচ্ছায় ঐ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করে নানাভাবে তার খেদমত করবে। যাতে তার সঙ্গে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার অনুগ্রহকে স্বীকার করবে। সহজাত বিষয় হলো, নিজের অনুগ্রহ স্বীকারকারী এবং নিজের সঙ্গে ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তির সঙ্গে হিংসা বিদ্বেষ থাকে না।

অন্যের অকল্যাণ কামনা না করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ

'যে ব্যক্তি কারো অকল্যাণ কামনা করলো, সে যেন আমার থেকে পৃথক থাকে।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন—

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

'দ্বীন কল্যাণ কামনা ও নিষ্ঠার নাম।'

অকল্যাণ কামনা করতে গিয়ে যদি কুধারণাও চলে আসে তাহলে তাও হারাম।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ.

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ।' (সূরা হুজরাত-১২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

'ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। নিঃসন্দেহে ধারণা করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।' (বুখারী, মুসলিম)

www.islamfind.wordpress.com

কুধারণা ও কূটনামীর নিন্দা

বর্তমান যুগে অনৈক্য ও অস্থিরতার বহুবিধ কারণের অন্যতম শক্তিশালী কারণ, কুধারণা পোষণ করা। সম্ভাব্য দুর্বল লক্ষণ বা মিথ্যা সংবাদের ভিত্তিতে অন্য মুসলমান ভাই সম্পর্কে কুধারণা করা হয়। তারপর সাধারণ সাধারণ লক্ষণের ভিত্তিতে সে কুধারণাকে আরো শক্তিশালী করা হয়। পরিশেষে কুধারণা নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়। ফলে নিম্নোক্ত সমস্যাবলী দেখা দেয়—

ক. অন্যকে তুচ্ছ মনে করা।

খ. শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা।

গ. অন্যের ভালো কাজসমূহকে স্বার্থপরতা আখ্যা দেওয়া।

ঘ. গীবত করা।

ঙ. অন্যের ক্ষতি ও অবমাননায় সন্তুষ্ট হওয়া।

চ. এছাড়া আরো নানাবিধ দোষত্রুটি এর ফলে জন্ম নেয়।

মুসলমানদের উচিত শক্তিশালী লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব কুধারণা না করা। বরং কোন ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টি মন থেকে বের করে দেওয়া। এর চেয়ে বড় কি হতে পারে যে—

رَاٰى عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهٗ عِيْسٰى سَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَقَالَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَبْتُ نَفْسِىْ.

‘হযরত ঈসা (আঃ) স্বচক্ষে এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে প্রতিবাদ করলেন। তখন লোকটি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বললো যে, আমি চুরি করি নাই। তখন তিনি বললেন, ‘আমার আল্লাহর নাম সত্য, আমার চোখ মিথ্যা।’

তবে মন থেকে দূর করা সত্ত্বেও দূরীভূত না হলে সেজন্য সে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে না। তবে সে ধারণা মত আলোচনা করা এবং তার চাহিদা অনুপাতে আচরণ করা অবশ্যই গুনাহ। বিশেষত কূটনামীর কারণে কারো প্রতি কুধারণা পোষণ করা মারাত্মক গুনাহ। চোগলখোরের সহজ চিকিৎসা হলো, প্রথমতঃ তাকে নিষেধ করে দিবে যে, আমার কাছে কারো কথা বলবে না। তারপরও সে না মানলে চোগলখোরী করার

www.islamfind.wordpress.com

সাথে সাথে তার হাত ধরে যার ব্যাপারে চোগলখোরী করেছে তার মুখোমুখি করবে। তখন বেশী সম্ভব এই চোগলখোর মিথ্যুক প্রমাণিত হবে। ফলে সে আর কখনো চোগলখোরী করবে না। আর যদি সে সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে সে ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে ভুল স্বীকার করবে। এভাবে কাজ করার ফলে পরস্পরের সম্পর্ক নির্মল হবে এবং সন্ধি স্থাপিত হবে। যে দুই ব্যক্তির মধ্যে মুখোমুখি পরিচ্ছন্নতা হয়ে যায়, তাদের মাঝে কূটনামী করার সাহস অন্যের কমই হয়ে থাকে।

দুনিয়া পরিত্যাগ করা

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهٗ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوْا مَانُحِبُّ اَنَّهٗ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ.

'জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একটি মৃত ছাগলের বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। বাচ্চাটির কান কাটা ছিলো। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এ ছাগলের বাচ্চাটির মালিক হওয়া পছন্দ করবে? তাঁরা বললেন, আমরা তো এটি সামান্য কোন জিনিসের বিনিময়ে নেওয়াও পছন্দ করবো না। তিনি বললেন, খোদার কসম! এটি যেমন তোমাদের নিকট মূল্যহীন, দুনিয়া আল্লাহ তাআলার নিকট তার চেয়ে অধিক মূল্যহীন।' (মুসলিম)

হযরত আমর ইবনে আউফ (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ.

'খোদার কসম! আমি তোমাদের উপর অভাব-অনটনের আশংকা

করি না, বরং আমি তো এই আশংকা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এমন প্রশস্ত হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর হয়েছিলো। ফলে তোমরা তার প্রতি অনুরাগী হবে, যেমন পূর্বের লোকেরা অনুরাগী হয়েছিলো। ফলে দুনিয়া তোমাদেরকে ধ্বংস করবে। যেমন তাদেরকে সে ধ্বংস করেছে।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ.

'নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি সফল হলো, যে মুসলমান হলো এবং তাকে জীবিকা নির্বাহ পরিমাণ রিযিক দেওয়া হলো এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের উপর সে তুষ্টও থাকলো।' (মুসলিম)

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.

'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হয়ে যাও। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্য দিয়ে ভরে দিবো এবং তোমার অভাবকে বন্ধ করে দিবো। আর যদি তুমি এমন না করো,তাহলে তোমার হাতকে ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিবো এবং তোমার অভাব বন্ধ করবো না।'

(আহমাদ, ইবনে মাজা)

সুহাইল ইবনে আসআদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً.

'দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর নিকট মাছির পাখার সমানও হতো, তাহলে কোন কাফির এক ঢোক পানিও পেতো না।'

(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَ مَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَايَبْقٰى عَلٰى مَايَفْنٰى.

'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসলো, সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালোবাসলো, সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। তাই ধ্বংসশীল জিনিসের উপর স্থায়ী জিনিসকে প্রাধান্য দাও।' (আহমাদ, বাইহাকী)

কা'আব ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلاَ فِىْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْأِ عَلٰى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهٖ.

'যদি দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘকে ছাগল পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় তারাও ঐ পরিমাণ ক্ষতি করবে না, পদ ও সম্পদের লোভ যেই পরিমাণ মানুষের দ্বীনের ক্ষতি করে।' (তিরমিযী, দারামী)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَ قَدْ اَثَّرَفِىْ جَسَدِهٖ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رض يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَتَعْمَلَ فَقَالَ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِلاَّ كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে (ছিলেন সেখান থেকে) উঠলে তাঁর পবিত্র দেহে চাটাইয়ের দাগ লেগেছিলো, তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) নিবেদন করলেন—হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমাদেরকে অনুমতি দেন, তাহলে আমরা কিছু বিছিয়ে দেবো। তিনি বললেন—দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার ও দুনিয়ার তো এমন দৃষ্টান্ত, যেমন—কোন

www.islamfind.wordpress.com

আরোহী ব্যক্তি কোন গাছের নীচে ছায়া নেওয়ার জন্য দাঁড়ালো, তারপর তা ছেড়ে সামনে চলে গেলো।' (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَىَّ رَبِّىْ لِيَجْعَلَ لِىْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَارَبِّ وَلٰكِنْ اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوْعُ يَوْمًا فَاِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ اِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَاِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ.

'আমার প্রভু আমার নিকট এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, পবিত্র মক্কার ভূমি স্বর্ণের বানিয়ে দেই। আমি আরজ করলাম। না হে প্রভু! আমি একদিন পেট ভরে খাবো, আর একদিন অনাহারে থাকবো। যেদিন অনাহারে থাকবো, সেদিন আপনার নিকট কান্নাকাটি করবো এবং আপনাকে স্মরণ করবো। আর যেদিন পেট ভরে খাবো সেদিন আপনার প্রশংসা করবো ও শোকর আদায় করবো।' (আহমাদ)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ ছাড়াও দুনিয়ার নিন্দা, পদ, প্রভাব ও সম্পদের নিন্দা এবং দুনিয়া বিরাগী হওয়া, অল্পে তুষ্টি, আখিরাতের অন্বেষা ও প্রচারবিমুখিতার ফযীলত সম্পর্কে এত অধিক সংখ্যক সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে, যেগুলো আয়ত্ত করা অসম্ভব।

জাগতিক উন্নতি প্রত্যাশীদের চিন্তার সংশোধন এবং প্রশংসনীয় উন্নতি ও নিন্দনীয় উন্নতির বিশ্লেষণ

এ যুগে উন্নতি উন্নতি বলে অনেক চিৎকার করা হয়। অথচ যখন অনুসন্ধান করা হয় তখন তার স্বরূপ দীর্ঘ আশা, পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এবং সম্পদের লালসা বের হয়। কোন ঈমানদার এ ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ করতে পারে না যে, এ উন্নতির উৎসাহ দেওয়া মূলতঃ করুণার আধার সুবিজ্ঞ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ও মহান শিক্ষার পরিপন্থী পথে উদ্বুদ্ধ করা। যদিও তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ কৃত্রিম উন্নতির পক্ষে এমন চটকদার বক্তৃতা দেয় যে, তার ফলে সহজ-সরল মানুষেরা ধোঁকা খায়। তারা বলে যে, ইসলামের

উন্নতিই আমাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু যুগের গতির চাহিদা এই যে, বাহ্যিক জাঁকজমক ছাড়া ইসলামের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের চোখে বিশেষতঃ বিজাতীদের চোখে ধরা পড়ে না। তাই জাগতিক উন্নতিরও প্রয়োজন রয়েছে।

বন্ধুগণ! কেবলই প্রলেপ লাগানো চটকদার এ বক্তৃতা। কারণ, প্রথমতঃ এ কথাই ভুল যে, জাগতিক জাঁকজমক ছাড়া কারো চোখে ইসলাম মূল্যবান হতে পারে না। ইসলামের এমন খোদাপ্রদত্ত রূপ-সৌন্দর্য রয়েছে যে, সাদামাটা অবস্থায়ও তা মনোহরী। বরং সাদামাটা অবস্থায় তার রূপ অধিকতর বিকশিত হয়। আর জাঁকজমকের ফলে তা ঢাকা পড়ে যায়। সাহাবীদের যুগ থেকে নিয়ে এ সময় পর্যন্ত ইতিহাস ও জীবন-চরিত খুঁজে দেখুন। যে ব্যক্তির মধ্যেই পূর্ণ ইসলাম রয়েছে, স্বপক্ষের ও বিপক্ষের সবাই তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে। আর প্রদর্শনী ও কৃত্রিমতা ছাড়া আমাদের যে মূল্য হয় না, এর কারণ এটাই যে, আমাদের ইসলাম শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ নয়। তাই তার ছিদ্র পথগুলো অহেতুক সাজসজ্জা দিয়ে বন্ধ করতে থাকি। বর্তমানেও আল্লাহ পাকের এ ধরনের কামেল লোক যেখানেই রয়েছে, তাদের মর্যাদা ও মূল্য স্বচক্ষে গিয়ে দেখে আসুন।

এ যুগেরই ঘটনা। হযরত মাওলানা সায়্যিদুনা শাহ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমানের দরবারে বড় বড় আমীর-উমারা ও শাসকদের উপস্থিতি এবং তাঁর প্রতি এদের অপরিসীম আদব-শ্রদ্ধা কারো অজানা নয়। সেখানে তো কোন বাহ্যিক শান-শওকাত ছিলো না। এ সাদামাটা ইসলামই তো সেখানে ছিলো, যার আকর্ষণ ছিলো অপরিসীম।

আরেফ সিরাযী (রহঃ)এর নিম্নের কবিতাটি যেন এ বিষয়টিকেই তুলে ধরছে—

زعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی ست ☆ بآب ورنگ وخال وخط چہ حاجت روئے زیبارا

'প্রেমাম্পদের রূপ-সৌন্দর্য আমাদের অসম্পূর্ণ প্রেমের মুখাপেক্ষী নয়। রূপসী চেহারার জন্য প্রসাধনী ও সাজসজ্জার প্রয়োজন হয় না।'

ইসলামের উন্নতি তাদের মূল লক্ষ্য, আর জাগতিক উন্নতি তার

www.islamfind.wordpress.com

একটি মাধ্যম ও উপায় মাত্র—তাদের এ দাবী তখনই মানা সম্ভব হতো, যখন এ দাবীদাররা দুনিয়ার ব্যাপারে যে পরিমাণ গুরুত্বারোপ করে, দ্বীনের ব্যাপারে ততোধিক বা তার সমান না হলেও তার অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ গুরুত্বারোপ করতো। আমরা তো দেখি যে, তারা জাগতিক ব্যাপারে এতই নিমগ্ন যে, তারা না আল্লাহর খবর রাখে, না রাসূলের কথা স্মরণ করে। না আকীদা বিশ্বাসের চিন্তা করে, না হুকুম-আহকামের পরোয়া করে।

তাদের অবস্থা তো এই—

چو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد

'শয়নে-স্বপনে জীবনে-মরণে তাদের কেবলই দুনিয়ার চিন্তা।'

তাহলে আমরা কি করে তাদের দাবী মেনে নিতে পারি? তাদের কেউ কেউ আবার সাহাবীদের উন্নতিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরে। তাদের এ দৃষ্টান্তকে মেনে নিতে আমরা মনে-প্রাণে রাজি আছি। আসুন! তাঁদের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখেই আমাদের ও আপনাদের মাঝে ফায়সালা হয়ে যাক।

জ্ঞান-গবেষণা ও ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে দেখুন যে, সাহাবাগণ কোন বিষয়ে উন্নতি করেছিলেন, ধর্মীয় বিষয়ে না জাগতিক বিষয়ে? তাঁরা যদি রাষ্ট্র বিস্তারের চেষ্টা করে থাকেন, তা কি ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, শিল্প-কারখানা ও উচ্চ মর্যাদার উন্নতির উদ্দেশ্যে ছিলো, নাকি নামায-রোযা, কুরআন-যিকির, দণ্ডবিধি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিলো। সর্বাধিক সত্য ইতিহাস পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে এর সত্যায়ন করুন। উপরে মুহাজির সাহাবীদের আলোচনা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

অর্থ : 'তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে

www.islamfind.wordpress.com

আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।' (সূরা হাজ্জ–৪১)

হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ থেকে তাঁদের অবস্থা অনুসন্ধান করুন। এমন বিস্তর বিজয়ের পরও তাঁরা কখনও পেট পুরে আহার করেননি। মন ভরে ঘুমাননি। তাঁদের দিন–রাত আল্লাহর ভয় ও যিকির–ফিকিরে অতিবাহিত হয়েছে। বরং জাগতিক প্রভূত প্রশস্ততার কারণে তাঁরা ভীত–সন্ত্রস্ত ছিলেন এবং কান্নাকাটি করতেন। কোথায় সাহাবাগণের সেই উন্নতি! আর কোথায় এ যুগের বিপরীতমুখী উন্নতি!

ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا

'সে পথ ও এ পথের এ বিশাল বৈষম্য লক্ষ্য করুন।'

আসল কথা হলো, লালসা ও কামনা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে বেষ্টন করে নিয়েছে। তাদের স্বভাব–প্রকৃতি আরামপ্রিয় হয়েছে। ঐশ্বর্য, সচ্ছলতা ও উপভোগ সামগ্রীর সমাহার ঘটুক এই হলো তাদের বাসনা। দ্বীন ইসলামের নাম জাতীয় পরিচয় ও স্বকীয়তা রূপে অবশিষ্ট থাকুক। বাকী নামায–রোযার কোন ধার ধারা নেই। বরং এ সমস্ত বিধানের সঙ্গে তারা ব্যঙ্গ–বিদ্রূপের আচরণ করে থাকে। বন্ধুগণ! এ কেমন ধর্ম!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থ ঃ 'আপনি বলুন! তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দেয় তা বড়ই মন্দ। যদি তোমরা সত্যিই ঈমানদার হয়ে থাকো।'

(সূরা বাকারা–৯৩)

একটি সন্দেহের অপনোদন

কারো যেন এ সন্দেহ না হয় যে, আমি দুনিয়া উপার্জন করতে নিষেধ করছি, বা তার উপায়–উপকরণসমূহ যেমন ঃ ইংরেজী পড়া, আধুনিক শিল্প আবিষ্কার করা ইত্যাদিকে হারাম বলছি। শরীয়তসম্মত দলীল ব্যতিরেকে নিছক হঠকারিতা করে এগুলোকে হারাম ফতওয়া দিয়ে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারী হওয়া আমি কী করে পছন্দ করতে পারি? মোটেও এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। খুব দুনিয়া কামাও, চাকুরী

www.islamfind.wordpress.com

করো, জাগতিক উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করো। বরং বাহ্যিক পরিতৃপ্তি বেশীর ভাগ সময় অভ্যন্তরীণ প্রশান্তির মাধ্যম হয়ে থাকে।

কবি বলেন—

خداوند روزی بحق مشتغل پراگندہ روزی پراگندہ دل

'জীবিকার অধিকারী লোক আল্লাহকে নিয়ে মগ্ন থাকে। যে জীবিকা নিয়ে পেরেশান, তার অন্তরও পেরেশান।'

আমার কথা হলো—দ্বীনকে ধ্বংস করো না। দ্বীনকে মূল্যহীন মনে করো না। দুনিয়া উপার্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করো। দুনিয়াকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিও না। যেখানে উভয় কূল রক্ষা হয় না সেখানে দুনিয়ার লাভকে জলাঞ্জলী দাও। দুনিয়াবী ইলম শিক্ষা করতে গিয়ে নামায, রোযা থেকে গাফেল হয়ো না। ইসলামী আকীদার উপর পরিপক্ক থাকো। মন্দ লোকের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকো। পুরোপুরি বাঁচতে না পারলে কমপক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় বন্ধুত্ব ও অহেতুক মেলামেশা করো না। আলেম ও নেককারদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থেকো না।

আলেমদের নিকট গিয়ে নিজের আমল-আকীদাকে পরিশুদ্ধ করো। কোন সন্দেহ থাকলে জিজ্ঞাসা করো। অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি দিও না। নিজের সব কথা ও কাজ আল্লাহ তাআলা সর্বদা দেখছেন ও জানছেন তা বিশ্বাস করো। হিসাব ও প্রতিফলকে ভয় করো। বেশ-ভূষা ও পোশাক-আশাকে শরীয়তের নিয়ম মেনে চলো। অভাবী ও অসহায়দেরকে তুচ্ছ মনে করো না। তাদের সেবা এবং তাদের সঙ্গে সদাচরণ করাকে গর্বের বিষয় মনে করো। নিজেকে বিনয়ী ও বিনম্র রাখো। বড়দের সম্মান করো। কারো উপর অত্যাচার ও অন্যায় রাগ করো না। অন্তরে দয়ার গুণ সৃষ্টি করো। পাষাণ হৃদয় ও বেপরোয়া হয়ো না। হালাল উপায়ে যতটুকু পাও, তাতে সন্তুষ্ট থাকো। নিজের চেয়ে অধিক সম্পদশালীদেরকে দেখে লোভ-লালসা করো না। সাদামাটা জীবন যাপন করো। তাহলে অপচয় থেকে বাঁচতে পারবে এবং অধিক আমদানীর লোভ হবে না।

এমনিভাবে আরো যত ইসলামী নিয়ম চরিত্র আছে, সেগুলো পালন করো। আকীদা সঠিক রেখে, আমল-আখলাক মেনে চলে, ইসলামী

www.islamfind.wordpress.com

বেশভূষা ধারণ করে লণ্ডনে গিয়ে যদি ব্যারিষ্টার হয়ে আসো, মুন্সেফগিরী করো, ডেপুটি কালেক্টর ও জজের পদে ভূষিত হও তাহলে আমাদের চক্ষুও শীতল হবে, অন্তরও আনন্দিত হবে। অন্যথা এই হীন আনন্দে এমন না হয় যে, দুনিয়া উপার্জনের খাতিরে দ্বীন বরবাদ করলে।

اَللّٰهُمَّ اهْـدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ. اٰمِيْنَ

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল-সঠিক পথের দিশা দাও। তাঁদের পথ যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো। যাদের উপর তোমার রাগ, ক্রোধ অবতীর্ণ হয়েছে এবং যারা বিপথগামী হয়েছে, তাদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করো না।' —আমীন

আলহামদুলিল্লাহ! অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের এ ত্রিশটি শাখা ফযীলত ও আনুসাঙ্গিক আলোচনা সহ লিপিবদ্ধ করা হলো। এগুলোর বাইরে অন্তরের অন্য কোন গুণ যদি দেখো বা শোনো তাহলে চিন্তা করে দেখলে সেটাকে এ ত্রিশটারই কোন একটার অন্তর্ভুক্ত পাবে।

হে সত্যের অন্বেষীগণ! প্রাণপণ চেষ্টা করে এ সমস্ত গুণ দ্বারা নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করো। অন্তর যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গ পরিশুদ্ধ হওয়া খুব সহজ। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে—

اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ.

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়ই দেহের মধ্যে একটি অঙ্গ আছে, সে অঙ্গটি যখন পরিশুদ্ধ হয়, তখন পুরো দেহটিই পরিশুদ্ধ হয়। আর তা যখন বিকৃত হয়, তখন পুরো দেহই বিকৃত হয়। শোন! তা হলো, কলব।'

তবে এ গুণগুলো অর্জন হওয়ার আগ পর্যন্ত জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গের আমলসমূহকে বেকার মনে করে ছেড়ে দিও না। সেগুলোও যথারীতি ফরয। তাছাড়া অনেক সময় বাহ্যিক পরিশুদ্ধির ফলে অভ্যন্তরও পরিশুদ্ধ হয়। এখন জিহ্বার সাথে সম্পৃক্ত শাখাসমূহ শুনে নাও।

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহ্বার সঙ্গে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখাসমূহের বর্ণনা

জিহ্বার সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখা সাতটি—

১. 'তাওহীদ' তথা একত্ববাদের কালিমা পাঠ করা।

২. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা।

৩. ইলম শিক্ষা করা।

৪. ইলম শিক্ষা দেওয়া।

৫. দু'আ করা।

৬. যিকির করা।

৭. অনর্থক ও নিষিদ্ধ কথা থেকে বিরত থাকা।

অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত শাখাসমূহের ন্যায় এ শাখাগুলোরও সংক্ষিপ্ত ফযীলত ও আনুসাঙ্গিক আলোচনা কয়েকটি পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ.

'যে কোন মানুষ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, আর তার উপর তার মৃত্যু হবে, সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে। আমি নিবেদন করলাম—সে জেনা করলেও এবং চুরি করলেও? তিনি বললেন—সে জেনা করলেও এবং চুরি করলেও। এভাবে তিনবার প্রশ্নোত্তর হয়।'

(বুখারী, মুসলিম)

www.islamfind.wordpress.com

হযরত আবু সা'য়ীদ ও আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

'তোমাদের মৃত্যুবরণকারীদেরকে তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিক্ষা দাও।' (মুসলিম)

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهٗ وَنَفْسَهٗ اِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ.

'আমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 'বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের সাথে লড়ার হুকুম করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে তার জান ও মাল আমার থেকে রক্ষা করলো। তবে তার হকের কারণে (অর্থাৎ, এ ব্যক্তি যদি অন্যের জানমালের ক্ষতি করে, তাহলে তার বদলা নেওয়া হবে। এবং এমন যে কোন অপরাধ করলে, যার ফলে আর্থিক বা দৈহিক শাস্তিযোগ্য প্রমাণিত হয়, তখনও তার বদলা নেওয়া হবে) এবং তার হিসাব আল্লাহর হাতে।' (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন—

جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ اِيْمَانَنَا قَالَ اَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

'তোমরা নিজেদের ঈমান তাজা করো। আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কীভাবে তাজা করবো? তিনি ইরশাদ করলেন—অধিক হারে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো।'

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অনেক ফযীলত প্রমাণিত হয়। পীর, মাশাইখগণ এর অনুশীলনের বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করেছেন।

এখানে কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণযোগ্য রয়েছে, সেগুলো তুলে ধরা হলো।

www.islamfind.wordpress.com

মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের শর্ত ও অঙ্গ হওয়ার বিশ্লেষণ

ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমানের বাস্তবায়ন সকল হকপন্থীর নিকটই জরুরী। তবে ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি এবং তাকে কাজে পরিণত করা ঈমানের অঙ্গ নাকি শর্ত? অর্থাৎ, ঈমানের ভিতরের বিষয়, নাকি বাইরের বিষয় এটি একটি আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এ মতবিরোধ নিছক উপস্থাপনের ভিন্নতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়া ঈমান অস্তিত্ব লাভ করে না। তাই বোঝা গেলো যে, মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের শর্ত হওয়া বা অঙ্গ হওয়ার দ্বারা তার পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কারণ, কোন জিনিসই তার শর্ত বা অঙ্গ অস্তিত্ব লাভ করা ছাড়া অস্তিত্ববান হতে পারে না। তাই যিনি মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমানের শর্ত বলেছেন, তিনি বাহ্যিক বিধানাবলীর বাস্তবায়নের জন্য তা বলেছেন। আর যিনি একে ঈমানের অঙ্গ বলেছেন—তিনি এ কথাও স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, এটি অতিরিক্ত একটি অঙ্গ, যা বিলুপ্ত হতে পারে। তাই এমতবিরোধ কেবলই উপস্থাপনের ভিন্নতা মাত্র। অন্যথায় অর্থের দিক থেকে উভয় পক্ষ একই বিষয়ের প্রবক্তা। অর্থাৎ, মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের হাকীকতের ভিত্তি নয়। পক্ষান্তরে মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়া ইসলামের বিধি-বিধানও প্রয়োগ করা হবে না। এ বিষয়টিকেই কেউ শর্ত বলেছে, কেউ অঙ্গ বলেছে। আর পরিভাষার ক্ষেত্রে এ ধরনের মতবিরোধের সুযোগ রয়েছে।

আমল ঈমানের শর্ত ও অঙ্গ হওয়ার বিশ্লেষণ

আমল ঈমানের ভিতরের অঙ্গ নাকি বাইরের অঙ্গ এ মতবিরোধটিও বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখলে একটি শাব্দিক মতবিরোধ মাত্র। কারণ, যারা আমলকে ঈমানের ভিতরের অঙ্গ বলেন—তারা এ কথাও স্বীকার করেন যে, নেক আমল ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা ঈমান বিলুপ্ত হয় না। তাই বোঝা গেলো, তাদের মতে ঈমানের দ্বারা পরিপূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য, যা ঈমানের সাথে আমলের সমন্বয় হলেই লাভ হয়। আর যারা আমলকে বাইরের অঙ্গ বলেন, তারা ঈমান দ্বারা কেবলমাত্র অন্তরের বিশ্বাসকে বুঝিয়েছেন। অতএব ঈমানের দু'টি অর্থ হলো। প্রথম অর্থ—পরিপূর্ণ ঈমান, যা

www.islamfind.wordpress.com

অন্তরের বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয়ে লাভ হয়। যে ঈমান জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে পরিত্রাণ দেবে। আর ঈমানের দ্বিতীয় অর্থ—শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাস। যা চিরতরে জাহান্নামী হওয়া থেকে পরিত্রাণ দেবে।

ঈমান কি বাড়ে কমে?

ঈমান কম-বেশি হওয়ার মতবিরোধ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যায় যে, এ বিষয়ে আসলে কোন মতবিরোধ নাই। কারণ, পরিপূর্ণ ঈমান আমলের সমন্বয়েই লাভ হয়। তাই আমলের কম-বেশির কারণে ঈমান কম-বেশি হয়। আর শুধু অন্তরের বিশ্বাস—যা ঈমানের মানকে নির্ণয় করে, পরিমাণকে নয়—তা বাড়ে—কমে না। কারণ, বাড়া-কমা পরিমাণের বিষয়, মানের বিষয় নয়। তবে ঈমান সবল ও দুর্বল হয়, আর কখনোও সবল ও দুর্বল হওয়াকেও বাড়া-কমা বলা হয়। এ অর্থে অন্তরের বিশ্বাসও কম-বেশি হয়। কুরআন শরীফে যে, ঈমান বাড়ে বলা হয়েছে, এর দ্বারা সবল হওয়া বুঝানো হয়েছে। তাতে বৃদ্ধি শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যদিও প্রকৃত অর্থে সবল হওয়া এবং বৃদ্ধি পাওয়া ভিন্ন জিনিস। এদিক থেকে ঈমানের মান কম-বেশি হয় ঠিকই, কিন্তু পরিমাণের কম-বেশি হয় না। তাই এটি কোন মৌলিক মতবিরোধ নয়।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِقْـرَاِ الْقُـرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَـوْمَ الْقِـيٰـمَـةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ.

'তোমরা কুরআন পাঠ করো। নিঃসন্দেহে তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে।' (মুসলিম)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) হাদীস উদ্ধৃত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَفْضَلُ الْعِـبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُـرْاٰنِ.

'আমার উম্মতের সমস্ত ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো, কুরআন মাজীদ

তিলাওয়াত করা।'

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হাদীস বর্ণনা করেন—

اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَ خَاصَّتُهٗ

'কুরআন ওয়ালারাই আল্লাহ ওয়ালা এবং তাঁর খাস লোক।'

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে আরো অনেক হাদীসই বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের জরুরী আদবসমূহ

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের অনেকগুলো আদব রয়েছে। তার মধ্যে কিছু রয়েছে জাহেরী আদব, আর কিছু রয়েছে বাতেনী আদব। সংক্ষিপ্ত এই যে, কুরআন শরীফ পড়ার সময় ওযু থাকতে হবে। কাপড় পবিত্র হতে হবে। জায়গা পবিত্র হতে হবে। সেখানে দুর্গন্ধ না থাকতে হবে। কিবলামুখী হয়ে বসা ভালো। হরফসমূহ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করবে। একদম মন না বসলে তখন পড়া বন্ধ রাখবে। মনোযোগ সহকারে পড়বে। তিলাওয়াতের সময় মনোযোগ রাখার সহজ পদ্ধতি এই যে, তিলাওয়াত আরম্ভ করার পূর্বে এ চিন্তা করবে—যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে হুকুম করছেন—আমাকে কিছু কুরআন পড়ে শোনাও ! আমি তাঁর হুকুম পালনের জন্য পড়ছি এবং তাঁকে শুনাচ্ছি। এভাবে চিন্তা করার দ্বারা সহজেই সমস্ত আদব নিজে নিজেই রক্ষা হবে।

পবিত্র কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ

আফসোস ! এ যুগে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, বরং বিশেষ মানুষেরাও পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়ে গেছে। কতক লোক তো কুরআন মাজীদ পড়া ও পড়ানোকে বেকার মনে করে। নাউযুবিল্লাহ। অতি কষ্টে কেউ পড়লেও তা মনে রাখার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না। আর যারা নিয়মিত পড়ে তারা বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে না। কতক ছাত্রের কুরআন পড়ার উপর এই কবিতা পরিপূর্ণরূপে ফিট হয়—

সূচীপত্র

گر تو قرآں بدیں نمط خوانی   ببری رونق مسلمانی

'তুমি যদি এভাবে কুরআন পড়ো, তাহলে মুসলমানিত্বের সৌন্দর্যই বিলুপ্ত করে ছাড়বে।'

আর যারাও বা শুদ্ধ করে, তারা অর্থ বোঝার দিকে মনোযোগ দেয় না। যারা তরজমা ও তাফসীরও পড়ে, তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না। আর যারা এ ধাপও অতিক্রম করে, তাদের এর উপর আমলের প্রতি কোন যত্ন থাকে না। আর এ অভিযোগ তো বর্তমান যুগে ব্যাপক। অধিকাংশ আলেম 'মুতাওয়াতির' সাত কিরাত সম্পর্কে অবগত নয়। যেন এক কিরাত ছাড়া অন্যান্য কিরাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিতই নয়। মোটকথা, সবাই সম্মিলিতভাবে পবিত্র কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। ভয় করা উচিত। কিয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করেন—যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

অর্থ ঃ 'হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যাগ করে রেখেছে।' (সূরা আল ফুরকান-৩০)

ইলম শিক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

'আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনের ইলম ও বুঝ দান করেন।' (বুখারী, মুসলিম)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

'ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।' (ইবনে মাজা)

ইলম শিক্ষা দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

'যাকে ইলমের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হলো—আর সে জানা সত্ত্বেও তা গোপন করলো—আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরাবেন।' (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, তাঁর সকল ফেরেশতা, আসমানের অধিবাসীগণ এবং জমিনের অধিবাসীগণ এমনকি পিপড়া তার গর্তে এবং সাগরের পানিতে মাছ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দু'আ করেন, যে মানুষদেরকে কল্যাণের অর্থাৎ, দ্বীনের শিক্ষা দেয়।' (তিরমিযী)

ইলমে দ্বীনের ফযীলত এবং ফরয ইলমের প্রকারসমূহ

ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়ার যে সমস্ত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ইলমে দ্বীনের জন্য নির্ধারিত। বা যে সমস্ত ইলম দ্বীনী ইলমের সেবক—অর্থাৎ, মাধ্যম—সেগুলোর জন্য নির্ধারিত। আর যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বীনী ইলমের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, বা সম্পর্ক থাকলেও দ্বীনী ইলমের সেবায় সেগুলোকে ব্যবহার করা হয় না, সারাজীবন এ অনর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে জড়িয়ে থাকলেও এ সমস্ত ফযীলতের সাথে সেগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। বরং এ জাতীয় ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে এসেছে—

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلًا

'কতক জ্ঞানও অজ্ঞতা।'

www.islamfind.wordpress.com

শাইখ (রহঃ) বলেন—

علمیکہ رہ بحق ننماید جہالت است

'যে ইলম সত্যের পথ দেখায় না, তা অজ্ঞতা।'

ইলমে দ্বীনের দু'টি প্রকার রয়েছে—

ক. ফরযে আইন ও খ. ফরযে কিফায়া।

'ফরযে আইন' ঐ ইলম, বর্তমানে যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যেমন, নামায সবার উপর ফরয। তাই তার বিধান জানাও সবার উপর ফরয। যাকাত দেওয়া সম্পদশালীদের উপর ফরয, তাই তার হুকুম জানা তাদের উপরই ফরয হবে। এভাবে যখন যে অবস্থা দেখা দিবে, তার বিধান জানাও ফরয হবে।

আর 'ফরযে কিফায়া' হলো, সব জায়গায় দু'–একজন ব্যক্তি এমন থাকা উচিত, যারা ঐ জনপদবাসীর ধর্মীয় প্রয়োজন পুরো করতে সক্ষম হন এবং ইসলাম বিরোধীদের সন্দেহ, সংশয় ও আপত্তিসমূহের উত্তর দিতে সমর্থ হন।

আলিমগণের উপর দুনিয়া উপার্জন না করার অভিযোগের উত্তর

এ কথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, পরিপূর্ণ মনোযোগ ছাড়া কোন বিষয়ে পরিপূর্ণতা লাভ হয় না। আর পরিপূর্ণ মনোযোগ অন্যান্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে একাগ্রতা অর্জন করা ছাড়া সম্ভব হয় না। তাই অন্য কাজে রত থেকে দ্বীনী ইলমের গভীরতা অর্জন এবং তার পরিপূর্ণ খেদমত করা স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব। তাই এ যুগের অধিকাংশ নির্বোধ লোকের আলেমগণের ব্যাপারে এ আপত্তি করা যে, তারা অন্য কোন কাজের যোগ্য না, চরম স্বল্প বুদ্ধিতার প্রমাণ।

সাধারণ লোকদের দ্বীনী ইলম অর্জনের পদ্ধতিসমূহ

যে ইলম শিক্ষা করা ফরযে আইন, তা অর্জনের জন্য আরবী ভাষা জানা জরুরী নয়। বরং ফারসী বা উর্দূ (বা বাংলা) ভাষায় জরুরী মাসআলা ও আকীদার বিষয়সমূহ শিক্ষা করা যথেষ্ট। সব মানুষের

www.islamfind.wordpress.com

নিজের সন্তানদেরকে কমপক্ষে এতটুকু ইলম শিক্ষা দেওয়া উচিত, যেন দু'-চার পুরুষ পর দ্বীন থেকে তারা এ পরিমাণ দূরে সরে না যায় যে, দ্বীন ও ইসলামের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক থাকাও তারা লজ্জার কারণ মনে করে। আল্লাহর ওয়াস্তে ধৃষ্টতার এই প্লাবনকে প্রতিহত করার চিন্তা করুন।

কোন ব্যক্তি কোন কারণে উর্দূ-ফারসীও যদি পড়তে না পারে, তাহলে আলেমদের সান্নিধ্যে থেকে নিজের আকীদা ও মাসায়েলসমূহ ঠিক করে নিবে। এবং সন্তানদেরকেও তাকীদ করবে, যেন তারা প্রতিদিন বা তিন চারদিন পরপর দশ-পনের মিনিট কোন সঠিক আকীদার পরহেযগার মুহাক্কেক আলেমের সান্নিধ্যে থেকে ফয়েয লাভ করে। আলেমদের সান্নিধ্যে থাকার বরকত ও উপকারিতা অসাধারণ।

কবি বলেন—

ہر کہ خواہد ہمنشینی با خدا گو نشیند در حضور اولیاء
یک زمانہ صحبتے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্যে বসতে চায়, সে যেন আল্লাহর ওলীদের সান্নিধ্যে বসে।

আল্লাহর ওলীদের সান্নিধ্যে কিছু সময় অবস্থান করা, রিয়ামুক্ত একশ' বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম।'

দু'আ করা

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

'দুআ ইবাদতের মগজ।' (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

'আল্লাহর নিকট দু'আর চেয়ে অধিক মূল্যবান আর কিছু নাই।'

www.islamfind.wordpress.com

(তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ.

'দু'আ এমন বিপদেও উপকারে আসে, যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং এমন বিপদেও উপকার দেয় যা অবতীর্ণ হয়নি। (অর্থাৎ, যে বিপদ অবতীর্ণ হয়েছে তা শেষ হয়ে যায়, আর যে বিপদ অবতীর্ণ হয়নি তা হটে যায়।) হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা নিজেদের উপর দু'আ করাকে আবশ্যক করে নাও।' (তিরমিযী)

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَامِنْ اَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ اِلَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ مَاسَأَلَ اَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ.

'যে কোন ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে দু'আ করে, তাকে আল্লাহ পাক হয়তো তার প্রার্থিত বস্তুই দিয়ে দেন বা কোন বিপদ তার থেকে হটিয়ে দেন। যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ না করে।' (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ.

'আল্লাহ তাআলার কাছে এ কথার নিশ্চিত বিশ্বাস রেখে দু'আ করো যে, আল্লাহ কবুল করবেন এবং জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা গাফেল অন্তরের দু'আ কবুল করেন না।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা গেলো।

প্রথমতঃ দু'আর ফযীলত ও তার প্রভাব। বেশীর ভাগ মানুষ

www.islamfind.wordpress.com

বিপদ–আপদে বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা–তদবীর করে থাকে। কিন্তু দু'আর দিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না। অথচ দু'আ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ তদবীর।

দ্বিতীয় বিষয় এটা জানা গেলো যে, দু'আ কখনো বৃথা যায় না। হয়তো দু'আর প্রার্থিত জিনিসই পাওয়া যায়, কিংবা কোন বিপদ তার থেকে হটে যায়। আর অন্য এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আখিরাতে তার জন্য সঞ্চিত রাখা হয়। মোটকথা, দু'আ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। আজকাল সন্দেহ করা হয় যে, আমার দু'আ কবুল হয়নি। এ ব্যাখ্যার দ্বারা সে সন্দেহের নিরসন হলো।

তৃতীয় কথা এই জানা গেলো যে, দু'আ কবুল হওয়ার একটি শর্ত এটাও যে, শরীয়ত বিরোধী কোন জিনিসের দু'আ না করতে হবে। দু'আ মনোযোগ সহকারে করতে হবে এবং তা কবুল হওয়ার বিশ্বাস রাখতে হবে। বর্তমানে সবগুলো শর্তের ব্যাপারে অমনোযোগী ও উদাসীন থাকা হয়। এ ব্যাপারে বেশীর ভাগই লক্ষ্য রাখা হয় না যে, আমি যা চাচ্ছি তা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ নয় তো? অপরদিকে দু'আর মধ্যে মনোযোগও থাকে না, বরং অবস্থা হয় এমন—

بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر

'মুখে 'সুবহানাল্লাহ' আর অন্তরে গরু–গাধার চিন্তা। এ ধরনের তাসবীহ জপা কি কাজে আসবে?'

যেহেতু আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি অন্তরের উপর থাকে তাই অন্তর অন্যমনস্ক হওয়া ঠিক এমনই, যেমন কোন হাকিমের সমীপে দরখাস্ত দিয়ে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো হলো। এই বিমুখিতার প্রভাব কী হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সবচেয়ে বড় মুসীবত হলো, দু'আ কবুল হওয়ার বিশ্বাস থাকে না। মনে দ্বিধা থাকে—দেখি কবুল হয় কি হয় না। এর দৃষ্টান্ত ঠিক এমনই, যেমন কেউ কোন শাসক বরাবর চাকুরীর জন্য লিখিত আবেদন করলো। সে আবেদনপত্রের প্রথম দিকে তো খুব প্রশংসা ও তোষামোদ মূলক কথা লিখলো, কিন্তু সর্বশেষে লিখলো যে, আপনি আমাকে চাকুরী দিবেন এমন আশা আমি আপনার থেকে করি না। সবাই জানে এ আবেদনের ফল কী হবে। এ আবেদন তো গ্রহণ হবেই না, বরং উল্টো শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ঠিক একইভাবে অন্তরে

www.islamfind.wordpress.com

যখন দু'আ কবুল হওয়ার বিশ্বাস না থাকে, তখন আল্লাহ তো দিলের অবস্থা জানেন। অন্তরের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রাখা আল্লাহর নিকট এমনই, যেমন দুনিয়ার শাসকদের সম্মুখে কথায় বা লেখায় দ্বিধা প্রকাশ করা। এমন দু'আ তো কবুল হওয়ারই উপযুক্ত না।

দু'আ কবুল হওয়ার এটিও অন্যতম শর্ত যে, খাদ্য ও বস্ত্র হালাল হতে হবে। এ শর্তটিকে তো বর্তমানে একেবারেই অসম্ভব মনে করা হয়। হালাল রুজিকে কাল্পনিক পাখি মনে করা হয়। যা একান্তই ভুল ধারণা। ইসলামী শরীয়ত জীবিকার উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে অনেক প্রশস্ততা দিয়েছে। আলেমদের ফাতওয়া মোতাবেক যেটা হালাল, তাই হালাল বলে গণ্য হবে। আর তাকওয়া তো অনেক উপরের স্তরের বিষয়। সেটা সিদ্দীকীনের মাকাম। সাধারণ লোকদের জন্য আলেমদের ফাতওয়ার উপর আমল করা জায়েয।

আল্লাহর যিকির করা

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে করে না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِىْ.

'আল্লাহর যিকির ছাড়া অধিক কথা বলো না, কারণ, আল্লাহর যিকির ছাড়া অধিক কথা বলা অন্তর শক্ত হওয়ার কারণ। ঐ অন্তর আল্লাহ থেকে সর্বাধিক দূরে, যা শক্ত।' (তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

www.islamfind.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ.

'সব জিনিস পরিষ্কার করার একটি উপায় আছে। অন্তর পরিষ্কার করার উপায় হলো আল্লাহর যিকির।' (বাইহাকী)

তাসাওউফের তরীকা

উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা আল্লাহর যিকিরের অনেক ফযীলত প্রমাণিত হয়। আল্লাহর ওলীগণ যিকিরের খুব ইহতিমাম করে থাকেন। ফলে তাদের এ পদ্ধতি উন্নত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। তারা যিকিরের বিভিন্ন পন্থা শিক্ষা দেন। যিকির প্রথমে মৌখিক হয়। ধীরে ধীরে তার প্রভাব অন্তরে গিয়ে পৌছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্তরে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত পয়দা হয়। ফলে আল্লাহর হুকুম মানা সহজ হয়ে যায়।

যিকির করার ফলে এছাড়া আরো যে সমস্ত ভাব ও অবস্থার উদ্রেক হয়, যিকিরকারীরা নিজেরাই তা জানতে পারে।

মোটকথা, আল্লাহর যিকির এক অপূর্ব জিনিস। কোন হক্কানী পীরের নিকট থেকে তা শিক্ষা করে সবারই কমবেশী যিকির করা দরকার।

ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া

আল্লাহর যিকিরের মধ্যে ইস্তিগফারও অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

'আল্লাহর কসম। আমি প্রতিদিন সত্তরবারের অধিক আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করি এবং তাওবা করি।' (বুখারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

www.islamfind.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

'যে ব্যক্তি ইস্তিগফারকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য সমস্ত সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ করে দিবেন, সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দিবেন, যেখানকার সে ধারণাও করেনি।' (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

অনর্থক ও নিষিদ্ধ কথা থেকে বিরত থাকা

হযরত সাহাল বিন সা'আদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَابَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَابَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

'যে ব্যক্তি আমাকে তার উভয় চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু অর্থাৎ, জিহ্বা এবং তার উভয় পায়ের মধ্যবর্তী বস্তু অর্থাৎ, লজ্জাস্থান হেফাযতের নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার জন্য বেহেশতের দায়িত্ব নেবো।'

হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

قُلْتُ مَا النَّجَاةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করে নিবেদন করলাম—হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তির উপায় কী? তিনি বললেন—নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক, অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ো না এবং নিজের গুনাহের জন্য কান্নাকাটি করো। (আহমাদ, তিরমিযী)

জিহ্বার আপদসমূহ

বড় বড় আপদসমূহের অন্যতম হলো, জিহ্বার আপদ। জিহ্বা বাহ্যতঃ হালকা হলেও বাস্তবে তা অনেক জটিল। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ

www.islamfind.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার খুব তাকীদ করেছেন। কারণ, অধিকাংশ আপদ জিহ্বার কারণেই দেখা দেয়। যে পর্যন্ত জিহ্বা না চলবে, সে পর্যন্ত কোন লড়াই-ঝগড়া, মামলা-মোকদ্দমা, কোর্ট-আদালত দেখা দিবে না। কিন্তু যখনই জিহ্বা চললো, তখনই সব এসে হাজির। আল্লাহওয়ালাগণ বিভিন্ন হাদীসের আলোকে জিহ্বার বিপদসমূহ বের করে সেগুলোকে একত্রে সংকলিত করে দিয়েছেন।

হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ) 'ইহইয়াউল উলূম' গ্রন্থে এ বিষয়টি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। উর্দূ ভাষায় হযরত মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমদ সাহেব (রহঃ) বিষয়টিকে তাঁর 'জিমানুল ফিরদাউস' পুস্তিকায় যথেষ্ট পরিমাণ লিখেছেন। এ পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করা বরং নিজের ওযীফা বানিয়ে নেওয়া প্রত্যেকের জন্য জরুরী। গ্রন্থকার এ স্থলে শুধুমাত্র জিহ্বার সাথে সম্পৃক্ত গুনাহসমূহের উল্লেখ করছে, আর এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ও তার শাস্তিসমূহ দেখার জন্য উপরোক্ত দুই কিতাবের উদ্ধৃতি দিচ্ছে। এখানে সবগুলো বিস্তারিত লেখা কলেবর বৃদ্ধির কারণ এবং নিষ্প্রয়োজন। ইমাম গাযযালী (রহঃ)এর গণনা অনুপাতে জিহ্বার বিপদ বিশটি যথা—

১. উপকারবিহীন বিষয়ে কথা বলা।

২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা।

৩. অনর্থক কথায় লিপ্ত হওয়া। যেমন, পরনারীর ঘটনা বর্ণনা করা। কেবলই মনোরঞ্জনের জন্য পাপাচারী ও অত্যাচারী লোকদের ঘটনা বর্ণনা করা। যেমন, কিনা অধিকাংশ আসরেই হয়ে থাকে।

৪. বিতর্ক করা।

৫. ঝগড়া করা।

৬. বানিয়ে ও রং লাগিয়ে কথা বলা।

৭. অশ্লীল কথা বলা।

৮. গালি দেওয়া।

৯. কারো উপর অভিশাপ করা। এ অভ্যাসটি নারীদের মধ্যে খুব বেশী।

১০. গান গাওয়া ও শরীয়তবিরোধী কবিতা আবৃত্তি করা। বর্তমান

যুগে এগুলো খুব বেশী হয়ে থাকে।

১১. সীমাতিরিক্ত রসিকতা করা।

১২. এমনভাবে ঠাট্টা করা, যার দ্বারা অন্যের তাচ্ছিল্য হয়, বা তার কাছে খারাপ লাগে।

১৩. কারো গোপন কথা প্রকাশ করা।

১৪. মিথ্যা ওয়াদা করা।

১৫. মিথ্যা কথা বলা। তবে যেখানে তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয় এবং মিথ্যা বলার দ্বারায় অন্যের হক নষ্ট না হয়, সেখানে বলার অনুমতি আছে।

১৬. গীবত করা। এটা আমাদের সবচেয়ে বড় খাবারে পরিণত হয়েছে। এর দ্বারা মারাত্মক মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। অনেকেই বলে যে, আমি তো সত্য কথা বলছি, তাই গীবত কেন হবে? এ প্রশ্ন একেবারেই অর্থহীন। কারণ, গীবত তো তখনই হয়, যখন তা সত্য হয়। তা না হলে তো সেটা অপবাদ। তবে যে ব্যক্তির দ্বারা কারো দ্বীন বা দুনিয়ার ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে, (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে) তার অবস্থা বলে দেওয়া জায়েয।

১৭. কুটনামী করা। প্রত্যেক দলের নিকট গিয়ে তাদের মনমত কথা বানিয়ে বলা।

১৮. কারো সম্মুখে তার প্রশংসা করা বা তোষামোদ করা। তবে যার প্রশংসা করা হচ্ছে, তার মধ্যে যদি প্রশংসা করার দ্বারা অহংকার সৃষ্টি না হয়, বরং নেককাজ করার আরো বেশী আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাহলে দোষ নেই।

১৯. কথাবার্তার মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভুল-ভ্রান্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখা। যেমন অনেকেই বলে, 'উপরে আল্লাহ, নীচে তুমি'। এটা অন্যায় কথা। এতে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সমতার আভাস পাওয়া যায়।

২০. আলেমদের নিকট এমন সব প্রশ্ন করা—যেগুলোর সঙ্গে নিজের কোন প্রয়োজন জড়িত নয়।

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়

জিহ্বা সংরক্ষণ করার উপায় হলো—যখনই কোন কথা বলবে নিশ্চিন্তে বলবে না ; বরং কমপক্ষে দুই-তিন সেকেণ্ড চিন্তা করবে যে, আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি, তা আমার প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তাআলাকে তো অসন্তুষ্ট করবে না? আল্লাহ অসন্তুষ্ট না হওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চিত হলে কথা বলবে, আর এ ব্যাপারে সামান্য দ্বিধা থাকলেও চুপ থাকবে। ইনশাআল্লাহ, এভাবে কাজ করলে সহজে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

শেখ সাদী (রহঃ) কী চমৎকার বলেছেন—

مزن بے تامل بگفتار دم   نکو گوئی گر دیر گوئی چہ غم

'চিন্তা না করে একটি কথাও বলো না। ভালো কথাও যদি বলো, একটু দেরীতে বললে অসুবিধাটা কি?'

আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

আল-হামদুলিল্লাহ, এখানে জিহ্বার সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখাগুলোর আলোচনা শেষ হলো।

www.islamfind.wordpress.com

তৃতীয় অধ্যায়

অন্যান্য অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখাসমূহের বর্ণনা

ঈমানের যে সমস্ত শাখা অন্যান্য অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত তা চল্লিশটি। তার মধ্যে ষোলটি ব্যক্তির নিজের সাথে সম্পৃক্ত। সেগুলো এই—

১. পবিত্রতা অর্জন করা। দেহ, পোশাক ও স্থানের পবিত্রতা অর্জন করা। ওযু করা এবং বড় নাপাকী, হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্রতার জন্য গোসল করা এর অন্তর্ভুক্ত।

২. নামায কায়েম করা। এর মধ্যে ফরয, নফল ও কাযা নামায অন্তর্ভুক্ত।

৩. সদকা বা দান করা। যাকাত, সদকায়ে ফিতর, মানুষকে খাবার খাওয়ানো, মেহমানকে সম্মান করা এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. রোযা রাখা। ফরয ও নফল রোযা এর অন্তর্ভুক্ত।

৫. হজ্জ ও উমরাহ পালন করা।

৬. ই'তিকাফ করা। শবে কদর তালাশ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

৭. নিজের দ্বীনের হিফাযতের জন্য কোথাও চলে যাওয়া। হিজরত এর অন্তর্ভুক্ত।

৮. মান্নত পুরা করা।

৯. কসম—অর্থাৎ, শপথ পুরা করা।

১০. কাফফারা আদায় করা।

১১. নামাযের মধ্যে এবং বাইরে শরীর ঢেকে রাখা।

১২. কুরবানী করা।

১৩. মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো, কাফন পরানো ও দাফন করা।

১৪. ঋণ পরিশোধ করা।

১৫. লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা রক্ষা করা এবং শরীয়তবিরোধী কারবার থেকে বেঁচে থাকা।

১৬. সত্য সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাক্ষ্য গোপন না করা।

www.islamfind.wordpress.com

নিজের পরিবার-পরিজন ও অধীনস্তদের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখা ছয়টি—

১. বিবাহ করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা।

২. পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা। এর মধ্যে দাস-দাসী ও চাকর-নকরদের সঙ্গে নরম আচরণ করাও অন্তর্ভুক্ত।

৩. মাতাপিতার খেদমত করা এবং তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া।

৪. সন্তান প্রতিপালন করা।

৫. আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা।

৬. মনিবের আনুগত্য করা।

সাধারণ মানুষের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানের শাখা ১৮টি—

১. ন্যায়বিচার করা।

২. মুসলমানদের জামাআতের আনুগত্য করা।

৩. শাসকদের আনুগত্য করা।

৪. মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপন করা। এর মধ্যে খারেজী সম্প্রদায় ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফিৎনা দূর করা সন্ধির একটি উপায়।

৫. সৎকাজে সাহায্য করা।

৬. মানুষকে ভালো কাজের কথা বলা।

৭. মন্দ কাজে বাধা দেওয়া।

৮. জিহাদ করা। সীমান্ত পাহারা ও সংরক্ষণ এর অন্তর্ভুক্ত।

৯. আমানত আদায় করা। গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ বের করা এর অন্তর্ভুক্ত।

১০. অভাবীকে ঋণ দেওয়া।

১১. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা।

১২. সৎভাবে লেনদেন করা।

১৩. সম্পদ তার উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করা। অপচয় থেকে বাঁচা এর অন্তর্ভুক্ত।

১৪. সালামের উত্তর দেওয়া।

১৫. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'

www.islamfind.wordpress.com

বলা।

১৬. মানুষকে কষ্ট না দেওয়া।

১৭. অনর্থক ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা।

১৮. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস ঃ যেমন—কাঁটা, ঢিলা ইত্যাদি সরিয়ে ফেলা।

১৬, ৬ ও ১৮ এই মোট ৪০টি শাখা হলো। উপরোক্ত শাখাসমূহের ন্যায় এ সমস্ত শাখারও ফযীলত ও আনুসাঙ্গিক বিষয় কয়েকটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা পুরো করার তাওফীক দান করুন।

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ.

'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।' (মুসলিম)

ফায়দা ঃ সব ধরনের পরিচ্ছন্নতাই এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ.

পাঁচটি জিনিস সুস্থ স্বভাবের দাবী—

১. খৎনা করা

২. ক্ষৌরকার্য করা

৩. গোঁফ খাটো করা

৪. নখ কাটা

৫. বগলের লোম উপড়ানো (বগলের লোম উপড়ানো উত্তম, তবে চাঁছাও জায়িয আছে। মূল উদ্দেশ্য হলো তা পরিষ্কার করা)।

(বুখারী, মুসলিম)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

إِنَّ اللّٰهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ.

'আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতা তিনি পছন্দ করেন। তাই তোমরা বাড়ীর আঙ্গিনাকে পরিচ্ছন্ন রাখো।' (তিরমিযী)

লক্ষ্য করুন, ইসলামী শরীয়ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কি অপূর্ব তা'লীম দিয়েছে। দুঃখের বিষয় যে, আমরা শরীয়তের উপর আমল ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে বিজাতির হাসির পাত্রে পরিণত করছি এবং শরীয়তের উপর আপত্তি উত্থাপন করাচ্ছি যে, তাদের শরীয়ত সমাজ শোধরানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বিজাতিরা আমাদের নীতি ও বিধান গ্রহণ করে সেগুলো নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত করে থাকে ও গর্ব করে থাকে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সাদামাটা কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকো। শরীর, কাপড়, জায়গা সব পরিচ্ছন্ন রাখো। ময়লা থাকা অত্যন্ত অপমানজনক ও অন্যদের কষ্টের কারণ।

নামায কায়েম করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

'একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে, অর্থাৎ, নিয়মিতভাবে শর্তসমূহ পূরণ করে নামায পড়তে থাকবে, তার জন্য ঐ নামায কিয়ামতের দিন আলো, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে, আর যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে না, তার জন্য নামায আলো, দলীল বা মুক্তির কারণ হবে না। কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি ফিরআউন, কারুন, হামান ও উবাই বিন খালফ এর সঙ্গে থাকবে।'

(আহমাদ, দারামী, বাইহাকী)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ.

'তোমাদের সন্তানেরা সাত বছর বয়সের হলে তাদেরকে নামাযের জন্য হুকুম করো এবং দশ বছর বয়সের হলে নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। অর্থাৎ, যখন তাদের বুদ্ধি হবে তখন তাদেরকে পৃথক বিছানায় শোয়াও।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ নামাযের ফযীলত এবং নামায না পড়ার শাস্তির ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। বেশীর ভাগ মানুষ নামাযের ব্যাপারে খুব বেশী গাফলতী করে থাকে। তারা বিভিন্ন প্রকার খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে থাকে। তাদের বড় সমস্যা হলো, সময়ের অভাব।

বন্ধুগণ! কাজের চাপের সময় যদি পেশাব-পায়খানার চাপ সৃষ্টি হয়, তখন কী করো? নিজের কাজ করতে থাকো, নাকি সব ফেলে দৌড়িয়ে যাও। আফসোস! নামাযের কি এতটুকু দাম বা প্রয়োজন নেই? সর্বাধিক দুঃখের বিষয় হলো, কতক ভণ্ড পীর এটাকে জরুরী মনে করে না। বরং সাধারণ ও মূর্খ মানুষদেরকে তারা গোমরাহ করে। পীর-মুরীদী তো করাই হয় এজন্য, যেন পূর্বের তুলনায় অধিক ইবাদত-বন্দেগী করা যায়। দ্বীনের যে কাজ আগে কঠিন মনে হতো তা সহজ হয়। পীর-মুরীদীর উদ্দেশ্য তো এটা নয় যে, ল্যাংড়া, লুলা যেটুকু নামায রোযাও ছিলো, তাও ছেড়ে বসবে। এর চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এরা কুরআন শরীফের আয়াতকে বিকৃত করে নিজেদের দাবী প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে।

বন্ধুগণ! তাদের এ সমস্ত প্রমাণের বিস্তারিত উত্তর তো কুরআন হাদীসের ছাত্ররাই বুঝবে। তাদেরকে শুধু এতটুকুই জিজ্ঞাসা করুন যে, কুরআন শরীফ যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি কুরআন বেশী বুঝতেন, নাকি তোমরা? তিনি তো সারাজীবন নামায পড়েছেন। তাহলে তোমরা কিসের ভিত্তিতে নামায ছেড়ে দিলে? আসল কথা হলো, এটাও নফসের

www.islamfind.wordpress.com

শয়তানী। পীর-মুরীদীর পর্দার আড়ালে মনের কামনা পুরা করা হচ্ছে। কিংবা আধ্যাত্মিকতার পথে অজ্ঞতার কারণে এবং নিজেকে অন্যান্যদের থেকে বড় মনে করার কারণে নিজেই ধোঁকা খেয়েছে। সে যদি শরীয়ত ও হাকীকত উভয়ের আলেম কোন কামেল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতো, তাহলে নিজের ভুল বুঝতে পারতো। আল্লাহ তাআলা সব বিপদ থেকে হিফাযত করুন।

যারা নামাযের দিকে মনোযোগী হবে, তাদেরকে পিছনে ছুটে যাওয়া নামাযগুলো কাযা করতে হবে। শুধু তাওবা করার দ্বারা এটা মাফ হয় না। নামায কাযা করার জন্য এটা জরুরী নয় যে, ফজরের কাযা ফজরের ওয়াক্তে এবং যোহরের কাযা যোহরের ওয়াক্তে হতে হবে।

তিনটি সময় ছাড়া অন্য সবসময়ে নামায কাযা করা জায়িয। সময় তিনটি হলো ঃ ১. সূর্যোদয়ের সময়। ২. ঠিক মধ্যাহ্নে। ৩. সূর্যাস্তের সময়। তবে এভাবে আদায় করলে অনেক লোকেরই সহজ হয় যে, একেকটি আদায় নামাযের সাথে এক একটি কাযা নামায পড়ে নিলো।

সদকা করা বা দান করা

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন, আর সে তার যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে একটি নেড়ে সাপের রূপ দেওয়া হবে। যার চোখের উপর বিন্দু থাকবে। (এ ধরনের সাপ খুব বিষাক্ত হয়) ঐ সাপ তার গলায় বেড়ীর মত পরিয়ে দেওয়া হবে। সাপ তার দুই চোয়াল কামড়ে ধরবে, আর বলবে—'আমি তোমার সম্পদ।' 'আমি তোমার সঞ্চিত ধন।'

তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

www.islamfind.wordpress.com

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ.

('এ আয়াতের মধ্যে সম্পদ বেড়ীর আকারে পেঁচিয়ে ধরার কথা উল্লেখ আছে।) (বুখারী)

যাকাত প্রদানে অবহেলাকারীদের ভ্রান্ত চিন্তার যৌক্তিক অপনোদন

অধিকাংশ সম্পদশালী লোক যাকাত দিতে অবহেলা করে থাকে। ভয় পায় যে, টাকা কমে যাবে। বন্ধুগণ! প্রথমতঃ অভিজ্ঞতার দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, যাকাত ও সদকা দেওয়ার দ্বারা সম্পদ কখনই কমে না। তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা কমলেও অন্য সময় আবার এর চেয়ে অধিক চলে আসে। হাদীস শরীফেও এ বিষয়টি এসেছে।

দ্বিতীয়তঃ যদি ধরে নেওয়া হয় যে, আসলেই সম্পদ কমে যায়, তাতে কী আসে যায়? নিজের মনের কামনা পূরণের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করো। তখনো তো সম্পদ কমে যায়। সরকারের কর ও শুল্কের খাতে অনেক কিছু দিতে হয়। না দিলে বিদ্রোহী ও আসামী সাব্যস্ত করা হয়। এতেও তো সম্পদ কমে যায়। তাই এটাকেও আল্লাহর কর মনে করো।

তৃতীয়তঃ বাহ্যিকভাবে এখানে কম হতে দেখা গেলেও তা তো আখেরাতে জমা হচ্ছে। ডাকঘরে ও ব্যাংকে যখন সঞ্চয় করো, তখনো তো সম্পদ তোমার হাত থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু তৃপ্তিতে থাকো যে, এটা নির্ভরযোগ্য জায়গা। এখানে রাখলে মুনাফা হতে থাকবে। একইভাবে ঈমানদার ব্যক্তির আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদার উপর আস্থা পোষণ করে বোঝা উচিত যে, সেখানে সঞ্চয় হচ্ছে। এবং কিয়ামতের দিন মূলধন ও লাভ একত্রে এমন সময় পাওয়া যাবে, যখন এটার তীব্র প্রয়োজন পড়বে। তাছাড়া সম্পদ সংরক্ষণের জন্য পাহারাদার রাখো, চাকর রাখো, তাদেরকে বেতন দিতে হয়। তখনও বেতন পরিমাণ সম্পদ কমে যায়। কিন্তু এ অল্প টাকা বাঁচাতে গিয়ে সব টাকা চুরি না হয়ে যায় এই ভয়ে ঐ টাকা ব্যয় করাকে মেনে নাও। একইভাবে যাকাত প্রদান করাকে মাল সংরক্ষণের উপায় মনে করো। হাদীস শরীফ থেকে জানা

www.islamfind.wordpress.com

যায় যে, যাকাত না দিলে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَاخَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالًا قَطُّ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ.

'যে মালের মধ্যে এই যাকাত মিশ্রিত হয়, সে মালকেই তা ধ্বংস করে ফেলে।'

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম বুখারী (রহঃ) 'তারীখ' গ্রন্থে এবং হুমাইদী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তবে হুমাইদীর বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, 'তোমার উপর যাকাত ওয়াজিব হলো, আর তুমি তা দিলে না, তাহলে এ হারাম মাল ঐ হালাল মালকে ধ্বংস করে ফেলবে।'

তাই যাকাতকে নিজের মালের হিফাযতের জন্য চৌকিদারের বেতনই মনে করো। তাছাড়া অভাবীদের পিছনে কিছু না কিছু খরচ করতেই হয়। এটাই যদি হিসাব করে খরচ করতে তাহলে যাকাত দেওয়া সহজ হয়ে যেতো।

সদকায়ে ফিৎর

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِىْ اٰخِرِ رَمَضَانَ اَخْرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَشَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমাযানের শেষে বলেন—তোমাদের রোযার সদকা দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সদকা নির্ধারণ করেছেন। এক 'সা' খুরমা বা যব অথবা আধা 'সা' গম প্রত্যেক স্বাধীন বা দাস, পুরুষ বা নারী, শিশু বা বৃদ্ধের পক্ষ থেকে।' (আবু দাউদ, নাসায়ী)

www.islamfind.wordpress.com

তাঁর থেকে আরো বর্ণিত আছে—

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকায়ে ফিতর এজন্য নির্ধারণ করেছেন, যেন রোযা অনর্থক কাজ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র হয়ে যায় এবং গরীব মানুষেরা খাদ্য পায়।' (আবু দাউদ)

সদকায়ে ফিতরের বিস্তারিত মাসআলা ফিকহের কিতাবসমূহ থেকে জেনে নিতে হবে।

সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরো হক রয়েছে

একটি ভ্রান্তির নিরসন ঃ বেশীর ভাগ কঠিন মনের লোক মনে করে যে, আমরা যখন যাকাত দিয়েছি, তখন আর আমাদের দায়িত্বে অন্য কোন হক নেই। তাদের হৃদয় এত কঠিন হয়ে থাকে যে, কোন অসহায় দরিদ্র মানুষ না খেয়ে মারা গেলেও, তাদের কাছে হাজার হাজার টাকা থাকলেও তার প্রতি তাদের কোনরূপ দয়ার উদ্রেক হয় না। একটি পয়সাও দান করে না। তারা একথা ধারণা করে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে যে, আমরা তো যাকাত দিয়েছি। আমাদের আর কোন দায়িত্ব নেই। এটা একান্তই ভুল ধারণা। খোদ হাদীস শরীফে আছে—

اِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكٰوةِ.

'নিশ্চয়ই মালের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরো হক রয়েছে। তারপর তিনি এর সত্যায়নে 'লাইসাল বিররা' আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

(তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারামী)

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে প্রথমে সম্পদ দান করার কথা বলেছেন, তারপর যাকাত দেওয়ার কথা বলেছেন। এতে বোঝা যায় যে, এ দান যাকাতের বাইরে। একইভাবে অনেক হাদীস দ্বারা সম্পদের যাকাত ছাড়া আরো অনেক হক প্রমাণিত হয়। আসল কথা হলো, মালের মধ্যে দুই ধরনের হক রয়েছে। নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট। যাকাত নির্দিষ্ট

www.islamfind.wordpress.com

হক—যা বিশেষ সময়ে, বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে বিশেষ পরিমাণে নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের হলো, অনির্দিষ্ট হক। হকদারদের প্রয়োজনের মাত্রা তার ভিত্তি। এর কোন মূলনীতি নেই। যেমন, কোন অভাবী প্রার্থীর একটাকা প্রয়োজন, আর আমার নিকট আমার প্রয়োজনের চেয়ে একটাকা অতিরিক্ত রয়েছে, তখন কি তাকে সাহায্য করা আমার জন্য জরুরী হবে না? অবশ্যই হবে। এমনিভাবে কাউকে ঋণ দেওয়া, কোন জিনিস ধার দেওয়া, কাজে সহযোগিতা করা—এগুলোও সামর্থ্য মোতাবেক জরুরী।

রোযা রাখা

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِىْ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ.

‘মানুষের সমস্ত আমলের ক্ষেত্রে বিধান হলো, একটি নেকী দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—তবে রোযা ছাড়া। কারণ, তা বিশেষভাবে আমার জন্য, আর তার প্রতিদান আমি নিজে দেবো। আমার খাতিরে রোযাদার নিজের কামনা, বাসনা ও পানাহার ত্যাগ করে।

রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি আনন্দ হলো, ইফতারের সময়, আর দ্বিতীয়টি হলো, নিজের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের

www.islamfind.wordpress.com

সময়। নিঃসন্দেহে রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়ে অধিক পবিত্র এবং রোযা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং হৈচৈ না করে। কেউ যদি গালিগালাজ করে বা ঝগড়া করে তাহলে বলে দেওয়া উচিত যে, ভাই! আমি তো রোযাদার।' (বুখারী, মুসলিম)

রোযায় অবহেলা ও ত্রুটিকারীদের সংশোধন

রোযার ফযীলত এবং রোযা না রাখার নিন্দা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আফসোস! এ যুগের অধিকাংশ সচ্ছল লোক রোযা থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। তারা বলে—ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করতে পারি না। অবাক ব্যাপার যে, ডাক্তার যদি কোন রোগের কারণে বলেন যে, চারবেলা উপোস করতে হবে। তা না হলে মরে যাবে। তখন তিনি চারবেলার জায়গায় সতর্কতাস্বরূপ পাঁচবেলা উপোস করার জন্য আনন্দচিত্তে তৈরী হয়ে যায়। আফসোস! আল্লাহর হুকুম, ডাক্তারের হুকুমের সমানও হলো না। আফসোস! আখিরাতের জীবন দুনিয়ার জীবনের সমানও হলো না। হে আল্লাহ! আমার ভাইদেরকে সুবুদ্ধি দান করুন। নফস ও শয়তানের প্রভাব তাদের থেকে দূর করে দিন।

রোযা তিন প্রকার—১. ফরয রোযা, অর্থাৎ, রমাযান শরীফের রোযা, মান্নতের রোযা, কাফফারার রোযা, কাযা রোযা এবং 'হাদী'র পরিবর্তে রোযা।

২. নফল রোযা, এর মধ্যে ঈদুল ফিতরের পরের ছয় রোযা, যিলহজ্জ মাসের নয় রোযা, আশুরার দিনের রোযা, শাবান মাসের পনেরো তারিখের রোযা। এগুলো নির্দিষ্ট সময়ের নফল রোযা।

৩. অনির্দিষ্ট নফল রোযাসমূহ—

ঈদুল ফিতর, কুরবানীর ঈদ এবং কুরবানীর ঈদের পরের তিন দিন রোযা রাখা নিষেধ। বাকি যে কোন দিন নফল রোযা রাখতে পারবে।

হজ্জ ও উমরাহ

হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.islamfind.wordpress.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

'যে ব্যক্তির জন্য স্পষ্ট অভাব, অত্যাচারী বাদশাহ এবং এমন রোগ, যার কারণে হজ্জে যাওয়া অসম্ভব হয়, হজ্জ করতে বাধা সৃষ্টিকারী না হয়—আর সে হজ্জ না করে মারা যায়, তাহলে তার ইচ্ছা সে ইহুদী হয়ে মরুক বা খৃষ্টান হয়ে মরুক।' (দারামী)

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَلَهُمْ.

'হজ্জ ও উমরাহকারীগণ আল্লাহ তাআলার মেহমান। এঁরা আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করলে তিনি তা কবুল করেন এবং গুনাহ মাফ চাইলে তিনি তাদেরকে মাফ করে দেন।' (ইবনে মাজা)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِهٖ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَجْرَ الْغَازِىْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ.

'যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরাহ বা জিহাদ করার জন্য বাড়ী থেকে বের হয়, তারপর সে পথেই মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য হজ্জকারী, উমরাহকারী ও জিহাদকারীর সওয়াব লিখেন।'

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) 'শুয়াবুল ঈমান' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হজ্জ সংক্রান্ত কিছু ভ্রান্ত চিন্তার সংশোধন

বেশীর ভাগ টাকাওয়ালা হজ্জের ক্ষেত্রেও ত্রুটি করে। কেউ নিজের

www.islamfind.wordpress.com

ব্যবসাকে বাহানা বানায়। কেউ সাগরের (ঢেউয়ের) কারণে ভিমড়ি খায়। কেউ বেদুঈনদেরকে আযরাঈল মনে করে।

বন্ধুগণ। এ সমস্ত হিলা-বাহানা কেবলমাত্র হজ্জের গুরুত্ব অন্তরে না থাকা এবং আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেওয়াকে জরুরী মনে না করার কারণেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত থেকে অন্তর খালী, তা না হলে কোন কিছুই প্রতিবন্ধক হতো না। নিম্নে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি—বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট যদি নিজে পথ খরচ দিয়ে তার সমীপে সসম্মানে আপনাকে ডেকে পাঠান তাহলে শপথ করে বলুন, আপনি কি তার উত্তরে বলবেন যে, আমার বাড়ীতে ব্যবসা দেখার কেউ নাই, আমি আসতে পারবো না। বা আমি নৌপথে ভ্রমণ করতে ভয় পাই, তাই আমি আসতে পারবো না। বা পথের অমুক জায়গায় ছিনতাই হয়,তাই যাওয়াটাকে আমি অসতর্কতা মনে করি। মহাত্মন! তখন এ ধরনের কোন বাহানাই অন্তরে আসবে না। সমস্ত প্রয়োজন আর সমস্যা চুলোয় নিক্ষেপ করে অত্যন্ত আনন্দ-উদ্দীপনার সঙ্গে প্রাণপণে দৌড়ে যাবেন। তখন সব সমস্যা সহজ মনে হবে।

আসল ব্যাপার হলো, সংকল্প থাকলে সব কাজই সহজ হয়ে যায়। আর যদি সংকল্পই না করো, তখন সহজ কাজও কঠিন হয়ে দেখা দেয়। বিশেষ করে বেদুঈনদের বদনাম করা সম্পূর্ণই অজ্ঞতা। যে সমস্ত লোক হজ্জ করে এসেছে এবং বাস্তব অবস্থা জানার আগ্রহও তাদের অন্তরে রয়েছে, তারা ভালো করেই জানে যে, বেদুঈনদের এটা কোন নতুন অবস্থা নয় বা নতুন কোন ঘটনাও সেখানে দেখা দেয় না ; বরং ভারতে যে ধরনের ঘটনা ঘটে এবং যে সমস্ত কারণ দেখা দেয় সেখানেও একই ঘটনা এবং একই কারণ দেখা দেয়। এদেশেও গাড়ী চালকদেরকে একটু ভালো কথা বলে, খাবার দিয়ে, তামাক দিয়ে খুশী রাখলে তারা দাসে পরিণত হয়। আর যদি কঠোর কথা বলেন, গালি দেন তাহলে গাড়ী উল্টিয়ে দিবে বা অস্থির করে মারবে। একইভাবে এমন কঠোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ষ্টেশন থেকে শহরে আসার এ সামান্য পথেই নানারকম দুর্ঘটনা ঘটে। সমস্যা দেখা দেয়। ওখানেও একই অবস্থা মনে করুন। বরং ওখানকার অবস্থা অনুপাতে যা ঘটে তা কিছুই নয়। ওখানে কোন

www.islamfind.wordpress.com

চৌকিদার নেই, পাহারাদার নেই, তারপরও এত অল্প দুর্ঘটনা ঘটা আসলেই বিস্ময়কর ব্যাপার। আর যেটুকু সমস্যা হয়, তাও যাত্রীদের অনিয়ম ও অসতর্কতার কারণেই হয়, তা না হলে সবদিক থেকে শান্তি আর নিরাপত্তা রয়েছে।

বেশীর ভাগ মানুষের এ সমস্ত ঘটনা মারাত্মক মনে হওয়ার কারণ হলো—অপরিচিত দেশ, অপরিচিত ভাষা, তাই তারা এগুলো সহ্য করতে পারে না। সব কথার পরও আমি বলবো যে, এসব কিছুই হয়, তাতে কী? মানুষ কারো প্রেমে পড়ে সব ধরনের কষ্ট-লাঞ্ছনা সহ্য করে, তাহলে আল্লাহর মত প্রেমাস্পদের কী এতটুকু হকও নেই।

কবি বলেন—

اے دل آں بہ کہ خراب از مئی گلگوں باشی ☆ بے زر و گنج بصد حشمت قاروں باشی
در رہ منزل لیلے کہ خطرہاست بجان ☆ شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

‘হে মন! এটাই উত্তম যে, (ভালোবাসার) মদিরা পান করে উন্মাদ হয়ে থাকো। স্বর্ণ ও ধনভাণ্ডার ছাড়াই কারুণের চেয়ে অধিক প্রতাপের অধিকারী হয়ে থাকে। ‘লাইলী’র (অর্থাৎ প্রিয়ার) বাড়ীর পথে জানের অনেক বিপদ রয়েছে। কিন্তু প্রেমপথের প্রথম শর্ত হলো, তোমাকে ‘মজনু’ হতে হবে।’

হাজী সাহেবদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ

হাজী সাহেবদের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরী—

১. হজ্জের সফরে বিশেষতঃ বিমানে ও জাহাজে নামায কাযা করবে না। একটি ফরযের জন্য এতগুলো ফরযকে ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত খারাপ কথা।

২. হজ্জের সফরে কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করবে না। কারো উপর নির্ভরও করবে না।

৩. এমন ব্যক্তিকে মুয়াল্লিম নির্ধারণ করবে, যিনি হজ্জের মাসআলা খুব ভালো জানেন এবং বিশ্বস্ত ও কল্যাণকামী।

www.islamfind.wordpress.com

৪. পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নিয়ে যাবে। খরচ করতে কার্পণ্য করবে না। এতে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করতে হয়। আবার অপচয়ও করবে না। তাতে অভাবে পড়ে পেরেশান হতে হয়।

৫. কাফেলা ছেড়ে কখনোই বাইরে যাবে না।

৬. বেদুঈনদেরকে খুশী রাখবে। তারা অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়।

৭. হজ্জের সফরকে প্রেমের সফর মনে করবে।

এতেকাফ

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযান শরীফের শেষ দশদিনে এতেকাফ করতেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওফাত দেন। তারপর তাঁর বিবিগণ ই'তিকাফ করতেন।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيَجْرِىْ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই'তিকাফকারী সম্পর্কে বলেন—সে সমস্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং এত অধিক নেক কাজের সওয়াব পায়, যেমন সমস্ত নেক কাজকারী ব্যক্তি সওয়াব পায়।' (ইবনে মাজা)

এতেকাফের উদ্দেশ্য

গবেষক আলেমগণের মতে ই'তিকাফের ফায়দা হলো, শবে কদর তালাশ করা। কারণ, বেশীর ভাগ হাদীস অনুপাতে শবে কদর শেষ দশদিনে হয়ে থাকে। শবে কদরের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا مَحْرُوْمٌ.

'পবিত্র রমাযান মাস এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন—তোমাদের নিকট এমন একটি মাস এসেছে, যার মধ্যে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। (সেই রাতটিই শবে কদর) যে এ থেকে বঞ্চিত হলো, সে সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো। নিতান্ত বঞ্চিত ব্যক্তিই এ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে।' (ইবনে মাজা)

কতক লোক দশদিন মসজিদের মধ্যে আটকে থাকাকেই ই'তিকাফ মনে করে। চাই সেখানে বসে সারা দুনিয়ার অর্থহীন কাজে লিপ্ত থাকুক না কেন। এমন ই'তিকাফ তো অর্থশূন্য ও আকৃতিসর্বস্ব। ই'তিকাফের মগজ হলো, যিকির-ফিকির ও ইবাদতে রত থাকা। তাওবা ও ইস্তিগফার করা। নামাযের অপেক্ষায় থাকা ইত্যাদি। নিজের সময়গুলো এ সব কাজে ব্যস্ত রাখা উচিত। বেজোড় রাতসমূহে শবে কদর হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। যতদূর সম্ভব এ রাতগুলোতে জাগ্রত থাকবে। ঘুমে কথা এলোমেলা হয়ে গেলেও, রুকু-সিজদাহর মধ্যে ভুল হয়ে গেলেও, ঘুমের তোড়ে পড়ে গেলেও সারারাত জেগে কাটাতে হবে, তা জরুরী নয়। এমন অবস্থা হলে কিছু সময় ঘুমানো উচিত। নিজেকে নিজে ধ্বংস করে ফেলো, এটা শরীয়তের হুকুম নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো, উদাসিনতা, অলসতা, বিমুখিতা ও বিস্মৃতির মধ্যে না থাকা। ইবাদতের চিন্তায় মগ্ন থাকবে। সামর্থ্য মোতাবেক চেষ্টার ত্রুটি করবে না। ক্লান্ত হলে নির্দ্বিধায় বিশ্রাম করবে। এমন বিশ্রামও ইবাদতের চেয়ে মর্যাদায় কম নয়।

হিজরত বা দেশত্যাগ করা

হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ.

'অল্পদিনের মধ্যেই এমন অবস্থা হবে যে, মুসলমানের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাল হবে বকরী—যেগুলোর পিছে পিছে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টির স্থানসমূহে ঘুরবে এবং নিজের দ্বীন নিয়ে ফিৎনা থেকে পালিয়ে বেড়াবে।' (বুখারী)

হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا.

'হিজরত তার পূর্বের কৃত সমস্ত গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়।'(মুসলিম)

ফায়দা ঃ কোন শহর, মহল্লা বা জনগোষ্ঠীতে যদি দ্বীন ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে শক্তি থাকলে সেখান থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ওয়াজিব। তবে যদি লোকটি আলেম ও অন্যদের জন্য অনুসরণীয় হয় এবং তার নিকট মানুষের ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাদের মধ্যে অবস্থান করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে। আর যদি এমন হয় যে, কেউ তার নিকট কিছু জিজ্ঞাসাই করে না এবং তাদের সংশোধনেরও আশা নেই, এমতাবস্থায়ও তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া উত্তম।

মান্নত পুরো করা

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَهٗ فَلَا يَعْصِهٖ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের মান্নত করে, তাহলে তার তা পালন করা উচিত। আর যদি তার নাফরমানী করার মান্নত করে, তাহলে তা পুরো করবে না।' (বুখারী)

অর্থাৎ, যে মান্নত শরীয়ত সম্মত হবে তা পুরো করবে, আর যেটা শরীয়ত বিরোধী হবে তা পুরো করা জায়েয নেই। যেমন, কেউ মান্নত

www.islamfind.wordpress.com

মানলো—আমার ছেলে সুস্থ হলে নৃত্যানুষ্ঠান করবো। এটি অন্যায় মান্নত, এটা পুরো করা জায়েয নেই।

কিছু প্রচলিত ও নিষিদ্ধ মান্নত

এ যুগে অনেক মাকরূহ ও বিদআত কাজের মান্নত করা হয়। অশিক্ষিত মানুষ বিশেষতঃ নারীরা এতে বেশী লিপ্ত। ইমাম হুসাইন (রাযিঃ)এর নামে ফকীর বানানো, কারো নামে টিকি রাখা বা বালা পরানো, কারো মাযারে গেলাফ পাঠানো, শাইখ সুদ্দুর নামে পাঁঠা পালা, খোদায়ী রাত পালন করা। মুশকিল কুশার নামে রোযা রাখা, এ জাতীয় আরো অনেক অনর্থক কাজ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ রয়েছে, যেগুলোর শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই। বরং সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে শরীয়তে এগুলোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, কতক শিক্ষিত মানুষও এ সমস্ত প্রথার সহযোগী ও সমর্থক। বিশেষ করে শাইখ সুদ্দুর নামের পাঁঠাকে হালাল ও পবিত্র মনে করে, এ রকম লোক তো অনেক আছে।

বন্ধুগণ ! পবিত্র কুরআনের মধ্যে পরিস্কার وَمَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। 'ইহলাল' আরবী ভাষার শব্দ। এর অর্থ অভিধানে দেখা উচিত। হালাল ও হারাম ফিকহের মাসআলা, তাই ফিকহের কিতাব 'দুররে মুখতার' ইত্যাদিতে এগুলো দেখা দরকার। কতক তাফসীরের কিতাবে 'ইহলাল' শব্দের তাফসীর করা হয়েছে—'জবাই করা'। ঐ যুগের লোকদের অভ্যাস অনুপাতে এ অর্থ করা হয়েছে।

কোন কোন আয়াতে 'হারাম' শব্দ ব্যবহার করে (এ সকল প্রথা) নিষেধ করা হয়েছে। এর দ্বারা যে সমস্ত কারণে হারাম হয়, সে সকল হারাম হওয়ার হেতুতে লিপ্ত হওয়া (থেকে নিষেধ করা) উদ্দেশ্য। হারাম বিশ্বাস করা উদ্দেশ্য নয়, বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও। অর্থাৎ, বিষয়টি আমলী ইতেকাদী নয়।

শপথ পুরা করা ও তার আদবসমূহ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ

www.islamfind.wordpress.com

'তোমরা তোমাদের শপথের হিফাযত করো।' (সূরা মায়িদা-৮৯)

শপথ বা কসম হিফাযত করার মধ্যে কয়েকটি বিষয় রয়েছে—

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খায়, সে মুশরিক হয়ে যায়।'

এখানে মুশরিক দ্বারা আমলী মুশরিক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এটা মুশরিকদের কাজ। বর্তমানে অনেক বাবাই সন্তানের নামে কসম করে। এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। কেউ কেউ আবার এভাবে শপথ করে যে, আমি যদি মিথ্যুক হই তাহলে যেন আমার ঈমান নসীব না হয়। এভাবে কসম খাওয়ার ব্যাপারেও কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হাদীস শরীফে আছে—

مَنْ قَالَ اِنِّىْ بَرِيْئٌ مِنَ الْاِسْلَامِ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ اِلَى الْاِسْلَامِ سَالِمًا.

'যে বললো যে, আমি ইসলাম থেকে মুক্ত, সে যদি মিথ্যুক হয় তাহলে তো তার ঈমান চলে যাবে। আর যদি সত্যবাদী হয় তবুও নিরাপদে ইসলামে ফিরে আসবে না।' (আবু দাউদ)

২. আল্লাহর নামে কসম খেলে সত্য কসম খাবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَلَاتَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ اِلَّا وَاَنْتُمْ صَادِقُوْنَ.

'কেবলমাত্র সত্যবাদী হলে আল্লাহর নামে কসম খাও।'

(আবু দাউদ, নাসায়ী)

৩. বেশী কসম খাবে না। এতে আল্লাহর নামের অসম্মান হয়। আল্লাহ তাআলা সূরায়ে 'নূন' এর মধ্যে অধিক কসম করাকে মন্দ স্বভাব বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. শরীয়তসম্মত কোন কসম খেলে তা পুরো করবে। আর যদি শরীয়ত বিরোধী বিষয়ে কোন কসম খেয়ে থাকে, যেমন, কোন গুনাহের কাজের জন্য কসম খেলো, যথা ঃ অমুকের উপর জুলুম করবো। বা এমন কসম খেলো, যার দ্বারা অন্যের হক নষ্ট হয়, যথা ঃ শপথ করলো যে, বাপ–ভাই বা অন্য কোন মুসলমানের সাথে কথা বলবে না, বা অমুক হকদারকে কিছু দেবে না। তাহলে এমন কসমকে ভেঙ্গে ফেলবে।

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلْيَفْعَلْ.

‘যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেলো, তারপর অন্য বিষয় এর চেয়ে ভালো দেখতে পেলো, তাহলে নিজের কসমের কাফফারা দিয়ে সেই ভালো কাজটি করবে।’ (মুসলিম)

৫. কারো হক নষ্ট করার জন্য ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে কসম খাবে না। তবে যদি তার উপর জুলুম হয়, তাহলে এভাবে ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে কসম খাওয়া জায়িয আছে। যেমন ঃ তোমার কাছে যায়েদ কিছু টাকা পায়। এখন তুমি এমনভাবে কসম খেতে চাচ্ছো যেন মিথ্যাও না হয় আবার টাকাও দিতে না হয়। তাই তুমি বললে—আমার নিকট তোমার টাকা নেই। আর তোমার উদ্দেশ্য হলো—এই মুহূর্তে তোমার পকেটে নেই। এ রকম ‘হিলা’ করা অর্থাৎ, ঘুরিয়ে কথা বলা গুনাহ। তবে যদি কোন জালেম, চোর, ডাকাত তোমার ঘরের গুপ্তধন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন এ রকমভাবে ঘুরিয়ে কসম খাওয়া যে, আমার নিকট তো একটি আধুলিও নেই, আমাকে কেন বিরক্ত করছো? এটা জায়েয আছে। বরং অধিকাংশ গবেষক আলেমের মতে এমন সময়ে পরিস্কার মিথ্যা বলাও জায়েয আছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَمِيْنُكَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.

‘শপথকারীর নিয়্যত অনুপাতে শপথ হবে।’ (মুসলিম)

www.islamfind.wordpress.com

কাফফারা কয়েক প্রকার—

১. কসমের কাফফারা

২. হত্যার কাফফারা

৩. যিহারের কাফফারা

৪. রমাযানের কাফফারা।

এ সবকটি প্রকারই কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আছে।

কসমের কাফফারা ঃ কসম ভেঙ্গে গেলে হয় দশজন মিসকিনকে দু'বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়াবে, কিংবা তাদেরকে একজোড়া করে কাপড় দিবে, বা একটি গোলাম আযাদ করবে। এ তিনটির যেটি ইচ্ছা করতে পারবে। আর তিনটির কোনটিই যদি করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে একাধারে তিনটি রোযা রাখবে। অনেক লোক খাবার খাওয়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনটি রোযা রাখে, এটি জায়েয নয়। এতে কাফফারা আদায় হবে না। যদি দশজন মিসমিনকে খানা খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রত্যেককে আধা সা' গম—যা আশি তোলার সেরের পৌনে দুই সের হয়—দেয় বা তার দাম দেয় তবুও জায়েয আছে।

হত্যার কাফফারা ঃ অনিচ্ছাকৃত খুন হলে 'দিয়্যাত' অর্থাৎ, রক্তপণ ছাড়া (যার বিধান ও পরিমাণ বিস্তারিতভাবে ফিকহের কিতাবসমূহে রয়েছে) একটি গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব। আর যদি সে ক্ষমতা না থাকে তাহলে একাধারে দুইমাস রোযা রাখবে। এভাবে তাওবা পরিপূর্ণ হবে।

যিহারের কাফফারা ঃ নিজের স্ত্রীকে নিজের জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম কোন নারীর কোন সম্মানিত অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করাকে 'যিহার' বলে। এরূপ করলে ঐ স্ত্রী তার জন্য কাফফারা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্য হারাম হয়ে যায়। যিহারের কাফফারা হলো—একটা গোলাম আযাদ করবে। সে ক্ষমতা না থাকলে একাধারে দুইমাস রোযা রাখবে। সে ক্ষমতাও না থাকলে ষাটজন মিসকিনকে দু'বেলা করে

www.islamfind.wordpress.com

পেটভরে খাবার খাওয়াবে। তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্য যথারীতি হালাল হয়ে যাবে।

রমাযানের কাফফারা ঃ বিনা ওযরে স্বেচ্ছায় কোন রোযা ভাঙলে রোযার কাযা ছাড়া কাফফারাও দিতে হবে। এ কাফফারা ও তার ক্রম ঠিক যিহারের কাফফারার মত।

বিঃ দ্রঃ—কাফফারার রোযা একাধারে রাখা শর্ত। ওযরবশতঃ বা বিনা ওযরে মাঝখানে যদি একটি রোযাও ছুটে যায় তাহলে আবার নতুন করে রোযা আরম্ভ করতে হবে। তবে মহিলাদের জন্য হায়েয আসা একটি গ্রহণযোগ্য ওযর। তবে শর্ত হলো, পাক হওয়ার সাথে সাথে অবিলম্বে রোযা আরম্ভ করতে হবে। পাক হওয়ার পর যদি একদিনও গাফলতী করে তাহলে আবার নতুন করে রোযা আরম্ভ করতে হবে। নেফাস গ্রহণযোগ্য ওযর নয়। অর্থাৎ, নেফাস থেকে মুক্ত হওয়ার পর আবার নতুন করে রোযা আরম্ভ করতে হবে।

শরীর ঢাকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ اِزَارٍ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন বিবস্ত্র হয়ে বাথরুমে প্রবেশ না করে।' (তিরমিযী)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَانَاْتِىْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَامَلَكَتْ يَمِيْنُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَا يَرَاهَا اَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَكُوْنُ خَالِيًا قَالَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُسْتَحْىٰ مِنْهُ.

'মুয়াবিয়া বিন হাইদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দেহের গুপ্তাঙ্গ কখন ঢেকে রাখবো এবং কখন এমনিই রাখবো? তিনি বললেন, নিজের স্ত্রী ও দাসী ছাড়া সবার থেকে নিজের গুপ্তাঙ্গকে ঢেকে রাখবে। তিনি জিজ্ঞাসা

www.islamfind.wordpress.com

করলেন—কখনো এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির নিকট থাকে? (অর্থাৎ, এক জায়গায় থাকার ফলে সবসময় সতরের হেফাযত করা মুশকিল) তিনি বললেন—তোমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় যে, কেউ তোমার সতর না দেখুক তাহলে এমনটিই করবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কখনো মানুষ একাকী থাকে (তখন কি হুকুম)? তিনি বললেন—তখন আল্লাহকে লজ্জা করা উচিত।' (তিরমিযী)

পর্দার অতি জরুরী কিছু বিধান

বিবস্ত্র হয়ে বাথরুমে যেতে নিষেধ করার কারণ হলো, সেখানে একাধিক মানুষ একত্রে গোসল করে। তাই তাদের সঙ্গে পর্দা ওয়াজিব। আর দাসীর সঙ্গে পর্দা না করার যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা ঐ সমস্ত দাসীকে বুঝানো হয়নি, যেগুলো ভারতের অনেক ধনীর ঘরে পাওয়া যায়। কারণ, শরীয়তের বিধানমত তারা স্বাধীন। তাদের থেকে জোরপূর্বক খেদমত নেওয়াও জায়েয নেই এবং তাদের সঙ্গে নির্জনে একত্রিত হওয়া ও সহবাস করারও অনুমতি নেই। এরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন পরনারীর মত। তাদের সঙ্গে চাকরদের মত আচরণ করতে হবে। তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তাদের থেকে খেদমত নিতে হবে। (চাই বেতন দিয়ে সন্তুষ্ট করা হোক, বা খাবার দিয়ে, বা কাপড় দিয়ে।) যার সঙ্গে ইচ্ছা তারা বিবাহ বসতে পারে। যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা চলে যেতে পারে। তাদের উপর জোর খাটানোর কারো অধিকার নেই।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা আরো জানা গেলো যে, নির্জনে ও বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়া জায়েয নেই। (চাই পুরো শরীর হোক বা শরীরের এমন কিছু অংশ হোক, যা মানুষের সামনে ঢেকে রাখা ওয়াজিব।) আল্লাহ তাআলা এবং ফেরেশতাদেরকে লজ্জা করা উচিত। ফিকহের কিতাবের মধ্যে শরীর ঢাকার মাসআলাসমূহ বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। এখানে এতটুকু পরিমাণ বোঝা জরুরী যে, পুরুষের জন্য নাভী থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত শরীর ঢাকা জরুরী, আর নারীদের জন্য মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত। হাঁ, যাকে কোন প্রয়োজনে পরপুরুষের সম্মুখে আসতে হয় তার জন্য চেহারা, দুই হাত কব্জি পর্যন্ত এবং দুই পা গিরার নীচ

www.islamfind.wordpress.com

পর্যন্ত খোলা রাখা জায়িয আছে। এ অবস্থায় যদি কেউ তাকে কুদৃষ্টিতে দেখে তাহলে যে দেখবে সে গুনাহগার হবে, এ মহিলার কোন দোষ হবে না। তবে এ ছাড়া সম্পূর্ণ শরীর মোটা কাপড় দ্বারা ঢাকা উচিত। আর এই কাপড়ও চাকচিক্যময় না হয়ে সাদামাটা হওয়া ভালো। সুগন্ধি লাগিয়ে পরপুরুষের সামনে আসা উচিত না। যতদূর সম্ভব অলংকারাদি ঢেকে রাখবে। পরপুরুষের সঙ্গে বেশী কথা বলবে না। বিশেষ করে খোলামেলাভাবে ও রসাত্মকভাবে কথা বলবে না।

সারকথা হলো, প্রয়োজনের কারণে যেটুকু জায়েয তা প্রয়োজন পরিমাণের অতিরিক্ত করা নিষেধ।

হে পুরুষ ও নারীগণ! এসব বিষয়ে খুব সতর্ক থাকো। দেখো! আল্লাহ ও রাসূল তোমাদের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। যেসব জিনিস থেকে তাঁরা নিষেধ করেছেন, সেগুলো মানার দ্বারা তোমাদেরই পুরোপুরি লাভ। এ যুগে না শরীরের পর্দা রয়েছে, না আওয়াজের। যার ফলে দেখো! নানা প্রকার সমস্যা দেখা দিতেছে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিন।

কুরবানী

হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ.

'সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরবানী কী জিনিস? তিনি বললেন—তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)এর সুন্নাত। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা এতে কি পাই? তিনি বললেন—প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী। তারা জিজ্ঞাসা করলেন—হে আল্লাহর রাসূল! লোমওয়ালা পশুর মধ্যে কি পাই? তিনি বললেন—তাতেও প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে একটি করে নেকী হয়।'

(আহমাদ, ইবনে মাজা)

www.islamfind.wordpress.com

কুরবানীর চামড়ার অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মাদরাসা পরিচালকদের ভ্রান্তি

কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। কুরবানীর গোশত ও চামড়া মালিক তার ইচ্ছামত নিজের কাজেও লাগাতে পারে, কাউকে হাদিয়াও দিতে পারে, বা দানও করতে পারে। কিন্তু বিক্রি করে তার অর্থ নিজের কাজে লাগানো জায়েয নেই। যদি কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে তাহলে যাকাতের হকদাররা এর হকদার হবে। মালিকের প্রতিনিধি ও উকিল হয়ে যে ব্যক্তি কাজ করবে তারও এ নিয়ম মেনে চলা উচিত।

অধিকাংশ মাদরাসা পরিচালক কুরবানীর চামড়ার টাকা যেখানে মাদরাসার প্রয়োজন হয়, সেখানে ব্যয় করে। এটি অসতর্ক কাজ। শুধুমাত্র যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহে তা ব্যয় করা উচিত।

মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন-দাফন ও জানাযার নামায

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.

'তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কাফন দিলে সে যেন ভালো কাফন দেয়।' (মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ.

'যে ব্যক্তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে এবং ঈমানের কারণে কোন মুসলমানের জানাযার সঙ্গে যায় এবং তার সঙ্গে থেকে তার নামায পড়ে

www.islamfind.wordpress.com

এবং দাফনের কাজ শেষ করে সে ব্যক্তি দুই 'কীরাত' সওয়াব নিয়ে ফেরে। একেকটি কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযা নামায পড়ে দাফনের পূর্বে চলে আসে, সে এক 'কীরাত' সওয়াব পাবে।'

(বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ অধিকাংশ মানুষ জানাযার নামাযে অংশ নিতে ও তার সঙ্গে কবরস্থানে যেতে অলসতা করে। ফলে অনেক বড় সওয়াব থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এই অলসতার ফলে এমন পরিণতিও হয় যে, কোন কোন জানাযার সঙ্গে অতি কষ্টে চারজন মানুষ পাওয়া যায়। কবরস্থান দূরে হলে লাশ সেখানে নেওয়া বড় বিপদ হয়ে যায়।

বন্ধুগণ! এটি সমস্ত মুসলমানের কর্তব্য। এতে ত্রুটি করলে কোন এক ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ফায়দা ঃ জানাযার নামাযের যে সমস্ত দু'আ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে, আমি সেগুলো এখানে উদ্ধৃত করছি। জানাযার নামাযে এগুলো পড়া সুন্নাতের অনুসরণ, মাইয়্যেতের উপকার এবং মুসল্লির অধিক সওয়াবের কারণ হবে।

١. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَ وَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَ نَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

٢. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ.

٣. اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَ حَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهٖ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ

www.islamfind.wordpress.com

أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

٤. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ.

ঋণ পরিশোধ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ.

'আল্লাহ তাআলার পথে মৃত্যুবরণ করা ঋণ ছাড়া সব জিনিসের কাফফারা হয়ে যায়।' (মুসলিম)

ঋণের ব্যাপারে কিছু অসতর্কতা

বন্ধুগণ! শাহাদাতের চেয়ে বড় আর কী আছে। এর দ্বারাও যখন ঋণ মাফ হয় না তাহলে আর কোন আমল দ্বারা মাফ হবে? এর দ্বারা ঋণ কত মারাত্মক বস্তু তা বুঝা যায়। অধিকাংশ মানুষ এর প্রতি খেয়াল করে না। এ ব্যাপারে কয়েক ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকে—

১. বিনা প্রয়োজনে কারো কাছে ঋণী হওয়া। বেশীর ভাগ সময় এমনই হয় যে, অনর্থক কাজের জন্য ঋণ নেওয়া হয়। চরম বিপদে পড়ে ঋণ নেওয়া হয়, এমন কমই হয়ে থাকে। আর বিপদগ্রস্তরা ঋণ পায়ই বা কখন? সম্পদশালীরাই বেশীর ভাগ ঋণ পেয়ে থাকে। তাহলে বলুন, তার এমন কী বিপদ হলো যে, খামাখা শখের বশে সে ঋণী হলো? সেই ঋণও আবার কোন বিবাহে নষ্ট করার জন্য, সুউচ্চ ভবন তৈরীর জন্য, বা শরীয়তবিরোধী ও যুক্তিবিরোধী শোকানুষ্ঠানের জন্য করা হয়ে থাকে। মোটকথা, সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনের কাজে ব্যয় করার জন্য ঋণ নেওয়া হয়। উপরন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে সুনামও ভাগ্যে জোটে না। আর যদি সুনাম হয়ও তার কী দাম আছে? আর কিয়ামতের দিন এর চেয়ে বড় বদনাম হবে তার কোন পরোয়াই করে না।

২. আরেকটি অনিয়ম হলো নিজের গহনা–সম্পদ ঠিক রাখা, আর অন্যের থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া। কয়েক দিনের মধ্যে ঋণ দ্বিগুণ–চতুর্গুণ হয়ে সমস্ত গহনা ও সম্পদ খতম হয়ে যায়। আর ক্ষতি ও গুনাহ উদ্বৃত্ত থেকে যায়। খুব বেশী যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে হাতের জিনিসের কোনই মুহাব্বত করবে না। আল্লাহ তাআলা আবার দান করবেন। নিজের আরাম ও নিরাপত্তার সামনে গহনা ও সম্পদের কী মূল্য আছে?

৩. আরেকটি অনিয়ম এই যে, ঋণ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। এটা নিয়ে চিন্তা করা, অল্প অল্প করে আদায় করা, নিজের অপ্রয়োজনীয় খরচ বন্ধ করে আমদানী থেকে উদ্বৃত্ত করে কিছু কিছু করে পরিশোধ করার চিন্তা করে না। ফলে দুর্নামগ্রস্ত হয়, অপমানিত হয়। কিছু নিলে দিতে চায় না বলে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। মানুষের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। মানুষ তার সাথে লেনদেন করতে ভয় পায়। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, আখিরাতে ধরা খাওয়াতো আছেই। তবে মারাত্মক প্রয়োজনে ঋণ নিলে এবং পরিশোধ করার চিন্তা থাকলে হাদীস শরীফে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা এ রকম ঋণের দায়িত্ব নেন। হয় দুনিয়াতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেন। কিংবা আখিরাতে পাওনাদারকে খুশী করে দেন।

ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা রক্ষা করা

হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

‘সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে।’ (তিরমিযী, দারামী, দারাকুতনী)

হযরত হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

www.islamfind.wordpress.com

'ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি সত্য বলে এবং নিজ নিজ মালের দোষত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের জন্য ব্যবসায় বরকত হয়। আর যদি গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে তাহলে তাদের কারবারের বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

'হালাল জীবিকা তালাশ করা ফরয, নির্দিষ্ট ফরযসমূহ (নামায, রোযা ইত্যাদি)এর পর।'

হাদীসটি ইমাম বাইহাকী (রহঃ)এর 'শুয়াবুল ঈমান'এ বর্ণিত আছে।

হযরত রাফে' বিন খাদীজ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো—'হে আল্লাহর রাসূল! কোন কামাই সর্বাধিক পবিত্র? তিনি বললেন—হাতের কামাই এবং ঐ ব্যবসা, যা ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়।' (আহমাদ)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَ كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ.

অর্থ ঃ 'ঐ দেহ বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম দ্বারা প্রতিপালিত। যে দেহ হারাম দ্বারা প্রতিপালিত, তার জন্য দোযখই অধিক উপযুক্ত।'

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى.

'আল্লাহ তাআলার রহমত নাযিল হোক ঐ ব্যক্তির উপর, যে

www.islamfind.wordpress.com

বিক্রয়ের সময়, ক্রয়ের সময় ও নিজের হক চাওয়ার সময় নরম হয়।' (বুখারী)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা গেলো—

১. হালাল উপার্জন ফরয। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির জন্য উপার্জন ছাড়া জীবিকার অন্য কোন হালাল পথ নেই তার জন্য উপার্জন করা ফরয।

২. সমস্ত উপার্জনের মধ্যে উত্তম হলো, দু'টি জিনিস। হাতের উপার্জন ও ব্যবসা। অর্থাৎ, গরীব লোকদের জন্য হাতের কামাই, আর ধনীদের জন্য ব্যবসা।

৩. ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা ও আমানত রক্ষা করবে। ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিবে না। তা না হলে এতে বরকত হয় না।

৪. ব্যবসার ক্ষেত্রে বেশী চাপাচাপি করবে না যে, একেকটা পয়সার জন্য লালা পড়ে বা সামান্য দাবীর জন্য অন্যের প্রাণ হরণ করে। মনুষ্যত্ব ও ভদ্রতা বলতেও একটি জিনিস আছে।

৫. হারাম খাওয়ার পরিণতি দোযখের আগুন।

অশুভ ও অবৈধ ব্যবসার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবসমূহে এবং আলেমগণের নিকট থেকে জেনে নেওয়া জরুরী। অধিক প্রচলিত দু'-চারটির নাম লিখে দিচ্ছি—

১. লটারী।

২. সুদ আদান-প্রদান করা। এর মধ্যে ব্যাংক ও ডাকঘরের মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত।

৩. মাল হস্তগত না হতেই শুধুমাত্র রশিদ আসার ভিত্তিতে তা বিক্রি করা।

৪. ছবিযুক্ত বই বা এমন বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী ছাপানো—যার মধ্যে কোন নবী, তাঁর পরিবার ও সাহাবীর দিকে (বানানো) ঘটনার সম্পর্ক করা হয়েছে।

৫. স্বর্ণকার বা ভাংতিদাতাদের থেকে স্বর্ণ-রূপার গহনা, কমবেশী স্বর্ণ-রূপার বিনিময়ে বা বাকীতে কেনাবেচা করা।

৬. টাকা ভাঙ্গিয়ে কিছু পয়সা সাথে সাথে নিয়ে কিছু অন্য সময় নেওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

সাক্ষ্য দেওয়া

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ.

অর্থ ঃ 'তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করবে, তার অন্তর পাপিষ্ঠ।' (সূরা বাকারা–২৮৩)

হযরত যায়েদ বিন খালিদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِىْ يَاْتِىْ بِشَهَادَتِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّسْأَلَهَا.

'সবচেয়ে ভালো সাক্ষী কে, তা কি আমি তোমাদেরকে বলবো না? সে ঐ ব্যক্তি, যে আবেদন করার পূর্বে সাক্ষ্য দেয়।' (মুসলিম)

মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা মামলা এবং এ রকম মামলায় উকিল হওয়ার নিন্দা

এ আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, সাক্ষ্য গোপন করা ঠিক নয়। বরং কোন ব্যক্তির হক নষ্ট হচ্ছে। সে কোন সাক্ষী পাচ্ছে না। অথচ আমি ঐ ঘটনা জানি এবং তার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সে একথা জানে না যে, আমি তার ঘটনা সম্পর্কে অবগত, এমতাবস্থায় নিজের অগ্রসর হয়ে সাক্ষী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। তার আবেদনের অপেক্ষা করবে না। কারণ, আমি যে সাক্ষী তা তো তার জানা নেই। তবে আমি জানিয়ে দেওয়ার পরেও যদি সে আমার সাক্ষ্য না চায়, তাহলে খামাখা আদালতে নিজে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দেওয়া জরুরী নয়। এ বিধান হলো, সত্য সাক্ষ্যের ব্যাপারে। আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া—বর্তমানে যা খুব প্রচলিত—মারাত্মক গুনাহ।

হযরত খুরাইম বিন ফাতিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ

www.islamfind.wordpress.com

قَرَأَ. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ.

'একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর নামায পড়লেন। তারপর দাঁড়িয়ে বললেন—মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরকের সমান (অপরাধ) সাব্যস্ত করা হয়েছে। (অর্থাৎ, কুরআন শরীফের মধ্যে) তিনি একথা তিনবার বললেন। তারপর এ আয়াত পড়লেন—তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো এবং মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাকো।...' (আবু দাউদ)

এ আয়াতে শিরক ও মিথ্যা কথাকে একত্রে আনা হয়েছে। এতে জানা গেলো যে, এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। একইভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করা বা মিথ্যা শপথ করা অতীব মারাত্মক গুনাহ।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنِ ادَّعٰى مَالَيْسَ لَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ.

'যে ব্যক্তি এমন হকের দাবী করলো, যা বাস্তবে তার নয়, সে আমাদের দলভূক্ত থাকলো না এবং তার জাহান্নামের মধ্যে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেওয়া উচিত।' (মুসলিম)

হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ.

'যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক ছিন্ন করে নিবে, (মুসলমান হওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছে সাধারণত মুসলমানদের সঙ্গেই আরেক মুসলমানের কারবার হয় বলে। তা নাহলে মুসলিম ও অমুসলিম সবার হকের মর্যাদা সমান)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার জন্য দোযখকে ওয়াজিব করবেন এবং জান্নাতকে হারাম করবেন। জনৈক

www.islamfind.wordpress.com

ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও তা সামান্য জিনিস হয়। তিনি বললেন—যদিও তা পিলু গাছের ডালই হোক না কেন।'

(মুসলিম)

এমনিভাবে মিথ্যা মামলার উকিল হওয়াও হারাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا

অর্থ ঃ 'তুমি খিয়ানতকারীর পক্ষ অবলম্বনকারী হয়ো না।'

(সূরা নিসা–১০৫)

বিবাহের মাধ্যমে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

'হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রাখতে সক্ষম (অর্থাৎ, খোরপোশ দিতে এবং সহবাস করতে সক্ষম) তারা যেন বিবাহ করে। কারণ, এতে দৃষ্টি সংযত থাকে এবং লজ্জাস্থান হেফাযতে থাকে।'

(বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তির শক্তি বা প্রয়োজন নেই, তার জন্য বিবাহ করা জরুরী নয়।

পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

'তোমার পরিবারের লোকদের মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করা আরম্ভ করো।'

(বুখারী, মুসলিম)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ.

www.islamfind.wordpress.com

'মানুষের ব্যয়কৃত শ্রেষ্ঠ দিনার (অর্থ) ঐটি, যা মানুষ নিজের পরিবারের পিছনে ব্যয় করে।' (মুসলিম)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

كَفٰى بِالْمَرْأِ اِثْمًا اَنْ يُضِيْعَ مَنْ يَقُوْتُ.

'মানুষ গুনাহগার হওয়ার জন্য এমন ব্যক্তিকে ধ্বংস করা যথেষ্ট, যার খাবার তার দায়িত্বে রয়েছে।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ কারো নিকট অধিক সম্পদ না থাকলে অন্যদের তুলনায় পরিবারের লোকেরা অধিক হকদার। এমন দানশীলতা শরীয়তে প্রশংসনীয় নয় যে, আপনজনেরা ধুঁকে ধুঁকে মরবে, আর অন্য লোকের পেট পূর্ণ করবে। তবে যদি সবার খেদমত করতে পারে তাহলে তো এর চেয়ে বড় কিছু নেই।

ফায়দা ঃ চাকর-বাকর ও কাজের লোক পরিবারের সদস্যদের হুকুমে। তাদের দেখাশোনা করা এবং সমব্যথী হওয়াও জরুরী।

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ نَعْفُوْا عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ اَعَادَ اِلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ قَالَ اعْفُوْا عَنْهُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো—আমি কাজের লোককে কতবার মাফ করবো? তিনি বললেন—প্রতিদিন সত্তরবার। (তিরমিযী)

এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক কথা ও কাজে তার সঙ্গে কড়া আচরণ করা ও বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। যে মানুষের দ্বারা অনেক আরাম পাওয়া যায়, তার দ্বারা দু'-একটি কষ্ট পেলে ধৈর্য ধরবে। তাকে মাযুর মনে করবে।

মাতাপিতার সেবা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

'আল্লাহ তাআল্লার সন্তুষ্টি মাতাপিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি মাতাপিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে।' (তিরমিযী)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ سَالْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন—হে আল্লাহর রাসূল, সবচেয়ে বড় আমল কোনটি? তিনি বললেন—যথা সময়ে নামায পড়া। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর কোন আমল? তিনি বললেন—মা-বাবার খেদমত করা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর কোন্ আমল? তিনি বললেন—আল্লাহর পথে জিহাদ করা।'

(বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ এ প্রসঙ্গে আরো আয়াত ও হাদীস রয়েছে। বর্তমানে এ ব্যাপারে অনেক ত্রুটি করা হয়। আল্লাহ তাআলা সঠিক বুঝ ও নেক আমলের তাওফীক দান করুন।

সন্তান প্রতিপালন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَايَكُوْنُ لِاَحَدٍ ثَلٰثُ بَنَاتٍ اَوْ ثَلٰثُ اَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِنَّ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

'যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে হলো বা তিনটি বোন হলো এবং সে তাদেরকে ইলম ও আদব শিক্ষা দিলো, তাদের প্রতিপালন করলো এবং তাদের প্রতি সদয় আচরণ করলো, তার জন্য অবশ্যই জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।'

ইমাম বুখারী (রহঃ) আদব গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) 'আদব' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন—

كَمَا اَنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذَالِكَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.

www.islamfind.wordpress.com

'যেমন তোমাদের পিতার তোমাদের উপর হক রয়েছে, তেমনিভাবে তোমাদের সন্তানদের তোমাদের উপর হক রয়েছে।'

ফায়দা ঃ ছেলে সন্তানদের প্রতি সহজাত ভালোবাসা থাকে বিধায় শরীয়ত তাদের হক বর্ণনার প্রতি বেশী গুরুত্বারোপ করেনি। আর মেয়ে সন্তানকে যেহেতু তুচ্ছ মনে করা হয়, তাই তাদের প্রতিপালনের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

'যে ব্যক্তি আত্মীয়দের সঙ্গে অসদাচরণ (আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন) করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (বুখারী)

মনিবের আনুগত্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهٖ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهٗ اَجْرُهٗ مَرَّتَيْنِ.

'যে দাস নিজের মনিবের কল্যাণ কামনা করবে এবং নিজের প্রভুর ইবাদত উত্তমভাবে পালন করবে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।' (বুখারী)

ন্যায়ভাবে শাসন পরিচালনা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ...

'সাত ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া দান করবেন। তাদের মধ্যে একজন হলো, ন্যায়বিচারক বাদশাহ।' (বুখারী, মুসলিম)

মুসলমান জামাআতের অনুসরণ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ.

'আমি তোমাদের এমন পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, যেগুলোর আদেশ আল্লাহ তাআলা আমাকে করেছেন। (দ্বীন ও আমীরের কথা) শ্রবণ করা, (দ্বীন ও আমীরের কথা) মান্য করা, দ্বীনের জন্য জিহাদ করা, হিজরত করা ও জামাআতের সাথে থাকা। কারণ, যে ব্যক্তি জামাআত থেকে অর্ধ হাতও বের হয়ে গেলো, সে ইসলামের বেড়ী নিজের গলা থেকে বের করে ফেললো। তবে যদি সে আবার জামাআতে ফিরে আসে সে ভিন্ন কথা।' (তিরমিযী, নাসায়ী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে হকপন্থী দলের অনুসরণ করবে। হকপন্থী দলের আলামত এই যে, তারা কিতাব ও সুন্নাত অনুপাতে চলে। কিতাব ও সুন্নাত মত চলার স্পষ্ট আলামত হলো, পূর্ব যুগের নেককার লোকদের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা। সাহাবা ও তাবেঈদের সঙ্গে যত অধিক সাদৃশ্য থাকবে, কিতাব ও সুন্নাতের সঙ্গে তত অধিক মিল থাকবে।

শাসকের আনুগত্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا.

'আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং শাসকের কথা শোনো ও মানো। যদিও সে হাবশী-গোলাম হোক না কেন।' (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাবশী-গোলাম যদিও শরীয়তের বিধানমতে ইমাম ও খলীফা হতে পারে না। কিন্তু শরীয়তে ইমাম ও খলীফার আনুগত্য যেমন ওয়াজিব, সুলতানের আনুগত্যও তেমন ওয়াজিব। অর্থাৎ, যার প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ হয়েছে এবং মুসলমানগণ তার আশ্রয়ে শান্তি ও নিরাপত্তায় থাকতে পারে, তারও আনুগত্য করতে হবে। আর সুলতান

www.islamfind.wordpress.com

হওয়ার জন্য ঐ সমস্ত শর্ত নেই, ইমাম ও খলীফা হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে। তবে তার মুসলমান হওয়া শর্ত। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থ ঃ 'এবং তোমাদের শাসকগণের।' (সূরা নিসা–৫৯)

আর যদি কাফের শাসকের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি হয়, তাহলে ঐ চুক্তি বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ

অর্থ ঃ 'এবং তোমরা অঙ্গীকার পুরা করো।' (সূরা বানী ইসরাঈল–৩৪)

তবে যদি শরীয়তসম্মত প্রয়োজনে ঐ অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে হয়, তাহলে প্রথমেই প্রতিপক্ষকে অঙ্গীকার তুলে নেওয়ার ব্যাপারে অবহিত করবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ

অর্থ ঃ 'সমানভাবে তাদের নিকট তা নিক্ষেপ করো।' (সূরা আনফাল–৫৮)

তা নাহলে বিশ্বাসঘাতকতার গুনাহ হবে, যা খুব মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আনফাল–৫৮)

বিবাদী দুই দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ.

অর্থ ঃ 'যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা

তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপরদলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।'

(সূরা হুজরাত-৯)

এ আয়াত দ্বারা দু'টি বিষয় জানা গেলো। প্রথমতঃ বিবাদকামী উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করো। দ্বিতীয়তঃ এর পরও যদি কেউ জুলুম করার জন্য উঠে পড়ে লাগে তাহলে মাজলুমকে একা ছেড়ে দিও না, তার সাহায্য করো এবং জালেমের জুলুমকে প্রতিহত করো।

সৎকাজে সাহায্য করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

অর্থ ঃ 'সৎকাজে এবং পরহেযগারীর কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো।' (সূরা মায়িদা-২)

ফায়দা ঃ বর্তমান জামানায় কোন ব্যক্তি যদি কোন ভালো কাজ করার জন্য দাঁড়ায়, তাহলে মানুষ ঐ কাজের সম্পূর্ণ বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দেয়। এটাকে তার ব্যক্তিগত কাজ মনে করে। কেউ এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করে না, সহযোগিতা করে না।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, সবারই যে পরিমাণ ও যেভাবে সম্ভব তাকে সাহায্য করা জরুরী।

ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দকাজে নিষেধ করা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা সৎকাজের দিকে আহ্বান করবে এবং ভালো কাজের আদেশ করবে এবং

www.islamfind.wordpress.com

মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং তারাই হবে সফলকাম।'

(সূরা আলে ইমরান-১০৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

'তোমাদের মধ্যে কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখলে নিজ হাতে তা মিটিয়ে দেওয়া দরকার। সে ক্ষমতা না থাকলে মুখে নিষেধ করবে। এটাও করতে না পারলে নিজের মনে তাকে মন্দ জানবে। এটা ঈমানের খুবই দুর্বল স্তর। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ এর দ্বারা জানা গেলো যে, শক্তি ও সামর্থ্য পরিমাণ ভালো কাজে আদেশ করা এবং মন্দ কাজে বারণ করা ওয়াজিব। যে নিজ হাতে তা বিলুপ্ত করতে পারবে, যেমন, দেশের শাসক, বাড়ীর প্রধান, কোন দল ও সমিতির নেতা, তাহলে সে হাত দ্বারা বিলুপ্ত করবে। আর যে মুখে নিষেধ করতে পারে, যেমন, বক্তা, উপদেশদাতা বা যার কথা মানুষ মানে, সে মুখে বলবে। আর এরূপ না হলে চুপ করে থাকাই ভালো। ফিৎনা-ফাসাদ করে কী লাভ? শুধুমাত্র মনে মনে তাকে খারাপ জানবে। আর যদি অন্তরেও ঘৃণা না থাকে তাহলে তার অন্তরের হিফাযতকারী আল্লাহই। ওয়াজিব তো এতটুকুই। বাকী কারো যদি অধিক সাহস থাকে, বিপদের ভয় থাকা সত্ত্বেও সব বিপদ-আপদ সহ্য করতে পারে, তাহলে তো অনেক উঁচু সাহসিকতার কথা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

অর্থ ঃ 'যা কিছু (কষ্ট) তোমার উপর পতিত হয়, তাতে তুমি সবর করো। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।' (সূরা লুকমান-১৭)

ইসলামী দণ্ডবিধির বাস্তবায়ন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِىْ بِلَادِ اللّٰهِ.

www.islamfind.wordpress.com

'আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহ তাআলার দণ্ডসমূহের একটি দণ্ডকে প্রতিষ্ঠা করা চল্লিশ দিনের বৃষ্টির চেয়ে উত্তম।' (ইবনে মাজা)

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

اَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَاْخُذْكُمْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ.

'আল্লাহ তাআলার দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করো, আপনদের মধ্যেও এবং পরদের মধ্যেও। কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার যেন আল্লাহর পথে তোমাদেরকে বাধাগ্রস্ত না করে।' (ইবনে মাজা)

কতক গুনাহের উপর শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে শাস্তি রয়েছে তাকে 'হদ্দ' বলে। 'হদ্দ' প্রয়োগের ক্ষেত্রে কারো পক্ষপাতিত্ব করা জায়িয নেই। তা নামায-রোযার মতই ফরয। এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করা নামায-রোযার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার সমতুল্য। আর যে সমস্ত অন্যায়ের শাস্তি নির্ধারিত নাই, সেক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়াকে 'তা'যীর' বলে। এটিই শাসকের মতামতের উপর নির্ভর করে। কোন কল্যাণকে সামনে রেখে এর পরিমাণ কম করা বা কাউকে ক্ষমা করা জায়েয আছে। বরং কতক ক্ষেত্রে উত্তম। একটি হাদীসে এমনই উল্লেখ আছে।

দ্বীন প্রচার করা

এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

আমানত আদায় করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ

'যার মধ্যে আমানতদারী নাই, তার মধ্যে ঈমান নাই।' (আহমাদ)

ইমাম তাবরানী (রহঃ) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন—

تَنَاصَحُوْا فِى الْعِلْمِ فَاِنَّ خِيَانَةَ اَحَدِكُمْ فِىْ عِلْمِهٖ اَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهٖ فِىْ مَالِهٖ وَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

www.islamfind.wordpress.com

'ইলমের ব্যাপারে কল্যাণ কামনা করো। কারণ, ইলমের মধ্যে খিয়ানত করা মালের মধ্যে খিয়ানত করার চেয়ে মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন।'

অর্থাৎ, কাউকে ইলমের মধ্যে ধোঁকা দিও না। ভুল শিক্ষা দিও না। না জানলে বলে দাও আমি জানিনা।

ঋণ দেওয়া

ইবনে মাজা শরীফে হাদীস রয়েছে—

رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرَئِيْلُ مَابَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِاَنَّ السَّائِلَ يَسْاَلُ وَعِنْدَهٗ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَايَسْتَقْرِضُ اِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

'দান করার দ্বারা দশগুণ সওয়াব পাওয়া যায়, আর কাউকে ঋণ দেওয়ার দ্বারা আঠার গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। এর কারণ হলো—বিনা প্রয়োজনেও দান চাওয়া হয়। কিন্তু ঋণ শুধু প্রয়োজনেই চাওয়া হয়।'

তাছাড়া দান করে দাতা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু ঋণ দিলে ঋণদাতার সেদিকে মনোযোগ থাকে ও টান থাকে। ফলে দেরীতে উসুল হলে, বিশেষতঃ নিজের প্রয়োজনের সময় উসুল না হলে অনেক কষ্ট হয়। তাই এর সওয়াব অধিক।

ফায়দা ঃ আঠার গুণ সওয়াব হওয়ার রহস্য এই যে, আসলে ঋণ দেওয়ার দ্বারা দান করার দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এক টাকা দান করলে দশ টাকা দান করার সওয়াব পাওয়া যায়, আর ধার দিলে পাওয়া যায় বিশ টাকার। কিন্তু ঋণদাতা যেহেতু নিজের এক টাকা ফিরিয়ে নেয়, তাই দুই টাকা পরিমাণ কমে আঠার টাকা থেকে যায়। (প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন)

www.islamfind.wordpress.com

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদাচরণ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।' (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا

'নিজের প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করো, তাহলে তুমি ঈমানদার হয়ে যাবে।' (তিরমিযী)

অপর একটি হাদীসে এসেছে—

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ

'নিজে পেট ভরে খাবে আর প্রতিবেশী উপবাস থাকবে এটি ঈমানদারের কাজ নয়।'

উত্তমভাবে লেনদেন করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ.

'কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে পাপীরূপে উঠানো হবে। তবে যে আল্লাহকে ভয় করলো, পবিত্র লেনদেন করলো এবং সত্য বললো।' (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে—

اِنَّ رَجُلًا تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَغْلَظَ لَهٗ فَهَمَّ اَصْحَابُهٗ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوْا لَهٗ بَعِيْرًا فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তার

পাওনার দাবী জানালো এবং খুব কঠোর আচরণ করলো। সাহাবাগণ তাকে সাবধান করতে চাইলে তিনি বললেন, একে কিছু বলো না। কারণ, পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে এবং তাকে একটি উট ক্রয় করে দাও। লোকেরা বললো, তার উটের চেয়ে ভালোটা পাওয়া যায়। তিনি বললেন, ওটাই কিনে দাও। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের পাওনা উত্তমভাবে পরিশোধ করে।' (বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ বন্ধুগণ! আপনারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম লেনদেনের নমুনা দেখলেন। আপনাদের নিকট একটু জোরালোভাবে চাইলেই মেজাজ বিগড়ে যায়। আফসোস! আমরাই আমাদের বড়দের দুর্নাম রটাচ্ছি।

সঠিক ক্ষেত্রে ব্যয় করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ.

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেন।' (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

অর্থ ঃ 'অনর্থক অপব্যয় করো না।' (সূরা বানী ইসরাঈল—২৬)

হালাল সম্পদের মূল্যায়ন করা

হালাল মালের মূল্যায়ন করা উচিত। তা নষ্ট করা উচিত নয়। হাতে টাকা থাকলে মন নিশ্চিন্ত থাকে। হাতে টাকা না থাকলে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ

'মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন দিনার ও দিরহাম

www.islamfind.wordpress.com

ছাড়া কোন কিছু কাজে আসবে না।' (আহমাদ)

অর্থাৎ, যার কাছে টাকা থাকবে সে টাকার বদৌলতে হারাম উপার্জন থেকে, হিংসা থেকে, দ্বীন বিক্রি করা থেকে, ভিক্ষা করা থেকে, লাঞ্ছনা থেকে, ধনীদের দুয়ারে যাওয়া থেকে, তাদের তোষামোদ করা থেকে, অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে, নিজের দ্বীন ও ইলমকে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করা থেকে বেঁচে থাকবে। তাই হিসেব করে অর্থ ব্যয় করা উচিত। জায়েয কাজেও অপচয় করবে না। আর নাজায়েয কাজে খরচ করা তো পরিষ্কার হারাম, তাই তা বলারও অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে যাদের বিভিন্ন জনের ভরণপোষণের দায়িত্ব রয়েছে এবং যারা উপকরণের মধ্যে আবদ্ধ, তাদের জন্য তো এটি খুবই জরুরী বিষয়। বরং যে পরিমাণ আয় হয় তা থেকে যতদূর সম্ভব সঞ্চয় করবে, যেন অভাবের সময়, বার্ধক্যের সময়, দুর্ভিক্ষের সময় ও দুর্দিনের সময় কাজে আসে। এভাবে সঞ্চয় করায় গুনাহ নেই। বরং ভালো নিয়্যত থাকলে সওয়াব আছে। হাদীস শরীফে এসেছে—

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

'সৎলোকের জন্য সৎ মাল খুবই উত্তম।'

সালাম ও হাঁচির জওয়াব দেওয়া

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

'এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক পাঁচটি। তার মধ্যে দু'টি এই—১. সালামের উত্তর দেওয়া। ২. হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া।

ফায়দা ঃ কুরআন শরীফে আছে—

إِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا.

'তোমাকে কেউ সালাম দিলে তার চেয়ে উত্তমভাবে সালামের

জওয়াব দাও বা তাই ফিরিয়ে দাও।'

এর দ্বারা জানা গেলো যে, সালামের উত্তরে মাথা নাড়া বা হাত উঠানোই যথেষ্ট নয়। হাদীস শরীফের মধ্যে সালাম দেওয়ার জন্য 'আসসালামু আলাইকুম' বা এর কাছাকাছি শব্দ এসেছে। 'আদাব', 'বন্দেগী', 'কুর্নিশ' ইত্যাদি বলে সালাম দেওয়া জঘন্য বিদআত। হাঁ, কেউ যদি সালাম শব্দ ব্যবহার করা খুবই খারাপ মনে করে তাহলে তার জন্য 'হযরত সালামত' বা 'তাসলিম' বা 'তাসলিমাত' বলার সুযোগ আছে মনে হয়।

হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়ার অর্থ এই যে, কেউ হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা উচিত।

কাউকে কষ্ট না দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

'এক পক্ষ থেকেও ক্ষতি করা উচিত নয়। উভয়পক্ষ থেকেও ক্ষতি করা উচিত নয়।' (দারে কুতনী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'মুসলমান তো সেই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে।' (বুখারী)

ফায়দা ঃ দ্বিতীয় হাদীসে মুসলমানকে এবং প্রথম হাদীসে সমস্ত সৃষ্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। চাই তা মুখ দ্বারা হোক, যেমন ঃ কাউকে গালি দেওয়া এবং গীবত শেকায়েত করা, বা হাত দ্বারা হোক, যেমন ঃ মারা, জুলুম করা।

ক্রীড়া-কৌতুক থেকে দূরে থাকা

উকবা বিন আমের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

كُلُّ مَا يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ اِلاَّ رَمْيَةٌ بِقَوْسٍ وَتَادِيْبُهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ اَهْلَهُ فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

'ক্রীড়া–কৌতুকের সবকিছুই অনর্থক। তবে ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও স্ত্রীর সঙ্গে হাসি–তামাশা করা এ তিনটি খেলা উপকারী।' (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ মনোরঞ্জনের বেশীর ভাগ জিনিসই সময়ের মত অমূল্য সম্পদের অপচয়কারী ও অর্থহীন। তবে এ তিনটি জিনিস বা এগুলোর মতো উল্লেখযোগ্য উপকার যার মধ্যে রয়েছে, তা খেলায় দোষ নেই। এর দ্বারা তাস, পাশা ইত্যাদি আরো হাজার প্রকার খেল–তামাশা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান অবগত হওয়া যায়। বরং এগুলোর মন্দ প্রভাব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে এগুলোকে নিছক অনর্থকই দেখা যাবে। এসব খেলার পিছনে যে সমস্ত উপকারিতার কথা বলা হয় বিবেকবানদের নিকট সেগুলোর কোনই মূল্য নেই।

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা

এক হাদীসে বর্ণিত আছে—

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

'একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলার পথে একটি কাঁটাওয়ালা ডাল পড়ে থাকতে দেখতে পেলো। পথচারীদের যেন কষ্ট না হয় এজন্য সে ডালটি পথ থেকে সরিয়ে ফেললো। আল্লাহ তার এ কাজের মূল্যায়ন করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন।' (বুখারী, মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাকে ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন বলা হয়েছে। তাই আল্লাহর মেহেরবানীতে এর উপরই ঈমানের শাখাসমূহের আলোচনা সমাপ্ত হলো।

দু'আ ও শোকর

হে আল্লাহ! এ পুস্তিকাকে যেমনিভাবে আপনার মেহেরবানীতে সমাপ্ত করালেন তেমনিভাবে আপনার হাবীবের উসীলায় একে কবুলের মর্যাদায় ভূষিত করুন। সমস্ত মুসলমানের জন্য এটিকে উপকারী ও কল্যাণকর করুন। তারা যেন এটি পড়ে, বুঝে এবং সে অনুপাতে আমল করে নিজেদের ঈমানকে পরিপূর্ণ বানায়। সকল মুসলমানের উসীলায় ও বরকতে এ অধমকে পরিপূর্ণ ঈমান দান করুন এবং এ পুস্তিকাকে মুক্তির উসীলা এবং আপনার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির মাধ্যমরূপে কবুল করুন।

این دعاء از من واز جملہ جہاں آمین باد

'আমার পক্ষ থেকে এ দু'আ, আর সারা জগতবাসীর পক্ষ থেকে 'আমীন' হোক।'

আলহামদুলিল্লাহ! ১৩১৫ হিজরীর মুহাররম মাসের মাঝামাঝি কানপুর শহরের জামিউল উলূম মাদরাসায় এ পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَلَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْاَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

পঞ্চম কিতাব

হুকুকুল ইসলাম

www.islamfind.wordpress.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ شَرَّفَنَا فِىْ كِتَابِهٖ بِقَوْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا
الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ،
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَيْقَظَنَا بِقَوْلِهٖ
وَمَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلَمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اَوْمَالِهٖ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ
اَنْ لَايَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اَىْ يَوْمَ الْفَصْلِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ
وَصَلُوْا كُلَّ فَرْعٍ اِلَى الْاَصْلِ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর কিতাবে নিম্নের এ আয়াত দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন—'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন মীমাংসা করো ন্যায়ভিত্তিক।'

'সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল আমাদের সরদার মুহাম্মাদের উপর, যিনি আমাদেরকে তাঁর এ হাদীস দ্বারা সজাগ করে দিয়েছেন— 'যে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সম্মান বা সম্পদের উপর জুলুম করেছে সে যেন তার থেকে আজকেই (দুনিয়াতেই) তা হালাল করে নেয়, সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। অর্থাৎ, শেষ বিচারের দিন।' এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবাগণের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, যাঁরা সবকিছুর শাখা থেকে মূল পর্যন্ত পৌছেছেন।'

হামদ ও সালাতের পর স্পষ্টভাবে জানা উচিত যে, কুরআন-হাদীস ও যুক্তিপ্রমাণের নিরীখে একথা প্রমাণিত যে, আমাদের নিকট থেকে কিছু হক ও অধিকার দাবী করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু হক আল্লাহ তাআলার, আর কিছু হক বান্দার। বান্দার হকসমূহের মধ্যে কিছু আছে

www.islamfind.wordpress.com

দ্বীন সংক্রান্ত, আর কিছু আছে দুনিয়া সংক্রান্ত। দুনিয়া সংক্রান্ত হকসমূহের মধ্যে কিছু আছে আত্মীয়-স্বজনের, আর কিছু আছে অনাত্মীয়ের, কিছু আছে বিশেষ লোকদের, আর কিছু আছে সাধারণ মুসলমানের। কিছু নিজের থেকে বড়দের, কিছু ছোটদের আর কিছু সমকক্ষদের। এভাবে আরো বহু প্রকারের হক ও অধিকার রয়েছে।

অজ্ঞতার কারণে বেশীর ভাগ মানুষের কতিপয় হক সম্পর্কে অবগতিও নেই, আর কিছু লোকের আমল খারাপ হওয়ার কারণে এগুলো আদায় করার প্রতি কোন গুরুত্ব নেই।

তাই এ বিষয়ে ছোট একটি পুস্তিকা সংকলনের মনে বাসনা জাগলো এবং এতে মানুষের উপকার হবে বলে আশা হলো। এ বিষয়ে কাজী সানাউল্লাহ সাহেব (রহঃ)-এর পুস্তিকা 'হাকীকাতুল ইসলাম'—যার উদ্ধৃতি অধম 'ফুরুউল ঈমান'-এ দিয়েছি—পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট ছিলো, তাই ঐ পুস্তিকারই সারসংক্ষেপ তুলে ধরা যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় বাড়ানো হয়েছে। এখন আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। এ পুস্তিকার নামকরণ করছি 'হুকূকুল ইসলাম'। এতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে এবং প্রত্যেক অনুচ্ছেদে একটি একটি হকের বর্ণনা রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

হুকুকুল ইসলাম

আল্লাহ্‌ তাআলার হকসমূহ

বান্দার দায়িত্বে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হক হলো মহান আল্লাহর। যিনি অস্তিত্ব দান ও অস্তিত্ব ধারণের জন্য নানারকমের নেয়ামত বান্দাকে দান করেছেন। গোমরাহী থেকে বের করে হিদায়াতের দিকে এনেছেন। সঠিক হিদায়াত অনুপাতে আমল করার বিনিময়ে নানাপ্রকারের নেয়ামত দানের আশা দিয়েছেন। বান্দার দায়িত্বে আল্লাহর হকসমূহ এই—

১. কুরআন ও হাদীসের বর্ণনামতে আল্লাহ্‌ তাআলার জাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে আকীদা পোষণ করবে।

২. আকীদা, আমল, মুয়ামালা—লেনদেন ও আখলাক—নীতি–চরিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর পছন্দনীয় বিষয়সমূহ গ্রহণ করবে এবং তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করবে।

৩. আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসাকে অন্য সবার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দিবে।

৪. যার সাথে ভালোবাসা বা বিদ্বেষ রাখবে এবং যার প্রতি দয়া করবে বা দয়া করবে না, সব আল্লাহর ওয়াস্তে করবে।

নবী ও ফেরেশতাগণের হকসমূহ

মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দের পরিচয় নবীগণের মধ্যস্থতায় আমরা লাভ করেছি। তাঁদের নিকট ফেরেশতাগণ ওহী এনেছেন। একইভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারী ও অপকারী বহু বিষয়ের জ্ঞান আমরা নবীগণের মাধ্যমে লাভ করেছি এবং অনেক ফেরেশতা আমাদের উপকারী কাজসমূহে নিয়োজিত রয়েছেন এবং আল্লাহর হুকুমে তাঁরা সে সমস্ত কাজ সম্পাদন করছেন, তাই নবী ও ফেরেশতাগণের হক আল্লাহর হকের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষতঃ মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়া আমাদের উপর

সর্বাধিক। তাই তাঁর হকও সর্বাধিক। তার মধ্য থেকে কিছু হক এই—

মহানবী স.-এর কয়েকটি হক—

১. তাঁর রিসালাতের (রাসূল হওয়ার) উপর বিশ্বাস রাখবে।

২. সমস্ত বিধানের ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য করবে।

৩. তাঁর আযমত ও মুহাব্বত তথা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অন্তরে পোষণ করবে।

৪. তাঁর উপর দরূদ পাঠ করবে।

ফেরেশতাদের হকসমূহ—

১. তাঁদের অস্তিত্বের বিশ্বাস রাখবে।

২. তাঁদেরকে নিষ্পাপ মনে করবে।

৩. তাঁদের নাম এলে 'আলাইহিস সালাম' বলবে।

৪. দুর্গন্ধময় জিনিস খেয়ে মসজিদে যাওয়া (যেমন কাঁচা রসুন, পেঁয়াজ, মুলা, পান, তামাক ইত্যাদি, একইভাবে মসজিদে কেরোসিন তেল জ্বালানো ও ম্যাচ জ্বালানোর দ্বারা গন্ধ ছড়িয়ে থাকে, এগুলো থেকেও বিরত থাকবে—মুফতী শফী') মসজিদে বায়ু নির্গত করার দ্বারা ফেরেশতাদের কষ্ট হয়ে থাকে, এ থেকে বিরত থাকবে। আরো যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ফেরেশতাদের কষ্ট ও ঘৃণা হয়, সেগুলো থেকে বিরত থাকাকে জরুরী মনে করবে। যেমন ঃ ছবি রাখা, শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ছাড়া কুকুর পালা, মিথ্যা বলা, অলসতাবশতঃ ফরয গোসল না করে নাপাক অবস্থায় থাকা—যার ফলে নামাযও নষ্ট হয়, শরীয়তসম্মত বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া উলঙ্গ হওয়া, যদিও নির্জনে হোক না কেন।

সাহাবা ও নবী পরিবারের হকসমূহ

সাহাবায়ে কেরাম ও নবী পরিবারের লোকদের যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিকের সম্পর্কে রয়েছে, তাই তাঁর হকের মধ্যে এঁদের হকসমূহও অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো এই—

১. তাঁদের আনুগত্য করবে।

২. তাঁদের প্রতি ভালোবাসা রাখবে।

www.islamfind.wordpress.com

৩. তাঁদের ন্যায়-নিষ্ঠাবান ও পরহেযগার হওয়ার বিশ্বাস রাখবে।

৪. তাঁদেরকে যারা ভালোবাসে তাদেরকে ভালোবাসবে এবং তাঁদের প্রতি যারা বিদ্বেষ পোষণ করে তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখবে।

আলেম ও পীর-মাশায়েখের হকসমূহ

যাহের ও বাতেন তথা শরীয়ত ও তরীকতের আলেমগণ যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত, তাই তাঁদের হকসমূহও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হকের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের হকসমূহ এই—

১. মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস, আলেম, উস্তাদ, তরীকতের পীর-মাশায়েখ ও দ্বীনী কিতাবসমূহের লেখকদের জন্য কল্যাণের দু'আ করতে থাকবে।

২. শরীয়তসম্মত নিয়মে তাঁদের অনুসরণ করবে।

৩. তাঁদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আচরণ করবে। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না এবং বিরোধিতা করবে না।

৪. সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রয়োজন অনুপাতে তাঁদের আর্থিক সহযোগিতা করবে।

মাতা-পিতার হকসমূহ

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ তো দ্বীনী নেয়ামতসমূহের মাধ্যম ছিলেন, তাই তাদের হক আদায় করা কর্তব্য ছিলো। আর কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা দুনিয়াবী নেয়ামতসমূহের মাধ্যম। তাদের হকসমূহও শরীয়তে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। যেমন, মাতা-পিতা—আমাদের অস্তিত্বলাভ ও প্রতিপালন তাঁদের মধ্যস্থতায় হয়েছে তাই তাদেরও হক আদায় করতে হবে। তাঁদের হকসমূহ এই—

১. তাঁদেরকে কষ্ট দিবে না। এমনকি তাঁদের পক্ষ থেকে কোন বাড়াবাড়ি হলেও না।

২. কথায় ও কাজে তাঁদের সম্মান করবে।

www.islamfind.wordpress.com

৩. শরীয়ত সমর্থিত বিষয়সমূহে তাঁদের আনুগত্য করবে।

৪. তাঁদের প্রয়োজন হলে অর্থ দিয়ে তাঁদের খেদমত করবে, এমনকি তাঁরা কাফের হলেও।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের হকসমূহ

১. তাদের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করতে থাকবে। নফল ইবাদত ও দানের সওয়াব পৌঁছাতে থাকবে।

২. তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের সাথে আর্থিক সহযোগিতা, শারীরিক সেবা ও সদাচরণ করবে।

৩. তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করবে।

৪. মাঝে মাঝে তাঁদের কবর যিয়ারত করবে।

দাদা-দাদী ও নানা-নানীর হকসমূহ

শরীয়তের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার যে বিধান, দাদা-দাদী ও নানা-নানীরও সেই একই বিধান। তাই মাতা-পিতার যে সমস্ত হক রয়েছে, তাদেরও হক তাই মনে করতে হবে। একইভাবে খালা ও মামা মায়ের মত এবং চাচা ও ফুফু বাবার মত। হাদীস শরীফে এরূপ ইঙ্গিত রয়েছে।

সন্তানের হকসমূহ

যেভাবে সন্তানের উপর মাতা-পিতার হক রয়েছে, তেমনিভাবে মাতা-পিতার উপরও সন্তানের হক রয়েছে। সেগুলো এই—

১. নেককার নারী বিবাহ করা, যেন সুসন্তান জন্ম হয়।

২. শিশুকালে আদর-স্নেহের সাথে তাদের প্রতিপালন করা। সন্তানকে আদর করার ফযীলতও হাদীসে এসেছে। বিশেষ করে মেয়ে সন্তানের কারণে মন ছোট না করা। তাদের প্রতিপালনের অনেক ফযীলত হাদীসে এসেছে। ধাত্রী দ্বারা দুধপান করানোর প্রয়োজন হলে চরিত্রবান ও দ্বীনদার ধাত্রী খুঁজে নিবে। কারণ, দুধের প্রভাব সন্তানের চরিত্রে পড়ে থাকে।

৩. তাদেরকে দ্বীনী ইলম ও আদব শিক্ষা দেওয়া।

www.islamfind.wordpress.com

৪. বিবাহের উপযুক্ত হলে তাদেরকে বিবাহ করানো। মেয়ের স্বামী মারা গেলে পুনরায় বিবাহ হওয়া পর্যন্ত নিজের বাড়ীতে আরামের সাথে তার থাকার ব্যবস্থা করা। তার প্রয়োজনীয় খরচাদি বহন করা।

দুধমায়ের হকসমূহ

দুধপান করানোর কারণে ধাত্রীও মায়ের মত। ইসলামে তাঁদেরও হক রয়েছে। সেগুলো এই—

১. তার সাথে আদব ও শ্রদ্ধার আচরণ করবে।

২. তার অর্থের প্রয়োজন পড়লে এবং নিজের সামর্থ্য থাকলে কার্পণ্য করবে না।

৩. সামর্থ্য থাকলে তার খেদমতের জন্য দাস-দাসী (বা চাকর-চাকরানীর) ব্যবস্থা করবে।

৪. দুধমা যেহেতু খেদমতের হকদার, আর তার স্বামী তার নিকট খেদমতের হকদার তাই তার স্বামীর সাথেও সদাচরণ করবে।

সৎমায়ের হকসমূহ

সৎমা যেহেতু বাপের জীবনসঙ্গিনী, আর শরীয়তে বাপের বন্ধুর সঙ্গে সদাচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই সৎমায়েরও কিছু হক রয়েছে। মা-বাবার মৃত্যুর পর তাদের যে সমস্ত হকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সৎমায়ের জন্য সেগুলোই যথেষ্ট।

ভাইবোনের হকসমূহ

হাদীস শরীফে আছে যে, বড় ভাই বাপতুল্য। তাই ছোট ভাই হলো সন্তানতুল্য। অতএব মা-বাবা ও ছেলেমেয়ের মাঝে যেরূপ হকসমূহ রয়েছে, তাদের মাঝেও সেরূপ হকসমূহই থাকবে। বড় বোন ও ছোট বোনের বিষয়টিও এর সাথেই তুলনা করতে হবে।

আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহ

একইভাবে অন্যান্য আত্মীয়ের হকও শরীয়তে এসেছে। সেগুলোর

সারকথা এই—

১. নিজের মাহরাম আত্মীয়-স্বজন অভাবী হলে এবং উপার্জনে অক্ষম হলে জীবনধারণ পরিমাণ তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা সন্তানের ভরণপোষণের ন্যায় ওয়াজিব। এছাড়া অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়ের ভরণপোষণ তো ওয়াজিব নয়, তবে কিছু সেবাযত্ন করা জরুরী।

২. মাঝে মাঝে তাদের সাথে সাক্ষাত করবে।

৩. তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। বরং তাদের পক্ষ থেকে কিছু কষ্ট পেলেও ধৈর্য ধরা উত্তম।

৪. কোন নিকটতম মাহরাম আত্মীয়ের যদি সে মালিক হয় তাহলে সে আত্মীয় সাথে সাথে সে আযাদ হয়ে যায়।

উস্তাদ ও পীরের হকসমূহ

উস্তাদ ও পীর যেহেতু আধ্যাত্মিক তা'লীম ও তারবিয়াত তথা শিক্ষা ও পরিচর্যার দিক থেকে পিতৃতুল্য, তাই তাদের সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তেমনই আচরণ করতে হবে, যেমন নিজের মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে করা হয়।

لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى.

অর্থ, 'আমি তোমাদের নিকট এর কোন বিনিময় চাচ্ছি না নিকট আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ ব্যতীত।' (সূরা শুরা-২৩)

এ আয়াতের একটি তাফসীর এ-ও করা হয়েছে (যা উপরে আলোচিত হয়েছে)। এ থেকে 'সায়্যিদ' বংশের লোকদের সম্মানের গুরুত্ব ও (তাদের সাথে) পদ্ধতিও বুঝে নিতে হবে। ছাত্র ও মুরীদ যেহেতু সন্তানতুল্য, তাই নিজের উস্তাদের ছাত্র বা নিজের পীরের যে সমস্ত মুরীদ রয়েছে তাদের মর্যাদাও নিজের পিতার সন্তানতুল্য। তাই তাদের হক ভাইয়ের হকের ন্যায় মনে করবে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ (পাশের সাথী)-এর অন্তর্ভুক্ত এরা-ও।

ছাত্র ও মুরীদের হকসমূহ

ছাত্র ও মুরীদ যেহেতু সন্তানতুল্য, তাই মায়া, মমতা ও হৃদ্যতার ক্ষেত্রে তাদের হক সন্তানের হকের তুল্য।

স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ

স্বামীর দায়িত্বে স্ত্রীর হকসমূহ এই—

১. নিজের সামর্থ্য অনুপাতে তার ভরণপোষণে ত্রুটি করবে না।

২. তাকে দ্বীনী মাসআলাসমূহ শিক্ষা দিবে এবং নেক আমলের তাকিদ দিতে থাকবে।

৩. তার মাহরাম আত্মীয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাত করতে দিবে। তার নির্বুদ্ধিতামূলক আচরণে বেশীর ভাগ ধৈর্যধারণ করবে ও চুপ থাকবে। কখনও শাসন করার প্রয়োজন হলে মধ্যপন্থায় করবে।

স্ত্রীর দায়িত্বে স্বামীর হকসমূহ এই—

১. পরিপূর্ণরূপে তার আনুগত্য, খেদমত, আদব, মনোরঞ্জন ও মনোস্তুষ্টি রক্ষা করবে। তবে শরীয়ত পরিপন্থী বিষয়ে আপত্তি করবে।

২. তার সামর্থ্যের অধিক তার কাছে কিছু চাবে না।

৩. তার অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ ব্যয় করবে না।

৪. তার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করবে না, যার ফলে স্বামীর মনে কষ্ট হয়। বিশেষ করে স্বামীর মা-বাপকে নিজের গুরুজন মনে করে আদব ও সম্মানের আচরণ করবে।

শাসক ও শাসিতের হকসমূহ

শাসক বলতে বাদশাহ, তার প্রতিনিধি এবং মনিব ও অন্যান্যরা উদ্দেশ্য, আর শাসিতের মধ্যে প্রজা, চাকর ও অন্যান্যরা অন্তর্ভুক্ত। তেমনি প্রভু ও ভৃত্যও এর অন্তর্ভুক্ত। শাসকের দায়িত্বে এ সমস্ত হক রয়েছে—

১. শাসিতের উপর কঠিন নির্দেশ প্রয়োগ করবে না।

২. শাসিতদের পরস্পরে ঝগড়া হলে ন্যায়বিচার করবে, কারো দিকে অন্যায়ভাবে পক্ষপাতিত্ব করবে না।

www.islamfind.wordpress.com

৩. সর্বতোভাবে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও আরামের ব্যবস্থা করার ফিকিরে থাকবে। ন্যায়বিচারপ্রার্থীদের নিজের পর্যন্ত পৌঁছার সহজ ব্যবস্থা রাখবে।

৪. তাদের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি বা ভুল-ভ্রান্তি হলে বেশী বেশী ক্ষমা করবে।

শাসিতের দায়িত্বে হকসমূহ এই—

১. শাসকের কল্যাণ কামনা ও আনুগত্য করবে। তবে শরীয়তবিরোধী কাজে আনুগত্য নেই।

২. শাসকের পক্ষ থেকে মনবিরোধী কোন আচরণ দেখা দিলে ধৈর্যধারণ করবে। অভিযোগ ও বদদু'আ করবে না। হাঁ, তার মন-মেযাজ নরম হওয়ার জন্য দু'আ করবে। নিজে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের প্রতি যত্নবান হবে। যাতে করে আল্লাহ তাআলা শাসকশ্রেণীর মন নরম করে দেন। একটি হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

৩. শাসকের পক্ষ থেকে কোন আরাম ও সুবিধা পেলে তার কাছে তার দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

৪. কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় তার অবাধ্য হবে না।

যেসব দেশে দাস পাওয়া যায়, তাদের জন্য বিধান হলো— দাস-দাসীর ভরণপোষণও ওয়াজিব। দাস-দাসীর জন্য মনিবের খেদমত ছেড়ে ভেগে যাওয়া হারাম। দাস-দাসী ছাড়া অন্যান্য শাসিত ও অধীনস্ত স্বাধীন। তারা অধীন ও শাসনভুক্ত থাকা পর্যন্ত হকের অধিকারী হবে। এর আওতা থেকে বের হয়ে গেলে শাসক ও শাসিত প্রত্যেকে স্বাধীন থাকবে।

শ্বশুরালয়ের আত্মীয়ের হকসমূহ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বংশের নেয়ামতের সাথে শ্বশুরালয়ের সম্পর্ককেও উল্লেখ করেছেন। এতে জানা গেলো যে, শ্বশুর-শাশুড়ী, শালা-ভগ্নিপতি, জামাই-বউ এবং স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তানেরও মূল্যায়ন রয়েছে। তাই এদের সাথেও বিশেষভাবে দয়া ও সদাচরণ করবে।

www.islamfind.wordpress.com

সাধারণ মুসলমানদের হকসমূহ

আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অনাত্মীয় মুসলমানদেরও হক রয়েছে। ইমাম ইসবাহানী (রহঃ) 'তারগীব ও তারহীব' গ্রন্থে হযরত আলী (রাযিঃ)এর বর্ণনায় নিম্নোক্ত হকসমূহ উদ্ধৃত করেছেন—

১. মুসলমান ভাইয়ের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করবে।

২. সে ক্রন্দন করলে তার প্রতি দয়া করবে।

৩. তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবে।

৪. তার ওযর-আপত্তি মেনে নিবে।

৫. তার কষ্ট লাঘব করবে।

৬. সবসময় তার কল্যাণ কামনা করবে।

৭. তাকে দেখাশোনা করবে ও তাকে ভালোবাসবে।

৮. তার দায়িত্বের ক্ষেত্রে ছাড় দিবে।

৯. অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রূষা করবে।

১০. মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় অংশ নিবে।

১১. তার দাওয়াত কবুল করবে।

১২. তার হাদিয়া কবুল করবে।

১৩. তার সদাচরণের প্রতিদান দিবে।

১৪. তার নেয়ামতের শোকর আদায় করবে।

১৫. প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্য করবে।

১৬. তার পরিবার-পরিজনের হেফাযত করবে।

১৭. তার অভাব মোচন করবে।

১৮. তার আবেদন পুরা করবে।

১৯. তার সুপারিশ গ্রহণ করবে।

২০. তার আশা পূরণ করবে।

২১. সে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে।

২২. তার হারানো জিনিস পেলে তার কাছে পৌছে দিবে।

২৩. তার সালামের উত্তর দিবে।

২৪. নম্রতার সাথে ও হাসিমুখে তার সাথে কথা বলবে।

www.islamfind.wordpress.com

২৫. তার প্রতি সদাচরণ করবে।

২৬. তোমার উপর ভরসা করে কসম খেলে তা পুরা করবে।

২৭. তার উপর কেউ জুলুম করলে তার সাহায্য করবে। সে কারো উপর জুলুম করলে তাকে বাধা দিবে।

২৮. তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবে, শত্রুতা করবে না।

২৯. তাকে লাঞ্ছিত করবে না।

৩০. যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করে তা তার জন্যও পছন্দ করবে।

অন্যান্য হাদীসে অতিরিক্ত এ সমস্ত হকের কথাও বর্ণিত আছে—

৩১. সাক্ষাত হলে সালাম করবে, মুসাফাহা করলে আরো ভালো।

৩২. ঘটনাচক্রে পরস্পরে মনোমালিন্য হলে তিন দিনের অধিক কথা বন্ধ রাখবে না।

৩৩. তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে না।

৩৪. তার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ করবে না।

৩৫. সামর্থ্যমত সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।

৩৬. ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা করবে।

৩৭. দু'জন মুসলমানের মাঝে কলহ হলে তাদের পরস্পরে মিলমিশ করিয়ে দিবে।

৩৮. তার গীবত করবে না।

৩৯. তার ধনসম্পদ বা মান-সম্মানের কোন ক্ষতি করবে না।

৪০. যদি বাহনে আরোহণ করতে না পারে বা বাহনের উপর সামানাপত্র না উঠাতে পারে তাহলে তার সহায়তা করবে।

৪১. তাকে তুলে দিয়ে তার স্থলে বসবে না।

৪২. তৃতীয় ব্যক্তিকে একা ছেড়ে দু'জনে কথা বলবে না।

স্মর্তব্য যে, ইতিপূর্বে যে সমস্ত লোকের হকসমূহ উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলো তাদের বিশেষ হক। এ শিরোনামে উল্লেখিত সাধারণ হকসমূহে তারাও শরীক রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

প্রতিবেশীর হকসমূহ

সাধারণ মুসলমান হওয়া ছাড়া যাদের মধ্যে অন্য কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে, তাদের হকও অধিক হবে। যেমন প্রতিবেশীর এ সমস্ত হক রয়েছে—

১. তার সঙ্গে সদয় ও ছাড়ের আচরণ করবে।

২ তার পরিবার–পরিজনের মান–সম্মানের হেফাযত করবে।

৩. মাঝে মাঝে তার বাড়ীতে হাদিয়া–উপঢৌকন পাঠাতে থাকবে। বিশেষতঃ যখন তারা অনাহারক্লিষ্ট হয়, তখন অবশ্যই অল্পবিস্তর খাবার তাদেরকে দিবে।

৪. তাকে কষ্ট দিবে না। সাধারণ সাধারণ ব্যাপারে তার সাথে কলহে লিপ্ত হবে না। তার কষ্ট প্রতিহত করার লক্ষ্যে শরীয়ত তার জন্য 'শোফ'য়ার' হক রেখেছে।

আলিমগণ বলেছেন যে, যেমন আবাসে প্রতিবেশী হয়, তেমনি প্রবাসে বা সফরেও প্রতিবেশী হয়। অর্থাৎ, সফরসঙ্গী, সে বাড়ী থেকে এক সঙ্গে সফর আরম্ভ করুক, বা পথে ঘটনাচক্রে সফরসঙ্গী হোক, উভয়েই প্রতিবেশী বলে গণ্য হবে। হাদীস শরীফে প্রথমোক্তজনকে 'জারে মাকাম' শেষোক্তজনকে 'জারে বাদিয়াহ' বলা হয়েছে। আবাসের প্রতিবেশীর ন্যায় সফরের প্রতিবেশীরও হক রয়েছে। তার হকের সারকথা হলো—তার আরামকে নিজের আরামের উপর প্রাধান্য দিবে। কিছু কিছু লোক ট্রেনের সফরে যাত্রীদের সঙ্গে অনেক বাকবিতণ্ডা করে থাকে, যা নেহায়েতই মন্দ স্বভাব।

ইয়াতীম ও দুর্বলদের হকসমূহ

যে সমস্ত লোককে অন্যের দ্বারস্থ হয়ে থাকতে হয়, যেমন—ইয়াতীম, বিধবা, অক্ষম, দুর্বল, অসহায়, অসুস্থ, পঙ্গু, পথিক বা ভিক্ষুক। তাদের অতিরিক্ত এ সমস্ত হক রয়েছে—

১. তাদের আর্থিক সহযোগিতা করবে।

২ নিজের হাত–পা দ্বারা তাদের কাজ করে দিবে।

৩. তাদের মনোরঞ্জন ও সান্ত্বনা দান করবে।

www.islamfind.wordpress.com

৪. তাদের অভাব মোচন করবে এবং তাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবে না।

মেহমানের হকসমূহ

মেহমানের হকসমূহ এই—

১. তার আগমনের সময় হাসিমুখে তাকে বরণ করা। যাওয়ার সময় কমপক্ষে দরজা পর্যন্ত সাথে যাওয়া।

২. তার কার্যাবলী সম্পাদন এবং প্রয়োজনসমূহ পূরণের সুব্যবস্থা করা, যেন সে আরাম পায়।

৩. বিনয়, সম্মান ও ভদ্র আচরণ করা, বরং স্বহস্তে তার সেবা করা।

৪. কমপক্ষে একদিন তার জন্য খাবারের আয়োজনে মধ্যম পর্যায়ের আড়ম্বর করা। তবে তা হতে হবে সীমিত পর্যায়ে, যেন নিজেরও সংশয় না হয় এবং তারও সংকোচ না হয়। কমপক্ষে তিনদিন পর্যন্ত তার মেহমানদারী করা। এতটুকু তো তার জরুরী হক। এরপর যে কয়দিন সে অবস্থান করে, এটা মেজবানের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। তবে মেহমানের সমীচীন, অধিকদিন অবস্থান করে বা অনর্থক ফরমায়েশ করে মেজবানকে বিরক্ত না করা। খাদ্য নির্ধারণ, বসার স্থান নির্ণয় ও সেবাযত্ন ইত্যাদি বিষয়ে দখলদারী না করা।

বন্ধু-বান্ধবের হকসমূহ

যার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব রয়েছে, পবিত্র কুরআনে তাকে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তার আদব ও হকসমূহ এই—

১. যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তার আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও লেন-দেন ভালো করে যাচাই করে নিবে, সব বিষয়ে তাকে ভালো ও সঠিক পেলে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে। তা না হলে দূরে থাকবে। মন্দ লোকের সংসর্গ থেকে দূরে থাকার খুব তাকিদ এসেছে। তাছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতাতেও তার ক্ষতি দেখতে পাওয়া যায়। সমজাতের ও সমচিন্তার কোন লোক পাওয়া গেলে তার সাথে বন্ধুত্ব করায় কোন ক্ষতি নেই। বরং

পৃথিবীতে সবচে' বড় আরামের জিনিস হলো বন্ধুত্ব।

২. নিজের জানমাল তার জন্য ব্যয় করতে কখনো পিছপা হবে না।

৩. নিজের রুচিবিরুদ্ধ কোন কাজ তার থেকে দেখা দিলে তা এড়িয়ে যাবে। ঘটনাচক্রে মনোমালিন্য হলে অবিলম্বে মিটমাট করে নিবে। তা দীর্ঘায়িত করবে না। বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং বন্ধুর বিষয়ে আলোচনার মাঝে মজা আছে, তাই বলে সারাদিন এ নিয়েই বসে থাকবে না।

৪. তার কল্যাণ কামনায় কোনরূপ ত্রুটি করবে না। সৎপরামর্শ দিতে কখনো পিছপা হবে না। তার পরামর্শ সৎনিয়তে শুনবে। বাস্তবায়নযোগ্য হলে গ্রহণ করবে।

মনে রাখতে হবে যে, ভারতে পালক ছেলে বানানোর যে নিয়ম চালু রয়েছে যে, সমস্ত বিধানের ক্ষেত্রে তাকে পরিপূর্ণরূপে নিজের সন্তানের মত মনে করে, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। পালক সন্তান বানানোর প্রতিক্রিয়া বন্ধুত্বের প্রতিক্রিয়ার অধিক নয়। যেহেতু তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে, তাই বন্ধুত্বের নিয়ম–কানুনে তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। উত্তরাধিকার ইত্যাদি সে পাবে না। কারণ, উত্তরাধিকার বাধ্যতামূলক বিষয়, ঐচ্ছিক বিষয় নয় যে, যাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকার দিয়ে দিলো, আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করলো।

এ থেকে আরো জানা গেলো যে, ভারতবর্ষে যেরূপ ত্যাজ্যপুত্র করার প্রচলন রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় কোন সন্তানের বিষয়ে এ কথা বলে মারা যায় যে, তাকে যেন উত্তরাধিকার দেওয়া না হয়—তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ, উপরে জানা গেছে যে, উত্তরাধিকার বাধ্যতামূলক বিষয়, ঐচ্ছিক নয়।

অমুসলিমদের হকসমূহ

আত্মীয়তা বা ইসলামে শরীক থাকার কারণে যেমন অনেক হক প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি শুধু জাতীয়তায় শরীক থাকার দ্বারাও কিছু হক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ, শুধু মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব হয়ে থাকে। যদিও সে মুসলমান না

www.islamfind.wordpress.com

হয়। সে হকগুলো এই—

১. কোন নিষ্পাপ লোকের জানমালের ক্ষতি করবে না।

২. শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কারো সাথে বচসা করবে না।

৩. বিপদ, উপবাস বা রোগে আক্রান্ত দেখলে তার সাহায্য করবে। খাদ্য ও পানীয় দিবে। চিকিৎসা ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করবে।

৪. যে সমস্ত অবস্থায় শরীয়ত শাস্তি প্রদানের অনুমতি দিয়েছে, সে সমস্ত অবস্থাতেও বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার করবে না। তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না।

জীব-জন্তুর হকসমূহ

জীব-জন্তু প্রাণী জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখাও জরুরী। জীব-জন্তুর হকসমূহ এই—

১. যে জীবের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন উপকারিতা সম্পৃক্ত নয় তাকে বন্দী করবে না। বিশেষতঃ বাসা থেকে বাচ্চা বের করে এনে তার মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া বড়ই নির্দয় ব্যাপার।

২. উপকারী কোন জীবকেও নিছক শখ পূরণের জন্য হত্যা করবে না। শিকারীরা এতে খুবই আক্রান্ত।

৩. যে পশু তোমার কাজে নিয়োজিত আছে, যত্ন সহকারে তার পানাহার, সেবা-যত্ন ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা নিবে। তার শক্তির অধিক তার দ্বারা কাজ করাবে না। তাকে সীমাতিরিক্ত প্রহার করবে না।

৪. যে জীবকে জবাই করবে বা কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে হত্যা করবে, তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দ্রুত কাজ শেষ করবে। তাকে কষ্ট দিবে না বা ক্ষুৎপিপাসায় কষ্ট দিয়ে ধুকে ধুকে মারবে না।

ব্যক্তির নিজের উপর আরোপিত হকসমূহ

উপরোক্ত হকসমূহ তো এমন ছিলো, যেগুলো প্রথম থেকেই মানুষের দায়িত্বে অর্পিত ছিলো। আর কিছু হক এমন রয়েছে, যেগুলো মানুষের দায়িত্বে না থাকলেও সে স্বেচ্ছায় নিজের দায়িত্বে জরুরী করে নেয়। সেগুলোর মধ্যে কিছু হক রয়েছে আল্লাহর।

www.islamfind.wordpress.com

সেগুলো আবার তিন প্রকারের—

প্রথম প্রকার ঃ প্রথম প্রকার ঐ হক, যা ইবাদত হওয়ার কারণে করা হয়ে থাকে। তা হলো 'মান্নত'। প্রত্যক্ষ ইবাদতের মান্নত করলে তা পুরা করা ফরয এবং ওয়াজিব। আর পরোক্ষ ইবাদতের মান্নত করলে তা পুরা করা মুস্তাহাব। আর 'মোবাহ্' কাজের মান্নত করলে তা অর্থহীন মান্নত, যা পুরা করতে হবে না। পাপ কাজের মান্নত করলে তা পুরা করা হারাম। গাইরুল্লাহর নামে মান্নত করা শিরকের কাছাকাছি।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ যে হকের কারণ মোবাহ কাজ, যেমন—'মোবাহ' বা জায়িয শপথের কাফফারা এবং মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির রমাযানের রোযা কাযা করা। এ সমস্ত হক আদায় করা ওয়াজিব।

তৃতীয় প্রকার ঃ যে হকের কারণ গুনাহের কাজ। যেমন ঐ সমস্ত 'হদ্দ' ও 'কাফফারা', যেগুলো শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া রোযা ভাঙ্গার কারণে বা ভুলবশতঃ হত্যা করার কারণে বা 'যিহারের' কারণে ওয়াজিব হয়। এ সমস্ত হক আদায় করাও ওয়াজিব।

যে সমস্ত হক মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের উপর জরুরী করে নেয়, তার মধ্যে কিছু রয়েছে বান্দার হক। এটিও তিন প্রকার—

প্রথম প্রকার ঃ প্রথম প্রকার ঐ হক, যার কারণ ইবাদত। তা হলো অঙ্গিকার পূর্ণ করা। এর মধ্যে ত্রুটি করাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ যে হকের কারণ 'মোবাহ' বা বৈধ কাজ। আর তা হলো দেনা বা দেনার মত জিনিস। যেমন, বিক্রিত পণ্য হস্তান্তর করা, বিবাহিতা নারী নিজেকে স্বামীর হাতে সমর্পণ করা, 'শোফ'য়ার' অধিকারীকে তার প্রার্থিত সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া, ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা, মহর পরিশোধ করা, শ্রমিকের পারিশ্রমিক দেওয়া এবং

www.islamfind.wordpress.com

ধার নেওয়া জিনিস ও আমানতের বস্তু ফেরত দেওয়া। এ সবই ওয়াজিব।

তৃতীয় প্রকার ঃ যে হকের কারণ পাপ কাজ। যেমন, কাউকে হত্যা করা, কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া, চুরি করা, খিয়ানত করা বা কটু কথা বলে বা গীবত করে কারো মানহানী করা। এ সবের ক্ষতিপূরণ করা এবং ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ফরয। তা না হলে আখিরাতে এর পরিবর্তে ইবাদত দিতে হবে বা শাস্তি ভোগ করতে হবে।

পরিশিষ্ট

যার দায়িত্বে অপরিশোধিত হকসমূহ রয়েছে, (অর্থাৎ, কারণ ছাড়া যে সকল অলসতা ও অমনোযোগিতার কারণে আদায় করা হয়নি) সেগুলো যদি আল্লাহর হক হয় এবং ইবাদত সংক্রান্ত হয়, তাহলে সেগুলো কাযা করবে। যেমন, কারো দায়িত্বে কিছু নামায, রোযা বা যাকাত ইত্যাদি রয়ে গেছে, তাহলে সেগুলো হিসাব করে পুরা করবে। আর এমতাবস্থায় সময় বা সম্পদের সুযোগ না হলে সেগুলো আদায় করার ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করবে। সুযোগ–সামর্থ্য হলে তখন আর ত্রুটি করবে না। আর যদি সে হক গুনাহ সংক্রান্ত হয়, তাহলে সেগুলো থেকে খাঁটি মনে তাওবা করবে। ইনশাআল্লাহ সব মাফ হয়ে যাবে।

অপরিশোধিত হকসমূহ যদি বান্দার হয়ে থাকে, তাহলে যেগুলো পরিশোধযোগ্য, সেগুলো পরিশোধ করবে এবং মাফ নিয়ে নিবে। যেমন—ঋণ, খিয়ানত ইত্যাদি। আর যেগুলো শুধু মাফ চেয়ে নেওয়ার যোগ্য, সেগুলো শুধু মাফ করিয়ে নিবে। যেমন—গীবত ইত্যাদি। আর কোন কারণে যদি পাওনাদারের থেকে মাফও করানো না যায় এবং পরিশোধও করা না যায়, তাহলে তাদের জন্য সবসময় আল্লাহ তাআলার নিকট মাফ চাইতে থাকবে। আশ্চর্যের কিছু নয় যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদেরকে খুশী করে মাফ করিয়ে দিবেন। কিন্তু যখন পরিশোধ করার বা মাফ চেয়ে নেয়ার সামর্থ্য হবে, তখন এতে পিছপা হবে না।

নিজের যে সমস্ত হক অন্যের দায়িত্বে রয়ে গেছে, তার মধ্যে যাদের

www.islamfind.wordpress.com

থেকে উসূল হওয়ার আশা আছে, সেগুলো নরমভাবে উসূল করবে। আর যাদের থেকে উসূল হওয়ার আশা নেই বা যেগুলো উসূলযোগ্য নয়, যেমন—গীবত ইত্যাদি, কিয়ামতে এগুলোর বিনিময়ে সওয়াব পাওয়ার আশা আছে ঠিক, তবে মাফ করে দেওয়ার ব্যাপারে আরো অধিক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাই একেবারে মাফ করে দেওয়া সবচাইতে ভালো। বিশেষতঃ যখন কেউ ভুল স্বীকার করে এবং মাফ চায়।

সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

ষষ্ঠ কিতাব

হুকুকুল ওয়ালিদাইন

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

হামদ ও স্বালাতের পর এ পুস্তিকার রচয়িতা মুসলমান ভাইদের খেদমতে আরয করছে যে, দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি যে, কিছু কিছু মুসলমান ভাই মা-বাবার হক আদায়ের ক্ষেত্রে এ পরিমাণ বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করে যে, তাতে অন্য হকদারদের হক নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মহান আল্লাহর নাফরমানী হয়ে থাকে। অধিকন্তু তারা এ আচরণকে উত্তম বলে গণ্য করে। তারা বলে যে, ইসলাম আমাদেরকে মা-বাবার আনুগত্য এভাবেই শিখিয়েছে। উপরন্তু নিজেদের বক্রবুদ্ধি অনুপাতে কুরআনের আয়াত এবং হাদীসসমূহ পেশ করে থাকে। তাদের এ অশালীন আচরণ দেখে মন ব্যথিত হয়। এখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা লেখার ইচ্ছা করেছি। রাহমান ও রাহীম দয়ালু ও প্রিয় প্রভুর সমীপে পুস্তিকাটি সমাপণের জন্য এবং সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য দু'আ করছি। আল্লাহ তাআলা যেন সঠিক পন্থায় পুস্তিকাটিকে পূর্ণতা দান করেন। পুস্তিকার শেষভাগে একটি পরিশিষ্ট যোগ করা হবে। তাতে স্বামীর হক এবং উস্তাদের হকের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের আলোচনা করে সত্য বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হবে। উপরোক্ত বিষয়সমূহই পুস্তিকার মূল বিষয়, তবে প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য বিষয়ও আলোচনা করা হবে।

খুব গুরুত্বসহকারে এবং স্পষ্টভাবে বোঝা এবং মনে রাখা উচিত যে, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সেই মহান স্রষ্টার আনুগত্যই আমাদের মূল এবং প্রধান দায়িত্ব। অন্যান্য যাদের আনুগত্য আল্লাহ তাআলা আমাদের দায়িত্বে অর্পণ করেছেন, সেগুলো দ্বিতীয় স্তরের এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য যে, মূল ও প্রধান কর্তব্য সর্বদা পরোক্ষ ও শাখা কর্তব্যের উপর অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। পরোক্ষ ও শাখার আনুগত্য দ্বারা যদি মূল ও প্রত্যক্ষ কর্তব্যে ত্রুটি হয়, তাহলে সে আনুগত্য ভর্ৎসনাযোগ্য ও নাজায়েয হবে। এ কথা

কুরআন-হাদীস, যুক্তি-বুদ্ধি ও প্রচলিত নিয়ম সবকিছুর আলোকেই প্রমাণিত। অন্যথায় মূলের শাখা এবং শাখার মূল হওয়া জরুরী হবে। যা উল্টো পায়ে চলার নামান্তর। এটা অবান্তর ও বিপথগামিতা।

তাই এ মূলনীতি সামনে রেখে কুরআন, হাদীস ইত্যাদি দ্বারা মূল বিষয় প্রমাণিত করছি। খুব ভালোভাবে বুঝুন। ইনশাআল্লাহ এ পুস্তিকা বিশেষ ও সাধারণ সর্বস্তরের লোকের ভ্রান্তি দূর করবে। কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিও গভীরভাবে চিন্তা না করার কারণে এই মহাভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে আছে।

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَيَهْدِى السَّبِيْلَ. اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

'আল্লাহ সত্য বলেন এবং সঠিক পথপ্রদর্শন করেন।'
'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের থেকে কবুল করুন।
নিশ্চয়ই আপনি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।'

বিনীত—
আশরাফ আলী

www.islamfind.wordpress.com

সূচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا . اِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا . رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا
صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا وَّاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ
وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا .

অর্থ ঃ এবং আপনার প্রভূর চূড়ান্ত নির্দেশ যে, তাঁকে (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। এবং মা–বাবার সঙ্গে সদাচরণ করো। তোমার সামনে তাদের একজন বা উভয়জন যদি বার্ধক্যে উপনীত হয় (বার্ধক্যের উল্লেখ করা হয়েছে অধিক গুরুত্বদানের জন্য। কারণ, তা অধিক সম্মানের দাবীদার। তাছাড়া এ অবস্থায় তাদের সেবা–যত্নের অধিক প্রয়োজন হয়ে থাকে। এবং এ অবস্থায় (সন্তানের প্রতি) অধিক স্নেহের ফলে সন্তানের প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যথায় বার্ধক্যাবস্থা ছাড়াও একই নির্দেশ। সুতরাং সূরা লোকমানের আয়াত

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

অর্থাৎ, 'এবং পৃথিবীতে তাদেরকে সঙ্গদান করো উত্তমভাবে।'

(সূরা লুকমান–১৫)

এ নির্দেশকে নিঃশর্তভাবে প্রমাণিত করে। কারণ, মা–বাবাকে কষ্ট দেওয়া এরূপ সঙ্গদানের পরিপন্থী, যেরূপ সঙ্গদানের নির্দেশ এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

আর বার্ধক্যাবস্থায় যে 'উফ' বা 'হুঁ' শব্দ বলা হারাম করা হয়েছে তার কারণ এ শব্দ বলা মা–বাবাকে কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই তা হারাম

www.islamfind.wordpress.com

করা হয়েছে। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।) তুমি তাদেরকে 'হুঁ'ও বলো না ; তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সশ্রদ্ধ কথা বলো এবং তাদের সামনে ভালোবাসার সঙ্গে বিনয়ের বাহু আনত করো (অর্থাৎ, বিনয়পূর্ণ আচরণ করো)। এবং বলো, হে আমার প্রভু! তাদের প্রতি করুণা করুন, যেমন তারা আমাকে আমার শৈশবে প্রতিপালন করেছেন। তোমাদের প্রভু তোমাদের অন্তর্নিহিত বিষয় খুব জানেন। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও, তাহলে তিনি প্রত্যাবর্তনকারীদের ক্ষমা করেন। (অর্থাৎ, সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করে মা-বাবার খেদমত করা, আর বোঝা মনে করে তা করা, সবকিছুই আমি খুব ভালো জানি।) তবে যদি নেক নিয়ত থাকে, আর কখনো বিরক্ত বা রাগতাবস্থায় তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে ফেলো এবং তারপর তাওবা করো তাহলে আমি আমার নাফরমানী মাফ করে দেবো। (আরও যাদের সাথে অপরাধ করেছো, শক্তি থাকলে তাদের থেকেও মাফ চাওয়া জরুরী। অক্ষম হলে তাদের জন্য বেশী বেশী মাগফিরাতের দু'আ করবে। তাহলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদের থেকে মাফ করিয়ে দিবেন। সৎকর্মশীল হওয়ার শর্ত বিশেষ ক্ষমার জন্য লাগানো হয়েছে। তা নাহলে যে কোন গোনাহই তো সত্যিকার অর্থে তাওবা করলে মাফ করা হয়।) এবং আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও এবং অভাবীকে এবং মুসাফিরকে। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। (আল্লাহ তাআলা ভারসাম্য রেখা ঠিক রাখার জন্য মা-বাবার হকের সাথে অন্যান্য হক আদায় করাও ফরয করেছেন। কেননা এমন জোরেশোরে মা-বাবার আনুগত্যের নির্দেশ দেখে কেউ অন্যদের অধিকার আদায়ের বিষয়টিকে নিছক সামান্য ব্যাপার মনে করে তা পালনে ত্রুটি করার এবং মা-বাবার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যেমন মা-বাবা বললো যে, তুমি বউ-বাচ্চাকে কষ্ট দাও, ওয়াজিব পরিমাণ খোরপোষে ত্রুটি করো, তখন সে তাই করতো। তাই করুণাময় দয়ালু আল্লাহ বলে দিলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই একটি সীমা আছে। মা-বাবার কারণে অন্য কারো অধিকার হরণ করো না। আলোচ্য আয়াতের বিষয়দ্বয়ের মাঝের সম্পর্ক এই। (সূরা বানী ইসরাঈল ২৩-২৬)

দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রথমে মা-বাবার হক বর্ণনা করেছে, যা

www.islamfind.wordpress.com

অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, তারপর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও অপরাপর লোকের হকের কথা আলোচনা করেছে। এভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণটিকে আগে এবং তারচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণটিকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।)

ফায়দা ঃ এ আয়াত দ্বারা মা-বাবাকে 'উফ' (হুঁ) বলা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে। (অন্য যে কোন শব্দ বা আচরণ এমনটি (অর্থাৎ, কষ্টদায়ক) হলে তার বিধানও একই।) 'উফ' শব্দটি বলা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন এতে মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া হয়। কারণ, এ শব্দ ও এর মত অন্যান্য শব্দ অসম্মান ও মানহানীকর। তাই এ শব্দ এবং এর মত অন্যান্য শব্দ ও আচরণ দ্বারা তারা কষ্ট পান। এ কথা থেকে এ মূলনীতি বের হয় যে, যে কথা বা কাজে মা-বাবার সত্যিই কষ্ট হয় (যা শরীয়তে কষ্ট বলে গণ্য) এ ধরনের যে কোন কথা বা কাজ তাদের সাথে করা নিষিদ্ধ এবং হারাম।[১]

আর যে আচরণে উপরোক্ত শর্ত মত উল্লেখিত পর্যায়ের কষ্ট হয় না,

---

১. জনৈক তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার মা-বাবার জন্য প্রতিদিন পাঁচবার দু'আ করলো, সে তাদের হক আদায় করলো। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন—'আমার শোকর আদায় করো এবং তোমার মা-বাবার।' তাই আল্লাহর শোকর হলো প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া। তেমনিভাবে মা-বাবার জন্যও প্রতিদিন পাঁচবার দু'আ করবে।

ফকীহ্ আবুল লাইস (কুঃসিঃ) এমনই বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—মা-বাবার সাথে 'উফ' বলার চে' নিম্নমানের আর কোন নাফরমানীর কথা আল্লাহর জানা থাকলে তিনি তা থেকেই নিষেধ করতেন। তাই মা-বাবার অবাধ্য সন্তান যা ইচ্ছা করুক সে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর সৎসন্তান যা ইচ্ছা করুক সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। ফকীহ্ আবুল লাইস হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, সন্তান যখন যাকাত ইত্যাদি প্রদান করবে, তখন মা-বাবার পক্ষ থেকেও প্রদান করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا اِلَّا اَنْ يَجِدَهٗ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهٗ فَيُعْتِقَهٗ

কোন সন্তান তার পিতা-মাতার প্রতিদান দিতে পারবে না, তবে হাঁ, সন্তান যদি তাকে ক্রীতদাসরূপে পায় এবং তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেয়।

(হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত আছে।)

www.islamfind.wordpress.com

তা নিষিদ্ধ হবে না। সর্বত্র এ বিধান এবং এই কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সব বিধানের ভিত্তি এই কারণের উপর। এ আয়াতের চেয়ে অধিক শক্তভাবে মা-বাবার হক পবিত্র কুরআনের অন্য কোন আয়াতে বর্ণিত হয়নি। হাঁ এ শব্দটি বা এর মত অন্য কোন শব্দ যদি কোন সমাজে সম্মানসূচক বলে গণ্য হয়, তাহলে মা-বাবার জন্য তখন এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা জায়েয হবে। ফুকাহায়ে কেরাম এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

এ কারণের উপর ভিত্তি করে নমুনাস্বরূপ কিছু মাসআলা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। তারপর যে সমস্ত হাদীসের কারণে মা-বাবার হকের ব্যাপারে মানুষের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করে যুক্তিযুক্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করবো। আর এ বিষয়ের যে সমস্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, সেগুলোও গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণসহ উদ্ধৃত করবো।

যে সমস্ত বিষয়ে মা-বাবার হুকুম মানা জরুরী নয়

১. যে ভ্রমণে (তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হোক বা হজ্জ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে হোক, যদি তা ফরয বা ওয়াজিব ভ্রমণ না হয়) মৃত্যুর আশংকা প্রবল নয়, তা মা-বাবার অনুমতি ছাড়া করা জায়েয আছে। মা-বাবা এমন ভ্রমণ করতে নিষেধ করলে, তাদের নিষেধাজ্ঞার ভিত্তিতে ভ্রমণ না করা জরুরী নয়। মাসআলাটি 'দুররে মুখতার' এবং 'আলমগিরী'তে উল্লেখ আছে। আর যে ভ্রমণ ফরয বা ওয়াজিব তার মধ্যে যে এ বিধান আরো গুরুত্বসহকারে কার্যকর হবে, তা বলাই বাহুল্য। মা-বাবা প্রয়োজনীয় সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী না হলে তখন এ বিধান। সেবা-যত্নের প্রয়োজন না হওয়া দু' কারণে হতে পারে। এক. তাদের সেবা-যত্নের প্রয়োজন নাই। দুই. সেবা-যত্নের প্রয়োজন রয়েছে, তবে তার জন্য অন্য লোক রয়েছে। এর কারণ হলো, উপরোল্লেখিত অবস্থাসমূহে মা-বাবার বাস্তবিক এবং উল্লেখযোগ্য কোন দুঃখ-কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তাই এমতাবস্থায় মা-বাবার কথার বিরুদ্ধে কাজ করা ঠিক হবে। হারাম বা মাকরূহ হবে না।

২. মা–বাবার প্রয়োজনীয় অভাব (যাকে শরীয়ত প্রয়োজনীয় বলেছে। যেমন, খাওয়া–পরা ও ঋণ পরিশোধ করা ইত্যাদি) পূরণের জন্য অর্থের প্রয়োজন না থাকলে এবং সন্তানের নিকট নিজের প্রয়োজনীয় অভাবের তুলনায় অধিক অর্থ–সম্পদ থাকলে, আর মা–বাবা এতদসত্ত্বেও সন্তানের নিকট অর্থ চাইলে তখন সন্তানের জন্য তা দেওয়া জরুরী নয়।

৩. মা–বাবা নিজেদের সেবা–যত্নের প্রয়োজন ছাড়াই যদি নফল নামায পড়তে নিষেধ করে বা অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় কাজ করতে নিষেধ করে, তাহলে এমতাবস্থায় তাদের কথা মানা জরুরী নয়। হাঁ, তারা যদি জরুরী খেদমতের মুখাপেক্ষী হয় এবং নফল ইত্যাদি কাজে রত থাকার কারণে তাদের কষ্ট হয় এবং খেদমত করার অন্য কোন লোকও না থাকে তাহলে সন্তানের জন্য নফল ইত্যাদি ছেড়ে তাদের খেদমত করা জরুরী এবং ওয়াজিব।

৪. মা–বাবা যদি তামাকসেবী হয় এবং তামাক সেবন কোন রোগ–ব্যাধি বা সমস্যার কারণে না হয়, আর এমতাবস্থায় যদি মা–বাবা সন্তানকে তামাক প্রস্তুত করে দেওয়ার নির্দেশ দেয় (তামাক সেবন মারাত্মক ধরনের মাকরূহে তানযিহী। তবে বিশেষ ধরনের কোন তামাক হলে যার দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতি বা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকে, বা এমন কোন রোগের রোগী হয়, যার তামাক সেবন ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা না থাকে, তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে তামাক সেবন মাকরূহ ছাড়াই জায়িয। 'মাজালিসুল আবরার' গ্রন্থের প্রণেতা তামাক সেবনের ক্ষতি ও নিন্দনীয়তা অত্যন্ত বিস্তারিত এবং বিশ্লেষণ সহকারে প্রমাণিত করেছেন।) তাহলে সন্তানের উপর এ নির্দেশ মান্য করা জরুরী নয়। বরং একটি মাকরূহ কাজে লিপ্ত হওয়া, যা শরীয়তে নিন্দনীয়। আর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে—যার বিস্তারিত বিবরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে—তার নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব।

৫. কারো স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার মা–বাবা (বাস্তবে) কোন কষ্ট ও যন্ত্রণা পায় না, এরপরও অনর্থক তার মা–বাবা তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেয়, তাহলে তার জন্য তাদের এ নির্দেশ মান্য করা জরুরী নয়, বরং এমতাবস্থায় তালাক দেওয়া স্ত্রীর উপর এক প্রকারের

www.islamfind.wordpress.com

জুলুম। তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত খারাপ একটি জিনিস। যা কেবল অপারগ অবস্থায় জায়িয রাখা হয়েছে। অনর্থক তালাক দেওয়া জুলুম এবং মাকরূহে তাহরীমী। বিবাহের বিধান তো সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দেওয়া হয়েছে, তাই বিনা কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ কি করে ঠিক হতে পারে? ইমাম ইবনুল হুমাম 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থে বিষয়টির বিস্তারিত তাহকীকী আলোচনা করেছেন। [১,২]

৬. মা-বাবা যদি কোন গুনাহের কাজের হুকুম দিয়ে বলে যে, অমুক গুনাহের কাজটি করো। যেমন, বলল যে, সাহায্যের হকদারের সাহায্য করো না বা যাকাত দিও না বা দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করো না বা এ ধরনেরই অন্য কোন বিষয়ের হুকুম দিলো, তাহলে এমতাবস্থায় তাদের কথা মান্য করা হারাম। যদি জরুরী কোন কাজ করতে বাধা দেয়, তাহলে তাদের বিরোধিতা করা ফরয। হাঁ, যদি তাদের (বাস্তবিক ও মারাত্মক) কষ্ট হয়—যেমন, তারা অসুস্থ এবং কোন খাদেমও নাই ওদিকে নামাযের সময় হয়েছে, এখন তাদের খোঁজ-খবর না নিলে তাদের চরম কষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাহলে এমতাবস্থায় তারা নামায কাযা করার

---

১. সায়্যিদুনা হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ) কর্তৃক তাঁর স্ত্রীদেরকে বহু তালাকদানের ঘটনা দ্বারা—যা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখিত আছে—আমাদের উপর আপত্তি উত্থাপিত হবে না। কারণ, তিনি বিনা কারণে এমনটি করেছেন, তা ধারণা করা যায় না। আর যদি এমন ধারণা আমরা করিও, তবে তা হবে একজন সাহাবীর 'কিয়াস'। যার অনুসরণ আমাদের জন্য জরুরী নয়।

২ ইবনুল হুমাম তাঁর 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থের 'কিতাবুত তালাকে' বলেন—পরবর্তীতে উল্লেখিত কারণ সংক্রান্ত তাদের আলোচনা স্পষ্ট ব্যক্ত করে যে, তা (তালাক) নিষিদ্ধ। কারণ, এতে বিবাহের নেয়ামতের নাশোকরী করা হয়। তাছাড়া উল্লেখিত হাদীস দ্বয় ও অন্যান্য কারণও এর পিছনে বলবৎ রয়েছে। হাঁ, প্রয়োজনের খাতিরে তা জায়েয করা হয়েছে। আর প্রয়োজন হলো ঐগুলো, যেগুলো আমি তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি। তাই তাদের উভয় বিধানের মাঝে সংঘর্ষ রয়েছে। তাই অধিক বিশুদ্ধ হলো, তা নিষিদ্ধ। তবে উপরোল্লেখিত দলিলসমূহের ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বৈধ বলা হবে এবং 'মুবাহ' শব্দটিকে ক্ষেত্রবিশেষে 'মুবাহ' হওয়ার উপর ব্যবহার করা হবে। আর সে ক্ষেত্রটি হলো, যখন মুবাহকারী প্রয়োজন পাওয়া যাবে তখন তা মুবাহ হবে। এই বিশ্লেষণের পর তিনি আরো দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তুমি চাইলে সেখানে দেখে নিও।

www.islamfind.wordpress.com

নির্দেশ দিলে কাযা করবে এবং পরবর্তীতে কাযা পড়ে নিবে। আর যদি কোন মুস্তাহাব কাজে বাধা দেয়, আর তা (বাস্তব ও মারাত্মক) কোন জরুরী সমস্যার কারণে করে, তাহলে তাদের নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। আর খামাখা বাধা দিলে মানা ওয়াজিব নয়।

৭. মা-বাবা যদি বলে যে, তুমি আমার অমুক সন্তানকে (যে অভাবী নয়) এ পরিমাণ অর্থ দাও তাহলে শক্তি থাকা সত্ত্বেও এ অর্থ দেওয়া ওয়াজিব নয়। (এ পর্যন্ত দৃষ্টান্ত সহকারে এ কথার বিবরণ দেওয়া হলো যে, কোথায় মা-বাবার হুকুম মানা ওয়াজিব, কোথায় নিষেধ এবং কোথায় জায়িয। মোটকথা, সব ক্ষেত্রে মা-বাবার আনুগত্য জরুরী নয়।)

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার সঠিক অর্থ

হাদীসে আছে যে, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা নামায, রোযা, হজ্জ, ওমরা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে উত্তম। (হাদীসটি প্রমাণিত নয়, বিধায় গ্রহণযোগ্যও নয় এবং এটিকে হাদীস বলা বৈধ নয়। যেমন কিনা ইমাম শাউকানী 'মুখতাসারের' উদ্ধৃতিতে 'ফাওয়ায়িদে মাজমুয়ায়' বর্ণনা করেছেন। এটি শরীয়তের নীতিরও পরিপন্থী, যে সম্পর্কে পরবর্তীতে জানা যাবে।)

মিশকাত শরীফের 'বাবুল বিররি ওয়াস সিলা' অধ্যায়ে তিরমিযী শরীফের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ আছে যে, প্রভুর সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং প্রভুর অসন্তুষ্টি মা-বাবার অসন্তুষ্টির মধ্যে (অর্থাৎ, মা-বাবা সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ তাআলাও সন্তুষ্ট থাকবেন, আর তারা অসন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ তাআলাও অসন্তুষ্ট থাকবেন)।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে মানুষের ধারণা হয় যে, প্রত্যেকটি কাজ মা-বাবার সন্তুষ্টি মত করা জরুরী। তা নাহলে গুনাহ হবে। অথচ ইসলামের নির্দেশ তা নয়। তাই এই হাদীসের সঠিক অর্থ হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সমস্ত বিষয়ে মা-বাবার আনুগত্য জরুরী, ঐ সমস্ত বিষয়ে যদি ত্রুটি করে তাহলে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হবে। আর মা-বাবার অবাধ্য তখন গণ্য হবে, যখন তাদের জরুরী হকসমূহ আদায়

না করবে। তাই এ নির্দেশ নিঃশর্তভাবে নয়, বরং এটাও ঐ মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত, যা শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যা করলে মা-বাবার কষ্ট হয় সে কাজ না করা ওয়াজিব।

যে ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল এ হাদীস বর্ণনা করেছেন তা মা-বাবার হকসমূহের গুরুত্ব বর্ণনা করে থাকে এবং আমি এ হাদীসের যে ব্যাখ্যা করেছি তা পরিস্কার বুঝিয়ে থাকে। যা 'আশিয়্যাতুল লুমআত' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর এর মূল রহস্য হলো, যদি সব বিষয়ে সন্তানকে মা-বাবার আনুগত্য করার এবং একইভাবে স্ত্রীকে সববিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হতো, তাহলে অনেক লোক আল্লাহর ইবাদত থেকে—যা মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য—বঞ্চিত হতো। নিজের প্রকৃত প্রিয়জন আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং তাঁর যিকিরের প্রকৃত স্বাদ এবং উচ্চ মার্গে পৌছা থেকে বঞ্চিত থাকতো। যা ছাড়া মহান স্রষ্টার অন্বেষীর কোন শান্তিই নেই। এবং এটাই জীবনের মূল লক্ষ্য। যা ভূমিকায় আলোচনা করেছি।

মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য

আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.

অর্থ ঃ 'এবং আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' (সূরা যারিয়াত-৫৬)

মা-বাবার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক দিবে কি?

মিশকাত শরীফের উক্ত অধ্যায়ে হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো যে, আমার একজন স্ত্রী আছে, আমার মা তাকে তালাক দেওয়ার হুকুম দিচ্ছে (এখন আমি তালাক দিব কি দিব না?) তখন তিনি ঐ লোককে বললেন—আমি

www.islamfind.wordpress.com

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, বাপ (এবং মা) বেহেশতের শ্রেষ্ঠ দরজা। (অর্থাৎ, বেহেশতে প্রবেশের কারণসমূহের শ্রেষ্ঠ দরজা হলো বাপ (এবং মা'র) সন্তুষ্টি)। এখন তুমি চাইলে এ দরজার হেফাযত করো, আর চাইলে তা নষ্ট করো। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইবনে মাজাহ (রহঃ) রেওয়ায়েত করেছেন।

বাহ্যতঃ ঐ মহিলার দ্বারা ঐ লোকের মা (বাস্তবিক) কষ্ট পেতো, যার কারণে সে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিতো। তা নাহলে বিনা কারণে তালাক দেওয়ানো জুলুম। আর জুলুমের কাজে সাহায্য করা জুলুম। তাই হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) কি করে সেই জুলুমের কাজের অনুমতি প্রদান করতে পারেন।

এই একই উত্তর ঐ হাদীসেরও, যার মধ্যে একথা বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) চাইতেন যে, তাঁর ছেলে স্ত্রীকে তালাক দিক। ওদিকে তাঁর ছেলে তালাক দিতে চাচ্ছিলেন না। তখন তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালাক দিতে বললেন। —হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হযরত উমর (রাযিঃ)এর ন্যায় মকবুল সাহাবী কারো উপর জুলুম করতে পারেন না। অসম্ভবকে মেনে নিয়ে যদি বলাও হয় যে, তিনি জুলুম করেছেন, তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা কি করে মেনে নিতে পারেন এবং জুলুমের কাজে কি করে সহযোগিতা করতে পারেন? এ হাদীসের প্রায় এমনই ব্যাখ্যা ইমাম গাযযালী (রহঃ) ইহ্ইয়াউল উলূম গ্রন্থে প্রদান করেছেন।

মা-বাবার হক আদায় করার উপর বেহেশতের সুসংবাদ

মিশকাত শরীফের উক্ত অধ্যায়ে বাইহাকীর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনাব রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় ভোর করে যে, সে মা-বাবার (জরুরী) হক আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগত,

www.islamfind.wordpress.com

তাহলে সে এমন অবস্থায় ভোর করে যে, তার জন্য বেহেশতের দু'টি দরজা উন্মুক্ত থাকে। আর যদি মা–বাবার মধ্যে থেকে একজন জীবিত থাকে, আর তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করা হয়, তাহলে উল্লেখিত পন্থায় তার জন্য বেহেশতের একটি দরজা উন্মুক্ত থাকে। একইভাবে যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় ভোর করে যে, সে মা–বাবার (জরুরী) হকের ক্ষেত্রে আল্লাহর নাফরমানী করে, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা উন্মুক্ত হয়। আর যদি মা–বাবার মধ্যে থেকে একজন জীবিত থাকে তাহলে একটি দরজা উন্মুক্ত হয়। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, যদিও তার মা–বাবা তার উপর জুলুম করে? (অর্থাৎ, তাদের জুলুম–অত্যাচার সত্ত্বেও কি তাদের আনুগত্যই করবে?) হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার ইরশাদ করলেন, যদি তারা উভয়ে তার উপর জুলুম করে। (তারপরও তার আনুগত্য করা উচিত এবং তা জরুরী।) উল্লেখ থাকে যে, এ হাদীসের অর্থ এই যে, মা–বাবা জুলুম করার কারণে, তাদের যে সমস্ত হক সন্তানের উপর ফরয, তা পুরা করতে ত্রুটি করবে না। এমন বলবে না যে, তারা আমাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করেছে তাই আমরাও এমনই করবো।

আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কারো নির্দেশ মানা যাবে না

মা–বাবা জুলুম করলেও তাদের অনুগত থাকার অর্থ এই নয় যে, তারা যদি এমন কোন কাজের হুকুম করে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জুলুম, তাহলে তাও মানতে হবে। কারণ, সহীহ হাদীসে আছে—

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অর্থাৎ, 'খালেকের নাফরমানী করে কোন মাখলুকের কোনরূপ আনুগত্য নেই।'

অর্থাৎ, কোন মাখলুকের এমন কোন হুকুম মানা, যা আল্লাহর হুকুমের বিরোধী, কখনোই জায়িয নয়।

(হাদীসের বাক্যটি বাহ্যত 'খবর' হলেও অর্থের দিক থেকে এটি 'নাহী'

www.islamfind.wordpress.com

যা নিষেধাজ্ঞাসূচক। 'খবরের' রূপে 'নাহী' সরাসরি 'নাহী'র তুলনায় অধিক জোরালো হয়ে থাকে। তাই এ হাদীস দ্বারা অত্যধিক তাকিদ সহকারে এ বিষয়টি প্রমাণিত হলো যে, কোন মাখলুকের এমন কোন কথা মানা, যার মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী রয়েছে, মোটেও জায়িয নেই। বিষয়টি খুব ভালো করে বুঝে নাও।)

মা-বাবার ব্যয়ভার কখন ওয়াজিব হয়

স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যয়ভার ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়ের ব্যয়ভার বহন করা পুরুষের উপর তখন ওয়াজিব হয়, যখন সে এ পরিমাণ মালের মালিক হয়, যার দ্বারা সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। মা-বাবাও এ হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সর্বাবস্থায় ফরয। স্বামী দরিদ্র হোক চাই ধনী হোক। (হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়া)

উপরোক্ত মূলনীতি থেকে জানা গেলো যে, কোন পুরুষের নিকট যখন পর্যন্ত উপরোক্ত পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর মা-বাবার ভরণপোষণ (জরুরী খরচা) ওয়াজিব হবে না। এ কথার অর্থ এ নয় যে, মানুষ মা-বাবার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে, তাদের হক আদায়ে ত্রুটি করবে এবং তাদের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ হবে। বরং এ সমস্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি দূর করা, যাতে যে সমস্ত হক ওয়াজিব, সেগুলোর বর্ণনাও হয় এবং যেগুলো জরুরী নয়, বরং মুস্তাহাব বা মুবাহ, সেগুলোর আলোচনাও হয়। মা-বাবা রূপক অর্থে প্রতিপালনকারী বা 'রব', তাই তাদের অত্যাধিক সম্মান ও আনুগত্য করা উচিত। তাছাড়া মা-বাবার হকসমূহ প্রসিদ্ধ বিধায় সেগুলো বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু এ কিতাব যে অতিরঞ্জনকে দূর করার জন্য লিখিত হয়েছে, সেটাই এর মূল লক্ষ্য। আর উপরোক্ত পরিস্থিতিতে বিশেষ কোন অক্ষমতা না থাকলে ঐ পরিমাণ মালের মালিক না হলেও তাদের খেদমত করা কঠোরভাবে মুস্তাহাব। এমনকি নিজের কষ্ট হলেও।

www.islamfind.wordpress.com

মা-বাবার নির্দেশে সন্দেহযুক্ত মাল ভক্ষণ করা ওয়াজিব নয়

মা-বাবার কথায় সন্দেহযুক্ত খাবার খাওয়া ওয়াজিব হয় না। (কতিপয় আলেমের এটিই অভিমত। ইমাম গাযযালী (রহঃ) এ মত নকল করেছেন। আমি বলি, যিনি এ মতানুসারে ফতওয়া দেন, তিনি মুহাক্কিক-গবেষক পণ্ডিত আলেম।) কারণ, সন্দেহযুক্ত খাদ্য না খেলে মা-বাবার উল্লেখযোগ্য এবং বাস্তবিক কোন কষ্ট নেই। হাঁ, যদি সন্তান মরণোন্মুখ হয় এবং তার খুব কষ্ট হতে থাকে ফলে মা-বাবা সন্দেহযুক্ত মাল ভক্ষণের জন্য পীড়াপীড়ি করে এবং পবিত্র হালাল খাবারের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য তাদের না থাকে, তাহলে তাদের আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ সন্দেহযুক্ত মাল ভক্ষণ করবে। তবে যদি ভক্ষণকারী নিষ্কলুষ আত্মার অধিকারী বুযুর্গ ব্যক্তি হয়, তাহলে সে এমতাবস্থায়ও সন্দেহযুক্ত মাল ভক্ষণ করবে না। কারণ, এমন ব্যক্তির জন্য এ ধরনের মাল দৈহিক ও আত্মিকভাবে মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এ ব্যাপারে এ বান্দার ও অন্যান্যদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মা-বাবার কথা মান্য করা ওয়াজিব নয়। এ জন্যই নিজেকে নিজে ধ্বংসে নিপতিত করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া এতে আল্লাহর নাফরমানী রয়েছে, আর খালেকের অবাধ্য হয়ে মাখলুকের বাধ্য হওয়া জায়েয নেই। এ ধরনের কষ্টের শিকার হয়ে খারাপ মাল না খেয়ে মারা গেলে অনেক সওয়াব হবে।

জিহাদে কাফের পিতাকে হত্যা করা জায়েয

'লুবাবুন নুকুল' কিতাবে আছে যে, বদরের যুদ্ধে আল্লাহর পক্ষের মুসলিম বাহিনীতে হযরত আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (তিনি অনেক উচু স্তরের একজন দুনিয়া বিরাগী সাহাবী) ছিলেন। অপরদিকে শয়তানের পক্ষের কাফির বাহিনীতে ছিলো তাঁর মুশরিক পিতা। মুশরিক পিতা সন্তানকে হত্যা করার সুযোগের সন্ধানে ছিলো। হযরত আবু উবাইদাহ (রাযিঃ) যখন লক্ষ্য করলেন যে, আমার কাফির বাপ আমাকে ইসলামের কারণে হত্যা করার চেষ্টায় আছে, তখন তিনি এদিক সেদিক সরে গিয়ে

আত্মরক্ষা করতে থাকলেন। অবশেষে এক সুযোগে তিনি তাঁর পিতাকে হত্যা করলেন। তখন নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

একইভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর বাবা আবু কুহাফা (তিনি পরবর্তীতে ইসলাম কবুল করেছিলেন) কাফের থাকা অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কোন অশালীন উক্তি করলে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) সাথে সাথে তার মুখে থাপ্পড় বসিয়ে দেন। ফলে সে মাটিতে পড়ে যায়। পরে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রাযিঃ)–এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আমার নিকট তরবারী ছিলো না, নইলে এমন অসমীচীন উক্তির কারণে তার কল্লা উড়িয়ে দিতাম। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াতসমূহ নাযেল হয়। (নিম্নের আয়াতগুলো নাযেল হওয়ার পেছনে উপরোক্ত উভয় ঘটনাই কারণ ছিলো। আয়াতগুলো এই—

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না। যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি–গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন (অর্থাৎ, গভীরভাবে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন) এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং

তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত–২২, পারা–২৮)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা আল্লাহর হকের সামনে মা-বাবার হকের গুরুত্ব কতটুকু তা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো। এবং এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, জিহাদে নিজের বাপকে নিজে হত্যা করা জায়েয আছে। 'হিদায়া' কিতাবে যে মাসআলা লেখা আছে যে, জিহাদের ময়দানে নিজের বাপকে হত্যা করার জন্য অন্যকে ইঙ্গিত করবে, নিজে মারবে না।[১] বাহ্যত এটা মোস্তাহাব হুকুম। যাতে করে বাপের সম্মানও রক্ষা হয় এবং উদ্দেশ্যও হাসিল হয়। আর এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য, যখন অন্য লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে এবং সহজে তাকে হত্যা করতে পারবে। কুফরী ও ফাসেকীর পরিণাম লাঞ্ছনা। ফলে এ ক্ষেত্রে পিতৃসম্মান পুরোপুরি রক্ষা হওয়া সম্ভব নয়।

পাপাচারী মা-বাবাকে উত্তমভাবে উপদেশ দিবে

মা–বাবা ফাসিক তথা পাপাচারী হলে অতি উত্তম পন্থায় তাদেরকে উপদেশ দিবে। প্রয়োজন হলে ধমক দিলেও গুনাহ নেই, বরং সওয়াব হবে।[২]

---

১. ইমাম যমখশরী কর্তৃক হযরত হুযাইফাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি এ বিষয়টি প্রমাণিত করে। হাদীসটি হলো, হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তার পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, তখন তার পিতা মুশরিক বাহিনীর কাতারে ছিলো। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে ছেড়ে দাও, তুমি ছাড়া অন্য কেউ তার কাছে যাক।

হাদীসসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য আমি এটিকে মুস্তাহাব হুকুম বলছি। আর এ হাদীসটি হয়তো প্রমাণিত আছে। তবে আমি 'কাশশাফ' ও 'বাইযাবী' ছাড়া অন্য কোথাও এমনকি মওযূ'আতের কিতাবসমূহে সন্ধান করেও হাদীসটি প্রমাণিত হওয়া বা জাল হওয়ার বিষয়ে অবগত হতে পারিনি।

২.(কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতে ধমক দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মুহাক্কিক ফকীহগণ মা–বাবা গুনাহের কাজে লিপ্ত হলে এবং বুঝালেও ফিরে না আসলে সে সম্পর্কে লিখেছেন যে, সন্তানের উচিত এমতাবস্থায় তাদের জন্য দু'আ করতে থাকা। ধমক দেওয়া বা মনোকষ্টের পন্থা অবলম্বন করা থেকে সন্তান বিরত থাকবে।' 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' কিতাবে এমনটি আছে।—মুহাম্মাদ শফী' দেওবন্দী)

www.islamfind.wordpress.com

দ্বীনী বিষয়ে কাউকে ছাড় দেওয়া জায়েয নেই। তবে যতদূর সম্ভব বিশেষভাবে আদব রক্ষা করে চলবে। মূর্খতাসুলভ আচরণ করবে না। গাম্ভির্য ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করবে। শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকবে। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর বাপ কাফির হওয়া সত্ত্বেও এবং উপদেশ না মানা সত্ত্বেও তাকে তিনি কোন কষ্ট দেননি, তার কারণ এই ছিলো যে, বাহ্যত তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, তার সঙ্গে নম্র ব্যবহার করলে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর এ ধরনের প্রীতির বশবর্তী হয়েই তিনি তার জন্য ইস্তিগফারের তথা আল্লাহর কাছে তার জন্য মাফ চাওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু তার এ আশা যখন নিরাশায় পরিণত হলো এবং যখন তাঁর পরিস্কার জানা হয়ে গেলো যে, সত্যিই সে আল্লাহর দুশমন এবং তার কুফরীর কারণে ইস্তিগফার তার কোন উপকারে আসবে না, তখন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান।

'ইহ্ইয়াউল উলূম' কিতাবে আছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর আল্লাহ তাআলা ওহী নাযেল করেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাধ্য হয় না, কিন্তু মা–বাবার বাধ্য হয় (মা–বাবার আনুগত্যের কারণে তার আমলনামায়) তাকে নেক লোক লেখা হয়। আর যে এর বিপরীত হয়, তাকে বদ লোক লেখা হয়।

(এ বর্ণনা যদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত থাকে তাহলে এতে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, আল্লাহর আনুগত্যের স্তর এবং আল্লাহর হকের মর্যাদা সর্বক্ষেত্রে মা–বাবার হকের চেয়ে কম। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। হাদীসের সঠিক অর্থ হলো, যে সমস্ত বিষয়ে মা–বাবার আনুগত্য জায়িয, তা ওয়াজিব হোক চাই মুস্তাহাব হোক, সে সমস্ত বিষয়ে যে ব্যক্তি তাদের আনুগত্য করবে, তার বরকতে আল্লাহর হকসমূহ পালন করা মাফ হয়ে যায়। আর মা–বাবার জরুরী হকসমূহ আদায় না করলে আল্লাহর হক সংক্রান্ত অন্যান্য আমল পালন করায় মা–বাবার এ নাফরমানী মাফ হয় না। তাই তাকে নাফরমান বা অবাধ্য লেখা হয়। কারণ, বান্দার হক শক্তি থাকা সত্ত্বেও পালন না করলে বা পাওনাদার মাফ না করলে এ দায়িত্ব মাথা থেকে নামে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা হলেন অভাবমুক্ত, আর

www.islamfind.wordpress.com

বান্দা হলো, অভাবী। এ হাদীসের অর্থ এ নয় যে, মা-বাবার অপ্রয়োজনীয় নির্দেশ অমান্য করলে আল্লাহর হকসমূহ পুরা করা সত্ত্বেও বান্দাকে নাফরমান বা অবাধ্য লেখা হবে। খুব ভালো করে বুঝে নাও।

সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়া পিতার উপর ফরয

হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)-এর খেদমতে এক পিতা তার পুত্রের বিরুদ্ধে তাকে কষ্ট দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করে। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) ছেলেটিকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন যে, তুমি আল্লাহকে ভয় করো না? বাপের হক অনেক বড়।

ছেলেটি বললো ঃ হাদীসের হুকুম অনুপাতে তার দায়িত্বে আমার (বিশেষভাবে) তিনটি হক ছিলো—

ক. ভালো নাম রাখা।

খ. শিক্ষাদান করা।

গ. (শরীয়তের মাপকাঠিতে) ভালো জায়গায় বিবাহ করা, যেন মায়ের নীচুতার কারণে সন্তানকে তিরস্কার করা না হয়।

কিন্তু তিনি কোন হকই আদায় করেননি। (সঠিক শিক্ষা ছাড়া কারো হক কি করে জানবে যে, তা আদায় করবে।) তখন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) সন্তানের কাছে কোন কিছুর দাবী করেননি। বরং বাপকে বললেন—তুমি বলছো তোমার ছেলে তোমাকে কষ্ট দেয়, বরং তুমি তো তাকে আগে কষ্ট দিয়েছো। তুমি আমার সামনে থেকে উঠে যাও।

হাদীসটি ইমাম ফকীহ আবুল লাইস রেওয়ায়েত করেছেন, যা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

শরীয়তে সবার হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং সে অনুপাতে হকের দাবী করা হয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) 'তাযকিরাহ' কিতাবে লিখেছেন যে, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব [(রহঃ) যিনি অনেক উঁচুস্তরের একজন তাবেয়ী ছিলেন। কোন তাবেয়ীই ইলমের দিক থেকে তাঁর পর্যায়ে পৌঁছেননি। তিনি সাহেবে কারামাত বুযুর্গ ছিলেন।] তাঁর পিতা থেকে পৃথক হয়ে যান। তাঁকে (শরীয়তসম্মত কারণে) সম্পূর্ণরূপে

www.islamfind.wordpress.com

পরিত্যাগ করেন। এমনকি এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যায়। (অর্থাৎ, তার নিজের বা তার বাপের মৃত্যু হয়) সুবহানাল্লাহ। আল্লাহওয়ালাগণ কাউকে ছাড় দেন না। মহান স্রষ্টা আল্লাহর বিরোধিতা তারা সহ্য করেন না। তাতে কেউ খুশি হোক, চাই নারাজ হোক।

মা–বাবার বা অন্য কারো অপ্রয়োজনীয় আর্থিক খেদমত বা অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় খেদমতের চেয়ে যিকির করা উত্তম এবং ইলমী ইবাদতে লিপ্ত হওয়া তো অধিকতর উত্তম। বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (যিকিরের ফযীলত সম্পর্কিত আলোচনায় এ জাতীয় হাদীস এসেছে। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতে চাইলে শাইখ দেহলভী কৃত 'মিশকাত শরীফের' শরাহ্ দ্রষ্টব্য।)

আলহামদুলিল্লাহ, এতক্ষণের আলোচনায় উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, মা–বাবার শরীয়তবিরোধী হুকুম মান্য করা জায়েয নয়। মা–বাবার আনুগত্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ফরয এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মুস্তাহাব উপরোক্ত আলোচনায় তাও জানা হয়েছে। মোটকথা, মা–বাবার সব হুকুম পালন করা জরুরী নয়।

নির্ভরযোগ্য হাদীসে এসেছে—

نَزِّلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

অর্থ ঃ মানুষদেরকে তাদের স্তরে অধিষ্ঠিত করো।'

কাউকে সীমাতিরিক্ত উঠাইও না এবং সীমাতিরিক্ত নামাইও না। খোদ আফযালুল বাশার, সায়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তাঁর মর্যাদা মা–বাবা ও সবার চেয়ে বেশী।

www.islamfind.wordpress.com

পরিশিষ্ট

উস্তাদ, পীর ও স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহ

১. উস্তাদ ও পীরের হক অনেক বড়। তবে তাদের হক মা-বাবার হকের চেয়ে কম। এ বিষয়ে কারো কারো থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। [১]

যারা উস্তাদ ও পীর-মুর্শিদের হককে মা-বাবার হকের উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং মা-বাবার হককে উস্তাদ ও পীরের হকের চেয়ে কম বলেছে। হয়তো তাদের প্রমাণ হলো, মা-বাবা দৈহিক ও বাহ্যিক পরিচর্যা করে থাকে, আর এরা বাতেনী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক পরিচর্যা করে থাকে। আর দেহের চেয়ে আত্মা যে শ্রেষ্ঠ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ প্রমাণ নেহায়েতই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। কারণ, এটি একটি বিশেষ দিকের শ্রেষ্ঠত্বমাত্র। সার্বিক কোন শ্রেষ্ঠত্ব নয়। তাই বিশেষ একদিকের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য সবদিকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার পরিপন্থী নয়। তাছাড়া কুরআন-হাদীসের কোথাও উস্তাদ ও মুর্শিদের হক এত অধিক গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়নি, যত অধিক গুরুত্বের সাথে মা-বাবার হক বর্ণনা করা হয়েছে।

উস্তাদ ও পীরের হক হয় শুধুমাত্র শিক্ষাদানের কারণে। পক্ষান্তরে মা-বাবা অসংখ্য কষ্ট সয়ে নিঃস্বার্থভাবে কেবলই ভালোবেসে সন্তানের প্রতিপালন করে থাকে। সন্তান বেয়াদবী করা ও অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের সহজাত ভালোবাসার কারণে তারা সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না। তাদের জন্য মন-প্রাণ কোরবান করে দেন। কিন্তু উস্তাদ ও পীর এর বিপরীত। তাদের জন্য সামান্য বিরক্তি সহ্য করাও কঠিন, অথচ মা-বাবা অসংখ্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে থাকেন। আর কাজ অনুপাতে প্রতিদান হয়ে থাকে। তাই মা-বাবার কাজ যেহেতু অনেক বড়, তাই তাদের মর্যাদাও অনেক বড় হবে। যদিও কদাচিৎ কতক মা-বাবার মধ্যে উস্তাদ ও পীরের চেয়ে স্নেহ কম পাওয়া যায় এবং কতক উস্তাদ ও পীরের মধ্যে মা-বাবার চেয়ে অধিক স্নেহ-মমতা পাওয়া যায়। কিন্তু তা ধর্তব্য নয়। কারণ, এমনটি খুব কমই হয়ে থাকে। কদাচিৎ

১.তাই 'আলমগিরী'তে 'শরহে শরইয়্যাতুল ইসলাম' কিতাব থেকে নকল করে যে, মা-বাবার হকের চেয়ে উস্তাদের হক অগ্রগণ্য বলেছে— সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করো না। কারণ, এ কথার পিছনে কোন দলিল, সঠিক যুক্তি বা ইজমা কোনটিই নেই।

www.islamfind.wordpress.com

পাওয়া এ অবস্থা বিধানের ভিত্তি হতে পারে না। বিধানের ভিত্তি তো এটাই, যেটা উপরে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি খুব ভালো করে আত্মস্থ করো।

পীর-মুর্শিদ ও উস্তাদের হক মনে-প্রাণে আদায় করো। কারণ, তাদের উসীলায় মনুষ্যত্ব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি নসীব হয়। তবে সীমা মেনে চলো। এ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত এ আলোচনাই যথেষ্ট। কেউ কেউ বলে যে, উস্তাদের হুকুমে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জরুরী। এটি নিছক ভুল কথা। সর্বক্ষেত্রে তো মা-বাবারও এত হক নেই—যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। হাঁ, তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান করবে। প্রয়োজনের সময় অন্যান্যদের মত তাদেরও খেদমত করবে। তবে মা-বাবার মত তাদের আনুগত্য আবশ্যকীয় নয়। হাঁ, যেক্ষেত্রে মা-বাবার আনুগত্য জরুরী, সেক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য অবশ্যই ওয়াজিবের কাছাকাছি। খুব ভালো করে বুঝে নাও। উস্তাদ যদি ফাসেক অর্থাৎ পাপাচারী বা কাফের হয় তাহলেও তার সম্মান প্রদর্শন ও হক আদায়ে ত্রুটি করবে না, তবে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে।

স্ত্রীর দায়িত্বে স্বামীর হক

স্বামীর খেদমত করা এবং তার মনোবাঞ্ছা পুরা করা স্ত্রীর কর্তব্য এবং ফরয। স্ত্রীর জন্য এমন কোন মুবাহ কাজ করা যাবে না, যার দ্বারা স্বামীর সেবা-যত্নে বিঘ্ন ঘটে। দুনিয়াতে স্ত্রীর দায়িত্বে স্বামীর যত হক আছে, এত অন্য কারো হক কারো উপর নেই। যেমন (মিশকাত শরীফের) হাদীসে আছে যে, জনাব রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। আমি যদি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো সেজদা করার হুকুম করতাম, তাহলে স্ত্রীকে হুকুম করতাম তার স্বামীকে সেজদা করতে। এ হাদীস দ্বারা স্বামীর কি পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, ইবাদত—যা কেবলই আল্লাহর প্রাপ্য—যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ হতো, তাহলে তার উপযুক্ত স্বামী ছাড়া আর কেউ হতো না।

কিন্তু স্বামীর সব হুকুম মানা জরুরী নয়। স্বামীর ঐ হুকুম, যা পালন

না করলে তার কষ্ট হয়, তার খেদমতে ত্রুটি হয় বা যে কাজ করার দ্বারা তার কষ্ট হয়, এমন বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা জরুরী। (তবে তা শরীয়তবিরোধী না হতে হবে।) স্বামীর খেদমত করতে ত্রুটি করবে না। কোনভাবেই তার হক আদায়ে কমতি করবে না। এ বিষয়টি মা–বাবার হকের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঠিক একই হুকুম স্বামীর ক্ষেত্রেও। তবে এখানে আরো গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য নমুনাস্বরূপ কয়েকটি মাসআলা লিখছি।

শরীয়তে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদ পৃথক

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদ শরীয়তে পৃথক গণ্য করা হয়। যে জিনিসের কেনা–বেচা এবং সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপের অধিকার স্ত্রীর রয়েছে, তা তার মালিকানাভুক্ত সম্পদ। আর যে সম্পদে একই ধরনের হস্তক্ষেপের অধিকার স্বামীর রয়েছে, সে সম্পদ স্বামীর মালিকানাভুক্ত। দু'জনের সম্পদ মিলিয়ে ফেলার দ্বারা এবং গড়বড় করার দ্বারা—সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে—যাকাত ইত্যাদি থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে না। এমতাবস্থায় স্বামী যদি বলে যে, আমার আর তোমার একই কারবার, তাই তুমি যাকাত দিও না, তাহলে কখনোই তার কথা মানবে না। কারণ, এতে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা হয়। আর আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে কোন মানুষের হুকুম মানা জায়েয নেই। মানুষ এ ব্যাপারে অনেক ত্রুটি করে থাকে।

স্বামীর হুকুমে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ছাড়া যাবে না

স্বামী যদি স্ত্রীকে তার মালিকানাধীন সম্পদ বৈধ জায়গায় ব্যয় করতে শরীয়তসম্মত কোন কারণ ছাড়া বাধা দেয়, তখন স্ত্রীর জন্য তার হুকুম তামিল করা ওয়াজিব নয়। তবে এটা অবশ্য ঠিক যে, পরস্পরে কলহ সৃষ্টি করা ঠিক নয়। যতদূর সম্ভব খুব একাত্মতার সাথে থাকা উচিত। কতক স্বামী দ্বীনদার না হওয়ার ফলে এমন ক্ষেত্রে বিরোধিতা করে থাকে। এ ধরনের ঝগড়া–ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী জায়েয ও

www.islamfind.wordpress.com

মাকরূহে তানযিহী বিষয়সমূহে স্বামীর আনুগত্য করতে পারে। হাঁ, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তার কথায় ছাড়তে পারবে না।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন বুযুর্গের নিকট বাইয়াত হওয়া জায়েয আছে। হাঁ, কোন কলহের আশংকা থাকলে কলহ দূর করার জন্য বাইয়াত না হওয়াও জায়েয আছে। যেমন, স্বামী বাইয়াত হতে নিষেধ করলো, ওদিকে স্ত্রী বাইয়াত হতে চায়। এমতাবস্থায় স্ত্রী দৃঢ় মনোবলের হলে আল্লাহর উপর ভরসা করে বাইয়াত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে এ কারণে কোন দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলে সবর করবে, নাশোকরী করবে না। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সামনে বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ-কষ্ট এসে থাকে। আখিরাতে এ ধরনের লোকদের উঁচু মর্যাদা রয়েছে। যে সমস্ত কাজ মাকরূহে তানযিহী, স্বামী সেগুলো করার হুকুম করলে তারও এই একই হুকুম।

স্বামীর উপস্থিতিতে নফল ইবাদতের হুকুম

স্বামী বাড়ীতে উপস্থিত থাকলে নফল নামায, নফল রোযা ইত্যাদি তার অনুমতি ছাড়া করবে না। কারণ, এতে তার খেদমতে ত্রুটি হতে পারে। তবে তার অনুমতি নিয়ে করবে। হাদীস শরীফে বাড়ীতে উপস্থিত থাকার কথা আছে। তাই বাইরে থাকা অবস্থায় অনুমতি ছাড়া নামায-রোযা করায় ক্ষতি নেই। এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত কাজ ও বিষয় স্বামীর হক আদায়ে বিঘ্ন ঘটায়—সেগুলো স্বামীর অনুমতি ছাড়া করা জায়েয নেই। বাকী সব কাজ শরীয়ত মোতাবেক করা দুরস্ত আছে।

স্বামী যদি নিজের কোন আত্মীয় বা অন্য কোন লোকের কোন জায়েয কাজ কোন অপারগতা ছাড়া নিজের স্ত্রীর দ্বারা করায়, তাহলে সে কাজ করা স্ত্রীর জিম্মায় জরুরী নয়। যেমন, কারো জন্য খাবার রান্না করালো বা কাপড় সেলাই করালো বা এমনই অন্য কোন কাজ করালো। যদি কোন অপারগতার কারণে করায় তাহলে যেহেতু এ কাজ না করায় স্বামীর কষ্ট হবে, তাই এ কাজ করে দেওয়া স্ত্রীর জন্য জরুরী।

www.islamfind.wordpress.com

গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা ঃ

স্ত্রী লোক কোন গায়রে মাহরাম লোকের (ভীষণ অপারগতা ছাড়া) কাপড় সেলাই করে দিলে—সে লোক যদি সৎ ও দ্বীনদার হয় এবং কোন ফেতনা ঘটার আশংকা না থাকে—তাহলে কোন গুনাহ্ নেই। আর যদি সে লোক বদদ্বীন হয় এবং ফেতনা হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে সেলাই করা দুরুস্ত নয়। কতক দুশ্চরিত্র লোক সেলাই দেখে স্বাদ গ্রহণ করে থাকে।

অতিরঞ্জন থেকে বাঁচানোর জন্য নমুনা স্বরূপ এ অল্প কয়টি কথা লেখা হলো। যাতে স্বামীর আনুগত্য কোথায় জরুরী আর কোথায় জরুরী নয়, তা জানা যায়। অন্যথা শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে স্বামীর আনুগত্য যত বেশী করা যায়, ততই উত্তম। এ ধরনের নারীর জান্নাতে অনেক উঁচু স্তর লাভ হবে। হাঁ, নফল ইবাদতসমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। কারণ, মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য আল্লাহর আনুগত্য করা। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ—কোন্ অবস্থায় আল্লাহর যিকির মা-বাবার অপ্রয়োজনীয় সেবা-যত্নের চেয়ে উত্তম—এর আলোচনায় ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, সে বিধান এখানেও প্রযোজ্য।

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

অর্থ ঃ 'এ পৃথিবী ভালোবাসার বস্তু নয়। এটি শিক্ষাগ্রহণের জায়গা, তামাশার বস্তু নয়।'

আলহামদুলিল্লাহ! পরিশিষ্টটি সমাপ্ত হলো। আল্লাহ তাআলা জনাবে রাসূলে কারীম আলাইহিস সালাতু ওয়াত তাসলীমের উসীলায় কবূল করুন এবং উপকারী বানান। আমীন।

সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

সপ্তম কিতাব

আদাবুল মুআশারাত

www.islamfind.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম কথা

হামদ ও সালাতের পর পাঠক সমীপে নিবেদন এই যে, বর্তমান যুগে দ্বীনের পাঁচটি শাখার মধ্য থেকে সাধারণ মানুষ তো কেবলমাত্র দু'টি শাখাকে অর্থাৎ, আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগীকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে, শরীয়তের আলেমগণ তৃতীয় শাখা অর্থাৎ, মুয়ামালাত তথা লেনদেন ও কায়-কারবারকেও দ্বীন বলে গ্রহণ করেছেন এবং তরীকতের মাশায়েখগণ পঞ্চম শাখা অর্থাৎ, আখলাক তথা আত্মিক চরিত্রের সংশোধনকেও দ্বীন বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু চতুর্থ শাখাটিকে অর্থাৎ, আদাবে মুয়াশারাত তথা সামাজিক শিষ্টাচারকে এ তিন শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকেই (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া), আর বিশ্বাসগতভাবে তো অধিকাংশই দ্বীনের বহির্ভূত ও সম্পর্কহীন গণ্য করেছে। (আর এ কারণেই অন্যান্য শাখার তো বিশেষভাবে বা সাধারণভাবে অর্থাৎ, ওয়াযের মধ্যে কম-বেশী শিক্ষাদান করা হয় ও আলোচনা করা হয়। কিন্তু এ শাখার নাম পর্যন্ত কখনো মুখে উচ্চারিত হয় না।) এ কারণে ইলম ও আমল উভয় দিক থেকে এ শাখাটি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে চলেছে।

আমার মতে পারস্পরিক মিল-মুহাব্বত ও ঐক্যের পিছনে (যার প্রতি শরীয়ত খুব তাকিদ করেছে এবং বর্তমানযুগে বিবেকের দাবীতেও এর পক্ষে খুব জোরে-শোরে চিৎকার করা হচ্ছে।) যে কমতি রয়েছে তার বড় একটি কারণ এই আদাবুল মুয়াশারাতের অভাব তথা সামাজিক শিষ্টাচারহীনতা। কারণ, এর (অনুপস্থিতির) ফলে পরস্পরে মন কষাকষি হয় ও সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যা পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও হৃদ্যতার প্রধান ভিত্তি উদারচিত্ততা ও সহনশীলতার বিলুপ্তি ঘটায়। অথচ আদাবুল মুয়াশারাত তথা সামাজিক শিষ্টাচারের দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, এই ভ্রান্ত ধারণাকে আয়াত, হাদীস ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের উক্তি প্রত্যাখ্যান করে থাকে। নমুনা স্বরূপ তার কিছু উল্লেখ করছি।

www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ. وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا.

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয় যে, উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো।' (সূরা মুজাদালা–১১)

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا.

অর্থ ঃ 'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে (যদিও তা পুরুষের ঘর হোক—যদি তা বিশেষ নির্জন বাসগৃহ হয়) প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ–পরিচয় না করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না করো।' (সূরা নূর–২৭)

লক্ষ্য করুন! এ আয়াতে নিজের পার্শ্বস্থ লোকের আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখার কিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَاْذِنَ اَصْحَابَهٗ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সঙ্গে আহার করার সময় নিজের সাথীদের অনুমতি না নিয়ে এক সঙ্গে দু'টি করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

লক্ষ্য করুন এ হাদীসে একটি অতি সাধারণ বিষয়ে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, এটি অভদ্রতা এবং অন্যদের জন্য অপছন্দনীয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا

'যে ব্যক্তি (কাঁচা) পেঁয়াজ বা রসুন খাবে, সে যেন আমাদের থেকে (অর্থাৎ, মজলিস থেকে) দূরে থাকে।' (বুখারী ও মুসলিম)

লক্ষ্য করুন, অন্যদের সামান্য কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে এ থেকে নিষেধ করেছেন।

তিনি আরো ইরশাদ করেন—'মেহমানের জন্য মেযবানের নিকট এত অধিক সময় অবস্থান করা হালাল নয়, যার দ্বারা মেযবান বিরক্ত হয়ে যায়।' (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসে এমন বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে যার দ্বারা অন্যের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়।

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

اِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُوْمُ رَجُلٌ حَتّٰى يُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهٗ وَاِنْ شَبِعَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيَعْذَرْ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهٗ فَيَقْبِضُ يَدَهٗ وَ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ.

'মানুষের সাথে আহার করার সময় নিজের পেট ভরে গেলেও অন্যেরা খাওয়া শেষ করার আগে হাত গুটিয়ে নিবে না। কারণ, এতে অন্যেরা লজ্জা করে হাত গুটিয়ে নিবে, অথচ হয়তো তাদের আরো খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।' (ইবনু মাজাহ)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এমন কাজ করবে না, যার দ্বারা অন্য ব্যক্তি লজ্জা পায়। কতক মানুষ সহজাতভাবেই মানুষের সামনে কিছু গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করে এবং তাতে তাদের কষ্ট হয়। বা তাদের থেকে মানুষের সামনে কিছু চাওয়া হলে দিতে অস্বীকার করতে ও আপত্তি জানাতে লজ্জাবোধ করে। যদিও প্রথম ব্যক্তির গ্রহণ করতে মন চায় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির দিতে মন চায় না। এমন ব্যক্তিকে মানুষের সামনে কিছু দিবে না এবং মানুষের সামনে তার থেকে কিছু চাবে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

www.islamfind.wordpress.com

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى اَبِىْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَافَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ اَنَا اَنَا كَاَنَّهُ كَرِهَهَا.

একবার হযরত জাবির (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীর দরজায় হাজির হয়ে করাঘাত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন—'কে'? তিনি উত্তর দিলেন—'আমি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্তি ভরে বললেন—'আমি, আমি।' (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, স্পষ্টভাবে কথা বলবে, যেন অন্যে কথা বুঝতে পারে। এমন অস্পষ্ট কথা বলা উচিত নয়, যা বুঝতে কষ্ট হয়—কারণ এতে অন্যকে জটিলতায় ফেলা হয়।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন—

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانُوا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذٰلِكَ

সাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউই ছিলো না। কিন্তু তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কেরাম এ জন্য দাঁড়াতেন না যে, তাঁদের জানা ছিলো যে, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপছন্দনীয়। (তিরমিযী)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, বিশেষ কোন আদব বা সম্মান প্রদর্শন বা বিশেষ কোন খেদমত যদি কারো রুচিবিরুদ্ধ হয়, তাহলে তার সঙ্গে সেরূপ আচরণ করবে না। নিজের মন চাইলেও অন্যের চাহিদা ও ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দিবে। কতক লোক কতক খেদমতের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করে থাকে, এতে তারা বুযুর্গদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ হয়েছে, 'এমন দুই ব্যক্তির

www.islamfind.wordpress.com

মাঝে—তাদের অনুমতি ছাড়া–বসা জায়েয নাই। যারা ইচ্ছা করে পাশাপাশি বসেছে।' (তিরমিযী)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয় বা বিরক্তির উদ্রেক হয়।

হাদীস শরীফে আরো এসেছে—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهٖ أَوْ ثَوْبِهٖ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ.

'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁচি এলে তিনি নিজের মুখ হাত বা কাপড় দ্বারা ঢেকে নিতেন এবং আওয়াজ নীচু করতেন।' (তিরমিযী)

এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, নিজের পার্শ্ববর্তী লোকের প্রতি এতটুকু পর্যন্ত খেয়াল করবে যে, তার যেন উঁচু আওয়াজের কারণেও কষ্ট না হয়, আতংক সৃষ্টি না হয়।

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, 'আমরা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসতাম, তখন যে যেখানে জায়গা পেতাম সেখানেই বসে যেতাম।' (আবূ দাঊদ)

অর্থাৎ, মানুষের কাতার ভেদ করে বা কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সম্মুখে যেতো না। এ হাদীস দ্বারাও মজলিসের আদব প্রমাণিত হয় যে, তাদেরকে এতটুকু কষ্টও দিবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে 'মওকুফ'ভাবে, হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে 'মরফু'ভাবে এবং হযরত সাঈদুবনুল মুসায়্যিব (রাযিঃ) থেকে 'মুরসাল'ভাবে বর্ণিত আছে—

أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ

'রোগী দেখতে গিয়ে রোগীর নিকট বেশী সময় বসবে না। অল্প সময় বসে তাড়াতাড়ি চলে আসবে।' (আবূ দাউদ, রাযীন, বাইহাকী)

এ হাদীসে কত সূক্ষ্মভাবে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, কারো কষ্ট বা বিরক্তির কারণও যেন না হয়। কারণ, কোন কোন সময়

www.islamfind.wordpress.com

কারো বসে থাকার কারণে রোগীর পার্শ্ব পরিবর্তন করতে বা পাও ছড়িয়ে দিতে বা কথাবার্তা বলতে এক ধরনের সংকোচ ও আড়ষ্টতা হয়ে থাকে। তবে যার বসে থাকার দ্বারা রোগীর আরাম হয়, সে এর ব্যতিক্রম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) জুমুআর গোসল জরুরী হওয়ার এ কারণই বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামের প্রথম দিকে সিংহভাগ লোক দরিদ্র ও শ্রমজীবী ছিলো। ময়লা কাপড়ে ঘাম নির্গত হওয়ায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে থাকে, তাই গোসল ওয়াজিব করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে ওয়াজিবের এ বিধান 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে যায়।

এ হাদীস দ্বারাও জানা গেলো যে, কারো দ্বারা যেন কারো কষ্ট না হয়, এ চেষ্টা করা ওয়াজিব।

নাসায়ী শরীফে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'শবে বরাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানা থেকে আস্তে ওঠেন—এ কারণে যে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ঘুমুচ্ছিলেন, ঘুম ভেঙ্গে তাঁর যেন কষ্ট না হয়। আস্তে করে পবিত্র জুতা পরিধান করেন। আস্তে দরজা খোলেন।'

এ ঘটনায় ঘুমন্ত ব্যক্তির প্রতি কি পরিমাণ লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, এমন কোন আওয়াজও যেন না করা হয়, যার দ্বারা ঘুমন্ত ব্যক্তি হঠাৎ জেগে উঠে পেরেশান হয়।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাযিঃ) থেকে দীর্ঘ একটি ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, 'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান ছিলাম এবং তাঁর ওখানেই অবস্থান করছিলাম। আমরা ইশার নামাযের পর যদি শুয়ে থাকতাম আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেরীতে তাশরীফ আনতেন, তখন মেহমানদের ঘুমন্ত ও জাগ্রত থাকার উভয়বিধ সম্ভাবনাই থাকতো। তাই তিনি জাগ্রত থাকার সম্ভাবনার কারণে সালাম করতেন ঠিকই, তবে আস্তে সালাম করতেন, যেন জেগে থাকলে শুনতে পায়, কিন্তু ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম ভেঙ্গে না যায়।'

এ হাদীস দ্বারাও ঐ বিষয়ের গুরুত্বই বোঝা গেলো, যা ইতিপূর্বের হাদীসে বোঝা গেছে। এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীসই বর্ণিত আছে। (যে

www.islamfind.wordpress.com

সমস্ত হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি, সেগুলো মিশকাত এবং তা'লীমুদ্দীন থেকে নকল করা হয়েছে।)

ফিকহের কিতাবে খাবার খাওয়া, পাঠদান বা ওযীফা ইত্যাদিতে রত ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়ার কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ দ্বারা পরিষ্কার জানা যায় যে, জরুরী কোন কাজে লিপ্ত ব্যক্তির মনোযোগকে বিনা প্রয়োজন বিক্ষিপ্ত বা অন্যমনস্ক করা শরীয়তে অপছন্দনীয়। একইভাবে মুখের গন্ধের রোগীকে মসজিদে আসতে না দেওয়ার কথাও ফকীহগণ উদ্ধৃত করেছেন। যার দ্বারা পরিষ্কার জানা যায় যে, মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পথ ও মাধ্যমসমূহ বন্ধ করা একান্তই জরুরী। এ সমস্ত দলিলের প্রতি সার্বিকভাবে দৃষ্টি দিলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়ত অত্যন্ত তাকীদ সহকারে এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে যে, কোন ব্যক্তির কোনও আচরণ বা কোনও অবস্থা যেন অন্যদের জন্য সামান্যতম পর্যায়েও কষ্ট, ক্লেশ, বোঝা, চাপ, সংকীর্ণতা, সংকোচ, বিরক্তি, মানসিক কষ্ট, অপছন্দনীয়, শংকা, অস্থিরতা, ভীতি, আতংক বা খটকার কারণ ও মাধ্যম না হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র তাঁর কথা ও কাজ দ্বারাই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করার উপর ক্ষান্ত করেননি, বরং কোন সাহাবীর উদাসীনতা ও অমনোযোগীতার ক্ষেত্রে এ সমস্ত আদবের উপর আমল করতে তাকে বাধ্য করেছেন এবং তার দ্বারা এ আদব বাস্তবায়ন করিয়ে এগুলো শিক্ষা দিয়েছেন।

একবার এক সাহাবী একটি হাদীয়া নিয়ে তাঁর খেদমতে সালাম প্রদান ও অনুমতি গ্রহণ ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন—

اِرْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَاَدْخُلُ

'পুনরায় বাইরে যাও, সালাম দাও এবং অনুমতি গ্রহণ করে ভিতরে প্রবেশ করো।'

মূলতঃ মানুষের সাথে সদাচরণের ভিত্তি ও মূল হলো একটি বিষয় অর্থাৎ, কারো দ্বারা কারো কোন কষ্ট ও আঘাত যেন না লাগে। বিষয়টিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

www.islamfind.wordpress.com

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'পরিপূর্ণ মুসলমান সে, যার মুখ ও হাত (এর কষ্ট) থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদে থাকে।' (বুখারী)

যে কাজ দ্বারা কষ্ট হয়, তা আর্থিক বা দৈহিক খেদমতের রূপে হোক, বা আদব ও সম্মানের রূপে হোক—তাকে সমাজে সদাচরণ মনে করা হলেও তা অসদাচরণের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, আরাম ও শান্তি—যা সদাচরণের প্রাণ—খেদমতের উপর—যা সদাচরণের খোসা সদৃশ—প্রাধান্য পাবে। কারণ, মগজ ছাড়া খোসা যে, বেকার তা বলাই বাহুল্য।

আদাবুল মু'য়াশারাত বা সামাজিক শিষ্টাচার দ্বীনের 'শি'য়ার' বা নিদর্শন ও প্রতীক হওয়ার দিক থেকে ফরয 'আকীদা ও ইবাদতের থেকে যদিও পিছনে, কিন্তু (আকীদা ও ইবাদতের ত্রুটি দ্বারা কেবলই নিজের ক্ষতি হয়, পক্ষান্তরে মু'য়াশারাত বা সামাজিক শিষ্টাচারের ত্রুটির ফলে অন্যদেরও ক্ষতি হয়। আর নিজের ক্ষতি নিজে করার চেয়ে অন্যের ক্ষতি করা অধিকতর মারাত্মক) এদিক থেকে মু'য়াশারাত আকীদা ও ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোন কারণ তো অবশ্যই আছে, যার ফলে আল্লাহ তাআলা সূরা ফুরকানে—

اَلَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا.

অর্থ ঃ 'যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা (তর্কের) কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।'

(সূরা ফুরকান–৬৩)

আয়াতকে—যা উত্তম শিষ্টাচারের দিকনির্দেশনা দান করে—ফরয ইবাদত ও আকীদা সংক্রান্ত নামায, খোদাভীতি, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন ও তাওহীদের আলোচনার উপর অগ্রগণ্য করেছেন। ফরয ইবাদতসমূহের উপর হুসনে মু'য়াশারাত বা উত্তম শিষ্টাচারকে যে, এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তা বিশেষ বিশেষ দিক থেকে দেওয়া হয়েছে। অন্যথা নফল ইবাদতের উপর সবদিক থেকে এর প্রাধান্য রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

হাদীস শরীফে আছে—

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ قِلَّةُ صِيَامِهَا وَ صَدَقَتِهَا وَصَلٰوتِهَا وَاِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقِطِ وَلَاتُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে দু'জন মহিলার কথা আলোচনা করা হলো। তাদের একজন বেশী বেশী নামায-রোযা করতো। (অর্থাৎ, নফল নামায-রোযা। কারণ, নফল নামায-রোযাই বেশী বেশী করা যায়।) কিন্তু সে তার প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দিতো। অপরজন বেশী নামায-রোযা করতো না। (অর্থাৎ, শুধু জরুরীগুলো পালন করতো।) কিন্তু প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দিতো না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমজনকে দোযখী এবং দ্বিতীয়জনকে জান্নাতী বলেছেন।

উপরোক্ত দিক থেকে 'আদাবে মুয়াশারাত' বা সামাজিক শিষ্টাচারের বিষয় 'মুয়ামালাত' বা লেনদেন ও কারবারের উপর যদিও অগ্রগণ্য নয়। কারণ, মুয়ামালার ক্ষেত্রে সমস্যার কারণেও অন্যদের ক্ষতি ও কষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু অপর একটি দিক থেকে 'মুয়াশারাত' 'মুয়ামালাতে'র থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো, আম বা সাধারণ লোকেরা না হলেও খাস বা বিশেষ লোকেরা 'মুয়ামালাত'কে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। আর 'মুয়াশারাত'কে 'আখাসসুল খাওয়াস' বা অতি বিশিষ্ট লোকেরা ছাড়া অনেক খাস বা বিশিষ্ট লোকও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। যারা মুয়াশারাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তারাও মুয়ামালাতের মত একে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস করে না। আর এ কারণে কার্যত তার প্রতি গুরুত্বও কম আরোপ করে থাকে।

আখলাকে বাতেনী বা আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও চরিত্রাবলীর ইসলাহ ও

সংশোধন ফরয ইবাদতের মতই গুরুত্বপূর্ণ। ইবাদতসমূহের উপর মুয়াশারাতের প্রাধান্য পাওয়ার যে পর্যায় উপরে উল্লেখিত হয়েছে, তা এখানেও প্রযোজ্য। মোটকথা, দ্বীনের এ শাখা অর্থাৎ, মুয়াশারাতের অধ্যায়টি দ্বীনের অন্যান্য শাখার চেয়ে কোনটার থেকে একদিক দিয়ে, আর কোনটার থেকে অন্য দিক দিয়ে—অগ্রগণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ব্যাপকভাবে আর কতিপয় বিশেষ লোকের আমলের দিক থেকে এর প্রতি মনোযোগ কম। আর যে নিজে এর উপর আমল করে সে তার সাথে সম্পৃক্ত ও ঘনিষ্ঠজনদের বা অসম্পৃক্তদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা, শিক্ষা দেওয়া ও সংশোধন করা সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছে।

এ কারণে বহুদিন ধরেই আদাবে মুয়াশারাত বা সামাজিক শিষ্টাচার সংক্রান্ত কিছু জরুরী আদব—যেগুলোর বেশীর ভাগ সময় মুখোমুখি হতে হয় এবং প্রয়োজন পড়ে—লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিলো। যদিও অধম দীর্ঘদিন ধরে নিজের মুতাআল্লিকীন ও মুরীদদেরকে এ ধরনের ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে ধরপাকড় করে থাকি। যদিও এক্ষেত্রে আমার এ ভুলটুকু অবশ্যই হয়ে থাকে যে, কোন কোন সময় এ ব্যাপারে মেযাজের মধ্যে তেজস্বিতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা আমার এ ত্রুটি মাফ করে সংশোধন করে দিন। এবং বেশীর ভাগ ওয়াযের মধ্যেও এ সমস্ত বিষয়ের তা'লীম ও তাবলীগ করে থাকি, কিন্তু বিখ্যাত প্রবাদ—

اَلْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدٌ

অর্থাৎ, 'ইলম হলো শিকার, লেখার মাধ্যমে তাকে বন্দী করতে হয়"— অনুযায়ী লেখার উপকারিতা বলার মধ্যে কি করে হতে পারে? তাই লেখারই প্রয়োজন বোধ হচ্ছিলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে কাজটি কেবলই বিলম্বিত হয়ে চলছিলো। কারণ, আল্লাহ তাআলার ইলমে এ কাজের জন্য এ সময়ই নির্দিষ্ট ছিলো। কোনরূপ বিন্যাস ছাড়া যে বিষয় যখন স্মরণ হবে বা সামনে আসবে, সে বিষয়েই লিখতে থাকবো। (আলহামদুলিল্লাহ, এখন সে সুযোগ হয়েছে। আমি প্রত্যেকটি বিষয়ের শিক্ষাদানের জন্য 'আদব' শব্দের শিরোনাম বসাবো) এ পুস্তিকা যদি

www.islamfind.wordpress.com

ছোটদেরকে বরং বড়দেরকেও পড়ানো হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেই বেহেশতের স্বাদ নসীব হবে।

কবির ভাষায়—

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد
کسے را باکسے کارے نباشد

অর্থ ঃ 'বেহেশত এমন জায়গা, যেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট নেই। কারো সাথে কারো কোন কাজ (ঝগড়া) নেই।'

وَاللّٰهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ وَهُوَ خَيْرُ رَفِيْقٍ

'আল্লাহই তাওফীক দানের মালিক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বন্ধু।'

আদাবুল মুয়াশারাত

আদব-১ ঃ যখন কোন ব্যক্তির নিকট সাক্ষাৎ করতে বা কিছু বলতে যাও, আর তার কোন ব্যস্ততার কারণে সুযোগ না থাকে—যেমন, সে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছে, বা ওযীফা পাঠ করছে, বা নির্জনে বসে কিছু লিখছে, বা শোয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে, বা লক্ষণের ভিত্তিতে এ ধরনের অন্য কোন অবস্থা জানতে পারো, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তির নিকট গেলে বা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে যথাসম্ভব তার ক্ষতি হবে, বা সে বিরক্ত হবে বা পেরেশান হবে—তাহলে এমন সময় তার সাথে সালাম-কালাম করো না। বরং ফিরে চলে যাও। আর যদি খুব বেশী জরুরী কথা থাকে, তাহলে আগে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাও যে, আমি কিছু বলতে চাই। তারপর অনুমতিক্রমে কথা বলো। এতে বিরক্তি বা কষ্ট হয় না। আর না হয় অবসর সময়ের জন্য অপেক্ষা করো। যখন তাকে অবসর দেখতে পাও, তখন তার সাথে সাক্ষাত করো।

আদব-২ ঃ কারো অপেক্ষায় বসতে হলে এমন জায়গায় এবং এমনভাবে বসো না যে, সে জানতে পারে যে, তুমি তার জন্য অপেক্ষা করছো। এতে অনর্থক তার অন্তর বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তার একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটে। বরং তার থেকে দূরে এবং তার দৃষ্টির আড়ালে বসো।

আদব-৩ ঃ এমন সময় মুসাফাহা করো না, যখন অন্যের হাত এমন কাজে আটকা থাকে যে, হাত খালি করতে তার কষ্ট হবে। বরং সালাম করেই ক্ষান্ত হও। এমনিভাবে ব্যস্ততার সময় বসার জন্য অনুমতির অপেক্ষায় থেকো না, বরং নিজের থেকেই বসে যাও।

আদব-৪ ঃ কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা পরিষ্কারভাবে কথা বলে না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ও ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলাকে আদব মনে করে। এতে করে সম্বোধিত ব্যক্তি অনেক সময় কথা বুঝতে পারে না বা ভুল বোঝে। ফলে তখন বা পরবর্তীতে পেরেশানী হয়। কথা খুব স্পষ্ট করে বলা উচিত।

আদব-৫ ঃ কোন কোন লোক বিনা প্রয়োজনে অন্য লোকের পিছনে গিয়ে বসে। এতে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বা পিছনে নামাযের নিয়ত বাঁধে। এমতাবস্থায় সে নিজের জায়গা থেকে উঠতে চাইলে পিছনে নামায আদায়কারীর কারণে উঠতে পারে না। আটকে যায়। ফলে তার মনঃকষ্ট ও বিরক্তি হয়। এটা ঠিক নয়।

আদব-৬ ঃ কেউ কেউ মসজিদে এমন জায়গায় নামাযের নিয়ত করে যে, অতিক্রমকারীদের পথ বন্ধ হয়ে যায়। যেমন, দরজার সামনে বা পূর্ব দেওয়ালের সাথে একেবারে ঘেষে দাঁড়ায়। ফলে পিঠের দিক থেকে বের হওয়ারও সুযোগ থাকে না। সামনের দিক দিয়েও গুনাহের কারণে বের হতে পারে না। তাই এমন করবে না। বরং কেবলার দিকের দেওয়ালের নিকটে এক কোণায় নামায পড়বে।

আদব-৭ ঃ কারো নিকট গেলে সালাম দিয়ে, কথা বলে, সামনাসামনি বসে বা যে কোন উপায়ে তাকে তোমার আগমনের কথা জানিয়ে দাও। তাকে না জানিয়ে আড়ালে এমন জায়গায় বসো না যে, সে তোমার আগমন সম্পর্কে জানতে না পারে। কারণ, হতে পারে যে, সে এমন কোন কথা বলতে চায়, যা তোমাকে জানাতে চায় না। তার সম্মতি ছাড়া তার গোপন বিষয় অবগত হওয়া গুনাহের কাজ। বরং কোন কথার সময় যদি এরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, তুমি জানছো না মনে করে সে কথা বলছে, তাহলে তুমি সাথে সাথে সে জায়গা ছেড়ে চলে যাও। বা যদি তোমাকে ঘুমন্ত মনে করে এমন কথা বলতে আরম্ভ করে তাহলে অনতিবিলম্বে তোমার জেগে থাকার কথা প্রকাশ করে দাও। তবে হাঁ, যদি তোমার বা অন্য কোন মুসলমানের ক্ষতি করার কোন কথা হতে থাকে, তাহলে তা যে কোনভাবে শোনা জায়েয আছে। যাতে করে ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব হয়।

আদব-৮ ঃ এমন কোন ব্যক্তির নিকট কিছু চেয়ো না, যার ব্যাপারে লক্ষণ দেখে নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, তার কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও না করতে পারবে না। যদিও তা ধাররূপেই চাওয়া হোক না কেন। হাঁ, তবে যদি এ বিশ্বাস হয় যে, তার কষ্ট হবে না, বা কষ্ট হলে সে স্বাধীনভাবে না করে দিবে, তাহলে চাওয়ায় সমস্যা নেই। এই একই বিশ্লেষণ প্রযোজ্য হবে,

কোন কাজে বলার ক্ষেত্রে বা কোন ফরমায়েশ করার ক্ষেত্রে বা কারো নিকট কারো পক্ষে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে। বর্তমানে অনেকেই এতে লিপ্ত।

আদব-৯ ঃ কোন বুযুর্গের জুতা উঠাতে চাইলে পা থেকে জুতা খোলার সময় জুতা হাত দিয়ে ধরো না। এতে অনেক সময় ঐ ব্যক্তি পড়ে যায়।

আদব-১০ ঃ কোন কোন সময় কিছু কিছু খেদমত অন্যের দ্বারা নেওয়া পছন্দ হয় না। তখন এরকম খেদমত করার জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। এতে যার খেদমত করা হয়, তার কষ্ট হয়ে থাকে। আর কোন্ খেদমত অন্যের দ্বারা নেওয়া পছন্দ নয়, তা যার খেদমত করা হবে, তার পরিষ্কার নিষেধ করার দ্বারা বা লক্ষণ দেখে জানা যাবে।

আদব-১১ ঃ কারো পাশে বসতে হলে এতো গা ঘেঁষে বসো না যে, তার মন বিচলিত হতে থাকে, আবার এতো দূরেও বসো না যে, কথাবার্তা বলতে কষ্ট হয়।

আদব-১২ ঃ কর্মরত ব্যক্তির নিকট বসে তার দিকে তাকিয়ে থেকো না। কারণ, এতে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এবং মনের উপর চাপ অনুভব হয়। বরং এমন ব্যক্তির দিকে মুখ দিয়েও বসো না।

মেহমান হওয়ার আদব

আদব-১৩ ঃ যদি কারো নিকট মেহমান হও, আর তোমার খানা খাওয়ার ইচ্ছা না থাকে—তুমি খানা খেয়েছো, বা রোযা রেখেছো বা যে কোন কারণে খাওয়ার ইচ্ছা নেই—তাহলে সেখানে গিয়েই তাকে জানিয়ে দাও যে, আমি এখন খানা খাবো না। এমন যেন না হয় যে, সে খাবারের আয়োজন করলো। এজন্য সে কষ্টও করলো। তারপর খাওয়ার সময় হলে তুমি জানালে যে, খাবার খাবে না। তাহলে সমস্ত আয়োজন ও খাবার বৃথা নষ্ট হলো।

আদব-১৪ ঃ একইভাবে মেযবানের অনুমতি না নিয়ে মেহমানের জন্য অন্য কারো দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত নয়।

আদব-১৫ ঃ মেহমানের উচিত কোথাও গেলে মেযবানকে জানিয়ে

—৪৬

www.islamfind.wordpress.com

যাওয়া, যাতে খানা খাওয়ার সময় তাকে তালাশ করতে গিয়ে পেরেশানী না হয়।

আদব-১৬ ঃ কোন প্রয়োজনে কোথাও গেলে সুযোগ পাওয়া মাত্র সে প্রয়োজনের কথা বলে দিবে। দেরী করবে না। কোন কোন লোক আছে, যারা জিজ্ঞাসা করলে বলে যে, এমনি দেখা করতে এসেছি। যখন ঐ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় এবং কথা বলার সুযোগ না থাকে, তখন বলে যে, আমার কিছু বলার ছিলো। এতে খুব কষ্ট হয়।

আদব-১৭ ঃ যখন কথা বলবে, সম্মুখে বসে কথা বলবে। পিছনে থেকে কথা বলায় কষ্ট হয়।

আদব-১৮ ঃ কোন জিনিস একাধিক লোকের ব্যবহারের হলে কাজ শেষে তা পূর্বের জায়গায় রেখে দিবে। এ বিষয়টির প্রতি খুব গুরুত্ব দিবে।

আদব-১৯ ঃ কোন কোন সময় ঘুমানো বা বসার জন্য এমন জায়গায় চৌকি বিছানো হয়—যেখানে সবসময় চৌকি বিছানো থাকে না—তাহলে কাজ শেষ হলে সেখান থেকে চৌকি উঠিয়ে একদিকে সরিয়ে রাখবে, যেন কারো কষ্ট না হয়।

আদব-২০ ঃ অন্যের চিঠি—যা তোমার বরাবর লিখছে না—দেখো না। সামনাসামনিও না—যেমন কেউ লিখছে, আর কেউ দেখছে এবং গোপনেও না।

আদব-২১ ঃ কারো সামনে কাগজপত্র রাখা থাকলে সেগুলো উঠিয়ে দেখো না। হয়তো সে ব্যক্তি কোন কাগজ তোমার থেকে গোপন রাখতে চায়। যদিও তা ছাপানো কাগজ হোক না কেন। কারণ, অনেক সময় এ কাগজ যে, তার কাছে আছে, একথা তুমি জানো—তা সে চায় না।

আদব-২২ ঃ যে ব্যক্তি খাবার খেতে যাচ্ছে বা তাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে খাওয়ার জায়গা পর্যন্ত যেয়ো না। কারণ, এমতাবস্থায় বাড়ীওয়ালা চক্ষুলজ্জার কারণে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, অথচ ভিতর থেকে তার অন্তর চায় না। আর অনেক লোক এমন আছে, যারা তাড়াতাড়ি সে প্রস্তাব গ্রহণ করে, এমতাবস্থায় সে বাড়ীওয়ালার আন্তরিক সম্মতি ছাড়া খাবার খেলো। আর যদি প্রস্তাব গ্রহণ না করে তাহলে বাড়ীওয়ালাকে হেয় করা হলো। তাছাড়া অতিরিক্ত লোক দেখে

বাড়ীওয়ালা প্রথম ধাক্কাতেই হোঁচট খায়, এটাও কষ্ট দেওয়া।

আদব-২৩ ঃ এমন ব্যক্তি, যার নিকট একবার কোন প্রয়োজনের কথা বলেছো, তার নিকট পুনরায় ঐ প্রয়োজনের কথা বলার সময়ও কথাটি পরিপূর্ণ বলা উচিত। ইঙ্গিতের উপর বা আগে বলেছো এর উপর ভরসা করে অসম্পূর্ণ কথা বলবে না। কারণ, হতে পারে যে, ঐ লোক পূর্বের কথা ভুলে গিয়েছে। ফলে সে ভুল বুঝবে বা মোটেই বুঝবে না, ফলে সে কষ্ট পাবে।

আদব-২৪ ঃ কোন কোন লোক পিছনে বসে এ উদ্দেশ্যে গলা খাঁকারী দেয় যে, খাঁকরানির শব্দ শুনে ঐ লোক আমাকে দেখবে এবং আমার সাথে কথা বলবে। এ ধরনের আচরণে মারাত্মক কষ্ট হয়ে থাকে। এর চেয়ে তো এটাই ভালো যে, সরাসরি সামনে এসে বসবে এবং যাকিছু বলার আছে বলবে। আর কর্মরত মানুষের সঙ্গে এটাও তখন করবে, যখন তীব্র প্রয়োজন দেখা দিবে। তা নাহলে উত্তম হলো, এমন জায়গায় বসে থাকবে, যাতে সে তার আগমনের কথাও জানতে না পারে। অন্যথায় এতে করেও অনেক সময় কষ্ট হয়ে থাকে। তারপর সে কাজ থেকে অবসর হলে কাছে এসে বসে যাকিছু বলার আছে বলবে এবং শুনবে।

আদব-২৫ ঃ যে ব্যক্তি দ্রুত পথ চলছে, মুসাফাহা করার জন্য তাকে আটকিও না। হতে পারে এতে তার কোন ক্ষতি হয়ে যাবে। একইভাবে এমন সময় তাকে খাড়া করে কথাও বলো না।

আদব-২৬ ঃ কতক লোক মজলিসে গিয়ে সবার সাথে পৃথক পৃথকভাবে মুসাফাহা করে। যদিও সবার সাথে তার পরিচয় না থাকে। এতে অনেক সময় ব্যয় হয়। তার মুসাফাহা শেষ হওয়া পর্যন্ত মজলিসের সমস্ত লোক আটকা পড়ে এবং পেরেশান হয়। সমীচীন হলো, যাকে উদ্দেশ্য করে এসেছে, তার সঙ্গে মুসাফাহা করে ক্ষান্ত করবে। হাঁ, অন্যদের সাথেও যদি পরিচয় থাকে, তবে সবার সাথে মুসাফাহা করায় দোষ নেই।

আদব-২৭ ঃ কারো নিকট কোন প্রয়োজনের কথা বলতে হলে বা কোন কিছুর আবদার করতে হলে—যেমন, কোন বুযুর্গের নিকট থেকে

কোন 'তাবাররুক' নিতে হলে—এমন সময় তা বলে দাও এবং আবেদন করো, যেন ঐ ব্যক্তি তা পুরা করার সময় পায়। অনেকে ঠিক বিদায় হওয়ার মুহূর্তে ফরমায়েশ করে ঃ এতে বাড়ীওয়ালার অনেক কষ্ট হয়। তখন সময় থাকে সীমিত। কারণ, মেহমান যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। হতে পারে যে, এই সীমিত সময়ে তার সুযোগ নেই। সে কোন কাজে ব্যস্ত। তখন না তার নিজের কাজের ক্ষতি করতে চায়, না আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে চায়। ফলে তার অনেক কষ্ট হয়। আর এমন কাজ করা—যার দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়—জায়েয নেই। তাছাড়া 'তাবাররুক' চাওয়ার সময় এদিকেও লক্ষ্য রাখবে যে, তা যেন ঐ বুযুর্গের সম্পূর্ণ অতিরিক্ত জিনিস হয়। অন্যথায় সহজপন্থা হলো, ঐ জিনিস নিজের তরফ থেকে তাকে দাও এবং বলো যে, এটি আপনি ব্যবহার করে আমাকে দিয়ে দিবেন।

আদব-২৮ ঃ এমন অনেকে আছে, যারা কথার কিছু অংশ বলে খুব জোরে, আর কিছু অংশ বলে খুব আস্তে, যা শোনাই যায় না বা অস্পষ্ট ও অসম্পর্ণ শোনা যায়। উভয় অবস্থাতেই শ্রোতার ভুল বোঝার, দ্বিধা-সংশয় হওয়ার বা পেরেশান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উভয়ের ফল হলো কষ্ট পাওয়া। তাই পুরো কথা সুস্পষ্টরূপে বলা উচিত।

আদব-২৯ ঃ কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। কোন সন্দেহ-সংশয় থাকলে সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হওয়া উচিত। না বুঝে নিজের বুঝ মত কাজ করা উচিত নয়। অনেক সময় না বুঝে কাজ করায় যার কাজ করা হয় তার কষ্ট হয়ে থাকে।

আদব-৩০ ঃ নিজের কোন মুরুব্বী কোন কাজে বললে কাজ শেষ করে তাকে অবশ্যই অবহিত করা উচিত। অনেক সময় তারা প্রতীক্ষায় থাকেন।

আদব-৩১ ঃ কোথাও মেহমান হয়ে গেলে সেখানকার ব্যবস্থাপনায় মোটেও নাক গলাবে না। তবে মেযবান ব্যবস্থাপনার বিশেষ কোন কাজ তার উপর চাপালে সে কাজের ব্যবস্থাপনায় দোষ নেই।

আদব-৩২ ঃ নিজের চেয়ে বড় কারো সাথে অবস্থান করলে তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোন কাজ করা উচিত নয়।

আদব-৩৩ ঃ এক আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করা হলো—তুমি কবে

যাবে? সে উত্তর দিলো—যখন হুকুম করবেন। তখন তাকে শিখানো হলো যে, এ উত্তরের কোন অর্থ নেই। তোমার কি অবস্থা, কি সুবিধা–অসুবিধা আছে, কি পরিমাণ সময় তোমার হাতে আছে, আমি তার কি জানি? উচিত হলো, উত্তরে নিজের ইচ্ছা জানিয়ে দেওয়া। যদি খুব বেশী আদব, আনুগত্য ও সমর্পণের প্রাবল্য থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা জানিয়ে বলবে যে, আমার ইচ্ছা তো এই বাকী আপনি যেমন হুকুম করেন। মোটকথা, এমন উত্তর দিও না যে, জিজ্ঞাসাকারীর উপর চাপ সৃষ্টি হয়।

আদব–৩৪ ঃ একজন তালিবে ইলম অন্য এক ব্যক্তির প্রসব বেদনার তাবিয চাইলো। তখন তাকে তালিম দেওয়া হলো যে, তালিবে ইলমের জন্য অন্যদের দুনিয়াবী হাজত পেশ করা উচিত নয়। কেউ তাকে এমন ফরমায়েশ করলে সে অক্ষমতা জানিয়ে বলবে যে, আমাকে এ থেকে মাফ করুন। এটি আদবের খেলাফ।

আদব–৩৫ ঃ একজন তালিবে ইলম মেহমান হয়ে আসে। সে ইতিপূর্বেও এসেছিলো এবং অন্য জায়গায় অবস্থান করেছিলো। এবার এখানে থাকার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু আমাকে বলেনি যে, এবার এখানে অবস্থান করবো। তাই তার জন্য খানা পাঠানো হয়নি। পরে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, সে আমার এখানে অবস্থান করবে, তখন তার জন্য খানা আনানো হয় এবং তাকে বুঝিয়ে দেই যে, এমতাবস্থায় এখানে যে, থাকবে তা নিজের থেকে বলা উচিত ছিলো। না বললে বুঝবো কি করে। তাছাড়া ইতিপূর্বে অন্য জায়গায় অবস্থান করেছিলে বিধায় আমি নিজেও জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন আসেনি।

আদব–৩৬ ঃ এক মেহমান অপর এক মেহমানকে বলেছিলো যে, 'খাবার তৈয়ার হয়েছে।' অথচ মেহমানের এসব অনর্থক কাজ ও কথার কি প্রয়োজন?

আদব–৩৭ ঃ এক মেহমান মেযবানের খাদেমকে এ বলে পানি চায় যে, 'পানি নিয়ে এসো।' তখন হযরত বলেন যে, আদেশের সুরে কাজে বলা মোটেই উচিত নয়। এটি অসদ্ব্যবহার। এভাবে বলা উচিত যে, 'একটু পানি দিবেন?'

www.islamfind.wordpress.com

আদব-৩৮ ঃ হাদীয়া দেওয়ার একটি আদব এই যে, যাকে হাদীয়া দিচ্ছে, তার কাছে কিছু চাইতে হলে তখন হাদীয়া দিবে না। কারণ, এমতাবস্থায় প্রার্থিত বস্তু দিতে ঐ ব্যক্তি বাধ্য হয়, আর দিতে না পারলে অপমানিত হয়। একইভাবে অনেকে সফরের হালতে এতো অধিক পরিমাণে হাদীয়া দেয় যে, তা নিয়ে যাওয়া কষ্ট হয়ে যায়। যদি এতই আগ্রহ থাকে তাহলে তার অবস্থান স্থলে পার্সেল করে পাঠিয়ে দিবে।

আদব-৩৯ ঃ প্রথম সাক্ষাতেই শাইখের (শারীরিক) খেদমত করায় মারাত্মক মানসিক চাপ হয়ে থাকে। খেদমতের ইচ্ছাই যদি থাকে তবে আগে অকৃত্রিম সম্পর্ক গড়ো।

আদব-৪০ ঃ মজলিসে বিশেষ কোন বিষয়ে যদি আলোচনা হতে থাকে তাহলে নবাগতের সালাম করে নিজের দিকে মনোযোগী করে কথার মাঝে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। বরং সবার চোখ এড়িয়ে বসে পড়বে পরে সুযোগমত সালাম ইত্যাদি করতে পারবে।

আদব-৪১ ঃ মেহমানের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না করে খাওয়ার জন্য তাকাল্লুফ করা এবং পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়।

আদব-৪২ ঃ অনর্থক পশ্চাতে বসার দ্বারা ভীষণ মানসিক চাপ অনুভব হয়। তীব্র প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও তার সম্মানার্থে ওঠা যায় না। তাই এভাবে বসা উচিত নয়।

আদব-৪৩ ঃ একজনের জুতা রাখা আছে, সেখান থেকে তার জুতা হটিয়ে নিজের জুতা রেখে মসজিদ ইত্যাদিতে যাওয়া উচিত নয়। যেখানে যার জুতা রাখা আছে, তা তারই হক। সে ওখানে এসেই তার জুতা খুঁজবে, সেখানে জুতা না পেয়ে সে পেরেশান হবে।

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد

অর্থ ঃ 'বেহেশত এমন জায়গা যেখানে কোন কষ্ট থাকবে না।'

এভাবে জীবন কাটানো উচিত।

আদব-৪৪ ঃ ওযীফা পড়ার সময় কাছে বসে অপেক্ষা করে মনকে আকৃষ্ট করার দ্বারা ওযীফাতে বিঘ্ন ঘটে। তবে নিজের জায়গায় বসে থাকায় কোন অসুবিধা নেই।

www.islamfind.wordpress.com

আদব-৪৫ ঃ সবসময় সহজ-সরলভাবে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলবে। কৃত্রিমভাবে ভূমিকা টানবে না।

আদব-৪৬ ঃ বিনা প্রয়োজনে কারো মধ্যস্থতায় পয়গাম পাঠাবে না। যা কিছুর বলার আছে, নিজে সরাসরি বলবে।

আদব-৪৭ ঃ হাদীয়া গ্রহণ করার পর হাদীয়া দাতার সামনেই ঐ হাদীয়াপ্রাপ্ত জিনিস জনকল্যাণমূলক কাজে চাঁদা হিসেবে দেওয়াও হাদীয়াদাতার মনঃকষ্টের কারণ হয়। তাই (সে জিনিস চাঁদা হিসেবে দিতে হলে) এমন সময় দিবে, যাতে সে জানতে না পারে।

আদব-৪৮ ঃ এক গ্রাম্য লোক আমার সাথে কিছু কথা বলছিলো। কথার মাঝে সে কিছু অশালীন কথাও বলছিলো। মজলিসে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি ইশারায় তাকে থামিয়ে দেয়। আমি তখন ঐ ব্যক্তিকে কঠোরভাবে সতর্ক করে বলি যে, তুমি তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার কোথায় পেলে? তোমরা মানুষদেরকে সন্ত্রস্ত করো। আমার মজলিসকে ফেরাউনের মজলিস বানাও। যদি বলো যে, সে বেয়াদবী করছিলো তাহলে বেয়াদবী থেকে বাধা দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকেও তো মুখ দিয়েছেন। তুমি কেন নাক গলাও। আর গ্রাম্য লোকটিকে বললাম যে, তোমার যা বলার আছে, স্বাধীনভাবে বলো।

আদব-৪৯ ঃ কোন বুযুর্গের সাথে তার কোন মুরীদকেও দাওয়াত দিতে চাইলে ঐ বুযুর্গকে বলবে না যে, অমুককেও নিয়ে আসবেন। কারণ, অনেক সময় মনে থাকে না। তাছাড়া তার দ্বারা নিজের কাজ নেওয়া আদবেরও খেলাপ। বরং বুযুর্গের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মুরীদকে নিজেই বলবে। আর মুরীদেরও উচিত, নিজের পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করে তবে দাওয়াত কবুল করা।

আদব-৫০ ঃ এক ব্যক্তি পানি পড়ার জন্য গ্লাস ভরে পানি আনতো। কখনো নিজের জন্য পানি পড়া নিতো, আর কখনো অন্যের জন্য নিতো। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করলে বলতো না যে, এখন কার জন্য পানি পড়া নিচ্ছে। তাই তাকে বুঝিয়ে দেই যে, আমার তো পার্থক্য করার জন্য ইলমে গায়েব জানা নাই বা কোন পারিভাষিক শব্দও নির্দিষ্ট নাই যে, সেই শব্দ দেখে বুঝবো যে, কার জন্য পানি পড়া নিচ্ছো। প্রত্যেকবার

www.islamfind.wordpress.com

জিজ্ঞাসা করার বোঝা আমার উপর চাপানো আদবের খেলাপ। গ্লাস রেখে নিজের থেকেই বলে দিবে যে, অমুকের জন্য পানি পড়া নিবো।

আদব-৫১ ঃ অনেক লোক শুধু এতটুকু বলে যে, একটি তাবীজ দিন। জিজ্ঞাসা না করলে বলে না যে, কিসের তাবীজ। এতেও কষ্ট হয়।

আদব-৫২ ঃ এক ব্যক্তি কিছু আটা এনে বলে—এটি এনেছি। কিন্তু কেন এনেছে, তা বলে নাই। ঐ আটা ফেরত পাঠিয়ে দেই এবং বলি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আটা দিয়ে নিজের থেকে বলবে না যে, আমার জন্য এনেছো, নাকি মাদরাসার জন্য, ততক্ষণ পর্যন্ত এ আটা নেওয়া হবে না।

আদব-৫৩ ঃ এস্তেঞ্জাখানায় যাওয়ার পথে দেখি যে, একজন তালিবে ইলম সেখানে পেশাব করছে। তার কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আমি একটু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে যাই। যখন অনেক দেরী হলো, তখন এগিয়ে গিয়ে দেখি ঐ তালিবে ইলম পেশাব শেষ করে ঢিলা নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন তাকে আমি বুঝিয়ে দেই যে, এখন এ জায়গা আটকিয়ে রাখার কি প্রয়োজন রয়েছে? এখান থেকে সরে গিয়ে ঢিলা ব্যবহার করা দরকার ছিলো। অনেক লোক সংকোচের কারণে ঐ জায়গা খালি হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। তারা অন্য লোক থাকাবস্থায় এস্তেঞ্জাখানায় যেতে লজ্জাবোধ করে।

আদব-৫৪ ঃ এক ব্যক্তিকে দেখি যে, ঢিলা নিয়ে সাধারণের চলাচলের পথে হাঁটাহাঁটি করছে। তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, যতদূর সম্ভব মানুষের চোখের আড়ালে দূরে গিয়ে এস্তেঞ্জা শুকানো উচিত।

আদব-৫৫ ঃ আমার একবার মাদরাসার একটি কিতাবের প্রয়োজন হয়। কিতাবটি আমার এক বন্ধুর নিকট আমানত ছিলো। সে ঐ সময় উপস্থিত ছিলো না। আমি তার বসার জায়গায় কিতাবটি খোঁজ করাই, কিন্তু পাওয়া যায় না। আমি নিজে গিয়ে তালাশ করেও পেলাম না। হঠাৎ একজনের চোখে পড়ে যে, একজন তালিবে ইলম ওখানে বসে একটি কিতাব 'তাকরার' করছে, আর মাথার নীচে মাদরাসার সেই কিতাবটি বালিশরূপে রেখেছে। মাদরাসার কিতাবটি তার কিতাবের আড়ালে ছিলো বলে দেখা যাচ্ছিলো না। হঠাৎ তা চোখে পড়ার ফলে চেনা যায় এবং পাওয়া যায়। ঐ তালিবে ইলমকে তিরস্কার করে বলি

www.islamfind.wordpress.com

যে, না জানিয়ে কোন জিনিস ব্যবহার করা নাজায়িয তো বটেই, তাছাড়া তোমার কারণে এতোগুলো মানুষ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পেরেশান হলো। এমন আচরণ আর কখনো করো না।

আদব-৫৬ ঃ তোমার কোন মুরুব্বী কোন কাজ করতে বললে তা সম্পাদন করে তাকে অবহিত করা উচিত। যাতে ঐ মুরুব্বীর সেই কাজের অপেক্ষায় কষ্ট না হয়।

(টীকা ঃ এ নম্বর এবং বিশ নম্বরের বিষয়বস্তু একই। বাহ্যতঃ ভুলে এই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।—মুহাম্মাদ শফী')

আদব-৫৭ ঃ পাখা দ্বারা বাতাসকারীদেরকে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম এই যে, পাখা হাত বা কাপড় দিয়ে খুব ভালো করে পরিস্কার করে নিবে। কারণ, অনেক সময় পাখা বিছানার উপর পড়ে থাকার ফলে তাতে ধুলাবালি, কখনো মাটি, চুনা বা পাথরের ছোট টুকরা লেগে থাকে। পাখা নাড়া দিলে সেগুলো চোখে মুখে বা অন্য কোন অঙ্গের উপর গিয়ে পড়ে। ফলে কষ্ট হয়।

দ্বিতীয়, হাত এমন বরাবর রাখে, যেন মাথায় বা অন্য কোথাও বাড়ি না লাগে। আবার এতো উঁচুতেও রেখো না যে, বাতাসই না লাগে। এতো জোরেও পাখা চালিয়োনা যে, যাকে বাতাস দিচ্ছো তার কষ্ট হয়।

তৃতীয়, এদিকে লক্ষ্য রাখবে যে, পাশে উপবিষ্ট কারো যেন কষ্ট না হয়। যেমন, পাখা তার মুখে গিয়ে আঘাত করলো, বা তার সম্মুখে দেওয়ালের মত আড়াল হয়ে গেলো।

চতুর্থ, যাকে বাতাস করছো, তিনি উঠতে চাইলে তার প্রতি খেয়াল রেখে আগেই পাখা সরিয়ে ফেলো, যেন তাঁর (গায়ে) আঘাত না লাগে।

পঞ্চম, কাগজ বা অন্য কিছু বের করতে আরম্ভ করলে পাখা ঝুলানো বন্ধ করে দাও। মেশিনের মত একাধারে ঝুলাতে থেকো না।

আদব-৫৮ ঃ কারো কারো জন্য এমন ব্যক্তি থেকে হাদীয়া নেওয়া খুব কষ্টকর হয়, যার কোন প্রয়োজন তার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যেমন, দু'আ করানো, তাবিজ নেওয়া, সুপারিশ করানো, মুরীদ হওয়া বা এ জাতীয় অন্য যে কোন কাজ। তাই এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে। হাদীয়া তো

www.islamfind.wordpress.com

কেবলই মুহাব্বতের খাতিরে হওয়া উচিত। যার মধ্যে কোন স্বার্থ থাকবে না। যদি কোন প্রয়োজন থাকেই তবে তাকে এর সাথে মেলাবে না। বরং যখন প্রয়োজনের কথা বলবে, তখন যেন এ সন্দেহ না হয় যে, ঐ হাদীয়া এ কারণে দিয়েছিলো। আর যখন হাদীয়া দিবে, তখন যেন এ সন্দেহ না হয় যে, এ হাদীয়া কোন প্রয়োজনের খাতিরে দিয়েছে।

আদব-৫৯ ঃ এক ব্যক্তি ফজর নামাযের পূর্বে আমি ঘর থেকে এসে ওযু করবো একথা চিন্তা করে আমার জন্য লোটায় পানি ভরে তার উপর আমার মেসওয়াক রেখে প্রস্তুত করে রাখে। যখন আমি মসজিদে আসি, ঘটনাচক্রে তখন আমার ওযু ছিলো। তাই আমি সোজা মসজিদে চলে আসি। মসজিদে আসার পর হঠাৎ করে ঐ লোটার উপর আমার চোখ পড়ে। আমার মেসওয়াক চিনে বুঝতে পারি যে, ঐ লোটা আমার জন্য ভরে রাখা হয়েছে। যে বদনা ভরে রেখেছে আমি তাকে খোঁজ করি। অনেক পেরেশানীর পর যে রেখেছিল, সে নিজেই স্বীকার করে। আমি সে সময় সংক্ষেপে এবং নামাযের পর বিস্তারিতভাবে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাই যে, দেখো! তুমি শুধু এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে, আমি ওযু করবো, লোটা ভরে রেখে দিয়েছো। কিন্তু এ সম্ভাবনার কথা তোমার মনে হলো না যে, ওযু থাকতেও পারে। অথচ যে সম্ভাবনার কথা তুমি ভেবেছিলে বাস্তবে তা ভুল প্রমাণিত হলো। আর এ দ্বিতীয় সম্ভাবনাই বাস্তব প্রমাণিত হলো। এমতাবস্থায় যদি হঠাৎ আমার চোখ লোটার উপর না পড়তো, এ লোটা এমনই ভরা অবস্থায় থেকে যেতো। অন্য কেউ তা ব্যবহারও করতে পারতো না। কারণ, একে তো লোটা ছিলো ভরা যা এ কথার নিদর্শন ছিলো যে, কেউ ব্যবহারের জন্য এটি ভরে রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, তার উপর মেসওয়াক থাকা একথার নিশ্চিত আলামত ছিলো। বিধায়, তুমি এমন একটি জিনিসকে বিনা প্রয়োজনে আটকিয়ে রেখেছিলে, যার সঙ্গে জনসাধারণের উপকারিতা জড়িত রয়েছে। যা এ বদনা তৈরীর উদ্দেশ্য এবং এর ওয়াকফকারীর নিয়তের পরিপন্থী কাজ, তাই এটা কি করে জায়েয হতে পারে? এতো হলো লোটা সংক্রান্ত কথা।

এখন হলো মেসওয়াক সংক্রান্ত কথা। তুমি মেসওয়াকটি বিনা প্রয়োজনে সংরক্ষিত জায়গা থেকে সরিয়ে এনে এমন এক জায়গায়

রেখেছো, যা নিরাপদ নয়। মেসওয়াক রেখে তার তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাও করোনি যে, কাজ শেষ হলে তা এনে পুনরায় পূর্বের জায়গায় রেখে দিবে। কারণ, মিসওয়াকটি লোটার উপর রেখে দিয়ে তুমি মনে করেছো যে, আমি সেটি ব্যবহার করে উঠিয়ে রাখবো। ফলে এটা হারিয়ে যাওয়ার আশংকা ছিলো। তোমার এ খেদমত এতোগুলো নাজায়েয কাজ এবং কষ্টের কারণ হলো। ভবিষ্যতে কখনোই আর এমন করবে না। হয় অনুমতি নিয়ে এমন করবে, অথবা যখন দেখবে যে, ওযু করার জন্য উদ্যত হয়েছে, তখন এমন করায় কোন ক্ষতি নেই। অন্যথায় উলটপালট খেদমতের দ্বারা আরামের পরিবর্তে উল্টো আরো কষ্ট হয়ে থাকে।

লতীফা ঃ এই একই অবস্থা বিদআতেরও। তার বাইরের আকৃতি তো ইবাদতের হয়ে থাকে, যেমন এ কাজটির বাইরের আকৃতি ছিলো খেদমতের। কিন্তু বিদআতের ভেতরে অনেক ক্ষতি ও দোষ লুকায়িত থাকে, যেগুলো স্বল্প বুঝের লোকেরা জানে না। যেমন, এই খেদমতের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খারাপ দিকসমূহ ছিলো, যা খেদমতকারী বুঝতে পারেনি।

আদব-৬০ ঃ একজন ছাত্র মাদরাসায় থাকাবস্থায়ই একটি চিরকুটে কাপড়ের প্রয়োজনের কথা লিখে অন্য ছাত্রের হাতে পাঠিয়ে দেয়। আবেদনকারীকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো। সে বললো, আমার একটি কাজ ছিলো, তাই অন্যের হাতে পাঠিয়েছি। এ প্রেক্ষিতে তাকে উপদেশ দেই—

একে তো এর মধ্যে আদবের কমতি রয়েছে যে, সবসময় এ জায়গায় থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র একটি কাজ দেখা দেওয়ার কারণে লজ্জা ও সংকোচের কারণেও নয় (কারণ, এটাও এক ধরনের অপারগতা) নিজে এসে কাপড় না চেয়ে অন্যের হাতে চেয়ে পাঠিয়েছো। যা সমকক্ষদের মধ্যে চলে। কিন্তু বড়দের সাথে এমন করা বেয়াদবী।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে অনাগ্রহ প্রকাশ পায়, যেন বেগার খাটার ন্যায় তুমি এড়িয়ে গেলে।

তৃতীয়ত, এতে অন্যের দ্বারা খেদমত নেওয়া হলো, এখন থেকেই খেদমত নেওয়া শিখছো। তাকে আরো বলি যে, এ বেয়াদবীর শাস্তি

হলো, চার দিনের জন্য এ দরখাস্ত ফিরিয়ে দিচ্ছি। তারপর নিজের হাতে দরখাস্ত দিবে। সুতরাং চতুর্থ দিন সে নিজ হাতে পুনরায় দরখাস্ত দেয় এবং খুশি মনে তা গ্রহণ করা হয়।

আদব-৬১ ঃ কয়েকবার কয়েকজনকে শাসন করে বলি যে, খুব পরিস্কার ভাষায় কথা বলবে, যেন বুঝতে ভুল না হয়।

আদব-৬২ ঃ বর্তমান যুগের সুপারিশ করা হলো, চাপ সৃষ্টি করা এবং বাধ্য করা। সুপারিশ করার নামে নিজের প্রভাব খাটিয়ে অন্যদের উপর শক্তি প্রয়োগ করা হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। যদি সুপারিশ করো, তাহলে এমনভাবে করো, যেন যার নিকট সুপারিশ করছো, তার স্বাধীনতার মধ্যে সামান্যতম ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। এ রকম সুপারিশ করা জায়েয, বরং সওয়াবের কাজ।

আদব-৬৩ ঃ একইভাবে কারো প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে কাজ আদায় করা, যেমন কোন বড় মানুষের সাথে আত্মীয়তা আছে—এখন তার কোন ভক্ত বা প্রভাবাধীন লোকের নিকট নিজের কোন প্রয়োজন নিয়ে গেলে এবং লক্ষণ দেখে জানা গেলো যে, সে খুশিমনে এ প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করবে না, বরং শুধুমাত্র ঐ বড় মানুষের সম্পর্ক বা প্রভাবের কারনে—অর্থাৎ তার অসন্তুষ্টির ভয়ে করে দেবে। তাহলে এভাবে কাজ আদায় করা বা কাজের ফরমায়েশ করা হারাম।

আদব-৬৪ ঃ এক ব্যক্তি তাবিজ চাইলে তাকে নির্দিষ্ট একটি সময়ে আসার কথা বলে দেই। সে অন্য সময়ে এসে তাবিজ চায় এবং বলে যে, আমাকে তুমি আসতে বলেছো, তাই এসেছি। কিন্তু একথা প্রকাশ করেনি যে, কখন আসতে বলেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, ভাই কোন্ সময় আসতে বলেছিলাম? তখন সে ঐ সময়ের কথা বললো। আমি বললাম যে, এখন তো অন্য সময়। যখন আসতে বলেছিলাম তখন আসা উচিত ছিলো। সে কোন সমস্যার কথা বললো। আমি বললাম, তোমার যেমন তখন সমস্যা ছিলো, এখন আমারও তেমন সমস্যা রয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব যে, সব সময় এক কাজের জন্যই বসে থাকবো, আমার নিজের কোন কাজ করবো না?

আদব-৬৫ ঃ একজন ছাত্র অন্য একজন ছাত্রের মারফত একটি

মাসআলা জিজ্ঞাসা করে, আর নিজে লুকিয়ে শোনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে? ঘটনাচক্রে আমি তাকে দেখে ফেলি। কাছে ডেকে এনে ধমকিয়ে বুঝিয়ে দেই যে, চোরের মত লুকিয়ে শোনার কি অর্থ? কেউ কি এখানে আসতে নিষেধ করেছে? আর যদি শরমই করে তাহলে তোমার প্রেরিত লোকের নিকট থেকে উত্তর জিজ্ঞাসা করে নিতে। লুকিয়ে কারো কথা শোনা দোষণীয় এবং গুনাহের কাজ। কারণ, হতে পারে যে, বক্তা এমন কোন কথা বলবে, যা লুকায়িত ব্যক্তির নিকট থেকে গোপন করতে চায়।

আদব-৬৬ ঃ এক ব্যক্তি হাতে টানা পাখা ঝুলাচ্ছিলো। আমি একটি কাজের জন্য উঠতে লাগলে সে পাখার রশি নিজের দিকে খুব জোরে টেনে ধরে, যাতে পাখা আমার মাথায় বাড়ি না খায়। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি যে, এমন করো না। আমি যদি পাখার জায়গা খালি দেখে দাঁড়িয়ে যাই আর হঠাৎ তোমার হাত থেকে রশি ছুটে যায়, তাহলে পাখা মাথায় এসে লাগবে। বরং রশি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া উচিত। যাতে পাখা স্বস্থানে এসে স্থির হয়ে যায়, তারপর যে উঠবে সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে উঠবে।

আদব-৬৭ ঃ মেহমান যদি মরিচ কম খায় বা বেছে খায় তাহলে পৌছেই মেযবানকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। কতক লোক দস্তরখানে খাবার এলে তখন নাক ছিটকায়।

আদব-৬৮ ঃ দস্তরখানে কোন কোন সময় চিনিও থাকে। তখন কতক খাদেম এমনভাবে পাখা ঝুলায় যে, চিনির পাত্র থেকে চিনি উড়তে আরম্ভ করে। আর কখনো চিনির পাত্র থেকে চামচে করে চিনি নেওয়ার সময় চামচ থেকে চিনি উড়তে থাকে। তাই খাদেমের এসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা উচিত।

আদব-৬৯ ঃ আমার ভাইয়ের বাড়ী থেকে ডাকে পাঠানোর জন্য ইনভিলাপে ভরা একটি চিঠি তাদের কর্মচারীর হাতে আমার নিকট পাঠানো হয়। আমিই সেটি পাঠাতে বলে এসেছিলাম। কারণ, আমার সাথে ঐ চিঠির সম্পর্ক ছিলো। পথের মধ্যে ঐ কর্মচারী দেখে যে, ডাকপিয়ন চিঠি নিয়ে ষ্টেশনে যাচ্ছে। তখন কর্মচারী একথা চিন্তা করে যে, পোষ্ট অফিসে চিঠি দিলে কাল যাবে, চিঠিটি ঐ পিয়নের নিকট

দিয়ে দেয়। যেন চিঠি আজকেই চলে যায়। ওদিকে আমি চিঠির প্রতীক্ষায় বসে আছি। যখন চিঠি এলো না, তখন আমি খোঁজ করলাম। খোঁজ করে এসব ঘটনা জানতে পারলাম। আমি কর্মচারীটিকে ডেকে উপদেশ দিয়ে বলি যে, তুমি অনুমতি ছাড়া আমানতের মধ্যে কীভাবে হস্তক্ষেপ করলে? আমার নিকট পাঠানোর মধ্যে যে রহস্য ছিলো তুমি তার কী জানো? পিয়নের হাতে চিঠি না দিয়ে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠি পাঠানোকে কি কারণে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তুমি তার কী জানো? তুমি তোমার ভুল চিন্তার ফলে এ সমস্ত উপকারিতাকে বরবাদ করেছো। তোমার নাক গলানোর কী দরকার ছিলো? তোমার কাজ শুধু এতটুকু ছিলো যে, চিঠিটি আমার নিকট পৌছে দিবে। কর্মচারীটি ভুল স্বীকার করে বলে যে, ভবিষ্যতে আর এমন হবে না।

আদব-৭০ ঃ একজন ছাত্র বাজারে যাওয়ার অনুমতি নিতে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি একটি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সে আমার অবসর হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে তাগাদা করছিলো, বিধায় তা আমার জন্য বোঝা মনে হচ্ছিলো। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি যে, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকায় মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। তোমার উচিত ছিলো, আমাকে যখন ব্যস্ত দেখলে, তখন বসে পড়তে। কাজ শেষে হলে তখন কথা বলতে।

আদব-৭১ ঃ একজন মেহমান আমাকে না জানিয়ে হাদীয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার কলমদানীতে দু'টি টাকা রেখে দেয়। আমি আসর নামায পড়ার জন্য চলে যাই। কলমদানী সেখানেই রাখা থাকে। নামাযের পর কোন প্রয়োজনে কলমদানী চেয়ে পাঠাই। তখন তার মধ্যে টাকা দেখতে পাই। জিজ্ঞাসা করা হলে কিছুটা বিলম্ব করে লোকটি একথা স্বীকার করে। আমি একথা বলে সে টাকা ফিরিয়ে দেই যে, যখন তুমি সঠিক পদ্ধতিতে হাদীয়া দিতে জানো না, তখন হাদীয়া দেওয়ারই বা কি দরকার ছিলো? হাদীয়া দেওয়ার নিয়ম কি এই?

প্রথমতঃ হাদীয়া দেওয়া হয় আরাম ও আনন্দ দানের জন্য, আর যখন এর তল্লাশীতে এ পরিমাণ পেরেশানী হলো, তখন তার উদ্দেশ্যই হাতছাড়া হয়ে গেলো।

দ্বিতীয়তঃ যদি কেউ কলমদানী থেকে টাকাগুলো নিয়ে যেতো, তাহলে না তুমি জানতে পারতে, না আমি জানতে পারতাম। তুমি তো এ ধারণা পোষণ করতে যে, আমি দু' টাকা দিয়েছি। আর আমি তাদ্বারা কোনই উপকৃত হতাম না। ফলে মুফত দয়ার ভার আমার মাথার উপর থাকতো।

তৃতীয়তঃ যদি কেউ নাও নিয়ে যেতো বরং তা আমার হাতেই আসতো, তখনো আমি কি করে জানতাম যে, এটি কে দিয়েছে এবং কাকে দিয়েছে? আর যখন তা জানতে পারতাম না, তখন কয়েকদিন আমানতস্বরূপ রাখতে আমার কষ্ট হতো। তারপর পড়ে পাওয়া জিনিসের খাতে খরচ করা হতো। এ সমস্ত মুসীবত এ লৌকিকতার কারণে দেখা দিলো। সোজা কথা তো হলো, যাকে দেওয়ার সরাসরি তার হাতে দিয়ে দিবে। আর যদি লোকজনের কারণে সংকোচ হয়, তাহলে নির্জনে দিবে। আর যদি নির্জনে দেওয়ার সুযোগ না হয়, তাহলে বলবে যে, আমি একাকী কিছু বলতে চাই। তারপর নির্জনে দিয়ে দিবে। আর যাকে হাদীয়া দেওয়া হয়, তার সমীচীন ঐ হাদীয়ার কথা প্রকাশ করে দেওয়া, হাদীয়াদাতার উপস্থিতিতে হোক, বা তার লজ্জা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার চলে যাওয়ার পর হোক।

আদব-৭২ ঃ এক সফরে এক জায়গার লোকেরা আমাকে ডেকে নেয়। সেখান থেকে যখন বিদায় নিয়ে আসবো, তখন গ্রামের লোকেরা সবাই কিছু কিছু অর্থ একত্র করে হাদীয়া স্বরূপ দিতে ইচ্ছা করে। বিষয়টি জানতে পেরে আমি তাদেরকে এমন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করি।

এর মধ্যে একটি খারাপ দিক তো এই যে, অনেক সময় হাদীয়া সংগ্রহকারী ব্যক্তি এদিকে লক্ষ্য করে না যে, যার থেকে সংগ্রহ করছে সেকি খুশী মনে দিচ্ছে, নাকি তার কথার চাপে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়, খুশি মনে দেওয়ার বিষয়টি যদি লক্ষ্য করেও তবুও হাদীয়া দেওয়ার যে মূল উদ্দেশ্য—পারস্পরিক মুহাব্বত বৃদ্ধি পাওয়া—তা লাভ হবে না। কারণ, কে হাদীয়া দিলো তাই তো জানা গেলো না।

তৃতীয়, অনেক সময় কোন ওযরবশতঃ কোন কোন হাদীয়া কবুল করা যায় না। সে ওযর বা সমস্যার বিষয়টি হাদীয়াদাতার নিকট থেকেই

যাচাই করা সম্ভব। সম্মিলিত হাদীয়ার মধ্যে এটা যাচাই করাও কঠিন হয়ে থাকে। বিধায় যাকে দেওয়ার দাতা তার হাতে সরাসরি দিবে, বা কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ ছাড়া স্বউদ্যোগে নিজের কোন বিশ্বস্ত লোকের হাতে পাঠিয়ে দিবে, বা হাদীয়াদাতা হাদীয়ার সাথে চিরকুট লিখে দিবে।

আদব-৭৩ ঃ এক সফরে কিছু লোক আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাদীয়া দিতে আরম্ভ করে। তাদেরকে বুঝিয়ে বলি যে, এমন করা হলে যারা এটা দেখবে, তারা তাদের বাড়ীতে নেওয়ার জন্য হাদীয়া দেওয়াকে জরুরী মনে করবে। তখন গরীব লোক ডেকে নিয়ে সমস্যায় পড়বে, বা না ডেকে আক্ষেপ করতে থাকবে। কারো কোন কিছু দিতে হলে আমার অবস্থান স্থলে এসে কথা বলবে, যাতে আমার স্বাধীন মতামতের মধ্যে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।

আদব-৭৪ ঃ এক ব্যক্তি সাহারানপুর থেকে জুমুআর দিন দুপুর বারোটার গাড়ীতে এখানে আসে। আমার এক আত্মীয় তার হাতে কিছু বরফ পাঠিয়ে দেয়। সে ব্যক্তি এমন সময় মাদরাসায় এসে পৌছে যে, তখনো ছাত্ররা মসজিদে যায়নি। লোকটি বরফ খণ্ডটি একটি বড় প্লেটের মধ্যে রেখে জামে মসজিদে চলে যায়। জুমুআর পর এক বন্ধু ওয়ায করতে আরম্ভ করেন। ওয়ায করার জন্য আমিই তার নিকট দরখাস্ত করেছিলাম। আমি উপস্থিত থাকলে সে লজ্জাবোধ করবে বিধায় আমি মাদরাসায় চলে আসি। ঐ ব্যক্তি ওয়াযে অংশগ্রহণ করে অনেক বিলম্বে মাদরাসায় আসে। তারপর বরফ এনে আমাকে দেয়। বরফ খণ্ডটি একটি রুমালে জড়ানো ছিলো। প্রথমতঃ এ কাজটিই আমার অপছন্দ হয়। বরফের সাথে কম্বল, চট বা কাঠের গুড়া আনতো। কিন্তু এটি ছিলো, যে ব্যক্তি বরফ খণ্ডটি পাঠিয়েছে তার কাজ। এর এখতিয়ারে এটি ছিলো না। কিন্তু এর করণীয় যে কাজটি ছিলো, তাতেও সে ত্রুটি করেছে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ এসেই বরফ বাড়ীতে পৌছিয়ে দিতো। কোন কারণে এটা যদি বুঝে না এসে থাকে তাহলে নামায শেষে সাথে সাথে চলে আসতো। আর যদি আসতে মন না চেয়ে থাকে তাহলে আমি যখন আসছিলাম, তখন আমাকে জানিয়ে দিতো। আমি তা নিয়ে নিতাম। এখন দু' ঘন্টা পর এসে সেই বরফ আমাকে দিচ্ছে। যার প্রায় পুরাটাই গলে গেছে। শুধু

নামেমাত্র অল্প একটু বরফ রয়ে গেছে। আমি পুরো ঘটনা জানতে পেরে তাকে শাসালাম। তাছাড়া আমার মতে তার বিশেষ স্বভাবের কারণে শুধু শাসানো তার জন্য যথেষ্ট ছিলো না, তাই আমি ঐ বরফ নিতে অস্বীকার করি। যাতে তার চিরদিন মনে থাকে। সে খুব অস্থির হয়ে পড়ে। আমি তাকে বলি যে, তুমি এক ব্যক্তির আমানত বরবাদ করেছো, আর নষ্ট হওয়ার পর আমাকে তা দিতে চাচ্ছো। অনর্থক দয়ার বোঝা আমি মাথায় নিতে চাই না। এখন এর বাকী অংশ তুমি খরচ করো। তোমার হয় আমানত না নেওয়া উচিত ছিলো, আর নিয়েছিলেই যখন, তখন তার হক পুরাপুরি আদায় করা উচিত ছিলো।

আদব-৭৫ ঃ আমি সকালে মাঠ থেকে মাদরাসায় এসে তিন দরজাবিশিষ্ট ঘরটিতে বসি। সেখানে আমার এক আত্মীয় ঘুমাচ্ছিলো। আমি আস্তে করে বসে পড়ি। এক ব্যক্তি চিঠি নিয়ে যাবে, সে যে সমস্ত পত্র ডাকে পাঠাতে হবে, সেগুলো আমাকে দেখানোর জন্য নিয়ে আসে। আমি সেগুলো দেখে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার কাছে দিয়ে দেই। তখন সে চিঠি রাখার ছোট বাক্সের মধ্যে সশব্দে চিঠিগুলো রাখে। ফলে কার্ড বাক্সের সাথে বাড়ী খেয়ে শব্দ করে ওঠে। আমি তাকে উপদেশ দিয়ে বলি, ঘুমন্ত ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

আদব-৭৬ ঃ একবার ইশার নামাযের পর আমি মসজিদে শুয়ে পড়ি। এক অপরিচিত মুসাফির ব্যক্তি এসে আমার পা চাপতে আরম্ভ করে। তার এ পা চাপা আমার জন্য বোঝা মনে হয়। জিজ্ঞাসা করলাম—কে? সে তার নাম-ঠিকানা বললো। কিন্তু আমি চিনলাম না। আমি পা টিপতে নিষেধ করলাম। বললাম যে, প্রথমে মোলাকাত করা উচিত। তারপর অনুমতি নিয়ে খেদমত করায় সমস্যা নেই। তা না হলে খেদমত করায় কষ্ট হয়। আর যদি এর দ্বারা মোলাকাতই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে মোলাকাতের পদ্ধতি এটা নয়। তারপর আমি তাকে বুঝিয়ে দেই যে, এখন ইশার পর বিশ্রামের সময়। তুমিও বিশ্রাম করো। সকালে দেখা করো। সুতরাং সে সকালে দেখা করলো। তখন পুনরায় বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে দেই।

আদব-৭৭ ঃ এক ব্যক্তি তার চিঠিতে কয়েকটি বিষয় লেখে। সাথে এ

—৪৭

www.islamfind.wordpress.com

কথাও লেখে যে, পাঁচ টাকার মানি অর্ডার পাঠাচ্ছি। টাকার অপেক্ষায় এ কথা চিন্তা করে চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব করি যে, টাকা উসূল হওয়ার পর চিঠির উত্তরের সাথে রসিদও লিখে দেওয়া হবে। এভাবে কয়েকদিন কেটে যায়। অজ্ঞাত কোন কারণে টাকা আর আসে না। ওদিকে চিঠির অন্যান্য বিষয়ের কারণে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ হচ্ছিলো। কয়েকদিন পর্যন্ত এই অপেক্ষা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। অবশেষে তাকে লেখা হয় যে, হয় চিঠিতে টাকা পাঠানোর বিষয়টি না জানানো উচিত ছিলো, বা ঐ চিঠিতে অন্য বিষয়ের উত্তর না চাওয়া উচিত ছিলো।

আদব-৭৮ ঃ এক ব্যক্তি তার ছেলেকে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে মক্তব সম্পর্কে অভিযোগ করে বলে যে, সেখানকার মুহতামিম সাহেব আমার ছেলেকে বের করে দিয়েছে। আমি নরমভাবে বুঝিয়ে বলি যে, আমার ঐ মক্তবে কোন দখল নেই। সে বললো—আমি শুনেছি যে, তুমি সেখানকার পৃষ্ঠপোষক। আমি বললাম যে, হ্যাঁ, ওখানকার বেতন তো আমার মাধ্যমে দেওয়া হয়, তবে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আমার কোন কর্তৃত্ব নেই। সে পুনরায় ঐ মুহতামিমের শেকায়েত করতে থাকে। আমি বললাম—এ আলোচনার কোন ফল নেই। এভাবে অভিযোগ করার দ্বারা গীবত শুনানো ছাড়া আর কী লাভ? কিছুক্ষণ পর সে চলে যাওয়ার সময় বিদায়ী মুসাফাহা করতে করতে আবার বলে যে, 'ঐ মুহতামিম আমার ছেলেকে বের করে দিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করেছে।' যেহেতু আমি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সহ আসল অবস্থা জানিয়ে তাকে আমার নিকট এই অভিযোগ করতে নিষেধ করেছিলাম তাই তার এই বারংবার অভিযোগ করতে থাকায় আমার রাগ হয়। আমি তাকে কঠোরভাবে ধরে বসি। এবং বলি যে, আফসোস! এতভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও সেই রুচিবিরুদ্ধ নিস্ফল কথা আবার বলছো। সে তার কথার কিছু ব্যাখ্যা দিতে চায়, কিন্তু সব অর্থহীন। ঐ অবস্থায়ই তাকে বিদায় করে দেই।

আদব-৭৯ ঃ এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলো। ইশার পর যেখানে বসে আমি ওযীফা পাঠ করছিলাম, সে একটু থেমে থেমে এবং আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেদিকে আসছিলো। যার দ্বারা বোঝা

যাচ্ছিলো যে, সে আমার নিকটেই আসতে চাচ্ছে তবে অনুমতির অপেক্ষায় থেমে যাচ্ছে। একে তো ইশার পরে দেখা–সাক্ষাতের সময় নয়। বিশেষ করে সে পূর্বেও সাক্ষাত করেছে। উপরন্তু যখন এ কথাও জানা থাকে যে, তার এখানে বিশেষ কোন কাজ নেই, কেবলই মজলিস ও দরবার জমানোর উদ্দেশ্যে আসছে—যেমন বেশীর ভাগ মানুষের এ অভ্যাস আছে। তাছাড়া ওযীফা পড়ার সময় অন্যমনস্ক হওয়া কষ্টকর বিষয়। বিশেষ করে বিনা প্রয়োজনে। আবার অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিলো যে, সে অনুমতি নেওয়ার জন্য এমন করছে, তাই তার সাথে কথা বলারও মনে ইচ্ছা জাগছিলো। এ সমস্ত বিষয় একত্রিত হয়ে আমার অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ওযীফা বন্ধ করে বলতে বাধ্য হই যে, সাহেব! এখন কাছে বসার সময় নয়। সে বললো—আমি তো পানি পান করতে যাচ্ছিলাম। এতে আরো অধিক কষ্ট হয় যে, বানিয়ে কথা বলছে। কিন্তু সে বলে যে, বাস্তবেই পানি পান করতে যাচ্ছিলাম। আমি তখন বললাম যে, তাহলে এমন রূপ কেন ধরলে যে, সন্দেহ সৃষ্টি হয়? তোমার না থেমে অন্যদিক দিয়ে সোজা চলে যাওয়া উচিত ছিলো।

আদব-৮০ ঃ একজন ছাত্র—যেমন ধরুন 'যায়েদ'—আমার নিকট অনুমতি চাইলো যে, অমুক ছাত্রের—যেমন ধরুন 'আমর'এর—সাথে বিকালবেলা মাঠে ঘুরতে যাবো। ওদিকে দ্বিতীয়জন অর্থাৎ, আমরের সাথে অন্য একজন কমবয়সী ছাত্র—যেমন ধরুন 'বকর'—উস্তাদের অনুমতিক্রমে আগে থেকে মাঠে যায়। আমাদের মতে বকরের সাথে যায়েদের একত্র হওয়ায় সমস্যা রয়েছে। তাই যায়েদের দায়িত্বে জরুরী ছিলো যে, সে অনুমতি চাওয়ার সময় এ কথাও আমাকে বলা যে, তার সাথে বকরও (প্রায়ই) গিয়ে থাকে। যাতে পুরো বিষয়টির প্রতি নজর দিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কিন্তু জানিনা, সে ইচ্ছা করে নাকি অবহেলা করে বিষয়টি গোপন করে। এমতাবস্থায় তার আবেদন রক্ষা করায় কোন সমস্যা নাই মনে করে আমি অবশ্যই অনুমতি দিতাম। তখন এটা বড় ধরনের একটা প্রতারণা হতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিষয়টি আমার জানা ছিলো, তাই বিষয়টি তখন আমার স্মরণ হয়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমরের সাথে আরো কেউ যায় কি? সে

www.islamfind.wordpress.com

বললো—বকর যায়। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে সে কথা তুমি আগে বললে না কেন? ধোঁকা দিতে চাচ্ছিলে? আমি তার এ অপরাধের কারণে খুব তিরস্কার করি। তাকে বুঝিয়ে দেই যে, সাবধান! যাকে নিজের মুরুব্বী এবং কল্যাণকামী মনে করো, তার সঙ্গে কখনোই এমন আচরণ করা উচিত নয়।

আদব-৮১ ঃ একজন ছাত্রের নিকট একজন কর্মচারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, সে কী করছে? সে বললো যে, ঘুমাচ্ছে। পরে জানতে পারি যে, নিজ কক্ষে সে জাগ্রত ছিলো। এ প্রেক্ষিতে ঐ ছাত্রকে শাসন করে বলি যে, একে তো শুধুমাত্র ধারণার ভিত্তিতে কোন বিষয়কে নিশ্চিত করে বলা ভুল। তোমার সন্দেহ থাকলে এভাবে বলতে যে, সে হয়তো ঘুমাচ্ছে। আর পুরাপুরি সঠিক হতো যদি বলতে যে, আমি জানি না, দেখে এসে বলছি। তারপর জেনে এসে সঠিক উত্তর দিতে। দ্বিতীয়ত, তার জাগ্রত থাকার কথা যদি পরে আমি না জানতে পারতাম এবং এ ধারণায় থাকতাম যে, সে ঘুমাচ্ছে, তাহলে বিনা প্রয়োজনে ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো এবং তার আরামে ব্যাঘাত ঘটানো নির্দয় আচরণ মনে করে তাকে জাগাতাম না। ফলে তখন হয়তো কোন জরুরী কাজের ক্ষতি হয়ে যেতো। যে ক্ষতি এ কারণে আমি মেনে নিতাম যে, ঘুমন্তকে জাগানো আরো অধিক কষ্টকর। পরবর্তীতে যখন জানতে পারতাম যে, সে ঘুমাচ্ছিলো না, তখন ঐ ক্ষতির কারণে মনে কষ্ট হতো। ফলে যে বলেছিলো যে, ঘুমাচ্ছে তার উপর রাগ হতো। এতোগুলো কষ্ট ও পেরেশানী হতো। তাই এ ব্যাপারে সবসময় সাবধান ও সতর্ক থাকা উচিত।

একজন ছাত্র কর্তৃক লিখিত এবং লেখক কর্তৃক সংশোধিত কয়েকটি আদব

আদব-৮২ ঃ একবার এক ব্যক্তি এলো। হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী উদ্দেশ্যে এসেছেন, কিছু বলবেন কি? সে উত্তরে বললো—জি না। এমনি দেখা করতে এসেছিলাম। তারপর লোকটির চলে যাওয়ার সময় হলে মাগরিবের পর ফরয ও সুন্নাতের মধ্যবর্তী

www.islamfind.wordpress.com

সময়ে সে হযরতের নিকট তাবীজ চেয়ে বসলো। হযরত বললেন—প্রত্যেক কাজের জন্য উপযুক্ত সময় ও ক্ষেত্র রয়েছে। এটি তাবীজ দেওয়ার সময় নয়। যখন আপনি এসেছিলেন, তখনই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি উদ্দেশ্যে এসেছেন। আপনি বলেছিলেন— এমনিই সাক্ষাত করতে এসেছি। এখন আবার এ হুকুম কেন করছেন? ঐ সময় জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথেই বলা উচিত ছিলো। মানুষ প্রয়োজনের কথা সময় মত না বলাকে আদব মনে করে। আমার মতে এটি মারাত্মক বেয়াদবী। এর অর্থ তো এই যে, অপর ব্যক্তি আমার চাকর। যখন ইচ্ছা হুকুম করবো, তার তা পালন করতে হবে। এখন আপনিই একটু চিন্তা করে দেখুন, আমার এখন কত কাজ। প্রথমত, সুন্নাত ও নফল নামাযসমূহ পড়তে হবে। তারপর মুরীদদের কিছু কথা রয়েছে, সেগুলো শুনতে হবে। মেহমানদের খানা খাওয়াতে হবে।

আফসোস, বর্তমান যামানায় আদব-কায়দা ও ভদ্রতা-সভ্যতা দুনিয়া থেকে একেবারেই উঠে গেছে। এখন যান, তাবীজ নেওয়ার জন্য আবার আসবেন। মনে রাখবেন! যেখানে যাবেন, প্রথমে যাওয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবেন। বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করলে আর গোপন করবেন না। আমি তো প্রত্যেককে আসার সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করি। যাতে করে তার যা বলার আছে, বলে দেয়। তারও যেন সমস্যা না হয় এবং আমারও যেন ক্ষতি না হয়। আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে এজন্য জিজ্ঞাসা করি যে, বেশীর ভাগ মানুষই কোন না কোন প্রয়োজন নিয়ে আমার কাছে এসে থাকে। আর তাদের কেউ কেউ লজ্জা ও সংকোচের কারণে নিজের থেকে বলতে পারে না। বা লোকজন থাকার কারণে তাদের গোপন কথা প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করলে তার প্রয়োজনের কথা জানায় বা বলে যে, গোপনে বলতে হবে। তখন আমি সুযোগমত আলাদা ডেকে নিয়ে তার কথা শুনে থাকি। কিন্তু কেউ যদি মুখই না খোলে তাহলে আমি কি করে জানতে পারবো। আমার তো আর গায়েবের ইলম নেই।

আদব-৮৩ ঃ একজন মুরীদের চাহিদার ভিত্তিতে তাকে মাগরিবের পরের সময় দেই। এ সময় তাকে কিছু তা'লীম দেবো। সে কিছুটা দূরে

www.islamfind.wordpress.com

ছিলো বলে তাকে আওয়াজ দিয়ে কাছে ডাকি। সে ব্যক্তি মুখে কিছুই না বলে নিজের জায়গা থেকে উঠে আমার নিকট আসতে থাকে, যা আমি বুঝতে পারিনি। ডাক শোনে নাই মনে করে আমি পুনরায় তাকে সজোরে ডাক দেই। ইতিমধ্যে সে আমার কাছে চলে আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোন্ কারণে আমার ডাকের উত্তর দেননি, নাকি আমাকে উত্তরদানের যোগ্য মনে করেননি? উত্তর দিলে আহবানকারী বুঝতে পারে যে, আহুত ব্যক্তি তার আহবান শুনতে পেয়েছে। আর উত্তর না দিলে দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ডাকতে হয়, ফলে তার কষ্ট হয়; শুধুমাত্র আপনার অলসতা ও উদাসিনতার ফলে ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে অন্যের কষ্ট হলো। আপনি 'হাঁ' বলে সাড়া দিলে এমন কী জটিলতা ছিলো? আজকাল ইলমের শিক্ষা তো সর্বত্রই রয়েছে, কিন্তু আখলাকের শিক্ষা বিরল ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। এখন মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আপনাকে পরে সময় দেওয়া হবে, তখন এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন।

আদব-৮৪ ঃ হযরতের তা'লীম দেওয়ার মাঝখানে কথা শেষ না হতেই একজন মুরীদ তার স্বপ্ন বলতে আরম্ভ করে। তখন হযরত বলেন—এ কেমন আচরণ? এক কথা শেষ না হতেই তার মধ্যে আরেক কথা আরম্ভ করেছো। কবি বলেন—

سخن را سرست اے خردمندان بن　　میاں درسخن درمیان سخن
خداوند تدبیروفرہنگ وہوش　　نگوید سخن درمیان سخن

অর্থ ঃ 'হে বুদ্ধিমান! কথারও মাথা আছে। তাই কথার মাঝখানে কথা বলতে এসো না। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ কথার মাঝে কথা বলে না।'

আমার কথার মাঝে আপনার কথা বলার অর্থ এই যে, আপনার উদ্দেশ্য ছিলো স্বপ্নের কথা বলা। তা'লীম ও তালকীন আপনার নিকট অর্থহীন। তাই আমার এতক্ষণের আলোচনা বিফল হলো। আগামীতে এমন আচরণ আর কখনো করবেন না। এখন চলে যান। অন্য সময় তা'লীম দেওয়া হবে। এখন আপনি তা'লীমের অবমূল্যায়ন করেছেন।

ছাত্র কর্তৃক লিখিত আদবসমূহ শেষ হলো।

www.islamfind.wordpress.com

আদব-৮৫ ঃ তোমার সঙ্গে কেউ কথা বললে অমনোযোগী হয়ে কথা শুনো না। এতে তার মন নিরুৎসাহী ও নির্জীব হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যে ব্যক্তি তোমারই উপকারের জন্য কোন কথা বলে বা তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়। আরো বিশেষ করে তার সঙ্গে যদি তোমার তা'লীম ও ইসলাহের সম্পর্ক থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অমনোযোগী হওয়া অধিকতর দোষণীয়।

আদব-৮৬ ঃ যে ব্যক্তির নিকট তুমি নিজেই নিজের দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন প্রয়োজনের কথা তুলে ধরো, আর সে তোমার কাছে সে বিষয়ে কিছু জানতে চায়, তাহলে তাকে তুমি অস্পষ্ট উত্তর দিও না। তার সাথে ঘুরিয়ে কথা বলোনা, যার ফলে তার ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়, বা জটিলতা ও পেরেশানী সৃষ্টি হয়। বারংবার জিজ্ঞাসা করায় অনর্থক তার সময় নষ্ট হয়। কারণ, সে তোমার স্বার্থেই জিজ্ঞাসা করছে। তার নিজের কোন স্বার্থ নেই। যদি তাকে পরিস্কার উত্তর দেওয়ার তোমার ইচ্ছাই না থাকে, তাহলে তার কাছে তোমার প্রয়োজনের কথা নাই বলতে। নিজেই এদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারপর নিজেই তাকে বিরক্ত করলে।

আদব-৮৭ ঃ কোন বিষয়ে আলোচনার সময় প্রতিপক্ষ তোমার যে যুক্তি-প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করেছে বা তোমার যে দাবীর বিপরীত কথা সে প্রমাণ করেছে, তার প্রমাণের উপর তোমার কথা বলায় তো সমস্যা নেই, কিন্তু ঠিক পূর্বোক্ত দাবী বা দলিলেরই পুনরাবৃত্তি করায় প্রতিপক্ষকে কষ্ট দেওয়া হয়। এ বিষয়টির প্রতি খুব খেয়াল রাখবে।

আদব-৮৮ ঃ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, কর্মরত মানুষের নিকট বিনা প্রয়োজনে বেকার মানুষ বসে থাকলে তার মন অন্যমনস্ক ও বিক্ষিপ্ত হয়। বিশেষ করে তার কাছে বসে যদি তাকে দেখতে থাকে। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা দরকার।

আদব-৮৯ ঃ বিল্ডিংয়ের কোন কোন পাইপ বা নালা সড়কমুখী থাকে, যা শুধুমাত্র বর্ষাকালের জন্য লাগানো হয়ে থাকে। অন্য সময়ে ঐ পাইপ বা নালা দিয়ে পানি ফেললে পথচারীদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। যদিও তোমার দিকে তাকিয়ে কেউ তোমাকে কিছু বলে না, কিন্তু তোমারও তো অন্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

www.islamfind.wordpress.com

আদব-৯০ ঃ এক জায়গা থেকে খামে করে পঞ্চাশ টাকার বীমা (পার্শেল) আসে। খাম খোলা ছাড়া কী উদ্দেশ্যে এ অর্থ এসেছে তা জানার উপায় ছিলো না। অপরদিকে খাম খোলার পর এমন কোন উদ্দেশ্য লিখিত থাকার সম্ভাবনা ছিলো, যা আমি পুরা করতে পারবো না। তখন সে টাকা ফেরত পাঠাতে হবে। কিংবা অস্পষ্টতার কারণে তার উদ্দেশ্য বুঝতে সমস্যা হলে সঠিকটা জানার জন্য পুনরায় তার উদ্দেশ্য তার নিকট যাচাই করতে হবে। এটা যাচাই করা পর্যন্ত সে টাকা বিনা প্রয়োজনে আমানত রাখতে হবে। আর ফেরত পাঠাতে হলে অনর্থক আমাকে তার খরচ বহন করতে হবে। কারণ, অনেক সময় এমন হয়েছে যে, আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই আমার রাহ খরচ পাঠিয়ে দিয়েছে, অথচ আমি যেতে পারিনি। কিংবা টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্র অস্পষ্ট থাকার ফলে কিংবা ব্যয়ের ক্ষেত্র স্পষ্ট থাকলেও তার বিশেষ কোন দিক অস্পষ্ট থাকার ফলে এখান থেকে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। ওদিকে উত্তর দিতে তারা দেরী করেছে। ফলে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে আমাকে প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। কর্মব্যস্ত লোকের এতে কষ্ট হয়। তাই বীমার সে খাম আমি ফেরত পাঠাই। আমার মত ব্যস্ত লোকদের সাথে জরুরী আর অন্যদের সাথে উত্তম হলো, এমন ক্ষেত্রে প্রথমে জানিয়ে বা জিজ্ঞাসা করে অনুমতি নিয়ে নিবে, তারপর টাকা পাঠাবে। কিংবা মানিঅর্ডার ফরমে পরিস্কারভাবে উদ্দেশ্য লিখে দিবে। যাতে প্রাপক উদ্দেশ্য জানতে পারে। তারপর সে চাইলে তা গ্রহণ করবে, না হয় ফেরত পাঠাবে।

আদব-৯১ ঃ জালালাবাদের এক মক্তবের শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়ে। মক্তবের মুহতামিম আমার কাছে দু'-চারদিনের জন্য একজন উস্তাদ পাঠানোর আবেদন করে। আমি নিজে কাউকে যেতে বললে অনিচ্ছা থাকলেও যেতে বাধ্য হবে মনে করে সেই মুহতামিম সাহেবকে বলে দেই যে, এখানে যারা আছে তাদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন। কেউ স্বেচ্ছায় রাজি হলে আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। তিনি একজন মুরীদকে রাজি করেন। সেই মুরীদ বলে যে, অমুকের (অর্থাৎ, আমার) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে চলে আসবো। তারপর ঐ মুহতামিম সাহেব চলে যায়। পরের দিন ঐ মুরীদ আমার কাছে এসে নিজের সমস্যার কথা বলে বলছে

www.islamfind.wordpress.com

যে, আমি যেতে পারবো না। আমি বললাম যে, এ সমস্যার কথা ঐ মুহতামিম সাহেবের নিকট বলা উচিত ছিলো। তার নিকট আমার অনুমতি সাপেক্ষে যাওয়ার ওয়াদা করেছো। এখন হয়তো সে মনে মনে বলবে যে, সে তো আসার জন্য রাজি ছিলো, কিন্তু অমুক ব্যক্তি হয়তো আসতে বারণ করেছে। তুমি আমার উপর দোষ চাপাতে চাও। এ কেমন অশালীন আচরণ। এখন তুমি জালালাবাদ যাও। গিয়ে বলো যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে অনুমতি দিয়েছিলো, কিন্তু আমার এই সমস্যা রয়েছে, তাই আমি থাকতে পারবো না। সুতরাং তাকে আমি সেখানে পাঠিয়ে দেই। এ উপদেশ সবার জন্যই প্রযোজ্য। নিজেকে নির্দোষ আর অন্যকে মিথ্যা দোষী সাব্যস্ত করা চরম অন্যায় কাজ।

আদব-৯২ ঃ একবার এক ব্যক্তির এই ঘটনা ঘটে যে, তার অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গেও কিছু কথা ছিলো, আর আমার নিকটেও কাজ ছিলো। উভয় উদ্দেশ্য নিয়েই সে এখানে এসেছিল। সে ঐ ব্যক্তিকে চিনতো না। তাছাড়া সেসময় ঐ ব্যক্তি কাউকে সাক্ষাতও দেয় না। তাই তাকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, সন্ধ্যার সময় তার সাথে সাক্ষাত করো। এ পরামর্শ মত কাজ করার ফলে আর কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু অন্য কিছু মেহমানের এমন ঘটনা ঘটে যে, তারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজে অন্যত্র চলে যায়, সেখান থেকে তাদের আসতে দেরী হয়ে যায়। ফলে তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে এখানকার লোকদের কষ্ট হয়। বাড়ীর লোকেরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাবার নিয়ে বসে থাকে। ফলে ক্ষতিও হয় আবার কষ্টও হয়। তাই যেখানে প্রত্যাশী ও প্রার্থী হয়ে যাবে, সেখানে অন্য কোন প্রয়োজন না নিয়ে যাওয়া উচিত। অনেক সময় উদ্দেশ্যহীন ব্যস্ততায় জরুরী এবং মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অবহেলা হয় এবং ক্ষতি হয়।

আদব-৯৩ ঃ অন্য এক ব্যক্তি ইশার পর বললো যে, আমি এক জায়গা থেকে লেপ নিয়ে আসবো। তখন তাকে বলা হলো যে, এ সময় তো মাদরাসার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তুমি ডাকাডাকি করে সবার আরামের ব্যাঘাত করবে। তারপর তাকে কাপড় দেওয়া হলো। তখন তার এ আচরণের জন্য আফসোস হলো যে, সে কি সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে? লেপ আনা যখন জরুরী ছিলো, তখন আগে আগেই আনা দরকার ছিলো।

www.islamfind.wordpress.com

হাদীয়া দেওয়ার আদবসমূহ

আদব-৯৪ ঃ এ শিরোনামের অধীনে হাদীয়ার এমন কিছু আদব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি, যেগুলো মেনে না চলার কারণে হাদীয়ার স্বাদ এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া হাতছাড়া হয়ে যায়।

১. যাকে হাদীয়া দিবে, গোপনে দিবে। তারপর যাকে হাদীয়া দেওয়া হলো তার সমীচীন হলো, তা প্রকাশ করে দেওয়া। এখন অবস্থা তার উল্টা হয়ে গেছে যে, হাদীয়াদাতা প্রকাশ করার এবং গ্রহীতা গোপন করার চেষ্টা করে থাকে।

২. হাদীয়া যদি টাকা-পয়সা না হয়ে কোন দ্রব্য হয়, তাহলে যতদূর সম্ভব যাকে হাদীয়া দিবে তার পছন্দ জেনে নিয়ে তার পছন্দনীয় জিনিস দিবে।

৩. হাদীয়া দিয়ে বা হাদীয়া দেওয়ার পূর্বে নিজের কোন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে না এতে স্বার্থপরতার সন্দেহ হয়ে থাকে।

৪. হাদীয়ার পরিমাণ এত বেশী না হওয়া উচিত যে, যাকে হাদীয়া দেওয়া হবে তার মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। আর হাদীয়া যত কম হোক না কেন ক্ষতি নেই। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের দৃষ্টি পরিমাণের উপর থাকে না, ইখলাসের উপর থাকে। পরিমাণ বেশী হলে তাদের পক্ষ থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. যাকে হাদীয়া দেওয়া হচ্ছে, তিনি কোন কারণে তা ফিরিয়ে দিতে চাইলে তখন তা ফিরিয়ে নিবে এবং ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ জেনে নিয়ে ভবিষ্যতে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু তখন নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবে না। তবে যে কারণে ফিরিয়ে দিচ্ছে তা বাস্তবসম্মত না হলে তা অবাস্তব হওয়ার কথা সাথে সাথে অবগত করানোয় দোষ নেই, বরং উত্তম।

৬. যাকে হাদীয়া দিবে তার নিকট নিজের নিষ্ঠা প্রমাণ না করা পর্যন্ত হাদীয়া দিবে না।

৭. যথাসম্ভব রেলওয়ে পার্সেল যোগে হাদীয়া পাঠাবে না। কারণ, এতে যাকে হাদীয়া দেওয়া হয় তার নানাপ্রকারের কষ্ট হয়ে থাকে।

www.islamfind.wordpress.com

চিঠিপত্রের আদবসমূহ

আদব-৯৫ ঃ এ শিরোনামের অধীনে চিঠিপত্রের কিছু আদব লিখছি—

১. চিঠির ভাষা, বিষয় ও লেখা খুব স্পষ্ট হওয়া উচিত।

২. প্রত্যেক চিঠিতে নিজের পূর্ণ ঠিকানা লেখা জরুরী। ঠিকানা মুখস্থ রাখা প্রাপকের দায়িত্ব নয়।

৩. চিঠিতে পূর্বের কোন চিঠির কোন বিষয়ের উদ্ধৃতি দিতে হলে ঐ বিষয়ের উপর দাগ টেনে পূর্বের চিঠিও সাথে পাঠিয়ে দিবে। যেন তা মনে করার জন্য চিন্তা করতে কষ্ট না হয়। আর অনেক সময় তো ঐ বিষয়ই মনে পড়ে না। তাই সাথে পূর্বের চিঠি দিয়ে দিবে।

৪. এক চিঠিতে এতো অধিক প্রশ্ন করবে না যে, উত্তরদাতার উপর বোঝা হয়। চার-পাঁচটি প্রশ্নও অনেক। অবশিষ্ট প্রশ্ন প্রথমগুলোর উত্তর আসার পর পাঠিয়ে দিবে।

৫. কর্মব্যস্ত লোকের নিকট চিঠি পাঠালে তাকে অন্যের নিকট সংবাদ বা সালাম পৌছানোর দায়িত্ব দিবে না। একইভাবে নিজের কোন মুরুব্বীজনকেও এ কষ্ট দিবে না। সরাসরি তাদের নিকট চিঠি লিখে যা জানানোর নিজে জানাবে। আর যে কাজ প্রাপকের জন্য মোনাসেব নয়, এমন কিছুর ফরমায়েশ করা তো আরো বেয়াদবী।

৬. নিজের স্বার্থে বিয়ারিং চিঠি পাঠাবে না।

৭. বিয়ারিং উত্তরও চেয়ে পাঠাবে না। অনেক সময় পিয়ন এ ব্যক্তিকে পায় না, ফলে সে চিঠি ফেরত পাঠায়, তখন উত্তরদাতার ঘাড়ে অনর্থক জরিমানার বোঝা পড়ে।

৮. উত্তরদানের জন্য রেজিষ্ট্রি চিঠি পাঠানো অভদ্রতা। হেফাযতের ক্ষেত্রে তো তা অরেজিষ্ট্রি উত্তরপত্রের সমান হয়ে থাকে। অধিকন্তু তা প্রাপক নিয়ে অস্বীকার করতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, চিঠি নিজের শ্রদ্ধাভাজনের নিকট পাঠানো হচ্ছে। তাই এর অর্থ যেন এই দাঁড়ালো যে, তার ব্যাপারেও মিথ্যা বলার সন্দেহ করা হচ্ছে। এটা কত বড় বেয়াদবীর কথা!

www.islamfind.wordpress.com

উপরে প্রায় একশ'টির মত আদব তুলে ধরা হলো। সামাজিক শিষ্টাচার সংক্রান্ত এ জাতীয় আরো কিছু আদব বেহেশতী যেওরের দশম অংশে লিখে দিয়েছি। সেগুলোও দেখে নিবে। তার মধ্যে থেকে কিছু আদব একটু পরেই নিম্নে উল্লেখ করা হবে।

এ সমস্ত আদবের সারকথা হলো, নিজের কোন কাজ, কথা বা অবস্থা দ্বারা অন্যের মনের উপর কোন চাপ, অস্থিরতা বা বিরক্তি সৃষ্টি করবে না। এটিই সদাচরণের মূল কথা। যে ব্যক্তি এ মূলনীতি সামনে রাখবে তার জন্য অধিক বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন পড়বে না। তাই এ তালিকা আর দীর্ঘ করা হলো না। তবে এ মূলনীতি মেনে চলার সাথে সাথে এ কাজটুকুও করতে হবে যে, প্রত্যেক কাজ ও কথার পূর্বে একটু চিন্তা করতে হবে যে, আমার এ আচরণ অন্যের কষ্টের কারণ হবে না তো? এভাবে চিন্তা করলে ভুল খুব কম হবে। এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিন পর নিজের স্বভাবের মধ্যেই সঠিক রুচি ও প্রকৃতি জন্মাবে, তখন আর চিন্তাও করতে হবে না। এ সবকিছুই তখন সহজাত বিষয়ে পরিণত হবে।

বেহেশতী যেওর থেকে নেওয়া কিছু আদব

আদব-৯৬ ঃ কারো সাথে সাক্ষাত করতে গেলে সেখানে এতো দীর্ঘ সময় বসো না বা এতো লম্বা সময় তার সাথে কথা বলো না যে, সে বিরক্ত হয়ে যায় বা তার কাজের ক্ষতি হয়।

আদব-৯৭ ঃ তোমাকে কেউ কোন কাজের কথা বললে তা শুনে হাঁ বা না কিছু একটা অবশ্যই মুখে পরিষ্কার করে বলো। যেন যে ব্যক্তি কাজের কথা বললো তার মন একদিকে নিশ্চিত হয়। এমন যাতে না হয় যে, সে তো মনে করলো যে, তুমি শুনেছো অথচ তুমি শোনোনি। কিংবা সে মনে করলো যে, তুমি কাজটি করে দিবে অথচ তোমার করার ইচ্ছা নেই। তাহলে অনর্থক সে লোকটি তোমার উপর ভরসা করে থাকবে।

আদব-৯৮ ঃ কারো বাড়ীতে মেহমান হলে তাকে কোন জিনিসের ফরমায়েশ করো না। অনেক সময় জিনিস তো হয় সামান্য, কিন্তু

www.islamfind.wordpress.com

সবসময় তো সবকিছু ঘরে থাকে না। ফলে বাড়ীওয়ালা তোমার ফরমায়েশ পুরা করতে না পেরে অনর্থক লজ্জিত হয়।

আদব-৯৯ ঃ লোকসম্মুখে বসে থুথু ফেলো না, নাক পরিস্কার করোনা। প্রয়োজন হলে একদিকে সরে গিয়ে কাজ সেরে আসো।

আদব-১০০ ঃ খাবার খাওয়ার সময় এমন জিনিসের নাম নিও না, যা শুনলে মানুষের ঘৃণা হয়। এতে নাজুক প্রকৃতির লোকদের কষ্ট হয়।

আদব-১০১ ঃ রোগীর সম্মুখে বা তার পরিবারের লোকদের সম্মুখে এমন কথা বলো না, যার দ্বারা রোগীর জীবনের ব্যাপারে নিরাশা জন্মায়। এতে অনর্থক মন ভেঙ্গে যায়। বরং শান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলো যে, ইনশাআল্লাহ সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

আদব-১০২ ঃ কারো কোন গোপন কথা বলতে হলে এবং সে লোকও সেখানে উপস্থিত থাকলে চোখ বা হাত দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করো না। এতে অনর্থক তার সন্দেহ সৃষ্টি হবে। আর একথা তখন, যখন সে কথা বলা শরীয়তের বিধানেও বৈধ হয়। আর যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বলা বৈধ না হয়, তাহলে এমন কথা বলা গুনাহ।

আদব-১০৩ ঃ শরীর ও কাপড় দুর্গন্ধ হতে দিও না। ধোলাই করা অতিরিক্ত কাপড় না থাকলে পরিহিত কাপড়টাই ধুয়ে নাও।

আদব-১০৪ ঃ মানুষকে বসিয়ে রেখে সেখানে ঝাড়ু দেওয়াইয়ো না।

আদব-১০৫ ঃ মেহমানের উচিত পেট ভরলে কিছু খাবার অবশ্যই দস্তরখানে রেখে দিবে। যেন বাড়ীওয়ালার এ সন্দেহ না হয় যে, মেহমানের খানা কম হয়েছে। তাহলে তারা লজ্জিত হবে।

আদব-১০৬ ঃ পথের মধ্যে চৌকি, পিঁড়ি, কোন পাত্র, ইট ইত্যাদি রেখো না।

আদব-১০৭ ঃ হাসির ছলে শিশুদেরকে উপর দিকে ছুঁড়ে মেরো না। জানালা বা অন্যকিছুর সাথে ঝুলিয়ে দিও না, তাহলে পড়ে যেতে পারে।

আদব-১০৮ ঃ গোপন জায়গায় কারো ফোড়া বা ঘা হলে তাকে জিজ্ঞাসা করো না যে, কোথায় হয়েছে?

আদব-১০৯ ঃ আঁটি বা ছিলকা কারো মাথার উপর দিয়ে নিক্ষেপ করো না।

আদব-১১০ ঃ কারো হাতে কিছু দিতে হলে দূর থেকে নিক্ষেপ করো না যে, সে হাত দিয়ে ধরে ফেলবে।

আদব-১১১ ঃ যার সঙ্গে খোলামেলা সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার বাড়ীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করো না।

আদব-১১২ ঃ কারো দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা বা রোগ-ব্যাধির কোন সংবাদ শুনলে ভালোভাবে যাচাই না করে কাউকে বলো না। বিশেষ করে তার আত্মীয়-স্বজনকে।

আদব-১১৩ ঃ দস্তরখানে সালুন (বা অন্য খাবার) দেওয়ার প্রয়োজন হলে আহারকারীদের সম্মুখ থেকে সালুনের (খাবারের) পাত্র নিয়ে যেয়ো না। অন্য পাত্রে সালুন নিয়ে এসো।

আদব-১১৪ ঃ শিশুদের সামনে নির্লজ্জতার কোন কথা বলো না।

বেহেশতী যেওর থেকে নেওয়া আদবসমূহ শেষ হলো। এ পর্যন্ত উল্লেখিত বেশীর ভাগ আদব এমন ছিলো, যেগুলোর প্রতি সমকক্ষ বা বড়দের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা জরুরী। এখন দু'-চারটি আদব এমনও উল্লেখ করছি, যেগুলোর প্রতি বড়দের ছোটদের সঙ্গে লক্ষ্য রাখা উচিত বা জরুরী।

বড়দের জন্য জরুরী আদবসমূহ

আদব-১১৫ ঃ বড়দেরও খুব রুক্ষ মেযাজের হওয়া উচিত নয় যে, কথায় কথায় রাগ করবে। কথায় কথায় জ্বলে উঠবে। এটি নিশ্চিত কথা যে, অন্যেরা যেমন তোমার সঙ্গে অশোভন আচরণ করে, তুমিও যদি তোমার বড়দের সঙ্গে চলাফেরা করো, তাহলে তোমার থেকেও তাদের সঙ্গে অনেক অশোভন আচরণ হবে, একথা মনে করে কিছু ছাড় দিও। একবার, দু'বার নরমভাবে বুঝিয়ে দাও। এর দ্বারাও কাজ না হলে তার কল্যাণের নিয়তে কঠোর ও শক্ত আচরণেও দোষ নেই। তুমি যদি সবর না করো, তাহলে সবরের ফযীলত থেকে সর্বদা বঞ্চিত থাকবে। আল্লাহ যখন তোমাকে বড় বানিয়েছেন, তখন সব ধরনের লোক তোমার নিকট আসবে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির এবং বিভিন্ন বুদ্ধির লোক থাকবে। সবাই এক সমান কি করে হবে?

www.islamfind.wordpress.com

নিম্নের হাদীসটি খুব মনে রাখা দরকার—

اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَا هُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَا هُمْ.

অর্থ ঃ 'যে মুমিন মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে ঐ মুমিন থেকে উত্তম, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না।'

আদব-১১৬ ঃ যে ব্যক্তি সম্পর্কে লক্ষণ দ্বারা তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা জন্মে যে, সে তোমার কথা কখনোই অমান্য করবে না তাহলে তাকে এমন কোন জিনিসের ফরমায়েশ করো না, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়।

আদব-১১৭ ঃ তোমার বলা ছাড়াই কেউ যদি তোমার আর্থিক বা শারীরিক খেদমত করে, তবুও লক্ষ্য রেখো যেন তার বিশ্রামের বা সুবিধার ব্যাঘাত না ঘটে। অর্থাৎ, তাকে বেশী জাগতে দিও না। তার সামর্থ্যের অধিক হাদীয়া নিও না। সে তোমাকে দাওয়াত করলে অনেক বেশী খাবার পাক করতে দিও না। তোমার সাথে অনেক মানুষকে দাওয়াত দিতে দিওনা।

আদব-১১৮ ঃ কারো প্রতি ইচ্ছাপূর্বক অসন্তুষ্ট হতে হলে বা ঘটনাক্রমে এমনটি হয়ে গেলে পরের দিন তাকে খুশী করে দাও। তোমার থেকে বাস্তবিকই বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে অকপটে ভুল স্বীকার করে তার কাছে মাফ চেয়ে নাও। লজ্জা করো না। কিয়ামতের দিন সে আর তুমি এক সমান হয়ে যাবে।

আদব-১১৯ ঃ কথাবার্তা বলার সময় কারো অসমীচীন আচরণের কারণে মেযাজ বেশী চড়া হতে থাকলে তার সাথে সরাসরি কথা না বলা উত্তম। অন্য কোন যোগ্য ও বিজ্ঞ লোককে ডেকে তার মধ্যস্থতায় কথা বলবে। যেন তোমার চড়া মেযাজের প্রভাব তার উপর এবং তার অসমীচীন আচরণের প্রভাব তোমার উপর না পড়ে।

আদব-১২০ ঃ নিজের কোন খাদেম বা মুরীদকে নিজের এমন নিকটতম বানিও না যে, অন্যেরা তার চাপে থাকে, বা সে অন্যের উপর

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। একইভাবে সে যদি অন্যের কথা ও অবস্থা তোমার নিকট বলতে আরম্ভ করে তাহলে তাকে বারণ করে দাও। তা না হলে মানুষ তাকে ভয় করতে থাকবে। আর তুমি মানুষের প্রতি কুধারণা পোষণকারী হয়ে যাবে। একইভাবে সে যদি কারো পয়গাম বা সুপারিশ তোমার নিকট নিয়ে আসে, তাহলে কড়াভাবে নিষেধ করে দাও। যেন মানুষ তাকে মাধ্যম মনে করে তার তোষামোদ করতে আরম্ভ না করে। তাকে নজরানা দিতে আরম্ভ না করে। বা সে মানুষদেরকে ফরমায়েশ করতে আরম্ভ না করে। সারকথা এই যে, সব লোকের সম্পর্ক সরাসরি নিজের সাথে রাখবে। কোন ব্যক্তিকে মাধ্যম বানাবে না। হাঁ, নিজের খেদমতের জন্য এক–আধ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে নাও, তাতে দোষ নেই। কিন্তু তাকে অন্যান্য লোকের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দখল দিও না।

এমনিভাবে মেহমানদের বিষয় কারো উপর ছেড়ে দিও না। নিজেই সবার দেখাশোনা করো। খোঁজখবর নাও। যদিও এতে তোমার কষ্ট বেশী হবে। কিন্তু অন্যদের তো আরাম ও সুবিধার ব্যবস্থা হলো। আর বড় তো কষ্ট সহ্য করার জন্যই হয়ে থাকে।

জনৈক কবি কত সুন্দর বলেছেন—

آں روز کہ مہ شدی نمی دانستی
کانگشت نمائے عالمے خواہد شد

অর্থ ঃ 'যেদিন তুমি চাঁদ হয়েছো, সেদিন কি তুমি জানো না যে, সারা বিশ্বের আঙ্গুল তোমার প্রতি উত্থিত হবে?'

এখন এ সমস্ত আদব ও নিয়ম–নীতিকে একটি অনিয়মের নিয়মের উপর খতম করছি। তা এই যে, এর মধ্যে কিছু আদব তো সবার জন্য এবং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। আর কিছু আদব আছে এমন, যা থেকে এমন খাদেম এবং মাখদুম (গুরুজন) ব্যতিক্রম, যাদের সাথে অকৃত্রিম সম্পর্ক রয়েছে। কার সাথে অকৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, আর কার সাথে ওঠে নাই, তা রুচি ও উপলব্ধির দ্বারা বুঝতে পারবে। তাই এ বিষয়ক আদব ও রুচিও উপলব্ধির উপর ছেড়ে দিচ্ছি। এখন এ পুস্তিকাকে কৃত্রিমভাবে আদব ও কৃত্রিম আদব সম্বলিত একটি কবিতা লিখে সমাপ্ত করছি।

www.islamfind.wordpress.com

طُرُقُ الْعِشْقِ كُلُّهَا اٰدَابٌ
اَدِّبُوْا النَّفْسَ اَيُّهَا الْاَصْحَابُ

অর্থ ঃ 'প্রেমের পথ পুরোটাই আদবসমৃদ্ধ। তাই বন্ধুগণ! নফসকে আদবে সজ্জিত করো।'

থানাভোনে ১৩৩২ হিজরীর মুহাররম মাসের ৮ তারিখে যেদিন 'আগলাতুল আওয়াম' পুস্তিকা শেষ হয়েছে, সেদিন এ পুস্তিকাও শেষ হয়েছে। পুস্তিকাদ্বয়ের মধ্যে এক ঘন্টার কিছু বেশী এবং দু' ঘন্টার কিছু কম সময়ের ব্যবধান হয়েছে।

সমাপ্ত

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

অষ্টম কিতাব

আগলাতুল আওয়াম

www.islamfind.wordpress.com

সূচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হামদ ও সালাতের পর আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমান যুগে আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে দ্বীনী ইলমের উপকরণ অর্থাৎ, ধর্মীয় কিতাবাদির সহজলভ্যতা ও স্বল্পমূল্যতা, সেগুলোর অনুবাদ বের হওয়া, হক্কানী আলেমগণের জায়গায় জায়গায় অবস্থান করা, তাদের ওয়ায–উপদেশ দান করা, প্রয়োজনে তারা নিজেরা এগিয়ে যাওয়া বা ডাকলে উপস্থিত হওয়া যে, অধিকহারে হচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না এবং তা শুকরিয়ার ব্যাপারও বটে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, বরং সাধারণতুল্য শিক্ষিতদের মাঝেও এমন কিছু ভুল মাসআলা প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত রয়েছে, যেগুলোর শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই। সেগুলোর উপর তাদের এমন নিশ্চিত বিশ্বাস যে, সেগুলোর ব্যাপারে তাদের কোন সন্দেহও সৃষ্টি হয় না যে, আলেমগণের নিকট থেকে যাচাই করে নিবে। অধিকাংশ আলেমেরও সাধারণ মানুষের এসবের মধ্যে লিপ্ত থাকার কথা জানা নাই যে, তারা সময়–সুযোগমত সেগুলো সংশোধন করে দিবে। এ সমস্ত মাসআলার ব্যাপারে যেহেতু সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকেও যাচাই করা হয় না, আবার আলেমদের পক্ষ থেকেও সতর্ক করা হয় না, তাই এ সমস্ত ভুল–ভ্রান্তি সংশোধনেরও কোন পথ হয় না। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্ত ভুল মাসআলা যতদূর জানা সম্ভব লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা মনে পোষণ করে আসছিলাম।

আল্লাহর মেহেরবাণীতে এখন তা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। আলিমগণ যেমনিভাবে হাদীস শাস্ত্রের 'মওযুআত' বা জাল হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন, তেমনিভাবে এ পুস্তিকা ফিক্‌হ শাস্ত্রের 'মওযুআতের' সংকলন। এ পুস্তিকায় উল্লেখিত মাসআলাসমূহ যদিও ফিক্‌হের বিভিন্ন অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু সে ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা জটিল ছিলো বিধায় মিশ্রিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো। লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর কেউ তা অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে চাইলে তখন তা সহজসাধ্য হবে।

(আলহামদুলিল্লাহ এখন এ পুস্তিকা নতুন সংযোজন এবং ফিকহের বিন্যাসে বিন্যস্তাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। —প্রকাশক)

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

'আমার সামর্থ্যমত সংশোধনই আমার ইচ্ছা। আল্লাহ তাওফীকদানের মালিক, তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি এবং তাঁরই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করছি।'

বিনীত—
আশরাফ আলী

আকীদা-বিশ্বাস

মাসআলা-১ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি নতুন মুসলমান হবে, তাকে দাস্তের ঔষধ খাওয়াতে হবে। তা না হলে সে পবিত্র হবে না। এ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মাসআলা-২ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, গালি দেওয়ার ফলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঈমান থেকে দূরে সরে যায়। ঐ সময়ের মধ্যে মারা গেলে বেঈমান হয়ে মারা যায়। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। হাঁ, গালি দিলে গুনাহ হয়, সে ভিন্ন কথা।

মাসআলা-৩ ঃ কতক সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এই যে, যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান। এটিও ভুল কথা।

মাসআলা-৪ ঃ কতক সাধারণ মানুষ মনে করে যে, মসজিদে আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) চতুর্থ আসমানে, আর দিল্লীর জামে মসজিদ তার অনুরূপ। এ দু'টি ধারণাই ভুল। মসজিদে আকসা শাম দেশে (ফিলিস্তিনে) এবং দিল্লীর জামে মসজিদ তার অনুরূপ নয়।

মাসআলা-৫ ঃ অনেক সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ মহিলারা বসন্ত রোগ ও কণ্ঠনালীর ফোড়ার চিকিৎসা করানোকে খারাপ মনে করে। অনেক সাধারণ মানুষ এ রোগকে ভূত–পেত্নীর প্রভাব মনে করে, এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা।

মাসআলা-৬ ঃ কতক মহিলা মনে করে যে, নতুন বউ তার ঘর, সিন্দুক বা অন্য কোন কিছুতে তালা লাগালে তার বাড়ীতে তালা লেগে যায়, অর্থাৎ, বিরান হয়ে যায়। এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত।

মাসআলা-৭ ঃ কোন কোন সাধারণ মানুষ মনে করে যে, যে ব্যক্তি 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস'–এর ওযীফা পড়ে, তার সর্বনাশ হয়ে যায়। এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। এর বরকতে বরং সে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি পায়।

মাসআলা-৮ ঃ কিছু কিছু সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা বলে যে, দরজার চৌকাঠের উপর বসে খাবার খেলে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়। এ ধারণা ভুল।

www.islamfind.wordpress.com

মাসআলা-৯ ঃ কতক সাধারণ মানুষের এ বিশ্বাস রয়েছে যে, প্রতি বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা রাতে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা নিজ নিজ বাড়ীতে আসে এবং এক কোণায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে যে, কে আমাকে সওয়াব দান করে। কিছু সওয়াব পেলে তো ভালো, অন্যথা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। এটা ঠিক নয়।

মাসআলা-১০ ঃ কিছু কিছু মহিলা এমন মহিলার কাছে যায় না এবং তার সাথে বসে না, যার বাচ্চা হয়ে মরে যায় এবং নিজের সন্তানদেরকেও এমন জায়গায় যেতে বাধা দেয় এবং বলে যে, মরণরোগে ধরবে। এটা অত্যন্ত খারাপ কথা। এমন করায় গুনাহ হয়।

মাসআলা-১১ ঃ কতক সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা মনে করে যে, প্রত্যেক মানুষের জন্য তার জীবনের তিন, আট, তেরো, আঠারো, একুশ, আটত্রিশ, তেতাল্লিশ ও আটচল্লিশতম বছর কঠিন হয়ে থাকে। এ ধারণা ভুল এবং এ বিশ্বাস ভ্রান্ত।

মাসআলা-১২ ঃ অধিকাংশ সাধারণ মানুষ মনে করে থাকে যে, কুকুর কান্না করলে কোন মহামারী বা রোগ বিস্তার লাভ করে। এটিও একান্তই ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-১৩ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন বাড়ীতে ঝগড়া লাগিয়ে রাখতে চাইলে ঐ বাড়ীতে সজারুর কাঁটা রেখে দিবে। ঐ বাড়ীতে যতদিন সে কাঁটা থাকবে, ততদিন বাড়ীর লোকেরা ঝগড়া করতে থাকবে। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-১৪ ঃ অজ্ঞ লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, কেউ সফরে গেলে মহিলারা বলে যে, এখনই ঝাড়ু দিও না। কারণ, অমুক এই মাত্র সফরে বের হয়েছে। এটি ভুল কথা।

মাসআলা-১৫ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, কাঠের হাতুড়ি কালো করে বাইরে নিক্ষেপ করা হলে শীলাবৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। এ ধারণা ভুল।

মাসআলা-১৬ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, শস্যের স্তূপের মধ্যে হাত ধুয়ে খাবার খাওয়া উচিত নয়। এবং ধারণা করা হয় যে, এতে করে ঐ স্তূপ থেকেই হাত ধুয়ে বসতে হয়। এটি একটি ভুল বিশ্বাস।

মাসআলা-১৭ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন মহিলা ঋতুস্রাব চলাকালে

www.islamfind.wordpress.com

বা গর্ভাবস্থায় মারা গেলে তাকে শিকল পরিয়ে দাফন করবে। কারণ, সে ডাইনি হয়ে যায় এবং যাকে পায়, তাকে খেয়ে ফেলে। এটি শিরকী বিশ্বাস।

মাসআলা-১৮ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, যেখানে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া হয়, সেখানে তিনদিন পর্যন্ত প্রদীপ জ্বালাবে। এটি ভিত্তিহীন কথা।

পাক-নাপাক

মাসআলা-১ ঃ কিছু কিছু মহিলার মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, কাক বা অন্য কোন পাখী কলসের মধ্যে ঠোঁট চুবালে ঐ কলসের মধ্যে এ পরিমাণ পানি ভরবে যে, পানি গড়িয়ে বাইরে পড়ে যায়, তাহলে তা পাক হয়ে যাবে। এ কথার কোন ভিত্তি নাই। যে জীবের এঁটে (উচ্ছিষ্ট) মাকরূহ বা নাপাক, সেই জীব মুখ দিলে পানি গড়িয়ে ফেললেও একই রকম মাকরূহ বা নাপাক থেকে যায়। আর যদি ঐ জীবের এঁটে (উচ্ছিষ্ট) পাক হয় তাহলে এরূপ করার কোন প্রয়োজন নাই।

মাসআলা-২ ঃ কোন কোন সাধারণ মানুষ বলে থাকে যে, পানির মধ্যে নখ ডুবে গেলে তা ব্যবহার করা মাকরূহ। এটি নিছক ভুল কথা। তবে নখের মধ্যে ময়লা জমা হয়ে থাকলে এমন করা পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থী।

মাসআলা-৩ ঃ সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রদীপের তেল নাপাক, কিন্তু এটা একেবারেই ভিত্তিহীন কথা। হয়তো সতর্কতামূলকভাবে কেউ একথা এ কারণে বলেছে যে, মানুষ জায়গায় অজায়গায় প্রদীপ রেখে দেয়। ফলে এমনও ঘটে থাকে যে, কুকুর বা অন্য কোন নাপাক প্রাণী তা চাটে। তাই কেউ হয়তো ঐ তেল ব্যবহারে সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এটাকে নিশ্চিত নাপাকই সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কতক সাধারণ মানুষ থেকে এর এ কারণও শোনা গেছে যে, এ তেল যেহেতু জ্বলে, তাই নাপাক হয়ে যায়। অথচ নাপাক হওয়ার মধ্যে জ্বলার কোন দখল নাই। মোটকথা, দাবী ও দলীল দুইটাই ভিত্তিহীন।

www.islamfind.wordpress.com

মাসআলা-৪ ঃ হুক্কার পানিকেও সাধারণ মানুষ নাপাক মনে করে থাকে। যদিও পরিচ্ছন্নতার খাতিরে তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী, কিন্তু এতে নাপাক প্রমাণিত হয় না।

মাসআলা-৫ ঃ কতক সাধারণ মানুষ মনে করে যে, কাপড়, পাত্র বা অন্য কোন জিনিসের সাথে যদি কুকুরের ছোয়া লাগে তাহলে ঐ জিনিস নাপাক হয়ে যায়। এটি ভুল কথা। তবে লালা লাগলে নাপাক হয়ে যায়।

ওযু-গোসল

মাসআলা-১ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, কারো খোলা সতরের উপর নজর পড়লে ওযু ভেঙ্গে যায়। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-২ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, শূকর দেখলে ওযু ভেঙ্গে যায়। এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-৩ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, পেশাব-পায়খানায় ব্যবহৃত পানির (পাত্রে) বাঁচা অংশ (অবশিষ্ট) দিয়ে ওযু করা উচিত নয়। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৪ ঃ কেউ কেউ বলে যে, যে ওযু দ্বারা জানাযার নামায পড়েছে, সে ওযু দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কোন নামায পড়বে না। এটিও নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৫ ঃ কিছু কিছু মহিলা মনে করে যে, বাইরে বের হলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। এটি একান্তই ভুল কথা, তবে বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া অন্যায়।

তায়াম্মুম ও মাসাহ

মাসআলা-১ ঃ কিছু কিছু মানুষ কাপড় বা বালিশের উপর বেশি ধুলা না থাকলেও তায়াম্মুম করে। এটি একেবারেই ঠিক নয়।

হায়েয ও নিফাস

মাসআলা-১ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রসূতি যতক্ষণ গোসল করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হাতের কিছু খাওয়া যাবে না। এটিও ভুল কথা। হায়েয ও নিফাস অবস্থায় হাত নাপাক থাকে না।

www.islamfind.wordpress.com

মাসআলা-২ ঃ কতক সাধারণ মানুষ বলে যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রসবাগারে স্বামীর যাওয়া উচিত নয়। এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-৩ ঃ সাধারণ লোকেরা বলে যে, যে মহিলা হায়েয অবস্থায় বা প্রসূতি অবস্থায় মারা যাবে তাকে দুই বার গোসল দিতে হবে। এটি নিছক ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-৪ ঃ সাধারণ মহিলারা প্রসবাগারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায পড়া জায়েয মনে করে না। যদি তার আগেই পবিত্র হয়ে যায় তবুও না। এটি সম্পূর্ণ দ্বীনের পরিপন্থী কথা। চল্লিশ দিন নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ। এর সর্বনিম্ন মেয়াদের কোন সীমা নেই। যখনই পাক হবে সাথে সাথে গোসল করে নামায আরম্ভ করবে। একইভাবে চল্লিশ দিনেও যদি স্রাব বন্ধ না হয়, তাহলে চল্লিশ দিন পর নিজেকে নিজে পাক মনে করে (গোসল করে) নামায আরম্ভ করে দিবে।

আযান, ইকামত ও ইমামতী

মাসআলা-১ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, নামাযের আযান মসজিদের বামদিকে এবং ইকামত মসজিদের ডান দিকে দিতে হবে। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-২ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, মুক্তাদি পাগড়ী বাঁধা থাকলে এবং ইমাম শুধু টুপি পরিহিত থাকলে নামায মাকরূহ হয়। এটি নিছক ভিত্তিহীন কথা। তবে যে ব্যক্তি শুধু টুপি পরে বাজারে এবং বন্ধু-বান্ধবের সমাবেশে যেতে সংকোচ বোধ করে, তার জন্য পাগড়ী ছাড়া নামায পড়া মাকরূহ। সে ইমাম হোক চাই মোক্তাদী হোক।

মাসআলা-৩ ঃ কিছু লোক আযানের সম্মুখ দিয়ে বা দু'আর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া নাজায়িয মনে করে। এর কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-৪ ঃ অহংকারী সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, যে ইমামের বাড়ীতে পর্দা নেই, তার পিছনে নামায হয় না। কিন্তু ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, আপত্তিকারীদের স্ত্রীরা যদি একজন নামাহরামের সামনেও যায়, তাহলে তাদেরকেও বেপর্দা বলা হবে। সে ক্ষেত্রে ইমাম ও মুক্তাদী সবাইকে সমান গণ্য করা হবে।

মাসআলা-৫ ঃ কাউকে কাউকে প্লেগ রোগ দেখা দিলে আযান দিতে দেখা গেছে, এরও কোন ভিত্তি নাই।

নামায, জামাআত ও খুতবা

মাসআলা-১ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, চৌকির উপর নামায পড়লে বান্দর হয়ে যায়। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-২ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় পানাহার করা নিষেধ। এ কথারও কোন ভিত্তি নেই। তবে সে সময়টি আল্লাহর দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়ার সময়। এ কারণে পানাহার পরিহার করা ভিন্ন কথা। কিন্তু দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্ম এমনকি গুনাহর কাজ পর্যন্ত করতে থাকবে, আর শুধুমাত্র পানাহার পরিত্যাগ করবে, এটি শরীয়ত পরিবর্তন করা এবং বিদআত।

মাসআলা-৩ ঃ কতক মহিলা নামায পড়ে জায়নামাযের কোণা একথা মনে করে উল্টিয়ে ফেলা জরুরী মনে করে যে, শয়তান এর উপর নামায পড়বে। এর কোনটিরই ভিত্তি নেই।

মাসআলা-৪ ঃ অধিকাংশ সাধারণ মানুষের অভ্যাস হলো, অসুস্থ মানুষ যখন জামাআতে শরীক হয়,তখন সমস্ত কাতারের শেষ মাথায় বামদিকে বসে। কাতারের মাঝে দাঁড়ানোকে যেন তারা খারাপ মনে করে। এ কাজটি একান্তই ভিত্তিহীন।

মাসআলা-৫ ঃ কতক মানুষের ধারণা এই যে, তাহাজ্জুদ নামাযের পর ঘুমানো উচিত না। এতে তাহাজ্জুদ চলে যায়। এর কোন ভিত্তি নেই। আর অনেক মানুষ এ কারণেই তাহাজ্জুদ নামায থেকে বঞ্চিত যে, তারা তাহাজ্জুদের পর ঘুমানোকে নিষিদ্ধ মনে করে, ওদিকে ভোর পর্যন্ত জাগাও কঠিন। মনে রাখতে হবে যে, তাহাজ্জুদের পর ঘুমানো দুরুস্ত আছে।

মাসআলা-৬ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, অন্ধকারে নামায পড়া নাজায়েয। এটি নিছক ভুল কথা। তবে এতটুকু ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে যে, কেবলার দিক থেকে যেন সরে না যায়।

মাসআলা-৭ ঃ কতক মহিলা বলে যে, যদি কয়েকজন মহিলা এক

www.islamfind.wordpress.com

জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তাহলে আগে-পিছে দাঁড়ানো ঠিক নয়। এটা একেবারেই ভুল কথা।

মাসআলা-৮ ঃ কতক লোক বলে যে, তিলাওয়াতের সেজদা করে উভয় দিকে সালামও ফিরাবে। এটিও নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৯ ঃ সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমালে ইশার নামায কাযা হয়ে যায়। অর্থাৎ, এরপর নামায পড়লে কাযার নিয়্যত করবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। তবে বিনা ওযরে ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো ঠিক না। অর্ধেক রাতের পর নামাযের ওয়াক্ত মাকরূহ হয়ে যায়, ঘুমাক চাই না ঘুমাক।

মাসআলা-১০ ঃ মহিলাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, মহিলারা পুরুষদের পূর্বে নামায পড়বে। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-১১ ঃ কতিপয় মহিলা মনে করে যে, তিলাওয়াতের সেজদা দু'টি হওয়া উচিত, অর্থাৎ, একটি আয়াত পড়লে দু'টি সেজদা ওয়াজিব হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা।

মাসআলা-১২ ঃ সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, নামাযের মধ্যে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়ে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এটা নিছক ভুল কথা। তবে বিনা প্রয়োজনে আঙ্গুল সরানো খুবই দোষণীয়।

মাসআলা-১৩ ঃ কতিপয় সাধারণ লোক বলে থাকে যে, সুন্নাত নামাযের পর কথা বলবে না, যদিও ঘোড়ার খুরের নিচে দেবে যাক না কেন। এ কথার কোন ভিত্তি নেই। বরং এ কথার উপর আমল করায় আকীদা নষ্ট তো হয়ই, তাছাড়া অনেক সময় শরীয়তের কোন ওয়াজিব কাজও ছুটে যায়। যেমন কেউ মাসআলা জিজ্ঞাসা করলো বা কোন কাজে সাহায্য চাইলো।

মাসআলা-১৪ ঃ কতক লোককে দেখেছি যে, রেলগাড়িতে আরোহণ করে কোন ওযর ছাড়াই বসে নামায পড়াকে বা কেবলামুখী না হয়ে নামায পড়াকে জায়েয মনে করে। মনে রাখতে হবে যে, রেলগাড়ীতে হুকুম পরিবর্তন হয় না। এবং এতে তেমন কোন জটিলতাও নেই। সামান্য সমস্যা তো বাড়ীতে নামায পড়তেও অনেক সময় দেখা দেয়। এমনিভাবে নামাযী মহিলারা গরুর গাড়ীতে বসে বসে নামায পড়ে

ফেলে। মনে রাখতে হবে যে, যেখানে গাড়ী দাঁড় করানোতে কোন বিপদের আশংকা নেই সেখানে গাড়ী থেকে নেমে মাটিতে নামায পড়তে হবে। পর্দার জন্য বোরকাই যথেষ্ট।

মাসআলা-১৫ ঃ কতক সাধারণ মানুষ এমন অসুস্থতায়ও নামায ছেড়ে দেয়, যার মধ্যে শরীর ও কাপড় পাক থাকা মুশকিল হয়। তারা মনে করে যে, এমতাবস্থায় নামায জায়েয হওয়ার কোন সুরত নাই। এ ধারণা একান্তই ভুল। এমতাবস্থায় আলেমদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করে নামায পড়া জরুরী। এমতাবস্থায়ও নামায হয়। যখন শরীর ধুতে খুব বেশী কষ্ট হয়, বা রোগ বৃদ্ধির ভয় থাকে এবং পরিবর্তন করার মত অতিরিক্ত কাপড় না থাকে তখন এ অবস্থাতেই নামায দুরুস্ত হয়ে যায়।

মাসআলা-১৬ ঃ অনেক সাধারণ মানুষকে পাবন্দীর সাথে এটাও করতে দেখেছি যে, যখন জুমুআর নামায পড়তে আসে, তখন প্রথমে অল্প সময় মসজিদে বসে তারপর সুন্নাত পড়ে। যদিও মসজিদের নিকট থেকেই আসুক না কেন বা শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন না থাকুক—এর কোন ভিত্তি নেই। তাছাড়া কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকার দ্বারাও শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বসেই শ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এমনটি জরুরী নয়।

মাসআলা-১৭ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, যাদের ফজর নামাযের সুন্নাত রয়ে যাবে, তাদের সুন্নাত নামায দুরুস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকতে হবে৷ এটাও ভুল কথা। বরং অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়া এবং সূর্যোদয়ের পর তা আদায় করাও জায়েয আছে।

মাসআলা-১৮ ঃ কতক সাধারণ লোক বলে থাকে যে, মসজিদের বাতি নিজে নিভাবে না। এটি ভুল কথা। বরং বাতির প্রয়োজন না থাকলে নিভিয়ে ফেলাই উচিত। তা না হলে অপচয় হবে, তাছাড়া নির্জনে বাতি জ্বালিয়ে রাখা নিষেধও রয়েছে।

মাসআলা-১৯ ঃ অনেক সাধারণ লোক জামাআতের কাতারবন্দীর সময় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি মিলিয়ে কাতার সোজা করে। অথচ কাঁধ ও পায়ের গোড়ালী সোজা করে কাতার সোজা করা উচিত।

মাসআলা-২০ ঃ অনেক সাধারণ মানুষকে পাবন্দীর সাথে এরূপ

www.islamfind.wordpress.com

করতে দেখেছি যে, জুমুআর প্রথম খুতবা শোনার সময় উভয় হাতকে বেঁধে রাখে এবং দ্বিতীয় খুতবা শোনার সময় উভয় হাত রানের উপর রেখে দেয়। এটিও ভিত্তিহীন কাজ।

মাসআলা-২১ ঃ অধিকাংশ সাধারণ মানুষ জুমুআর খুতবায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম শুনে সশব্দে দুরূদ শরীফ পড়ে। এটি জায়িয নেই। মুখ দ্বারা দুরূদ শরীফ পড়বে না। হ্যাঁ, মনে মনে পড়ায় দোষ নেই।

মাসআলা-২২ ঃ কিছু কিছু সাধারণ লোক নামাযের মধ্যে বাম কনুই খোলা থাকলে নামায ত্রুটিপূর্ণ হয় বলে মনে করে থাকে। বিশেষভাবে বাম কনুইকে এর জন্য নির্দিষ্ট করা ভুল। বরং ডান হোক, চাই বাম হোক, যে কোনটি খোলা থাকলে নামায অবশ্যই মাকরূহ হবে।

তিলাওয়াত ও তাজবীদ

মাসআলা-১ ঃ কুরআন শরীফের কিছু কিছু জায়গায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে মিলিয়ে পড়লে কেউ কেউ কুফরীর ফতওয়া লিখেছে। এর চেয়েও বড় কথা হলো, সূরা ফাতিহার মধ্যে কতক হরফকে মিলিয়ে পড়লে শয়তানের নাম সৃষ্টি হয় লিখেছে। এ দু'টির কোন ভিত্তি নেই। তবে তিলাওয়াতের নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে এ দু'জায়গায় মিলিয়ে পড়া নিয়মবহির্ভূত ও দোষণীয়। কিন্তু তাই বলে কুফুরী বা শয়তানের নামের দাবী করা নিছক রচনামাত্র।

মাসআলা-২ ঃ হাফিয ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, 'সূরায়ে বারাআত' (তাওবা)এর শুরুতে কোন অবস্থাতেই বিসমিল্লাহ পড়া যায় না। কিন্তু সঠিক কথা হলো, শুধুমাত্র এক অবস্থায় এতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয় না। যখন উপর থেকে পড়তে পড়তে 'সূরা বারাআত' পড়তে আরম্ভ করবে। কিন্তু যদি এ সূরা থেকেই তিলাওয়াত আরম্ভ করে, বা সূরার মাঝখানে বিরতি দিয়ে তারপর অবশিষ্টাংশ পড়ে তাহলে বিসমিল্লাহ বলবে।

www.islamfind.wordpress.com

দু'আ, দুরূদ ও যিক্র

মাসআলা-১ ঃ সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, বিনা ওযুতে দুরূদ শরীফ পড়া ঠিক নয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। বরং কুরআন শরীফও বিনা ওযুতে পড়া দুরুস্ত আছে। তবে বিনা ওযুতে কুরআন শরীফে হাত লাগানো দুরুস্ত নয়।

মাসআলা-২ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, ঠিক দুপুর সময় কুরআন পড়া নিষিদ্ধ। এটি নিছক ভুল কথা। তবে এ সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ।

মাসআলা-৩ ঃ অনেক তাবিজ লেখকও বিষয়টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তারা বিনা ওযুতেই কুরআনের আয়াত লিখে দেয় এবং ওযুবিহীন মানুষের হাতে তা দিয়ে দেয়। ওযু ছাড়া কুরআনের আয়াত লেখা এবং স্পর্শ করা উভয়টাই নাজায়েয।

মাসআলা-৪ ঃ কিছু কিছু পীর-মাশাইখ সশব্দে যিকর করাকে নিঃশর্তভাবে জায়েয মনে করে। এটি ঠিক নয়। সশব্দে যিকর জায়েয হওয়ার একটি অত্যাধিক জরুরী শর্ত হলো, এর কারণে কোন নামাযীর মনের একাগ্রতা বিঘ্নিত না হতে হবে। ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম নষ্ট না হতে হবে। যেখানে এ ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে আস্তে যিকর করবে। যদিও সশব্দে যিকর করার তা'লীম দেওয়া হোক না কেন।

অন্তিম রোগ ও জানাযা

মাসআলা-১ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বামী স্ত্রীর লাশবাহী খাটের পায়াও ধরবে না। এটিও নিছক ভুল কথা। পরপুরুষের চেয়ে সে অধিক হকদার।

মাসআলা-২ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, লাশ বাড়ীতে বা মহল্লায় থাকলে তা নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করা গুনাহ্। এ কথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মাসআলা-৩ ঃ সাধারণ লোকেরা বলে থাকে যে, লাশ ধোয়ানো পানির উপর পা রাখা ঠিক না। আর এ কারণেই লাশ ধোয়ানোর জন্য একটি গর্ত খুঁড়ে নেয়, যাতে সমস্ত পানি তার মধ্যে জমা হয়ে থাকে। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা।

মাসআলা-৪ ঃ কিছু কিছু সাধারণ মানুষ মুহাররম মাসে কবরে নতুন

www.islamfind.wordpress.com

মাটি দেওয়া জরুরী মনে করে। এরও কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-৫ ঃ কতক সাধারণ লোকের মধ্যে এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেখা যায় যে, মৃত ব্যক্তিকে বাড়ীর পাত্রে গোসল দেওয়ানো যাবে না। বরং নতুন পাত্র এনে গোসল দেওয়াতে হবে। তারপর ঐ সমস্ত পাত্র বাড়ীতে ব্যবহার করা যাবে না। বরং মসজিদে পাঠিয়ে দিবে বা ভেঙ্গে ফেলবে। এটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-৬ ঃ সাধারণ লোকদেরকে দেখেছি যে, জানাযা নামাযের তাকবীর বলার সময় মুখ আকাশের দিকে উঠিয়ে থাকে। এটি ভিত্তিহীন কাজ।

মাসআলা-৭ ঃ অধিকাংশ জায়গার নিয়ম এই যে, লাশ দাফন করার সময় কবরের মধ্যে লাশকে চিৎ করে শোয়ায়ে শুধুমাত্র তার মুখ কেবলার দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এটি ঠিক নয়। সঠিক নিয়ম হলো, পুরো লাশটিকে (ডান কাতে) কেবলামুখী করে শোয়ায়ে দিবে।

মাসআলা-৮ ঃ অধিকাংশ সাধারণ লোক মৃত্যুযন্ত্রণার সময় শরবত পান করানোকে জরুরী মনে করে। কেউ পান না করালে তাকে তিরস্কার করে। অথচ এটা জরুরীও নয় এবং পান না করালে তিরস্কার করারও কিছু নেই। বরং এরূপ মনে করাটাই অন্যায়।

রোযা

মাসআলা-১ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, এক রোযা রাখা ভালো নয়। প্রসিদ্ধ এ কথাটিরও কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-২ ঃ কতিপয় লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, মুহাররমের দশ তারিখের রোযা রাখবে না। কারণ, ইয়াযিদের মা এ রোযা রেখেছিলো। একথা নিতান্তই ভুল।

মাসআলা-৩ ঃ সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের নফল ছয় রোযা রাখতে চায়, তার জন্য ঈদের পরের দিন একটি রোযা অবশ্যই রাখা উচিত। তা না হলে ঐ ছয় রোযা হবে না। এটি একান্তই ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-৪ ঃ কিছু কিছু লোক মনে করে যে, নফল রোযার সাহরী

নাই। এটি ভুল কথা। এক্ষেত্রে ফরয ও নফল রোযা সমান।

মাসআলা-৫ ঃ কতক সাধারণ লোককে বলতে শোনা গেছে যে, নফল রোযার ইফতার মাগরিব নামাযের পর করবে। এরও কোন ভিত্তি নেই।

যাকাত, হজ্জ, কুরবানী, আকীকা ও মান্নত

মাসআলা-১ ঃ কতক সাধারণ লোক বলে থাকে যে, কুরবানীর ঈদের দিন কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত রোযা থাকবে। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। তবে কুরবানীর পূর্বে খাবার না খাওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু তা রোযা নয়। না খাওয়া ফরযও নয়, এতে রোযার সওয়াবও নেই এবং রোযার নিয়ত নেই।

মাসআলা-২ ঃ কতক লোক মনে করে যে, ইহরামের মধ্যে এমন দু' টুকরো কাপড় পরা দুরস্ত নেই, যার মাঝে সেলাই করে জোড়া দেওয়া হয়েছে। এটি নিছক ভিত্তিহীন কথা। তবে পুরুষের জন্য এমনভাবে সেলাই করা কাপড় পরা নিষিদ্ধ, যা দেহের আকৃতিবিশিষ্ট। যেমন, জামা, পায়জামা ইত্যাদি।

মাসআলা-৩ ঃ কতক লোক খাসী করা পশু কুরবানী করা দুরুস্ত মনে করে না, তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। বরং খাসি করা প্রাণী কুরবানী করার ফযীলত অধিক। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাসি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন।

মাসআলা-৪ ঃ এ কথাটি খুব প্রসিদ্ধ যে, আকীকার গোশত শিশুর মা, বাবা, নানা, নানী, দাদা ও দাদীর খাওয়া দুরুস্ত নয়। এ কথার কোন ভিত্তি নেই। আকীকার গোশতের হুকুম কুরবানীর গোশতের মত।

মাসআলা-৫ ঃ কতক সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, কাউকে যাকাতের টাকা দিয়ে যদি না বলা হয় যে, এগুলো যাকাতের টাকা, তাহলে হয়ত যাকাত আদায় হয় না। এ ধারণা একান্তই ভুল। না বললেও যাকাত আদায় হয়ে যায়। তবে মনে মনে যাকাতের নিয়ত করতে হবে।

মাসআলা-৬ ঃ কতিপয় সাধারণ মানুষের ধারণা এই যে, স্বর্ণ-চান্দির যে সমস্ত অলংকার প্রতিদিন ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর যাকাত নাই।

www.islamfind.wordpress.com

জেনে রাখা উচিত, তুলে রাখা অলংকার এবং ব্যবহৃত অলংকার উভয়ের বিধান একই। উভয়েরই যাকাত দিতে হবে।

মাসআলা-৭ ঃ কতক সাধারণ লোককে বলতে শোনা গেছে যে, কসম খাওয়ার সময় বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি মুড়িয়ে রাখলে কসম হয় না। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-১৮ ঃ অধিকাংশ সাধারণ লোককে দেখা গেছে যে, মান্নতের শিরনি মসজিদে এনে সবার মাঝে বিতরণ করে। অথচ তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'সাইয়্যেদ' বংশের এবং ধনী লোকও থাকে। আর 'সাইয়্যেদ' ও ধনী লোককে দেওয়ার দ্বারা মান্নত আদায় হয় না।

বিবাহ, তালাক, খোলা ও যিহার

মাসআলা-১ ঃ কতক জায়গার সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ধারণা রয়েছে যে, সাক্ষী ছাড়াও নারী ও পুরুষের সম্মতিতে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। তারা এর নাম 'দেহদান' রেখেছে। এটি একান্তই ভুল ধারণা। এভাবে মোটেই বিবাহ হয় না। বরং তা ব্যভিচার হয়।

মাসআলা-২ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, পীরের জন্য মহিলা মুরীদকে বিবাহ করা জায়েয নেই। এটি নিছক ভুল কথা। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল স্ত্রীর পীর ছিলেন।

মাসআলা-৩ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, বিশটি সন্তান হলে বিবাহ ভেঙ্গে যায়, এটিও একান্তই ভুল কথা।

মাসআলা-৪ ঃ কতক সাধারণ লোক বলে যে, হাওয়া (আঃ)কে মন্দ বললে বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এটিও নিছক ভুল কথা। তবে হাওয়া (আঃ)কে মন্দ বলা জায়েয নেই।

মাসআলা-৫ ঃ সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বামী মারা যাওয়ার পর তার জানাযা বাড়ী থেকে বের হওয়ার পূর্বে স্ত্রী তার বাড়ী থেকে বের হয়ে অন্য বাড়ী চলে গেলে তা জায়েয আছে, কিন্তু জানাযা বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর অন্য বাড়ী যাওয়া জায়েয নাই। এ সমস্ত সাধারণ লোকদের ধারণায় যেন 'ইদ্দত' মৃত্যুর সময় থেকে আরম্ভ হয় না, বরং জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় থেকে 'ইদ্দত' আরম্ভ হয়। এটি নিছক

www.islamfind.wordpress.com

ভুল কথা।

মাসআলা-৬ ঃ কোন বিধর্মী নারী মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে কোন মুসলমানের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়ার ব্যাপক রীতি চালু আছে। এটি মারাত্মক ভুল রীতি। বিধর্মীদের শাসনাধীনে কোন বিধর্মী নারী মুসলমান হলে তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার উপর তালাক পতিত হবে। তারপর 'ইদ্দতের' জন্য তিন হায়েয অতিক্রান্ত হতে হবে। মোট ছয় হায়েযের পর তার বিবাহ দুরুস্ত হবে।

মাসআলা-৭ ঃ স্ত্রী যদি স্বামীকে বাপ বলে ফেলে তাহলে সাধারণ মানুষ মনে করে যে, তার বিবাহ ভেঙ্গে গেছে। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। বরং স্বামীও যদি স্ত্রীকে মা বা মেয়ে বলে ফেলে, তাতেও বিবাহে ছেদ পড়ে না। তবে কথাটি অর্থহীন। হাঁ, যদি এরূপ বলে যে, তুমি আমার জন্য মা-মেয়ের মত, তাহলে কখনো কখনো স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। যার বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজনের সময় আলেমদের নিকট থেকে জানা যেতে পারে।

মাসআলা-৮ ঃ কতক সাধারণ মানুষের এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে যে, হায়েয অবস্থায় হয়ত বিবাহ সঠিক হয় না। তাদের এ সন্দেহ ভিত্তিহীন। এ অবস্থাতেও বিবাহ সঠিক হয়। তবে এমতাবস্থায় নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেখা, হাত লাগানো ইত্যাদি দুরুস্ত নয়।

মাসআলা-৯ ঃ সাধারণ মানুষ মামী, চাচী ও সৎ শাশুড়ীকে বিবাহ করা জায়েয মনে করে না। তাদের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত। তবে এমনিতেই সম্মান বা অন্য কোন কারণে এ ধরনের আত্মীয়কে বিবাহ না করলে সে ভিন্ন কথা।

মাসআলা-১০ ঃ কতক সাধারণ লোক মনে করে যে, রাগত অবস্থায় বা ধমকানোর নিয়তে তালাক দিলে তালাক হয় না। এটি একান্তই ভুল কথা। এ অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে।

মাসআলা-১১ ঃ সাধারণ লোকদের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে যে, দুই ঈদের মধ্যবর্তী সময়ে বিবাহ করবে না। কারণ, এতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বনিবনা হয় না। এ ধারণা শরীয়তবিরোধী।

www.islamfind.wordpress.com

ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, বন্ধক, শোফা ইত্যাদি

মাসআলা-১ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, শস্যের ব্যবসা করা নাজায়েয। একথা সম্পূর্ণ ভুল। তবে যদি এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যে, কোন মূল্যেই শস্য পাওয়া যায় না এবং এমতাবস্থায় শস্য বিক্রি না করলে মানুষের কষ্ট হবে তাহলে এমতাবস্থায় শস্য আটকিয়ে রাখা হারাম।

মাসআলা-২ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন জিনিস ক্রয় করার পর বিক্রেতার নিকট অতিরিক্ত চাওয়া গুনাহ। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। তবে বিক্রেতাকে পীড়াপীড়ি করে বিরক্ত করা হারাম। তবে সে যদি সানন্দে দিয়ে দেয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

মাসআলা-৩ ঃ কতক জমির মালিক মনে করে যে, জমিতে যে সমস্ত ঘাস নিজে নিজেই উৎপন্ন হয়, সেগুলো আটকিয়ে রাখলেই মালিকানাধীন হয়ে যায় এবং তা বিক্রি করা জায়েয হয়ে যায়। এ উভয় কথাই নিছক ভুল।

মাসআলা-৪ ঃ কতক জমির মালিককে এ কথাও বলতে শোনা গেছে যে, ফল আসার পূর্বে ফুল বিক্রি করা এমনিতে তো জায়েয নাই, তবে ফুল বিক্রির সঙ্গে যদি কিছু জমিও ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে তা জায়েয আছে। একথা সম্পূর্ণরূপে ভুল। এভাবে ভাড়া দেওয়ার দ্বারা ঐ বিক্রি জায়েয হয়ে যায় না।

মাসআলা-৫ ঃ সাধারণ জমির মালিকদের ধারণা এই যে, বন্ধক রাখার সময় বন্ধকদাতা যদি বন্ধককৃত জমির ফল-ফসল ও উপকারিতাকে হালাল করে দেয় তাহলে তা হালাল হয়ে যায়। একথা মোটেই ঠিক নয়। বরং বন্ধকের ক্ষেত্রে বন্ধকী জমির ফল-ফসল ও উপকারিতা ভোগ করার যদি শর্ত দেয় বা তার প্রচলন থাকে, তাহলেও তা হারাম হবে।

মাসআলা-৬ ঃ কতক সাধারণ লোক গাধা ও ঘোড়ার মিলনকে খারাপ মনে করে। এরও কোন ভিত্তি নেই। তবে এর বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই।

মাসআলা-৭ ঃ কতক সাধারণ লোক মনে করে যে, 'শোফার' অধিকার পৈত্রিক আত্মীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি নিছক ভুল কথা।

www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

মাসআলা-৮ ঃ কতক সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, সন্তান থাকাবস্থায় নিজের সম্পত্তির পুরোটা বা কিছু অংশ যদি কাউকে দান করতে চায়, তাহলে তা বাস্তবায়নের জন্য শর্ত হলো, ঐ সম্পদ দানকারী ব্যক্তির নিজস্ব হতে হবে। যদি পৈত্রিক সম্পত্তি হয়, তাহলে জায়েয হবে না। এটি নিছক ভুল কথা। নিজের উপার্জিত হোক আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হোক শরীয়তে উভয়ের একই বিধান।

শিকার ও জবাইয়ের বর্ণনা

মাসআলা-১ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, জবাইকারীদের ক্ষমা করা হবে না। এটি ভুল কথা।

মাসআলা-২ ঃ কেউ কেউ বলে যে, যে পশু চাকু দ্বারা জবাই করা হবে, তা হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, ঐ চাকুর মধ্যে তিনটি পেরেক (কাঁটা) থাকতে হবে। এটি ভুল কথা।

মাসআলা-৩ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, জারজ সন্তানের জবাই করা পশু খাওয়া দুরুস্ত নাই। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৪ ঃ কতক লোক মহিলাদের জবাইকৃত পশু খাওয়া দুরুস্ত মনে করে না। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৫ ঃ কতক সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, জবাইকারীর সাহায্যকারীর উপর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা ওয়াজিব। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৬ ঃ কতক সাধারণ লোক মনে করে যে, জবাইর কাজে সাহায্যকারী ব্যক্তি—যেমন, পশুকে যে ধরবে—সে কাফের হলে ঐ জবাইকৃত পশু হালাল নয়। এরূপ মনে করা একদম ভুল।

মাসআলা-৭ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, যখন ডিম ভাঙ্গা হয়, তখন প্রথমে এভাবে তাকবীর বলবে—

سفید انڈا تر بتر۔ نہ اس کے ٹانگیں نہ اس کا سر

('স্তরে স্তরে সাদা ডিম। নাই তার পা, নাই তার মাথা। খলিলের সুন্নাত, আল্লাহু আকবার।') —এর কোন ভিত্তি নেই।

www.islamfind.wordpress.com

মাসআলা-৮ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, মহিলাদের জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়িয নেই। এটি ভুল কথা।

পোশাক, সাজসজ্জা ও পর্দা

মাসআলা-১ ঃ সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, মহিলা মুরীদের পীরের সাথে পর্দা করতে হবে না। এটি একান্তই ভুল কথা। অন্যান্য পুরুষের সাথে যেমন পর্দা করতে হয়, পীরের সাথেও তেমনি পর্দা করতে হবে।

মাসআলা-২ ঃ কতক মহিলা মনে করে যে, যে মহিলার হাতে চুড়ি নাই বা কমপক্ষে একটি নখেও মেহ্দী নাই, তার হাতের পানি পান করা মাকরূহ। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৩ ঃ কতক সাধারণ লোক মনে করে যে, নতুন জুতা এবং নতুন কাপড় পরিধান করলে এর হিসাব দেওয়া তার দায়িত্ব হয়ে যায়। কিন্তু রজব মাস থেকে নিয়ে রমাযানের শেষ জুমুআ পর্যন্ত পরলে বা শেষ জুমুআর দিন পরলে তার আর হিসাব দিতে হয় না। এ কারণে নতুন কাপড় এ সময়ের মধ্যেই পরিধান করবে। তাই কেউ কেউ এ সময়ে কয়েক জোড়া কাপড় এক সঙ্গে পরে। এসব নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৪ ঃ কতক মহিলা মনে করে যে, নারী লোকের বাম হাতে নারীসুলভ কোন চিহ্ন যেমন চুড়ি, আংটি থাকা জরুরী। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৫ ঃ কতক মহিলা শুধুমাত্র 'ইদ্দতকালীন' সময়ে পরপুরুষের সামনে মাথা ঢাকা জরুরী মনে করে, অন্য সময় নয়। এটি নিছক ভুল। সব সময়ই পরপুরুষ থেকে পর্দা করতে হবে।

মাসআলা-৬ ঃ কতক লোককে দেখা গেছে যে, পাগড়ি বাঁধার জন্য দাঁড়ানো থেকে বসে যায়, আবার কেউ কেউ বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায় এর কোন ভিত্তি নাই।

সালাম-মুসাফাহা, উঠাবসা ও সমাজ-সামাজিকতা

কতক লোক সালাম দেওয়ার সময় মাথার উপর হাত রাখে বা ঝুঁকে

www.islamfind.wordpress.com

যায়, আর কেউ কেউ মুসাফাহা করে সীনার উপর হাত রাখে। এ সবই শরীয়ত পরিপন্থী ও ভিত্তিহীন।

পানাহার

মাসআলা-১ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, দাওয়াত খাওয়ার সময় ক্ষুধা রেখে উঠা নিষেধ। এর কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-২ ঃ খুব প্রসিদ্ধ আছে যে, এঁটে পানি দাঁড়িয়ে পান করা সওয়াবের কাজ। এর কোন প্রমাণ আমার চোখে পড়েনি এবং বিজ্ঞ কোন আলেমের মুখেও শুনিনি।

মাসআলা-৩ ঃ কতক সাধারণ লোক বলে যে, গোশতের মধ্যে হাড্ডি না থাকলে সে গোশত খাওয়া মাকরূহ। এটি নিছক ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-৪ ঃ অধিকাংশ মহিলা পুরুষদের পূর্বে খাবার খাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় বলে মনে করে। এটি ভিত্তিহীন।

মাসআলা-৫ ঃ অধিকাংশ সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলন আছে যে, কোন ব্যক্তি খাবার খাওয়ার সময় অন্য ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ার জন্য ডাকলে আর তার খাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে সে উত্তরে বলে যে, 'বিসমিল্লাহ করো'। এ ক্ষেত্রে যেহেতু এ শব্দ ব্যবহার করা শরীয়তে প্রমাণিত নাই, তাই এক্ষেত্রে এর ব্যবহার পরিহার করা উচিত এবং এতদস্থলে অন্য কোন শব্দ যেমন—'বারাকাল্লাহ' ইত্যাদি বলা উচিত।

সুলক্ষণ-কুলক্ষণ

মাসআলা-১ ঃ কতক লোক বলে যে, অমুক প্রাণী ডাকার ফলে মৃত্যু ছড়িয়ে পড়ে। এটি নিছক ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-২ ঃ কতক ছাত্রকে 'সবকের' ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করতে দেখেছি যে,—

إِذَا فَاتَ السَّبْتُ فَاتَ السَّبْتُ

'শনিবারের সবক হাতছাড়া হলে পুরো সপ্তাহ হাতছাড়া হলো।' এটিকে আকস্মিক ব্যাপার মনে করলে তো ঠিক আছে,কিন্তু আবশ্যিক মনে করা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট এবং এটি দিনের প্রভাবে বিশ্বাসী

হওয়া, যা জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি শাখা এবং শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-৩ ঃ একইভাবে কতক ছাত্রকে বুধবার দিন কিতাব শুরু করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে দেখা গেছে। তারা এটাকে হাদীসের ন্যায় প্রামাণ্য মনে করে। মূলত এ ব্যাপারে কোন হাদীস প্রমাণিত নেই।

মাসআলা-৪ ঃ কতক সাধারণ মানুষ মনে করে যে, পুরুষের বাম চোখ এবং নারীর ডান চোখ লাফালে কোন দুঃখ-বেদনা ও বিপদ আসে এবং এর বিপরীত হলে আনন্দ দেখা দেয়। এটি নিছক ভুল ধারণা।

মাসআলা-৫ ঃ কতক সাধারণ মানুষ ভোরবেলা কোন স্থান যেমন, 'নানুতা' 'কিরানা, ইত্যাদি বা কোন প্রাণী যেমন, সাপ, শূকর ইত্যাদির নাম নেওয়াকে খারাপ ও অশুভ মনে করে। এটি একেবারেই ভুল কথা।

মাসআলা-৬ ঃ কতক সাধারণ লোক বিশেষ কোনদিন বা বিশেষ কোন সময়ে সফর করাকে খারাপ বা ভালো মনে করে। এটি কাফের বা জ্যোতিষীদের বিশ্বাস, ইসলামের নয়।

মাসআলা-৭ ঃ অনেক সাধারণ লোক বলে যে, হাতের তালু চুলকালে সম্পদ পাওয়া যায় এবং পায়ের তালু চুলকালে বা জুতার উপর জুতা উঠলে সফর দেখা দেয়। এসব ভিত্তিহীন ও অর্থহীন কথা।

মাসআলা-৮ ঃ কতক মহিলা বাড়ীর দেওয়ালের উপর কাক ডাকলে কোন মেহমানের আগমনের লক্ষণ মনে করে। এরূপ ধারণা করা গুনাহ।

মাসআলা-৯ ঃ অধিকাংশ সাধারণ লোক মনে করে যে, বড় চামচ দ্বারা আঘাত করলে পেটুক হয়ে যায়। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-১০ ঃ সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, অন্য কারো হাতে ঝাড়ুর বাড়ি লাগলে দোষণীয় মনে করে এবং বলে যে, আমি কূপের মধ্যে লবণ ফেলে দিবো, ফলে তোর মুখে দাগ পড়বে। এটিও নিছক ভিত্তিহীন।

মাসআলা-১১ ঃ কতক লোকের এরূপ ধারণা আছে যে, ঝাড়ু দ্বারা আঘাত করলে, যাকে আঘাত করা হয় তার শরীর শুকিয়ে যায়। তাই ঝাড়ুর উপর থুথু নিক্ষেপ করো। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-১২ ঃ আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে যে, কোন ব্যক্তি

www.islamfind.wordpress.com

কোথাও যাওয়ার সময় পিছন দিক থেকে তাকে কেউ ডাকলে সে ঝগড়া করতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং বলে যে, আমাকে তুমি কেন পিছন থেকে ডাকলে? এখন আর আমার কাজ হবে না। শরীয়তে এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-১৩ ঃ আমাদের এলাকার মহিলারা কাক ডাকলে মেহমান আসার লক্ষণ মনে করে। এটি ভিত্তিহীন।

মাসআলা-১৪ ঃ আমাদের এলাকার মহিলারা যাতার হাতল ছুটে গেলে মেহমান আসার লক্ষণ মনে করে। এটি অর্থহীন কথা।

মাসআলা-১৫ ঃ সাধারণতঃ মহিলাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, ট্রে থেকে আটা উড়ে গেলে মেহমান আসে, এটি একান্তই ভুল কথা।

মাসআলা-১৬ ঃ কতক লোক জুতার উপর জুতা উঠে গেলে সফর দেখা দেওয়ার লক্ষণ মনে করে। এটি ভিত্তিহীন ও অর্থহীন কথা।

মাসআলা-১৭ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, হাতের তালু চুলকালে কিছু লাভ হয়। এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-১৮ ঃ আমাদের এলাকায় একটি কবিতা প্রসিদ্ধ আছে—

منگل بدھو نہ جاویں باڑ   جوتی باڑی آویں باڑ

'মঙ্গল ও বুধবারে বাড়ি যাবে না। তাহলে জুতার বাড়ি খাবে।'

এ কথারও কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-১৯ ঃ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, সন্ধ্যার সময় মোরগ ডাকলে, সাথে সাথে ঐ মোরগ জবাই করবে। কারণ, এটি ভালো নয়। এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-২০ ঃ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, মুরগী ডাকলে সাথে সাথে তাকে জবাই করবে। কারণ এর দ্বারা মহামারী বিস্তার লাভ করে। এটি ভুল কথা।

মাসআলা-২১ ঃ রোগীর জন্য দুই ব্যক্তি চিকিৎসককে ডাকতে গেলে এটাকে খারাপ মনে করা হয় এবং বলা হয় যে, এখন আর রোগী সুস্থ হবে না। এটি ভুল কথা।

মাসআলা-২২ ঃ কোন নববধূ কূপ থেকে পানি আনতে গেলে তাকে

www.islamfind.wordpress.com

তাকিদ করে বলা হয় যে, প্রথমে কূপের উপর প্রদীপ জ্বালাবে তার পর পানি আনবে। এটি ভুল, বরং শিরক।

মাসআলা-২৩ ঃ কেউ কোথাও যাওয়ার সময় অন্য কেউ হাঁচি দিলে সে ব্যক্তি ফিরে চলে আসে এবং বলে যে, এখন গেলে কাজ হবে না। এটি ভুল কথা।

বিভিন্ন মাসআলা

মাসআলা-১ ঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, টাকা বহুত দিন পর্যন্ত 'ইয়া আযীযু' এর ওযীফা পাঠ করেছে। এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-২ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে পানাহার করা ভালো নয়। তার কারণ এই লিখেছে যে, মৃত্যুর সময় মৃত্যুপথযাত্রীর নিকট এ সময়ই দেখা দেয়, আর তখন শয়তান পেশাবের পেয়ালা পান করার জন্য নিয়ে আসে। তাই যদি পানাহারের অভ্যাস না থাকে তাহলে তা পান করতে অস্বীকার করবে। শরীয়তে এরও কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-৩ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, হাতে বেত রাখা ঠিক নয়। কারণ, ইয়াযীদ হাতে বেত রাখতো। এটিও নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৪ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, ঝাউ গাছের লাকড়ি ব্যবহার করা দুরুস্ত নাই। এটিও নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৫ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বামী-স্ত্রী এক পীরের মুরীদ হবে না। অন্যথা ভাই-বোন হয়ে যাবে। এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৬ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, হারাম মাল নিঃশর্তভাবে কিনে নিলে হালাল ও পবিত্র হয়ে যায়। এমনিভাবে হারাম মাল বদল করে নিলেও হালাল হয়ে যায়। যেমন, কোন একটি জিনিস চুরি করলো বা ফল আসার পূর্বেই ফুল ক্রয় করলো। তারপর সেই জিনিস বা ফল বিক্রি করার জন্য বাজারে আনলো তখন কতক লোক মনে করে যে, আমি যখন দাম দিয়ে ক্রয় করলাম তাই এ জিনিস আমার জন্য জায়েয হবে। এমনিভাবে কেউ ঘুষ নিলো তারপর সেই ঘুষের টাকা কারো থেকে

পরিবর্তন করে নিলো, তখন মনে করে যে, পরিবর্তন করে নেওয়া টাকা হালাল হয়ে গেলো। এ উভয় ধারণা নিছক ভুল। সেই মাসআলা ভিন্ন, যাকে মানুষ ভুল বুঝেছে।

মাসআলা-৭ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, লাকড়ি দিয়ে উঠানো পানি পান করা ঠিক না। এটিও নিছক ভুল কথা।

মাসআলা-৮ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, রাতের বেলা গাছ নাড়াবে না, তাহলে সে অস্থির হয়ে যায়। এটিও নিছক ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-৯ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, তাসবীহ এভাবে সিধা, এভাবে উল্টা এবং এভাবে পড়বে, এভাবে পড়বে না। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-১০ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, শোয়ার সময় উত্তর মেরুর দিকে পা দিবে না। এর কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-১১ ঃ কতক মহিলা মনে করে যে, বিড়াল ক্ষতি করলেও শুধুমাত্র লাঠির মাথায় তুলা বেঁধে মারা জায়িয আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে মেরেছিলেন। এ মাসআলা এবং হাদীস উভয়টি ভুল।

মাসআলা-১২ ঃ গোসলখানা এবং পায়খানায় কথা বলাকে সাধারণ লোকেরা নাজায়েয মনে করে। এর কোন ভিত্তি নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না।

মাসআলা-১৩ ঃ জনসাধারণের মধ্যে চোর সম্পর্কে জানার কিছু আমল প্রচলিত আছে। সেগুলোকে তারা জায়েয এবং চোর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রমাণ মনে করে। কিন্তু ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত যে, সেগুলো জায়েযও নয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ্যও নয়। তাছাড়া যে শাস্ত্রের ভিত্তিতে এগুলো করা হয়, তার মূলনীতির নীরিখেও এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। এগুলো সম্পূর্ণ ধারণা ও কল্পনার অধীন কাজ। এমনকি দু'জন কবিরাজ যদি দুই ব্যক্তি সম্পর্কে চুরির ধারণা পোষণ করে তাহলে প্রত্যেক কবিরাজের আমলে ভিন্ন ভিন্ন নাম বের হয়ে আসবে। বরং ঐ কবিরাজদেরকে যদি কাল্পনিক নামও বলে দেওয়া হয় তাহলে তাতে ঐ নামই বের হয়ে আসবে। যার দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এ সমস্ত আমলের কোনই মূল্য নেই।

মাসআলা-১৪ ঃ এ অভ্যাসটি খুবই প্রচলিত যে, যদি পবিত্র কুরআনের সাথে নাউযুবিল্লাহ কোন বেয়াদবী হয়ে যায় তাহলে তার সমপরিমাণ শস্য মেপে দান করা হয়। এর মধ্যে মূল উদ্দেশ্য তো খুবই ভালো এবং ন্যায়সঙ্গত। অর্থাৎ, বেয়াদবীর কাফফারা ও জরিমানা স্বরূপ দান করা। তাছাড়া এতে নিজের মনেরও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, কেননা এতে সে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে দু'টি বিষয় ভিত্তিহীন এবং সংশোধনযোগ্য। একটি হলো, পবিত্র কুরআনকে শস্য মাপার পাল্লায় রাখা হয়। দ্বিতীয় হলো, এ কাজটিকে শরীয়ত প্রবর্তিত ওয়াজিব মনে করা হয়। হাঁ, যদি এমন করে যে, শুধুমাত্র উপরোক্ত উপকারিতাকে সামনে রেখে অনুমাণ করে কিছু শস্যদান করে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

মাসআলা-১৫ ঃ কতক লোক বলে যে, মহিলাদের জন্য ক্ষুর দ্বারা গুপ্তাঙ্গের লোম পরিস্কার করা নিষেধ। এটি ভুল কথা। চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক থেকে অনুপযোগী হলে হতে পারে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে গুনাহ নয়।

মাসআলা-১৬ ঃ কতক লোক রাতের বেলা ঝাড়ু দেওয়া, মুখ দ্বারা ফুঁ দিয়ে বাতি নিভানো বা অন্যের অনুমতি সাপেক্ষেও মাথা আঁচড়িয়ে দেওয়াকে খারাপ মনে করে, এর কোন ভিত্তি নেই।

মাসআলা-১৭ ঃ মহরের ব্যাপারে কারো কারো থেকে শোনা গেছে যে, কোন প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার মহর নির্ধারণ করতে হলে তৃতীয়বারও অবশ্যই মহর নির্ধারণ করবে। এ কথার কোনই ভিত্তি নেই।

মাসআলা-১৮ ঃ কতক লোককে বিশেষ পদ্ধতির ইস্তিখারা এ উদ্দেশ্যে শেখাতে দেখেছি যে, এর দ্বারা অতীত বা ভবিষ্যতের কোন ঘটনা জানা যাবে। কিন্তু শরীয়তে এ উদ্দেশ্যে ইস্তিখারা বর্ণিত হয়নি। বরং ইস্তিখারা কেবলমাত্র কোন কাজ করা বা না করার ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য বর্ণিত হয়েছে। অতীত বা ভবিষ্যতের ঘটনা জানার জন্য নয়। বরং এধরনের ইস্তিখারার ফলাফলের উপর বিশ্বাস করাও জায়েয নেই।

মাসআলা-১৯ ঃ কতক কবিরাজকে এমনকি কতক আলেম কবিরাজকেও কিছু কিছু কবিরাজির ক্ষেত্রে দিন ইত্যাদি শর্ত মেনে চলতে দেখেছি। এটি মূলত জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয়। যা পরিহার করা

www.islamfind.wordpress.com

ওয়াজিব। আর এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, এটি এ আমলের শর্ত—এটা ভুল। আমি এ ধরনের আমলের ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্ত সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দিয়েছি। এরপরও আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবাণীতে এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় কোন কমতি হয় নাই। আমলের প্রতিক্রিয়া বেশীর ভাগ খেয়াল ও মনোযোগের কারণে হয়ে থাকে। এ কাজে এ সমস্ত শর্তের কোন দখল নেই। এগুলো নিছক কবিরাজদের দাবী।

মাসআলা-২০ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, মাটিতে লবণ ফেললে কিয়ামতের দিন চোখের পাতা দিয়ে তা উঠাতে হবে। এটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা।

মাসআলা-২১ ঃ কতক সাধারণ লোক বলে যে, হাই আসলে মুখের উপর হাত না রাখলে শয়তান মুখের মধ্যে থুথু নিক্ষেপ করে। এটি ভুল কথা। তবে হাদীস দ্বারা এতটুকু অবশ্যই প্রমাণিত আছে যে, সে সময় মুখে হাত না রাখলে শয়তান পেটের মধ্যে প্রবেশ করে হাসে।

মাসআলা-২২ ঃ প্রসিদ্ধ আছে যে, রোগীর জন্য ডাক্তার ডাকতে গেলে ঘোড়ার পিঠে গদি লাগিয়ো না। এটি ভুল কথা।

মাসআলা-২৩ ঃ কতক সাধারণ লোক বলে যে, সুরমার শলাইয়ের উপর তিনবার 'সূরায়ে ইখলাস' পড়ে ফুঁ দিয়ে চোখে সুরমা লাগানো উচিত। এটি ভিত্তিহীন কথা।

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

নবম কিতাব

কসদুস সাবীল

www.islamfind.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ

তাসাওউফ ও তরীকত সম্পর্কে ব্যাপক ভুল বুঝাবুঝি

দ্বীনী শিক্ষার যে দিকটি 'তাসাওউফ' ও 'তরীকত' নামে পরিচিত, তা মূলত ইসলামী শরীয়তের নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। যা ছাড়া ঈমান ও ইসলাম পরিপূর্ণ হতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের উপর পরিপূর্ণ আমল করারই অপর নাম 'তরীকত' ও 'তাসাওউফ'। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে কিছুলোকের ইলমের কমতি ও গাফলতী এবং কিছু ভ্রান্তপন্থী লোকের অনধিকার চর্চার ফলে তাসাওউফের হাকীকত ও স্বরূপ এমন অস্পষ্ট ও ভেজালপূর্ণ হয়ে গেছে যে, কেউ দরবেশদের কিছু রীতি-প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের নাম তাসাওউফ রেখেছে। কেউবা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত উন্মাতাল অবস্থা ও অস্বাভাবিক ভাবকে তাসাওউফ বুঝেছে। কেউ কাশফ ও কারামতের নাম তাসাওউফ দিয়েছে। আর কিছু লোক ভুলবশতঃ কিছু বিদআতী কর্মকাণ্ডকে তরীকতের মধ্যে শামিল করে সেগুলোকেই তাসাওউফ ভাবছে।

এভাবে তাসাওউফের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই অধিকাংশ লোকের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গিয়েছে। মাকসুদ ও গায়রে মাকসুদের এই সংমিশ্রণের ফলে নানাবিধ ক্ষতি দেখা দিয়েছে। যেমন—যেসব লোক এখতিয়ার বহির্ভূত উন্মাতাল অবস্থা ও অস্বাভাবিক ভাবকে কিংবা কাশফ ও কারামতকে তাসাওউফ বুঝেছে—যেগুলো মূলত তাসাওউফের কোন আবশ্যকীয় বিষয়ও নয় এবং সবার হাসিলও হয় না এবং সেগুলো হাসিল না হলে ধর্মীয় পরিপূর্ণতায় কোন ত্রুটি বা তাসাওউফের মাকসাদের মধ্যে কোন কমতিও আসে না—এরূপ বুঝের অধিকারী আল্লাহর পথের পথিকগণ যখন মেহনত-মুজাহাদা করা সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে এ ধরনের ভাব ও অবস্থা লাভ হতে দেখে না, তখন তাদের মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দেয়। তারা ভাবে যে, আমাদের দ্বারা এ পথের সাফল্য লাভ করা অসম্ভব।

—৫০

www.islamfind.wordpress.com

অপরদিকে ত্রুটিপূর্ণ আমলের অধিকারী বরং ফাসিক-ফাজির লোকেরও কোন ওযীফা পাঠ বা আমলের মাধ্যমে এ ধরনের ভাব ও অবস্থা হাসিল হলে তারা একেই তাসাওউফের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে করে অহমিকায় লিপ্ত হয়ে যায়। তারা মনে করে যে, আমাদের এ পথের কামালিয়াত ও পূর্ণতা লাভ হয়েছে। অথচ শরীয়তের হুকুম-আহকাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুগামী হওয়া ছাড়া কারোই তাসাওউফের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লাভ হতেই পারে না। এ ব্যাপারে তাসাওউফ শাস্ত্রের সমস্ত ইমামের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এ যুগে সাইয়্যেদী হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (কুদ্দিসা সিররুহু)কে তাজদীদী খেদমত তথা সংস্কারমূলক কাজ এবং দ্বীনের ইসলাহী কাজের জন্য মনোনীত করেছিলেন। যার উপর তাঁর রচিত শত শত বই-পুস্তক সাক্ষী।

তাসাওউফ ও তরীকতের হাকীকত তথা স্বরূপকে সুস্পষ্ট করা, তার মাকসুদ ও গায়রে মাকসুদের মধ্যে তারতম্য করা এবং এ পথের সঠিক ও সফল আমলের পন্থাসমূহ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে হযরত থানভী (কুদ্দিসা সিররুহু) অনেক বই-পুস্তকই রচনা করেছেন। যেমন, 'আত্-তাকাশশুফ ফি মাসায়িলিত তাসাওউফ', 'মাসায়িলুস সুলূক', 'তা'লীমুদ্দীন' ইত্যাদি। পরবর্তীতে তাঁর এতদসংক্রান্ত সমস্ত গবেষণার সারসংক্ষেপ এবং তরীকতের পথিকদের জন্য তাদের বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক কর্মসূচী সম্বলিত 'কসদুস সাবীল' নামক পুস্তিকা রচনা করেন। পরবর্তীতে তাসাওউফ ও তরীকতের স্বরূপকে সুস্পষ্ট করার জন্য এবং তাকে সহজবোধ্য করার জন্য মূল পুস্তিকার সঙ্গে পরিশিষ্টরূপে কয়েকটি প্রবন্ধও সংযুক্ত করেন। তিনি পরিশিষ্ট প্রবন্ধ সমষ্টিকে 'খামসায়ে তাসাওউফ' এবং 'পাঞ্জ হাসসায়ে বাতিন' বা 'বাতেনী পঞ্চেন্দ্রীয়' নাম দিয়েছেন। ১৩৫০ হিজরী সনে এ পুস্তিকা প্রথম প্রকাশ পায়।

পুস্তিকাটি একাডেমিক ভাষায় লিখিত ছিলো বিধায় কম শিক্ষিত লোকদের জন্য তা থেকে জ্ঞান আহরণে জটিলতা দেখা দিতো। তাই হযরত হাকীমুল উম্মত (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর প্রধান খলীফা, কাশফ ও

www.islamfind.wordpress.com

কারামতের অধিকারী বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ লুতফে রাসূল সাহেব হযরতের অনুমতিক্রমে সহজবোধ্য ভাষায় পুস্তিকাটির সহজিকরণ করেন। 'তাসহীলে কসদুস সাবীল' নামে তা বহুবার প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তিকার সঙ্গে পরিশিষ্টাকারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু বর্তমানে ইলমের স্বল্পতা এবং মানুষের আরামপ্রিয়তা এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে, মানুষ একটি পুস্তিকা পাঠ করে তারপর তার পরিশিষ্টসমূহ পৃথকভাবে অধ্যয়ন করে সবকিছুর সমষ্টি থেকে ফলাফল বের করবে, তা খুবই জটিল হয়ে গেছে। ফলে এ শ্রেণীর মানুষ বুযুর্গদের ইলমী হীরকখণ্ডসমূহকে পাঠ করাই কমিয়ে দিয়েছে।

এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা অধমের দৃষ্টিতে তাসাওউফ ও তরীকতের হাকীকতকে সুস্পষ্ট করা, তার মাকসূদ ও গায়রে মাকসুদের মধ্যে তারতম্য করা এবং আধ্যাত্মিকতার এ পন্থাকে সহজিকরণের ক্ষেত্রে সাগরকে কলসে ভরার নামান্তর। যার মধ্যে এ পথের প্রাথমিক স্তরের লোকদের থেকে সর্বশেষ স্তরের লোকদের পর্যন্ত সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েতসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই এ অধম বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ের লোকদের সুবিধার্থে এ পুস্তিকার বিষয়বস্তুসমূহের সারসংক্ষেপ এমনভাবে লিপিবদ্ধ করার জরুরত উপলব্ধি করি, যার মধ্যে পরিশিষ্টের বিষয়সমূহকে মূল বক্তব্যের সাথে একীভূত করে লেখা হবে। এবং মূল পুস্তিকার যেখানে কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা আছে, তার ব্যাখ্যা করা হবে।

তাই বর্তমান পুস্তিকায় প্রথম পাঁচ 'হেদায়াত' পর্যন্ত কিছু ব্যাখ্যাও সংযোজিত করা হয়েছে। ষষ্ঠ 'হেদায়াত' থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত 'তাসহীলে কসদুস সাবীলের' প্রায় পুরো বিষয়বস্তুই এ পুস্তিকার মূল মাকসাদ। কসদুস সাবীলের এ সারসংক্ষেপ লিখিত হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ের লোকদের জন্য। এটি অধ্যয়ন করার দ্বারা বিষয়বস্তুর সাথে কিছুটা মোনাসেবাত (পরিচিত ও সম্পর্ক) পয়দা হলে মূল 'কসদুস সাবীল' অধ্যয়ন করাও নেহায়েত উপকারী হবে। কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁরই উপর ভরসা পোষণ করি।

বান্দাহ মুহাম্মাদ শফী' আফাল্লাহু আনহু
৫ জুমাদাল উলা, ১৩৯৪ হিজরী

www.islamfind.wordpress.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَالْمَوْلَى الْجَلِيْلُ وَ عَلَيْهِ مُنْتَهٰى قَصْدِ السَّبِيْلِ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَيْسَ لَهٗ فِى الْكَمَالِ عَدِيْلٌ. وَهُوَ لِذٰلِكَ السَّبِيْلِ خَيْرُ دَلِيْلٍ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهِ الْبَاذِلِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ فِى اللّٰهِ مِنْ كُلِّ كَثِيْرٍ وَ قَلِيْلٍ. اَلْمُبَلِّغِيْنَ لِلْاٰيَاتِ وَالرِّوَايَاتِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَ ذُلِّ ذَلِيْلٍ.

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান মাওলা এবং তাঁরই নিকট সোজা পথের সমাপ্তি। আমাদের সরদার মুহাম্মাদের উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক, পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে যাঁর কোন সমকক্ষ নেই। আর তিনি হলেন সেই সোজাপথের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবাগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁরা আল্লাহর পথে অল্পবিস্তর জানমাল ব্যয়কারী এবং যাঁরা সম্মানিতদের সম্মান এবং অপমানিতদের অপমানের সাথে আয়াত ও হাদীসসমূহের তাবলীগকারী।

মূলত শরীয়তের উপর পরিপূর্ণ আমল করারই অপর নাম 'তাসাওউফ' ও 'তরীকত'। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে এমনই এক অস্পষ্টতা ও অবিমিশ্রণ হয়ে আসছে যে, অনেক অজ্ঞ লোক কিছু কিছু বুযুর্গের রসম ও আচার-অনুষ্ঠানকে এবং অনেক লোক তাদের এখতিয়ার বহির্ভূত অস্বাভাবিক ভাব ও উন্মাতাল অবস্থাকেই তাসাওউফ বুঝেছে। তাসাওউফের মাকসুদ ও গায়রে মাকসুদের মধ্যে তারতম্য না থাকার ফলে কিছু লোক তাসাওউফকে অত্যন্ত জটিল এবং এর উপর আমল করা অসম্ভব মনে করে হতাশ হয়েছে। আর কিছু লোক শরীয়ত পরিপন্থী কাজে লিপ্ত থাকা এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র শরীয়তবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কিছু ভাবের উদ্রেক হওয়া এবং কিছু ভালো স্বপ্ন দেখার ফলে নিজের নফসের ইসলাহ এবং শরীয়তের উপর আমল করার প্রতি

গুরুত্ব না দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। এ সমস্ত খারাপ দিকের সংশোধনের উদ্দেশ্য তরীকত ও তাসাওউফের হাকীকত এবং তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসেল করার পন্থা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কিছু বিষয় 'হেদায়াত' শিরোনামে এ পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করছি।

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম হেদায়াত

শরীয়ত ও তরীকতের বয়ান

'সুলূক' ও 'তরীকত'—যাকে মানুষ 'তাসাওউফ' বলে থাকে—তার হাকীকত বা মূল কথা এই যে, মুসলমান তার যাহের ও বাতেন তথা ভেতর ও বাহিরকে নেক আমল দ্বারা সজ্জিত করবে এবং বদআমল থেকে দূরে রাখবে। এর বিশ্লেষণ এই যে—

মুসলমানের জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলাকে রাজি-খুশি করা। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লাভের উপায় হলো, শরীয়তের হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণরূপে মেনে চলা। শরীয়তের হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধানের মধ্যে কিছু রয়েছে মানুষের বাহ্যিক দিকের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন ঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। আরো রয়েছে বিবাহ, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর হক আদায় করা, কসম (শপথ) এবং কসমের কাফফারা ইত্যাদি। আরো রয়েছে লেনদেন, মোকদ্দমা পরিচালনা, সাক্ষ্যদান, ওসীয়্যত, উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন ইত্যাদি। আরো রয়েছে সালাম-কালাম, খাওয়া-শোয়া, ওঠা-বসা, মেহমানী- মেযবানী ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী। উপরোক্ত সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত মাসআলাসমূহকে 'ইলমে ফিকহ' বলে।

আর কিছু রয়েছে মানুষের অভ্যন্তর তথা অন্তর বিষয়ক বিধান। যেমন—আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁকে স্মরণ করা, দুনিয়াকে কম ভালোবাসা, আল্লাহর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাকা, লোভ না করা, ইবাদতের সময় অন্তরকে হাযির রাখা, আল্লাহর কাজকে ইখলাসের সাথে আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্য করা, কাউকে তুচ্ছ মনে না করা, আত্মশ্লাঘায় লিপ্ত না হওয়া, রাগ নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। এ সমস্ত স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলীকে 'সুলূক', 'তরীকত' ও 'তাসাওউফ' বলে।

www.islamfind.wordpress.com

শরীয়তের বাহ্যিক বিধানাবলী—নামায, রোযা ইত্যাদির উপর আমল করা যেমন ফরয-ওয়াজিব, তেমনিভাবে এ সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিধানাসমূহের উপর আমল করাও কুরআন ও সুন্নাহের দৃষ্টিতে ফরয-ওয়াজিব। তাছাড়া বাতেনী মন্দ চরিত্রসমূহ থেকে দূরে থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করা এজন্য অধিক জরুরী যে, এ সমস্ত বাতেনী মন্দ চরিত্রের কুপ্রভাব বাহ্যিক আমলসমূহের উপরও পড়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত কম হওয়ার ফলে নামাযের মধ্যে অলসতা দেখা দিলো বা রুকু-সেজদার হক আদায় না করে দ্রুত পড়ে ফেললো, বা কৃপণতার ফলে যাকাত প্রদানের বা হজ্জ আদায় করার সাহস হলো না, বা অহংকার কিংবা রাগের প্রাবল্যের কারণে কারো উপর জুলুম হয়ে গেলো। সারকথা হলো, শরীয়ত ও তরীকত দু'টি পৃথক জিনিস নয়। শরীয়তের জাহেরী ও বাতেনী সমস্ত হুকুমের উপর পরিপূর্ণ আমল করার নামই 'তরীকত'। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) ইলমে ফিকহের সংজ্ঞাই এমনভাবে দিয়েছেন যে, সংজ্ঞায় জাহেরী আমল ও বাতেনী আমল সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীকালের আলেমগণ ইলম হাসিলের সুবিধার্থে জাহেরী আমলসমূহ যথা—নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত,বিবাহ, তালাক, ব্যবসা, ভাড়া চুক্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহকে পৃথকভাবে সংকলিত করে তার নাম দিয়েছেন—ইলমে ফিকহ। আর বাতেনী আমলসমূহ যথা—ইখলাস, সবর, শোকর, যুহদ ইত্যাদি আমলসমূহের বিধি-বিধানকে পৃথকভাবে সংকলিত করে তার নাম রেখেছেন—তাসাওউফ ও তরীকত। এ পরিভাষা অনুপাতে শরীয়ত ও তরীকতের একটিকে অপরটি থেকে এভাবে পৃথকও বলা যেতে পারে, যেমন কিনা নামায একটি পৃথক ইবাদত এবং রোযা একটি পৃথক ইবাদত। এবং যেমন কিনা মানুষের হাত একটি পৃথক অঙ্গ এবং পা একটি পৃথক অঙ্গ। চোখ এক জিনিস আর কান অন্য জিনিস। অন্তর, কলিজা ও ঠোঁট পৃথক পৃথক অঙ্গ। কিন্তু একটি মানবের পূর্ণতা এসবগুলোর সমন্বিত রূপেই হয়ে থাকে। এগুলোর একটিকে নিয়ে অপরটি বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।

এমনিভাবে পরবর্তীকালের আলেমগণের পরিভাষামতে ইলমে

www.islamfind.wordpress.com

আকায়িদ, ইলমে ফিকহ্ ও ইলমে তাসাওউফ নিঃসন্দেহে পৃথক পৃথক বিষয় ও শাস্ত্র, কিন্তু সঠিক ও পরিপূর্ণ মানুষ বা মুমিন ও মুসলমান এ সবকিছুর সমন্বয়েই হয়ে থাকে। এবং কুরআন ও সুন্নাহের প্রকৃত অনুসরণ এর সবগুলোর উপর আমল করার দ্বারাই লাভ হতে পারে। এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিকে নিয়ে অন্যগুলোকে এড়িয়ে চলা এমনই ধ্বংসাত্মক, যেমন ধ্বংসাত্মক কানের হেফাযত করে চোখ নষ্ট করা। বা রোযার হেফাযত করে নামায নষ্ট করা।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (কুদ্দিসা সিররুহু) বলেছেন—

'তরীকতহীন শরীয়ত নিরেট দর্শন, আর শরীয়তহীন তরীকত ধর্মহীনতা।'

হযরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপতী (রহঃ) ফরমায়েছেন—

'যে ব্যক্তির যাহের পাক নয়, তার বাতেন পাক হতেই পারে না।'

যাহের পাক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যাহেরী আমলসমূহের পাবন্দী করা, যেগুলো ইলমে ফিকহের মধ্যে বর্ণনা করা হয়। আর বাতেন পাক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাতেনী আমলসমূহের পাবন্দী করা, যেগুলো বর্ণনা করা হয় ইলমে তাসাওউফ ও সুলূকের মধ্যে।

ইমাম সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) 'আওয়ারিফুল মাআরিফ' কিতাবে সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে সমস্ত অস্বাভাবিক ভাব ও অবস্থা দেখা দেয়, সেগুলো সম্পর্কে বলেন যে, হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ বলেছেন—

كُلُّ وَجْدٍ لَا يَشْهَدُ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَبَاطِلٌ

'যেই উন্মাতাল অবস্থার কোন সাক্ষ্য কুরআন-সুন্নায় মওজুদ নেই, তা বাতেল।'

তারপর তিনি বলেন যে, সুফিয়ায়ে কেরামের ইত্তিবায়ে সুন্নাতের অবস্থা এই, তাই যে জাহেল বা মূর্খ সূফী এর বিপরীত হালতের দাবীদার হবে, সে ফেতনায় নিপতিত, ডাহা মিথ্যুক।

(আওয়ারিফ, ইহয়াউল উলূমের টীকায় উদ্ধৃত খণ্ড-১, পৃঃ ২৮০)

www.islamfind.wordpress.com

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মশহুর ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী (রহঃ) সে যুগের সুফিয়ায়ে কেরামের নামে 'রিসালায়ে কুশাইরিয়া' নামে যে পয়গাম লিখেছিলেন—তার মধ্যে ইত্তিবায়ে সুন্নাতকেই সমস্ত সুফীর প্রকৃত কর্তব্য আখ্যা দিয়েছেন।

এ থেকে জানা গেলো যে, তাসাওউফের কতক মূর্খ দাবীদার যে বলে, শরীয়ত ও তরীকত দু'টি পৃথক রাস্তা। যে কাজ শরীয়তে হারাম তা তরীকতের মধ্যে হালাল হতে পারে। এটি নিশ্চিত ভ্রষ্টতা, সুস্পষ্ট ধর্মহীনতা এবং সমস্ত সুফিয়ায়ে কেরামের মত ও পথের পরিপন্থী কথা।

দ্বিতীয় হেদায়াত

তাওবার বয়ান

প্রথম হেদায়াতের আলোচনায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাসাওউফ ও তরীকতের হাকীকত তথা প্রকৃত স্বরূপ এটাই যে, শরীয়তের যাহেরী ও বাতেনী সমস্ত বিধানের উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করতে হবে। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শরীয়তের সমস্ত বিধানের উপর আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয, ওয়াজিব ও জরুরী। তাই এ ব্যাপারে কোনরূপ গাফলতী বা শৈথিল্য প্রদর্শন না করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আরো কর্তব্য এই সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার ব্যাপারে পরিপূর্ণ সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া।

যে ব্যক্তি এ পথে চলার সংকল্প করবে, তার সর্বপ্রথম কাজ হলো, অতীতে কৃত সমস্ত গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে তাওবা করা। তাওবা করার তরীকা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, তাওবার জন্য আল্লাহ তাআলার যে সমস্ত হক আদায় করা হয়নি, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো আদায়যোগ্য, সেগুলো আদায় করতে হবে। বিশেষ করে বান্দার যে সমস্ত হক নিজ দায়িত্বে রয়েছে—তা আর্থিক হক হোক, যেমন, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছে, বা শরীরিক হক হোক, যেমন, কাউকে হাত বা মুখ দ্বারা কষ্ট দিয়েছে—এ সমস্ত হক পরিশোধ করা বা পাওনাদারের নিকট থেকে মাফ নিয়ে নেওয়া তাওবার জন্য শর্ত। যে পর্যন্ত কোন মানুষ এ সমস্ত হক থেকে মুক্তি লাভ না করবে, সে যদি সারাজীবনও ইবাদত-বন্দেগীতে কষ্ট-সাধনা করতে থাকে তবুও কস্মিনকালেও আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না।

তাওবার হাকীকত ও তার তরীকা ঃ

শুধু মুখে 'তাওবা' 'তাওবা' বলার দ্বারা বা ইস্তিগফারের শব্দ উচ্চারণ করার দ্বারা তাওবা হয় না। বরং প্রকৃত তাওবা হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক বিষয় থাকা জরুরী।

www.islamfind.wordpress.com

এক. অতীতে কৃত গুনাহসমূহের উপর অনুশোচনা ও আক্ষেপ এবং অন্তরে ব্যথা, বেদনা ও জ্বালা সৃষ্টি হতে হবে।

দুই. তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত গুনাহ পরিত্যাগ করতে হবে।

তিন. অন্তরে পাকাপোক্ত সংকল্প করতে হবে যে, ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত গুনাহের কোন একটির কাছেও যাবো না।

তাওবার প্রথম মৌলিক বিষয়, অর্থাৎ, অতীতে কৃত গুনাহসমূহের উপর লজ্জা, অনুশোচনা এবং অন্তরে ব্যথা–বেদনা সৃষ্টি হওয়ার জন্য এ বিষয়ের সঠিক ইলম অর্জন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। প্রথমতঃ মানুষের এ কথা জানা থাকতে হবে যে, কোন্ কোন্ কাজ কবীরা বা সগীরা গুনাহ। দ্বিতীয়তঃ একথা জানা থাকতে হবে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে এ সমস্ত গুনাহের কারণে কি কি বিপদ–মুসীবত আসে। এ সমস্ত বিষয় এ অধমের লিখিত 'গুনাহে বেলযযত' পুস্তিকা থেকেও জানা সম্ভব। এবং বুযুর্গদের অন্যান্য কিতাব থেকেও এগুলো জানা সম্ভব। যেমন, বেহেশতী যেওর, জাযাউল আ'মাল, তা'লীমুদ্দীন, হায়াতুল মুসলিমীন, তাবলীগে দ্বীন ইত্যাদি। এ সমস্ত কিতাব নিয়মিত অধ্যয়ন করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ অন্তরে নিজের গুনাহসমূহের উপর লজ্জা–অনুশোচনা এবং ব্যথা–বেদনা সৃষ্টি হবে।

তাওবার দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়, সমস্ত গুনাহের কাজকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করা। এ কাজ হিম্মত করা ছাড়া সম্ভব নয়। আর এই হিম্মত করার তরীকা বুযুর্গ ও নেক লোকদের সাহচর্য গ্রহণ এবং তাদের জীবনী ও ঘটনাবলী পাঠ করা ও শ্রবণ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাওবার তৃতীয় মৌলিক বিষয়, ভবিষ্যতের জন্য গুনাহের কাছে না যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা। আর এ কাজটি মানুষের এখতিয়ারভুক্ত। মানুষ যে কোন সময় ইচ্ছা করলে এটা করতে পারে।

সব কাজেই যেমন হিম্মত করা জরুরী, তেমনি এ ব্যাপারেও দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানতে আমার যত কষ্টই হোক না কেন, জানমালের যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন, দুনিয়ার যত স্বার্থই হাতছাড়া হোক না কেন এবং যত মানুষই তিরস্কার করুক না কেন—সব সহ্য করবো, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের ফরমাবরদারী করা

ছাড়বো না। এতটুকু সাহস যদি না থাকে তাহলে বাস্তবে সে আল্লাহকে পেতে চায় না।

ওয়াজিব হকসমূহ পরিশোধ করা ঃ

উপরোল্লেখিত কিতাবসমূহে যখন আপনি গুনাহের বিস্তারিত বিবরণ দেখবেন, তখন জানতে পারবেন যে, এ সমস্ত গুনাহের মধ্যে কিছু গুনাহ তো এমন রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার হক নষ্ট করা হয়েছে। কোন মানুষ এর দ্বারা কোন কষ্ট পায়নি। আর কিছু গুনাহ রয়েছে এমন, যার দ্বারা অন্য কোন একজন মানুষ বা অনেক মানুষ কষ্ট পেয়েছে। প্রথম প্রকারের হককে 'হুকূকুল্লাহ' বা আল্লাহর হক বলে। আর দ্বিতীয় প্রকারের হককে 'হুকূকুল ইবাদ' বা বান্দার হক বলে।

আল্লাহর হকের মধ্যে কিছু হক রয়েছে এমন, যেগুলোর 'কাযা' করা বা কাফফারা দেওয়া সম্ভব। যেমন নামায বা রোযা ছুটে গিয়ে থাকলে সেগুলোর 'কাযা' করা ওয়াজিব। বা বিগত সময়ে যাকাত না দিয়ে থাকলে এখন তা প্রদান করা জরুরী। এমনিভাবে হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে থাকলে এখন হজ্জ করতে হবে। বা শপথ করে তা ভাঙ্গা সত্ত্বেও তার কাফফারা প্রদান না করে থাকলে তা প্রদান করা জরুরী।

আল্লাহর হকের দ্বিতীয় প্রকার এমন, যেগুলোর শরীয়তে কোন কাফফারা নির্ধারিত নেই। যেমন মিথ্যা বলা বা কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়ে শরীয়তবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় প্রকারের গুনাহের তাওবা শুধুমাত্র এই যে, কান্নাকাটি করে আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের গুনাহের ক্ষমা ভিক্ষা চাবে এবং সবসময় ইস্তিগফার করতে থাকবে।

আল্লাহর হকের প্রথম প্রকার—যেগুলোর কাযা বা কাফফারা শরীয়তে নির্ধারিত আছে—সে সমস্ত হক 'কাযা' বা 'কাফফারা'র মাধ্যমে পরিশোধ করা আবশ্যক। যেমন ভালোভাবে চিন্তা করে হিসাব করবে যে, সারাজীবনে কতগুলো নামায ছুটে গেছে। কতগুলো রোযা রাখেনি, এখন তার সবগুলো 'কাযা' করবে। যদি ছুটে যাওয়া নামায পরিমাণে বেশী হয়, তাহলে শক্তি-সাহস ও সময়-সুযোগ মত কিছু কিছু করে কাযা

www.islamfind.wordpress.com

করতে আরম্ভ করবে। ছুটে যাওয়া নামাযের সবগুলো পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এভাবে আদায় করতে থাকবে। এমনিভাবে অতীতে সম্পদের যাকাত না দিয়ে থাকলে অনুমানের ভিত্তিতে হিসাব করে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করে সম্ভব হলে পুরোটা একবারে, না হয় অল্প অল্প করে তা পরিশোধ করতে থাকবে।

একইভাবে সদকায়ে ফিতর বা কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো না দিয়ে থাকলে এখন তা দেওয়া এবং কুরবানীর মূল্য দান করা জরুরী, তাই তা দান করবে। এমনিভাবে কসম (শপথ) ভেঙ্গে থাকলে তার কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব। তাও আদায় করবে। কেউ রোযা রেখে স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে থাকলে তার কাফফারা ওয়াজিব, তাই তার কাফফারাও আদায় করবে।

এভাবে আল্লাহর হকসমূহের মধ্য থেকে যে সমস্ত হকের 'কাযা' করা সম্ভব সেগুলোর 'কাযা' করবে এবং যেগুলোর 'কাফফারা' দেওয়া সম্ভব সেগুলোর 'কাফফারা' আদায় করবে। এ ধরনের ছুটে যাওয়া সমস্ত ইবাদতের 'কাযা' ও 'কাফফারা' থেকে মুক্ত না হলে নিছক মৌখিক তাওবা মোটেই যথেষ্ট নয়।

বান্দার হক ঃ

দ্বিতীয় প্রকারের হক, বান্দার হক। বান্দার হকও দুই প্রকার। প্রথম প্রকার আর্থিক হক। যেমন, কারো থেকে ঋণ নিয়ে তা আর পরিশোধ করেনি। বা কোন চুক্তি বা লেনদেনের কারণে কারো কোন অর্থসম্পদ তার দায়িত্বে ছিলো, যা সে পরিশোধ করেনি। বা কারো সম্পদ অবৈধভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে, আত্মসাৎ করেছে বা কারো থেকে ঘুষ নিয়েছে। এ জাতীয় সমস্ত হকেরও তালিকা তৈরী করে সবগুলো পরিশোধ করবে। এক সঙ্গে সব পরিশোধ করতে না পারলে নিজের সামর্থ্য মত পরিশোধ করতে আরম্ভ করবে। এ সমস্ত হকের পাওনাদার যারা, তারা জীবিত থাকলে এবং তাদের ঠিকানা জানা থাকলে তো এগুলো পরিশোধ করা সহজ। তারা মরে গিয়ে থাকলে তাদের ওয়ারিসদেরকে তালাশ করে তাদের হক পরিশোধ করা জরুরী। খোঁজ

www.islamfind.wordpress.com

করা সত্ত্বেও তাদের ঠিকানা জানা না গেলে তাদের প্রাপ্য পরিমাণ অর্থ তাদের তরফ থেকে দান করে দিবে।

বান্দার হকের দ্বিতীয় প্রকার হলো, শারীরিক হক। যেমন কাউকে হাত বা জিহ্বা দ্বারা শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কষ্ট দিয়েছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কারো গীবত করেছে, তাহলে তার থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া জরুরী। কাউকে মারপিট করে থাকলে তাকে বদলা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাকে বলবে যে, তোমার ইচ্ছা, আমাকে মেরে প্রতিশোধও নিতে পারো বা মাফও করে দিতে পারো।

উপরোক্ত বিস্তারিত বিবরণ মোতাবেক বান্দার যাবতীয় আর্থিক ও শারীরিক হক থেকে মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তাওবা পরিপূর্ণ হতে পারে না। আর তাওবা পরিপূর্ণ হওয়া ছাড়া নফল ইবাদত ও যিকির-শোগলের মধ্যে জীবনভর যতই মেহনত করুক না কেন, কখনই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না এবং সঠিক পথও লাভ হবে না। মোটকথা, আল্লাহ ও বান্দার পরিশোধযোগ্য সমস্ত হক পরিশোধ করা বা মাফ করানো তাওবার জন্য জরুরী। বিশেষ করে বান্দার হকের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। কারণ, তা পাওনাদার মাফ না করলে কোনভাবেই মাফ হতে পারে না। তাই আল্লাহপ্রাপ্তির পথে পা বাড়ানোর জন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো পরিপূর্ণ তাওবা করা।

তৃতীয় হেদায়াত

ইলমে দ্বীন অর্জন করা

দ্বিতীয় হেদায়াত মোতাবেক অতীতের গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করে যখন ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় সংকল্প করবে যে, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণরূপে মেনে চলবো। তাতে যত পরিশ্রম হোক, পার্থিব যত ক্ষতি হোক বা মানুষ তিরস্কার করুক না কেন, তা সহ্য করবো।

বলা বাহুল্য যে, এ কাজ দ্বীন সম্পর্কে জরুরী ইলম অর্জন করা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন পরিমাণ শরীয়তের বিধি-বিধান ও মাসআলা-মাসায়িলের ইলম অর্জন করা তার জন্য জরুরী হবে। চাই কিতাব পড়ে হোক বা আলেমদের থেকে মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে হোক। আর কিতাব পড়ার ক্ষেত্রে আরবী, ফার্সী, উর্দূ বা স্থানীয় যে কোন ভাষায় দ্বীনের জরুরী মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করবে। এরজন্য সহজ উর্দূ ভাষায় লেখা সাইয়্যেদী হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) কর্তৃক রচিত 'বেহেশতী যেওর' এবং 'বেহেশতী গাওহার' কিতাব কোন আলেমের নিকট এক একটি সবক করে পড়বে বা নিজেই অধ্যয়ন করবে।

হযরতের লেখা 'সাফাইয়ে মুয়ামালাত', 'আদাবে মুয়াশারাত' পুস্তিকা এবং 'মিফতাহুল জান্নাত' কিতাবের তৃতীয় অধ্যায় পড়ে নিলে দ্বীন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন মাসআলার জন্য যথেষ্ট হবে। যে মাসআলা শিক্ষা করবে, তার উপর আমল করার দৃঢ় সংকল্পও করবে। যাতে করে রিপুর তাড়না ও মানুষের তিরস্কার আমলের ক্ষেত্রে বাধা না হয়।

চতুর্থ হেদায়াত
পীরের প্রয়োজনীয়তা ও তার পরিচয়

যাহেরী আমল তথা দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমল ও তার মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, এটাই নিয়ম। উস্তাদ ছাড়া এসব কাজ সঠিকভাবে হয় না। কিন্তু বাতেনী আমলের ফরয, ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ—যেগুলো তাসাওউফ ও তরীকতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়—সেগুলোর ইলম হাসেল করা এবং সে অনুপাতে আমল করার জন্য উস্তাদের প্রয়োজন তার চেয়ে অধিক। এ সমস্ত বিষয়ের উস্তাদকে পরিভাষায় শাইখ, মুরশিদ বা পীর বলা হয়।

আধ্যাত্মিক ব্যাধি ও মন্দ চরিত্রসমূহ বোঝা এবং সেগুলোর চিকিৎসা ও সংশোধন করা সাধারণতঃ শাইখ ছাড়া সম্ভব হয় না। তাই যে ব্যক্তি এ পথে পা রাখবে, তার জন্য শাইখ ও মুরশিদের সন্ধান করা জরুরী। সন্ধান করে এ ধরনের শাইখ পেলে তার শরণাপন্ন হবে এবং পরিপূর্ণরূপে তার শিক্ষা ও নির্দেশনা মেনে চলবে। দ্বিতীয় হেদায়াতে তাওবার যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে—কেউ যখন সে অনুপাতে আমল করতে আরম্ভ করবে—তখন সে বুঝবে যে, তাওবাকে সঠিক ও পরিপূর্ণ করতেও জায়গায় জায়গায় পীর ও মুরশিদের প্রয়োজন পড়ে। একজন কামেল শাইখের পথপ্রদর্শন ছাড়া তাওবা পরিপূর্ণ হওয়া জটিল ব্যাপার।

কামেল পীরের পরিচয় ঃ

যার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিদ্যমান থাকবে, সেই কামেল পীর—

১. জরুরত পরিমাণ তার মধ্যে ইলমে দ্বীন থাকতে হবে।

২. তার আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও স্বভাব-চরিত্র শরীয়তসম্মত হতে হবে।

৩. দুনিয়ার লোভ না থাকতে হবে। কামেল হওয়ার দাবী না করতে হবে। কারণ, এটিও দুনিয়ারই একটি দিক।

৪. কোন কামেল পীরের নিকট কিছুদিন থেকেছে।

www.islamfind.wordpress.com

৫. সমকালীন ন্যায়পন্থী আলেম ও দরবেশগণ তাকে ভালো জানে।

৬. সাধারণ লোকের তুলনায় বিশেষ লোক অর্থাৎ, দ্বীনদার–সমঝদার লোকেরা তার অধিক ভক্ত।

৭. তার অধিকাংশ মুরীদ শরীয়তের পাবন্দী করে এবং তাদের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি লোভ নেই।

৮. সে আন্তরিকভাবে নিজের মুরীদদেরকে শিক্ষা দান করে এবং তাদের সংশোধন কামনা করে। মুরীদদের মধ্যে খারাপ কিছু দেখলে বা শুনলে তাকে ধড়–পাকড় করে। মুরীদদেরকে তাদের মর্জি মত ছেড়ে দেয় না।

৯. তার নিকট কিছুদিন বসার দ্বারা দুনিয়ার ভালোবাসায় স্বল্পতা এবং আল্লাহর ভালোবাসায় বৃদ্ধি উপলব্ধি হয়।

১০. সে নিজেও যিকির–শোগল করে। কারণ, আমল করার পাকাপোক্ত সংকল্প ছাড়া তা'লীমে ফায়দা হয় না।

যার মধ্যে উপরোক্ত আলামতসমূহ বিদ্যমান থাকবে, তার মধ্যে এগুলো তালাশ করবে না যে, তার দ্বারা কোন কারামত বা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায় কিনা। গোপন বা ভবিষ্যত এর বিষয় সে জানতে পারে কিনা। সে যে দু'আ করে তা কবুল হয় কিনা। আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা সে কিছু করে দেয় কিনা। কারণ, পীর বা ওলী হওয়ার জন্য এগুলো থাকা জরুরী নয়। এমনিভাবে এটাও দেখবে না যে, তার তাওয়াজ্জুহতে মানুষ ছটফট করে কিনা। কারণ, এসব বিষয় বুযুর্গ হওয়ার জন্য জরুরী নয়। মূলতঃ এ ধরনের প্রভাব নফসের সাথে সম্পৃক্ত, যা অনুশীলন করলে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি পরহেযগার নয়, এমনকি মুসলমানও নয়, সেও এগুলো করতে পারে। তাছাড়া তাওয়াজ্জুহ দেওয়ার দ্বারা খুব বেশী লাভ হয় না। কারণ, তাওয়াজ্জুহের প্রভাব স্থায়ী হয় না। তাওয়াজ্জুহের এতটুকু ফায়দা রয়েছে যে, যে মুরীদের মধ্যে যিকিরের কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না, তাকে পীর কিছুদিন তাওয়াজ্জুহ দিলে তার মধ্যে যিকিরের প্রভাব–প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকে। এমন নয় যে, অহেতুক লুটোপুটি খেতে থাকবে, ছটফট করতে থাকবে।

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চম হেদায়াত

পীর-মুরীদীর উদ্দেশ্য

কামেল পীরের সন্ধান পাওয়ার পর তার হাতে মুরীদ হওয়ার পূর্বে তোমাকে মুরীদ হওয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। কারণ, মুরীদ হওয়ার পিছনে মানুষের অনেক রকমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেউ তো চায় যে, আমি কারামতের অধিকারী হবো এবং কাশফের মাধ্যমে এমন অনেক বিষয় জানতে পারবো, যা অন্যদের জানা নেই। কিন্তু তুমি তৃতীয় হেদায়াতের মধ্যে এইমাত্র জেনে এসেছো যে, খোদ পীরের মধ্যেই কারামত থাকা বা তার কাশফের অধিকারী হওয়া—যার দ্বারা সে এমন সব জিনিস সম্পর্কে জানতে পারবে, যা অন্যদের জানা নেই—জরুরী নয়, তাহলে মুরীদ বেচারা এর কী বা আকাংখা করবে?

কেউ এরূপ মনে করে যে, মুরীদ হওয়ার দ্বারা পীর সাহেব গুনাহ মাফের দায়িত্ব নিয়ে নিবে। যত পাপ কাজই করুক না কেন, কিয়ামতের দিন পীর তাকে দোযখে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। এটাও একান্তই ভুল ধারণা। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর মেয়ে হযরত ফাতিমা (রাযিঃ)কে বলেছেন—

يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ

'হে ফাতেমা! নিজেকে দোযখ থেকে বাঁচাও।' অর্থাৎ, নেক আমল করো।

কেউ বোঝে যে, পীর সাহেব একনজরে আমাকে কামেল করে দিবে। আমাদের কোন পরিশ্রমও করতে হবে না বা গুনাহ ছাড়ার ইচ্ছাও করতে হবে না। এভাবেই যদি কাজ হয়ে যেতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরামের কিছুই করার প্রয়োজন হতো না। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে কামেল আর কে আছে? যদিও কারামত স্বরূপ কোথাও এরূপও হয়েছে যে, কোন বুযুর্গ একনজরে কাউকে কামিল করে দিয়েছেন। কিন্তু কারামত সবসময় হওয়া তো জরুরী নয়। বা সব আল্লাহর ওলী থেকে হওয়াও জরুরী নয়। তাই এ ভরসায় থাকা মারাত্মক ভুল।

কেউ বলে যে, অনেক আবেগ, উদ্যম, উন্মত্ততা ও উন্মাদনা সৃষ্টি হবে। হৈচৈ করবো। শ্লোগান দেবো। নিজে নিজে গুনাহ ছুটে যাবে। গুনাহ করার ইচ্ছাও থাকবে না। নেক কাজ করার জন্য ইচ্ছাও করতে হবে না, নিজে নিজেই সব নেক কাজ হয়ে যাবে। মনের কুমন্ত্রণা ও খটকা সব মিটে যাবে। মোটকথা, এক আত্মহারা অবস্থা বিরাজ করবে। এ চিন্তাটিকে পূর্বের চিন্তাসমূহের তুলনায় উৎকৃষ্ট মনে করা হয়। কিন্তু এর কারণও অজ্ঞতা। এ সমস্ত অবস্থাকে 'কাইফিয়্যাত' ও 'হালাত' বলা হয়। কিন্তু 'হালাত' ও ভাবের সৃষ্টি হওয়া মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়। তাছাড়া 'হালত' বা ভাবের উদয় হওয়া উত্তম হলেও, তা উদ্দেশ্য নয়। সে বস্তুই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হতে পারে, যা অর্জন করা মানুষের এখতিয়ারাধীন। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা গেছে যে, এ ধরনের খাহেশের পিছনে নফসের কুমতলব নিহিত রয়েছে। আর তা হলো, নফস আরাম, মজা ও প্রসিদ্ধি চায়। যা এ সমস্ত ভাবের মধ্যে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষী হবে—এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা আসছে যে, আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্যই হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা—এমন ব্যক্তির এ ধরনের খাহেশের সাথে কী সম্পর্ক? সে তো নিজের অবস্থা এমন বানাবে যে, তার অবস্থাই যেন বলে—

فراق و وصل چہ باشد رضاء دوست طلب
کہ حیف باشد ازو غیر او تمنائے

অর্থ ঃ 'বিরহ আর মিলন সমান। আসল তো হলো তাঁর সন্তুষ্টি। আল্লাহর নিকট তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর প্রার্থনা করা আফসোসের ব্যাপার।'

روز ہا گر رفت گو رو باک نیست
تو بماں اے آنکہ جز تو پاک نیست

অর্থ ঃ 'ভাব ও উন্মাদনা চলে গেলে যাক। কোন আক্ষেপ নেই। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক অটুট থাকা চাই, যার মত অন্য কোন কিছু পবিত্র নয়।'

بس زبون وسوسہ باشی دلا
گر طرب را باز دانی از بلا

অর্থ ঃ 'হে মন! তুমি তো এখনও কুচিন্তাতেই মগ্ন রয়েছো। তুমি যদি আনন্দ ও বেদনার পার্থক্য বুঝতে!'

উপরন্তু এ ধরনের লোক দু' প্রকারের খারাবীতে লিপ্ত হয়ে থাকে। কারণ, এ সমস্ত ভাব ও হালত তার অর্জিত হয় অথবা হয় না। যদি অর্জিত হয়, তাহলে সে যেহেতু একেই বুযুর্গী মনে করে তাই সে নিজেকে কামিল মনে করতে আরম্ভ করে। সে এ সমস্ত হালত ও ভাবকে যথেষ্ট মনে করে প্রকৃত পরহেযগারী ও ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে গাফেল ও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। নিজের জন্য ইবাদতের জরুরত বোধ করে না। বা কমপক্ষে ইবাদতকে মূল্যহীন মনে করতে থাকে। আর যদি এগুলো হাসেল না হয়, তাহলে এ দুঃখে সে নিঃশেষ হতে থাকে। আর এ অবস্থা শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে কোন ব্যক্তি এমন কিছু অর্জনের ইচ্ছা করবে, যা তার এখতিয়ার বহির্ভূত, সেই দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীতে আক্রান্ত হবে।

কেউ বলে যে, পীর সাহেবের নিকট বড় বড় আমল আছে, যা খুব কার্যকরী। যখন প্রয়োজন পড়বে তার থেকে তাবিজ-কবজ চেয়ে নিবো। বা পীর সাহেবের দু'আ খুব কবুল হয়। মামলা-মোকদ্দমায় ও অন্যান্য প্রয়োজনে তার দ্বারা দু'আ করাবো, ফলে সব কাজ আমার মর্জি মত হবে। যেন সমস্ত ক্ষমতা পীর সাহেবের হাতে রয়েছে। বা তার নিকট থেকে এমন কিছু শিখে নিবো, যার দ্বারা আমি বরকতের অধিকারী হয়ে যাবো। আমি ঝাড়-ফুঁক দিলে বা হাত দিয়ে শরীর মুছে দিলে অসুস্থ লোক সুস্থ হয়ে যাবে। এ ধরনের লোকেরা এ ধরনের আমল ও তার প্রভাবকেই বুযুর্গী মনে করে। এ সমস্ত আমলের বুযুর্গীর সাথে যেহেতু কোন সম্পর্ক নেই, আর এ ধরনের নিয়ত যেহেতু একান্তই দুনিয়া কামনা, তাই এতে দ্বিগুণ ভ্রান্তি রয়েছে।

কেউ মনে করে যে, যিকির-শোগল করার দ্বারা আলো দেখা যাবে, বা গায়েবী আওয়াজ শোনা যাবে। এটাও সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ও

www.islamfind.wordpress.com

নির্বুদ্ধিতা। কারণ—

প্রথমত, যিকির ও শোগল দ্বারা আলো দেখা দেওয়া বা আওয়াজ শুনতে পাওয়া কোন জরুরী নয়। তাছাড়া এগুলো যিকির-শোগলের উদ্দেশ্যও নয়।

দ্বিতীয়ত, যিকির-শোগল করার দ্বারা যে আলো দেখা যায়, যে রং দেখা যায়, বা যে শব্দ শোনা যায়, কোন কোন সময় তা যিকিরকারীর মস্তিষ্কের প্রভাব হয়ে থাকে, গায়েবের বিষয় হয় না।

তৃতীয়ত, যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, গায়েবের বিষয় দেখতে পেয়েছে বা গায়েবের শব্দ শুনতে পেয়েছে, তাহলে তাতে কী লাভ হয়েছে? গায়েবের শব্দ শুনতে পাওয়ার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় না। আল্লাহর নৈকট্য তো তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের দ্বারা লাভ হয়। অনেক সময় শয়তান ফেরেশতার রূপে দেখা দেয়, অথচ প্রকৃত অর্থে সে ফেরেশতা নয় বরং শয়তানই হয়ে থাকে। তাছাড়া মৃত্যুর পর কাফেররা যে, গায়েবের অনেক কিছুই জানতে পারবে তা সবারই জানা কথা। যে জিনিস কাফেরদেরও লাভ হবে তা জানতে পারলে এমন কী কামেল হয়ে গেলো?

যখন একথা পরিষ্কার জানা হয়ে গেলো যে, উপরে যত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনটিই লাভ করা পীর-মুরীদীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়, তাই এ সমস্ত চিন্তা-ফিকির মন থেকে ঝেড়ে ফেলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভকেই পীর-মুরীদীর প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করবে। যা লাভ করার উপায় হলো, আল্লাহ তাআলার সমস্ত হুকুম পালন করবে এবং নিয়মিতভাবে যিকির করবে। পীর এ কথাই বলে থাকে আর মুরীদ সে অনুপাতেই আমল করে থাকে। যদিও এভাবে চলার দ্বারা তার ধারণা মত কোন ভাব-মত্ততা ও পূর্ণতা লাভ হলো না, কিন্তু আখেরাতে যিকির ও আল্লাহর আনুগত্যের ফায়দা অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি তার ঠিকই লাভ হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলার দীদার নসীব হবে। দোযখ থেকে রক্ষা পাবে।

বাইয়াত ও পীর-মুরীদীর হাকীকত

পীর–মুরীদীর হাকীকতও এই যে, পীর মুরীদকে যিকির ও আল্লাহর হুকুম বলে দেওয়ার ওয়াদা করে, আর মুরীদ এ কথার স্বীকারোক্তি করে যে, পীর যা বলবে সে তা অবশ্যই পালন করবে। মুরীদ হওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি ছাড়াও পীর তা'লীম দিতে এবং মুরীদ তার তা'লীম অনুপাতে আমল করতে পারে। তবে বিশেষ এ পদ্ধতিতে মুরীদ হওয়ার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ও লাভ রয়েছে যে, এতে করে সেই মুরীদের প্রতি পীরের তাওয়াজ্জুহ বা মনোযোগ অধিক হয়ে থাকে এবং মুরীদেরও পীরের কথা পালন করার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব ও যত্ন হয়ে থাকে। বলা হয় যে, একজনকেই পীর ধরবে এবং নিজের পীরকে সমকালীন যুগের সকল বুযুর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, এর উপকারিতা শুধু এতটুকুই যে, এমতাবস্থায় উভয়ের মাঝে সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

বাকী রইলো, মুরীদ হওয়ার প্রত্যাশী ব্যক্তি কাছে থাকলে পুরুষ হলে হাতের মধ্যে হাত দিয়ে বাইয়াত করা, আর স্ত্রীলোক হলে কাপড় ইত্যাদি ধরিয়ে বাইয়াত করা এটি পীর ও মুরীদের মধ্যে সংঘটিত স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় করার জন্য একটি ভালো পন্থা। তবে উভয়ের পক্ষ থেকে এই স্বীকারোক্তি এ পদ্ধতি ছাড়াও হতে পারে। এ কারণে যে ব্যক্তি দূর থেকে মুরীদ হতে চায়, তাকে হাতের মধ্যে হাত রাখা ছাড়াই মুরীদ করে নেওয়া হয়। অনেক হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, হাতের মধ্যে হাত দেওয়ার পদ্ধতিটি ভালো। সুতরাং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাইয়াত করতেন, তখন মুরীদদের হাত নিজের পবিত্র হাত দ্বারা ধরে বাইয়াত করতেন। আর কাপড় বা এ জাতীয় কিছু ধরানো হাত ধরানোর পরিবর্তেই করা হয়।

www.islamfind.wordpress.com

ষষ্ঠ হেদায়াত
মুরীদদের জন্য আমলপঞ্জি

চতুর্থ হেদায়াত অনুপাতে নিয়ত দুরুস্ত করে মুরীদ হওয়ার পর সুযোগ থাকলে কিছুদিন পীরের কাছে অবস্থান করবে, আর সুযোগ না হলে দূর থেকেই তার তা'লীম অনুযায়ী আমল করবে। এমনকি মুরীদ হওয়ার জন্যও যদি পীরের খেদমতে যেতে না পারে তাহলে যেখানে আছে সেখান থেকেই পত্রযোগে বা বিশ্বস্ত কোন লোক মারফতে মুরীদ হতে পারে। পীরের কাছে গিয়েই মুরীদ হতে হবে এমনটি জরুরী নয়। মুরীদদেরকে তা'লীম দেওয়ার পদ্ধতি একেক পীরের একেক রকম হয়ে থাকে। তার সবগুলো এ কিতাবে লেখা জরুরী নয়। তাই ছোট একটি আমল বা ওযীফা লিখে দিচ্ছি। এ ওযীফাটি কলেবরে ছোট হলেও এর উপকারিতা এত বেশী যে, একে তাসাওউফের নির্যাস বলা যায়। সীমাহীন কষ্টের ফলেই এ ওযীফা লাভ হয়েছে। এ ওযীফা বর্ণনা করাই এ পুস্তিকা রচনার মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহর পথের যে কোন পথিক পীর ধরার আগ পর্যন্ত এবং আমার যে কোন মুরীদের সর্বদা আমল করার জন্য এ ওযীফা ও আমলপঞ্জী লিখে দিচ্ছি। আল্লাহর কাছে আমি জোরদার আশাবাদী যে, এ ওযীফা অনুপাতে আমলকারী ব্যক্তি মাহরূম থাকবে না। কোন ব্যক্তি এ ওযীফা মত আমল করতে থাকার পর তার পীর যদি এ ওযীফাই পছন্দ করে এবং এর অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে তো ব্যাপার সহজ হয়ে গেলো। আর যদি পীর সাহেব এ ওযীফা ও আমলের মধ্যে কম-বেশী করে বা অন্য কোন ওযীফা বলে দেয় তাহলে পীর সাহেব যেমন বলবে তেমনি আমল করবে। তবে এ আমলপঞ্জীর শুরুতে যে কথাগুলো লেখা হয়েছে তাতে কম-বেশী হতে পারবে না, সেগুলো একইরূপ থাকবে।

এতে বর্ণিত 'দস্তরুল আমল' বা আমলপঞ্জীর সারকথা হলো, আল্লাহর পথের পথিক হয় সাধারণ মানুষ অর্থাৎ, অনালেম হবে অথবা আলেম হবে। এদের প্রত্যেকে আবার আয়-রোজগার এবং বিবি-বাচ্চার হক আদায়ের ফিকিরে ব্যস্ত থাকবে বা এগুলো থেকে বে-ফিকির ও

নিশ্চিন্ত থাকবে। তাই আল্লাহর পথের পথিকদের মোট চার শ্রেণী হলো—

এক. সেই সাধারণ লোক, যে আয়-রোজগার ও বউ-বাচ্চার হক আদায় করা থেকে বেফিকির বা নিশ্চিন্ত।

দুই. সেই সাধারণ লোক, যে আয়-রোজগার এবং বউ-বাচ্চার হক আদায়ের ফিকিরে ব্যস্ত।

তিন. সেই আলেম, যে দুনিয়াবী কাজ থেকে মুক্ত।

চার. সেই আলিম, যে আয়-রোজগারের কাজে ব্যস্ত। এ চার শ্রেণীর প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক 'দস্তুরুল আমল' বা ওযীফা রয়েছে।

দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত অনালেম ব্যক্তির ওযীফা ঃ

সর্বপ্রথম নিজের আকীদা-বিশ্বাস ঠিক করবে। জরুরী জরুরী মাসআলাসমূহ শিক্ষা করবে। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ঐ সমস্ত মাসআলার উপর আমল করবে। যখনই নতুন কোন মাসআলার প্রয়োজন পড়বে, কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবে। আর তার পীর আলেম হলে তিনিই সর্বোত্তম। যাকিছু প্রয়োজন পড়বে তার নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবে। সম্ভব হলে শেষ রাতেই তাহাজ্জুদ পড়বে। তা নাহলে ইশার নামাযের পরে বেতের নামাযের পূর্বে কিছু নফল নামায তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সময় না থাকলে যে সমস্ত নামাযের পর অবসর আছে ঐ সমস্ত নামাযের পর একশ' বার 'সুবহানাল্লাহ', একশ' বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', একশ' বার 'আল্লাহু আকবার' এবং ঘুমানোর পূর্বে একশ' বার 'আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যাম্বিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি' পাঠ করবে। উঠতে-বসতে সর্বদা দুরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে। এতে ওযু থাকা বা নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা পুরা করা জরুরী নয়। ওযু ও বিনা ওযু সর্বাবস্থায় দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। তবে সব সময় তাসবীহ হাতে নিয়ে ঘুরবে না। [১]

---

১. অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে তাসবীহ হাতে নিয়ে ঘুরবে না। তবে যদি তাসবীহ হাতে না রাখলে যিকির করার কথা মনে না থাকে তাহলে হাতে তাসবীহ রাখায় কোন দোষ নেই।

www.islamfind.wordpress.com

কুরআন শরীফ পড়া জানা থাকলে প্রতিদিন কিছু পরিমাণ কুরআন শরীফও তিলাওয়াত করবে। এ কিতাবের শেষাংশে পুরুষ ও নারীদের জন্য যে নসীহত লেখা হয়েছে, সেগুলো মাঝে মাঝে পাঠ করবে এবং সে অনুপাতে আমল করবে। কখনো কখনো নিজের পীরের নিকট বা অন্য কোন এমন বুযুর্গের নিকট—যিনি পরহেযগার ব্যক্তি এবং তার আকীদা-বিশ্বাস সহীহ—বসবে। তবে পীরের নিকট যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু হাদীয়া নিয়েই যেতে হবে, এমন পাবন্দী করবে না। এ লৌকিকতা নিখাদ ভালোবাসার পরিপন্থী।

এর বাইরে যে সময় বাঁচবে তা পরিবার-পরিজনের জন্য হালাল রুজির সন্ধানে লেগে থাকবে। বাল-বাচ্চার জন্য উপার্জন করাও ইবাদত। আর লোকটি যদি সাধারণ মহিলা হয়, তাহলে অবশিষ্ট সময় ঘরের কাজ করা, বিশেষ করে স্বামীর খেদমত করা তার জন্য ইবাদত। তাই সে এ কাজে রত থাকবে। তবে কোন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া পীরের নিকট যাবে না। যেসব দিনে ঋতুস্রাব হয়, সে সব দিনেও ওযীফার সময় ওযু করে ওযীফা পাঠ করবে। তবে কুরআন শরীফ পাঠ করবে না। কারণ, এমতাবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া দুরুস্ত নয়।

দুনিয়াবী কাজ থেকে মুক্ত অনালেম ব্যক্তির ওযীফা ঃ

এ ব্যক্তির ওযীফাও তাই, যা পূর্বের জনের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তার ক্ষেত্রে এতটুকু বিষয় অধিক হবে—

(ক) সম্ভব হলে পীরের নিকট গিয়ে পড়ে থাকবে। তবে নিজের পানাহারের ব্যবস্থা এমনভাবে করবে, যেন অন্য কারো উপর এর চাপ না পড়ে। পানাহারের কোন যাহেরী সামানা না হলে কমপক্ষে এতটুকু অবশ্যই থাকা জরুরী যে, অন্যের উপর ভরসা করে থাকবে না। হয় কোন মজদুরী করবে, আর সে সাহস নাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকবে। কিছু পেলে খাবে, না পেলে সবর করবে।

(খ) আর যদি পীরের নিকট থাকতে না পারে, তাহলে নিজের বাড়ীতে থাকবে, চাই ঘরে হোক, চাই কোন মসজিদে হোক। তবে যতদূর সম্ভব মানুষদের থেকে দূরে থাকবে। কারো নিকট বেশী আসা-যাওয়া

www.islamfind.wordpress.com

করবে না। দ্বীন বা দুনিয়ার কোন কাজ না থাকলে কারো সাথে মেলামেশা করবে না। কোন প্রয়োজনে কারো সঙ্গে মিশতে হলে জিহ্বার প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। শরীয়তে নিষিদ্ধ কোন কথা, যেমন—কারো অসাক্ষাতে তার দোষচর্চা করা বা এ জাতীয় কোন কথা যেন মুখ থেকে বের হতে না পারে।

(গ) জামাআতের সাথে নামায আদায় করবে।

(ঘ) প্রয়োজনীয় কাজ এবং বিশ্রামের পর যেটুকু সময় বাঁচবে, সে সময় নির্জনে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে, মুনাজাতে মকবুল পড়বে বা নফল নামায, দুরূদ শরীফ বা ইস্তিগফার পড়বে।

(ঙ) আর যদি পড়াশোনা জানা থাকে তাহলে কিছু সময় উর্দু, ফার্সী (বা বাংলা) ভাষায় লেখা দ্বীনী কিতাবসমূহও কোন আলেমকে দেখিয়ে নির্বাচন করে পড়বে। যেখানে বুঝে না আসবে, সেখানে নিজের বুঝ-বুদ্ধিমতো অর্থ না বানিয়ে কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবে।

(চ) ঐ এলাকার কোথাও কোন তালিবে ইলম বা যিকিরকারী থাকলে তাদের খেদমত করার কাজে নিজের সময়ের বড় একটি অংশ ব্যয় করবে। এতে অন্তরে নূর পয়দা হয় এবং অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি হয় না।

(ছ) মাঝে মাঝে নফল রোযাও রাখবে।

এ দুই শ্রেণীর অনালেম মানুষকে এর অতিরিক্ত কোন যিকির-শোগল দেওয়া উচিত নয়। কারণ, এর মধ্যে অনেক অস্বাভাবিক বিষয় দেখা দেয়, যার ফলে খারাপ পরিণতির ভয় আছে। যেগুলো আলেম ছাড়া অন্য মানুষ সহ্য করতে পারবে না। তবে মুরীদের মধ্যে আগ্রহ দেখলে এবং তাকে যোগ্য মনে করলে নির্জনে বসে তিন হাজার থেকে ছয় হাজার বার 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করতে বলবে। তবে সশব্দে এবং মাথা দুলিয়ে নয়, বরং নীরবে করতে বলবে। এর অধিক কোন যিকির অনালেম ব্যক্তির জন্য মোনাসেব নয়। বাকী অন্যান্য ওযীফা এবং নফল নামায যত মন চায় পড়বে। তবে অনালেম ব্যক্তি যদি আলেমদের সুহবতে থাকার ফলে আলেমদের মত সমঝদার হয়ে থাকে, তাহলে সে আলিমদের মত বলে গণ্য হবে। তাকে যিকির-শোগল দেওয়ায় ক্ষতি নেই।

দ্বীনী বা দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত আলেম ব্যক্তির ওযীফা

(ক) অবসর সময়ে যখন মন চিন্তামুক্ত থাকে এবং পেট বেশী ভরাও না এবং বেশী ক্ষুধা কাতরও না, এমন সময় নির্ধারণ করে নির্জনে বসে ওযুর সাথে হালকা আওয়াজে কিছুটা 'জরবের' (ধাক্কার) সাথে যিকিরের প্রতি মন লাগিয়ে বার হাজার থেকে চব্বিশ হাজার পর্যন্ত যত বার সম্ভব 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করবে।

(খ) পাবন্দীর সাথে তাহাজ্জুদ নামায পড়বে।

(গ) দিনের যে কোন সময়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত এবং 'কুরুবাতুন ইনদাল্লাহি ওয়া সালাওয়াতুর রাসূল, (আরবী মুনাজাতে মকবুল)এর এক মঞ্জিল নিয়মিত পড়বে।

(ঘ) মাদরাসার মুদাররিস হলে তো ভালো, তা নাহলে কিছু সময় তালিবে ইলমদেরকে পড়ানোর কাজে অবশ্যই ব্যয় করবে।

(ঙ) প্রয়োজন হলে বা শ্রোতারা আগ্রহ প্রকাশ করলে ওয়ায করে জরুরী মাসআলা-মাসায়েল বয়ান করবে। তবে ওয়াযের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কথা বলবে না। এমন প্রয়োজনীয় কথা—যা শুনলে সাধারণ মানুষ উত্তেজিত হয়—তা অস্পষ্টভাবে এবং কঠোর ভাষায় বলবে না, বরং পরিষ্কার ভাষায় নম্রভাবে বলবে।

(চ) ওয়ায করে বিনিময় নিবে না।

(ছ) সাধারণ লোকদেরকে কড়া বা কর্কশ কথা বলবে না। এতে অনর্থক শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

(জ) 'ইহইয়াউল উলূম' ও এ জাতীয় অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করবে।

(ঝ) নিজের পীর থেকে দূরে অবস্থান করে যিকির-শোগল করবে না। তবে পীরের নিকট অবস্থান করে কিছুদিন যিকির-শোগল করে থাকলে এবং পীর সাহেব এখনও তা করার কথা বলে থাকলে কোন অসুবিধা নেই।

অবসর আলিম ব্যক্তির ওযীফা

(ক) অবসর কাল অল্পদিনের হলেও, যার ন্যূনতম মেয়াদ ছয়

মাস—কিছুদিন নিজের পীরের কাছে অবস্থান করে যিকির করবে। এ শ্রেণীর আলেমের জন্য এতটুকু ওযীফাই যথেষ্ট যে, তাহাজ্জুদ নামাযের পর বারো তাসবীহ, অর্থাৎ, দুইশ' বার 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ', চারশ' বার 'ইল্লাল্লাহ', ছয়শ' বার 'আল্লাহু আল্লাহ'—প্রথম আল্লাহ শব্দের শেষে 'পেশ' এবং দ্বিতীয়টির শেষে 'জযম' দিয়ে যিকির করবে এবং শুধু 'আল্লাহ' একশ' বার। এই মোট তের তাসবীহ হলো। কিন্তু এটি বারো তাসবীহ নামে পরিচিত। এই বারো তাসবীহ সামান্য আওয়ায ও 'যরব' বা ধাক্কার সাথে আদায় করবে। কিন্তু ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত যে, সশব্দে যিকির করা এবং 'যরব' বা ধাক্কা লাগানোতে কোন সওয়াব নেই, বরং এতে সওয়াব হবে বলে বিশ্বাস করা বিদআত।

হাদীস শরীফের এ নিষেধাজ্ঞা—

اِرْبَعُوا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا

অর্থাৎ, 'তোমরা নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করো, কারণ, তোমরা তো কোন বধির বা দূরবর্তী কাউকে ডাকছো না।'

আমার মতে ঐ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যখন সওয়াবের বিশ্বাস নিয়ে সশব্দে যিকির করবে। আর কোন কোন আলেম এ হাদীসের ব্যাখ্যা এই দিয়েছেন যে, এত চিৎকার করে যিকির করবে না, যার দ্বারা মানুষের কষ্ট হয়। যেমন, ঘুমন্ত লোকদের কষ্ট হয়। আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যে জোরে যিকির করতে নিষেধ করেছেন, তার কারণও উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহই। তা নাহলে জোরে যিকির করা জায়েয।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় নামায শেষ হওয়ার আলামত এই ছিলো যে, মানুষ সশব্দে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠতো। এমনিভাবে হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বেতের নামাযের পর 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' বলার সময় আওয়াজ উঁচু করার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এভাবে জোরে যিকির করার ফায়দা এই যে, এতে করে অন্য চিন্তা ও ওয়াসওয়াসা কম আসে। কারণ, এর ফলে যিকিরের আওয়ায কানে আসে, যে কারণে মন সহজে সেদিকে ধাবিত থাকতে পারে। আর এ ফায়দা অল্প আওয়াযে যিকির করার দ্বারাও লাভ হয়।

www.islamfind.wordpress.com

একইভাবে 'যরব' বা ধাক্কা লাগানোর মধ্যেও কোন সওয়াব নেই। এর মধ্যেও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধান মতে একটি ফায়দা রয়েছে। তা হলো, শক্ত ধাক্কার ফলে মনে তাপ সৃষ্টি হয়। এই তাপের ফলে মন নরম হয়। মন নরম হলে যিকিরে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ফলে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের চিন্তা এবং আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত পয়দা হয়। আল্লাহর আনুগত্যের চিন্তা এবং আল্লাহর মুহাব্বত এ দু'টি জিনিস ইসলামে লক্ষ্য ও কাংখিত বস্তু। তাই 'যরব' বা ধাক্কা দেওয়া শরীয়তে উদ্দেশ্য বস্তু নয়, তবে উপরোক্ত দুই উদ্দীষ্ট বস্তু এর দ্বারা লাভ হয় বিধায় এটি উপায় ও মাধ্যমের পর্যায়ের উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। তবে অধিক জোরে 'যরব' লাগানোর ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই মধ্যম পর্যায়ে 'যবর' লাগাবে, এর অধিক নয়।

আরেকটি বোঝার বিষয় হলো, তাসাওউফের কিতাবসমূহের মধ্যে যিকির করার সময় মাথা ডানে-বামে ঝুকানোর কথা লিখেছে। এ ব্যাপারে জানা উচিত যে, পূর্বের যুগের লোকেরা শক্তিশালী ছিলো এবং তাদের মস্তিষ্ক সবল ছিলো, ফলে তারা এ ঝাকুনি সহ্য করতে পারতে। বরং শক্তিশালী হওয়ার ফলে এরূপ ঝাকুনি ছাড়া তাদের মধ্যে যিকিরের আছর বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো না। যার ফলে সজোরে 'যরব' লাগানোর উদ্দেশ্যে মাথা ডান দিকে নিয়ে 'যরব' বা ধাক্কা লাগানোর তাদের প্রয়োজন পড়তো। কিন্তু বর্তমান যুগের লোকেরা দুর্বল। সাধারণ 'যরবেই' তাদের অন্তরে আছর পয়দা হয়। তাই বর্তমানে এমন করবে না। অন্যথায় মাথা খারাপ হওয়ার ভয় আছে। এ যুগের লোকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, 'লা-ইলাহা' বলতে সারা শরীর ধীরে ধীরে ডান দিকে একটু ঝুকিয়ে দিবে এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় বাম দিকে নিয়ে আসবে। শরীরকে এতটুকু পরিমাণ নাড়ানোর উদ্দেশ্যও হলো, এক অবস্থায় যিকির করতে একঘেয়েমি লাগে, পক্ষান্তরে শরীর নাড়ানোর ফলে কিছুটা আরামবোধ হয়। তা নাহলে এতটুকুরও প্রয়োজন ছিলো না। উপরন্ত 'যরব' লাগানোর সময় মাথা ঝাকুনি দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র এতটুকুই যথেষ্ট যে, 'যরব' লাগানোর সময় 'ইল্লা'-এর 'হামযা'

উচ্চারণকালে একটু চাপ দিয়ে উচ্চারণ করবে। 'হামযা' উচ্চারণের স্থান থেকে সীনা নিকটবর্তী হওয়ার ফলে 'হামযা' উচ্চারণ করতে চাপ দিলে সীনা পর্যন্ত তার প্রভাব পড়বে। একইভাবে অন্যান্য যিকিরের সময়েও এ নিয়মেই 'যরব' লাগাবে। আর শরীর ঝাকানো এরচেয়ে কম হলেও চলবে। এ সমস্ত বিবরণ ছিলো বারো তাসবীহ সংক্রান্ত। বারো তাসবীহের যিকির করার পর ঘুমের চাপ থাকলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিবে। আর ঘুম না আসলে ইচ্ছা হলে ঐ বারো তাসবীহ যিকিরের মধ্য থেকে কোন একটি যিকির আরো অধিক পরিমাণে করবে, আর ইচ্ছা হলে কর্মমুক্ত থাকবে।

(খ) ফজর নামাযের পর কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে এবং মুনাজাতে মকবুল এক মঞ্জিল পড়বে।

(গ) তারপর নির্জনে বসে বারো হাজার থেকে চব্বিশ হাজার বার পর্যন্ত যতবার সম্ভব অল্প আওয়াজে মধ্যম পর্যায়ের 'যরব' বা ধাক্কাসহ 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করবে। (প্রত্যেক আল্লাহ শব্দের শেষে 'জযম' হবে)। দুপুরে কিছু সময় ঘুমিয়ে নিবে।

(ঘ) যোহর নামাযের পর আসর নামায পর্যন্ত বারো হাজার থেকে চব্বিশ হাজার বার সহজে যত বার সম্ভব হয় পূর্বের নিয়মে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করবে।

(ঙ) আসর নামাযের পর পীর সাহেবের কোন কাজ না থাকলে তার কাছে বসে থাকবে। আর পীর সাহেব কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে বা সেখানে উপস্থিত না থাকলে বা মনে পীর সাহেবের নিকট বসার বিশেষ আগ্রহ না থাকলে মাঠ, জঙ্গল, বাগান বা নদীর দিকে ঘুরতে বের হবে। পীর সাহেব উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি নিয়ে যাবে। ঘুরতে বের হয়ে সাধারণ মুসলমানদের কবর এবং আল্লাহর ওলীদের মাযারও যিয়ারত করবে।

(চ) মাগরিব নামাযের পর এক ঘন্টা/আধ ঘন্টা যতক্ষণ মনোযোগ থাকে মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী হিসাব-কিতাব ইত্যাদি যা যা হবে, সেগুলোর 'মোরাকাবা' করবে।

মৃত্যুর মোরাকাবা

মৃত্যুর মোরাকাবা করার পদ্ধতি এই যে, নির্জনে বসে মৃত্যুর পর যা যা ঘটবে, সেগুলো স্মরণ করবে এবং মনে করবে যে, এখনই এসব কিছু আমার উপর দিয়ে সংঘটিত হচ্ছে।

অধিকহারে আল্লাহর যিকির করার ফলে আল্লাহর মুহাব্বত এবং মৃত্যুর মোরাকাবার ফলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। আল্লাহর এই মুহাব্বত এবং দুনিয়ার প্রতি এই ঘৃণাই তার সফলতার জন্য যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

(ছ) এর বাইরে যে সময় বাঁচবে, তার মধ্যে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে, বা অন্য যে কোন যিকির ভালো লাগবে, সেই যিকির করতে থাকবে।

প্রসিদ্ধ 'পাছে আনফাস'-এর অর্থ ও উদ্দেশ্যও এই যে, কোন মুহূর্ত যেন আল্লাহর ইয়াদ থেকে খালি না যায়। এই ইয়াদ যে কোন যিকিরের মাধ্যমেই হতে পারে। 'পাছে আনফাস'-এর যে পদ্ধতি প্রসিদ্ধ আছে, সুনির্দিষ্টভাবে সে পদ্ধতিতেই তা হতে হবে, এমনটি জরুরী নয়। বরং তার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটিও একটি পদ্ধতি।

এভাবে যিকির করতে করতে যদি নিজের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হতে দেখে এবং দিনে দিনে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে, মনে বিভিন্ন চিন্তার উদ্রেক কম হতে থাকে এবং যিকিরে মন বসতে থাকে তাহলে আমার মতে 'শোগল' করার জরুরত নেই।[১]

সদা-সর্বদা পরহেযগারীর প্রতি যত্নবান থাকা এবং নিয়মিত উপরে বর্ণিত 'মুরাকাবা' করতে থাকা তার জন্য যথেষ্ট হবে। সারাজীবন এটিই করতে থাকবে। আখেরাতে তো এর ফল নিশ্চিত পাবেই—এবং ফল পাওয়ার আসল ওয়াদা তো আখেরাতেই—তবে আল্লাহ তাআলার মঞ্জুর হলে দুনিয়াতেও তার অন্তরে অপূর্ব ও অবাককর ইলম ও মারেফাত এবং নতুন নতুন ভাব ও কাইফিয়্যাত জন্ম নিবে। কখনো আবেগ-উদ্দীপনা, কখনো প্রেম-প্রীতি এবং কখনো ভয়-ভীতির কাইফিয়্যাত ও ভাবের উদয়

১. সূফীয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় 'শোগল' এমন সব তাদবীর বা ব্যবস্থাকে বলে, যেগুলো গ্রহণ করলে সাধারণত একাগ্রতা ও মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

www.islamfind.wordpress.com

হবে। শরীয়তের বিধি-বিধানের রহস্যাবলী উদঘাটিত হবে। আল্লাহ তাআলার প্রতি তার আচরণ এবং তার প্রতি আল্লাহর আচরণ সঠিক হবে। তার দ্বারা এমন কোন কাজ ঘটলে—যার জন্য তাকে সতর্ক করা প্রয়োজন—সে বিষয়ে সতর্ক করা হবে। এবং সেও বুঝতে পারবে যে, এ কাজটি আমার দ্বারা সঠিকভাবে পালন হয়নি। এ সবের মধ্যে যে স্বাদ রয়েছে, তার সামনে বিশ্বজগতের রাজত্বও মূল্যহীন। এ সমস্ত অবস্থাকেই তাসাওউফের পরিভাষায় 'হালাত' বলা হয়।

প্রত্যেকের 'হালাত' ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যেহেতু নতুন ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাই তার সবগুলো লিখে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এমন অবস্থা দেখা দিলে পীর সাহেবের নিকট আসা জরুরী। তিনি এ সমস্ত হালাতের হাকীকত বা মর্ম বলতে সক্ষম। 'হালাতের' ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে মুরীদের যিকির-শোগলের মধ্যে পীর সাহেব যথোচিত পরিবর্তন করেন। পীরের নিকট অবস্থান করায় আরো যে সমস্ত ফায়দা রয়েছে, সেগুলো এই হেদায়াতের শেষে বর্ণনা করা হবে। এ সমস্ত বিষয় অবগত হওয়াকে 'কাশফে ইলাহী' বলা হয়। 'কাশফে কাউনী' (অর্থাৎ, গোপন বিষয় জানতে পারা এবং ভবিষ্যতের ব্যাপার প্রকাশ পাওয়া) স্বাদের দিক থেকেও 'কাশফে ইলাহী'র সমান নয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিক থেকেও সমান নয়।

মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন 'কাশফে ইলাহী'র মধ্যে বড়, আর খিযির আলাইহিস সালাম ছিলেন 'কাশফে কাউনী'র মধ্যে বড়। এ দু'জনের মধ্যে কার মর্যাদা বড়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, মূসা আলাইহিস সালামের মর্যাদা যখন বড় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে হযরত খিযির আলাইহিস সালামের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিলেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, হযরত খিযির আলাইহিস সালামের নিকট পাঠানোর দ্বারা এ কথা শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিলো যে, কথা বলার সময় নিশ্চিন্তে ও নির্দ্বিধায় কোন কথা বলে ফেলবে না। বরং চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলবে। কারণ, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, বর্তমান সময়ে দ্বীনের

সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি বলেছিলেন—'সবচেয়ে বড় আলেম আমি'।

তাঁর এ কথা এদিক থেকে ঠিক ছিলো যে, যে ইলম জরুরী, তা সবচেয়ে বেশী আমি জানি। কিন্তু তিনি কথাটি এমন বলেছিলেন, যার দ্বারা শ্রোতা বিভ্রান্তিতে পড়তে পারতো যে, সব ধরনের ইলম জানার দাবী তিনি করছেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন যে, 'কাশফে কাউনীর' মধ্যে খিযির আলাইহিস সালাম তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। যদিও তাঁর এ 'কাশফ' মর্যাদার দিক থেকে 'কাশফে ইলাহী'র সমকক্ষ নয়। তবুও সাধারণভাবে এ কথা বলা তো ভুল প্রমাণিত হলো যে, 'আমি সবচেয়ে বেশী জানি।' তাই উত্তরে একথা বলা দরকার ছিলো যে, 'কাশফে কাউনীর' মধ্যে আমি সর্বাধিক জ্ঞানী নই। যার 'কাশফে ইলাহী' হয়, তাকে যদি পীর-মুরীদীর কাজ এবং মানুষের আত্মার সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে তাকে 'কুতবুল ইরশাদ' বলে। আর যার 'কাশফে কাউনী' হয়, তাকে যদি মানুষের দুনিয়ার কাজের খেদমত ন্যস্ত করা হয়, তবে তাকে 'কুতবুত তাকবীন' বলে।

এর বাইরে যে সময় বাঁচবে তাতে মন লাগিয়ে মুখে উচ্চারণ করে কোন-না-কোন যিকির করতে থাকবে। চাইলে দুরূদ শরীফ পড়বে—আর আমার মতে এটাই সর্বোত্তম—চাইলে ইস্তিগফার পড়বে, চাইলে কালিমায়ে তায়্যিবা পড়বে, চাইলে অন্য যে কোন যিকির করবে। মোটকথা, যাতে মন লাগবে তাই পড়তে থাকবে। এ সময়গুলোতে শুধু মনে মনে যিকির করবে না, বরং মুখেও উচ্চারণ করতে থাকবে। কারণ, অনেক সময় এতে ধোঁকার সৃষ্টি হয়, অন্তরে যে, আল্লাহর স্মরণ নাই সেদিকে খেয়াল থাকে না। আরো মারাত্মক হলো, কখনো এরূপ ধোঁকা হয়ে থাকে যে, আল্লাহকে ভুলে গিয়ে এরূপ মনে করে থাকে যে, আমি আল্লাহর স্মরণে ডুবে গিয়ে 'আত্মহারা' হয়ে গেছি।

(জ) দু'টি জিনিস থেকে বেঁচে থাকার প্রতি সর্বদা যত্নশীল হবে। প্রথমত, কোন মুহূর্তে যেন আল্লাহর ইয়াদ দিল থেকে দূর হতে না পারে। যার উপায় হলো, সর্বদা যিকির করতে থাকবে।

দ্বিতীয়ত, খুব সতর্কতার সাথে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গুনাহ

www.islamfind.wordpress.com

থেকে বেঁচে থাকবে। মন, মুখ, হাত, পা, চোখ, কান মোটকথা সর্বাঙ্গের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহর ইয়াদ না থাকার কারণে যেমন দিলের নূর চলে যায়, তেমনিভাবে গুনাহের কারণেও দিলের নূর চলে যায় এবং আল্লাহর সাথের সম্পর্কের অবনতি ঘটে, দূরত্ব সৃষ্টি হয়। যা অতি বড় ক্ষতির কারণ। ঘটনাচক্রে অসতর্কতার ফলে বা নফসের প্ররোচনায় কোন গুনাহের কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কাকুতি-মিনতী করে তাওবা করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে কৃত গুনাহের জন্য মাফ চাবে। কিছু কিছু গুনাহের কারণে এ পথের সবিশেষ ক্ষতি হয়ে থাকে। সেগুলো হলো—

এক. 'রিয়া'—অর্থাৎ, মানুষকে দেখানোর নিয়তে কোন আমল করা।

দুই. 'তাকাব্বুর'—অর্থাৎ, নিজেকে বড় মনে করা। মানুষের মধ্যে যখন তাকাব্বুর ও অহংকার থাকে তখন এর কারণে দ্বীনী বা দুনিয়াবী গুণ ও পূর্ণতা নিয়ে সে গর্ব করে, কখনো অহমিকায় লিপ্ত হয়।

তিন. কারো গীবত-শেকায়েত করা, কাউকে তিরস্কার করা, কারো উপর আপত্তি করা। বরং অধিকাংশ অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা বলার কারণেও দিলের নূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এ কারণেই আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য মানুষদের সাথে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা করা উচিত নয়।

চার. নামাহরাম কোন নারী বা বালকের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকানো বা মনে মনে তার কল্পনা করা।

পাঁচ. অন্যায়ভাবে বা সীমাতিরিক্ত রাগ করা, বা কারো সঙ্গে কর্কশ ও কঠোরভাবে কথা বলা।

একইভাবে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ারও কিছু কিছু ধরন অধিকতর ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আর তাহলো, পার্থিব বিভিন্ন সম্পৃক্ততার কারণে যে খোদা-বিস্মৃতির সৃষ্টি হয়। এ বিস্মৃতি যিকির করার দ্বারাও দূর হয় না। যখন যিকিরে লিপ্ত হবে বার বার সে দিকেই মনোযোগ আকৃষ্ট হবে।

এ 'দস্তুরুল আমল' বা ওযীফার একটি জরুরী বিষয় এই যে, এ ওযীফা মত যিকিরকারী ব্যক্তির যে পর্যন্ত কিছুটা শক্তভাবে 'নিসবতে বাতেনী' লাভ না হবে (যার ব্যাখ্যা সামনে আসছে) সে পর্যন্ত মানুষের

www.islamfind.wordpress.com

যাহেরী বা বাতেনী কোনপ্রকার খেদমতে লিপ্ত হবে না। যেমন, ছাত্রদেরকে পড়ানো, জনসাধারণকে ওয়ায শোনানো, রোগীদের চিকিৎসা করা, তাবীয-কবজ লেখা, পীর-মুরীদী করা এগুলোর কিছুই করবে না। একদম এক কোণায় চুপচাপ পড়ে থাকবে। তবে এগুলোর কোন একটি করতে একান্ত বাধ্য হলে সে ভিন্ন কথা।

বাতেনী নিসবত

'বাতেনী নিসবত' লাভ হওয়ার আলামত দু'টি—

প্রথম এই যে, আল্লাহর ইয়াদ অন্তরে এমনভাবে জমে বসবে যে, কখনই তা অন্তর থেকে দূর হবে না। আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য অধিক চিন্তা-চেষ্টা করার প্রয়োজন পড়বে না।

দ্বিতীয় এই যে, আল্লাহ তাআলার সকল বিধি-বিধান—চাই তা আল্লাহর ইবাদত সংক্রান্ত হোক, মানুষের সঙ্গে লেনদেন ও মুআমালাত সংক্রান্ত হোক, উত্তম স্বভাব-চরিত্র সংক্রান্ত হোক বা কথাবার্তা, চালচলন ও আচার-আচরণ সংক্রান্ত হোক, সর্ববিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানমত চলার প্রতি এমন আগ্রহ জন্মাবে এবং একইভাবে যেসব কাজ তিনি নিষেধ করেছেন সেগুলোর প্রতি এমন ঘৃণা জন্মাবে, যেমন আগ্রহ মনের প্রিয় বস্তু এবং যেমন ঘৃণা মনের অপ্রিয় বস্তুর প্রতি হয়ে থাকে। মন থেকে দুনিয়ার যাবতীয় মোহ ও লালসা বের হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত কর্মকাণ্ড কুরআনে বর্ণিত বিধান মোতাবেক হবে। তবে সহজাত অলসতা যদি কোন হুকুম বাস্তবায়নে বাধা হয়, বা মনে কোন কুমন্ত্রণা জাগে, কিন্তু সে অনুপাতে যদি আমল না করে তাহলে এরূপ মনে করবে না যে, শরীয়তের হুকুম পালনের আগ্রহ এবং শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মায়নি। আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রেও এ অবস্থানই কাঙ্খিত। আমি যাকে 'বাতেনী নিসবতের' আলামত বলে উল্লেখ করলাম, তাকে 'মুহাব্বতে ইলাহী' বা আল্লাহর ভালোবাসা বলে।

'বাতেনী নিসবত' লাভ হওয়ার সাথে সাথে যদি গায়েব থেকে কোন ইলম বা ভেদের কথাও তার অন্তরে উদয় হতে থাকে, তাহলে এ ধরনের ব্যক্তিকে 'আরেফ' বলা হয়।

www.islamfind.wordpress.com

'বাতেনী নিসবত' লাভ হওয়ার পর পড়ানো, ওয়ায করা, কিতাব লেখায় কোন ক্ষতি নেই, বরং ইলমে দ্বীনের খেদমত করা সবচেয়ে বড় ইবাদত। আর পীর সাহেব যদি তাকে মুরীদ করার এবং যিকির-শোগল শেখানোর অনুমতিও দেন তাহলে আল্লাহর বান্দাদেরকে এ ফায়দা পৌছানোর ক্ষেত্রে কার্পণ্য করবে না। কিন্তু নিজেকে বড় মনে করবে না। নিজেকে মানুষের খাদেম ভাববে। আর পীর সাহেব এর অনুমতি না দিলে কখনোই এরূপ দুঃসাহস করবে না এবং নিজের পক্ষ থেকে অনুমতি প্রার্থনাও করবে না। কারণ, এটি মূলতঃ বড়ত্বের প্রার্থনা ও আকাঙ্খা। আর প্রার্থনা করার দ্বারা পীর যদি অনুমতি দেয়ও সে অনুমতি কোন কাজের নয় বরং বড় হওয়ার চেয়ে ছোট থাকা অনেক ভালো। তবে পীর সাহেব হুকুম দেওয়ার পর তার হুকুম না মানাও সমীচীন নয়। যদি সবাই এরূপই করতো তাহলে পীর-মুরীদীর ধারাবাহিকতাই বন্ধ হয়ে যেতো। মুরীদদের থেকে কখনোই মালের আশা করবে না। যদি তারা কিছু নজরানা দেয়ও, তবে তা মুরীদ হওয়ার সময় কখনই গ্রহণ করবে না। কারণ, এটি দৃশ্যত বিনিময় নেওয়ার মত হলো। আর অন্য সময় খুশী হয়ে হালাল উপার্জন থেকে নিজের আয়ের পরিমাণ অনুপাতে যদি এতটুকু দেয়, যার দ্বারা তার পেরেশানী হবে না, তাহলে এমতাবস্থায় হাদীয়া গ্রহণ করা সুন্নাত। এরূপ ক্ষেত্রে হাদীয়া গ্রহণ না করায় মুসলমানের দিল ভাঙ্গা হয় এবং আল্লাহর নাশোকরী করা হয়। যদিও হাদীয়ার পরিমাণ কমই হোক না কেন। এমনকি অন্যদের সামনে দিলেও নিতে লজ্জাবোধ করবে না। কারণ, এও অহংকারের কারণেই হয়ে থাকে।

এখানে এসে 'দস্তুরুল আমল' বা ওযীফার বিবরণ শেষ হলো। এ ওযীফার আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে। কারণ, এতে আলেমদেরকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলা হয়েছে। আর বিস্তারিত না বললে তাদের শান্তি ও স্বাদ লাভ হয় না। অন্যথায় সারকথা অল্পই। সারকথাটি এখন পুনরায় এ কারণে লিখে দিচ্ছি যে, এ লম্বা আলোচনার মধ্যে মূল আলোচনার অংশটি বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। মূল ওযীফার তালিকা এই—

ক. তাহাজ্জুদ নামায।

খ. তাহাজ্জুদ নামাযের পর 'বার তাসবীহ'।

গ. ফজর নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত এবং এক মঞ্জিল মুনাজাতে মকবুল।

ঘ. তারপর ১২ হাজার থেকে ২৪ হাজার বার 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির।

ঙ. আসর নামাযের পর পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত থাকা বা খোলা মাঠ, বন ইত্যাদিতে ঘোরাফেরা করা এবং আল্লাহর ওলীদের কবর যিয়ারত করা।

চ. মাগরিব নামাযের পর মৃত্যুর মোরাকাবা বা ধ্যান করা।

ছ. এর বাইরে যে সময় বাঁচবে, তখন অগণিতভাবে দুরূদ শরীফ পড়া।

জ. প্রয়োজন হলে 'শুগলে আনহদ' করা।

ঝ. পরহেজগারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা।

ঞ. পাবন্দীর সাথে যিকির করা।

ট. গুনাহ ও আল্লাহ বিস্মৃতি থেকে বেঁচে থাকা।

বিশেষ করে এ সমস্ত গুনাহ থেকে বাঁচা—

১. মানুষকে দেখানোর জন্য কোন আমল করা।

২. নিজেকে বড় মনে করা।

৩. গর্ব করা।

৪. নিজের মনে মনে নিজের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য খুশি হওয়া ও আত্মশ্লাঘায় লিপ্ত হওয়া।

৫. কারো অসাক্ষাতে তার দোষ চর্চা করা।

৬. অনর্থক কথা বলা ও মানুষের সঙ্গে অধিক মেলামেশা করা।

৭. নামাহরাম নারী ও বালকদের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকানো, বা মনে মনে খাহেশাতের সাথে তাদের কল্পনা করা।

৮. বেশী রাগ করা।

৯. একগুঁয়েমী করা।

১০. দুনিয়াবী সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং এ জাতীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।

www.islamfind.wordpress.com

ঠ. 'বাতেনী নিসবত' লাভ হওয়া পর্যন্ত ওয়ায করা, ছাত্র পড়ানো ইত্যাদি কাজ পরিহার করা।

ড. পীর সাহেবের অনুমতি ছাড়া মুরীদ না বানানো এবং যিকির-শোগল না শিক্ষা দেওয়া।

এসবগুলোর মূলকথা হলো, দু'টি—

১. আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মতো চলা।

২. নিয়মিতভাবে যিকির করা।

গুনাহের দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে ফাটল সৃষ্টি হয়, আর যিকিরের কমতির দ্বারা আল্লাহর ইয়াদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আল্লাহর আনুগত্য, নিয়মিত যিকির করা, গুনাহ থেকে বেঁচে চলা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না হওয়াকে নিজের আসল কাজ মনে করবে। যদি কিছুদিন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে এ কাজগুলো করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ মাহরূম বা বঞ্চিত হবে না।

এগুলোর উপর আমল করার ফায়দা যদিও শুরু থেকেই হতে আরম্ভ করে, কিন্তু প্রথম প্রথম তা বুঝে আসে না, তবে এমন এক সময় আসবে, যখন সে নিজেও বুঝতে পারবে, কিন্তু ঘাবড়াবে না, তাড়াহুড়া করবে না, অলসতাও করবে না। কারণ, ফায়দা পাওয়ার কোন মেয়াদ নির্ধারিত নাই। কেউ তার দায়িত্বও নিতে পারে না। তবে এ আশা করতে পারে—

اندریں راہ می‌خراش و می‌تراش ☆ تادم آخر دمے فارغ مباش
تادم آخر دمے آخر بود ☆ کہ عنایت باتو صاحب سر بود

অর্থ ঃ 'এ পথের পথিককে আমৃত্যু চেষ্টায় লেগে থাকতে হবে। মৃত্যু পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য বেফিকির হওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত কোন না কোন সময় এমন আসবে, যখন আল্লাহর মেহেরবানী লাভ হবে এবং গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। সফলতা লাভ হবে।'

এ সমস্ত আমল ও ওযীফার সাথে সাথে প্রথম দিকে কিছু বেশী এবং তারপর মাঝে মাঝে যদি পীর সাহেবের খেদমতে থাকার সুযোগ হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা—'নূরুন আলা নূর'। পীর সাহেবের নিকট

www.islamfind.wordpress.com

অবস্থান করার বহুবিধ ফায়িদার মধ্যে একটি ফায়দা এই যে, পীর সাহেবকে দেখে দেখে তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলী নিজের মধ্যে নিয়ে আসবে। যিকির ও ইবাদতের মধ্যে প্রাণ ও সজীবতা সঞ্চার হবে। সাহস বৃদ্ধি পাবে। যে সমস্ত নতুন 'হালাত' দেখা দিবে, সে সবের ব্যাপারে পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ হবে। এগুলো ছাড়া আরো অনেক ফায়দা আছে, যেগুলো পীর সাহেবের নিকট অবস্থান করলে আপনা আপনি লাভ করবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রোগী ডাক্তারের নিকটে অবস্থান করা আর দূরে অবস্থান করার মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। জনৈক কবি বড় চমৎকার বলেছেন—

مقام امن و مے بےغش و رفیق شفیق ☆ گرت مدام میسر شود زہےتوفیق

অর্থ ঃ নিরাপদ ও প্রশান্তিময় জায়গা, আল্লাহর মুহাব্বতের নির্ভেজাল শরাব আর স্নেহশীল পীরের সুহবত যদি সদা-সর্বদার জন্য লাভ হয়, তাহলে তা আল্লাহ তাআলার বড় দয়া।

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

'আল্লাহ্ সত্য বলেন, আর তিনিই পথ দেখান।'

www.islamfind.wordpress.com

সপ্তম হেদায়াত

মনের একাগ্রতা সৃষ্টির বর্ণনা

যিকিরকারী ব্যক্তির এমন সব কাজ ও কথা থেকে দূরে থাকা উচিত, যার দ্বারা মন পেরেশান ও বিক্ষিপ্ত হয়। কারণ, মনের প্রশান্তি ও স্থীরতা অনেক বড় দৌলত। মনের একাগ্রতা নষ্টকারী অনেক বিষয় রয়েছে। তার মধ্যে কিছু এই—

এক. নিজের অসতর্কতার ফলে স্বাস্থ্য খারাপ করা। তাই শারীরিক সুস্থতার খুব হেফাযত করবে। মস্তিষ্ককে সজীব রাখার এবং মনকে শক্তিশালী করার ফিকির করবে। এজন্য ঔষধ এবং খাদ্য উভয়টি ব্যবহার করবে। খাদ্য এত কম গ্রহণ করবে না যে, শরীর দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে যায়। আবার এত বেশীও খাবে না যে, বদ হজম হয়। কারণ, এতেও স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।

বেশী স্ত্রী সহবাস করবে না। এতেও দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ বিশেষত মন ও মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে যায়। তাই তীব্র চাহিদা সৃষ্টি না হলে স্ত্রী সহবাস করবে না।

সত্যিকার অর্থে ক্ষুধা না লাগলে আহার করবে না। আর কিছুটা চাহিদা অবশিষ্ট থাকতে আহার করা বন্ধ করে দিবে।

ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মধ্যম পর্যায়ে ঘুমাবে। এতো বেশী ঘুমাবে না যে, অলস হয়ে পড়ে। আবার এতো কমও ঘুমাবে না যে, শুষ্ক হয়ে যায়।

দুই. বিনা প্রয়োজনে উন্নত খাবারের চিন্তায় লিপ্ত হওয়াও মনকে পেরেশান করে।

তিন. মনকে পেরেশান করার তৃতীয় কারণ সাজসজ্জায় লিপ্ত থাকা। এ ব্যাপারে কবি বলেছেন—

عاقبت سازد ترا از دیں بری ☆ ایں تن آرائی و ایں تن پروری

অর্থ ঃ এত সাজসজ্জা আর পেট পালার চিন্তার পরিণতিতে দ্বীন বিদায় নিবে। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ দ্বীনদারী থাকবে না।

তবে একেবারে অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকাও খারাপ। কারণ,

www.islamfind.wordpress.com

এর ফলেও দিল ময়লা হয়। সাদামাটাভাবে পরিস্কার–পরিচ্ছন্ন থাকবে। তবে চিন্তা–ভাবনা ছাড়া যদি ভালো খাবার ও ভালো পোশাক পাওয়া যায় এবং এর ফলে নফসের মধ্যে কোন মন্দ চরিত্র সৃষ্টি হওয়ার ভয় না থাকে তাহলে এটিকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করবে এবং শোকর আদায় করবে।

চার. চতুর্থ বিষয় সম্পদের লোভ এবং সম্পদ সঞ্চয়ের চিন্তায় পড়া বা নিজের নিকট যে সম্পদ আছে তা অনর্থক খরচ করে শেষ করা। এতদুভয় কারণেই দিল পেরেশান হয়। লোভী মানুষ তো সর্বদা এ চিন্তায়ই লেগে থাকবে, আর অমিতব্যয়ী ব্যক্তি সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরিণতিতে পেরেশানীতে লিপ্ত হবে, বা অন্যের মালের প্রতি তাকিয়ে থাকবে।

পাঁচ. পঞ্চম বিষয় কারো সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতায় জড়ানো। বন্ধু তাকে ঘিরে ধরে তার সময় নষ্ট করবে। আর শত্রু তাকে কষ্ট দিয়ে পেরেশানীতে ফেলবে।

এভাবে আরো যে সমস্ত বিষয় পেরেশানীর কারণ হয়, অথচ তা জরুরী নয়, সেগুলো থেকে যতদূর সম্ভব খুব দূরে থাকবে। তবে পেরেশানীর কাজ না করা সত্ত্বেও যদি কোন পেরেশানী দেখা দেয়, বা শরয়ী প্রয়োজনে কাজ করার ফলে পেরেশানী দেখা দেয়—যেমন, কোন সুদখোর ব্যক্তি তাকে কিছু দিলে সে তা নিতে অস্বীকার করলো, ফলে ঐ ব্যক্তি তার শত্রু হয়ে গেলো—তাহলে এ ধরনের পেরেশানীতে তার আধ্যাত্মিকতার কোন ক্ষতি হবে না। এ ধরনের পেরেশানীতে পড়লে অস্থির হবে না। আল্লাহ তাআলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে এবং তাঁর উপর ভরসা রাখবে, তিনি তার সাহায্য করবেন। এমনকি এমতাবস্থায় কষ্টে আক্রান্ত হলেও এর মধ্যে আল্লাহর হিকমত আছে মনে করে তার উপর রাজি থাকবে। এতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি আরো অধিক লাভ হবে।

www.islamfind.wordpress.com

অষ্টম হেদায়াত

এখতিয়ারী ও গায়রে এখতিয়ারী আমলের বর্ণনা

যে সমস্ত বিষয় এখতিয়ারভুক্ত, সেগুলো করতে ত্রুটি করবে না। আর যেগুলো এখতিয়ারভুক্ত নয়—সেগুলো যদি ভালো হয়, তাহলে সেগুলো অর্জনের পিছনে পড়বে না। আর যদি সেগুলো অবাঞ্ছিত হয়, তাহলে সেগুলো দূর করার ফিকিরে পড়বে না। যেমন, নামায, কুরআন তেলাওয়াত বা যিকিরের মধ্যে জোর করে হলেও মনোযোগ ঠিক রাখা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত। এ সমস্ত ইবাদতের মধ্যে মনোযোগ ঠিক রাখার কয়েকটি পদ্ধতি আছে—

এক. উদাহরণ স্বরূপ একটি তরীকা এই যে, ইবাদতের সময় আল্লাহ তাআলার সত্তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে।

দুই. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, শব্দের অর্থ ও মর্মের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে, বা শুধু শব্দের দিকে ধ্যান রাখবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শব্দ মনোযোগ সহকারে উচ্চারণ করবে। যাহোক, যে কোন পদ্ধতিতে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার ব্যাপারে ত্রুটি করবে না। তবে নামাযে বা কুরআন তেলাওয়াতে মন না বসা বা মজা না লাগা বা বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা বা কুচিন্তা অধিকহারে উদয় হওয়া—তা যত খারাপই হোক না কেন—মানুষের এখতিয়ারের বাইরে। তাই এজন্য চিন্তা করবে না। শুধু নিজের এখতিয়ারভুক্ত কাজ করে যাবে। এভাবে কাজ করতে থাকার বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐ সমস্ত চিন্তা আপনাআপনি কমে যায়। বিশেষ করে ওয়াসওয়াসার প্রতি তো মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবে না। ওয়াসওয়াসা আসার কারণে ব্যথিতও হবে না। এতে বরং ওয়াসওয়াসা আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে চরম পেরেশানীতে পড়তে হয়। এর উত্তম সমাধান এই যে, নিজের যিকির ইত্যাদির দিকে নতুন করে মনোযোগ দিবে। ওয়াসওয়াসার দিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবে না। ফলে তা নিজে নিজেই চলে যাবে।

আরেকটি উদাহরণ হলো, আল্লাহর আনুগত্য করা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত, তাই আল্লাহর হুকুম পালনে অলসতা করবে না। কিন্তু ভালো স্বপ্ন দেখা, দু'আ কবুল হওয়া, যিকিরের প্রভাবে ছটফট করতে

থাকা, অনিচ্ছাকৃত কান্না আসতে থাকা ইত্যাদি লাভ হওয়ার ফিকির করবে না, কারণ এসব বিষয় মানুষের এখতিয়ারাধীন নয়।

একইভাবে গুনাহ করা তো মানুষের এখতিয়ারাধীন। তাই তার কাছেও যাবে না। কিন্তু এসব বিষয় এখতিয়ারাধীন নয়, তাই এগুলোর ফিকিরে পড়বে না। যেমন, মন্দ স্বপ্ন দেখা, মন প্রফুল্ল ও সতেজ না থাকা, আয়-রোজগার কমে যাওয়া, যিকির করার সময় কোন জিনিস দেখতে না পাওয়া, বা যিকিরের কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বুঝতে না পারা, অসুস্থতা, ইত্যাদি কারণে পেরেশান হবে না।

আরেকটি উদাহরণ হলো, অনিচ্ছায় কারো সাথে প্রেমের সম্পর্ক হয়ে যাওয়া এখতিয়ারাধীন নয়। এতে কোন গুনাহ বা ক্ষতিও নাই, যদিও এতে কষ্ট হয়ে থাকে। তবে নিম্নের কাজগুলো মানুষের এখতিয়ারভুক্ত— যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে তাকে দেখা, তার সাথে কথা বলা, তার কথা শোনা, তার নিকট আসা-যাওয়া করা, মনে মনে তার কল্পনা করা, তার কথা চিন্তা করে মনে মনে স্বাদ উপভোগ করা—তাই এগুলো থেকে বাঁচা জরুরী। আর অনেক সময় এগুলো থেকে বেঁচে চলার ফলে সেই প্রেমও লোপ পায়। কিন্তু এগুলোতে ত্রুটি করলে গুনাহগার হবে এবং মন কালিমাযুক্ত হবে।

একইভাবে কোন গুনাহের দিকে মন ধাবিত হওয়া মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত, তাই তা দূর করার চিন্তায় পড়বে না। তবে ঐ গুনাহের কাজ করা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত, তাই তা থেকে দূরে থাকবে। মনের ঐ চাহিদার উপর আমল করবে না।

যে ব্যক্তি এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয় লাভ করার বা তা দূর করার ফিকিরে লিপ্ত থাকে, তার সারাটি জীবন পেরেশানীতে কাটে। এমনকি অনেক লোক এসব কারণেই নিজেকে মরদুদ ও বিতাড়িত ভেবেছে। এমনকি এ কারণে কেউ কেউ তো আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। আর অনেকে ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকার ছেড়ে দিয়ে নির্দ্বিধায় গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে। মোটকথা, তারা ঈমানের ক্ষতি করেছে বা ঈমানের সাথে সাথে জানেরও ক্ষতি করেছে। কারণ, আত্মহত্যা করার ফলে প্রাণও হারিয়েছে এবং গুনাহগারও হয়েছে। এর ফলে জান ও

www.islamfind.wordpress.com

ঈমান উভয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর যিকির ও ইবাদত ছাড়ার কারণে এবং গুনাহ্ করার কারণে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং গুনাহগার হয়েছে। যা ঈমানের ক্ষতি। আসল কথা হলো, এখতিয়ার বহির্ভূত যে সমস্ত বিষয় রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলো এমন, যেগুলো মনের কাংখিত বস্তু, সেগুলো লাভ হওয়া কখনো কখনো আল্লাহর পথের পথিকের জন্য মন্দ পরিণতির কারণও হয়ে থাকে। যেমন নিজেকে কামেল মনে করতে আরম্ভ করে। ফলে নিজেকে অন্যদের চেয়ে উত্তম ভাবতে থাকে। বা নিজেকে কামেল দাবী করতে আরম্ভ করে বা এর ফলে বুযুর্গ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ফলে তার ক্ষতি হয়। অপরদিকে এগুলো লাভ না হওয়া তার উপকারিতার কারণ হয়। যেমন নিজেকে অযোগ্য ও তুচ্ছ মনে করে।

আর এখতিয়ার বহির্ভূত কিছু বিষয় এমন আছে, যেগুলো হওয়া মানুষের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে থাকে। অথচ সেগুলো হওয়া অনেক সময় তার জন্য উপকারী হয়ে থাকে। যেমন তা সহ্য করতে কষ্ট হয়, যা এক প্রকারের মুজাহাদা। সংকীর্ণতা হয়, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হয়, যার দ্বারা দিল পরিস্কার হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্র প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ.

অর্থাৎ, 'অনেক সময়ই এমন হয়ে থাকে যে, একটি জিনিস হওয়া তোমরা নিজেদের জন্য অপছন্দ করো, কিন্তু বাস্তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। আর অনেক সময় তোমরা কোন জিনিসকে পছন্দ করো, কিন্তু বাস্তবে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর হয়ে থাকে।'

(সূরা বাকারা-২১৬)

তবে পছন্দনীয় জিনিস যদি নিজের থেকেই লাভ হয়, তাহলে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে শোকর আদায় করবে। আর এ সমস্ত জিনিস অর্জিত না হওয়াকে উপরে বর্ণিত বিশ্লেষণ মত নেয়ামত মনে করে শোকর আদায় করবে। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।

www.islamfind.wordpress.com

নবম হেদায়াত

পীরদের বিভিন্ন প্রথার বর্ণনা

বর্তমানে অধিকাংশ পীরের মধ্যে কিছু কিছু প্রথা প্রচলিত হয়ে আছে। তার মধ্যে কিছু প্রথা তো সম্পূর্ণরূপে শরীয়ত বিরোধী। যেমন, কবরের চতুর্দিকে ঘোরা। কবরকে চুম্বন করা। কবরের উপর চাদর দেওয়া। বুযুর্গদের নামে মান্নত করা। তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করা।

আর কিছু প্রথা আসলে জায়েয ছিলো, কিন্তু সেগুলোর সাথে বিভিন্ন নাজায়েয বিষয় মিলিত হওয়ার ফলে সেগুলোও নাজায়েয হয়ে গেছে। যেমন, ওরস করা, কাওয়ালী শোনা, খতম পড়া, বা মিলাদের মাহফিল করা—সাধারণ মানুষ এগুলো থেকে নিষেধ করাকে বা নিজে এগুলো না করাকে বুযুর্গীর পরিপন্থী মনে করে। এ সমস্ত প্রথা ও রুসুমের মধ্যে যে সমস্ত খারাপ দিক রয়েছে, সেগুলো আমি অধম বিস্তারিতভাবে 'ইসলাহুর রুসুম', 'হক্কুস সিমা', 'তালীমুদ্দীন' এর পঞ্চমখণ্ড এবং 'হিফযুল ঈমান' কিতাবে লিখে দিয়েছি।

আর কিছু বিষয় রয়েছে এমন, যেগুলোকে বুযুর্গীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় মনে করলে এবং এগুলোকে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম ও উপায় মনে করলে তা জঘন্য বিদআত বলে গণ্য হবে। আর যদি এ ধরনের কোন ভুল বিশ্বাস বা ভ্রান্ত ধারণা না থাকে, তবে তা নিছক দুনিয়াবী কাজ বলে গণ্য হবে। যেমন বিভিন্ন আমল-শোগল করা বা হালাল পশুর গোশত না খাওয়া।

আর কিছু প্রথা রয়েছে এমন, যেগুলো ভুল বিশ্বাসযুক্ত না হলে ভালো বলে গণ্য হবে। যেমন, 'শাজারা' পাঠ করা। কারণ, তার মধ্যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ওয়াসেতায় দু'আ করা হয়। যা জায়িয হওয়া বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু 'শাজারা' পাঠ করে যদি এরূপ মনে করা হয় যে, 'শাজারায়' উল্লেখিত ব্যক্তিদের নাম পাঠ করার দ্বারা এ লাভ হবে যে, তারা আমাদের 'হালাতের' প্রতি 'তাওয়াজ্জুহ' দিবেন। তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও সূত্রহীন ভ্রান্ত আকীদা। যার নিষেধাজ্ঞা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত—

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

অর্থাৎ, 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার উপর আমল করো না।'
(সূরা বানী ইসরাঈল-৩৬)

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, তাসাওউফের কিতাবাদি অধ্যয়ন করা। তবে কেউ যদি এমন আলেম হন, যিনি 'মা'কুলী ইলম' যেমন 'মানতিক' ইত্যাদি এবং 'মানকুলী ইলম' অর্থাৎ, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি ভালো করে অবগত এবং তিনি এমন বুযুর্গদের সুহবতে থেকেছেন, যাঁরা আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে ভালোভাবে অবগত—তিনি এ ধরনের কিতাব অধ্যয়ন করলে ক্ষতি নেই। আর এমন ব্যক্তি না হলে তার জন্য এ ধরনের কিতাব অধ্যয়ন করা দ্বীন-ঈমান ধ্বংসকারী। তাই তারা এ ধরনের কিতাব মোটেও দেখবে না। যেমন, মাওলানা রূমী (রহঃ)এর 'মসনবী', 'দিওয়ানে হাফেয' বা অন্যান্য বুযুর্গের মালফূয—বাণী—অর্থাৎ, যে সমস্ত কথা তারা বর্ণনা করেছেন এবং মুরীদরা সেগুলো সংকলন করে কিতাব বানিয়েছেন। যদি তাদের এ সমস্ত চিঠি ও বাণীর সংকলনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভেদ-কথা বা যে সমস্ত 'কাইফিয়্যাত' বা আধ্যাত্মিক অবস্থা ঐ সমস্ত বুযুর্গের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো—সেগুলোর বর্ণনা থাকে তাহলে সেগুলো পড়বে না। বরং যে সমস্ত কিতাবের মধ্যে ঐ সমস্ত বুযুর্গের ঘটনাবলী রয়েছে, সেগুলোও পড়বে না। এ সমস্ত কিতাব সাধারণ লোকদের বুঝে আসবে না।

কিছু কিছু পুরুষ বা নারী মুরীদ হয়েও নিজের অভ্যাস ও অবস্থার সংশোধন করে না। তাই তাদের ব্যাপারেও কিছু জরুরী কথা লিখে দিচ্ছি। বাকী বিস্তারিত মাসআলার পরিপূর্ণ বর্ণনা দ্বীনের বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

দশম হেদায়াত

সাধারণ লোকদের (যারা আলেম নয়) উদ্দেশ্যে নসীহত

১. আলিমদের সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা রাখো।

২. তাদের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে থাকো।

৩. লেখাপড়া জানা থাকলে বেহেশতী যেওর এবং বেহেশতী গওহার বা তদস্থলে 'সাফাইয়ে মুয়ামালাত' এবং 'মিফতাহুল জান্নাত' কিতাব দেখে দেখে সে অনুপাতে আমল করতে থাকো।

৪. শরীয়তের খেলাফ পোশাক পরিধান করো না। যেমন, গিরার নীচে পায়জামা পরা, কোট-প্যান্ট পরা, রেশমের কাপড় পরা, যরদ (হলুদ) রংয়ের কাপড় পরা, চার আঙ্গুলের চেয়ে চওড়া খাঁটি সোনালী কাজ করা টুপি বা জুতা পরা।

৫. দাড়ি কাটিও না বা চাঁছিও না। তবে এক মুষ্টির অতিরিক্তটুকু ইচ্ছা হলে কাটতে পারো, ইচ্ছা হলে রাখতে পারো।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের তরীকার খেলাফ যত রুসম-রেওয়াজ চালু আছে সব পরিহার করো। সে সমস্ত রুসম-রেওয়াজ দুনিয়ার রংয়ে হোক, আর দ্বীনের রংয়ে হোক, যেমন, মীলাদ, ফাতেহাখানী, ওরশ, বিবাহ-শাদীতে গায়ে হলুদ, বরযাত্রা ও মেহমানদারীর জন্য বা নাম ফুটানোর জন্য খাবার পাকানো এবং খাওয়ানো বা নামের জন্য কিছু দেওয়া ও দেওয়ানো, আকীকা, খাতনা এবং বিসমিল্লাহ করানোর জন্য মানুষদের একত্রিত হওয়া, এ সবকিছু পরিত্যাগ করো। এ সমস্ত অনুষ্ঠান নিজের বাড়ীতেও করবে না এবং অন্যদের বাড়ীতে হলে তাতে শরীক হবে না। কেউ মারা গেলে তিন দিন, দশ দিন বা চল্লিশ দিনের অনুষ্ঠান করা, শবে বরাতের হালুয়া বা মুহাররমের শোক মিছিল ও তাজিয়া মিছিল নিজেও করবে না এবং অন্যদের নিকট গিয়ে এ সমস্ত কাজে শরীকও হবে না। মেলা বা এ জাতীয় অনুষ্ঠানে যাবে না এবং সন্তানদেরকেও যেতে দিবে না। তাদেরকে এ জাতীয় বেহুদা কাজের জন্য পয়সাও দিবে না। যেমন, ঘুড়ি, পটকা বা ছবিওয়ালা খেলনা ক্রয় করা।

৭. গীবত ও গালাগালি থেকে মুখকে হেফাযত করো।

www.islamfind.wordpress.com

৮. জামাআতের সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ো।

৯. কোন নারী বা বালকের দিকে কুনজরে তাকিও না।

১০. গান-বাদ্য শুনো না।

১১. সব কাজের জন্য পীরের কাছে তাবীজ-কবজ চেয়ো না। বরং তার নিকট থেকে দ্বীনের কথা শিক্ষা করো। তবে বিভিন্ন কাজের জন্য দু'আ করানোতে ক্ষতি নেই।

১২. এরূপ ভেবো না যে, নজরানা দেওয়ার মত কিছু নাই, তাই পীরের কাছে কীভাবে যাবো।

১৩. এরূপ মনে করো না যে, পীর সাহেব সব কিছুর খবর রাখেন, তার কাছে কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

১৪. আধ্যাত্মিকতার কিতাব পড়ো না এবং এ ধরনের কথা জিজ্ঞাসা করো না।

১৫. তাকদীরের বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না।

১৬. পীরের কথা মত আমল করো।

১৭. সুদ-ঘুষ নিয়ো না। বন্ধকের আয়ও সুদ, তা থেকে দূরে থাকো। শরীয়তবিরোধী সব ধরনের লেনদেন থেকে বেঁচে চলো।

১৮. মাসআলা জিজ্ঞাসা না করে স্বপ্নের কথা মত আমল করো না।

১৯. পীর সাহেবের নিকট গিয়ে তাকে কোন কাজে মগ্ন দেখলে তার কাজে বিঘ্ন ঘটাবো না। এমন জায়গাতেও বসো না, যার ফলে তোমাকে দেখে তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বরং এক কোণায় বসে পড়ো। তিনি কাজ থেকে অবসর হলে তার সম্মুখে যাও।

২০. 'তা'লীমুল মাতালিব', 'তা'লীমুদ্দীন' (প্রথম চার খণ্ড) এবং 'জাযাউল আ'মাল' সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করো।

সাধারণ নারীদের জন্য উপদেশ

১. শিরকের কাছেও যেয়ো না।

২. সন্তান হওয়ার জন্য বা সন্তান জীবিত থাকার জন্য মন্ত্রতন্ত্র ও যাদু-টোনা করো না।

৩. শুভ-অশুভ লক্ষণ দেখিও না।

www.islamfind.wordpress.com

৪. ওলী-বুযুর্গদের নামে নযর-নিয়ায করো না।

৫. বুযুর্গদের নামে মান্নত করো না।

৬. শবে বরাত, মুহাররম, আরাফা ইত্যাদিতে হালুয়া-রুটি বা তাবাররুকের রুটি বানিও না।

৭. নিজের দেবর, ভাসুর, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ভগ্নিপতি, ননদ-জামাই, ধর্মভাই, ধর্মবাপ মোটকথা যাদের সাথে পর্দা করার বিধান শরীয়ত দিয়েছে—সে যদি পীরও হয় এবং নিকটাত্মীয়ও হয়—তাদের সাথে গুরুত্ব সহকারে পর্দা করবে।

৮. শরীয়ত বিরোধী পোশাক পরিধান করো না। অর্থাৎ, যার মধ্যে পেট, পিঠ, বাহু ইত্যাদি খোলা থাকে বা এমন পাতলা কাপড়, যার মধ্যে দেহের রং বা মাথার চুল ফুটে ওঠে। লম্বা হাতাওয়ালা, দীর্ঘ, মোটা কাপড়ের জামা বানাও। এমন মোটা কাপড়েরই ওড়না বানাও। মাথার কাপড় যেন সরে না যায়, সে ব্যাপারে সাবধান থাকো। তবে ঘরে শুধু মহিলা মানুষ থাকলে বা নিজের মা-বাপ, আপন ভাই ইত্যাদি ছাড়া অন্য কেউ না থাকলে তখন মাথার কাপড় সরে গেলে সমস্যা নেই।

৯. কাউকে উঁকি দিয়ে দেখো না।

১০. বিবাহ-শাদী, বরযাত্রা, গায়ে হলুদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ও দাওয়াতে নিজেও যাবে না এবং নিজেদের এখানেও কাউকে আনবে না।

১১. সুখ্যাতির জন্য কোন কাজ করো না।

১২. অভিশাপ দেওয়া, খোঁটা দেওয়া এবং গীবত করা থেকে নিজের মুখকে হেফাযত করো।

১৩. পাঁচওয়াক্ত নামায আওয়াল ওয়াক্তে পড়ো। ধীরস্থিরভাবে মন লাগিয়ে নামায পড়ো। রুকু-সিজদা ভালোভাবে আদায় করো। ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হলে এক ওয়াক্ত নামাযও যেন বাদ না যায়, সেদিকে খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখো।

১৪. তোমার নিকট সোনা-রূপার অলংকার বা সোনা-রূপার কাজ করা জিনিস থাকলে হিসাব করে যাকাত দাও।

১৫. বেহেশতী যেওর নামক কিতাবটি নিজে পড়ো বা কারো দ্বারা পড়িয়ে শোনো এবং সে অনুপাতে আমল করো।

www.islamfind.wordpress.com

১৬. স্বামীর কথা মেনে চলো।

১৭. স্বামীর সম্পদ তার অলক্ষ্যে ব্যয় করো না।

১৮. কখনোই গান শুনো না।

১৯. কুরআন পড়া শিখে থাকলে প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করো।

২০. কোন কিতাব পড়ার জন্য বা দেখার জন্য কিনতে হলে আগে কোন আলেমকে দেখিয়ে নাও, তিনি যদি কিতাবটি নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ বলেন, তাহলে খরিদ করো, নইলে করো না।

২১. যেখানে বিভিন্ন প্রথার মিষ্টান্ন বিতরণ হয়, সেখানে যেয়ো না এবং বিতরণের কাজে অংশও নিও না।

যিকির-শোগলকারীদের জন্য বিশেষ উপদেশ

১. উপরোক্ত নসীহতগুলো দেখে সে অনুপাতে আমল করো।

২. সব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করো, এতে অন্তরে অনেক নূর পয়দা হয়।

৩. কেউ তোমার মতের পরিপন্থী কোন কাজ করলে ধৈর্য ধারণ করো। তাড়াতাড়ি কিছু বলা-কওয়া করতে যেয়ো না। বিশেষ করে রাগের অবস্থায় খুব সামলিয়ে চলো।

৪. কখনোই নিজেকে কামেল মনে করো না।

৫. কোন কথা বলার আগে চিন্তা করে দেখো, যদি তার মধ্যে কোন খারাপ দিক না থাকে বরং দ্বীন বা দুনিয়ার জরুরত বা ফায়দা থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হও, তখন মুখ দিয়ে সে কথা বলো।

৬. কোন খারাপ লোকেরও দোষচর্চা করো না বা শুনো না।

৭. শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী কোন কোন দরবেশ ব্যক্তির উপর দরবেশীর কোন হালত প্রবল হওয়ার ফলে যদি এমন কোন কথা বলে, যা তোমার মতে শরীয়তবিরোধী—তাকে তুমি তিরস্কার করো না।

৮. নিম্নশ্রেণীর কোন মুসলমানকেও তুচ্ছ জ্ঞান করো না।

৯. ধনসম্পদের লোভ-লালসা করো না।

১০. তাবীয-কবজের কাজে লিপ্ত হয়ো না। কারণ, এর ফলে সব সময় সাধারণ মানুষ ঘিরে রাখে।

১১. যত বেশী সম্ভব যিকিরকারীদের সঙ্গে অবস্থান করো। এর ফলে দিলে নূর, সাহস ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

১২. দুনিয়ার ঝামেলা বেশী বাড়াইও না। অপ্রয়োজনে ও অনর্থক মানুষের সাথে বেশী মিশো না। আর প্রয়োজনে কখনো মিশলে তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। কাজ হয়ে গেলে তাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাবে। বিশেষ করে পরিচিত লোকদের থেকে খুব দূরে থাকবে। হয় আল্লাহওয়ালাদের সুহবত তালাশ করো, না হয় এমন সাধারণ লোকদের সাথে মেশো, যাদের সাথে জানাশোনা নেই। কারণ, এ ধরনের লোকের সাথে মিশলে ক্ষতি কম হয়।

১৩. তোমার অন্তরে কোন 'কাইফিয়াত' বা বিশেষ অবস্থা পয়দা হলে বা কোন আশ্চর্য ইলম উদয় হলে নিজের পীরকে অবগত করো।

১৪. পীরের নিকট বিশেষ কোন 'শোগলের' দরখাস্ত করো না।

১৫. যিকির করার ফলে অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা নিজের পীরকে ছাড়া অন্য কাউকে বলো না।

১৬. তাসাওউফের কিতাব দেখার আগ্রহ হলে প্রথমে 'তা'লীমুদ্দীন' (পঞ্চম হিস্সা) এবং 'কালীদে মসনবী' দেখো। তবে শর্ত হলো, তোমার 'মা'কুলী' এবং 'মানকুলী' ইলম খুব ভালো করে জানা থাকতে হবে।

১৭. কথা ঘুরায়ো (পেচাবে) না। বরং ভুল বুঝতে পারলে সাথে সাথে ভুল স্বীকার করে নাও।

১৮. সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। তাঁর কাছেই তোমার সব অভাবের কথা বলো। দ্বীনের উপর কায়েম থাকার জন্য তাঁর নিকট দরখাস্ত করো।

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

দশম কিতাব

সাফাইয়ে মুয়ামালাত

www.islamfind.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْسَلَ اِلَيْنَا الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ.

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি আমাদের নিকট সেই উম্মী নবীকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যাঁকে তারা তাওরাত এবং ইঞ্জীলের মধ্যে লিখিত পায়। যিনি তাদেরকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করেন। তাদের জন্যে পবিত্র জিনিসসমূহকে হালাল করেন এবং অপবিত্র জিনিসসমূহকে করেন হারাম। তিনি তাদের বোঝাসমূহ নামিয়ে দেন এবং তাদের উপরে আরোপিত বিষয়সমূহ সরিয়ে দেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁকে শক্তিশালী করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরণ করেছে, যা তাঁর সঙ্গে অবতরণ করা হয়েছে। তাঁরাই সফলকাম। আল্লাহ তাআলার রহমত ও শান্তিসমূহ তাঁর উপর, তাঁর বংশধরগণের উপর এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর অবতীর্ণ হোক, যাঁরা সত্যের পথে চলেছেন এবং তার দ্বারা ন্যায়বিচার করেছেন।'

কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত যে, পরিশুদ্ধ

www.islamfind.wordpress.com

লেনদেন এবং বিশুদ্ধ কারবার দ্বীনের অন্যতম অংশ। কোন কোন দিক থেকে এটি বরং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের এ যুগে এ বিষয়েই সর্বাধিক ত্রুটি করা হচ্ছে এবং একে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। তাই এ বিষয়ের অধিক প্রচলিত দিকসমূহের বিধানাবলী সংক্ষেপে সাবলিল ভাষায় সংকলন করে দেওয়ার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছি। যাতে করে এগুলো জানার মাধ্যমে আমলের তাওফীক হয়।

'আল্লাহর তরফ থেকেই তাওফীক এবং সাহায্য লাভ হয়।'

www.islamfind.wordpress.com

বেচা-কেনার বর্ণনা

মাসআলা ঃ দর ঠিক করে ক্রেতা দাম দিয়ে দেওয়ার এবং বিক্রেতা পণ্য দিয়ে দেওয়ার বর্তমানে ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে মৌখিক 'ইজাব-কবুল' করা হয় না। এভাবে বেচা-কেনা করা দুরস্ত আছে।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কোন ঘর ক্রয় করলে ঐ ঘরের দেওয়াল-ছাদ সবই তার অন্তর্ভুক্ত হবে। এগুলোর নাম পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা না হলেও অন্তর্ভুক্ত হবে।

এমনিভাবে কোন ব্যক্তি তার জমি বিক্রি করলে সে জমিতে ছোট-বড়, ফলদার-ফলহীন যত বৃক্ষ থাকবে সব বিক্রি হয়ে যাবে। যদিও সেগুলোর পৃথকভাবে উল্লেখ করা না হয়। তবে যদি পরিস্কার ভাষায় বলে দেয় যে, ঘরের ছাদ বা জমির গাছসমূহ আমি বিক্রি করছি না, তাহলে এগুলো বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না। শুধু জমি বিক্রি হবে।

মাসআলা ঃ একটি গাছ বিক্রি করলো, তাতে ফল ধরছে, এমতাবস্থায় বিক্রির সময় যদি ফলের কথাও উল্লেখ করে তাহলে তো ফল বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্রেতার মালিকানায় চলে যাবে। অন্যথায় ফল যথাপূর্ব বিক্রেতারই থেকে যাবে।

এমনিভাবে ফসলওয়ালা জমি বিক্রির সময় যদি ফসলের কথা পরিস্কার উল্লেখ করে তাহলে তো তা বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যথায় তা বিক্রেতারই থেকে যাবে। তবে এমতাবস্থায় বিক্রেতাকে বলা হবে যে, নিজের ফল ও ফসল কেটে জমি খালি করে হস্তান্তর করো।

মাসআলা ঃ গাছে ফল ধরার পূর্বে সে ফল বিক্রি করা দুরস্ত নেই। এমন বিক্রি সম্পূর্ণরূপে 'বাতেল'।

মাসআলা ঃ গাছে ফল ধরার পর তা বিক্রি করা সম্পূর্ণরূপে ঠিক আছে। তবে এমন শর্ত লাগানো যে, গাছ থেকে ফল পাড়া হবে না বা এমন প্রচলন থাকলে—যেমন, আমাদের দেশে প্রচলন আছে—এতে বেচা-কেনা 'ফাসেদ' হয়ে যাবে। তবে যেখানে এ দু'টির কোনটি নেই সেখানে মালিকের অনুমতি নিয়ে গাছে ফল রেখে দেওয়া জায়েয আছে। তবে বিক্রি করার পর ঐ সমস্ত গাছে আরো ফল ধরলে সে সমস্ত নতুন

ফল বিক্রেতার বলে গণ্য হবে। আর পূর্বের ফলগুলো ক্রেতার বলে গণ্য হবে। তাই এ পদ্ধতিটিও সংশয়মুক্ত নয়। তাই হয়তো এমন সময় ক্রয় করবে, যখন সমস্ত ফল বের হয়েছে। কিংবা গাছসহ কিনে নিবে। যাতে করে নতুন ফলসমূহও ক্রেতার বলে গণ্য হয়। তারপর মওসুম শেষ হলে গাছ মালিককে ফেরত দিয়ে দিবে এবং গাছের মূল্য ফিরিয়ে নিবে।

মাসআলা ঃ আর যদি ক্রয়ের সময় ফল পূর্ণরূপে বের হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনো তা ছোট, তবে সেগুলো আরো বড় হবে। তাহলে এ ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত মাসআলার মতো বেচা-কেনা দুরস্ত হবে। তবে গাছে ফল রেখে দেওয়ার যদি শর্ত আরোপ করে বা তার প্রচলন থাকে তাহলে বেচা-কেনা 'ফাসেদ' হবে। তবে যদি শর্ত না করে এবং এর প্রচলনও না থাকে তাহলে মালিকের অনুমতিক্রমে গাছে ফল রেখে দেওয়া জায়েয হবে। তবে মালিক যে কোন সময় তার অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। তখন বিনা বাক্যব্যয়ে ফল পেড়ে নেওয়া ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ যদি ফল বড় হয়ে থাকে আর শুধুমাত্র পোক্ত হওয়া বাকি থাকে তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)এর মতে এমতাবস্থায় ফল পোক্ত হওয়া পর্যন্ত গাছে রেখে দেওয়ার শর্ত লাগানোও জায়েয আছে। 'কিফায়া' কিতাবে আছে যে, ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)এর মতের উপরই ফাতওয়া। আর যদি শর্ত দেওয়া ছাড়াই অনুমতি দেয় তাহলে সর্বসম্মতভাবে তা জায়েয হবে। আমাদের দেশের লোকেরা এমন সময় বিক্রি করলে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)এর মাযহাব মতে গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

মাসআলা ঃ খরবুজা ও তরমুজের হুকুমও অন্যান্য ফলের মতোই। ক্রয়ের সময় ফল পূর্ণরূপে বের না হয়ে থাকলে এবং ক্রয়ের পর কিছু ফল বের হলে বিক্রি 'ফাসেদ' হবে। তাই শুধু ফল ক্রয় না করে মূলসহ লতা ক্রয় করবে, তাহলে নতুন করে যে সমস্ত ফল বের হবে বা ফল বড় হবে তা ক্রেতার বলে গণ্য হবে। অন্যান্য তরকারীর বিধানও এই একই।

মাসআলা ঃ অনেক লোক পশু চারণের জন্যে কাঁচা ফসলের ক্ষেত ক্রয় করে, এটি জায়েয আছে। তবে তা কেটে নেওয়ার পর বা পশু চরে

www.islamfind.wordpress.com

খাওয়ার পর যাকিছু বৃদ্ধি পাবে তা বিক্রেতার বলে গণ্য হবে। তবে উপরে বর্ণিত মাসআলার মতো শিকড় সহ ক্রয় করলে পরবর্তীতে উৎপন্ন গাছসমূহও ক্রেতার মালিকানা বলে গণ্য হবে। এতোদুভয় মাসআলাতে বিক্রেতার যখন ইচ্ছা তার ক্ষেত খালি করানোর এখতিয়ার থাকবে। তাই বিক্রেতার অনুমতির উপর নিশ্চিন্ত হতে না পারলে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে ক্ষেত ভাড়া নিবে। এ মেয়াদের মধ্যে সমস্ত কাজ সে স্বাধীনভাবে করতে পারবে।

মাসআলা ঃ 'বাইয়ে ফাসেদের' কারণে বিক্রিত জিনিস শুধু প্রথম ক্রেতার জন্যে হারাম হয়। তাই ঐ বিক্রি ভেঙ্গে দেওয়া তার জন্যে ওয়াজিব। আর যদি এই ক্রেতা অন্য কারো নিকট বিক্রি করে দেয় বা কাউকে হাদিয়া দেয় তাহলে তা দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যে হালাল হবে। তবে 'বাইয়ে বাতেল' হলে যত জনের হাত বদলই হোক না কেন সবার জন্যেই তা হারাম হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, দাম দেওয়ার দ্বারা তা হালাল হয়ে যায়, এটি নিছক ভুল কথা।

মাসআলা ঃ বাগানের ফল বিক্রি করে সংখ্যা বা পরিমাপের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল পৃথক করে নেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এমনভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে ঝগড়া ও বিতর্ক না হয়।

নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ফেরত দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা

মাসআলা ঃ অনেক সময় বেচা-কেনা অসম্পূর্ণ থাকে, এর দু'টি অবস্থা রয়েছে—

১. শুধুমাত্র দাম জিজ্ঞাসা করে বেচা-কেনা সম্পন্ন না করে পণ্যটি দেখানোর জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়—একে 'কাব্য আলা সাউমিশ শিরা' বলে।

এমতাবস্থায় পণ্যটি যদি ক্রেতার নিকট নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ধার্যকৃত মূল্য ধর্তব্য হবে না। পণ্যটি যদি 'মিসলী' হয়, অর্থাৎ তার অনুরূপ পণ্য পাওয়া যায়, তাহলে তাই দিতে

www.islamfind.wordpress.com

হবে। যেমন, চাল, গম ইত্যাদি। এগুলোর অনুরূপ পণ্য পাওয়া সম্ভব।

২. দ্বিতীয় হলো, বেচা-কেনা সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা বা বিক্রেতা বললো যে, যদিও বেচা-কেনা সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু আমাকে একদিন, দু'দিন বা সর্বোচ্চ তিন দিন সময় দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে এ বেচা-কেনা চুক্তি বাস্তবায়ন করার বা চুক্তি প্রত্যাহার করার উভয় অধিকারই থাকবে। একে 'খিয়ারে শর্ত' বলে। এটিও জায়েয। এর হুকুম এই যে, এ সময়ের মধ্যে যদি বেচা-কেনা চুক্তিকে ভেঙ্গে দেয় তাহলে বেচা-কেনা চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ঠিক রাখে বা চুপ থাকে আর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তাহলে বেচা-কেনা চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এখন উভয়ের সম্মতি ছাড়া আর ফেরত দিতে পারবে না।

আর যদি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে বস্তুটি ক্রেতার নিকট নষ্ট হয়ে যায় বা ভেঙ্গে যায়, তাহলে তার বিনিময় দেওয়া ক্রেতার জন্যে ওয়াজিব হবে।

এক্ষেত্রে ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতা নিয়ে থাকলে তখন তো ধার্যকৃত মূল্য দিতে হবে, আর যদি এ অধিকার বিক্রেতা নিয়ে থাকে, তাহলে ঐ জিনিসের বাজার মূল্য বা তার 'মিসল' তথা অনুরূপ সামগ্রী দেওয়া ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ তিন দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার অধিকার গ্রহণের পর বেচা-কেনা ঠিক রাখতে চাইলে দ্বিতীয় পক্ষকে তা অবহিত করা জরুরী নয়। সময় অতিক্রান্ত হলেই বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে দিতে চায় তাহলে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষকে অবহিত করা জরুরী। অন্যথায় বিক্রিয় চুক্তি বহাল থাকবে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ফেরত দেওয়ার অধিকার গ্রহণ করেছে, সে যদি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মরে যায়, তাহলে এ বেচা-কেনা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তার উত্তরাধিকারীদের এ বেচা-কেনা ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার থাকবে না।

মাসআলা ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তির মতের উপর যদি বেচা-কেনা মওকুফ রাখে তাহলে তাও জায়েয আছে।

www.islamfind.wordpress.com

বিক্রিত বস্তুর মধ্যে দোষ বের হওয়ার বর্ণনা

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি কোন দোষযুক্ত জিনিস বিক্রি করলো, আর তার দোষের কথা বললো না, সে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর গযবের মধ্যে থাকবে—বা বলেছেন যে, ফেরেশতাগণ সর্বদা তার উপর অভিশম্পাত করতে থাকবে।

মাসআলা ঃ কোন জিনিস ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি তার মধ্যে কোন দোষ দেখতে পায়, তাহলে ঐ জিনিস রাখা বা না রাখা তার ইচ্ছা। তবে বিক্রির সময় যদি বিক্রেতা বলে দেয় যে, এর মধ্যে যা কিছু দোষ–ত্রুটি আছে তার দায়–দায়িত্ব আমার নয়। তোমার ইচ্ছা হলে কিনবে, ইচ্ছা না হলে কিনবে না। এর পরও ক্রেতা যদি রাজি হয়ে কিনে থাকে, তাহলে তার মধ্যে যতো দোষই বের হোক না কেন ক্রেতার সে জিনিস ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকবে না। যদিও সব দোষের নাম পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা না হয়।

'বাইয়ে বাতেল' ও 'বাইয়ে ফাসেদের' বর্ণনা

মাসআলা ঃ কতক জায়গায় জেলেদের কাছে পুকুর ও নদী ঠিকা দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। অন্যদেরকে সেখান থেকে মাছ ধরতে দেওয়া হয় না, এটি সম্পূর্ণ হারাম। এ ধরনের বেচা–কেনা মোটেই ঠিক নয়, তা সম্পূর্ণরূপে বাতেল। অতএব এখানে মাছ শিকার করতে নিষেধ করা জমিদারের জন্যেও হালাল হবে না এবং ঠিকাদারদের জন্যে জায়েয হবে না। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে এখান থেকে মাছ শিকার করার অধিকার সবার জন্যেই উন্মুক্ত থাকবে। তবে ঐ ঠিকাদারের জন্যে এখান থেকে মাছ ধরে বিক্রি করা বৈধ হবে। কারণ, মাছ শিকার করার পর এ মাছ তার মালিকানাভুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অন্য কেউ সেখান থেকে মাছ ধরার পর ঠিকাদার তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যদি বিক্রি করে,তাহলে তার জন্যে এগুলো বিক্রি করাও বৈধ নয় এবং যে এ সম্পর্কে জানে তার জন্যে তা ক্রয় করাও বৈধ নয়।

মাসআলা ঃ এমনিভাবে যে ঘাস কাটা হয়নি তা বিক্রি করা দুরস্ত

নয়। তবে যদি কোন ব্যক্তি ঘাস হওয়ার জন্যে জমিতে পানি দেয় এবং যত্ন নেয় ফলে তাতে ঘাস হয়, তাহলে 'যাখীরা' এবং 'মুহীত' কিতাবের বর্ণনা মতে এমতাবস্থায় সে ঘাস ঐ ব্যক্তির মালিকানাধীন হবে এবং তা বিক্রি করা দুরস্ত হবে। কাণ্ডবিহীন নিজে নিজে উৎপন্ন সমস্ত উদ্ভিদের এই একই বিধান। আর কাণ্ডধারী সমস্ত গাছ—তা নিজে নিজে উৎপন্ন হলেও—ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)এর মতে তা বিক্রি করা জায়েয আছে। বিধায় অনেক জায়গায় জমিদাররা যে, ক্ষেতের ঘাস না কেটে ক্ষেতে থাকা অবস্থায় বিক্রি করে বা অন্যদেরকে সেখান থেকে ঘাস কাটতে নিষেধ করে বা প্রজাদের থেকে পশু চরানোর বিনিময় গ্রহণ করে এ সবই জুলুম।

মাসআলা ঃ কতক মানুষ নিজে নিজে উৎপন্ন ঘাস বিক্রি করা জায়েয নেই শুনে এ কৌশল অবলম্বন করে যে, ঘাস আমাদের মালিকানাধীন না হলেও জমি তো আমাদের মালিকানাধীন, তাই আমরা আমাদের জমিতে অন্য কাউকে আসতে দেবো না। আমাদের এ অধিকার রয়েছে। এভাবে তারা ঘাস আটকিয়ে রাখে। অতএব ভালো করে বোঝা উচিত যে, এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান এই যে, নিজের জমিতে অন্যকে আসতে না দিলে ঘাস কেটে নিয়ে তাকে দিতে হবে। তবে পার্শ্ববর্তী অন্য জমির ঘাস দ্বারা যদি তার প্রয়োজন পুরা হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারবে। যদি পার্শ্ববর্তী জমিওয়ালাও বাধা দেয় তাহলে এ জুলুমের গুনাহের মধ্যে সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে।

মাসআলা ঃ মৃত জীবের কাঁচা চামড়া তাজা হলে তা বিক্রি করা দুরস্ত নয়, তবে শুষ্ক হলে বিক্রি করা দুরস্ত আছে। কারণ, শুষ্ক হওয়া 'দাবাগত'। আর 'দাবাগত' কৃত চামড়া বিক্রি করা জায়েয। মৃত জীবের হাড্ডি এবং চুলেরও একই বিধান। তবে মানুষ এবং শূকরের চামড়া ইত্যাদি বিক্রি করা দুরস্ত নয়।

মাসআলা ঃ কেউ কেউ গরু, বলদ বা অন্য কোন জিনিস নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করে যখন তার দাম পরিশোধ করতে পারে না, তখন কিছু কম দামে তা বিক্রেতার কাছেই বিক্রি করে দেয়, এটি জায়েয নয়। তবে এমন প্রয়োজন পড়লে এ পন্থা অবলম্বন করতে পারে যে, মূল বিক্রেতা

www.islamfind.wordpress.com

কিছু সময়ের জন্যে পূর্ব নির্ধারিত মূল্য পরিমাণ টাকা ক্রেতাকে ঋণ দিবে। ক্রেতা সে টাকা দিয়ে মূল্য পরিশোধ করবে। তারপর জিনিসটি বিক্রেতার কাছে কম মূল্যে বিক্রি করে দিবে। অবশিষ্ট টাকা তার দায়িত্বে ঋণ থাকবে।

মাসআলা ঃ যদি এ শর্তে বাড়ি বিক্রি করে যে, উদাহরণ স্বরূপ এক মাস পর্যন্ত বাড়ি খালি করে দিবে না, বরং বিক্রেতা তার দখলে রাখবে তাহলে এটি 'শর্তে ফাসেদ' বলে গণ্য হবে। এর কারণে বিক্রিও 'ফাসেদ' হবে। তবে যদি বিক্রির সময় এ শর্ত আরোপ না করে বরং বিনা শর্তে বিক্রি সম্পন্ন হয় এবং কেনার পর ক্রেতা স্বেচ্ছায় বিক্রেতাকে তাতে অবস্থান করার অনুমতি দেয়, তাহলে তা দুরস্ত হবে। এমনিভাবে বেচা-কেনা চুক্তির চাহিদা বিরুদ্ধ যে কোন শর্তের একই হুকুম।

মাসআলা ঃ কতক লোক শুধুমাত্র খরিদ্দারকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে মিছামিছি ক্রেতা সাজে এবং বাড়িয়ে দাম বলে, যেন অজ্ঞাত মানুষ ফেঁসে যায়, এমন করা হারাম।

মাসআলা ঃ দু' ব্যক্তি কোন পণ্যের ব্যাপারে পরস্পরে কথা বলছে এবং একটি দামের উপর উভয়ে একমত হয়েছে। এখন শুধু 'ইজাব-কবুলের' মাধ্যমে বেচা-কেনা সম্পন্ন করা বাকি রয়েছে। এমতাবস্থায় দাম বাড়িয়ে বলে ঐ জিনিস ক্রয় করা অন্যের জন্যে জায়েয নেই। তবে যদি এখনো কোন এক মূল্যের উপর উভয়ে একমত না হয়ে থাকে, তখন দাম বাড়ানো জায়েয আছে। যেমন নিলামের মধ্যে হয়ে থাকে।

মাসআলা ঃ কতক লোক কোন জিনিসের উপর লটারী করে এবং চাঁদা উঠিয়ে মালিককে মূল্য পরিশোধ করে। তারপর যার নাম বের হয়, সে জিনিস তার বলে গণ্য করা হয়। অন্যদের নাম বিফল যায়, এটি হারাম এবং জুয়া।

মাসআলা ঃ বর্তমানে ব্যবসার অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে। যেমন, জীবন বীমা এবং বিবাহ ফাণ্ড ইত্যাদি। এগুলোর বেশির ভাগই সুদ এবং জুয়া, বিধায় এগুলোতে অংশ নেওয়া হারাম। তবে দ্বীনদার আলেমগণের গবেষণায় বৈধ কোন পন্থা বের হলে তাতে অংশ

www.islamfind.wordpress.com

নেওয়ায় কোন সমস্যা নেই।

মাসআলা ঃ জুমুআর আযানের পর বেচা-কেনা করা নিষিদ্ধ।

ক্রয়মূল্যে বা তার উপর লাভ নিয়ে বিক্রি করার বর্ণনা

মাসআলা ঃ ক্রয়মূল্যের সঙ্গে অন্যান্য ব্যয়কে সংযোজন করা জায়েয আছে। তবে এরূপ বলবে না যে, এতো টাকায় ক্রয় করেছি, তাহলে মিথ্যা বলা হবে। বরং এভাবে বলবে যে, আসল দাম এবং অন্যান্য ব্যয় মিলে এতো পরিমাণ লেগেছে।

মাসআলা ঃ কতক লোক এমন করে যে, এক জায়গা থেকে মাল ক্রয় করে নিজের বাড়িতে স্ত্রী, সন্তান বা কর্মচারীর হাতে কাল্পনিকভাবে বেচা-কেনা করে। তারপর তার নিকট থেকেই অধিক মূল্যে তা ক্রয় করে। যাতে লাভে বিক্রি করার সময় শপথ করে একথা বলার সুযোগ হয় যে, আমি এতো টাকায় ক্রয় করেছি। এমন করা সম্পূর্ণ হারাম এবং চরম ধোঁকা। কারণ, ক্রেতা আসল ক্রয় মূল্যই জিজ্ঞাসা করে থাকে এবং তার কথায় এটিই বুঝে থাকে।

বিভিন্ন মাসআলা

মাসআলা ঃ কতক লোক বিক্রির ওয়াদা দৃঢ় করার জন্যে এক-আধ টাকা অগ্রিম দিয়ে থাকে, একে 'বায়না' বলে। কোন কারণে যদি ক্রেতার পক্ষ থেকে ওয়াদা খেলাপী হয়, তাহলে বিক্রেতা সে টাকা ফেরত দেয় না। এটি কোনভাবেই দুরস্ত নয়। যদিও বিনা কারণে ওয়াদা খেলাপ করা অন্যায় কাজ।

মাসআলা ঃ কতক লোক এ শর্তে 'বায়না' গ্রহণ করে যে, এর অধিক মূল্য কেউ না দিলে এটি তোমাকে দেওয়া হবে, অন্যথায় তোমাকে 'বায়না' ফেরত দিয়ে তাকে এ জিনিস দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে—

১. উল্লেখিত চুক্তির মাধ্যমে বেচা-কেনার শুধু ওয়াদা করা হয়েছে, বেচা-কেনা সম্পন্ন করা হয়নি। তখন এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আমি এ জিনিস এখনই তোমার নিকট বিক্রি করছি না, বরং অন্য খরিদদারের

অপেক্ষায় আছি। অন্য খরিদদার আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্য দিলে তার হাতে বিক্রি করবো। আর তা না হলে এতো মূল্যে তোমার নিকট বিক্রি করবো। এভাবে চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ আছে। তবে যেহেতু এ কথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, এখনো বেচা-কেনা সম্পন্ন হয়নি, তাই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই এ চুক্তি সম্পন্ন না করার এখতিয়ার থাকবে। কেউ কাউকে বাধ্য করতে পারবে না। যেমন, অধিক মূল্যের কোন খরিদদার আসলো না এবং এ ক্রেতাও নিতে চাইলো না তাহলে 'বায়না' ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে।

২. দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, বেচা-কেনা তখনই সম্পন্ন করা হয়েছে, তবে তা চূড়ান্ত করা হয়নি, বরং 'খিয়ারে শর্তের' সাথে করা হয়েছে, অর্থাৎ এ শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে যে, তিন দিনের মধ্যে এ ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার থাকবে—তাহলে এটাও জায়েয আছে। তবে সে ক্ষেত্রে 'খিয়ারে শর্তের' সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। যার বিস্তারিত বিবরণ উপরে আলোচিত হয়েছে।

৩. তৃতীয় অবস্থা এই যে, বেচা-কেনা চূড়ান্ত করা হয়েছে, তারপর উপরোক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এ শর্তটি 'ফাসেদ' হওয়ার কারণে এ বেচা-কেনা 'ফাসেদ' হবে।

মাসআলা ঃ বেশির ভাগ লোক বাকিতে মাল নিলে বেশি দাম রাখে। যেমন, নগদে নিলে এক টাকায় বিশ সের শস্য দেয়, আর এক সপ্তাহ-দু' সপ্তাহ পর দাম দিলে তাকে আঠারো সের দেয়। এটি জায়েয আছে। এতে কোন ক্ষতি নেই। তবে এক্ষেত্রে জরুরী হলো, আগেই পরিষ্কার করে নিতে হবে যে, দাম নগদ দিবে নাকি বাকি রাখবে। আর যদি বেচা-কেনা স্থগিত রেখে বেচা-কেনা সম্পাদনের সময় একথা বলে যে, তুমি যদি এখন দাম পরিশোধ করো তাহলে একটাকা দিতে হবে, অন্যথা সোয়া টাকা দিতে হবে—এটি জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ নিজের মাল বিক্রি করে যতো টাকা ইচ্ছা লাভ করার অধিকার রয়েছে। যদি এক পয়সার জিনিস একশ' টাকায় বিক্রি করে তাহলেও অনুমতি আছে। তবে শর্ত হলো, খরিদদারের সঙ্গে কোনরূপ ধোঁকাবাজি করতে পারবে না। পরিষ্কার বলে দিবে যে, আমি এতো

—৫৪

www.islamfind.wordpress.com

টাকায় বিক্রি করবো, ইচ্ছা হলে নিবে, না হলে না নিবে। তবে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের উপর বিক্রি করার চুক্তি হয়ে থাকে বা কোন ব্যক্তি মৌখিক বা লিখিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে থাকে যে, আমার দোকানে এক আনা লাভে মাল পাওয়া যায়— এ দু' অবস্থায় অধিক লাভ নেওয়া ধোঁকা এবং হারাম।

মাসআলা ঃ অস্থাবর জিনিস ক্রয় করে তা নিজের দখলে আনার পূর্বে অন্যের নিকট বিক্রি করা জায়েয নয়। তাই মাল হাতে আসার পূর্বে শুধু নমুনা দেখিয়ে বেচা-কেনা করা দুরস্ত নয়।

মাসআলা ঃ এক টাকার বিনিময়ে কোন জিনিস বিক্রি করার পর খরিদদার টাকা না দিয়ে যদি এক টাকার সমপরিমাণ পয়সা দেয়, তাহলে তা নেওয়া জায়েয আছে। একইভাবে যদি উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ঐ টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট কাপড় বা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য দেয় তাও জায়েয আছে। তবে এ ধরনের বিনিময়ের ক্ষেত্রে সুদি লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন, কারো দায়িত্বে বিশ টাকা পরিশোধ করতে হবে, কিন্তু তার পরিবর্তে বিশ টাকার সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার কথা স্থির হলো। তাহলে এমতাবস্থায় যে বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে সে বৈঠকেই স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করতে হবে। এমন করা যাবে না যে, সিদ্ধান্ত করে সেখান থেকে পৃথক হয়ে গেলো তারপর অন্য সময়ে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করলো।

মাসআলা ঃ বেচা-কেনা সম্পন্ন করার পর মূল্যের ক্ষেত্রে যদি কিছু সুবিধা দেওয়া হয়—যেমন, বিক্রেতা দাম কিছু কমিয়ে দিলো বা ক্রেতা দাম কিছু বাড়িয়ে দিলো—এটা জায়েয আছে। এতে জানা গেলো যে, অনেক জায়গায় পণ্য নেওয়ার পর কিছু ফাঁও নেওয়ার রীতি আছে—বিক্রেতা যদি খুশি মনে তা দেয় তাহলে এতে দোষ নেই।

মাসআলা ঃ কতক লোক পশুকে খাওয়ানোর জন্যে গম, যব ইত্যাদির কাঁচা ক্ষেত (গাছ) ক্রয় করে—এটি জায়েয আছে। কিন্তু কেউ কেউ এমন শর্ত করে নেয় যে, ক্ষেত কাটার পর বিক্রেতা এতে পুনরায় পানি দিবে। এতে পুনরায় যে ফসল হবে তাও আমি এখনই ক্রয় করছি। এক্ষেত্রে প্রথমত, পণ্যের একটি অংশের অস্তিত্ব নেই, দ্বিতীয়ত, পানি দেওয়ার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর রাখা হয়েছে—যা একটি শর্তে

www.islamfind.wordpress.com

ফাসেদ—তাই বেচা-কেনা জায়েয হবে না।

মাসআলা ঃ কতক জায়গায় বস্তায় ভরা শস্য নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে বস্তা সহ শস্য ওজন করে। তারপর একটি বস্তা খালি করে সমস্ত বস্তাকে এক ওজনের ধরে সবগুলো হিসাব করে মোট ওজন থেকে সে পরিমাণ বিয়োগ করে, এটা জায়েয নেই। কারণ, সব বস্তার ওজন এক নাও হতে পারে। প্রয়োজনের সময় এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে যে, এ হিসাবে শস্যের যে পরিমাণ ওজন নির্ধারিত হয়েছে বেচা-কেনাকে সেই ওজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করে মোটের উপর বলবে যে, এ শস্যগুলোর দাম এতো। শস্যের পরিমাণ বস্তার ওজনের চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক উভয় পক্ষ এর উপর সম্মত হলে জায়েয হবে।

মাসআলা ঃ কতক জায়গায় ক্ষেতের মধ্যে রাখা ফসল-শস্য শুধু নমুনা দেখিয়ে বিক্রি করে। এ ক্রেতা অন্য ক্রেতার নিকট বিক্রি করে। কতক সময় অনেক দূর পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকে—এটি জায়েয নয়। তবে দুটি শর্তে এটি জায়েয হতে পারে—

১. ক্ষেতের মধ্যে রাখা ফসলের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ ধারণা করলেও সেই পরিমাণের ভিত্তিতে বেচা-কেনা করবে না। বরং এভাবে বলবে যে, এ ক্ষেতের মধ্যে যে পরিমাণ শস্য আছে তার দাম এতো।

২. প্রথম খরিদদার ঐ ক্ষেতের ফসলকে তার দখলে নিবে তারপর সেও এই একই শর্তে পরবর্তী খরিদদারের নিকট বিক্রি করবে। কিন্তু তখন উল্লেখিত পরিমাণের চেয়ে কমবেশি হলে কোন জবাবদিহিতা থাকবে না।

সুদের বর্ণনা

সুদের মাসআলা বড় নাজুক। অনেক মানুষ সৎ নিয়ত থাকা সত্ত্বেও এই গুনাহে লিপ্ত। তাই প্রথমে একটি মূলনীতি লিখছি, যার দ্বারা হাজার হাজার মাসআলার বিধান জানা যাবে। তারপর দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শাখা মাসআলা লিখবো।

মূলনীতিটি বোঝার জন্যে প্রথমে একটি ভূমিকা বুঝতে হবে। তা এই যে—যে সমস্ত জিনিসের লেনদেন হয় সেগুলো তিন প্রকার—

www.islamfind.wordpress.com

ক. সেগুলো হয় পাল্লা দ্বারা ওজন করে পরিমাপ করা হয়

খ. বা কোন পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়

গ. অথবা কোন প্রকারে পরিমাপ করা হয় না।

যেমন, শস্য। কোথাও তা পাল্লা দ্বারা ওজন করে পরিমাপ করা হয়, আবার কোথাও পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়। এ সমস্ত জিনিসকে 'ওজনী' এবং 'কায়লী' বলা হয়। আর এ বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় 'কদর'। স্বর্ণ–চান্দিও ওজন করেই পরিমাপ করা হয়। স্বর্ণ–চান্দির মুদ্রাও 'ওজনী' জিনিস। যদিও সেগুলোর ওজন নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে কেউ ওজন করে নেয় না।

যে সমস্ত জিনিস গুণে বা গজ দ্বারা মেপে বিক্রি করা হয় সেগুলো তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, এগুলো 'ওজনী' বা 'কায়লী' নয়।

দ্বিতীয় জানার বিষয় হলো—সব জিনিসের একটি হাকীকত বা স্বরূপ আছে, যাকে 'জিনস' বা 'জাত' বলা হয়। যেমন, গমের নিজস্ব একটি 'হাকীকত' আছে, তাই এটি একটি ভিন্ন 'জিনস' ও 'জাতে'র জিনিস। চান্দি একটি পৃথক 'জিনস' বা জাতের জিনিস। এমনিভাবে কাপড় একটি ভিন্ন 'জিনস' বা জাতের জিনিস। এখানে এ দুটি পরিভাষা গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে, একটি হলো, 'কদর' বা পরিমাপের বৈশিষ্ট্য, আর দ্বিতীয়টি হলো 'জিনস' বা জাত। এ পরিভাষা দুটি সামনে প্রয়োজন পড়বে।

যে সমস্ত জিনিসের মধ্যে বিনিময় করা হয়, কখনো সেগুলো 'কদর' তথা পরিমাপের মধ্যে এক হয় এবং 'জিনস' তথা জাতের মধ্যে ভিন্ন হয়। যেমন গম এবং বুট। উভয়টাকে একভাবে পরিমাপ করা হয়, কিন্তু উভয়টা ভিন্ন জাতের। আর কখনো জাত এক হলেও পরিমাপে এক হয় না। যেমন জামার বিনিময়ে জামা বিক্রি করা। এর 'জিনস' বা জাত তো এক, কিন্তু 'কদর' বা পরিমাপ এক না। কারণ, জামা তো দাঁড়িপাল্লা বা পাত্র দ্বারা পরিমাপই করা হয় না, তাই তার পরিমাপ এক হওয়ার প্রশ্নও আসে না। বা বকরীর বিনিময়ে বকরী বিক্রি করা। এক্ষেত্রে 'জিনস' তো এক, কিন্তু পরিমাপ এক নয়। কারণ, এগুলোর পরিমাপই করা হয় না। আর কখনো এমন জিনিসের বিনিময় করা হয়, যার 'জিনস'ও এক এবং

www.islamfind.wordpress.com

'কদর' বা পরিমাপও এক। যেমন, গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করা। এর 'জিনস'ও এক এবং 'কদর'ও এক। আবার কখনো এমন জিনিসের বিনিময় করা হয়, যার না 'কদর' এক, না জিনস এক।

তাই জিনিস চার প্রকারের হলো—

ক. 'কদর' এবং 'জিনস' উভয়টি এক।

খ. 'কদর' এক, কিন্তু 'জিনস' এক নয়।

গ. জিনস এক, কিন্তু 'কদর' এক নয়।

ঘ. 'জিনস' ও 'কদর' কোনটিই এক নয়।

এ ভূমিকাটি বোঝার পর এবার সেই মূলনীতিটি বুঝুন। মূলনীতিটি এই যে, দুটি জিনিসের 'কদর' এবং 'জিনস' যদি এক হয়, তাহলে এ দু' জিনিসের বিনিময়ের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় ওয়াজিব। প্রথমত, উভয়টি সমপরিমাণের হতে হবে। দ্বিতীয়ত, নগদ লেনদেন হতে হবে। যেমন, গমের বিনিময়ে গম নিতে চাইলে উভয় গমের পরিমাণের মধ্যে কমবেশি করা যাবে না। একদিক এক সের আর অপরদিকে সোয়া সের এমন করা যাবে না। উভয় দিকে এক সের হতে হবে অথবা উভয় দিকে সোয়া সের হতে হবে। একইভাবে একটি নগদে নেওয়া আর অপরটি বাকিতে নেওয়াও জায়েয নেই। বরং একই বৈঠকে উভয়ে নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝে নেওয়া ওয়াজিব।

আর যদি উভয়টির 'কদর' এক হয়, কিন্তু 'জিনস' এক না হয় বা 'জিনস' এক হয়, কিন্তু 'কদর' এক না হয় তাহলে কমবেশি নেওয়া তো জায়েয আছে, কিন্তু বাকিতে নেওয়া জায়েয নেই। যেমন, গম এবং বুট বিনিময় করতে চাইলে এতদুভয়ের 'কদর' এক, কিন্তু 'জিনস' এক নয় বা বকরীর বিনিময়ে বকরী নিতে চাইলে এর জিনস এক কিন্তু কদর এক নয়। কারণ, এর তো পরিমাপই করা হয় না, তাই এর পরিমাপ তথা 'কদর' এক হওয়ার প্রশ্নও আসে না। এক্ষেত্রে কমবেশি নেওয়া জায়েয আছে। যেমন, এক সের গমের বিনিময়ে দু' সের বুট নিতে পারবে। বা একটি বকরীর বিনিময়ে দুটি বকরী নিতে পারবে। কিন্তু একদিকে বাকি আর অপরদিকে নগদ নেওয়া জায়েয নেই। বরং নগদে আদান-প্রদান করা ওয়াজিব।

www.islamfind.wordpress.com

আর যে দুই জিনিসের 'কদর'ও এক নয় এবং 'জিনসে'ও এক নয়, সেগুলোর মধ্যে কমবেশি পরিমাণে নেওয়াও জায়েয আছে এবং নগদ–বাকিতে নেওয়াও জায়েয আছে। যেমন, একশ' টাকার বিনিময়ে একটি ঘোড়া ক্রয় করলো, তাহলে এখানে 'জিনস'ও এক নয়, 'কদর'ও এক নয়। তাই এখানে নগদে লেনদেন হওয়াও জরুরী নয় এবং সমান সমান হওয়াও জরুরী নয়। উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা চারটি মূলনীতি বের হয়ে আসলো—

এক. যে সমস্ত জিনিসের 'জিনস' এবং 'কদর' উভয়টি এক, সেগুলোর বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া এবং নগদ নগদ হওয়া উভয়টি ওয়াজিব।

দুই. যে সমস্ত জিনিসের 'কদর' এবং 'জিনস' উভয়টি ভিন্ন, সে ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়াও জরুরী নয় এবং নগদে হওয়াও ওয়াজিব নয়।

তিন. যে সমস্ত জিনিসের 'জিনস' এক, কিন্তু 'কদর' এক নয়, সেগুলো নগদে আদান–প্রদান ওয়াজিব, কিন্তু সমান সমান হওয়া জরুরী নয়।

চার. যে সমস্ত জিনিসের 'কদর' এক, কিন্তু 'জিনস' এক নয়, সেগুলোর বিনিময়েও নগদে আদান–প্রদান ওয়াজিব, কিন্তু সমান সমান হওয়া জরুরী নয়।

এই চার মূলনীতির বিপরীত লেনদেন হলেই তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদ বলে গণ্য হবে। যেমন, যেখানে নগদ আদান–প্রদান ওয়াজিব, সেখানে যদি কোন একদিকও বাকি থাকে তাহলে সুদ হবে। এবং যেখানে সমান সমান হওয়া জরুরী, সেখানে যদি কম–বেশি হয় তাহলে সুদ হবে। এবং যেখানে সমান সমান হওয়া এবং নগদ নগদ হওয়া উভয়টি ওয়াজিব, সেখানে বাকিতে লেনদেন হলেও সুদ হবে এবং কমবেশি হলেও সুদ হবে। এতদসংক্রান্ত কিছু মাসআলা উল্লেখ করা হচ্ছে।

মাসআলা ঃ অনেক বাড়ীতে গমের আটা ভুট্টার বিনিময়ে লেনদেন করা হয় সেক্ষেত্রে পরিমাণে কমবেশি হলেও জায়েয হবে। কারণ, উভয়টির 'কদর' এক, কিন্তু 'জিনস' ভিন্ন। তাই পরিমাণে কমবেশি করা জায়েয হবে, কিন্তু বাকিতে লেনদেন করা জায়েয হবে না।

www.islamfind.wordpress.com

মাসআলা ঃ অনেক সময় নতুন গমের সাথে পুরাতন গমের বিনিময় করা হয়। এ বিনিময় বৈধ হওয়ার জন্যে দুটি শর্ত রয়েছে।

এক. উভয়দিকের গমের পরিমাণ সমান হতে হবে।

দুই. নগদে লেনদেন হতে হবে।

একদিকের গম বেশি দামী এবং অপরদিকের গম কম দামী হলেও বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিমাণে কমবেশি করা যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে 'জিনস' এবং 'কদর' উভয়টি এক তাই কমবেশিতে বা বাকিতে লেনদেন করা জায়েয হবে না।

মাসআলা ঃ কোন ক্ষেত্রে মূল্য কমবেশি হওয়ার কারণে একই 'জিনসের' জিনিস কমবেশি পরিমাণে বিনিময় করতে চাইলে—যেমন, এক ব্যক্তির কাছে বিশ সের উন্নতমানের গম রয়েছে, আর আরেক ব্যক্তির নিকটে রয়েছে চল্লিশ সের নিম্নমানের গম। এখন সমান সমান বিনিময় করলে একজন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অপরদিকে 'জিনস' এক হওয়ার কারণে পরিমাণে কমবেশি করা জায়েয নেই—এমতাবস্থায় জায়েয পদ্ধতি এই যে, একজন অপরজনের নিকট নিজের গমগুলো টাকার বিনিময়ে বিক্রি করবে—নগদ টাকা হাতে না থাকলেও অসুবিধা নেই—ঐ টাকা তার দায়িত্বে (পাওনা হিসেবে) ওয়াজিব হয়ে গেলে সে অপরকে বলবে যে, এই টাকার বিনিময়ে আমাকে তোমার গম দাও, আর সে নিজ সম্মতিতে তা দিয়ে দিবে, তাহলে এ বিনিময় জায়েয হবে।

মাসআলা ঃ অনেক সময় মহিলারা গমের আটা আর গম সমান সমান বিনিময় করে থাকে, আর গমের সাথে গম ভাঙ্গানোর মজুরি দিয়ে থাকে। মজুরি দিক বা না দিক এভাবে বিনিময় করা জায়েয নেই। একইভাবে গম এবং ছাতু একই শস্যের আটা এবং ছাতুর সাথে বিনিময় করা জায়েয নেই। সমপরিমাণে এবং নগদ নগদ লেনদেন করা হলেও এভাবে বিনিময় করা জায়েয নেই। এর কারণ সাধারণ মানুষের বুঝে আসবে না। এমন প্রয়োজন হলে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ, একটি দামের বিনিময়ে বিক্রি করে সেই টাকার বিনিময়ে অপরটি কিনে নিবে।

মাসআলা ঃ যেক্ষেত্রে দুটি জিনিসের বিনিময় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে

সেক্ষেত্রে বাকিতে লেনদেন নাজায়েয। যেমন, উপরোক্ত মাসআলাদ্বয়ে গম ও ভুট্টার মধ্যে এবং পুরাতন গম ও নতুন গমের মধ্যে বিনিময় করা হয়েছে—এক্ষেত্রে বাকিতে লেনদেন জায়েয নেই। আর যেক্ষেত্রে বিনিময় উদ্দেশ্য নয়, বরং নিজের কাছে একটি জিনিস না থাকার ফলে ধার নিয়ে এ সময়ে কাজ চালানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এবং ব্যবস্থা হলে তার পাওনা পরিশোধ করার ইচ্ছা থাকে। সেক্ষেত্রে বাকিতে নেওয়া জায়েয আছে। তবে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, যেমন জিনিস ধার নিয়েছে, তেমন জিনিসই এবং ঐ পরিমাণ জিনিসই পরিশোধ করতে হবে। কমবেশির শর্ত করাও জায়েয নেই, অন্য মজলিসের নির্ধারণও জায়েয নেই এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করাও জায়েয নেই।

যেমন, একজনের কাছে এ সময় আটা নেই, তাই প্রতিবেশীর নিকট থেকে এক সের পরিমাণ আটা ধার নিলো। বলাবাহুল্য যে, এখানে বিনিময় করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তার কাছে থাকলে তো তাই রান্না করতো, তাহলে আর বিনিময় করতো কেন? শুধু উপস্থিত সময়ে কাজ চালানোই তার উদ্দেশ্য। তার আটার ব্যবস্থা হলে পাওনাদারের আটা পরিশোধ করে দিবে। এভাবে ধার নেওয়ায় কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ধার নেওয়ার সময় এরূপ শর্ত করা কোনভাবেই দুরস্ত নয় যে, এক সেরের বদলে সোয়া সের বা ততোধিক দেওয়া হবে। কেউ এমন শর্ত করলে তা সুদ বলে গণ্য হবে। কারণ, এক্ষেত্রে বিনিময় করাই উদ্দেশ্য কিন্তু বিনিময় জায়েয হওয়ার শর্ত এখানে পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে যদি স্বেচ্ছায় ও বিনা শর্তে যেমন নিয়েছিলো তার চেয়ে ভালো দেয় বা অপর ব্যক্তিই ছাড় দিয়ে তার চেয়ে নিম্নমানের জিনিস গ্রহণ করে বা পাওনাদার পাওনা নিতে এলে দেনাদার যদি বলে যে, আমার নিকট গমের আটা এখন নেই, তার বদলে ভুট্টার আটা কম বা বেশি পরিমাণে নাও, তখন পাওনাদারও যদি সম্মত হয় এবং উভয়ের সম্মতির সময়ই তা পরিশোধ করে দেয়, তাহলে জায়েয আছে। তবে উভয়ের সম্মতির পর যদি অন্যজাতের জিনিস দিয়ে তখন অর্ধেক পরিশোধ করে, আর অবশিষ্ট অর্ধেক বাকি থাকে তাহলে জায়েয হবে না।

যদি কারো নিকট অর্ধেক পরিমাণ ভিন্ন জাতের জিনিস থাকে তাহলে

www.islamfind.wordpress.com

পুরো পাওনার বিনিময়ে ভিন্ন জাতের জিনিসকে সাব্যস্ত করবে না। বরং বলবে যে, তোমার অর্ধেক পাওনার বিনিময়ে এই ভিন্ন জাতের জিনিস নাও। বাকি অর্ধেকের তুমি যথারীতি পাওনাদার রয়ে গেলে। তারপর বাকি অর্ধেকের বিনিময়ে যদি ঐ একই জাতের জিনিস দেয় তাহলে তো কোন কথাই নেই। আর যদি ভিন্ন জাতের জিনিস দিতে চায় তাহলে নতুন করে সম্মতির প্রয়োজন পড়বে। আর যখন পরস্পরে সম্মত হবে তখনই নগদ নগদ তা পরিশোধ করা জরুরী। মোট কথা হলো, পুরো পাওনার বিনিময়ে ভিন্ন জাতের জিনিস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলে কিছু নগদে দেওয়া আর কিছু বাকি রাখা জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ সরিষার পরিবর্তে সরিষার তেল নেওয়ার খুব প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে হুকুম এই যে, সরিষা থেকে যে তেল বের হবে তার পরিমাণ যদি এই তেল থেকে নিশ্চিতভাবে কম হয় তাহলে এ বিনিময় জায়েয আছে। আর যদি এই তেলের পরিমাণ সরিষা থেকে যে তেল বের হবে তার চেয়ে অধিক হয় বা সমান হয় কিংবা সমান হওয়া বা কমবেশি হওয়ার বিষয় জানা না যায় তাহলে এ বিনিময় জায়েয নেই।

আর যদি এভাবে বিনিময় করতেই হয় তাহলে জায়েয হওয়ার উপরোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করবে। অথবা টাকার বিনিময়ে বা পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করবে তারপর ঐ টাকা বা পয়সার বিনিময়ে তেল ক্রয় করবে। এ টাকা-পয়সা নগদে না দিয়ে শুধু মৌখিক বেচা-কেনা করলেও জায়েয হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ সুদী ব্যাংকে টাকা রেখে অংশীদার হয়ে তার লাভ নেওয়া দুরস্ত নেই। কারণ, ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ টাকার মালিকদের পক্ষ থেকে উকিল হয়ে থাকে। আর উকিলের কাজ মুওয়াক্কিলের কাজ বলেই গণ্য হয়। তাই এ টাকাওয়ালারা নিজেরাই যেন এ সুদী লেনদেন করলো। তবে যে সমস্ত কারখানায় সুদী লেনদেন নেই এবং অন্য কোন অবৈধ লেনদেনও হয় না, তার সাথে 'মুযারিবার' ভিত্তিতে কারবার করা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ কেউ কেউ সুদী ব্যাংকে আমানত হিসেবে টাকা জমা রাখে এবং সেখান থেকে লাভ নেয় না। কিন্তু যেহেতু ব্যাংকে হুবহু ঐ

www.islamfind.wordpress.com

টাকা সংরক্ষিত না থাকা নিশ্চিত বিষয়। তারা ঐ টাকা ব্যবসায় লাগিয়ে থাকে, তাই ঐ টাকা আর আমানত থাকে না, বরং করযে পরিণত হয়ে যায়। তাই এ ব্যক্তি যদিও সুদ নিলো না, কিন্তু করয দিয়ে সুদ গ্রহণকারীদের সহযোগিতা করলো। আর গুনাহের সহযোগিতা করাও গুনাহ, তাই ব্যাংকে আমানত হিসেবে টাকা রাখাও জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ কতক লোক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তাদের জমাকৃত টাকা কম বা বেশি টাকার বিনিময়ে অন্যের নিকট বিক্রি করে। এর মধ্যে দুটি খারাপ দিক রয়েছে—এক হলো, নগদে লেনদেন হয় না। দ্বিতীয়ত, সমপরিমাণে হয় না। অথচ টাকার বিনিময়ে টাকা বেচা-কেনা করলে এ উভয় বিষয়ই শর্ত। তাই এটি জায়েয নয়। তবে যদি সমপরিমাণ টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয় তাহলে 'হাওয়ালা' হিসেবে জায়েয হবে। একইভাবে যে নোট বিক্রয় করা হয় তাও মূলত 'হাওয়ালা'। তাও এ শর্তেই জায়েয আছে যে, যত টাকার নোট তত টাকার বিনিময়েই বিক্রি করতে হবে। কমবেশি হলে সুদ হয়ে যাবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ঃ

ঋণের চাপে বা ঋণকে কেন্দ্র করে ছাড় দেওয়ার ফলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে যে সমস্ত সুবিধা পায়, তা সুদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ দেওয়ার পর ঋণগ্রহীতা যদি তাকে কিছু হাদিয়া দেয়, বা ঘোড়া কিংবা অন্য কোন কিছুতে আরোহণ করায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির তাতে আরোহণ করা বা ঐ হাদিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে পূর্ব থেকে এ দু'জনের মধ্যে এ ধরনের প্রচলন থাকলে তা নেওয়ায় কোন সমস্যা নেই।'

(হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজা এবং ইমাম বাইহাকী শুয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.islamfind.wordpress.com

'কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ দিলে তার হাদিয়া নেওয়া উচিত নয়।'

(ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর 'তারীখে' হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং 'মুনতাকা'তেও এমনটি রয়েছে।)

আবু বুরদাহ ইবনে আবূ মূসা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি মদীনা শরীফ এলাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ)এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, তুমি এমন এক জায়গায় থাকো, যেখানে সুদ বহুল প্রচলিত। তাই কারো দায়িত্বে তোমার কোন হক পাওনা থাকলে এবং এমতাবস্থায় সে তোমার নিকট ভুষি বা ঘাসের আঁটি দিলে তুমি তা নিবে না। কারণ, এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত।

(হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।)

উপরোক্ত তিনটি হাদীসই মিশকাত শরীফ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

এ মূলনীতি দ্বারা অনেক মাসআলাই জানা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাসআলা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

মাসআলা ঃ কতক ঋণগ্রস্ত দোকানদার ঋণের সুবাদে ঋণদাতাকে বিনা লাভে সদাই দেয়। উপরোক্ত মূলনীতি দ্বারা জানা গেলো যে, এটা দুরস্ত নয়।

মাসআলা ঃ উপরোক্ত মূলনীতি দ্বারা আরো জানা গেলো যে, জমির মালিকদের মধ্যে যে ব্যাপক প্রচলন আছে যে, মাঠের বা বাড়ির জায়গা বন্ধক রেখে তা থেকে উপকৃত হয়, এটা মোটেই জায়েয নয়। কারণ, ফকীহগণ এ মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যে,—

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

'ঋণের বিনিময়ে যে কোন সুবিধা ভোগ করাই সুদের অন্তর্ভক্ত।'

কোন কোন কিতাবের ভাষ্য দ্বারা কারো কারো এ ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আসলে এর দ্বারা ঋণের বিনিময়ে সুবিধা গ্রহণকে জায়েয বলা উদ্দেশ্য নয়। তাদের ঐ ভাষ্যের অর্থ হলো, বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার বিনা অনুমতিতে বন্ধকী সম্পদ দ্বারা উপকৃত হলে জরিমানা দিতে হয়, কিন্তু তার অনুমতিক্রমে উপকৃত হলে জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু জরিমানা ওয়াজিব না হলেই তা হালাল

www.islamfind.wordpress.com

এবং বৈধ হয়ে যায় না। যেমন, চোরের হাত কাটা হলে চুরিকৃত সম্পদের জরিমানার হুকুম থাকে না, কিন্তু এর দ্বারা চুরিকৃত সম্পদ হালাল হয়ে যায় না। এ প্রসঙ্গে 'হিদায়া' এবং তার টীকা 'গায়াতুল বায়ান'–র ইবারত তুলে ধরা হচ্ছে—

وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ لَابِاسْتِخْدَامٍ وَلَاسُكْنٰى وَلَا لُبْسٍ اِلَّا اَنْ يَّاْذَنَ
لَهُ الْمَالِكُ لِاَنَّ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ دُوْنَ الْاِنْتِفَاعِ وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَّبِيْعَ
اِلَّا بِتَسْلِيْطٍ مِنَ الرَّاهِنِ وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُؤَاجِرَ اَوْ يُعِيْرَ لِاَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ
الْاِنْتِفَاعِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ تَسْلِيْطَ غَيْرِهِ فَاِنْ فَعَلَ كَانَ مُتَعَدِّيًا وَلَايَبْطُلُ
عَقْدُ الرَّاهِنِ بِالْمُتَعَدِّىْ (هِدَايَةٌ) لِاَنَّ الْمَالِكَ رَضِىَ بِحَبْسِهِ لَابِانْتِفَاعِهِ
فَاِذَا اسْتَعْمَلَهُ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوْهِ كَانَ غَاصِبًا وَضَمِنَ قِيْمَتَهُ بَالِغَةً مَابَلَغَتْ
فَاِنْ كَانَ بِاِذْنِ الْمَالِكِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا لِاَنَّ الْحَجْرَ وَقَدْ رَضِىَ بِهِ (غاية
البيان) قُلْتُ قَدْسُلِكَ الْاِسْتِخْدَامُ وَالسُّكْنٰى وَاللُّبْسُ وَالْبَيْعُ وَالْاِجَارَةُ
وَالْاِعَارَةُ فِىْ سِلْكٍ وَاحِدٍ حَيْثُ اَجَازَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِاِذْنِ الْمَالِكِ وَظَاهِرٌ
اَنَّهُ لَايُبَاحُ ثَمَنُ الْمَرْهُوْنِ بَعْدَ بَيْعٍ مَعَ بَقَاءِ اَصْلِ الدَّيْنِ فَكَذَالِكَ حُكْمُ
سَائِرِ مَاذُكِرَ ۔

আর কোন ইবারতে 'হালাল' বা 'মুবাহ' শব্দ পাওয়া গেলে তার অর্থ হলো—যখন বন্ধকী চুক্তির সময় তা থেকে উপকৃত হওয়ার শর্ত করেনি এবং সেখানে এরূপ করার প্রচলনও নেই এবং ঋণের চাপেও এর অনুমতি দেওয়া হয়নি, বরং এমনিতেই বিনা শর্তে যদি উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেয় তাহলে এমতাবস্থায় উপকৃত হওয়া জায়েয আছে। তবে এমতাবস্থায় ঐ জিনিসটি বন্ধক থেকে বের হয়ে নিছক ধার বলে গণ্য হবে। তাই ব্যবহার করতে গিয়ে জিনিসটি হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তার জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং এটা ঋণের

www.islamfind.wordpress.com

অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে না। বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা দরকার। অনেক শিক্ষিত মানুষও এ ভুলের মধ্যে লিপ্ত আছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীবের উসিলায় সব ধরনের বিপদ থেকে হেফাযত করুন।

মাসআলা ঃ জমির মালিকদের মধ্যে 'বাই'বিলওয়াফা' (بيع بالوفاء) নামে এক প্রকারের বেচা-কেনা প্রসিদ্ধ আছে। এর দুটি পদ্ধতি চালু আছে। এর প্রত্যেকটার বিধান ভিন্ন।

একটি পদ্ধতি এই যে, যায়েদ আমরকে বললো যে, আমার এ জমি বা বাগান একশ' টাকার বিনিময়ে রাখো। উদাহরণত এক বছরের মধ্যে আমি এ টাকা পরিশোধ করে দিলে আমার জমি আমি নিয়ে নেবো, আর যদি এ সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে না পারি তাহলে এ টাকার বিনিময়ে তোমার নিকট এ জমি বিক্রি হয়ে যাবে। এ পদ্ধতিকে কতক সাধারণ মানুষ 'বাই'বিলওয়াফা' বলে থাকে। কিন্তু ফকীহদের পরিভাষায় 'বাই'বিলওয়াফা' দ্বারা এ পদ্ধতি উদ্দেশ্য নয়, বরং পরবর্তীতে উল্লেখিত পদ্ধতিই এর উদ্দেশ্য। যাই হোক, এ পদ্ধতির নাম যাই রাখুক না কেন এর হুকুম হলো, এ ধরনের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বাতেল এবং হারাম। বরং এখানে মালিক হওয়া আর না হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় এটি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা কুরআনের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত। বিশেষভাবে এ পদ্ধতিটির নিষেধাজ্ঞা হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে—

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَغْلَقُ الرَّاهِنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِىْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ رح مُرْسَلًا عَنْهُ وَ رُوِىَ مِثْلُهُ اَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضـ مُتَّصِلًا (مشكوة المصابيح)

'হিদায়া'র টীকা 'কিফায়া'তে আছে—

ذَكَرَ الْكَرْخِىُّ عَنِ السَّلَفِ كَطَاؤُسٍ وَاِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرِ هِمَا اَنَّهُمْ اتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ لَايَحْتَبِسُ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ اِحْتِبَاسًا لَايُمْكِنُ فَكَاكُهُ

www.islamfind.wordpress.com

بِاَنْ يَّكُوْنَ مَمْلُوْكًا لِلْمُرْتَهِنِ وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ مَارُوِىَ عَنِ الزُّهْرِىْ اَنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَرْتَهِنُوْنَ وَيَشْتَرِطُوْنَ عَلَى الرَّاهِنِ اَنَّ لَهٗ لَمْ يَقْضِ الدَّيْنَ اِلٰى وَقْتِ كَذَا فَالرَّهْنُ مَمْلُوْكٌ لِلْمُرْتَهِنِ فَاَبْطَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ بِقَوْلِهٖ لَايُغْلَقُ الرَّهْنُ وَقِيْلَ السَّعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ اِنْ لَمْ يَأْتُوْا بِالدَّيْنِ اِلٰى وَقْتِ كَذَا فِى الرَّهْنِ بَيْعٌ بِالدَّيْنِ فَقَالَ نَعَمْ ٥١

দ্বিতীয় পদ্ধতি—যা ফিকহের কোন কোন কিতাবে উল্লেখ আছে তা এই যে, বন্ধক রাখেনি, বরং শুরু থেকেই বেচা-কেনা করেছে। কিন্তু ক্রেতার থেকে পৃথকভাবে ওয়াদা নিয়েছে—অর্থাৎ, বেচা-কেনার মধ্যে শর্ত করেনি, বরং বেচা-কেনার বাইরে পৃথকভাবে ওয়াদা নিয়েছে যে, আমি উদাহরণতঃ এক বছরের মধ্যে তোমাকে মূল্যের টাকা ফিরিয়ে দিলে তুমি এ বেচা-কেনা বাতিল করে বিক্রিকৃত জিনিসটি আমাকে ফেরত দিবে। প্রাচীন আলিমগণের মতে এ পদ্ধতি জায়েয নেই। কারণ, আসল উদ্দেশ্য তো বন্ধক রাখা, বেচা-কেনা করেছে শুধু কৌশল হিসেবে। তার উদ্দেশ্য শুধু বন্ধকীকৃত জিনিসের লাভ ও উপকারকে বৈধ করা। আর যদি এটাকে বিক্রিও বলা হয়, তবুও এটা জায়েয নয়। কারণ, এর মধ্যে ফাসেদ শর্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যদিও বেচা-কেনার সময় এ শর্ত উল্লেখ করেনি, তবে উভয়ের উদ্দেশ্য তো এটাই যে, বেচা-কেনার মধ্যে এ শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ কারণেই ক্রেতা ওয়াদা খেলাফী করলে পরস্পরে ঝগড়া হয়ে থাকে। তবে পরবর্তীকালের উলামায়ে কেরাম কিছু তাবিল করে এ পদ্ধতিকে জায়েয বলেছেন। মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

মাসআলা ঃ কতক সুদখোর এ কৌশল বের করেছে যে, তাদের কাছে কেউ করয নিতে আসলে তারা একটি রুমালের মধ্যে একশ' টাকা বেঁধে বলে যে, এ সবকিছু একশ' পাঁচ টাকা। একশ' টাকার বিনিময়ে একশ' টাকা আর রুমালের বিনিময়ে পাঁচ টাকা। দ্বিতীয় পক্ষ তা গ্রহণ করে পরিশোধ করার সময় একশ' পাঁচ টাকা দেয়। এটি সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, আসল উদ্দেশ্য হলো, একশ' পাঁচ টাকা নেওয়া। রুমাল বিক্রি করা

মোটেই উদ্দেশ্য নয়। শুধু কৌশল করার জন্যে বিক্রির নাম দিয়েছে। আর যদি বিক্রি করা উদ্দেশ্য মেনেও নেওয়া হয় তবুও চার পয়সা মূল্যের রুমাল পাঁচ টাকায় শুধু চাপের কারণেই নিয়েছে। কারণ, ক্রয় না করলে ঋণ পাবে না। আর উপরে এ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঋণের চাপে যে লাভ পাওয়া যায় তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে পরিষ্কার ভাষায় এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে—

قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لَايَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ الخ مشكوة عن الترمذى وابى داود والنسائى

একইভাবে যে ক্ষেত্রে চান্দির বদলে চান্দি বা স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ কম-বেশি পরিমাণে বিক্রি করার ইচ্ছা থাকে, তখন জায়েয করার কৌশল হিসেবে যেদিকে পরিমাণ কম, সেদিকে উদাহরণস্বরূপ এক পাই বা এক পয়সা যুক্ত করে, যার মূল ঐ পরিমাণ নয়, যে পরিমাণ অধিক মাল অপরদিকে রয়েছে—এটিও মাকরূহ। লেনদেনের ক্ষেত্রে মাকরূহ দ্বারা 'মাকরূহে তাহরীমী' উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন যে, এমন বিক্রি আমার কাছে পাহাড় সমান ভারী মনে হয়। (ফাতহুল কাদীর)

এমন আরেকটি পদ্ধতি হলো—যেমন, যায়েদ আমরের নিকট দশ টাকা ধার চাইলো। আমর বললো যে, আমি ধার দেবো না। তবে আমার থেকে দশ টাকার মাল বারো টাকায় নিয়ে যাও। এটি কারো নিকট দশ টাকায় বিক্রি করে তোমার কাজ চালাও। যখন তোমার টাকা হয় এর বারো টাকা মূল্য আমাকে পরিশোধ করে দিও। এটিও মাকরূহ। (হিদায়া)

সুদখোরেরা এ পদ্ধতি বের করেছে। (কিফায়া)

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এ সম্পর্কেও উপরোক্ত কথাই বলেছেন। হাদীস শরীফেও এর নিন্দাবাদ এসেছে। হাদীস শরীফে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে যে, যখন তোমরা এমনটি করবে, তখন তোমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং বিজাতিরা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে।

(ফাতহুল কাদীর)

মাসআলা ঃ কতক লোক বন্ধকীকৃত জিনিস থেকে উপকৃত হওয়ার

www.islamfind.wordpress.com

জন্যে এ কৌশল অবলম্বন করেছে যে, উদাহরণ স্বরূপ আশি টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক নিয়েছে। তারপর বন্ধকদাতার সঙ্গে এ শর্ত করে যে, জমিটি আমাকে বার্ষিক এক টাকায় ভাড়া দেও। বন্ধকের টাকা থেকে ভাড়ার টাকা পরিশোধ হতে থাকবে। এভাবে আশি বছরে এ টাকা শোধ হয়ে যাবে এবং জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর এর পূর্বে জমি নিতে চাইলে এ হিসাবে যত টাকা বাকি থাকে তা নিয়ে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মূলতঃ ঋণের চাপেই বার্ষিক এক টাকায় ভাড়া দিতে সে রাজি হয়েছে—আর উপরে এ মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঋণের চাপে যে সুবিধা ভোগ করা হয় তা হারাম—তাই এ চুক্তিও হারাম এবং এ সুবিধা ভোগ অবৈধ হবে।

মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে পণ্য পরে নেওয়ার বর্ণনা

অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে পণ্য পরে উসুল করার জন্যে কয়েকটি শর্ত আছে। যথা—

ক. টাকা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে।

খ. পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ থাকতে হবে, যেন পরবর্তীতে কোন প্রকার বিরোধের সুযোগ না থাকে।

গ. (পণ্য এবং বিনিময় মূল্যের) পরিমাণ নির্ধারিত হতে হবে। যেমন, বিশ সের বা পঁচিশ সের হিসেবে নেবো। আর যদি বলে যে, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে পাঁচ সের বেশি নেবো তাহলে তা জায়েয হবে না।

ঘ. পণ্য বহন করা কষ্টসাধ্য হলে তা পরিশোধ করার জায়গাও উল্লেখ করতে হবে। যেমন, শস্য খামার থেকে নিবে,বা বিক্রেতার বাড়ি থেকে নিবে বা ক্রেতার বাড়িতে পৌছিয়ে দেওয়া হবে।

ঙ. কমপক্ষে এক মাসের মেয়াদ নির্ধারিত হতে হবে। এর চেয়ে কম মেয়াদের হতে পারবে না। বেশি হলে দোষ নেই।

চ. চুক্তির সময় থেকে নিয়ে পরিশোধ করা পর্যন্ত সব সময় পণ্যটি (বাজারে) পাওয়া যেতে হবে।

মাসআলা ঃ যথাসময়ে ঐ পণ্য পাওয়া না গেলে এবং উভয়ে এর বিনিময়ে অন্য জিনিস লেনদেন করতে চাইলে তা জায়েয হবে না। তাই

www.islamfind.wordpress.com

হয় টাকা ফেরত নিয়ে নিবে, বা ঐ টাকা দিয়ে অন্য কোন জিনিস ক্রয় করে নিবে, অথবা ঐ জিনিস পাওয়া পর্যন্ত (বিক্রেতাকে) সুযোগ দিতে হবে।

মাসআলা ঃ উপরোক্ত অবস্থায় টাকা ফেরত নিতে চাইলে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছিলো ঐ পরিমাণই ফেরত নিতে হবে। কতক জায়গায় প্রচলন আছে যে, ঐ সময়ের বাজারমূল্য হিসেবে অধিক টাকা নিয়ে থাকে, এটা হারাম এবং সুদ।

মাসআলা ঃ যায়েদ আমরকে অগ্রিম টাকা দিয়ে পরবর্তীতে পণ্য নেওয়ার চুক্তি করলো। তখন বকর যায়েদকে বললো যে, তুমি ঐ পরিমাণ টাকা আমার থেকে নিয়ে নাও এবং আমরকে বলো, ঐ পণ্য আমাকে দিয়ে দিতে। বা বললো যে, অর্ধেক পরিমাণ টাকা আমার থেকে নিয়ে নাও এবং আমরের থেকে যে পণ্য পাবে তার অর্ধেকের মধ্যে আমাকে অংশীদার করো—এ উভয় পদ্ধতি নাজায়েয।

সোনা-চান্দি বিনিময়ের বর্ণনা

এতদ্বিষয়ক অধিকাংশ মাসআলা সুদের আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। এখানে আরো কিছু মাসআলা লেখা হচ্ছে।

মাসআলা ঃ অনেক মানুষ টাকা দিয়ে এভাবে ভাংতি নেয় যে, কিছু পরিমাণ নগদে নেয়, আর কিছু নেয় বাকিতে—এটা জায়েয নয়। একইভাবে কিছু টাকার সদাই নিয়ে বাকি ভাংতি টাকা অন্য সময় নেয়—এটাও জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ রূপার তৈরী লেস, সুতার কাজ এবং রূপার তৈরী সিলমোহর রূপার হুকুমেই, তাই টাকার বিনিময়ে এগুলো ক্রয় করা হলে বাকিতে নেওয়াও জায়েয নেই এবং কমবেশি ওজনে নেওয়াও জায়েয নেই। যদি বাজার মূল্যের কমবেশির কারণে পরিমাণে কমবেশি নিতে হয় তাহলে যেদিকে পরিমাণ কম, সেদিকে কিছু পয়সা যুক্ত করে নিবে। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

—৫৫

www.islamfind.wordpress.com

ওকালাতি বা প্রতিনিধিত্বের বর্ণনা

মাসআলা ঃ যায়েদ আমরকে নির্দিষ্ট একটি জিনিস ক্রয় করতে বললো এবং আমর এ ওকালাতি বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করলো—তাহলে এখন আর নির্দিষ্ট ঐ জিনিস আমরের নিজের জন্যে ক্রয় করা জায়েয নেই। তবে সে যদি যায়েদকে জানিয়ে দেয় যে, আমি তোমার উকিল হবো না, তুমি আমার ভরসায় থেকো না, তারপর সে ঐ জিনিস নিজের জন্যে ক্রয় করে তাহলে এটা জায়েয আছে।

আপোষ-মীমাংসার বর্ণনা

মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট বিশ টাকা পাবে, কিন্তু সে বললো যে, ঠিক আছে, তুমি পনেরো টাকাই দাও—এটা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ আর যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে বিশ টাকা পেতো, যেমন, বিশ টাকা দিয়ে কোন একটি পণ্য ক্রয় করেছিলো এবং মূল্য পরিশোধের জন্যে এক মাস বা দুই মাস সময় নিয়েছিলো। এখন পাওনাদার চায় যে, মেয়াদের পূর্বেই টাকা পরিশোধ করুক এবং উদাহরণ স্বরূপ পাঁচ টাকা কম দিক—এটা জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেলো। সে কিছু মাল-সামানা এবং কিছু নগদ টাকা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে রেখে গেলো। তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এক ব্যক্তি অন্য উত্তরাধিকারদেরকে বললো যে, আমি আমার ভাগ বন্টন করে নিতে চাই না, আমাকে মোটের উপর উদাহরণ স্বরূপ একহাজার টাকা দিয়ে দাও। তাহলে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আমি আমার দাবী ছেড়ে দেবো—এটা জায়েয আছে। তবে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত আছে।

একটি এই যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে যদি নগদ টাকা থেকে থাকে, তাহলে দেখতে হবে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর মধ্যে ঐ ব্যক্তির অংশ কতটুকু। তার অংশ যদি এক হাজার টাকার চেয়ে কম হয় তাহলে তো এ আপোষ জায়েয আছে। আর যদি তার অংশ এক হাজার টাকা বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে এ আপোষ জায়েয নেই।

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় শর্ত হলো, এই নগদ টাকার মধ্যে তার যতটুকু অংশ আছে, সে পরিমাণ টাকা তাৎক্ষণিকভাবে তার দখলে দিয়ে দিতে হবে। অন্যগুলো রয়ে গেলে সমস্যা নেই। তবে মনে রাখতে হবে, গহনার বিধানও নগদ টাকার মতোই। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ যদি নাবালেগ থাকে আর এ আপোষ যদি তার জন্যে বেশি ক্ষতিকর না হয় তাহলে তো জায়েয হবে। অন্যথায় তার অংশের মধ্যে এটি জায়েয হবে না।

মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মারা গেলো। সে কিছু পরিত্যক্ত সম্পত্তি রেখে গেলো, আর এমন কিছু টাকা রেখে গেলো, যেগুলো সে অন্যের নিকট পায়। এমতাবস্থায় কোন উত্তরাধিকারী যদি বলে যে, পাওনা টাকাগুলো আমার অংশে দাও, আমি সেগুলো উসুল করে নেবো, আর নগদ সম্পত্তিগুলো অন্যান্য উত্তরাধিকারের মধ্যে বন্টন করে দাও—এভাবে আপোষ করা জায়েয নেই। বরং নগদ সম্পত্তিগুলো সবার মাঝে বন্টন করে দিবে, আর পাওনা টাকা যেটুকু উসুল হতে থাকবে সেগুলোও সবার মাঝে বন্টন করতে থাকবে।

'মুযারাবা'র বর্ণনা

যায়েদ আমরকে কিছু টাকা দিলো যে, তুমি এটা দিয়ে ব্যবসা করো। আমার টাকা, তোমার শ্রম। এতে যাকিছু লাভ হবে তা আমরা দু'জনে ভাগ করে নেবো—একে 'মুযারাবা' বলা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি জায়েয।

মাসআলা ঃ অংশের ভিত্তিতে লাভ বন্টন করতে হবে। যেমন, অর্ধেক লাভ টাকার মালিকের, আর অর্ধেক শ্রমদাতার। বা এক তৃতীয়াংশ একজনের, আর দুই তৃতীয়াংশ অপরজনের। এভাবে অংশের ভিত্তিতে যে কোন পরিমাণে লাভ বন্টন করা বৈধ আছে। আর যদি লাভের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ একজনের জন্যে নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়—যেমন, কেউ কেউ টাকার মালিককে পাঁচ টাকা বা দশ টাকা করে প্রতি মাসে দিয়ে থাকে এবং অবশিষ্টটা শ্রমদাতা নিজে নেয়—এটা সুদ এবং হারাম।

মাসআলা ঃ এমনিভাবে যদি এ সিদ্ধান্ত করে যে, লাভ হলে উভয়ে তাতে অংশীদার হবে, আর ক্ষতি হলে শুধু শ্রমদাতা তা বহন করবে, বা

লাভ হলে যেমন উভয়ে তার ভাগ পাবে, তেমনি ক্ষতি হলেও উভয়ের মধ্যে তা ভাগ হবে—এ সবই বাতেল এবং নাজায়েয। ক্ষতি হলে তা সর্বাবস্থায় মূলধনের মালিকের উপরই বর্তাবে, শ্রমদাতার শুধু শ্রম বৃথা যাবে। টাকার ক্ষতি তার উপর বর্তাবে না।

মাসআলা ঃ শ্রমদাতার জন্যে ঐ মূলধন 'মুযারাবা'র ভিত্তিতে কাউকে দেওয়ার অনুমতি নেই, তবে টাকার মালিক অনুমতি দিলে কোন দোষ নেই।

মাসআলা ঃ একইভাবে টাকার মালিক বিশেষ কোন জিনিসের ব্যবসা করতে বললে তার অনুমতি ছাড়া ঐ টাকা দ্বারা অন্য কোন জিনিসের ব্যবসা করা 'মুযারাব' তথা শ্রমদাতার জন্যে জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ 'মুযারাবা'র ভিত্তিতে ব্যবসার মধ্যে কোন ক্ষতি দেখা দিলে লাভের টাকা দিয়ে তা পুরা করা হবে এবং মূলধন রক্ষিত থাকবে। ক্ষতির পরিমাণ যদি লাভের টাকার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে মূলধন থেকে তা পুরা করা হবে।

মাসআলা ঃ শ্রমদাতা (মুযারিব) ব্যবসার জন্যে সফর করলে সফরকালে তার পানাহার খরচ, ভাড়া ইত্যাদির টাকা ব্যবসার টাকা থেকে ব্যয় করতে পারবে। তবে সফর থেকে ফেরার পর তা থেকে যত টাকা বাঁচবে তা ব্যবসার টাকার মধ্যে শামিল করে নিবে।

আমানত রাখার বর্ণনা

মাসআলা ঃ আমানতদার ব্যক্তি পুরাপুরি হেফাযত করার পরও যদি আমানতের মাল নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় তাহলে তার উপর জরিমানা আসবে না।

মাসআলা ঃ মালিক তার আমানতের মাল যখনই ফেরত চাবে আমানতদারের তা ফেরত দেওয়া উচিত। চাওয়ার পরও যদি সে আপত্তি করে বা বিলম্ব করে, আর এমতাবস্থায় তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমানতদারের উপর জরিমানা আসবে।

মাসআলা ঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া আমানতের জিনিস ব্যবহার করা গুনাহ। তবে মালিক যদি ব্যবহার করার বা করয দেওয়ার অনুমতি

www.islamfind.wordpress.com

দেয়, আর ব্যবহার করার সময় কোন ক্ষতি হয় তাহলে জরিমানা আসবে না। আর যদি মালিকের অনুমতি ছাড়া আমানতের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে, আর আমানতটি এমন জিনিস হয় যে, ব্যবহার করতে তা খরচ করতে হয় না—যেমন, কিতাব, কাপড়, ঘোড়া ইত্যাদি—যেগুলোর অস্তিত্ব অক্ষত রেখে ব্যবহার করা যায়, তাহলে এমন জিনিস ব্যবহার করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে জরিমানা ওয়াজিব হবে না। যদিও বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করার কারণে তার গুনাহ্ হবে।

আর যদি জিনিসটি এমন হয় যে, তা ব্যবহার করতে হলে তাকে ব্যয় করতে হবে—যেমন, টাকা বা খাদ্য জাতীয় জিনিস—তাহলে তা ব্যয় করলে সর্বাবস্থায় জরিমানা ওয়াজিব হবে। যদি তার বিনিময় আমানতের মধ্যে রেখে দেয়, এবং তা মালিকের হাতে দিয়ে দেয় তাহলে এমতাবস্থায় জরিমানা থেকে মুক্ত হবে।

ধার নেওয়ার বর্ণনা

ধার প্রদানকারী যদি কোন সময় নির্ধারণ করে ধার দেয়—যেমন বললো যে, এক মাসের জন্যে তোমাকে এটি ধার দিচ্ছি। একথা বললেও মেয়াদ পুরা হওয়ার পূর্বে তার যখন ইচ্ছা ফেরত নিতে পারবে। ধার গ্রহণকারী বাধা দিতে পারবে না।

মাসআলা ঃ ধারের বিধানও আমানতের মতোই। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে গেলে জরিমানা ওয়াজিব হবে না। আর অসতর্কতার কারণে নষ্ট হলে জরিমানা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ ধার প্রদানকারী ব্যবহারের নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি বা মেয়াদ নির্ধারণ করে দিলে ধার গ্রহণকারীর জন্যে এর বিপরীত করা জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে বাড়ি বানানোর জন্যে খালি জমি ধার দেয় এবং এর জন্যে যদি মেয়াদ নির্ধারণ করা না হয়, তাহলে যে কোন সময় বাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে তার জমি খালি করে নিতে পারবে এবং বাড়ির মালিককে ভাঙ্গা বাড়ির দাম দিয়ে দেওয়াও জায়েয আছে।

www.islamfind.wordpress.com

আর যদি কোন মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে—যেমন, দশ বছরের জন্যে ধার দিয়েছিলো—এখন যদি দশ বছরের মধ্যে জমি খালি করাতে চায়, তাহলে জমির মালিক হওয়ার কারণে তার এ অধিকার থাকবে এবং ধারগ্রহীতার কর্তব্য হবে জমি খালি করে দেওয়া। কিন্তু যেহেতু সে একে ধোঁকা দিয়ে এর ক্ষতি করেছে তাই সে গুনাহগার হবে এবং ক্ষতির পরিমাণ টাকা জমির মালিক বাড়ির মালিককে দিতে হবে। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি এই যে, অক্ষত বাড়ির মূল্য দেখবে, এরপর ভাঙ্গা বাড়ির মাল–সামানার মূল্য দেখবে। তারপর এ দু'য়ের মধ্যে যে ব্যবধান হয়, সে পরিমাণ টাকা জমির মালিক থেকে নিয়ে বাড়ির মালিককে দেওয়া হবে। যেমন, অক্ষত বাড়ির দাম এক শ' টাকা এবং ভাঙ্গা বাড়ির সামানার দান পঞ্চাশ টাকা। তাহলে জমির মালিক থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে তা বাড়ির মালিককে দিবে এবং এ সমস্ত সামানার মালিকও বাড়িওয়ালাই হবে।

জমির মালিক যদি বাড়ি ভাঙ্গানো এবং ভিত্তি উৎপাটনকে জমির জন্যে ক্ষতিকর মনে করে এবং বাড়ির দাম দিয়ে বাড়ি সহ জমি নিয়ে নিতে চায়, তাহলে তার সে অধিকারও থাকবে। বাড়ির মালিকের জন্যে অহেতুক বাড়ি উচ্ছেদ করে তার জমিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা জায়েয হবে না।

বাগান বা একটি গাছ লাগানোর জন্যে যদি জমি ধার দেয় সে ক্ষেত্রেও এ সমস্ত বিধানই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, ফসল কাটার পূর্বেই যদি তাগাদা দিতে থাকে তাহলে তার বিধান এই যে, ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত খালি করানোর অধিকার নেই। তবে যেদিন থেকে সে জমি ফিরিয়ে নেওয়ার তাগাদা আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকে জমি খালি করে দেওয়া পর্যন্ত সময়ের ভাড়া প্রচলিত পরিমাণে ফসলের মালিক থেকে নিয়ে জমির মালিককে দিবে। যেন উভয়ে ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

দান করার বর্ণনা

মাসআলা ঃ দানের জন্যে যাকে দান করা হয়েছে তার দখলে নেওয়া শর্ত। যায়েদ যদি মৌখিকভাবে আমরকে বলে যে, আমি তোমাকে এটি দান করলাম এবং আমর বললো যে, আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু

জিনিসটি আমার নিজের দখলে নিলো না, তাহলে এ দান শুদ্ধ হবে না। যথাপূর্ব তা যায়েদের মালিকানাধীনই থেকে যাবে।

মাসআলা ঃ যে জিনিসটি দান করা হচ্ছে তা যদি যৌথ মালিকানাধীন হয়, আর তাদের মধ্যে থেকে কোন একজন তার অংশ কাউকে দান করতে চায় তাহলে দেখতে হবে যে, জিনিসটি বন্টনযোগ্য কিনা। যদি বন্টনযোগ্য না হয়—অর্থাৎ, যে কাজের জন্যে জিনিসটি তৈরী করা হয়েছে বন্টন করলে তা আর সে কাজের উপযুক্ত থাকবে না—যেমন, ঘোড়া, পেষণযন্ত্র বা ছোট গোসলখানা, যৌথ মালিকানাধীন হওয়ার পরও এমন জিনিস দান করা জায়েয আছে।

আর যদি জিনিসটি বন্টনযোগ্য হয়—যেমন, ঘর, বাগান বা শস্য—তার বিধান এই যে, যদি বন্টন করার পর দান করে থাকে বা দান করার পর বন্টন করে দখলে দিয়ে থাকে তাহলে তো দান সঠিক হবে। আর যদি বন্টনই না করে তাহলে এমন যৌথ জিনিস দান করা দুরস্ত নয়। তবে যদি সমস্ত শরীক সম্মত হয়ে জিনিসটি কোন একজনকে দান করে দেয় আর সে ব্যক্তি নিজের দখলে নিয়ে নেয়, তাহলে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন জিনিসকে দুই ব্যক্তিকে দান করে দেয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)এর নিকট দুরস্ত আছে।

মাসআলা ঃ যে জিনিসটি দান করতে চাচ্ছে, তা যদি পূর্ব থেকেই যাকে দান করতে চাচ্ছে তার দখলে থেকে থাকে—আমানত হিসাবে হোক, ধার হিসাবে হোক বা যে কোন উপায়ে—তাহলে আর নতুন করে দখলে নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। পূর্বের দখলে থাকাই যথেষ্ট হবে।

মাসআলা ঃ নাবালেগ সন্তানকে কোন জিনিস দান করলে ঐ সন্তানের তা দখলে নেওয়া জরুরী নয়, বরং দান সঠিক হওয়ার জন্যে বাপের দখলই যথেষ্ট।

মাসআলা ঃ এমনিভাবে অন্য কোন মানুষ যদি নাবালেগকে দান করতে চায় সে ক্ষেত্রেও নাবালেগের দখল করা জরুরী নয়, তার বাপ দখল করলেই যথেষ্ট হবে। আর নাবালেগ যদি বুঝমান হয়, তাহলে সেও দখল করতে পারে। নাবালেগ যদি দখল না করে আর তার অন্য কোন আত্মীয় তার পক্ষ থেকে দখল করে তাহলে বাপের বর্তমানে অন্যের

দখল যথেষ্ট হবে না। তবে বাপ যদি মরে গিয়ে থাকে তখন ঐ নাবালেগ যার অধীনে প্রতিপালিত হচ্ছে সে দখল করলে শুদ্ধ হবে।

বাপ যদি নাবালেগা মেয়েকে বিবাহ দিয়ে স্বামীর বাড়ি পাঠিয়ে থাকে, তখন স্বামী দখল করলেও যথেষ্ট হবে। কারণ, বাপ যখন বিবাহ দিয়ে দিলো, তখন এ সমস্ত বিষয়ের অধিকারও স্বামীর হাতে দিয়ে দিলো, আর যদি স্বামীর বাড়িতে না গিয়ে থাকে তাহলে স্বামী দখল করলে যথেষ্ট হবে না।

ভাড়ার বর্ণনা

মাসআলা ঃ বাচ্চা ধারণের জন্যে মাদি ঘোড়ার সাথে পুরুষ ঘোড়ার যে মিলন ঘটানো হয় তার বিনিময় নির্ধারণ করা এবং নেওয়া হারাম। তবে চাপ ছাড়া, শর্ত ছাড়া এবং প্রচলন ছাড়া দয়া করে যদি কিছু দেয় তাহলে তা নেওয়া যাবে।

মাসআলা ঃ দুধপান করার জন্যে গাভী বা মহিষ ভাড়া নেওয়া যে, এর থেকে দুধ দোহন করে নেবো এবং এতো ভাড়া দেবো—জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর একজনকে বললো যে, তুমি তোমার অমুক জমিটি বীজ বপনের জন্যে আমাকে দিয়ে দাও এবং এর বদলে তুমি আমার জমিতে বীজ বপন করো এবং এটাকে জমির ভাড়া নির্ধারণ করলো—এটা জায়েয নয়।

এমন করতে হলে উভয় জমির জন্যে সমপরিমাণ টাকা ভাড়া নির্ধারণ করবে। তারপর উভয়টার ভাড়া এক সমান হওয়ার কারণে কাটাকাটি করে নিবে। কেউ কাউকে টাকা দিতেও হবে না, এবং নিতেও হবে না। একইভাবে এক ঘরের বিনিময়ে অন্য ঘরে থাকা বা এক বাহনের পরিবর্তে অন্য বাহন ব্যবহার করাও জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে যারা কাজ করে তারা দু' প্রকারের। এক হলো, ঐ সমস্ত শ্রমিক, যারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির কাজে আবদ্ধ নয়। বরং সবার কাজই নেয় এবং সবার কাজই শেষ করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়। যেমন, রংমিস্ত্রি, ধোপা, দর্জি ইত্যাদি। এদেরকে 'আজীরে মুশতারাক' বলে।

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় হলো, নির্দিষ্ট শ্রমিক, যে নির্দিষ্ট সময়ে এক ব্যক্তির কাজেই লেগে থাকে এবং মেয়াদ পুরা করে নিজের পারিশ্রমিকের হকদার হয়—তাকে চাকর বা 'আজীরে খাস' বলে।

মাসআলা ঃ 'আজীরে মুশতারাক' অর্থাৎ, যে শ্রমিক নির্দিষ্ট কারো কাজে আবদ্ধ থাকে না তার নিকট কোন জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেখতে হবে যে, তার কাজের কারণে এ ক্ষতি হয়েছে কিনা? যদি তার কাজের কারণে ক্ষতি হয়ে থাকে—যেমন, ইস্ত্রি করার সময় কাপড় ছিড়ে গেছে বা দাড়িপাল্লা থেকে পড়ে মাল নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে এর জরিমানা ঐ 'আজীরে মুশতারাকের' দায়িত্বে ওয়াজিব হবে। আর যদি ক্ষতি হওয়ার পেছনে তার কাজের কোন দখল না থাকে—যেমন, মাল চুরি হয়ে গেছে তাহলে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। তবে যদি তার হেফাযত না করার কারণে মাল চুরি হয়ে যায় তাহলে তার এ অসতর্কতার কারণে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। অন্যান্য আমানতের যে বিধান এক্ষেত্রেও একই বিধান।

'আজীরে খাস' অর্থাৎ, যে শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট লোকের কাজে আটকা থাকে—তার নিকট কোন ক্ষতি হলে—চাই তা তার কাজের কারণে হোক বা অন্য কোন কারণে—যেমন, তার নিকট থেকে চুরি হয়ে গেছে বা তার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেছে—তাহলে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। তবে যদি তার অসতর্কতার কারণে নষ্ট হয় তাহলে এ অসতর্কতার কারণে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ নিজে আরোহণ করার জন্যে ঘোড়া ভাড়া এনে মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে তাতে আরোহণ করানো জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ সাক্ষ্য দিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ কারো মালিকানাধীন জমিতে বৃষ্টির পানি জমা হয়ে পুকুর হয়ে গেলে সে ঐ পানির মালিক হয়ে যায় না তাই জমি মালিকদের মধ্যে চামড়া ধৌতকারীদের থেকে ভাড়া নেওয়ার যে প্রচলন রয়েছে তা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ যে পরিমাণ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে তার চেয়ে কম পারিশ্রমিকে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে যে পারিশ্রমিক বাঁচে তা

নিজে রেখে দেওয়া 'আজীরে মুশতারাকের' জন্যে জায়েয আছে। কিন্তু 'আজীরে খাসে'র জন্যে কম বেতনে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে বেতনের অবশিষ্ট টাকা নিজে রেখে দেওয়া জায়েয নেই। তবে 'আজীরে মুশতারাক'কে যদি মালিক (কাজের অর্ডারদাতা) এ শর্ত দেয় যে, তুমি নিজ হাতে এ কাজ করবে অন্যের দ্বারা কাজ করাবে না, তখন অন্যের দ্বারা কাজ করানো জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ ভাড়া করা ঘোড়া বা গাড়ীতে যদি প্রচলিত নিয়মের অধিক পরিমাণ মালপত্র বহন করানো হয় তাহলে মালিকের অনুমতি শর্ত। মালিকের অনুমতি ছাড়া অতিরিক্ত মাল বহন করানো জায়েয নেই।

'শুফআ' বা অগ্রক্রয়াধিকারের বর্ণনা

মাসআলা ঃ 'শফী' বা অগ্রক্রয়াধিকারী ব্যক্তির নিকট বিক্রয়ের সংবাদ পৌছার পর সাথে সাথে যদি মৌখিকভাবে 'শুফআ'র দাবী করার ঘোষণা না দেয় তাহলে 'শুফআ' তথা অগ্রক্রয়াধিকার বাতিল হয়ে যাবে। তারপর আর 'শুফআ'র দাবী করা তার জন্যে জায়েয নয়। এমনকি অগ্রক্রয়াধিকারী ব্যক্তির নিকট যদি চিঠি পৌছে আর চিঠির শুরুতেই যদি এ খবর লেখা থাকে যে, অমুক জায়গাটি বিক্রি হয়েছে—আর সে এটা পড়ার সাথে সাথে না বলে যে, 'আমি 'শুফআ'র দাবী করবো', আর এ অবস্থায় সম্পূর্ণ চিঠি পড়ে ফেলে এবং তারপর বলে যে, 'আমি 'শুফআ'র দাবী করবো' তাহলে তার এ অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ 'শফী' তথা অগ্রক্রয়াধিকারী ব্যক্তি যদি বলে যে, আমাকে এতো টাকা দাও তাহলে আমি আমার 'শুফআ'র দাবী ছেড়ে দেবো তাহলে এমতাবস্থায় সে যেহেতু নিজের হক ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে তাই তার হক আর থাকবে না। তবে ঘুষ হওয়ার কারণে এ টাকা নেওয়া হারাম হবে।

মাসআলা ঃ বিচারপতি 'শুফআ' তথা অগ্রক্রয়াধিকারের ফয়সালা দেওয়ার পূর্বেই যদি 'শফী' তথা অগ্রক্রয়াধিকারী মারা যায় তাহলে তার উত্তরাধিকারীরা 'শুফআ' পাবে না। তবে খরিদদার মরে গেলে 'শুফআ'

www.islamfind.wordpress.com

ঠিক থাকবে।

মাসআলা ঃ 'শফী' তথা অগ্রক্রয়াধিকারী ব্যক্তি খবর পেয়েছিলো যে, এতো টাকায় বাড়ি বিক্রি হয়েছে, তখন সে 'শুফআ'র দাবী ছেড়ে দিয়েছিলো, কিন্তু পরে জানতে পারলো যে, তার চেয়ে কম মূল্যে বাড়ি বিক্রি হয়েছে, তখন সে 'শুফআ'র দাবী করতে পারবে। একইভাবে পূর্বে শুনেছিলো যে, অমুক ব্যক্তি ক্রয় করেছে, কিন্তু পরে শুনলো যে, অন্য ব্যক্তি ক্রয় করেছে বা পূর্বে শুনেছিলো যে, অর্ধেক বাড়ি বিক্রি হয়েছে, পরে জানতে পারলো যে, পুরা বাড়ি বিক্রি হয়েছে। এ সমস্ত অবস্থায় পূর্বে 'শুফআ'র দাবী ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা 'শুফআ'র হক বাতিল হবে না।

বর্গাচাষের বর্ণনা

মাসআলা ঃ কেউ তার খালি জমি অন্যকে দিয়ে বললো যে, তুমি এতে চাষ করো, যা ফসল উৎপন্ন হবে তা এই হারে বন্টন করে নেবো—একে 'মুযারা'আত' বলে, এটা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বাগান লাগিয়ে অন্যকে বললো যে, তুমি এ বাগানে পানি দাও এবং এর সেবাযত্ন করো, এক বছর, দু'বছর বা দশ বছর পর্যন্ত, যা ফল হবে অর্ধেক অর্ধেক বা তিন ভাগের দুই ভাগ ও একভাগ করে বন্টন করে নেওয়া হবে—একে 'মুসাকাত' বলে, এটাও জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ এভাবে চুক্তি সম্পাদন সঠিক হওয়ার জন্যে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যথা—

১. জমি চাষ উপযোগী হওয়া।

২. জমির মালিক ও কৃষক জ্ঞানী ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

৩. চাষের মেয়াদকাল উল্লেখ করা।

৪. বীজ জমির মালিক দিবে, নাকি কৃষক তা উল্লেখ করা।

৫. কিসের চাষ হবে তা উল্লেখ করা। যেমন, গম বা যব।

৬. মোট উৎপাদিত ফসলের মধ্যে কৃষকের অংশের পরিমাণ উল্লেখ করা।

৭. জমি খালি করে কৃষককে হস্তান্তর করা।

www.islamfind.wordpress.com

৮. জমির উৎপন্ন ফসলের মধ্যে কৃষক ও মালিক উভয়ে শরীক থাকা।

৯. জমি ও বীজ একজনের হওয়া এবং গরু, শ্রম ও অন্যান্য বিষয় অপরজনের হওয়া বা শুধু জমি একজনের এবং অবশিষ্ট সবকিছু অন্যজনের হওয়া।

মাসআলা ঃ উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি পাওয়া না গেলে 'মুযারাআত' অবৈধ হবে।

মাসআলা ঃ অবৈধ 'মুযারাআতে'র মধ্যে উৎপন্ন সমস্ত ফসল বীজের মালিক পাবে আর অপর ব্যক্তি—সে যদি জমির মালিক হয় তাহলে সে নিয়মমাফিক জমির ভাড়া পাবে, আর যদি সে কৃষক হয় তাহলে সে নিয়মমাফিক পারিশ্রমিক পাবে। তবে উভয়ের ধার্যকৃত পরিমাণের চেয়ে ভাড়া বা পারিশ্রমিকের পরিমাণ অধিক না হতে হবে। অর্থাৎ, যদি অর্ধেক ফসলের চুক্তিতে 'মুযারাআত' হয়ে থাকে তাহলে মোট ফসলের অর্ধেকের বেশি দেওয়া হবে না।

মাসআলা ঃ 'মুযারাআতে'র চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর উভয় পক্ষের কোন একজন শর্তসমূহ পাওয়ার পরও যদি কাজ করতে অস্বীকার করে তাহলে তার থেকে জোর করে কাজ নেওয়া হবে। তবে যদি বীজওয়ালা অস্বীকার করে তাহলে তার উপর চাপ সৃষ্টি করবে না।

মাসআলা ঃ চুক্তি সম্পাদনকারীদের কোন একজন মরে গেলে 'মুযারাআত' সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ 'মুযারাআতে'র নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম করার পরও যদি ফসল না পাকে তাহলে নিয়মানুপাতে কৃষক জমির মালিককে অতিরিক্ত দিনসমূহের জমির ভাড়া দিবে।

মাসআলা ঃ কতক জায়গায় নিয়ম আছে যে, বর্গা জমিতে যে শস্য উৎপাদিত হয় তা চুক্তিমাফিক নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। কিন্তু পশুকে খাওয়ানোর জন্যে যে অপরিপক্ক ফসল উৎপন্ন হয় তা বন্টন করা হয় না, বরং বিঘা হিসাবে কৃষকের থেকে টাকা নেয়। এটি বাহ্যত 'মুযারাআতে'র শর্তের বিপরীত বিধায় নাজায়েয মনে হয়। তবে এ ধরনের ফসলকে প্রথম থেকেই 'মুযারাআতে'র বাইরে ধরে অর্থাৎ, এমন

ধরা হবে যে, এ পশুখাদ্যের ব্যাপারে উভয়ের লক্ষ্য ছিলো জমি ভাড়ায় দেওয়া, মুযারাআত করা নয়—তাই এটা জায়েয মনে হয়। তবে এ ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতি শর্ত।

মাসআলা ঃ কতক জমির মালিকের অভ্যাস আছে যে, তারা বর্গার অংশ ছাড়াও চাকর-নকরদের হক হিসাবে কৃষকের অংশ থেকেও কিছু নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যদি মোটের উপর বলে যে, তাদের হক হিসেবে দু' মণ চার মণ নেবো তাহলে এটা নাজায়েয হবে, আর যদি এভাবে নির্ধারণ করে যে, উদাহরণতঃ প্রতি এক মণ থেকে এক সের নিবে তাহলে তা জায়েয হবে।

মাসআলা ঃ কতক লোক ক্ষেতে কি বপন করবে তা পরিস্কারভাবে উল্লেখ করে না। ফলে পরবর্তীতে ঝগড়া হয় এটা জায়েয নয়। হয় বীজের নাম পরিস্কার উল্লেখ করবে অথবা সাধারণ অনুমতি দিবে যে, তোমার যা ইচ্ছা বপন করো।

মাসআলা ঃ কতক জায়গায় প্রচলন রয়েছে যে, কৃষক জমিতে বীজ বপন করে অন্যের হাতে দিয়ে বলে যে, তুমি এর মধ্যে পরিশ্রম করো এবং এর যত্ন নাও যা কিছু ফসল হবে পরিশ্রমকারী উদাহরণ স্বরূপ এক তৃতীয়াংশ পাবে—এটিও 'মুযারাআতে'র অন্তর্ভুক্ত। যে জায়গায় জমির মূল মালিক এ কাজে বাধা দেয় না সেখানে এরূপ করা জায়েয আছে, অন্যথায় জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত মাসআলার মতো কতক উৎপন্ন শস্য বন্টন করে দেয়, আর কতক শস্যের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি নগদ টাকা দিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রেও বাহ্যত নাজায়েয হলেও উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী জায়েয হবে।

মাসআলা ঃ ভাড়া বা বর্গা চাষের ক্ষেত্রে বারো বছর বা তার চেয়ে কমবেশি সময় জমিকে কাজে লাগিয়ে উত্তরাধিকারের দাবী করা সম্পূর্ণরূপে বাতিল, হারাম, জুলুম ও লুণ্ঠন। মালিকের খুশি মনের অনুমতি ছাড়া এর থেকে উপকৃত হওয়া কোনভাবেই জায়েয নয়। এমনটি করলে তার উৎপন্ন শস্য অবৈধ এবং তা খাওয়া হারাম হবে।

মাসআলা ঃ 'মুসাকাত' তথা বাগানের বর্গাচাষের বিধান সর্বক্ষেত্রে

www.islamfind.wordpress.com

'মুযারাআতে'র মতো।

মাসআলা ঃ ফলবিশিষ্ট গাছের ফল যদি এমন হয় যে, পানি দিলে এবং যত্ন করলে আরো বড় হবে তাহলে এর 'মুসাকাত' তথা বর্গা দেওয়া জায়েয আছে। আর যদি ফলের বৃদ্ধি শেষ হয়ে থাকে তাহলে 'মুসাকাত' জায়েয নেই। যেমন কিনা ফসল প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর 'মুযারাআত' জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ 'মুসাকাতের' চুক্তি ফাসেদ হয়ে গেলে সব ফল গাছওয়ালার হবে আর পরিশ্রমকারী নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিমাণ মতো পারিশ্রমিক পাবে। যেমন কিনা 'মুযারাআতে'র মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

হালাল-হারাম সংক্রান্ত আরো কিছু মাসআলা

মাসআলা ঃ স্বর্ণ–চান্দির পাত্রে পানাহার করা, স্বর্ণ–চান্দির চামচ দ্বারা আহার করা, স্বর্ণের শলা ব্যবহার করে বা স্বর্ণের সুরমাদানী থেকে সুরমা লাগানো বা এমন শলা দ্বারা আতর লাগানো, স্বর্ণ–চান্দির পানদানীতে পান রাখা, স্বর্ণ–চান্দির ঘড়ি ব্যবহার করা, স্বর্ণ–চান্দির তৈরী ফ্রেমের আয়না ব্যবহার করা, ঘড়িতে স্বর্ণ–চান্দির চেইন লাগানো—এ সবই হারাম।

মাসআলা ঃ যে জিনিসে স্বর্ণ–চান্দির কীলক বা টকুরা বসানো আছে, সে জায়গা থেকে বেঁচে থেকে যদি জিনিসটি ব্যবহার করে তাহলে জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ দাওয়াতের মজলিসে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হলে সেখানে যাওয়ার পূর্বেই যদি জানতে পারে তাহলে দাওয়াত নিবে না। তবে যদি প্রবল আশা থাকে যে, আমি সেখানে গেলে আমার প্রতি সম্মানের কারণে এবং লজ্জায় শরীয়তবিরোধী কাজটি বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে সেখানে যাওয়া উত্তম। আর যদি আগে থেকে জানা ছিলো না, সেখানে গিয়ে দেখতে পেলো তাহলে এ ব্যক্তি যদি দ্বীনের বিষয়ে মাননীয় হয় তাহলে ফিরে আসবে, আর যদি সাধারণ মানুষ হয় তাহলে খাওয়ার জায়গায় যদি সেই শরীয়তবিরোধী কাজটি হয় তাহলে সেখানে বসবে না। আর যদি অন্যত্র হয় তাহলে নিরুপায় অবস্থায় বসবে এবং

www.islamfind.wordpress.com

বাড়িওয়ালাকে বুঝানো উত্তম। আর যদি এতটুকু হিম্মত না হয় তাহলে ধৈর্য ধরবে এবং অন্তর দিয়ে কাজটিকে ঘৃণা করবে।

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্যে রেশমী কাপড় পরা হারাম। একইভাবে ছেলেদেরকে পরানও হারাম। তবে রেশমের চার আঙ্গুল চওড়া পাড় পরা জায়েয আছে। এর অধিক নাজায়েয। এমনিভাবে যদি রেশমের চার আঙ্গুলের কম লেইস, ফিতা, জরি ইত্যাদি লাগানো থাকে তাহলে জায়েয আছে। স্বর্ণ–চান্দির তৈরী সুতারও একই হুকুম। অর্থাৎ, চার আঙ্গুল পর্যন্ত অনুমতি আছে, আর অধিক হলে নিষেধ।

মাসআলা ঃ মখমল অর্থাৎ, যে কাপড়ের উপর রেশমের পশম বসানো আছে উপরোক্ত সব বিষয়ে তার রেশমের মতোই বিধান।

মাসআলা ঃ তানা সুতার হলে আর বানা রেশমের হলে সে কাপড় ব্যবহার করা দুরস্ত নয়, আর যদি বানা সুতার হয় আর তানা রেশমের হয় তাহলে তা পরা দুরস্ত আছে।

মাসআলা ঃ স্বর্ণ–চান্দির বোতাম ব্যবহার করা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ চার মাশার চেয়ে কম ওজনের চান্দির আংটি ছাড়া অন্য কোন আংটি ব্যবহার করা জায়েয নেই। মহিলাদের জন্যে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করাও জায়েয। মহিলাদের জন্যে গিল্টি ইত্যাদির অলংকার ব্যবহার করা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ একটি মন্দ রীতি হলো, এক মহিলা অন্য মহিলার সাথে একদম পর্দা করে না। উলঙ্গ অবস্থায় কোমরের সাথে কোমর মিলিয়ে থাকে—এটি হারাম। তবে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় জড়ানো থাকলে এমতাবস্থায় এক মহিলার জন্যে আরেক মহিলার দেহের অবশিষ্টাংশ দেখা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ মহিলাদের পরপুরুষের সাথে যেমন পর্দা করতে হয়, তেমনিভাবে কাফের ও ফাসেক মহিলাদের সাথেও পর্দা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, মুখ, দুই হাত কব্জি পর্যন্ত এবং (টাখনু) গিরার নিচ পর্যন্ত দুই পা ছাড়া দেহের অন্যান্য অঙ্গ—যেমন, মাথা, বাহু ইত্যাদি তাদের সামনে খোলা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ কতক মহিলা খালাতো, ফুফাতো বা মামাতো ভাই,

www.islamfind.wordpress.com

ভগ্নিপতি, দেবর ইত্যাদির সামনে মাথা খুলে, ছোট হাতার জামা পরে, পাতলা কাপড় পরে, আতর ও সুগন্ধি লাগিয়ে বা সুরমা ব্যবহার করে আসে—এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

মাসআলা ঃ আমর যায়েদের কাছে ঋণী, সে হারাম আমদানি থেকে তা পরিশোধ করতে চায় এবং যায়েদের তা জানা আছে তাহলে তার জন্যে এটা নেওয়া হালাল হবে না। একইভাবে হারাম আয়ের লোকের কাছে কোন জিনিস বিক্রি করে ঐ হারাম থেকে দাম নেওয়া বা এমন ব্যক্তির কাজ করে দিয়ে এমন আয় থেকে পারিশ্রমিক নেওয়া এ সবের একই হুকুম।

মাসআলা ঃ শস্য ক্রয় করে মজুত করে রাখা এবং মানুষের কষ্ট হলেও বিক্রি না করে অধিক মূল্যের অপেক্ষায় থাকা হারাম।

মাসআলা ঃ বর্তমান যুগে কতক লোক পীর-মুরীদীকেও একটি পেশা বানিয়েছে। কৃত্রিম কিছু তাবীয-গণ্ডা মুখস্থ করে এবং কিছু তেলেসমাতি শিখে মানুষকে ঠকানোর জন্যে পীর-মুরীদী শুরু করে দিয়েছে। তারা মুরীদদের থেকে ফসলী এবং অন্যদের থেকে ধোঁকাবাজির মাধ্যমে উপার্জন করে থাকে। এটি সর্বনিকৃষ্ট পেশা। তবে শরীয়তসম্মত তাবিয করে এবং ধোঁকাবাজি না করে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয আছে। কোন কামেল শাইখ পীর-মুরীদীর অনুমতি দিয়ে থাকলে মানুষকে সৎপথ দেখানোর জন্যে বাইআত গ্রহণও দুরস্ত আছে। কেউ আন্তরিকতার সাথে কিছু হাদিয়া দিলে তা নেওয়াও দুরস্ত আছে। তবে দুনিয়া উপার্জনের নিয়তে এটা করাও দুরস্ত নয়।

পানির বিধান

মাসআলা ঃ যার মালিকানাধীন জমিতে কুয়া, ঝর্ণা, হাউজ বা খাল রয়েছে, সে অন্য লোকদেরকে পানি পান করা, পশুকে পানি পান করানো এবং ওযু-গোসল বা কাপড় ধোয়ার জন্যে পানি নেওয়া থেকে বা পাঁচ-দশ ঘড়া পানি নিয়ে গাছে বা কেয়ারিতে পানি দেওয়া থেকে নিষেধ করতে পারবে না। কারণ, এ পানিতে সবার হক রয়েছে। আর যদি নিজের জমিতে কাউকে আসতে বাধা দিতে চায় তাহলে দেখতে হবে যে,

www.islamfind.wordpress.com

যে ব্যক্তি পানি নিতে চায় তার কাজ অন্যত্র থেকে সহজে সমাধা হবে কিনা? যেমন, কাছেই কোথাও কূয়া বা জলাশয় আছে। নাকি তার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার কষ্ট হবে। তার কাজ অন্যত্র থেকে হয়ে গেলে তো ঠিক আছে, তা না হলে তার প্রয়োজন পরিমাণ পানি তুমি নিজে তুলে বা কাউকে দিয়ে তুলিয়ে তাকে দিয়ে দাও। তবে কূয়া ও জলাশয়ের মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্যের জন্যে নিজের বাগানে বা ক্ষেতে পানি দেওয়া জায়েয নাই, এক্ষেত্রে পানিওয়ালার নিষেধ করার অনুমতি রয়েছে। নিজে নিজে উৎপন্ন ঘাস এবং কাণ্ডহীন সমস্ত উদ্ভিদের হুকুমও পানির মতোই। তবে কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ জমিওয়ালার মালিকানাধীন।

মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কূয়া বা খাল থেকে নিজের ক্ষেতে পানি দিতে চাইলে আর ঐ ব্যক্তি তার থেকে এর দাম নিলে তা জায়েয হবে কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। 'বলখে'র আলিমগণ জায়েয ফতওয়া দিয়েছেন।

মাসআলা ঃ মশক বা পাত্রের মধ্যে যে পানি ভরা হয়েছে, তার মধ্যে অন্য কারো হক নেই। তবে যদি পিপাসায় অস্থির হয়ে যায় এবং পানির মালিকের নিকট তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকে এবং দামের বিনিময়েও না দেয় তাহলে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়াও জায়েয আছে।

নেশাকর বস্তুর বর্ণনা

মাসআলা ঃ মদ ও তাড়ির মতো তরল প্রবাহমান নেশাকর বস্তু, যা বেশি পরিমাণে পান করলে মাদকতার সৃষ্টি হয় তার এক ফোঁটাও হারাম। এতো অল্প পরিমাণ পান করলে মাদকতা সৃষ্টি না হলেও তা হারাম। একইভাবে পান করার জন্যে বা প্রলেপ দেওয়ার জন্যে ঔষধের মধ্যে এগুলো ব্যবহার করাও নিষেধ। নেশাকর বস্তু তার আসল রূপে থাকুক বা কোনভাবে তার রূপ পরিবর্তিত করা হোক সর্বাবস্থায় তা নিষিদ্ধ। এ থেকে ইংরেজদের তৈরী ঔষধের অবস্থা জানা গেলো, যেগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ এ জাতীয় বস্তু দেওয়া হয়।

মাসআলা ঃ যে বস্তু নেশাকর কিন্তু তরল নয়, বরং জমাট—যেমন,

www.islamfind.wordpress.com

তামাক, জায়ফল, আফিম ইত্যাদি—এর হুকুম হলো, এর যে পরিমাণ পান করলে সাথে সাথে নেশা হয় বা মারাত্মক ক্ষতি হয়, তা হারাম। আর যে পরিমাণ পান করলে নেশা হয় না বা কোন ক্ষতি হয় না, তা জায়েয। এমন বস্তু মলম ইত্যাদিতে ব্যবহার করলেও সমস্যা নেই।

বন্ধক রাখার বর্ণনা

বন্ধকদাতার অনুমতিক্রমেও বন্ধকীকৃত জিনিস দ্বারা বন্ধক গ্রহণকারীর উপকৃত হওয়া হালাল নয়। যেমন কিনা বর্তমানে প্রচলন রয়েছে। সুদের আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা চলে গেছে।

মাসআলা ঃ যায়েদ আমরের নিকট থেকে অলংকার, পাত্র বা অন্য কোন জিনিস ধার এনে অন্য কারো নিকট বন্ধক রাখলো। আর আমর তার প্রয়োজনে বন্ধক গ্রহণকারীকে টাকা দিয়ে তা ছুটিয়ে আনলো তাহলে আমর যায়েদের কাছে এ টাকার দাবী করতে পারবে।

মাসআলা ঃ কতক লোক বন্ধক গ্রহণের অধিকারকে বিক্রি করে দেয় এটি সম্পূর্ণ নাজায়েয। প্রথমত, বন্ধক গ্রহণের অধিকার বিক্রিযোগ্য কোন জিনিসই নয়। দ্বিতীয়ত, বন্ধক গ্রহণকারীর জন্যে বন্ধকীকৃত জিনিসের মধ্যে কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ করা জায়েয নেই। তবে বন্ধকদাতা যদি সম্মত হয় তাহলে তার পদ্ধতি এই যে, দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহণকারী বন্ধকের সমপরিমাণ টাকা বন্ধকদাতাকে ঋণ দিবে আর সে প্রথম বন্ধক গ্রহীতাকে এ টাকা দিয়ে নিজের বন্ধকীকৃত মাল ফেরত নিবে তারপর দ্বিতীয় বন্ধকগ্রহীতার নিকট ঐ ঋণের বিনিময়ে বন্ধক রাখবে।

ওসীয়ত এবং মীরাসের বিধান

মাসআলা ঃ মধ্যম ধরনের কাফনের ব্যবস্থা এবং ঋণসমূহ পরিশোধ করার পর—যার মধ্যে মহরও অন্তর্ভুক্ত—মৃত ব্যক্তির যে সম্পদ বাঁচবে তার এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসীয়ত করা জায়েয। এর অতিরিক্ত বাতিল। তবে প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশরা শুধুমাত্র নিজের অংশের মধ্যে অতিরিক্ত ওসীয়ত বাস্তবায়নের অনুমতি দিতে পারে। আর নাবালেগের অংশের মধ্যে বালেগদের অনুমতি দেওয়ার অধিকার নেই। আর নাবালেগের

www.islamfind.wordpress.com

নিজের অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়।

মাসআলা ঃ এমনিভাবে যে মীরাসের অংশ পাবে তার নির্দিষ্ট অংশের চেয়ে বেশি দেওয়ার ওসীয়ত করাও বাতিল। তবে এক্ষেত্রেও বালেগ ওয়ারিশের তার নিজের অংশের মধ্যে অনুমতি দেওয়া জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ ওসীয়ত করে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং তা রহিত করে দেওয়া জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ অন্তিমরোগে অর্থাৎ, যে রোগ থেকে এ ব্যক্তি আর সুস্থ হয়ে ওঠে না এবং বাহ্যত সুস্থ হয়ে ওঠার আর কোন আশাও থাকে না—দান করা, ঋণ মাফ করে দেওয়া বা অত্যাধিক সস্তা দামে কোন জিনিস বিক্রি করা এ সবই ওসীয়তের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অতিরিক্তের মধ্যে জায়েয নেই এবং ওয়ারিশের জন্যেও জায়েয নেই। এর দ্বারা জানা গেলো যে, বেশির ভাগ মহিলা মৃত্যুর মুহূর্তে যে স্বামীকে মহর মাফ করে দেয় তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তবে ঐ মহিলার বালেগ ওয়ারিশ যদি মেনে নেয় তাহলে তার অংশেরটুকু মাফ হয়ে যাবে।[১]

মাসআলা ঃ কাফনের ব্যয়, ঋণ পরিশোধ এবং ওসীয়ত বাস্তবায়নের পর যে সম্পদ বাঁচবে তা সব ওয়ারিশদের যৌথ হক। কাপড়–চোপড়, বাটি–ঘটি, বই–পুস্তক, আসবাবপত্র, টাকা–পয়সা এবং জায়গা–জমি সব যৌথ সম্পদ। কোন এক ব্যক্তি তাতে কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ করা—নিজে ব্যবহার করে হোক, অন্যকে সওয়াব পৌঁছিয়ে হোক বা দুনিয়ার কোন কাজে লাগিয়ে হোক—সম্পূর্ণ নাজায়েয। হিন্দুস্তানে সাধারণ প্রচলন রয়েছে যে, কেউ মারা গেলে পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ইসালে সওয়াবের নামে অর্থহীন সব প্রথা পালন করার জন্যে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে ব্যয় করে থাকে। এমন করলে ঐ ব্যক্তির তার নিজের অংশ থেকে সমস্ত টাকা দিতে হবে। তবে বালেগ ওয়ারিশদের

টীকা–১. যে মহল্লা বা শহরে মহামারী রোগ বিস্তার করেছে সে জায়গার সুস্থ লোকের হুকুমও অন্তিম রোগের রোগীর ন্যায়। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির দান ইত্যাদি এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিকের মধ্যে জায়েয হবে না এবং একইভাবে ওয়ারিশদের জন্যেও জায়েয হবে না।

www.islamfind.wordpress.com

ঐকমত্যে যা ব্যয় করবে তা তাদের সবার ভাগে পড়বে। আর যারা সুস্পষ্ট অনুমতি দিবে না বা যারা নাবালেগ সম্পত্তি বন্টনের সময় তাদের অংশ পুরাপুরি দিতে হবে।

অংশীদারিত্বের বর্ণনা

'শিরকাত' বা অংশীদারিত্ব দুই প্রকারের হয়ে থাকে। একটিকে বলে 'শিরকাতে ইমলাক'। যেমন, এক ব্যক্তি মারা গেলো এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কয়েকজন শরীক হলো। বা দুই জনে টাকা দিয়ে একটি জিনিস খরিদ করলো। বা এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে যৌথভাবে দান করলো। এ ধরনের অংশীদারিত্বের হুকুম হলো, এক অংশীদার অন্য অংশীদারের অনুমতি ছাড়া ঐ জিনিসের মধ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা জায়েয নেই।

অংশীদারিত্বের দ্বিতীয় প্রকারকে বলে 'শিরকাতে উকূদ'। অর্থাৎ, দুই ব্যক্তি পরস্পরে চুক্তিবদ্ধ হলো যে, আমরা দুইজন যৌথভাবে ব্যবসা করবো। এ প্রকারের অংশীদারিত্বের বিধান নিম্নরূপ—

মাসআলা ঃ এ প্রকারের অংশীদারিত্বকে 'শিরকাতে ইনান'ও বলে। অর্থাৎ, দুই ব্যক্তি অল্প অল্প টাকা জমা করে একমত হলো যে, এ টাকা দিয়ে কাপড়, শস্য বা অন্য কিছু ক্রয় করে ব্যবসা করবো। এক্ষেত্রে মূলধন মুদ্রা জাতীয় হওয়া শর্ত। তা টাকা হোক, স্বর্ণমুদ্রা হোক বা পয়সা হোক। তাই দুই ব্যক্তি যদি মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন জিনিস একত্রিত করে যৌথ ব্যবসা করতে চায় তাহলে এ অংশীদারিত্ব সঠিক হবে না।

মাসআলা ঃ 'শিরকাতে ইনানে'র মধ্যে একজনের মাল বেশি হওয়া এবং আরেক জনের কম হওয়া এবং লাভের অংশীদারিত্ব পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হওয়া জায়েয আছে। অর্থাৎ, যদি এরূপ শর্ত করে যে, মালের পরিমাণ কমবেশি হলেও লাভ সমান সমান ভাগ হবে বা মালের পরিমাণ সমান সমান হলেও লাভ তৃতীয়াংশ হিসাবে ভাগ হবে, তাও জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ 'শিরকাতে ইনানে'র মধ্যে প্রত্যেক অংশীদারের শরীকানাভুক্ত সম্পদের মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত সবধরনের হস্তক্ষেপ করা

www.islamfind.wordpress.com

জায়েয আছে। তবে চুক্তি বিরোধী কোন হস্তক্ষেপ না হওয়া শর্ত। এক্ষেত্রে এক শরীকের ঋণ অন্য শরীকের কাছে চাওয়া যাবে না।

মাসআলা ঃ 'শিরকাতে ইনান' স্থির হওয়ার পর কোন কিছু ক্রয় করার পূর্বেই যদি যৌথ সম্পদ পুরোটা বা একজনেরটা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে এ 'শিরকাত' বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি একজনও কোন কিছু ক্রয় করে থাকে আর অন্যের সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে 'শিরকাত' বাতিল হবে না। খরিদকৃত মাল উভয়ের বলে গণ্য হবে। এবং এ মালের মধ্যে উভয় অংশীদারের যে পরিমাণের অংশ রয়েছে সে হারে অপর শরীক থেকে ক্রয়মূল্য উসুল করা হবে। উদাহরণস্বরূপ একজনের ছিলো দশ টাকা এবং আরেক জনের ছিলো পাঁচ টাকা। দশ টাকার মালিক মাল ক্রয় করেছে এবং পাঁচ টাকার মালিকের টাকা হারিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে পাঁচ টাকার মালিক ক্রয়কৃত মালের এক তৃতীয়াংশের অংশীদার। তাই দশ টাকার মালিক তার থেকে দশ টাকার এক তৃতীয়াংশ তিন টাকা পাঁচ আনা চার পয়সা নিয়ে নিবে। এবং আগামীতে এ মাল যৌথ মালিকানা হিসেবে বিক্রি হবে।

মাসআলা ঃ 'শিরকাতে ইনানে'র মধ্যে উভয় ব্যক্তির মাল মিশ্রিত করা জরুরী নয়। শুধু মৌখিক 'ইজাব-কবুলে'র মাধ্যমেও 'শিরকাত' সম্পন্ন হবে।

মাসআলা ঃ লভ্যাংশ আংশিক হারে নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ, অর্ধেক অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ হারে। কিন্তু যদি এরূপ নির্ধারণ করে যে, একজন একশ' টাকা পাবে আর বাকিটা অপরজন পাবে তাহলে জায়েয হবে না।

মাসআলা ঃ আরেক প্রকারের অংশীদারিত্ব আছে যাকে 'শিরকাতে সানায়ি' এবং 'শিরকাতে তাকাব্বুল' বলে। যেমন, দু'জন দর্জি বা রংমিস্ত্রি পরস্পরে চুক্তি করলো যে, আমাদের যার কাছে যে কাজ আসবে আমরা সে কাজ নিয়ে নেবো এবং পারিশ্রমিক যা পাবো তা অর্ধেক অর্ধেক, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ হিসেবে ভাগ করে নেবো—এটাও জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ কোন এক শরীক কাজ নিলে তা করে দেওয়া উভয়ের

www.islamfind.wordpress.com

উপরই জরুরী হবে। যেমন, এক শরীক সেলাই করার জন্যে একটি কাপড় নিলো তাহলে অর্ডারদাতা এর নিকট থেকেও কাজ বুঝে নিতে পারবে এবং এর শরীকের দ্বারাও সেলাই করিয়ে নিতে পারবে। এমনিভাবে যে অর্ডার গ্রহণ করেছে সেও পারিশ্রমিক চাইতে পারবে এবং তার শরীকও চাইতে পারবে। একইভাবে অর্ডার গ্রহণকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়ার দ্বারা যেমন মালিক দায়মুক্ত হয়ে যাবে, তেমনিভাবে তার শরীককে দেওয়ার দ্বারাও দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ আরেক প্রকারের অংশীদারিত্ব আছে 'শিরকাতে উজুহ'। অর্থাৎ, শরীকদ্বয়ের কাছে না মূলধন আছে, না পেশা ও কারবার আছে। শুধুমাত্র পরস্পরে সিদ্ধান্ত নিলো যে, দোকানদারদের থেকে বাকিতে মাল এনে উভয়ে বিক্রি করবো। এ ক্ষেত্রেও উভয় শরীক পরস্পরের উকিল তথা প্রতিনিধি বলে গণ্য হবে এবং যে হারে অংশীদার হবে সে হারে লভ্যাংশের হকদার হবে। অর্থাৎ, ক্রয়কৃত জিনিসে যদি অর্ধেক অর্ধেক হিসেবে অংশীদারিত্ব নির্ধারণ করে তাহলে লভ্যাংশও অর্ধেক অর্ধেক হারে ভাগ করবে, আর যদি ক্রয়কৃত জিনিসে তৃতীয়াংশ হিসেবে অংশীদারিত্ব নির্ধারণ করে তাহলে লভ্যাংশও তৃতীয়াংশ হিসেবে ভাগ করবে।

চুল সংক্রান্ত বিধান

মাসআলা ঃ পুরো মাথায় কানের লতি পর্যন্ত বা তার চেয়ে নীচ পর্যন্ত চুল রাখা বা পুরো মাথা নেড়ে করা সুন্নাত। চুল কাটানোও দুরস্ত আছে। তবে পুরো মাথার চুল কাটিয়ে সামনের দিকে কিছুটা বড় রাখা—যেমন কিনা বর্তমান যুগের ফ্যাশন হয়েছে—জায়েয নেই। কিছু অংশ নেড়ে করে কিছু অংশ চুল রাখা দুরস্ত নয়। এতে জানা গেলো যে, বর্তমানে বাবরী রাখা..... বা মাথার সামনের অংশের চুল গোল করে কাটানোর যে রীতি চালু হয়েছে তা দুরস্ত নয়।

মাসআলা ঃ চুল অনেক বড় করলে মহিলাদের মতো বেনী বাঁধা দুরস্ত নয়।

মাসআলা ঃ মহিলাদের জন্যে নেড়ে করা এবং চুলা কাটানো হারাম। হাদীসে এ জন্যে লানত এসেছে।

www.islamfind.wordpress.com

মাসআলা ঃ ঠোঁটের সমান করে মোচ কাটা সুন্নাত। আর চেঁছে ফেলার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বিদআত বলেছেন, কেউ কেউ অনুমতি দিয়েছেন। তাই না চাঁছাই সতর্কতা।

মাসআলা ঃ মোচের উভয় দিক লম্বা করা জায়েয আছে তবে ঠোঁটের উপরের অংশ লম্বা করা যাবে না।

মাসআলা ঃ দাড়ি চাঁছা এবং কাটা হারাম। তবে এক মুঠের অধিকটুকু কাটা জায়েয আছে। একইভাবে সুন্দর ও সমান করার জন্যে দু'-একটা চুল বেড়ে গেলে সেগুলো সামান্য সামান্য কেটে সমান করা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ গালের পশম বড় হয়ে গেলে সেগুলো সমান করা জায়েয আছে। এমনিভাবে ভ্রুর পশম এলোমেলো হলে সামান্য সামান্য কাটা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ কণ্ঠনালীর পশম চাঁছা উচিত না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এতেও কোন সমস্যা নেই।

মাসআলা ঃ থুতির উভয় দিকের এবং ঠোঁটের নীচের পশম চাঁছা ফকীহগণ বিদআত লিখেছেন। তাই এগুলো চাঁছা উচিত নয়। একইভাবে ঘাড়ের চুল চাঁছাও ফকীহগণ বিদআত লিখেছেন।

মাসআলা ঃ সৌন্দর্যের জন্যে সাদা চুল উপড়ানো নিষিদ্ধ। তবে মুজাহিদের জন্যে শত্রুর উপর প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে সাদা চুল উঠানো উত্তম।

মাসআলা ঃ নাকের পশম উপড়ানো উচিত না, কেঁচি দিয়ে কেটে ফেলা উচিত।

মাসআলা ঃ বুক ও পিঠের পশম চাঁছা জায়েয আছে তবে তা আদবের পরিপন্থী এবং অনুত্তম।

মাসআলা ঃ বগলের লোম চিমটা ইত্যাদি দিয়ে তুলে ফেলবে তবে ক্ষুর দিয়ে চাঁছাও জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্যে নাভীর নীচের লোম ক্ষুর দ্বারা চাঁছা উত্তম। নাভীর নীচ থেকে আগে চাঁছতে আরম্ভ করবে। ঔষধ দিয়ে তুলে ফেলাও দুরস্ত আছে। মহিলাদের জন্যে ক্ষুর ব্যবহার না করে চিমটা দিয়ে

www.islamfind.wordpress.com

তুলে ফেলা সুন্নাত।

মাসআলা ঃ এছাড়া দেহের অন্যান্য লোম চাঁছা এবং রাখা উভয়টি জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ হাত-পায়ের নখ কাটা সুন্নাত। তবে মুজাহিদের জন্যে শত্রুভূমিতে মোচ এবং নখ না কাটা উচিত।

মাসআলা ঃ হাতের নখ এ ধারাবাহিকতায় কাটা ভালো—ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কেটে যাবে, তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে কেটে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে এসে শেষ করবে।

পায়ের আঙ্গুলের ক্ষেত্রে ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে কেটে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে শেষ করবে। এ ধারাবাহিকতায় কাটা উত্তম, এর বিপরীত করাও ঠিক আছে।

মাসআলা ঃ কাটা নখ ও চুল মাটিতে পুঁতে রাখা উচিত। পুঁতে না রাখলে সংরক্ষিত কোন জায়গায় ফেলে দেওয়াও জায়েয আছে। তবে নাপাক ও নোংরা জায়গায় ফেলবে না, এতে রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

মাসআলা ঃ দাঁত দিয়ে নখ কাটা মাকরূহ। এতে শ্বেত রোগের সৃষ্টি হয়।

মাসআলা ঃ গোসল ফরয অবস্থায় চুল কাটা, নখ কাটা এবং নাভীর নীচের লোম পরিস্কার করা মাকরূহ।

মাসআলা ঃ প্রতি সপ্তাহে একবার নাভীর নীচের লোম, বোগল তলের পশম, মোচ, নখ ইত্যাদি কাটা এবং গোসল করে পরিস্কার হওয়া উত্তম। সবচেয়ে ভালো জুমুআর দিনে জুমুআর নামাযের পূর্বে এগুলো সেরে নামাযে যাওয়া। প্রতি সপ্তাহে না হলে পনের দিন পরে হলেও করবে। সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন পর করবে। এরচেয়ে বেশি দেরী করার অনুমতি নেই। যদি চল্লিশ দিন চলে যায় আর এগুলো পরিস্কার না করে তাহলে গুনাহগার হবে।

সাবধান!

এ পুস্তিকার ভূমিকায় বিশুদ্ধ লেনদেন যে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এ ব্যাপারে যে অবহেলা করা হচ্ছে সে ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে। আর পুস্তিকার শেষে এসে পরিশুদ্ধ লেনদেনের ফল তথা হালাল খাওয়ার গুরুত্ব এবং তার বরকতসমূহ এবং হারাম খাদ্যের অকল্যাণ ও অন্ধকারসমূহ উল্লেখ করা মোনাসেব মনে হচ্ছে। তাই এতদসংক্রান্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচটি হাদীসের মর্মার্থ এবং মসনবী শরীফের সাতটি শের এবং 'নান ও হালওয়া'র পনেরটি শেরের মর্মার্থ লিপিবদ্ধ করছি। যেন সুধী পাঠক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সচেতন হন।

মুসনাদে আহমাদ, শুয়াবুল ঈমান—বাইহাকী এবং সুনানে দায়লামীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার সারকথা এই যে—

* হালাল উপার্জনও নামায-রোযার মতো ফরযসমূহের পর ফরয।
* হালাল উপার্জনের দ্বারা মানুষের দু'আ কবুল হয়।
* এক গ্রাস হারাম খাদ্য ভক্ষণের ফলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দু'আ কবুল হয় না।
* দশ টাকার পোশাকের মধ্যে এক টাকাও যদি হারাম মাল হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ পোশাক গায়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নামায কবুল হবে না।
* হারাম মাল দান করলে কবুল হয় না।
* হারাম মাল ব্যয় করলে বরকত হয় না।
* হারাম মাল রেখে মারা গেলে তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।
* যে দেহ হারাম মাল দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে তা জান্নাতে যাবে না, বরং তা দোযখেরই উপযুক্ত।

হালাল খাদ্যের বৈশিষ্ট্য

হালাল খাদ্য ভক্ষণের বরকতে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী অর্জিত হয়—

* নূর তথা আলো।
* কামাল তথা পূর্ণতা।

www.islamfind.wordpress.com

* ইলম তথা জ্ঞান।
* হিকমত তথা প্রজ্ঞা।
* ইশক তথা প্রেম।
* ভালো চিন্তা।
* সাহস।
* ইবাদতে মনোযোগ।

হারাম খাদ্যের কুপ্রভাব

হারাম খাদ্য ভক্ষণের ফলে নিম্নের কু প্রভাবসমূহ সৃষ্টি হয়—

* দ্বীন থেকে দূরে চলে যায়।
* মারেফাতের নূর হরণ করা হয়।
* কুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়।
* ইবাদতে অলসতা সৃষ্টি হয়।
* দ্বীনদারী নষ্ট হয়।

হারাম থেকে বাঁচার উপায়

* অল্পে তুষ্টি।
* পোশাক-আশাক ও পানাহারে সরলতা ও সংক্ষিপ্ততা।
* আড়ম্বরতা ও প্রদর্শনী পরিহার করা।

বিধায় উল্লেখিত প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করে উপরোক্ত উপায়ে আত্মসংশোধন করা সবার জন্যে একান্ত জরুরী।

www.islamfind.wordpress.com

www.islamfind.wordpress.com

একাদশ কিতাব

যাদুস সাঈদ

www.islamfind.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مُتَوَافِرًا. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ سَلَامًا مُتَكَاثِرًا وَ الرِّضْوَانُ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مُتَوَاتِرًا. اَمَّا بَعْدُ :

'হে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ! আপনারই জন্য অফুরন্ত প্রশংসা। আপনার নবী ও রাসূলের উপর অধিকহারে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর অবিরাম ধারায় সন্তুষ্টি বর্ষিত হোক।'

হামদ ও সালাতের পর অধমের একবার 'কীরানা' কসবায় সফর করার সুযোগ হয়। সে সফরে জামেউল আখলাক ওয়াল বারাকাত হাফেয সাঈদ আহমাদ সাহেব (সাল্লামাহুল্লাহু তাআলা)–এর সাথে মোলাকাতের সময় তিনি বাসনা ব্যক্ত করেন যে, দুরূদ শরীফের ফযীলত সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা রচনা করে দিলে খুব ভালো হতো। অধম তখন এতদসম্পর্কিত অন্যান্য লেখকদের পুস্তিকাসমূহ যথেষ্ট হওয়ার ওযর তুলে ধরি। কিন্তু প্রত্যেকের 'মযাক' বা রুচি ভিন্ন হয়ে থাকে বিধায় বিশেষ যে পদ্ধতিতে পুস্তিকা রচনার বিষয় তাঁর মনে ছিলো, সেরূপ পুস্তিকা রচনার জন্য আবারো পীড়াপীড়ি করেন। আমি চিন্তা করলাম যে, এর দ্বারা একজন বুযুর্গ ব্যক্তির কথা পুরা হবে, যা জরুরী না হলেও উত্তম তো অবশ্যই। তাছাড়া পাঠকবৃন্দেরও এতে উপকার হবে—তাই আল্লাহর নামে এটি লিখতে আরম্ভ করি। দুরূদ শরীফ যেহেতু সৌভাগ্যের প্রত্যাশীদের আখিরাতের পাথেয়, তাই এদিকে লক্ষ্য করে এবং হাফেয সাহেবের নামের সঙ্গে মিল রেখে এর নাম 'যাদুস সাঈদ' বা 'সৌভাগ্যবানের পাথেয়' রাখা হলো। আল্লাহ তাআলা এ পুস্তিকাকে কবুল করে আমার জন্যও একে সৌভাগ্যের পাথেয় বানিয়ে দিন।

এ পুস্তিকায় একটি ভূমিকা, দশটি পরিচ্ছেদ এবং একটি উপসংহার রয়েছে। ভূমিকায় যে সমস্ত কিতাব থেকে হাদীস নকল করা হয়েছে,

www.islamfind.wordpress.com

সেগুলোর সাংকেতিক নামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। (অনুবাদের সময় সাংকেতিক নামের স্থলে পুরা নাম ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় ভূমিকার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে—অনুবাদক)। পরিচ্ছেদসমূহে বিভিন্ন মূল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে একটি উৎসাহবর্ধক ছন্দবদ্ধ দুরূদ শরীফ রয়েছে।

www.islamfind.wordpress.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুরূদ শরীফ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

এক. আল্লাহ ইরশাদ করেন—

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর রাসূলের উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করো।' (সূরা আহযাব-৫৬)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاِنَّ صَلَاةَ اُمَّتِىْ تُعْرَضُ عَلَيَّ فِىْ كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ.

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'জুমুআর দিন আমার উপর অধিকহারে দুরূদ পাঠ করো। কারণ, আমার নিকট দুরূদ পেশ করা হয়।'

(আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজা, ইবনু হিব্বান)

তিন. 'তোমরা আমার উপর অধিকহারে দুরূদ পাঠ করতে থাকো, কারণ, তা তোমাদের জন্য পরিত্রাণ লাভের উপায়।' (আবূ ইয়ালা মুসেলী)

চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যার সম্মুখে আমার নাম উল্লেখ করা হবে, তার আমার উপর দুরূদ পাঠ করা উচিত।'

(নাসায়ী, মু'জামে আওসাত তাবরানী, আবূ ইয়া'লা মুসেলী,
আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাতি-লি-ইবনিস সুন্নী)

পাঁচ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি আমার নাম উল্লেখ করবে, তার উচিত আমার উপর দুরূদ পাঠ করা। (আবূ ইয়া'লা মুসেলী)

www.islamfind.wordpress.com

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ.

ছয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ করতে থাকো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।'

(নাসায়ী, গুলশানে রহমত)

www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
দুরূদ পরিত্যাগকারীর প্রতি কঠোর ধমকি এসেছে

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে মজলিসে আল্লাহ তাআলার যিকির এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করা না হয়, কিয়ামতের দিন ঐ মজলিস, মজলিসের লোকদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। যদিও তারা সওয়াবের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করুক না কেন।'

(ইবনু হিব্বান, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'বড় বখীল ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার নাম নেওয়া হলো, আর সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করলো না।' (তিরমিযী, ইবনু হিব্বান)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

তিন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার নাম নেওয়া হলো, আর সে দুরূদ পাঠ করলো না।' (তিরমিযী)

চার. ইবনু মাজাহ 'হাসান সনদে' এবং হাফেয আবু নুয়াইম 'হুলইয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের পথ থেকে হারিয়ে গেলো।' (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

www.islamfind.wordpress.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
দুরূদ শরীফের ফযীলতের বর্ণনা

এক. দুরূদ শরীফের সবচে' বড় ফযীলত এই যে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজের দিকে এবং ফেরেশতাদের দিকে দুরূদ শরীফকে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ.

'নিশ্চয় আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীর উপর দুরূদ পাঠ করে থাকেন।'
(সূরা আহযাব-৫৬)

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'জুমুআর দিন যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পাঠ করে, সে দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।' (সহীহ আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম)

তিন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'কোন ব্যক্তি যখন আমার উপর সালাম পাঠায়, তখন আল্লাহ তাআলা আমার রূহকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেন, এমনকি আমি তার সালামের উত্তর দেই।'

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হবে, যে অধিকহারে আমার উপর দুরূদ পাঠ করতে থাকবে।'
(তিরমিযী, ইবনু হিব্বান)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ اُمَّتِي السَّلَامَ.

পাঁচ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'আল্লাহ তাআলার অনেক ফেরেশতা এ কাজের জন্য নির্ধারিত আছেন যে, তারা ঘোরাফেরা করতে থাকেন, আর আমার উম্মতের যে

ব্যক্তি আমার উপর সালাম পাঠায়, তা আমার নিকট পৌঁছিয়ে থাকেন।'

(নাসায়ী, ইবনু হিব্বান, সহীহ আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম)

إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِيْ اَلَا يُسَرُّكَ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ.

ছয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'আমি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করি, তখন তিনি আমাকে সুসংবাদ শোনান যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি আপনার উপর দুরূদ পাঠাবে, আমি তার উপর রহমত পাঠাবো এবং যে ব্যক্তি আপনার উপর সালাম পাঠাবে, আমি তার উপর শান্তি অবতীর্ণ করবো। এ কথা শুনে আমি শুকরিয়ার সিজদা আদায় করি। (সহীহ আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম)

قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلَاةَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِىْ قَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ؟ قَالَ مَا شِئْتَ وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ قُلْتُ النِّصْفَ؟ قَالَ مَا شِئْتَ وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ قَالَ اَجْعَلُ لَكَ صَلٰوتِىْ كُلَّهَا قَالَ اِذَنْ تَكْفِىْ هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

সাত. হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর অধিকহারে দুরূদ পাঠ করতে চাই, কী পরিমাণ দুরূদ পাঠের নিয়ম করে নেবো? তিনি ইরশাদ করলেন—যে পরিমাণ তোমার মন চায়। আমি বললাম—এক চতুর্থাংশ (অর্থাৎ, অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ অন্যান্য দুআ পাঠ করবো।) তিনি বললেন—যতটুকু তোমার মন চায়। তবে যদি আরো বাড়িয়ে দাও তাহলে তোমার জন্য অধিক ভালো হবে। আমি নিবেদন করলাম—অর্ধেক? তিনি বললেন—যতটুকু তোমার ইচ্ছা, তবে আরো যদি বাড়াও, তাহলে আরো উত্তম। আমি বললাম—তাহলে পুরোটা কেবল দুরূদই পাঠ করবো। তিনি বললেন—তাহলে তোমার সমস্ত চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহসমূহও মাফ হবে।'

(সহীহ আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম)

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَ رَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ.

আট. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— 'যে ব্যক্তি আমার উপর আন্তরিক ইখলাসের সাথে একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত নাযেল করবেন, তার দশটি গুনাহ মাফ হবে, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হবে।' (নাসায়ী, মু'জামে কাবীর, তাবরানী)

নয়. অন্য এক বর্ণনায় আছে—

مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً.

'দুরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহ তাআলা সত্তরটি রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য সত্তরবার দু'আ করে।'

দশ. কা'বুল আহবার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠান যে, তুমি কি চাও যে, কিয়ামতের দিন তোমার পিপাসা না লাগুক? তিনি বললেন—হাঁ। তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন—তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অধিকহারে দুরূদ পাঠ করো।' (ইসবাহানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

এগার. হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি আমার উপর অধিকহারে দুরূদ পাঠ করবে, সে আরশের ছায়ায় থাকবে।'

(দায়লামী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

বার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তা আমি নিজে শুনি, আর যে আমার থেকে দূরে দুরূদ পাঠ করে, তা

আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ফেরেশতাদের মাধ্যমে।'

('শুয়াবুল ঈমানে' ইমাম বাইহাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

তের. 'দুররে মুখতারে' ইসবাহানী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পাঠ করে আর তার দুরূদ কবুল হয়, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।'

চৌদ্দ. 'শিফা' কিতাবে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে মুসলমান আমার উপর দুরূদ পাঠ করে, ফেরেশতা সেই দুরূদ আমার নিকট পৌঁছায় এবং তার নাম নিয়ে বলে যে, অমুক এমন এমন বলে, অর্থাৎ, এভাবে দুরূদ পাঠ করে।'

(ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

পনের. আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'আমার উপর অধিকহারে দুরূদ পাঠ করো, নিশ্চয় তা তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ। অর্থাৎ, দুরূদের কারণে সব ধরনের গুনাহ থেকে এবং যাহেরী, বাতেনী, জানী ও মালী সবধরনের পবিত্রতা লাভ হয়।' (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

ষোল. ইমাম আহমাদ (রহঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পাঠ করে, ফেরেশতা তার উপর দুরূদ পাঠ করে, অর্থাৎ, তার জন্য রহমতের দুআ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করতে থাকে। এখন তোমাদের ইচ্ছা, চাইলে কম দুরূদ পাঠ করো, চাইলে বেশী দুরূদ পাঠ করো।' এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, অধিকহারে দুরূদ পাঠ করা উচিত।

(ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

সতের. ইমাম তাবরানী 'আওসাতে' বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি কোন কিতাবের মধ্যে আমার উপর দুরূদ পাঠাবে, যতদিন পর্যন্ত ঐ কিতাবে আমার নাম থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সর্বদা ফেরেশতাগণ তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকবে। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

www.islamfind.wordpress.com

আঠার. ইমাম মুস্তাগফিরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশ' বার দুরূদ পাঠ করবে, তার একশ'টি প্রয়োজন পুরো করা হবে। যার ত্রিশটি দুনিয়ার এবং বাকীগুলো আখিরাতের।

(ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

উনিশ. ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেন—'যে ব্যক্তি সকালে আমার উপর দশবার এবং বিকালে দশবার দুরূদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।'

বিশ. আবূ হাফস ইবনে শাহীন (রহঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি আমার উপর হাজার বার দুরূদ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে তার জায়গা দেখার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে না। (সি'আয়া)

একুশ. ইমাম দায়লামী (রহঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'কিয়ামতের বিপদাপদ থেকে ঐ ব্যক্তি অধিক নিরাপদে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর অধিকহারে দুরূদ পাঠাতে থাকবে।

(সি'আয়া)

www.islamfind.wordpress.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
দুরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

এক. হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন—'সমস্ত দু'আ আটকে থাকে, যতক্ষণ না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরের উপর দুরূদ পাঠ করবে।' (মু'জামে আওসাত, তাবরানী)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ الْاَرْضِ لَايَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

দুই. হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ) বলেন—'দু'আ আসমান ও জমিনের মধ্যে লটকে থাকে, যতক্ষণ না নিজের নবীর উপর দুরূদ পাঠ করে।' (তিরমিযী)

তিন. হযরত আবূ রাফে' (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যার কান লাফায়, সে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করে এবং তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করে এবং এরূপ বলে যে, যে আমাকে স্মরণ করলো, আল্লাহ তাআলা যেন দয়া ও কল্যাণ দ্বারা তাকে স্মরণ করেন।

(মু'জামে কাবীর,তাবরানী, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ,লি ইবনিস সুন্নী)

চার. হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যার ইচ্ছা হয় যে, তার সম্পদ বৃদ্ধি পাক, সে যেন এভাবে দুরূদ পাঠ করে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

পাঁচ. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর নিকট একজন লোক বসা ছিলো। তার পা অবশ হয়ে যায়। তিনি বললেন যে, যে ব্যক্তি তোমার সবচে' প্রিয়, তার নাম লও।

www.islamfind.wordpress.com

সে বললো— مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ সাথে সাথে তার অবশ ভাব কেটে যায়।

(হাদীসে মওকূফ, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ, লি ইবনিস সুন্নী)

ছয়. একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)এর পা অবশ হয়ে যায়। তিনি এ আমল করেন। সাথে সাথে তার অবশ ভাব কেটে যায়। (হাশিয়ায়ে হিসন,মিআতুল ফাওয়ায়িদ)

সাত. হাদীস শরীফে সমস্ত অভাব মোচনের জন্য সালাতুল হাজত পড়ার কথা এসেছে। তার মধ্যে নামায শেষে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। তাতে বোঝা যায় যে, অভাব মোচনের ক্ষেত্রে দুরূদ শরীফের ভূমিকা রয়েছে।

আট. কুরআন শরীফ হিফয করার দু'আ হাদীস শরীফে এসেছে। ঐ দু'আর সাথেও দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। তাতে বোঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ হিফয করার মধ্যেও দুরূদ শরীফের দখল রয়েছে।

নয়. আবূ মূসা মাদীনী 'যয়ীফ সনদে' বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—'তোমরা কোন জিনিস ভুলে গেলে আমার উপর দুরূদ পাঠাও, তাহলে তা স্মরণ হবে, ইনশাআল্লাহু তাআলা।' (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

দশ. দুরূদ শরীফের সবচে' বেশী মজার ও মধুর বৈশিষ্ট্য এই যে, এর বদৌলতে স্বপ্নযোগে নবী-প্রেমিকগণের হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়েছে। বিশেষভাবে কতগুলি দুরূদ বুযুর্গদের পরীক্ষিত।

(ক) শাইখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) 'তারগীবু আহলিস সাআদাহ' কিতাবে লিখেছেন যে, জুমুআর রাতে দু' রাকআত নফল নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকআতে এগার বার 'আয়াতুল কুরসী' এবং এগার বার 'কুল হুয়াল্লাহু' পড়বে এবং সালামের পর একশ' বার নিম্নের এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তাহলে তিন জুমুআও অতিক্রম করবে না, ইনশাআল্লাহ যিয়ারত নসীব হবে। দুরূদ শরীফটি এই—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ۔

www.islamfind.wordpress.com

(খ) তিনি আরো লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দু' রাকআত নামায পড়বে। প্রতি রাকআতে সূরায়ে ফাতিহার পর পঁচিশবার সূরায়ে ইখলাস পাঠ করবে এবং সালামের পর নিম্নের এই দুরূদ শরীফ এক হাজার বার পাঠ করবে, তার যিয়ারত নসীব হবে। দুরূদ শরীফটি এই—

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

(গ) শাইখ আরো লিখেছেন যে, শোয়ার সময় সত্তর বার নিম্নের এই দুরূদ শরীফটি পাঠ করলে যিয়ারত নসীব হয়—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَالسَّبَبِ فِىْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُوْرِ ضِيَائِكَ صَلٰوةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقٰى بِبَقَائِكَ لَامُنْتَهٰى لَهَادُوْنَ عِلْمِكَ صَلٰوةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَ تَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

(ঘ) যিয়ারতের জন্য নিম্নের দু'আটিও শোয়ার সময় কয়েকবার পাঠ করার কথা শাইখ আবদুল হক দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اَبْلِغْ لِرُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِنَّا السَّلَامَ.

তবে এ সৌভাগ্য লাভের সবচে' বড় শর্ত হলো, অন্তর আগ্রহে পরিপূর্ণ থাকতে হবে এবং যাহেরী ও বাতেনী সবধরনের গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

www.islamfind.wordpress.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা

এক. 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়্যা' কিতাবে তাফসীরে কুশাইরী থেকে বর্ণনা করেছে যে, কিয়ামতের দিন একজন মুমিনের নেকীর ওজন কম হবে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুলের মাথার সমান একটি কাগজের টুকরা বের করে নিক্তিতে রেখে দিবেন, ফলে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন ঐ মুমিন ব্যক্তি বলবে—আমার মা-বাবা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি কে? আপনার সুরত ও সীরত কত সুন্দর! তিনি বলবেন—আমি তোমার নবী। এটি দুরূদ, যা তুমি আমার উপর পাঠ করেছিলে। আমি তোমার প্রয়োজনের সময় তা পরিশোধ করলাম। (হাশিয়ায়ে হিসন)

দুই. বিখ্যাত তাবেয়ী ও খলিফায়ে রাশিদ উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) নিজের পক্ষ থেকে রওযা শরীফে হাযির হয়ে সালাম করার জন্য শাম থেকে মদীনায় বিশেষ দূত পাঠাতেন। (হাশিয়ায়ে হিসন, ফতহুল কাদীর)

তিন. 'রওযাতুল আহ্বাব' কিতাবে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)এর বিখ্যাত শাগরিদ ইমাম ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম মুযনী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)কে তাঁর ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে কী আচরণ করেছেন? তিনি বললেন—আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং হুকুম দিয়েছেন—আমাকে যেন সসম্মানে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হয়। আর এ সবই একটি দুরূদ শরীফের বরকত—যা আমি পাঠ করতাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেই দুরূদ কোন্টি? তিনি বললেন—দুরূদটি এই—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

(হাশিয়ায়ে হিসন)

চার. 'মানাহিজুল হাসানাত' কিতাবে ইবনে ফাকিহানীর কিতাব 'ফাজরে মুনীর' থেকে বর্ণনা করেছে যে, শাইখ সালিহ মূসা নামক এক অন্ধ বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তাঁর অতীতের একটি ঘটনা আমার নিকট

বর্ণনা করেন যে, একবার একটি জাহাজ ডুবে যাচ্ছিলো। আমিও ঐ জাহাজে ছিলাম। তখন আমার তন্দ্রার ভাব হলো। ঐ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিম্নের এই দুরূদটি শিক্ষা দিয়ে ইরশাদ করেন যে, জাহাজের লোকেরা যেন এ দুরূদ শরীফটি এক হাজার বার পাঠ করে। তিনশ' বার পাঠ করার পূর্বেই জাহাজ মুক্তিলাভ করে। দুরূদ শরীফটি এই—[১]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيٰوةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ.

بَعْدَ الْمَمَاتِ এরপর اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ পড়ার নিয়মও রয়েছে, যা খুবই চমৎকার।

'কামুসের' লেখক শাইখ মাজদুদ্দীনও ঘটনাটি তার নিজের সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

পাঁচ. এক পুস্তিকায় উবাইদুল্লাহ বিন কাওয়ারীর থেকে বর্ণনা করেছে যে, একজন লিপিকার আমার প্রতিবেশী ছিলো। সে মারা গেলো, আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো, আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললো—যখন আমি কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম লিখতাম, তখন 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'ও লিখতাম। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা কোন চোখ দেখেনি,

১. এ দুরূদ শরীফ অধিক পরিমাণে পাঠ করা এবং লিখে বাড়ীর দেওয়ালে লটকানো প্লেগ, ডায়রিয়া সহ সমস্ত মহামারি রোগ থেকে হেফাযতের জন্য উপকারী। এটি একটি পরীক্ষিত আমল। এতে অন্তরে অসাধারণ প্রশান্তি লাভ হয়। تَرْفَعُنَا بِهَا এরপর অনেকে عِنْدَكَ শব্দটিও পড়ে থাকে। হযরত মাওলানা একটি চিঠিতে অধমকে এভাবেই লিখে দিয়েছেন। —মুহাম্মাদ ইনআমুল্লাহ গাফারা লাহুল্লাহু

www.islamfind.wordpress.com

কোন কান শোনেনি এবং কোন অন্তর কল্পনাও করেনি।

(গুলশানে জান্নাত)

ছয়. 'দালাইলুল খাইরাত' কিতাব রচনার কারণ প্রসিদ্ধ আছে যে, সফরের মধ্যে লেখকের ওযূর পানির প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু বালতি–রশি কিছুই সাথে ছিলো না বিধায় তিনি পেরেশান ছিলেন। একটি মেয়ে এ অবস্থা দেখে পেরেশানীর কারণ জিজ্ঞাসা করে। কারণ জানতে পেরে সে কূপের মধ্যে থুথু নিক্ষেপ করে, ফলে পানি কূপের পাড় পর্যন্ত উতলে ওঠে। লেখক বিস্মিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মেয়েটি বলে যে, এটি দুরূদ শরীফের বরকত। তারপর তিনি এ কিতাব রচনা করেন।

সাত. শাইখ যারওয়াক লিখেছেন যে, 'দালাইলুল খাইরাত' কিতাবের লেখকের কবর থেকে মেশক ও আম্বরের ঘ্রাণ আসে। আর এসব কিছু দুরূদ শরীফের বরকত।

আট. নির্ভরযোগ্য একজন বন্ধু এই লেখককে লক্ষ্ণৌর একজন লিপিকারের ঘটনা বর্ণনা করেছে যে, তার অভ্যাস ছিলো, সকালবেলা যখন লিখতে আরম্ভ করতো, তখন প্রথমে একটি নোট বইয়ে একবার দুরূদ শরীফ লিখতো। (নোট বইটি এ কাজের জন্যই সে বানিয়েছিলো।) তারপর কাজ আরম্ভ করতো। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে আখিরাতের চিন্তায় ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে সে বলতে থাকে যে, 'সেখানে আমার কী অবস্থা হবে! ইতিমধ্যে একজন 'মাজযূব' (আল্লাহর পাগল) সেখানে আসে এবং বলে যে, 'বাবা! ভয় পাচ্ছো কেন? ঐ নোট বইটি 'সরকারের' সামনে পেশ করা হয়েছে এবং তা মঞ্জুর হয়েছে।'

নয়. মাওলানা ফয়যুল হাসান সাহেব সাহারানপুরী (রহঃ)এর জামাই আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যেই ঘরে মাওলানা সাহেবের ইন্তেকাল হয়েছে, সেখান থেকে এক মাস পর্যন্ত আতরের ঘ্রাণ আসতে থাকে। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব (রহঃ)এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন যে, এটি দুরূদ শরীফের বরকত। মাওলানা সাহেবের নিয়মিত আমল ছিলো যে, প্রতি জুমুআর রাতে জাগ্রত থেকে দুরূদ শরীফের আমল করতেন।

দশ. আবূ যুর'আ (রহঃ) এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি

www.islamfind.wordpress.com

আসমানে ফেরেশতাদের সঙ্গে নামায পড়ছেন। তাঁর নিকট এই উঁচু মর্যাদা লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—আমি দশ লাখ হাদীস লিখেছি। হাদীসের মধ্যে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম আসতো, তখন আমি দুরূদ শরীফ লিখতাম, যার ফলে এ মর্যাদা লাভ হয়েছে। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

এগারো. ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)এর আরো একটি ঘটনা আছে যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে একজন স্বপ্নে দেখে তাঁর ক্ষমা প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে তিনি বলেন যে, নিম্নের এ পাঁচটি দুরূদ জুমুআর রাতে আমি পড়তাম—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُصَلّٰى عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُصَلّٰى عَلَيْهِ.

এই দুরূদ শরীফকে 'পঞ্চ দুরূদ' বলে। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

বারো. শাইখ ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) নকল করেছেন যে, একজন নেককার লোককে একজন স্বপ্নে দেখে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে। সে বলে যে, আল্লাহ তাআলা আমার উপর দয়া করেছেন এবং আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে যে, ফেরেশতারা আমার গুনাহ এবং আমার দুরূদ গণনা করে, তখন আমার দুরূদের সংখ্যা অধিক বের হয়। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন—এতটুকুই যথেষ্ট। এর আর হিসাব নিও না। তাকে বেহেশতে নিয়ে যাও। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

তেরো. শাইখ ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) লেখেন যে, একজন নেককার লোক নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিলেন যে, তিনি প্রত্যেক রাতে শোয়ার সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক দুরূদ শরীফ পাঠ করতেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট তাশরীফ এনেছেন। তার পুরো বাড়ী আলোকিত হয়ে গেছে।

www.islamfind.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—'ঐ মুখ আনো, যা অনেক দুরূদ পাঠ করে, আমি তাকে চুম্বন করবো।' লোকটি সলজ্জভাবে গাল এগিয়ে দিলো। তিনি তার গালে চুম্বন করলেন। তারপর তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তখন সারা ঘরে মেশকের ঘ্রাণ বিরাজ করছিলো। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

চৌদ্দ. শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) 'মাদারিজুন্নুবুওয়াত' কিতাবে লিখেছেন যে, হযরত হাওয়া (আঃ) যখন সৃষ্টি হন, তখন হযরত আদম (আঃ) তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইলেন। ফেরেশতারা বললেন যে, বিবাহ সম্পন্ন না হওয়া এবং মহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মহর কি? ফেরেশতারা বললেন—রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তিন বার দুরূদ পাঠ করা। এক বর্ণনায় বিশ বারের কথা এসেছে।

www.islamfind.wordpress.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত মাসআলার বর্ণনা

এক. জীবনে একবার দুরূদ শরীফ পড়া ফরয। কারণ, আল্লাহ তাআলা صَلُّوْا (তোমরা দুরূদ পাঠ করো) বলে দুরূদ পাঠ করার হুকুম করেছেন। আয়াতটি দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে।

দুই. এক মজলিসে একাধিকবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম নেওয়া হলে ইমাম তাহাবী (রহঃ)–এর মতে নাম উচ্চারণকারী এবং শ্রবণকারী প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকবার দুরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব। কিন্তু ফতোওয়া এ কথার উপর যে, একবার পড়া ওয়াজিব, তারপর মুস্তাহাব।

তিন. নামাযের শেষ বৈঠক ছাড়া অন্য কোন রুকনের মধ্যে দুরূদ পাঠ করা মাকরূহ। (দুররে মুখতার)

চার. খুতবার মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম এলে বা খতীব সাহেব يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا এ আয়াত পড়লে জিহ্বা না নেড়ে মনে মনে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ বলবে। (দুররে মুখতার)

পাঁচ. ওযূ ছাড়া দুরূদ শরীফ পড়া জায়েয। আর ওযূর সাথে পড়া অতি উত্তম।

ছয়. নবী ও ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য কারো উপর সরাসরি দুরূদ পাঠ করবে না, তবে তাঁদের অধীনস্ত হিসাবে পড়লে অসুবিধা নেই। যেমন এ রকম বলবে না যে, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ বরং এভাবে বলবে যে, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ। (দুররে মুখতার)

সাত. দুররে মুখতার কিতাবে আছে যে, ব্যবসা–বাণিজ্য আরম্ভ করা বা এ জাতীয় কোন ক্ষেত্রে অর্থাৎ, যেখানে দুরূদ শরীফ পড়া মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দুরূদ শরীফকে মাধ্যম বানানো হয়, সেখানে দুরূদ শরীফ পড়া নিষিদ্ধ।

আট. দুররে মুখতার কিতাবে আছে যে, দুরূদ শরীফ পড়ার সময় অঙ্গ সঞ্চালন করা এবং উচ্চস্বরে দুরূদ পড়া অজ্ঞতা। এতে জানা গেলো যে, কতক জায়গায় নামাযের পর সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে সম্মিলিতভাবে দুরূদ শরীফ পড়ার যে প্রচলন রয়েছে, তা পরিত্যাজ্য।

www.islamfind.wordpress.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুরূদ শরীফ পাঠের স্থানসমূহের বর্ণনা

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করলে বা কানে শুনলে। যেমন মাসায়েলের মধ্যে এর আলোচনা এসেছে।

দুই. যখন কোন বৈঠকে বসবে, সেখান থেকে ওঠার পূর্বে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। দুরূদ পরিত্যাগকারীর ধমকির আলোচনায় এটা এসেছে।

তিন. দু'আর শুরুতে ও শেষে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। দুরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় এটি এসেছে।

চার. মসজিদে প্রবেশের সময় এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এভাবে দুরূদ শরীফ পড়ার কথা হাদীস শরীফে এসেছে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

(ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

পাঁচ. আযানের পর (দু'আ পড়ার আগে)। মুসলিম ও তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করবে এবং তাঁর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করবে। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

ছয়. ওযূর সময়। ইবনে মাজা শরীফের হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—ঐ ব্যক্তির ওযূ হয় না, যে নবীর উপর দুরূদ পাঠায় না। অর্থাৎ, ওযূর পুরা সওয়াব পায় না। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

সাত. রওযা শরীফ যিয়ারতের সময়। ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দুরূদ পাঠ করে, তার দুরূদ পাঠ আমি শুনি। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

আট. বই-পুস্তক ও চিঠিপত্রের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও 'আল-হামদুলিল্লাহ'—এরপর দুরূদ শরীফ লিখবে। ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) লিখেছেন যে, এ রীতি সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক

www.islamfind.wordpress.com

(রাযিঃ)এর যুগে আরম্ভ হয়। তিনি তাঁর পত্রসমূহে এভাবেই লিখতেন।

(ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

নয়. রাতের বেলা তাহাজ্জুদের জন্য জাগলে। ইমাম নাসায়ী (রহঃ) 'সুনানে কাবীরে' দীর্ঘ এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন, যে মধ্যরাতে এমনভাবে জাগে যে, কেউ জানতে পারে না। ত্যরপর ওযূ করে। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং দুরূদ পাঠ করে। তারপর কুরআন শরীফ পাঠ করতে আরম্ভ করে।

(ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

দশ. মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিপদ দূর হওয়ার জন্য। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বিভিন্ন হাদীস থেকে এটি উদ্ভাবন করেছেন। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

www.islamfind.wordpress.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত বিভিন্ন আদবের বর্ণনা

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম লেখার সময় সালাত ও সালামও লিখবে। অর্থাৎ, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পুরাটা লিখবে। সংক্ষেপে শুধু ص বা صلعم লিখবে না।

(ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

দুই. এক ব্যক্তি হাদীস শরীফ লিখতো, কাগজ বাঁচানোর জন্য সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের সঙ্গে দুরূদ শরীফ লিখতো না। ফলে তার হাতে পচন রোগ ধরে।

তিন. শাইখ ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি শুধু صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ লিখতো وَ سَلَّمَ লিখতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নযোগে তাকে বলেন যে, তুমি নিজেকে চল্লিশটি নেকী থেকে কেন বঞ্চিত করো! অর্থাৎ, وَسَلَّمَ –এর মধ্যে চারটি বর্ণ রয়েছে। প্রতি বর্ণে এক নেকী, আর প্রত্যেক নেকীতে দশগুণ সওয়াব হয়, তাই وَ سَلَّمَ শব্দে চল্লিশটি নেকী হয়। (ফাযায়েলে দুরূদ ও সালাম)

চার. দুরূদ শরীফ পাঠকারীর জন্য নিজের শরীর ও কাপড় পাক–পরিষ্কার রাখা সমীচীন।

পাঁচ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের পূর্বে سَيِّدِنَا শব্দ বাড়ানো মুস্তাহাব এবং উত্তম। (দুররে মুখতার)

www.islamfind.wordpress.com

নবম পরিচ্ছেদ

দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত কিছু সূক্ষ্ম কথা

এক. একটি প্রশ্ন প্রসিদ্ধ আছে যে, كَمَا صَلَّيْتَ -এর মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'সালাত'কে ইবরাহীম (আঃ)এর 'সালাতের' সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করা হয়েছে। আর যার সঙ্গে সাদৃশ্য করা হয় তা যাকে সাদৃশ্য করা হয় তার চে' পরিপূর্ণ হয়। এতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'সালাত' ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। এ প্রশ্নে সহজ ও সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, যার সঙ্গে সাদৃশ্য করা হয়, তা অধিক পরিপূর্ণ হওয়া জরুরী নয়, তবে অধিক সুস্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ হওয়া জরুরী। তাই ইবরাহীম (আঃ)-এর 'সালাত' যেহেতু সমস্ত উম্মত, ধর্ম ও আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত ছিলো, তাই তার সঙ্গে সাদৃশ্য করা হয়েছে।

দুই. সমস্ত নবীর উপরই সালাত ও সালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে কেন নির্দিষ্ট করা হলো! তার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে।

প্রথমতঃ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়ত এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শরীয়তের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। অন্যান্য নবীর শরীয়তের সঙ্গে শুধু মূলনীতির মধ্যেই মিল রয়েছে, কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শরীয়তের সঙ্গে অনেক শাখার মধ্যেও মিল রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

'নিশ্চয় সমস্ত মানুষের মধ্যে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)এর সঙ্গে অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিলো, আর এই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং এই ঈমানদারগণ।'

(সূরা আলে ইমরান-৬৮)

দ্বিতীয় কারণ এই যে, মেরাজের রাতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন যে, আপনি আপনার উম্মতকে সালাম বলবেন। তাই উম্মতকে হুকুম

করা হয়েছে যে, নামাযের মধ্যে 'সালাতে ইবরাহীমী' অন্তর্ভুক্ত করো এবং বাইরেও তা পাঠ করো।

তৃতীয় কারণ এই যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ উম্মতের উপর অনেক দয়া করেছেন। কারণ, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে পাঠানোর জন্য দু'আ করেছিলেন। দু'আটি এই—

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

(সূরা বাকারা–১২৯)

তিনি وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ আয়াতের মধ্যে এ উম্মতের উপাধি أُمَّةً مُّسْلِمَةً দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

(সূরা হাজ্জ-৭৮)

তিন. আল্লাহ তাআলা صَلُّوا عَلَيْهِ আয়াতে আমাদেরকে 'সালাত' পাঠানোর হুকুম করেছেন, তাই বাহ্যত نُصَلِّيْ عَلٰى مُحَمَّدٍ বলা সমীচীন মনে হয়, অথচ আমাদেরকে اَللّٰهُمَّ صَلِّ বলা শেখানো হয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহর কাছেই সালাত পাঠানোর জন্য দরখাস্ত করা হয়—এর হিকমত কি?

এর হিকমত এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সম্পূর্ণ পবিত্র, আর আমরা হলাম অপবিত্র, তাই আমাদের সালাত তাঁর শান মোতাবেক হতো না। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে 'সালাত' নাযিল করার দরখাস্ত করে যেন এ কথাই বলা হয় যে, হে আল্লাহ! আমাদের 'সালাত' তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানের উপযোগী নয়, তাই আমরা আপনারই নিকট দরখাস্ত করছি—আপনি আপনার পক্ষ থেকে 'সালাত' নাযিল করুন। তাহলে পবিত্র নবীর উপর পবিত্র রবের পক্ষ থেকে 'সালাত' হবে।

চার. শাইখ আবূ সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন যে, দু'আর পূর্বে ও পরে দুরূদ শরীফ পড়ো। কারণ, আল্লাহ তাআলা উভয় দিকের দুরূদ তো

www.islamfind.wordpress.com

অবশ্যই কবুল করবেন। আর এটা তাঁর দয়ার বিপরীত যে, তিনি উভয় দিকের দুরূদ কবুল করবেন, আর মাঝেরটা (দু'আ) ফিরিয়ে দিবেন।

পাঁচ. হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট উল্লেখ দ্বারা যেমন জানা যায় যে, একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলে দশটি রহমত নাযিল হয়, তেমনিভাবে কুরআন শরীফের ইশারা দ্বারা এও বোঝা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান মর্যাদায় একটি বেয়াদবী করলে তার উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দশটি লা'নত নাযিল হয় (নাউযুবিল্লাহ)। তাই ওলীদ বিন মুগীরার উপহাসের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাআলা এ দশটি কথা ইরশাদ করেছেন—

حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ عُتُلٍّ زَنِيمٍ مُكَذِّبٌ لِّلْاٰيَاتِ بِدَ لَالَةِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ.

'অধিক শপথকারী, হীন, খোটাদানকারী, কূটনামী করে বেড়ায়, নেক কাজে বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপী, রূঢ়, হারামজাদা, আয়াতকে অস্বীকারকারী।' (সূরা কলম ১০–১৫)

www.islamfind.wordpress.com

দশম পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফের বর্ণনা

মাশাইখে কেরাম থেকে তো শত শত দুরূদ শরীফ বর্ণিত আছে। 'দালাইলুল খাইরাত' তার একটি নমুনা। তবে এখানে শুধুমাত্র হাকীকী বা হুকমী 'মরফু' হাদীসে যে সমস্ত সালাত ও সালাম (দুরূদ শরীফ) বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে থেকে চল্লিশটি লেখা হচ্ছে। পঁচিশটি 'সালাত' এবং পনেরটি 'সালাম' সম্বলিত। এতে করে দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত 'চল্লিশ হাদীস' হয়ে গেলো। যার সম্পর্কে হাদীস শরীফে সুসংবাদ এসেছে যে, যে ব্যক্তি দ্বীন সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস আমার উম্মতের নিকট পৌছাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে হাশরের ময়দানে আলেমদের দলভুক্ত করে উঠাবেন এবং আমি তার জন্য সুপারিশকারী হবো।

কুরআন-হাদীসে দুরূদ শরীফের হুকুম এসেছে বিধায় এটি যে দ্বীনী বিষয়, তা সুস্পষ্ট। তাই এ চল্লিশ হাদীস সংকলন করায় দ্বিগুণ সওয়াবের আশা রয়েছে। (এক. দুরূদ শরীফের সওয়াব। দুই. চল্লিশ হাদীসের সওয়াব)

দুরূদ শরীফ সম্বলিত হাদীস লেখার পূর্বে বরকতের জন্য কুরআন শরীফের দু'টি আয়াত লেখা হচ্ছে। যার মধ্যে 'সালাম' উল্লেখ থাকলেও শব্দের ব্যাপকতার ফলে এর মধ্যে 'সালাত'ও শামিল রয়েছে।

দুরূদ শরীফ সম্বলিত হাদীসসমূহ লেখার পর দু'জন সাহাবী এবং একজন তাবিয়ী থেকে তিনটি দুরূদ শরীফ লেখা হবে। তাই সব মিলে পঁয়তাল্লিশটি দুরূদ শরীফ হবে। কোন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন এ দুরূদগুলো পড়ে, তাহলে প্রত্যেক দুরূদ শরীফের পৃথক পৃথক যত ফযীলত ও বরকত রয়েছে, তার সবই সে লাভ করতে পারবে।

সালাম সম্বলিত কুরআনের আয়াত—

١. سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

٢. سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

দুরূদ শরীফ সম্বলিত হাদীস—

www.islamfind.wordpress.com

۲۔ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ (پارہ ۲۳۔ سورۂ صافات کے ختم پر)

چہل حدیث مشتمل بر صلوٰۃ وسلام

صِیَغِ صَلوٰۃ

۱ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ۔

۲ —— اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَآئِمَةِ وَالصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّارْضَ عَنِّيْ رِضًا لَّا تَسْخَطُ بَعْدَهٗ اَبَدًا۔

۳ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔

۴ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

۵ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

۶ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

۷ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ
حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ

۸ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ

۹ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤى
اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ

۱۰ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ

۱۱ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ
حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ

۱۲ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤى
اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

۱۳ —— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اَزْوَاجِهٖ
وَذُرِّيَّاتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ ؕ

www.islamfind.wordpress.com

১৪ ——— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؛

১৫ ——— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؛

১৬ ——— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ
تَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ تَحَنَّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ
عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؛

১৭ ——— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؛

১৮ ——— اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ

www.islamfind.wordpress.com

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ —— ১৯
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ —— ২০
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ —— ২১
وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًى وَّلَهٗ جَزَاءً وَّلِحَقِّهٖ
اَدَاءً وَّاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ
الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَاجْزِهٖ اَفْضَلَ
مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَرَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ وَصَلِّ
عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصّٰلِحِيْنَ يَا
اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ۞

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ —— ২২
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ
عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى —— ২৩
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا
مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مُحَمَّدِ
النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ۞

www.islamfind.wordpress.com

۲۴ ـــــ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؞

۲۵ ـــــ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ؞

صِيَغُ السَّلَامِ

۲۶ ـــــ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ؞

۲۷ ـــــ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوٰتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى
عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ؞

۲۸ ـــــ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ
عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ ؞

۲۹ ـــــ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ اَلصَّلَوٰتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلَامٌ
عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ سَلَامٌ عَلَيْنَا
وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ؞

www.islamfind.wordpress.com

۳۰ — بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَ
الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَ
بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ۔

۳۱ — اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

۳۲ — بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ
اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا
شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ
بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ
فِيْهَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ
اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ ۔

۳۳ — اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ۔

۳۴ — بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ شَهِدْتُّ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
شَهِدْتُّ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۔

۳۵ — اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ
اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

www.islamfind.wordpress.com

۲۶ — اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَ رَسُوْلُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ۔

۲۷ — اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلَوٰتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ۔

۲۸ — اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

۲۹ — اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوٰتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۔

۳۰ — بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ۔

اٰثَارِ مَوْقُوْفَه

۱. اَللّٰهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَبَارِئَ الْمَسْمُوْكَاتِ وَ

اے اللہ زمینوں کا فرش بچھانے والے اور بلند آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور

جَبَّارَ الْقُلُوْبِ عَلٰى فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيْدِهَا اجْعَلْ

شقی اور نیک دلوں کو ان کی فطرت کے موافق جوڑنے والے کر دیجیے

شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ

اپنی بزرگ ترین رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں اور اپنی مہربانیاں

www.islamfind.wordpress.com

عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْفَاتِحِ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو آپ کے بندہ اور آپ کے رسول ہیں جو اپنے سے پہلے کو ختم کرنے والے اور بند

لِمَآ اُغْلِقَ وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ

چیزوں کو کھولنے والے ہیں اور حق کو حق طریقہ سے ظاہر کرنے والے ہیں اور باطل کے لشکروں کا سر

الْاَبَاطِيْلِ كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ بِاَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ

توڑنے والے ہیں۔ وہ مستعد ہو گئے جس طرح ان پر ذمہ داری ڈالی گئی آپ کے حکم سے آپ کی فرمانبرداری کے لئے

مُسْتَوْفِزًا فِيْ مَرْضَاتِكَ بِغَيْرِ نِكْلٍ عَنْ قَدَمٍ وَّلَا وَهْنٍ

جلدی کرتے ہوئے آپ کی مرضیات میں بغیر قدم پیچھے ہٹانے کے اور بغیر کسی سستی کے

فِيْ عَزْمٍ وَّاعِيًا لِّوَحْيِكَ حَافِظًا لِّعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلٰى نَفَاذِ

ارادہ میں آپ کی وحی کی نگہداشت کرنے والے اور آپ کے عہد کی حفاظت کرنے والے آپ کے حکم کو نافذ کرنے

اَمْرِكَ حَتّٰى اَوْرٰى قَبَسًا لِّقَابِسٍ اٰلَآءُ اللّٰهِ تَصِلُ بِاَهْلِهٖ

میں عزم پر قائم رہنے والے یہاں تک کر دیے یا شعلہ نور کا روشنی لینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ والوں کے

اَسْبَابَهٗ بِهٖ هُدِيَتِ الْقُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ

ساتھ اسباب کو ملا دیتی ہیں۔ آپ ہی کے ذریعہ قلوب کو ہدایت کی گئی بعد ان کے فتنوں اور گناہوں میں ڈوب

وَالْاِثْمِ وَاَبْهَجَ مُوْضِحَاتِ الْاَعْلَامِ وَمُنِيْرَاتِ الْاِسْلَامِ

جانے کے۔ اور زینت دی آپ نے چمکتے ہوئے نشانوں کو اور اسلام کو روشن کرنے والی چیزوں کو

وَنَآئِرَاتِ الْاَحْكَامِ فَهُوَ اَمِيْنُكَ الْمَاْمُوْنُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ

اور روشن احکام کو پس وہ آپ کے امین معتمد ہیں۔ اور آپ کے پوشیدہ علم

الْمَخْزُوْنِ وَشَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ وَبَعِيْثُكَ نِعْمَةً

کے محافظ ہیں اور آپ کے گواہ ہیں قیامت کے دن۔ اور آپ کی بھیجی ہوئی نعمت ہیں اور

وَّرَسُوْلُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهٗ مَفْسَحًا فِيْ

آپ کے رسول برحق ہیں جو سراپا رحمت ہیں۔ اے اللہ کشادہ کر دے اُن کے لئے جگہ

عَدْنِكَ وَاجْزِهٖ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهَنَّاٰتٍ

اپنی بہشت میں اور جزا دے ان کو نیکیوں کی چند در چند اپنے فضل سے جو خوشگوار ہوں

www.islamfind.wordpress.com

لَهٗ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ مُّوْفُوْرِ ثَوَابِكَ الْمَضْنُوْنِ وَجَزِيْلِ

ان کے لیئے اور بے کدورت جھول (یعنی) آپ کا عظیم ثواب جو محفوظ ہے اور بڑی

عَطَايَاكَ الْمَخْزُوْنِ اَللّٰهُمَّ اَعْلِ عَلٰی بِنَاءِ الْبَانِيْنَ بِنَاءَهٗ

عطا جو جمع کی گئی ہے اے اللہ بلند کر دوسرے منزل والوں کی منزل سے

ان کی منزل کو۔ اور

اَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزُلَهٗ وَاَتْمِمْ لَهٗ نُوْرَهٗ وَاجْزِهٖ

کرم فرما ان کی آرام گاہ اور ان کی مہمانی کر اپنے پاس اور پورا فرمادے ان کے نور کو ان کے واسطے اور جزا دے ان کو

مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَهٗ مَقْبُوْلَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ

دین کے لیے کھڑے ہو جانے کی اس طرح کہ آپ مقبول الشہادت اور پسندیدہ گفتگو ہیں

ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَّخُطَّةٍ فَصْلٍ وَّحُجَّةٍ وَّبُرْهَانٍ عَظِيْمٍ

آپ کا کلام انصاف اور عادت فیصلہ کن اور حجت اور برہان عظیم ہیں

۲۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰی

اے اللہ نازل کر درود اپنا اور رحمت اپنی اور برکتیں اپنی

سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ

رسولوں کے سردار اور پرہیزگاروں کے امام اور نبیوں کے ختم کرنے والے

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے بندہ اور آپ کے رسول ہیں اور بھلائی کے امام اور خیر کے قائد ہیں اور

رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهٗ

رسولِ رحمت ہیں۔ اے اللہ مبعوث فرما ان کو مقام محمود پر کہ رشک کریں

بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ

اس پر پہلے اور پچھلے

۳۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ

اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے

اصحاب اور ان کی اولاد

সূচীপত্র

وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْهَارِهٖ وَاَنْصَارِهٖ

اور ان کی ازواج اور ان کی ذریت اور ان کے اہل بیت اور ان کی سسرال والوں اور ان کے مدد دینے

وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهِ وَاُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ

والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں اور ان سے محبت کرنے والوں اور ان کی امت پر اور ان سب کے ساتھ ہم پر

يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

اے ارحم الراحمین۔

www.islamfind.wordpress.com

যে সকল কিতাবের সমন্বয়ে ইসলাহী নেসাব

- হায়াতুল মুসলিমীন
- জাযাউল আ'মাল
- হুকূকুল ইসলাম
- হুকূকুল ওয়ালিদাইন
- তা'লীমুদ দীন
- ফুরূউল ঈমান
- যাদুস সাবীল
- আদাবুল মু'আশারাত
- আগলাতুল 'আওয়াম
- সাফাইয়ে মু'আমালাত
- যাদুস সাঈদ

■ design : najmul haider ■ shaj creation

ISBN. 984-70250-0008-7

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫, ০১৭১১১৪১৭৬৪

www.islamfind.wordpress.com